শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়াষ্টমাধস্তনপুরুষবর্য্য শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগৌরজন
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎসচ্চিদানন্দ-

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় নবমাধস্তনান্বয়বর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
শ্রীরূপানুগবর অষ্টোত্তরশতশ্রী ও বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-

সম্পাদিত

অগ্রহায়ণ ১৩৩৪]

কলিকাতা, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ তথা
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

২৪৩।২নং অপারসার্কিউলার রোড্-স্থিত
গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌সে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ,
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, বামুনপুকুর, নদীয়া ;
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ;
(৩) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ৯০ নবাবপুর, ঢাকা ;
(৪) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক ;
(৫) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, স্বর্গদ্বার, পুরী ;
(৬) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ, বেনারস ;
(৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, ছিপিগলি, বৃন্দাবন।

জৈবধর্ম্মের শ্লোক-সূচি

অ

অক্ষয্যং হ বৈ ২১৫, অঘচ্ছিৎস্মরণং ৪০৭, অঙ্গীমুখ্যঃ ৪৮০, অচিন্ত্যাঃ খলু ২২৭, অজামেকাং লোহিত-২৪১, অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ৪৮৩, অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ ৬৮, অত আত্যন্তিকং ১১২, অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধিঃ ৩১৬, অতথ্যানি বিতথ্যান ৩২০, অতলত্বাদপারত্বাৎ ৬২৯, অথবা বহুনৈতেন ২৩১, অস্ত বাব্দশতান্তে বা ৩১০, অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ৪০৫, অনাদিবাসনোদ্ভাসবাসিতে ৪৭৯, অস্তং গতোঽপি বেদানাং ১৭১, অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি ৩২২, অন্যা-ভিলাষিতা-শূন্যং ১৩৫, ৩৩২, অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং ১২২, অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ২৭৩, অপশ্যং গোপা ১৮১, ২৩২, অপাণিপাদো জবনো ২৪৭, অপি চেৎ সুদুরাচারো ৭৯, ৮৮, অবশেনাপি যন্নাম্নি ৪০২, অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন ৩৫৪, অয়ং আত্মা ৩২৪, অয়ং নেতা ২৩৭-২৩৮, অর্চ্চায়ামেব হরয়ে ১৩২, ৪২৫, অশৌচমনৃতং স্তেয়ং ৩৫, অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী ৩৫৮, অষ্টাদশ-মহাদোষৈঃ ৪৪১, অসদ্বা ইদমগ্র ৩২৪, অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ১৭১, অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব ৪৪০, অহং ব্রহ্মাস্মি ২১৫, ৩২১, ৩২২, অহন্যানি সহস্তানাম্ ১৮৯, অ'হংসা সত্যমস্তেয়ম্ ৩৫ অহো বত শ্বপচোঽতি গরীয়ান্ ৮৪।

আ

আচার্য্যবান্ পুরুষো ৩৫২, আজ্ঞায়ৈব গুণান্ ৯৯, আত্মকোটিগুণং ৪৪৩, আত্মাঽপহতপাপ্মা ২৯৯, আত্মানমেব প্রিয়ম্ ২১৭, আত্মা বা অরে ২০৯, ২১৭, আত্মৈবেদং ৩২৩, আত্যন্তিকাধিকস্বাদিভেদঃ ৫৩৬, আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য ৪০৩, আনন্দচিন্ময়রস-৫১৪, আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ ৯১, আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং ২২১, আশাভরৈরমৃতসিন্ধু ৬১৮, আস্তিক্যং দানং-নিষ্ঠা ৩৫।

ই

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ ৪৯৫, ইদমেব হি ৪০৭।

ঈ

ঈশাবাস্তমিদং সর্ব্বং ৯৭, ঈশ্বরে তদধীনেষু ১৩৪।

ঋ

ঋচোঽক্ষরে পরমে ২৫১, ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং ৪০৭।

এ

একমেব পরমং তত্ত্বং ৩১৬, একমেবাদ্বিতীয়ং ২৬২, ৩১৩, একো বশী সর্ব্বগঃ ২৩২, এতং ষড়্ বর্গহরণং ৪০৪, এতদ্যোনীনি ভূতানি ২৭৩, এতে চাংশকলাঃ ২৩২, এনং মোহং ৩২০, এবং দেবো ভগবান্ ৩২৩, এবং সদেবো ভগবান্ ১৭৯, এবমেবৈষ সম্প্রসাদঃ ২৯৮।

ঐ

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ২২৯।

ও

ওঁ আস্য জানন্তঃ ৪১৭, ওঁ তমু স্তোতারঃ ৪১৭, ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি ৩২৩, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ ২২৯।

ক

কাপ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ৪৮১, কামাদ্দ্বেষাদ্ ৩৭৪, কালেন নষ্টা প্রলয়ে ১০২, ২২২, কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন ৪০৬, কৃতে যদ্ধ্যায়তো ৪০৭, কৃষ্ণং স্মরন্ জনস্যাস্য ৬২৭, কৃষ্ণেতি মঙ্গলং ৪১৮, কেন কং পশ্যেৎ ২১৪, কো হ্যেবান্যাৎ ৩২৬, কৌমারং পঞ্চমাবদ্ধান্তং ৪৪৪, ক্লেশঘ্নী শুভদা ৩৩৪, ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ৮৮, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং ২১৩, ৩২৬।

গ

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য ৩৫৪, গুরোরবজ্ঞা ৪১৪, গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো ১৩৩, গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে ২৫১, গোকোটিদানং গ্রহণে ৪০৪, গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং ২৪৯, গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো......প্রিয়া সন্দর্শনোৎসুকঃ ৬০৩, গোপ্যঃ কামাদ্ ৩৭৫।

ছ

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ২৪২, ছন্নঃ কলৌ ২৫৩।

জ

জনে চেজ্জাতভাবেঽপি ৬৩২, জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু ৮৭, জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য ১৩১, জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং ১৬৩।

ত

ততো বৈ সদজায়ত ৩২৪, ততো ভজেত মাং ৮৭, তত্ত্বমসি ২১৫, ৩২১, ৩২২, তথা ন তে মাধব ৩০৬, তথাপি তে দেব ২৫০, তদযথা মহামৎস্য ২৬০, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ৩২৪, তদেজতি তন্নৈজতি ২৪৭, তদ্বিজ্ঞানার্থং ৯৩, ৩৫২, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ১০২, ১৭৯, তন্মাতুঃ প্রার্থনাৎ...... সমুত্থতা ৬১০, তপস্বিভ্যোঽধিকো ২১৬, তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ২৫০, তমাহুরগ্রং ৩২৩, তমেব ধীরঃ ১০১, ৩২১, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ২২৭, ৩৩৬, তস্মিন্মহন্মুখরিতা ৬২৪, তস্মৈ তৃণং নিদধৌ ২৪৮, তস্য বা এতস্য ২৬০, তস্যৈষ আত্মা ৩২৩, তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ১৯০, তাম্বুলার্পণ-পাদ মর্দ্দন ৬১৯, ৬২০, তাশ্চদুগ্ধা ৬১০, তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ২৫২, তীর্থকোটী-সহস্রাণি ৪০৪, তৃণাদপি সুনীচেন ২৬, ১৫০, ৪২৬, তেজো বলং ধৃতিঃ ৩৪, তে ধ্যানযোগানুগতা ২৪১, তেন প্রোক্তা ২২২, তেনেদং পূর্ণং ৩২৩, তেষশাস্ত্রেষু মূঢ়েষু ১৭১, ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্ ৩৬২, ত্বাং নষ্টা যাচতে ৬২৬ ত্বামারাধ্য তথা ৩২০।

দ

দানব্রততপস্তীর্থ ৪০৫, দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ২৫১, দুল্লর্ভব্যবাক্যপ্রখরা ৫৩৬, দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং ১৮৯, ৩৪১, দৈবী হ্যেষা গুণময়ী ১১২, দ্বয়োরেক-তরস্মৈহ ৪৮০, দ্বা সুপর্ণা ২৩১, ২৮৫।

ধ

ধন্বস্থায়ং নবং ৬৩৩, ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি ৪১৪, ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং ১৩১, ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ ৩৪৩।

ন

নক্তং হবিষ্যান্নং ৩৫৮, ন তস্য কার্য্যং ২৪১, ৩২১, ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ৪০৬, ন ধর্ম্মং না ধর্ম্মং ৬১৩, ন বা অরে ৩২৫, ন বোধয়তি মাং যোগো ২৯৯, ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি ৬২৬, ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী ৯৮, ন লোক বেদোদিতমার্গেভেদৈঃ ১২৭, ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ৩০০, নাতঃ পরং কর্ম্ম ৮৪, নান্যৎ পশ্যামি ৪১৮, নাম চিন্তামণিঃ ৪০৮, নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ৪০৬, নামাপরাধযুক্তানাং ৪১৩, নামৈকং যস্য বাচি ৪১৩, নাম্নামকারি বহুধা ৪২২, নায়োঽস্য যাবতী ৪১৯, নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ১৮০, ২৫০, নারায়ণকলাঃ শান্তাঃ ১৫২, নারায়ণ জগন্নাথ ৪০৫, নারায়ণাচ্যুতা-নন্ত ৪০৬, নাহং মন্যে ৩২৪, নিত্যো নিত্যানাং ২২৪, ৩২১, ৩২৪, নির্দ্দোষগুণবিগ্রহ ২৩৩, নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো ৫৯৮, নেহ নানাস্তি ৩২০, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং ৩২৪, নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং ৩০০, নৈষা তর্কেণ ২২৭, ৩২৪, ৩৩৬।

প

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো……প্রবর্ত্তিতঃ ২২৩-২২৪, পরাখ্যায়াঃ শক্তের-পৃথক্ ২৪০, পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ২৪৯, পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব ২৬৬, পরিচর্য্যা তু সেবোপকরণাদি……৩৬২, পরীক্ষ্য লোকান……ব্রহ্মনিষ্ঠম

৯২-৯৩, পাদৌ হরেঃ ৩৪৬, পুরাণং মানবঃ ৩২৫, পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদঃ ২৩০, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ২১৫, ৩২১ প্রণয়ললিতনর্ম্মস্ফার ৬২০, প্রতাপী ধার্ম্মিকঃ ৪৬৮, প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ ৩২৩, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ১৮৯, প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ ৩৮৭, প্রস্থাপ্যতে ময়া······নিজালিভিঃ ৬১১, প্রাণো হ্যেষ যঃ ৩২৫, প্রাতশ্চ বোধিতো······বিভজন্নদন্ ৬০২-৬০৩, প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি ১৭২, প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং ১১৫, ৩০৫, প্রেম-সৌভাগ্য ৫৩৬, প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত ৬৩১-৩২, প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ৮৭, প্রোঞ্চন্ বিভাবনোৎকর্ষাৎ ······ভবেন্নিত্যানিজাশ্রয় ৪৭৯—৪৮০ ।

ব

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ ৪৮, বরং হুতবহজ্বালা ১৭১, বরীয়ান্ বলবান্ ৪৬৮, বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ৩৪, বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাৎ ৩৭, ১০০, বিমুক্তসংভ্রমা যা ৪৭৩, বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো ৪৭৩, বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ১৭৯, বিষ্ণোরেকৈকং ৪০৯, বিসৃজতি হৃদয়ং ১২০, ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম ৪৬২, ৪৯০, ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি ২৯৯, ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈক ৪৬৭-৪৬৮, ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ ১৭৯, ২২২, ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ৮৩ ।

ভ

ভক্তিরস্য ভজনং ২১৭, ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন ২৮, ৯২, ভগবতি চ ৩৯৬, ভবাপবর্গো ভ্রমতো ৯৫, ১৪৬, ৩০১, ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা ৪৮২ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ৮৭, ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ ২৭২ ।

ম

মত্তঃ পরতরং ২৩২, মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং ৯৪, ৪২৯, মধ্যাহ্নো যামিনী চোভৌ ৫৯৮, মধ্যে বৃন্দাবনে······মিথঃ ৬০৯-৬০১, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি ২৩০, মযানন্যেন ভাবেন ১২০, মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ ২৪, মহান্তং বিভুং ৩২৩, মহাপাতকযুক্তোঽপি ৪০৩, মহাপ্রসাদে গোবিন্দে ৯৬, মাং হি পার্থ

ব্যপাশ্রিত ৮৩, ৮৮, মা ঋচো মা যজুঃ ৪০৪, মাধুর্য্যাদপি মধুরং ৩৯২, মায়াকলিততাদৃক্ ৫০৯, মায়ান্তু প্রকৃতিং ২১০, মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং ৩১৭, মা হিংস্যাৎ ১৮৮, মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে ৩৪৬, মুক্তানামপি সিদ্ধানাং ১১৫, ৩০৫, মুক্তিহিত্বান্যথা-রূপং (ভাঃ ২।১০।৬) ২৯৮, মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ ৩৩৯, মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ ৪৬০, মুখ্যস্বঙ্গত্বমাসাদ্য ৪১৯, মুহুরহো রসিকা ৪৬৩, মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো ৪৪১ ।

য

য একোঽবর্ণো ২৪২, য একো জালবানীশত ২৪২, য এষাং পুরুষং ৩৩৯, যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা ৮৭, যতো বা ইমানি ৩১৫, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ২৬৬, যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ ২২৮, যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ২৬০, যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতে ১৯৮, ৬৩১, যথা যথা হরের্ণাম ৪০৩, যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ ৪৪৩, যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ৪০৭, যদা বৈ শ্রদ্দধাতি ৯০, যদা ভ্রামং ভ্রামং ২৯৭, যদা যদানুগৃহ্লাতি ৯৯, যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূবি ৬২৯, যদাত্মা ন নিবর্ত্তন্তে ৪০০, যদ্বৈতং সুকৃতং ২৪৮, যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং ২৩১, যন্নাম কীর্ত্তন ফলং ৪১৮, যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ ৪০৪, যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ ৮৪, য বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ ২৪৩, যস্মাৎ পরং ন ৩২৩, যস্মান্মায়ী সৃজতে ২১০, যস্য দেবে পরাভক্তিঃ ১০১, ২১৭, যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ৪৮০, যস্য যৎ সঙ্গতিঃ পুংসো ৩০০, ৩৬৫, যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং ১২৫, যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ১৪২, ১৯৭, যাথাতথ্যতঃ ৩২৪, যাবতা স্যাৎ ৩৫৭, যাবন্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ১৭১, যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ ১১৬, ২৭৪, ৩০৬, যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ ২২২, যোঽনধীত্য দ্বিজো ১০১, যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ২৫৩, যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ৮৯, ২১৬, যো বা এতদক্ষরং ১০১, ৩২২, যো বেদনিহিতং ৩২৮, যো ব্যক্তি ন্যায় রহিতম্ ৩৪৩ ।

র

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ ১১৫, ৩০৫, রসানাং সমবেতানাং ৪৭৯,

রসো বৈ সঃ ১৮০, ২৪৯, ৪৬৩, ৪৯৩, রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য ১৮৫, ২৯৬, রাজসূয়াশ্বমেধানাং ৪০৫, রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী ২৫৪, রাধায়া ভবতশ্চ ৫৩৬।

ল

লালসোদ্বেগজাগর্য্যাক্লেশ, লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা ১৮৮।

শ

শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ ২৪৩, শমো দমস্তপঃ শৌচং ৩৪, শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং ৩৫, শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং ৯৭, শ্বপচোঽপি মহীপাল ৮৪, শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্র ১৩২, শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে ১৮০—১৮১, ২৩২, ২৩৫, শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায়বর্জ্জং ৯০, শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ৫৫, শ্রবণোৎ কীর্ত্তনাদীনি ৬২৭, শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং ৩৪২, শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি ৩৫৫, শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণেষু ৪১৮, শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে ৪১৫।

স

স ইমান্ লোকান্ ২৩০, স ঐক্ষত ২৩০, সংগম্য.........গবাং পয়ঃ ৬০৯, সংসেব্য দশমূলং ৩৮৭, সঙ্গো যঃ সংসৃতে ৩০০, সতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধিঃ ৩১৩, সতাং নিন্দা ৪১৪, সতাং প্রসঙ্গাৎ মম ৯৫, ১৪৬, ৩০১, সত্যং জ্ঞানং ১৮০, ৩২৩, সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ৪৯৬, সত্যং শৌচং দয়া মৌনং ১৭২, সদেব সৌম্যেদমগ্র ৩২৩, স পর্য্যাগাচ্ছুক্রম্ ২৪৭, স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিৎ ২৪৩, স বৈ মনঃ ৩৪৬, স বৈ হ্লাদিন্যায়া ২৪৫, সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো ৯৫, ২৯৮, স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতু ৩৫৫, সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ ৪৬৭, সম্প্রদায়বিহীনাঃ ২২৩, সর্ব্বং খাল্বিদং ৩২০, ৩২৩, সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন ৮৭, সর্ব্বং হ্যেতদ্ ৩২৪, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু ৪০৬, সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈঃ ৪৯০, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ৯৯, ৩০৪ সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতাঃ ৪০৫, সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ১২০, ১৪১, সর্ব্বরোগোপশমং ৪০৩ সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ

৬৪১, সর্ব্বে বেদা যৎ পদম্ ১০২, সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ৪০৯, সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং ৪২৮, সা চ শরণাপত্তি-লক্ষণা ৯০, সান্দ্রপ্রেমরসৈঃ প্লুতা ৬১৯, সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বল ৬২০—৬২১, সাপি কৃষ্ণে বনং········ব্রজেৎ ৬০৪—৬০৮, সেবা সাধকরূপেণ ৬২৭, সোহন্বুতে সর্ব্বান্ ৩২৮, স্থানে হৃষীকেশ ৪০৫, স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব ২৫৯, স্যাদ্দৃঢ়েহয়ং রতিঃ ৫৬৯, স্বকর্ম্মফলভুক্ ৩১১, স্বতঃসিদ্ধো বেদো ২২২, স্বযূথে যূথনাথৈব ৫৩৬, স্বরূপাথৈর্হীনান্ ২৭৭, স্বরূপাবস্থানে ৩৮৬-৩৮৭, স্বর্গকামোহশ্বমেধং ২১৩, স্বল্পাপি রুচিঃ ২২৭, স্বাগমৈঃ কল্পিতৈঃ ৩২০, স্বে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা ১৪০, স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ ৩৩৮।

হ

হসন্তি নিন্দন্তি বৈ ১৭৩, হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং ২২৮, হরেঃ শক্তেঃ ৩১১, হরে কেশব গোবিন্দ ৪০৩, হরের্নামৈব নামৈব ৪০২, হা নাথ গোকুল-সুধাকর ৬১৮।

পত্ত-সূচি

অসাধুসঙ্গে ৪৩১—৪৩৩, এ ঘোর সংসারে ১২৬—১২৭, ওহে মূর্খ জীব ১২৭, (গৌর) কত লীলা করিলে ১২৯, কিবা বিপ্র ৬, কৃষ্ণনাম ধরে ৪৪৩, চিৎকণ জীব ১১৩—১১৪, জীবের স্বরূপ ৯—১০, (কালি !) তোমার লীলা-খেলা ১৫৬, নাচ গাও ভক্তসঙ্গে ১৫২, প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ ৪০৩, ভজনের মধ্যে ২২, মর্কট বৈরাগ্য ১৯, মিছে মায়াবশে ৬৪, (জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৫, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ৬৩—৬৪, সই কেবা শুনাইল ৫৪৮।

উপোদ্ঘাত

ভগবানের প্রাকৃতসৃষ্টির মধ্যে মানবের স্থান সর্ব্বোচ্চ। অপ্রাণী হইতে স্বতন্ত্র সৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে আকারগত দৈর্ঘ্য, বর্ণগত সৌন্দর্য্য, শারীর-বল, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিচারে মানবের স্থান সর্ব্বোচ্চ না হইলেও মানসবলে মানব অপর সৃষ্টজীবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ভগবৎসেবাপর ব্যক্তিগণ বলেন,—মানবজীবন সুদুর্লভ এবং অর্থদ; এমন কি, দেব বা মানবেতর অপরাপর জীবন অপেক্ষা মানবজীবনই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মানবের শ্রেণীগত বৈষম্য-বিচারে আমরা দেখিতে পাই যে, কতিপয় মানব যথেচ্ছাচারকেই মানবজীবনের ফলরূপে গ্রহণ করেন। তাদৃশ আচার অপরের সুবিধার হানিজনক বিবেচিত হওয়ায় দুঃখ ও ক্লেশ-প্রদানের পরিবর্ত্তে কোন কোন মানব সমজাতীয়ের ইন্দ্রিয়জসুখকে নীতিপুষ্ট সদাচার বলিয়া থাকেন। ইহারই নামান্তর সৎকর্ম্ম-ফলভোগ। ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিচারে ইন্দ্রিয়জসুখে নিত্য অধিষ্ঠানের অসদ্ভাব বিবেচিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়, তচ্চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সমন্বয়-প্রয়াস ফল-ভোগের পরিবর্ত্তে ফলত্যাগের উপায় উদ্ভাবন করে। ইহারই নামান্তর —অদ্বৈতজ্ঞান বা নির্ভেদানুসন্ধান। ইন্দ্রিয়তর্পণমূলেই যথেচ্ছাচার এবং সৎকর্ম্মফলভোগের বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়তর্পণে জাড্য হইতে নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞান এবং জাড্য পরিহার করিলেই সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সবিশেষ নির্ম্মলজ্ঞানোত্থ সেবার উদয় হয়। ইহাকেই ভক্তি বলে। ভক্ত —সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন, হেয় গুণজাত হইতে নিরপেক্ষ এবং সর্ব্বভূতে সমদয়া-বিশিষ্ট। ভক্ত—ভগবানে প্রেমবিশিষ্ট এবং সর্ব্বজীবে মিত্রবুদ্ধি বলিয়া সর্ব্বদা শান্ত।

এই গ্রন্থে যথেচ্ছাচার, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কথোপকথনমুখে বিষয়-চতুষ্টয়ের বর্ণনপ্রণালী বিভিন্ন ধর্ম্ম-পর্য্যায়ের তারতম্য-বিচার-বিষয়ে পাঠকের আশাতীতভাবে অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। গুণগত বৈষম্যভেদে মানব পরস্পর বিভিন্ন-রুচিবিশিষ্ট, কিন্তু ভক্তের সমদর্শনে গুণগত বৈষম্য নিরস্ত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ-বোধাভাবেই সনাতনধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মানুশীলনে নানা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান ভগবানে সেবা-নিরত মুক্তজীবগণের প্রেমসেবায় গুণগত ভেদের হেয়তা ও অসম্পূর্ণতা নাই। জীবের আত্মবৃত্তি উন্মেষিত হইলে তাহাতে অনিত্য, অজ্ঞান বা নিরানন্দের অধিষ্ঠান লক্ষিত হয় না। যেখানে ঐগুলি বর্ত্তমান, সেখানেই অভক্তি বা অনাত্ম-চেষ্টার বশীভূত হরিসেবা-বিমুখ জৈব-প্রতীতি। তাহা কখনই জৈবধর্ম্ম নহে। জৈবধর্ম্ম নিত্যানিত্য-ভেদে নানাপ্রকারে প্রতীত হইলেও স্বরূপ-ধর্ম্মে ভেদজন্য বৈষম্য নাই। প্রাকৃত অভিজ্ঞতা-বশে ইন্দ্রিয়তর্পণমুগ্ধ বদ্ধজীব উপাদেয় নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য বা চিদ্বিলাসকে জড়-বৈষম্য-শব্দের সহিত সমজ্ঞান করিয়া যে ভ্রমে পতিত হন, তাহাই সুষ্ঠুভাবে এই 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্বধারণা প্রবল রাখিয়া গ্রন্থখানিকে পাঠ করিলে, ইহার মধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রবেশ-লাভ দুর্ঘট, এজন্য নিরপেক্ষ হইয়া পূর্ব্বধারণা যতদূর সম্ভব পরিহারপূর্ব্বক শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থপাঠ বিধেয়। অবিসংবাদিত বাস্তব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে গ্রন্থকারের ন্যায় মুক্ত-মহাজনের চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা উপেক্ষা করিলে চলিবে না,—ইহাই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গ্রন্থখানি পড়িবার প্রারম্ভে গ্রন্থকারের কিছু পরিচয় পাইতে পাঠকগণ স্বভাবতঃই কৌতূহল প্রকাশ করেন। এজন্য এস্থলে তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিক মনে করিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

জৈবধর্ম্মের লেখক-মহোদয় শ্রীভগবানের ঐকান্তিক সেবকসূত্রে প্রেম-ভক্তিময়বিগ্রহ এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়জন। তাঁহার অমল চরিত্র ও ভগবানে প্রগাঢ় সেবাভিনয় ভক্তিরাজ্যের দর্শকের প্রভূত উপকার সাধন করিবে।

শ্রীচৈতন্য যে-দেশে যে-প্রদেশে যে-বিভাগে ভাগ্যবানের নেত্রে স্বীয় প্রাকট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গ্রন্থকারও সেই ভারতে সেই গৌড়ে সেই নদীয়ায় তাঁহার উপাস্যবস্তুর ইচ্ছায় তাঁহারই অনুগমনে আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য স্বীয় প্রকটকালে পার্ষদসমূহের দ্বারা নানাপ্রকারে সুদুর্ল্লভ প্রেমভক্তির কথা জগতের নানাশ্রেণীর নিকট উপস্থাপিত করেন। কাল-প্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টের প্রচারকবৃন্দ প্রপঞ্চ হইতে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিলে পর গৌড়-গগন ভোগ ও ত্যাগের নিবিড় অন্ধকারের ঘনঘটায় গৌর-বিহিত-কীর্ত্তন-কিরণ-বঞ্চিত হইয়া আবৃত হয়। গৌড়-গগনের সূর্য্য, চন্দ্র ও উজ্জ্বল তারকারাশি একে একে লোকলোচনের অন্তরালে স্ব-স্ব-জ্যোতির্বিম্ব-প্রদর্শনে বিরত হইলে মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুতালোক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার আর অন্য উপায় ছিল না। কাল-ব্যবধানে সৌর পঞ্চবর্ষাধিক ত্রিশতবর্ষান্তে নদীয়া-জিলান্তর্গত বীরনগর-গ্রামে এই শ্রীগৌর-নিজজনের আবির্ভাবকাল গৌড়ীয়-গগনতল প্রোদ্ভাসিত করিয়াছিল।

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্ দরশন॥

(১) কৃপালু, (২) অকৃতদ্রোহ, (৩) সত্যসার, (৪) সম (৫) নির্দ্দোষ, (৬) বদান্য, (৭) মৃদু, (৮) শুচি, (৯) অকিঞ্চন।

(১০) সর্ব্বোপকারক, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্ণৈকশরণ।
(১৩) অকাম, (১৪) নিরীহ, (১৫) স্থির, (১৬) বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
(১৭) মিতভুক্, (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ, (২০) অমানী।
(২১) গম্ভীর, (২২) করুণ, (২৩) মৈত্র, (২৪) কবি, (২৫) দক্ষ, (২৬) মৌনী॥

কৃষ্ণভক্তের এই সমস্ত গুণই আমরা ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিময় জীবনে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাই।

কৃপালু দয়ানিধি গৌরহরি বদ্ধজীবকে নববিধভাবে অমন্দোদয়া কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় প্রেষ্ঠ নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-মহাশয়েও তাদৃশ দয়া-বিতরণের কার্য্য দেখা যায়।

(১) তিনি বদ্ধজীবের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণত্রয়রূপ ধূলি উড়াইয়া দিয়া বহু জীবের মলিনচিত্ত পরিমার্জ্জিত করিয়া নির্ম্মল ভগবদ্‌বসতিস্থল করিয়াছেন।

(২) ভাগবত-কথিত "অস্তীতি নাস্তীতি ভিদাত্মনিষ্ঠ" শাস্ত্রসমূহের ও তাহাদের অনুগত লোকগণের বৃথা প্রজল্প ও বিবাদ প্রশমিত করিয়া তিনি জৈবধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র, দশমূল প্রভৃতি গ্রন্থে 'নিগমকল্পতরুর গলিত ফলে'র নির্য্যাস বিতরণ করিয়া সারগ্রাহী সুধীসমাজের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছেন।

(৩) ঐহিক ও পারমার্থিক চেষ্টা—পরস্পর পৃথক্ এবং পরমার্থ লাভ করিতে হইলে ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ কর, তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে, ইহাই ছিল ঠাকুরের অপার-কৃপোত্থিত বাণী।

(৪) স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীররূপ উপাধিদ্বয় ও তজ্জনিত ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছারূপ মল দূরীভূত করিয়া একমাত্র হৃষীকেশ-সেবন-তৎপর হইলেই জীবাত্মা নির্ম্মল হন,—ইহাই কৃপাময় ঠাকুর সকল সময়ে গাহিয়াছেন।

(৫) সাধুকে অসাধুজ্ঞানে বা উপেক্ষা-মূলে সাধুজনসঙ্গত্যাগরূপ নির্জ্জন

ভজন বা দুঃসঙ্গ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই 'জনসঙ্গ'-ত্যাগ ; তাদৃশ দুর্জ্জন-সঙ্গবিহীন নিরপরাধ ভজনেই অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়,—ইহাই ঠাকুরের শিক্ষা।

(৬) জড়রস-ভোগ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অভিধেয়ানুশীলনে ভক্ত অদ্বয়জ্ঞানের সেবা-লাভ ফলে সর্ব্বত্র সমদর্শন হন।

(৭) কৃষ্ণবিস্মৃতি-জনিত খেদ দূর হইলে জীব-শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় সেবা-সুখ-লাভে সুখী হন,—ঠাকুর এই কথা কীর্ত্তন করিয়া বহুজীবের মনস্তাপ দূর করিয়াছেন।

(৮) কৃষ্ণতত্ত্বরসোদয়ে জীব শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় কৃষ্ণসেবায় আমোদিত হন। এবং

(৯) দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয় ও ভেদজনিত হিংসাদ্বেষশূন্য হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিহেতু কৃষ্ণমাধুর্য্যমর্য্যাদায় নিত্য অবস্থিত হইলেই জীবের যে চরম-মঙ্গল-লাভ হয়, তাহা ঠাকুর-মহাশয় আচার ও প্রচার দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অকৃতদ্রোহ—এই নয় প্রকার দয়া ব্যতীত অবান্তর উদ্দেশ্যে তিনি কোনও কালে জগৎকে ভক্তির বিপথে লইয়া যান নাই। ঠাকুর মহাশয়ের জীবনে নানা ঘটনায় তাঁহার সদ্গুণাবলীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর ন্যায় তাঁহার ভজন-চেষ্টায় বহু পাষণ্ড বৃথা বাধা ও উদ্বেগ প্রদান করিলেও তিনি কখনও কাহারও উদ্বেগ দেওয়া বা দ্রোহাচরণ করা দূরে থাকুক. জীবের নিত্য সুকৃতির জন্য নিয়তই চেষ্টান্বিত ছিলেন। পরলোকগত ঘোষ——তাঁহার প্রতি প্রচুর বিদ্বেষফলে পুরী-সহরে যখন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় স্বীয় আসন্নমৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন ঠাকুর মহাশয় অত্যাশ্চর্য্য ও অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্বীয় ভজন-স্থল হইতে বহুদূরবর্ত্তী শ্রী

ব্যক্তির আবাসে তাহার পূর্ব্বাচরিত তমোগুণোচিত হিংসা ভুলিয়া গিয়া ক্ষমাগুণের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহরূপে তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অপরাধী সজলনয়নে ঠাকুরের নিকট স্বকৃত পূর্ব্ব অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমার প্রতিশ্রুতি পাইবা-মাত্র শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

সত্যসার—ঠাকুর পরম সত্যনিষ্ঠ শ্রীরূপানুগবর ছিলেন। কাহারও অনুরোধ, উপরোধ বা বিরোধে তিনি একচুলও নড়িতেন না। একদিকে যেমন তিনি কুসুমাদপি মৃদু ছিলেন, অপর দিকে তেমনই সত্যপ্রকাশে বজ্র হইতেও কঠোর ছিলেন। ফলভোগকামী স্বার্থান্বেষীর দল চিরকালই তাঁহাকে ভীতির চক্ষে দর্শন করিত।

কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে যখন কতিপয় অর্থগৃধ্নু ধূর্ত্ত জড়স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি অর্থ ও উৎকোচে বশীভূত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত ও বহিষ্কৃত পুরীসহরস্থিত উড়িয়া-মঠের অতিবাড়ী বা গুরুগৌরাঙ্গ-বিরোধি-মহান্তকে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া অসতের সহিত সত্যের সমন্বয় সাধন-পূর্ব্বক সত্যের মর্য্যাদা ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তখন একমাত্র তিনিই দৃঢ়তা-সহকারে তাদৃশ হরিগুরু-বিরোধ-মূলা অসতী ঘৃণ্য চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

সম—ঠাকুর আজীবন অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাভিষিক্ত থাকায় দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত জড়ীয় ভেদ বা দ্বন্দ্বভাবপরিশূন্য ছিলেন। সুতরাং অচিৎ-পরিণতি দর্শন ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-দর্শন-হেতু তিনি সমদৃক্ ছিলেন। আ-খগোখরচণ্ডালব্রাহ্মণ, সকলকেই বাহ্যপোষাক-পরিহিত দেখিবার পরিবর্ত্তে হরিদাস-জ্ঞানে প্রণাম করিতেন। হরিসম্বন্ধি ও মায়াসম্বন্ধি বস্তুর সমন্বয়-সাধনদ্বারা কোনদিনই বৈষম্যের পরিচয় দেন নাই।

নির্দ্দোষ—ঠাকুর প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ পুণ্যশ্লোক ছিলেন। কলির স্থানপঞ্চকের দুর্গন্ধ কোনদিনই তাঁহার চির-নির্ম্মল চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারে নাই। জীবনে কোনদিনই তিনি কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও ঋণী ছিলেন না বা শত শত দুর্ব্বার প্রলোভনেও উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেন নাই অথবা কখনও কোন পাপের বা দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই। পরলোকগত নটবিদ্যাকুশল——— ঘোষ মহাশয় নিজরচিত 'চৈতন্য লীলা'-নাটকের প্রথম অধিবেশন-দিবসে তাঁহাকে সভাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য সম্মতি গ্রহণ করিতে আসিলে তিনি উহাতে অস্বীকৃত হইয়া জগৎকে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম এবং শুদ্ধ-ভক্তির অশেষ পার্থক্য দেখাইয়াছিলেন।

বদান্য—তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির মনোঽভীষ্টের প্রচারকবর ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে তিনিও আজীবন শুদ্ধ-ভক্তির আচরণ ও প্রচার করিয়া স্বীয় বদান্য নাম সার্থক করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ এবং তৎপর শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রভুগণের পর শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত জীবাত্মার নিত্য সনাতনধর্ম্ম যখন আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া-ছিল, জীব-হৃদয়ে কল্মষকৈতব-তমোজাল যখন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, অপধর্ম্ম বা উদ্ধর্ম্মের কুজ্ঝটিকা যখন শুদ্ধ-ভক্ত্যাকাশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল, তখন সেই কুহেলিকা ও দারুণ-সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন সুপ্তজীবকুলের সম্মুখে জ্বলন্ত-ভাস্করের ন্যায় কোন্ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণের নির্ম্মল কীর্ত্তন-রশ্মি-সাহায্যে তাহাদের অজ্ঞানতমঃ দূর করিয়া তাহাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিয়াছিল? তিনি—এই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

মৃদু—একদিকে যেমন ঠাকুর-মহাশয় সত্যপ্রকাশ-ব্যাপারে বজ্রাদপি

কঠোর ছিলেন, অন্যদিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তাঁহার হৃদয় মার্দ্দব ও ক্ষমা-গুণের নিত্য উৎসরূপে দৃষ্ট হইত। নশ্বরফলভোগকামী কর্ম্মী ও শুষ্কজ্ঞানের কাঠিন্য কোনদিনই তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে আক্রমণ করে নাই। তিনি ভগবদ্ভক্তিবিরোধী শুষ্কজ্ঞানজাত বৈরাগ্য বা নির্ব্বিণ্ণতা ও আসক্তি-রূপ কাঠিন্যকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার জন্য চিরকালই স্বীয় আশ্রিতবর্গকে শ্রীমুখে ও লেখনীদ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সত্যসার ও মৃদু-গুণদ্বয় অত্যাশ্চর্য্য ও উপাদেয়ভাবে অলৌকিক-চরিত্র ঠাকুর-মহাশয়ের হৃদয়ে সমন্বিত ছিল।

শুচি—ঠাকুর-মহাশয় নিত্যকাল শুদ্ধহরিভজনে জীবন অতিবাহিত করিয়া সর্ব্বক্ষণ শুচি ছিলেন। নিরীশ্বর মনোধর্ম্মী বা প্রচ্ছন্ন-স্মার্ত্তকে কোন-দিনই তিনি আদর করেন নাই। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে" অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশপ্রসূত জড়ভোগ্যের বিচ্ছেদজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করিলেই জীব নিজের শুদ্ধপবিত্র-স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারেন,—ইহাই ছিল ঠাকুরের শুচি আচারের নিদর্শন।

অকিঞ্চন—জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপের মোহ থাকিলে কোনদিনই জীব ভগবানের শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ং নিরন্তর শুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিয়া, কিরূপে নিরপরাধে শুদ্ধনাম-ভজন কর্ত্তব্য, তাহা জীবকে দেখাইয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ নিষ্কিঞ্চন থাকিয়াও "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়" এই গীতিদ্বারা বৈষ্ণব-গার্হস্থ্যের উপাদেয় আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া নিরয়বর্ত্ম গৃহে বদ্ধতৃষ্ণ গৃহমেধিগণকে সাবধান করিবার জন্যই উত্তরকালে নিষ্কিঞ্চন পরমহংস-বেষ স্বীকার করিয়া "কুশলো জড়বাদ্বচরেন্মুনিঃ' এই ভাগবত-বাক্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

সর্ব্বোপকারক—ঠাকুর মহাশয় প্রাণপণে যথাসাধ্যসই কলের উপকার

করিয়া গিয়াছেন। 'হিংসা'-কথাটী তাঁহার হৃদয়ে ও জীবনে আদৌ দেখা যায় নাই। জগতে যাবতীয় অভাব ও ক্লেশের মূলবীজ—কৃষ্ণবিস্মৃতিকারিণী অবিদ্যা। রোগের নিদান-চিকিৎসকের ন্যায় তিনি বিমুখজীবের সেই অবিদ্যা কিসে দূর হয়, তজ্জন্য কতদিকে কতভাবে যে প্রযত্ন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সূর্য্য যেমন সাধু এবং অসাধু-নির্ব্বিশেষে সকলের গৃহেই অমল কিরণ বিস্তার করিয়া উপকার সাধন করে, বৃহৎ তরুরাজ যেরূপ শত্রু ও মিত্র, উভয়কেই ছায়া-প্রদান-বিষয়ে কৃপণতা বা কুণ্ঠতা প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ আমাদের ঠাকুরও, ম্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী, পাপী, কর্ম্মজড়, শুষ্কজ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই কি ভাবে ভগবদ্ভক্তি-ময় জীবন লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে অশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন।

শান্ত—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"—এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর সার্থকতা তাঁহাতেই দেখা গিয়াছিল। একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ হওয়াতেই ঠাকুর-মহাশয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ন্যায় কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশা-লুব্ধ ব্যক্তিগণের যাবতীয় নিন্দা-গ্লানি সহ্য ও উপেক্ষা করিয়া, ঐকান্তিকী ও ব্যভিচারিণী ভক্তির পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণসেবেতর কোন প্রবৃত্তি তাঁহাকে কোনদিন চঞ্চল করিতে পারে নাই।

কৃষ্ণৈকশরণ—সর্ব্বোপরি তাঁহার কৃষ্ণৈকশরণ জীবন নিত্যকাল আমাদের আদর্শস্থল থাকিবে। প্রভূতবিভূতিসম্পন্ন, হঠযোগী অহংগ্রহোপাসক বিশ্বক্‌সেনের বিচারকালে যখন উড়িষ্যায় তুমুল আন্দোলন উপস্থাপিত হইয়াছিল, একে একে যখন ঠাকুরের সন্তানত্রয় অমর্ষপরায়ণ বিশ্বক্‌সেনের ক্রোধানল-প্রসূত অভিসম্পাতফলে কঠিন-রোগগ্রস্ত, তখন কৃষ্ণৈকশরণ ঠাকুর একটুও বিচলিত না হইয়া নির্ভীকভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শরণাগতির ছয়টী লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় তাঁহার হৃদয়ে দেখা

যাইত। কৃষ্ণৈকশরণের বাহ্য বেষ-ধারণে বা অধারণে যে কিছু আসে যায় না, ইহা কাস্থাধারী রঘুনাথদাস বাবাজী-মহাশয় ঠাকুরের পুরীধামে অবস্থানকালে তিলকমালা না দেখিয়া অবজ্ঞা করিবার ফলে কঠিন জ্বর-রোগগ্রস্ত হইলে অবশেষে স্বপ্নে ইষ্টদেবের আদেশে ঠাকুর-মহাশয়ের করুণা-প্রভাবে নিরাময় হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অকাম—ঠাকুর-মহাশয় বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা, উভয়বিধ কৈতবকে উপেক্ষা করিয়া নিষ্কামভাবে তীব্রভক্তি- যোগদ্বারা পরমপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত-কামদেব শ্রীমদনমোহনের অহৈতুকী-সেবা-দ্বারাই স্বানন্দ লাভ করা যায়, তাহা ঠাকুর-মহাশয় স্বীয় আদর্শ কৃষ্ণ-ভজনময় আচরণদ্বারা দেখাইয়াছেন।

নিরীহ—ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য ঈহা বা চেষ্টাই ফলভোগকাম-মূলা। তাদৃশ স্বার্থপর চেষ্টা কোনদিনই ঠাকুরকে বিব্রত করিতে পারে নাই। তিনি ফলভোগকামতাৎপর্য্যময় জড়ভোগে বা জড়দর্শনে চিরদিনই উদাসীন থাকিয়া ভগবদ্ভজনে নিরন্তর উৎসাহসম্পন্ন ও তত্তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিলেন। কৃষ্ণভজনচেষ্টা-বিরোধীর জাড্য কোনদিনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই।

স্থির—ঠাকুর-মহাশয় স্বীয় আরাধ্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় নিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট বা আদর্শচ্যুত হইয়া কৃষ্ণভজন-চেষ্টা-রহিত হন নাই। মুকুন্দসেবা ব্যতীত পতঞ্জলিঋষি-কথিত যোগদর্শন-বিহিত উপায়ে অর্থাৎ শমদমাদি সাধন-ষট্‌কদ্বারা যে চিত্ত স্থির হয় না, তাহা স্বয়ং হরিভজন করিয়া বুঝাইয়াছেন। বিগত ৪০০ গৌরাব্দে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা যোগপীঠে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকটিত হন, তখন তিনি স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ধনীনির্ধন নির্ব্বিশেষে সমস্ত লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া যোগপীঠের সেবার জন্য

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে লৌকিক ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদা-সত্ত্বেও বাহিরে লোকের নিন্দা ও ঈর্ষ্যায়, মান ও অপমানে তিনি চিরদিনই সমভাবে স্থির থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বিজিত-ষড়্‌গুণ—কামাদি রিপুষট্‌ক বা ক্ষুধা, পিপাসা, লোভ, মোহ, জরা, ও মৃত্যু,—এই ছয়টী অনাত্মধর্ম্ম ঠাকুরকে বশীভূত করিতে পারে নাই; কেননা, তিনি নিত্যকালই আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণানুশীলনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিত্য সুপ্রসন্ন ছিলেন। অপ্রসাদ বা অসন্তোষ তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার কারণ এই যে, তিনি সর্ব্বক্ষণ হরিতোষণতাৎপর্য্যময় কর্ম্ম করিতেন। আমরাও তাঁহাকে বিজিতষড়্‌গুণ জানিলে ক্রমশঃ সজ্জনদাস হইতে সমর্থ হইব।

মিতভুক্—ঠাকুর-মহাশয় প্রাকৃত-লোকের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন নাই, কেননা, তাঁহার হৃষীকগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীহৃষীকেশ গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত ছিল, সুতরাং জড় ইন্দ্রিয়ের অত্যাহার-বিক্রম তাঁহাকে পীড়ন ও আক্রমণ করিতে পারে নাই। মৎস্য, মাংস, তাম্বূলাদি পানদোষাসক্ত এবং জিহ্বা, শিশ্ন ও উদর-লম্পট ব্যক্তিগণকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি স্বয়ং বিজিতেন্দ্রিয় প্রকৃত 'গোস্বামী'-শব্দবাচ্য ছিলেন এবং অন্যকেও হরিভজন-বিষয়ে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিয়াছেন।

অপ্রমত্ত—ঠাকুর-মহাশয় কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ভোগ-চেষ্টায় কোনদিনই অভিনিবিষ্ট ছিলেন না—নিরন্তর শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং কখনও মনোধর্ম্মের অনুশীলন করেন নাই, অন্যকেও মনোধর্ম্মে প্রমত্ত থাকিবার পরিবর্ত্তে হরিভজনেই নিরত থাকিবার পরামর্শ দিতেন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপের গৌরবে অপ্রমত্ত থাকিয়া কৃষ্ণভজনে অব্যর্থকালত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

মানদ—"অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ", এই মহাপ্রভুর

বাক্য কিরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা ঠাকুর-মহাশয় নিজ-জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সামাজিক ও পারমার্থিক, উভয় সম্মানেরই পরস্পর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের পক্ষপাতী ছিলেন। একদিকে যেমন জগতে পরমার্থের সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদা দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবগুরুর অবজ্ঞাকারী পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রবাচককেও পরিত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, অপরদিকে বাহ্যতঃ যজ্ঞসূত্র বা মালাতিলকধারী জাতিগোঁসাই বা শৌক্র-ব্রাহ্মণব্রুবকেও যথাযোগ্য সম্মান দিতে কোনদিনই কুণ্ঠিত ছিলেন না।

অমানী—তিনি স্বয়ং কখনও জড়প্রতিষ্ঠাশা-ভিক্ষু ছিলেন না। তিনি নিত্যকাল সিদ্ধস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া জড়জগতের মান-অপমানে কোন-দিন ক্ষুব্ধ না হইলেও স্বীয় প্রাণবল্লভের প্রীতিমূলা সেবা-ব্যাপারে কাহারও হস্তক্ষেপ বা অনধিকার-চর্চ্চার প্রশ্রয় দিতেন না। পারমহংস্য-ধর্ম্মের মর্য্যাদা-প্রদর্শনই যে বর্ণাশ্রমীর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, তাহা তিনি নিজ জীবনে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

গম্ভীর—স্বীয় আরাধ্যের প্রতি ঠাকুর-মহাশয়ের অচলা সেবা-প্রবৃত্তি থাকায় কোন মতবাদই তাঁহাকে স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। গৌরমন্ত্র ও কৃষ্ণমন্ত্রে পৃথগ্‌বুদ্ধিকারিগণ তাঁহাকে স্ব-স্ব-দলভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি অবিচলিত থাকিয়া আম্নায়-মর্য্যাদা সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করিয়া গৌর কৃষ্ণে অভেদজ্ঞানমূলে উভয়লীলারই বৈচিত্র্য শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার প্রকটকালে প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণ ও ভূতপ্রেতবাদিগণ চিজ্জগতের অপ্রাকৃত ব্যাপারকে তাহাদের স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়জ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত 'আধ্যাত্মিক' জ্ঞান করিয়া বিবিধ তাণ্ডব প্রকাশ করিলেও তিনি তাহাতে অচল ও অটল থাকিয়া, মহাজন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য উপদেশ দিয়াছেন।

করুণ—ঠাকুর-মহাশয় মহারাজ ভগীরথের ন্যায় বর্ত্তমান-জগতে

শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোতঃ পুনঃপ্রবাহিত করাইয়া অনর্থ-নরকমগ্ন অসংখ্য জীবকে পবিত্রীভূত ও উদ্ধার করিয়া মহাকারুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। করুণা বিগ্রহ নিতাইচাঁদের ন্যায় তিনি রাঢ়ে, মেদিনীপুরে, ধাম-মণ্ডলে দ্বারে দ্বারে শ্রীনামহট্ট প্রচার করিয়াছেন, অপরদিকে ষড়্‌গোস্বামীর ন্যায় ন্যূনাধিক শতাবধি পরমার্থপ্রদ গ্রন্থ লিখিয়া সর্ব্বক্ষণ বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিতে প্রযত্নশীল ছিলেন।

মৈত্রী—ভগবদ্ভক্তের সহিত তাঁহার সখ্য অতুলনীয় ছিল। ভগবদ্ভক্তের সহিত কৃষ্ণকথালাপে, তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তাঁহার গেহ, দেহ, অর্থাদি সর্ব্বস্ব উন্মুক্ত ছিল। নিষ্কপট হরিভজনপ্রয়াসীর পক্ষে তাঁহার নিজস্ব সমস্তই অবারিতদ্বার ছিল। তিনি শুদ্ধভক্তকে আহার, বসন, বাসস্থান-প্রদানে কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। বর্দ্ধমান-জিলান্তর্গত আমলাযোড়া-গ্রাম-নিবাসী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়দ্বয়ের সহিত তাঁহার স্নেহ-মৈত্রী অতুল ও আদর্শস্থল ছিল—তাঁহাদের বিয়োগে তিনি হৃদয়ে গভীর স্বজন-বিচ্ছেদদুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীগৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌গৌরকিশোরদাস বাবাজীমহারাজের সহিত তিনি চির-জীবন অচ্ছেদ্য-প্রণয়বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—বাবাজীমহারাজের সেবার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন।

কবি—ঠাকুর-মহাশয় অপ্রাকৃত মহাকবি শ্রীরূপের অভিন্ন-কলেবর ছিলেন। প্রাকৃত-কবি দ্রষ্টা বা ভোক্তার অভিমানে মায়ার বিলাসদর্শনে মুগ্ধ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর স্বরূপশক্তিবিলাসী শক্তিমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় মুগ্ধ। প্রাকৃত কবি প্রকৃতিসম্বন্ধি বিরাট্ বা বিশ্বরূপ-দর্শনে লোলুপ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে' সপ্রণয়বিক্রান্ত শ্রীনন্দনন্দনের রূপ-সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ।

দক্ষ—শ্রীগৌরসুন্দর যেমন অপ্রাকৃত কাব্যরসে শ্রীরূপকে, বৈধ-ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীজীবগোস্বামীকে, সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্যরূপে শ্রীল সনাতনপ্রভুকে, রাগানুগা ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীদাসগোস্বামীকে, গৌর-মহিমা-প্রচার-কার্য্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে, বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলন-কার্য্যে শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামীকে, শ্রীভাগবতের পঠন-পাঠন-কার্য্যে

শ্রীরঘুনাথভট্ট-গোস্বামীকে, শ্রীনামহট্ট-প্রচারকার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাসকে দক্ষতা দিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঠাকুরমহাশয়কেও শুদ্ধভক্তি-প্রকাশ-কার্য্যে সর্ব্ববিধ দক্ষতা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীজৈবধর্ম্ম, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, তাঁহার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, তাঁহার শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, তাঁহার তত্ত্ববিবেক তাঁহার শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা, তাঁহার তত্ত্বসূত্র ও আম্নায়সূত্র, তাঁহার শ্রীভজনরহস্য, শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীউপদেশামৃতের ব্যাখ্যা, সর্ব্বোপরি তাঁহার কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলি ও গীতমালা এবং ধাম-মাহাত্ম্যসূচক পুস্তিকাবলীর বহু সংস্করণ তাঁহার গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মসংরক্ষণকার্য্যে অদ্ভুত দক্ষতারই পরিচয় দিতেছে।

মৌনী—ঠাকুর-মহাশয় কৃষ্ণেতর কোন বিষয়-কথা কীর্ত্তন করিয়া জিহ্বা-লাম্পট্যের প্রশ্রয় দেন নাই। "হরি ভজন কর ও করাও"—ইহাই ছিল তাঁহার জিহ্বার ও লেখনীর ভাষা। বিষয়-কথা-কীর্ত্তনে তিনি সর্ব্বদাই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবদ্‌বিমুখের কথায় তিনি সর্ব্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া মৌন থাকিতেন। তৎকৃত কল্যাণকল্পতরুর নিম্নলিখিত পদ্যটী তাঁহার প্রদর্শিত ভাব সুন্দর জ্ঞাপন করিতেছে—

"বৈষ্ণবচরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥"

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, উল্লিখিত সজ্জন-লক্ষণসমূহ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই একাধারে ঠাকুরের সহিত সংশ্লিষ্ট। হরিবিমুখ দণ্ড্যজীব করণাপাটব-দোষে অনেক সময়ই ঠাকুরের অপ্রাকৃত লক্ষণ-সমূহ দেখিতে না পাইয়া অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবকে সমজ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া বসে। তাদৃশ অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই অর্থাৎ জীবের নিত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই ঠাকুরের শ্রীহস্ত প্রকটিত এই জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থরাজ শাস্ত্রসিন্ধুমন্থনোত্থিত অমৃতের ন্যায় শত শত প্রশ্নোত্তর-ধারায় তপ্তজীবজগতে বর্ষিত হইতেছে। নিষ্কপট অমৃতসন্ধানেচ্ছু পাঠক ও শ্রোতা তাহা পান করিয়া ধন্য হউন,—ইহাই আমাদের প্রার্থনা, আর আমরাও অদ্য তাঁহার অমূল্য অপ্রাকৃত দুরবগাহ চরিত-সিন্ধু-বিন্দুস্পর্শ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইলাম।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

প্রথম অধ্যায়

জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম

প্রেমদাস ও সন্ন্যাসি-সংবাদ—সন্ন্যাসীর পরিচয়—প্রেমদাসের দৈন্য—উভয়ের দেবপল্লীগমন—প্রেমদাসের ভজননিষ্ঠা—সন্ন্যাসিঠাকুরের সিদ্ধদেহের পরিচয় লাভ—ধর্ম্ম-প্রশ্ন—ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যা—নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-পার্থক্য—বস্তু ও স্বভাব-ব্যাখ্যা—বাস্তব বস্তু ও অবাস্তব বস্তু—জীবের স্বরূপ—জীব কৃষ্ণের অংশ—কৃষ্ণ ও জীবের পরস্পর সম্বন্ধ—তটস্থা শক্তি ভগবান্-জীব-মায়া পারমার্থিক সত্য—ভেদাভেদ—নিত্যভেদের নিত্য পরিচয়—জীবের নিত্যধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের পার্থক্য।

পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্ব্বোত্তম। গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল পরম উৎকৃষ্ট। শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের একদেশে ভাগীরথীকূলে শ্রীগোদ্রুম নামে একটী রমণীয় জনপদ নিত্য বিরাজমান। শ্রীগোদ্রুমের উপবনে প্রাচীনকালে অনেকগুলি ভজনানন্দী পুরুষ স্থানে স্থানে বাস করিতেন। যে স্থলে কোন সময়ে শ্রীসুরভি স্বীয় লতামণ্ডপে ভগবান্ গৌরচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে প্রদ্যুম্নকুঞ্জ নামে একটী ভজন-কুটীর ছিল। তথায় নিবিড় লতাচ্ছন্ন একটী কুটীরের মধ্যে শ্রীভগবৎ-পার্ষদপ্রবর প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর শিক্ষা-শিষ্য শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় নিরন্তর ভজনানন্দে কালযাপন করিতেন।

শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও শ্রীনন্দগ্রামের অভিন্ন-তত্ত্ববোধে শ্রীগোদ্রুমবনকে একান্ত মনে আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম এবং সর্ব্ববৈষ্ণব-উদ্দেশে শত শত দণ্ডবৎ ও গোপগৃহে মাধুকরী দ্বারা জীবননির্ব্বাহ, এই তাঁহার জীবনের নিয়ম হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ে তিনি ঐ কার্য্যসকল হইতে বিশ্রাম করিতেন তখন কোন প্রকার গ্রাম্যকথা না কহিয়া ভগবৎপার্ষদপ্রধান শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' সজলনয়নে পাঠ করিতেন। ঐ কালে নিকটস্থ কুঞ্জবাসিগণ আসিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। করিবেন না কেন, যেহেতু 'প্রেমবিবর্ত্ত'গ্রন্থ সমস্ত রসতত্ত্বে পরিপূর্ণ; আবার বাবাজী মহাশয়ের মধু-স্রাবী স্বর শ্রবণ করিলে সমস্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয় হইতে বিষয়-বিষানল বিদূরিত হইত।

একদা অপরাহ্ণে নামসংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমাধবীমালতী-লতামণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত' পাঠ করিতে করিতে ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন এমত সময় একটী চতুর্থাশ্রমী তাপস আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে সাষ্টাঙ্গপতিত সন্ন্যাসী মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনাকে তৃণাধিক নীচজ্ঞানে সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ! এই অধমকে কৃপা কর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন "প্রভো! আমি অতিশয় হীন ও দীন, আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন"। সন্ন্যাসী তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলী লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী মহাশয়ও তাঁহাকে কলার বল্কলাসন দিয়া এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমগদগদ বাক্যে কহিলেন, প্রভো! এ দীনব্যক্তি আপনার কি

সেবা করিতে যোগ্য? কমণ্ডলু রাখিয়া যতীশ্বর তখন করযোড়ে কহিতে লাগিলেন—

"প্রভো, আমি অতিশয় ভাগ্যহীন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, উত্তরপূর্ব্বমীমাংসাদ্বয় এবং উপনিষদাদি বেদান্তশাস্ত্র বারাণস্যাদি বহুবিধ পুণ্যতীর্থে প্রচুর অধ্যয়নপূর্ব্বক শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিতর্কে অনেক কালযাপন করিয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল শ্রীল সচ্চিদানন্দ সরস্বতী পাদের নিকট দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি। দণ্ড গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতের সর্ব্বত্র শাঙ্করী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি। কুটিচক, বহূদক, হংস এই তিন অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক কিছুদিন পরমহংসপদ লাভ করিয়াছিলাম। মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বারাণসীক্ষেত্রে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রীশঙ্করোদিত মহাবাক্য আশ্রয় করিয়াছিলাম। একদিবস কোন সাধুবৈষ্ণব উচ্চৈঃস্বরে হরিলীলা গান করিতে করিতে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চক্ষু উন্মীলন করতঃ দেখিলাম যে, সেই বৈষ্ণব অশ্রুধারায় স্নাত এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকে পরিপূর্ণ। গদগদস্বরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ" এই নামটী বলিতেছেন ও নৃত্য করিতে করিতে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার গান শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে যে কি একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব উদয় হইল, তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম। ভাব উদয় হইল বটে, তথাপি স্বীয় পরমহংস-পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমি আর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না। হা ধিক্! ধিক্ আমার পদমর্য্যাদা! ধিক্ আমার ভাগ্য! কেন বলিতে পারি না, সেইদিন হইতে আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইল। পরে আমি ব্যাকুল হইয়া সেই বৈষ্ণবটির অনেক অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দেখিলাম

যে, সেই বৈষ্ণবদর্শনে ও তাঁহার মুখে নামশ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ হইয়াছিল তাহা আমি তৎপূর্ব্বে আর কখনই বোধ করিতে পারি নাই। মানবসত্তায় যে এরূপ সুখ আছে, তাহা কখনই জানিতাম না। আমি কয়েকদিন বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে, আমার বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। আমি বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলাম। তথায় অনেক বৈষ্ণব দেখিলাম। তাঁহারা শ্রীরূপ, সনাতন, জীব গোস্বা-মীর নাম করিয়া অনেক বিলাপ করেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করেন, আবার শ্রীনবদ্বীপ নাম করিয়া প্রেমে গড়াগড়ি দেন। আমার শ্রীনবদ্বীপদর্শনে লালসা হইয়া উঠিল। শ্রীব্রজধামের চৌরাশি ক্রোশ ভ্রমণ করতঃ আমি কয়েক দিবস হইল শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। মায়াপুর নগরে আপনার মহিমা শ্রবণ করিয়া অদ্য আপনার চরণাশ্রয় করিলাম। আপনি এ দাসকে নিজ কৃপাপাত্র করিয়া চরিতার্থ করুন।”

পরমহংস বাবাজী মহাশয় দন্তে তৃণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, ‘সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমি নিতান্ত অপদার্থ। উদরপূর্ত্তি, নিদ্রা ও বৃথালাপে আমার জীবন বৃথা গেল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া দিনপাত করিতেছি। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু তাহা আস্বাদন দ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি ধন্য! যেহেতু এক মুহূর্ত্তের জন্যও বৈষ্ণবদর্শনে প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণ-চৈতন্যের কৃপাপাত্র। এই অধমকে প্রেম-আস্বাদনের সময় এক একবার স্মরণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। এই বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিবার সময় চক্ষের জলে তাঁহাকে স্নান করাইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বৈষ্ণব-অঙ্গ স্পর্শ করিয়া একটী অভূতপূর্ব্ব ভাব লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য-কালে তিনি এই পদ্য গান করিতে লাগিলেন।

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ।
(জয়) প্রেমদাস গুরু জয় ভজন আনন্দ॥

অনেকক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তনের পর স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন, 'হে মহাত্মন্, আপনি এই প্রদ্যুম্নকুঞ্জে কিয়দ্দিন বাস করিয়া আমাকে পবিত্র করুন।' সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন, 'আমি আপনার চরণে আমার দেহ সমর্পণ করিলাম। কিয়দ্দিনের কথা কেন, আমার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আমি আপনার সেবা করিতে পাই, ইহাই আমার প্রার্থনা।'

সন্ন্যাসী ঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। গুরুকুলে কিছুদিন বাস করিয়া গুরূপদেশ লইতে হয়, তাহা তিনি ভালরূপ জানেন। অতএব পরমানন্দে সেই কুঞ্জে কয়েকদিন অবস্থিতি করিলেন। পরমহংস বাবাজী কয়েকদিন পরে কহিলেন—হে মহাত্মন্, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঠাকুর কৃপা করিয়া আমাকে চরণে রাখিয়াছেন। তিনি আজকাল শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের একপ্রান্তে শ্রীদেবপল্লীগ্রামে শ্রীশ্রীনৃসিংহ উপাসনায় মগ্ন। আজ চলুন মাধুকরী সমাপনপূর্ব্বক তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আসি। সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন, 'যে আজ্ঞা হয় তাহাই পালন করিব।'

বেলা দু'টার পর তাঁহারা উভয়ে শ্রীঅলকানন্দা পার হইয়া শ্রীদেবপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যটীলা অতিক্রম করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে ভগবৎপার্ষদ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন পাইলেন। দূর হইতে পরমহংস বাবাজী মহাশয় দণ্ডবন্নিপতিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর ভক্তবাৎসল্যে আর্দ্র হইয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আগমনপূর্ব্বক পরমহংস বাবাজীকে উভয় হস্তের দ্বারা উত্তোলন করতঃ প্রেমালিঙ্গন করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠীর পর পরমহংস বাবাজী সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ব্রহ্মচারী-

ঠাকুর সাদরবাক্যে কহিলেন—'ভাই, তুমি যথাযোগ্য গুরু পাইয়াছ। প্রেমদাসের নিকট প্রেমবিবর্ত্ত শিক্ষা কর।'

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।"

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম ১২৭

সন্ন্যাসী ঠাকুরও বিনীতভাবে পরমগুরুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ কহিলেন, 'প্রভো! আপনি চৈতন্যপার্ষদ, আপনার কৃপাকটাক্ষে আমার ন্যায় শত শত অভিমানী সন্ন্যাসী পবিত্র হইতে পারে। কৃপা করুন।'

সন্ন্যাসী ঠাকুর ভক্তগোষ্ঠীর পরস্পর ব্যবহার পূর্ব্বে শিক্ষা করেন নাই। গুরু ও পরমগুরুতে যে প্রকার ব্যবহার দেখিলেন, তাহাই সদাচার জানিয়া নিজ গুরুর প্রতি অকৈতবে সেই দিন হইতে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিক দর্শন করতঃ উভয়ে শ্রীগোদ্রুমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুদিন এই প্রকারে থাকিয়া সন্ন্যাসীঠাকুর পরমহংস বাবাজীকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিলেন। এখন বেশ ব্যতীত আর সমস্তই তাঁহার বৈষ্ণবের ন্যায় হইয়াছে। শমদমাদিগুণসম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠা পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই নিষ্ঠার উপর আবার পরব্রহ্মের চিল্লীলানিষ্ঠা জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে দীনভাব প্রবল হইয়া উঠিল।

একদিন অরুণোদয়সময়ে পরমহংস বাবাজী পরিষ্কৃত হইয়া তুলসী মালায় নাম সংখ্যা করিতে করিতে মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। কুঞ্জভঙ্গলীলা-স্মৃতিজনিত প্রেমবারি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। স্বীয় সিদ্ধভাবে পরিভাবিত তৎকালোচিত সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার স্থূল দেহস্মৃতি হারাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করতঃ তাঁহার সাত্ত্বিকভাবসকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পরমহংস বাবাজী কহিলেন 'সখি!

কথ্‌খটীকে শীঘ্র নিস্তব্ধ কর, নতুবা আমার রাধাগোবিন্দের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইলে সখী ললিতা দুঃখ পাইবেন এবং আমাকে ভৎর্সনা করিবেন। ঐ দেখ অনঙ্গমঞ্জরী তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেছেন। তুমি রমণমঞ্জরী, তোমার এই নির্দ্দিষ্ট সেবা। তুমি তাহাতে যত্নবতী হও।' বলিতে বলিতে পরমহংস বাবাজী অচেতন হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় সিদ্ধ দেহ ও পরিচয় জানিয়া সেই হইতে সেই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল হইল। পূর্ব্বদিকে উষা আসিয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। পক্ষিগণ চারিদিকে আপন আপন গান করিতে লাগিল। মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। আলোক প্রবেশ সময়ে প্রদ্যুম্নকুঞ্জের মাধবীমণ্ডপের যে অপূর্ব্ব শোভা হইল তাহা বর্ণনাতীত।

পরমহংস বাবাজী কদলীবল্কলাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। বাহ্যস্ফূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে হইতেছে। নামমালা করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে সন্ন্যাসীঠাকুর বাবাজীর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করতঃ সমীপে বিনীতভাবে উপবেশনপূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন—

"প্রভো! এই দীনজন একটী প্রশ্ন করিতেছে। উত্তর দান করিয়া তাহার প্রাণ শীতল করুন। ব্রহ্মজ্ঞানানলে দগ্ধহৃদয়ে ব্রজরসের সঞ্চার করুন"।

বাবাজী কহিলেন, "আপনি যোগ্যপাত্র। আপনি যে প্রশ্ন করিবেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর করিব"।

সন্ন্যাসী কহিলেন "প্রভো! আমি অনেক দিন হইতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা শুনিয়া 'ধর্ম্ম কি' তাহা অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। দুঃখের বিষয় যে তাঁহারা তদুত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে সমস্ত পরস্পর অনৈক্য। অতএব আমাকে বলুন 'জীবের ধর্ম্ম কি?' এবং পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষকেরা কেনই বা পৃথক্ পৃথক্ উপদেশকে ধর্ম্ম বলিয়া বলেন। ধর্ম্ম যদি এক হয়

তবে পণ্ডিতেরা সকলেই কেন সেই এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মের অনুশীলন করেন না" ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিতে লাগিলেন,—"ওহে ভাগ্যবান্! ধর্ম্মতত্ত্ব যথাজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য সহচররূপ একটী স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম। পরে যখন কোন ঘটনাবশতঃ বা অন্য বস্তু সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয় তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব, স্বভাব নয়। ইহার নাম নিসর্গ। 'নিসর্গ' স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা —জল একটী বস্তু। তারল্য তাহার স্বভাব। ঘটনাবশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহা নৈমিত্তিক। কেননা, কোন নিমিত্ত হইতে উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারেন।

বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। যাঁহাদের বস্তুজ্ঞান আছে তাঁহারা নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রভেদ জানিতে পারেন। যাহাদের বস্তুজ্ঞান নাই তাঁহারা নিসর্গকে স্বভাব মনে করেন এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম মনে করেন"।

সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বস্তু কাহাকে বলে এবং স্বভাব শব্দের অর্থ কি ?"

পরমহংস কহিলেন, "বস্ ধাতুতে সংজ্ঞার্থে 'তু' প্রত্যয় করিয়া বস্তু শব্দ হয়। অতএব যাহার অস্তিত্ব আছে বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার অর্থাৎ বাস্তব বস্তু এবং অবাস্তব বস্তু। বাস্তব বস্তু পরমার্থ-ভূত তত্ত্ব। অবাস্তব বস্তু—দ্রব্যগুণাদি রূপ। বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব আছে। অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীত হয়। প্রতীতি কোনস্থলে সত্য, কোনস্থলে ভাণ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" এই কথায় বাস্তব বস্তু একমাত্র পরমার্থ—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ একমাত্র বাস্তব বস্তু। সেই বস্তুর পৃথক্ অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি মায়া। অতএব 'বস্তু' শব্দে—ভগবান্, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। এই তিন তত্ত্বের বহুবিধ প্রতীতি আছে। সে সমস্ত অবাস্তব বস্তুমধ্যে পরিগণিত। বৈশেষিকদিগের দ্রব্য ও গুণসংখ্যা কেবল অবাস্তব বস্তুর আলোচনা মাত্র। বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব। জীব একটী বাস্তব বস্তু। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ তাহাই তাহার স্বভাব।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন 'প্রভো! এই বিষয়টী আমি ভাল করিয়া জানিতে চাই।'

বাবাজী মহাশয় কহিলেন, "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক একটী কৃপাপাত্র আমাকে একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ দেখাইয়াছেন, সেই গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর এ বিষয়ে একটী উপদেশ আছে যথা :—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮,১১৭

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু। তুলনাস্থলে অনেকে তাঁহাকে চিজ্জগতের একমাত্র সূর্য্য বলিয়া থাকেন। জীব তাঁহার কিরণকণা মাত্র। জীব অনেক। "জীব কৃষ্ণের অংশ"—একথা বলিলে খণ্ড প্রস্তর যেমত পর্ব্বতের অংশ, সেরূপ বলা হয় না। কেননা, অনন্ত-অংশরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিঃসৃত হইলেও কৃষ্ণের কোন অংশ ক্ষয় হয় না। এই জন্য বেদসকল অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের সহিত জীবের একাংশে সাদৃশ্য বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তুলনার স্থল নাই। মহাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গই বলুন, সূর্য্যের কিরণ-পরমাণুই বলুন বা, মণিপ্রসূত স্বর্ণই বলুন, কোন তুলনাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। কিন্তু এই সমস্ত তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে সহজহৃদয়ে জীবতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। কৃষ্ণ বৃহচ্চিদ্বস্তু এবং জীব তাঁহার অণুচিদ্বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে; কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক। অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অনন্তশক্তি-সম্পন্ন; অতএব চিজ্জগৎপ্রকাশে যেমত পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তদ্রূপ জীবসৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার একটি তটস্থা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাই-তেছে। অপূর্ণ জগৎসংঘটনে কোন বিশেষ শক্তি কার্য্য করে। সেই শক্তির নাম তটস্থা। তটস্থা শক্তির ক্রিয়া এই যে, চিদ্বস্তু ও অচিদ্বস্তু এই উভয়ের মধ্যে এমত একটী বস্তু নির্ম্মাণ করে, যাহা চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ উভয়ের

সহিত সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য হয়। শুদ্ধ চিদ্বস্তু অচিদ্বস্তুর বিপরীত, অতএব স্বভাবতঃ তাহার অচিদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ঘটনা হয় না। জীব চিৎকণ বটে কিন্তু কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তাহা অচিৎ সম্বন্ধের উপযোগী হইয়াছে। সেই ঐশী শক্তির নাম তটস্থা। নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে, জলও বটে। অর্থাৎ উভস্থ। উক্ত ঐশী শক্তি তটে স্থিত হইয়া ভূধর্ম্মও জলধর্ম্ম দুইই এক সত্তায় ধারণ করে; জীব চিদ্ধর্ম্মী বটে কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড়ধর্ম্মের বশ হইবার যোগ্য। অতএব শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্যায় জীব জড় সম্বন্ধাতীত নন। চিদ্ধর্ম্মপ্রযুক্ত তিনি জড়বস্তুও নন। জড় ও চিৎ এই দুই তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া একটী জীবতত্ত্ব হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবে এই জন্য নিত্য ভেদ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ মায়া তাঁহার বশীভূত তত্ত্ব। জীব মায়াবশ্য অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব ভগবান্, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্ব পারমার্থিক সত্য ও নিত্য। ইহাদের মধ্যে "নিত্যো নিত্যানাং"—এই বেদবাক্য দ্বারা ভগবান্ তিন তত্ত্বের মূল নিত্য তত্ত্ব।

জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তির পরিচয়। এই বিচারে সিদ্ধান্তিত হয় যে, জীব ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ প্রকাশ। জীব মায়াবশ কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা এই স্থলে জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, ভগবান্ও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু এবং জীব ভগবচ্ছক্তি বিশেষ। এই জন্যই এই অংশে তদুভয়ে নিত্য অভেদ। নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ হয়, তবে নিত্য ভেদেরই পরিচয় প্রবল। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতে জীব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই।

এই জন্যই "অনাদি বহির্ম্মুখ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখতা ও মায়াপ্রবেশ-কাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে। অতএব মায়াসঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ উদয় হইলে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অবসর হইল। নিত্যধর্ম্ম এক, অখণ্ড ও নির্দ্দোষ। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নানা আকারে, নানা অবস্থায়, নানা লোককর্ত্তৃক নানারূপে বিবৃত হয়।"

পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ সমস্ত তত্ত্বকথা শ্রবণ করতঃ দণ্ডবৎপ্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন,"প্রভো! আমি অদ্য এই সকল কথা আলোচনা করি; যে কিছু প্রশ্ন উদিত হয় কল্য তাহা আপনার চরণে জ্ঞাপন করিব"।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবের নিত্য-ধর্ম্ম শুদ্ধ ও সনাতন

সন্ন্যাসীর প্রশ্ন—জীব অণুবস্তু হইলেও তথাপি তাঁহার ধর্ম্ম পূর্ণ—শুদ্ধ ও বদ্ধ অবস্থা—কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি জীবের সংসার—লিঙ্গ ও স্থূল দেহাভিমান—জীবের স্বধর্ম্ম-বিকৃতি—অনিত্য ধর্ম্ম—বৈষ্ণব ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম—মহাভাব ও অদ্বৈত সিদ্ধি—শঙ্করাচার্য্যের গৌরব—শঙ্করাবতারের প্রয়োজনতা—তিনি বৈষ্ণব ছিলেন—মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার মত বৈষ্ণব—তদুত্তরে তিনি নিস্তব্ধ—অদ্বৈত-সিদ্ধি ও প্রেমের কোন বিষয়ে ঐক্য ও কোন বিষয়ে পার্থক্য—মহাভাব কি?—বাহ্যবেশ—মর্কটবৈরাগ্যনিষেধ—ধর্ম্ম এক বই দুই নয়—তাহাই জৈব বা বৈষ্ণবধর্ম্ম—জৈবধর্ম্মকে কেন বৈষ্ণবধর্ম্ম বলি—বিশুদ্ধ প্রেম ও এশ্ব—মহাপ্রভুই বিশুদ্ধ প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন—চিৎকাল ও মায়িক কালের ভেদ—হরিনাম শ্রেষ্ঠসাধন—নিরপরাধে নাম করিলে প্রেম পাওয়া যায়—নামগ্রহণক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব-বিচার—সন্ন্যাসীর নাম গ্রহণ।

পরদিন প্রাতে প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় স্বীয় ব্রজভাবে নিমগ্ন থাকায়, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অবসর

পান নাই। মধ্যাহ্নকালে মাধুকরী প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই শ্রীমাধবী-মালতী মণ্ডপে উপবিষ্ট। পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভক্তপ্রবর! আপনি ধর্ম্মবিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া কি স্থির করিলেন" ? এই কথা শ্রবণকরতঃ সন্ন্যাসী ঠাকুর পরমানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,"প্রভো! জীব যদি অণু পদার্থ হয় তবে তাঁহার নিত্যধর্ম্ম কিরূপে পূর্ণ ও শুদ্ধ হইতে পারে? জীবের গঠনের সহিত যদি তাঁহার ধর্ম্মের গঠন হইয়া থাকে, তবে সে ধর্ম্ম কিরূপে সনাতন হইতে পারে" ?

এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণ করিয়া শ্রীশচীনন্দনের পাদপদ্ম ধ্যানপূর্ব্বক সহাস্য-বদনে পরমহংস বাবাজী কহিতে লাগিলেন,—"মহোদয়! জীব অণু পদার্থ হইলেও তাঁহার ধর্ম্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। অণুত্ব কেবল বস্তু-পরিচয়। বৃহদ্বস্তু একমাত্র পরব্রহ্ম বা কৃষ্ণচন্দ্র। জীবসমূহ তাঁহার অনন্ত পরমাণু। অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গসমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীবসমূহ নিঃসৃত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ ধর্ম্মের বিকাশভূমি হইতে সমর্থ। একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহা বন্যা উদয় করিতে সমর্থ হন। যে পর্য্যন্ত স্বীয় ধর্ম্মের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পর্শ না করে, সে পর্য্যন্ত সেই পূর্ণ ধর্ম্মের সহজ বিকাশ দেখাইতে অণু চৈতন্যস্বরূপ জীব অপারগ হইয়া প্রকাশ পান। বস্তুতঃ বিষয় সংযোগেই ধর্ম্মের পরিচয় 'জীবের নিত্যধর্ম্ম কি'—'ইহা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন।' প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম, জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন। প্রেমই ইহার ধর্ম্ম। কৃষ্ণ-দাস্যই সেই বিমল প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপধর্ম্ম।

জীবের দুইটী অবস্থা অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতেও জীব অণু পদার্থ। সেই অণুত্বপ্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অণু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হন তখনই তিনি স্বধর্ম্ম বিকারপ্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখ-দুঃখপিষ্ট। জীবের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি হইবামাত্রই সংসার-গতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন ততক্ষণ তাঁহার স্বধর্ম্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কুচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়া-সম্বন্ধে জীবের শুদ্ধস্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়। তখন লিঙ্গ শরী-রের একটী পৃথক্ অভিমান উদিত হয়। সেই অভিমান আবার স্থূলদেহে অভিমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটী তৃতীয় অভিমানরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ শরীরে জীব কেবল কৃষ্ণদাস। লিঙ্গ শরীরে জীব আপনাকে স্বকর্ম্ম-ফলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোগকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। তখন কৃষ্ণদাসরূপ অভিমান লিঙ্গদেহাভিমান দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। আবার স্থূল দেহ লাভ করিয়া আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা, আমি দরিদ্র, আমি দুঃখী, আমি রোগ-শোকদ্বারা অভিভূত, আমি স্ত্রী, আমি অমুকের স্বামী, ইত্যাদি বহুবিধ স্থূলাভিমান দ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন।

এই প্রকার মিথ্যা অভিমানযুক্ত হইয়া জীবের স্বধর্ম্ম বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম। সুখ দুঃখ রাগদ্বেষরূপে সেই প্রেমা

বিকৃতভাবে লিঙ্গ শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গ সুখরূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল শরীরে দেখা দেয়। এখন দেখুন, জীবের নিত্যধর্ম্ম কেবল শুদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ অবস্থায় যে ধর্ম্মের উদয় হয় তাহা নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম স্বভাবতঃ পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর এক দিবস ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম লক্ষিত হয় তাহা নিত্যধর্ম্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে সমুদায় ধর্ম্মকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারেন। নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিকধর্ম্ম ও অনিত্য ধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই সে সকল অনিত্যধর্ম্ম। যে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে কিন্তু কেবল অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে সকল নৈমিত্তিক। যাহাতে বিমল প্রেম দ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে সেই সব ধর্ম্ম নিত্য। নিত্যধর্ম্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, ভাষাভেদে, পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্যধর্ম্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন"।

এই স্থলে সন্ন্যাসীঠাকুর করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো, আমি শ্রীশচীনন্দনের প্রকাশিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্ব উৎকর্ষ সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি। শঙ্করাচার্য্যপ্রকাশিত অদ্বৈতমতের হেয়ত্ব অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মনে একটী কথা উদিত হইতেছে, তাহা ভবদীয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন না করিয়া রাখিতে চাহি না। সে কথাটী এই—প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে

পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন,—"মহোদয়, শঙ্করঃ 'শঙ্করঃ সাক্ষাৎ', একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু, এই জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে সময়ে তিনি ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত থাকিলেও ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত অনিত্য। সে সময় ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাবতার উদিত হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপনপূর্ব্বক শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন। এই কার্য্যটী অসাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ কার্য্যের নিমিত্ত চিরঋণী থাকিবেন। কার্য্যসকল জগতে দুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য্য তাৎকালিক ও কতকগুলি কার্য্য সার্ব্বকালিক। শঙ্করাবতারের সেই বৃহৎ-কার্য্য তাৎকালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদয় হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্য্য।

শ্রীশঙ্কর যে বিচারপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সম্পত্তি বৈষ্ণবগণ এখন অনায়াসে ভোগ করিতেছেন। জড় বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। এই জড় জগতে স্থূল ও লিঙ্গদেহ হইতে চিদ্বস্তু পৃথক্ ও অতিরিক্ত তাহা বৈষ্ণবগণ ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই বিশ্বাস করেন। জীবের সত্তাবিচারে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জড় জগতের

সম্বন্ধ ত্যাগের নাম মুক্তি তাহা উভয়েই মানেন। মুক্তিলাভ করা পর্য্যন্ত শ্রীশঙ্কর ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনেক প্রকার ঐক্য আছে। হরিভজন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ—ইহাও শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা। কেবল মুক্তি-লাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ। শঙ্কর একথা ভালরূপ জানিতেন যে, হরিভজন দ্বারা জীবকে মুক্তিপথে চালাইতে পারিলেই ক্রমশঃ ভজনসুখে আবদ্ধ হইয়া জীব শুদ্ধভক্ত হইবেন। এই জন্যই শঙ্কর পথ দেখাইয়া আর অধিক কিছু বৈষ্ণব-রহস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্যসকল যাঁহারা বিশেষ বিচার করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা শঙ্করের গূঢ় মত বুঝিতে পারেন। যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ্য অংশ লইয়া কালযাপন করেন, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইতে বিদূরিত হন।

অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম একপ্রকার বিচারে একই বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈতসিদ্ধির যে সঙ্কুচিত অর্থ করা যায়, তাহাতে তাহার ও প্রেমের পার্থক্য হইয়া পড়ে। প্রেম কি পদার্থ তাহা বিচার করুন। একটী চিৎপদার্থ অন্য চিৎপদার্থের সহিত যে ধর্ম্মের দ্বারা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হন, তাহার নাম প্রেম। দুইটী চিৎপদার্থের পৃথক্ অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না। সমস্ত চিৎপদার্থ যে ধর্ম্ম দ্বারা পরম চিৎপদার্থরূপ কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্য আকৃষ্ট, তাহার নাম কৃষ্ণ-প্রেম। কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পৃথক্ অবস্থান ও জীবনিচয়ের তাঁহার প্রতি যে অনুগত ভাবের সহিত নিত্য পৃথক্ অবস্থান, তাহা প্রেমতত্ত্বে নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব। আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন এই তিনটী পৃথক্ ভাবের অবস্থিতি সত্য। যদি প্রেমের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের একত্ব হয়, তবে প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইতে পারে না। যদি অচিৎ-সম্বন্ধশূন্য চিৎপদার্থের শুদ্ধ অবস্থাকে অদ্বৈতসিদ্ধি বলা যায়, তবে প্রেম ও অদ্বৈতসিদ্ধি এক হয়। কিন্তু অধুনাতন শাঙ্কর পণ্ডিতগণ চিদ্ধর্ম্মের

অদ্বৈতসিদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হইয়া চিদ্বস্তুর একতা সাধনের যত্ন দ্বারা বেদোদিত অদ্বয়তত্ত্বসিদ্ধির বিকার প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রেমের নিত্যত্ব হানি হওয়ায় বৈষ্ণবগণ সে সিদ্ধান্তকে নিতান্ত অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কেবল চিত্তত্ত্বের বিশুদ্ধ অবস্থানকে অদ্বৈত অবস্থা বলেন, কিন্তু তাঁহার অর্ব্বাচীন চেলাগণ তাঁহার গূঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করিয়া ফেলিতেছেন। বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা সকলকে মায়িক বলিয়া, মায়াবাদ নামক একটী সর্ব্বাধম মত জগতে প্রচার করেন। মায়াবাদিগণ আদৌ একটি বই আর অধিক চিদ্বস্তু স্বীকার করেন না। চিদ্বস্তুতে যে প্রেমধর্ম্ম আছে তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম যতক্ষণ একাবস্থা-প্রাপ্ত, ততক্ষণ তিনি মায়াতীত। যখন তিনি কোন স্বরূপ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানা আকার প্রাপ্ত হন তখন তিনি মায়াগ্রস্ত। সুতরাং ভগবানের নিত্য শুদ্ধ চিদ্ঘন বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। জীবের পৃথক্ সত্ত্বাকেও মায়িক মনে করেন। কাযে কাযেই প্রেম ও প্রেমবিকারকে মায়িক মনে করিয়া অদ্বৈত জ্ঞানকে নির্ম্মায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ভ্রান্তমতের অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক পদার্থ হয় না।

কিন্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব যে প্রেম আস্বাদন করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং স্বীয় লীলাচরিতদ্বারা যাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মায়াতীত—বিশুদ্ধ অদ্বৈতসিদ্ধির চরম ফল। মহাভাব সেই বিশুদ্ধ প্রেমের বিকারবিশেষ। তাহাতে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ অত্যন্ত প্রবল; সুতরাং সংবেদক ও সংবেদ্যের পার্থক্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ একটি অপূর্ব্ব অবস্থায় নীত হয়। তুচ্ছ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন অবস্থায় কোন কার্য্য করিতে পারে না।

সন্ন্যাসী ঠাকুর সসম্ভ্রমে কহিলেন,—প্রভো! মায়াবাদ যে নিতান্ত

অকিঞ্চিৎকর তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে আমার সংশয় ছিল, অদ্য আপনার কৃপায় তাহা দূর হইল। আমার যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেশ তাহা পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত স্পৃহা হইতেছে।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—মহাত্মন্, আমি বেশের প্রতি কোন প্রকার রাগ-দ্বেষ রাখিতে উপদেশ করি না। অন্তঃকরণের ধর্ম্ম পরিষ্কৃত হইলে বেশ সহজেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। যেখানে বাহ্য বেশের বিশেষ আদর সেখানে অন্তরের ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অমনোযোগ। আমার বিবেচনায় প্রথমে অন্তঃশুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদিগের বাহ্যাচারে অনুরাগ হয়, তখন বাহ্য বেশাদি নির্দ্দোষ হয়। আপনি স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অনুগত করুন। তাহা হইলে যে সকল বাহ্য সম্বন্ধে রুচি হইবে, তাহা আচরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ ২৩৮-৩৯)

সন্ন্যাসী ঠাকুর সে বিষয়ের ভাব বুঝিয়া আর বেশ-পরিবর্ত্তনের কথা উত্থাপন করিলেন না। করযোড়ে কহিতে লাগিলেন,—প্রভো, আমি যখন আপনার শিষ্য হইয়া চরণাশ্রয় করিয়াছি তখন আপনি যে উপদেশ করিবেন, আমি তাহা বিনা তর্কে মস্তকে ধারণ করিব। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বিমলকৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সহজ। নানা

দেশে যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সে সব ধর্ম্মের বিষয় কিরূপ ভাবনা করিব ?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—মহাত্মন্, ধর্ম্ম এক—দুই বা নানা নহে। জীব মাত্রেরই একটী ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভাষাভেদে, দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন হইতে পাবে না। অনেকে নানা নামে জৈবধর্ম্মকে অভিহিত করেন ; কিন্তু পৃথক্ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অণু বস্তুর যে নির্ম্মল চিন্ময় প্রেম, তাহাই জৈব-ধর্ম্ম অর্থাৎ জীব সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম। জীবসকল নানা প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়ায় জৈব-ধর্ম্মটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নাম দিয়া জৈব-ধর্ম্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে যে পরিমাণে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আছে, সেই পরিমাণে সে ধর্ম্ম শুদ্ধ।

কিছু দিবস পূর্ব্বে আমি শ্রীব্রজধামে ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যাবনিক ধর্ম্মে যে 'এস্ক্' বলিয়া শব্দ আছে তাহার অর্থ কি নির্ম্মল প্রেমা, না আর কিছু—এই আমার প্রশ্ন ছিল। গোস্বামী মহোদয় সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, বিশেষতঃ যাবনিক ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি অনেক মহামহোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহোদয় কৃপা করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

"হাঁ, 'এস্ক্' শব্দের অর্থ প্রেম বটে। যাবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর-ভজন বিষয়েও 'এস্ক্' শব্দ ব্যবহার করেন ; কিন্তু প্রায়ই 'এস্ক্' শব্দে মায়িক প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। "লয়লা মজনুর" ইতিবৃত্ত ও হাফেজের 'এস্ক্'-ভাব বর্ণন দেখিলে মনে হয় যে, যবনাচার্য্যগণ শুদ্ধ চিৎ বস্তু যে কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্থূলদেহের প্রেম বা কখন লিঙ্গদেহের প্রেমকে তাঁহারা 'এস্ক্' বলিয়া লিখিয়াছেন।

বিশুদ্ধ চিদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া তাহার কৃষ্ণের প্রতি যে বিমল প্রেম, তাহা অনুভব করেন নাই। সেরূপ প্রেম আমি যবনাচার্য্যের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। কেবল বৈষ্ণব-গ্রন্থেই দেখিতে পাই। যবনাচার্য্য-দিগের 'রু' যে শুদ্ধ জীব তাহাও বোধ হয় না। বরং বদ্ধভাব-প্রাপ্ত জীবকেই যে 'রু' বলিয়া থাকেন, এরূপ বোধ হয়। অন্য কোন ধর্ম্মেই আমি বিমল কৃষ্ণ-প্রেমের শিক্ষা দেখি নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সাধারণতঃ কৃষ্ণপ্রেম উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে "প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম"রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম বিশদ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ব্বে আর কেহ সম্পূর্ণ বিমল কৃষ্ণপ্রেম-ধর্ম্মের শিক্ষা দেন নাই। আমার কথায় যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয়, তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আমি এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সনাতন গোস্বামীকে বার বার দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়াছিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরও সেই সময় দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—ভক্তপ্রবর, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, চিত্তনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। জীব-সৃষ্টি ও জীবগঠন এই সকল শব্দ মায়িক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। জড়ীয় বাক্য কতকটা জড়ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন অবস্থায় যে কাল বিভক্ত, তাহা মায়াগত জড়ীয় কাল। চিজ্জগতের যে কাল, তাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ বিভাগগত ব্যবধান নাই। জীব ও কৃষ্ণ সেই কালে অবস্থান করেন। অতএব জীব নিত্য ও সনাতন এবং জীবের কৃষ্ণপ্রেমরূপ ধর্ম্মও সনাতন। এই জড় জগতে আবদ্ধ হইবার পর জীবের সৃষ্টি, গঠন, পতন ইত্যাদি মায়িক কাল-গত ধর্ম্ম সকল জীবে আরোপিত হইয়াছে। জীব অণু পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন। জড় জগতে

আসার পূর্ব্বেই তাহার গঠন। চিজ্জগতে কালের ভূত-ভবিষ্যৎরূপ অবস্থা না থাকায় সেই কালে যাহা যাহা থাকে, সকলই নিত্য বর্ত্তমান। জীব ও জীবের ধর্ম্ম বস্তুতঃ নিত্য বর্ত্তমান ও সনাতন। এ কথাটী আমি বলিলাম বটে, কিন্তু আপনি যতদূর শুদ্ধ চিজ্জগতের ভাব পাইয়াছেন ততদূরই আপনার এ কথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হইবে। আমি আভাস-মাত্র দিলাম, আপনি অর্থটী চিৎসমাধিদ্বারা অনুভব করিয়া লইবেন। জড়-জাত যুক্তি ও তর্কদ্বারা এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না। জড়বন্ধন হইতে অনুভবশক্তিকে যত শিথিল করিতে পারিবেন, ততই জড়াতীত চিজ্জগতের অনুভব উদিত হইবে। আদৌ স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপের অনুভব এবং সেই স্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময় কৃষ্ণনাম অনুশীলন করিতে করিতে জৈব-ধর্ম্মের প্রবলরূপে উদয় হইতে থাকিবে। অষ্টাঙ্গ যোগ বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা চিদনুভব বিশুদ্ধ হইবে না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনই নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্মোদয় করাইতে সমর্থ। আপনি নিরন্তর উৎসাহের সহিত হরিনাম করুন। হরিনাম-অনুশীলনই একমাত্র চিদনুশীলন। কিছুদিন হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপূর্ব্ব অনুরাগ জন্মিবে। সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জগতের অনুভব উদিত হইবে। ভক্তির যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীহরিনাম-অনুশীলনই প্রধান ও শীঘ্র ফলপ্রদ হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণদাসের উপাদেয় গ্রন্থে এই কথাটী শ্রীমহা-প্রভুর উপদেশ বলিয়া লিখিত আছে। '

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ ৭০, ৭১.

মহাত্মন্, যদি আপনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, 'কাহাকে বৈষ্ণব বলিব ?' আমি তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব,—যিনি নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনাম করেন, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে অন্য কোন প্রকার লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব নির্ণয় করিতে হইবে না।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর শিক্ষামৃতে নিমগ্ন হইয়া "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"—এই নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে দিন তাঁহার হরিনামে রুচি জন্মিল এবং সাষ্টাঙ্গে গুরুপাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো, দীনের প্রতি কৃপা করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হেয়, মিশ্র ও অচিরস্থায়ী

সন্ন্যাসীর অপ্রাকৃত মায়াপুরদর্শন—মায়াপুর-বৈভবদর্শনে সন্ন্যাসীর বৈষ্ণব-বেশ গ্রহণ—প্রতিষ্ঠাভয়—সন্ন্যাসীর বৈষ্ণবদাস নামপ্রাপ্তি—বৈষ্ণবদিগের নিকট বৈষ্ণবদাসের দৈন্য উক্তি—বৈষ্ণব-সঙ্গই ভক্তির মূল—কালিদাস লাহিড়ীর পরিচয়—কালিদাসের প্রশ্ন—বৈষ্ণবদাসের কথারম্ভ—মানব-প্রকৃতি বৈধী ও রাগানুগা—স্বরূপতঃ মুক্তি ও বস্তুতঃ মুক্তি—সংসার—রাগাত্মিকা প্রকৃতি—শাস্ত্রমূলতত্ত্ব—কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, প্রেমাধিকার—একাঙ্গ মীমাংসকের দোষ—অধিকার সোপান—অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম—শুভকর্ম্ম—নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম—বর্ণব্যবস্থা—পৃথক্ পৃথক্ বর্ণলক্ষণ—বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই বৈধ জীবন

—কর্ম্মকাণ্ডে নিত্য-নৈমিত্তিক শব্দগুলি কেবল ঔপচারিক মাত্র—ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের ধিক্কার—অনুদিতবিবেক ও উদিতবিবেক মানব—উপায় ও উপেয়—চিত্তত্ত্বই উপাদেয়—নৈমিত্তিক হেয় মিশ্র—অচিরস্থায়ী—জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণের পরিচয়—তাঁহার বৈষ্ণবদাসের প্রতি শ্রদ্ধা—মাধবদাস বাবাজীর কথা—লাহিড়ী মহাশয়ের তাঁহার কথা শ্রবণ—মাধবদাসের বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাহিড়ী মহাশয়ের প্রদ্যুম্নকুঞ্জে অবস্থান।

এক দিবস এক প্রহর রাত্রের পর সন্ন্যাসী ঠাকুর হরিনাম গান করিতে করিতে শ্রীগোদ্রুমের উপবনের একান্তে একটী উচ্চভূমিতে বসিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে একটী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল। অনতি-দূরে শ্রীমায়াপুর নয়নগোচর হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—আহা! ঐ যে একটী আশ্চর্য্য আনন্দময় ধাম দেখিতেছি। বৃহৎ বৃহৎ রত্নময় অট্টালিকা, মন্দির ও তোরণসমূহ কিরণমালা বিস্তার করিয়া জাহ্নবীর তীরমণ্ডলকে উজ্জ্বলিত করিতেছে। অনেক স্থানে হরিনাম সংকীর্ত্তনের শব্দ তুমুল হইয়া গগনমণ্ডলকে বিদারিত করিতেছে। নারদের ন্যায় কত শত ভক্তগণ বীণাযন্ত্রে নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন। কোন দিকে শ্বেতকলেবর দেবদেব মহাদেব ডম্বরু ধরিয়া "হা বিশ্বম্ভর, দয়া কর"—বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে পতিত হইতেছেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কোন স্থলে বসিয়া বেদবাদী ঋষি-দিগের সভায় "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥" (১) এই বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার নির্ম্মল ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোন স্থলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ "জয় প্রভু গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ" বলিয়া লম্প ঝম্প প্রদান করিতেছেন। পক্ষী

---

(১) সেই পুরুষই মহাপ্রভু; তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপায়ই সুনির্ম্মলা শান্তিপ্রাপ্তি ঘটে। তিনিই নিয়ন্তা ও অব্যয়।

সকল ডালে বসিয়া "গৌর নিতাই" বলিয়া রব করিতেছে। ভ্রমর সকল গৌরনামরসপানে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যানে গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। প্রকৃতি দেবী সর্ব্বত্র গৌররসে উন্মত্ত হইয়া আপন শোভা বিস্তার করিতেছেন। আহা! আমি দিবসে যখন শ্রীমায়াপুর দর্শন করি, তখন ত এ ব্যাপার দেখিতে পাই না! আজ বা কি দেখিতেছি। তখন শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,—"প্রভো, আজ জানিলাম, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত মায়াপুর দর্শন করাইলেন। আজ হইতে আমি শ্রীগৌরচন্দ্রের নিজজন বলিয়া পরিচয় দিবার একটী উপায় সৃজন করিব। আমি দেখিতেছি যে, অপ্রাকৃত নবদ্বীপে সকলেই তুলসীমালা, তিলক ও নামাক্ষর ধারণ করিয়াছেন। আমিও তাহা করিব।"—বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের একপ্রকার অচেতন অবস্থা উপস্থিত হইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঠাকুরের জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব চিন্ময় ব্যাপারসকল আর নয়নগোচর হইল না। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—আমি বড় সৌভাগ্যবান্, যেহেতু শ্রীগুরুকৃপা লাভ করিয়া ক্ষণকাল শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিলাম।

পরদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় দণ্ডটী জলে বিসর্জ্জন দিয়া গলদেশে ত্রিকণ্ঠী তুলসী মালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া 'হরি হরি' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। গোদ্রুমবাসী বৈষ্ণববর্গ তাঁহার অপূর্ব্ব নূতন বেশ ও ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ সময়ে একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—ভাল আমি বৈষ্ণবদিগের কৃপাপাত্র হইবার জন্য বৈষ্ণব-বেশ গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এ আবার একটী দায় উপস্থিত হইল। আমি শ্রীগুরু-দেবের মুখে বারম্বার একথাটী শুনিয়াছি,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" (১)

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।২১

তখন, যে বৈষ্ণবগণকে গুরু বলিয়া মনে করি, তাঁহারা আমাকে প্রণাম করিতেছেন, আমার কি গতি হইবে ? এইরূপ চিত্তে আলোচনা করিতে করিতে পরমহংস বাবাজীর নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

মাধবীমণ্ডপে আসীন হইয়া বাবাজী মহাশয় হরিনাম করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সম্পূর্ণ বেশপরিবর্ত্তন ও নামে ভাবোদয় দেখিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণদ্বারা স্বীয় শিষ্যকে স্নান করাইতে করাইতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন,—ওহে বৈষ্ণবদাস, আজ তোমার মঙ্গলপূর্ণদেহ স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।

এই কথা বলিবামাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূর্ব্ব নাম দূর হইল। এখন বৈষ্ণবদাস নামে তিনি পরিচিত হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ হইতে একটী অপূর্ব্ব জীবন লাভ করিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসিবেশ, সন্ন্যাসাশ্রমের অহঙ্কারপূর্ণ নাম এবং আপনাকে মহদ্বুদ্ধি, এ সমস্ত দূর হইল।

অপরাহ্নে শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপবাসী অনেকগুলি বৈষ্ণব পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে পরিবেষ্টন করিয়া সকলে বসিয়াছেন। সকলেই তুলসী মালায় হরিনাম জপ করিতেছেন। কেহ কেহ "হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ", কেহ কেহ "হা সীতানাথ" এবং কেহ কেহ "হে জয় শচীনন্দন"—এইরূপ বলিতে বলিতে চক্ষের জলে ভাসিতেছেন।

(১) তৃণাপেক্ষা সুনীচ জানিয়া, তরু অপেক্ষা সহনশীল হইয়া, স্বয়ং অভিমানবর্জ্জিত হইয়া অপরকে সম্মান প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবসকল পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। সমাগত বৈষ্ণবসকল তুলসী পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। এমন সময় বৈষ্ণবদাস আসিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীকে পরিক্রমা করিয়া বৈষ্ণবগণের পদরজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা কর্ণাকর্ণী করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ইনিই না সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর! আজ ইঁহার কি আশ্চর্য্যমূর্ত্তি হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণের সম্মুখে গড়াগড়ি দিতে দিতে বৈষ্ণবদাস বলিতেছেন,—"অদ্য আমি বৈষ্ণবপদরজঃ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় আমি ভালরূপে জানিয়াছি যে, জীবের বৈষ্ণবপদরজঃ ব্যতীত আর গতি নাই। বৈষ্ণবের পদরজঃ, বৈষ্ণবের চরণামৃত ও বৈষ্ণবের অধরামৃত এই তিন বস্তু ভবরোগের ঔষধ ও ভবরোগীর পথ্য। ইহাতে কেবল ভবরোগ বিগত হয় এরূপ নয়, কিন্তু বিগতরোগ পুরুষের পরম ভোগ লাভ হয়। হে বৈষ্ণবগণ, আমি যে নিজের পাণ্ডিত্য-অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছি, এরূপ মনে করিবেন না। আমার হৃদয় আজ কাল সমস্ত অহঙ্কারশূন্য হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইয়াছিল, সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম, চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন আর আমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা ছিল না। যদবধি আমি বৈষ্ণবতত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছি, ততদিন আমার হৃদয়ে একটী দৈন্যবীজ রোপিত হইয়াছে। আমি ক্রমে ক্রমে আপনাদের কৃপায় জন্মাহঙ্কার, বিদ্যামদ ও আশ্রম-গৌরব দূর করিয়াছি। এখন আমার মনে হয় যে, আমি একটী নিরাশ্রিত ক্ষুদ্র জীব। বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর কোন প্রকার গতি নাই। ব্রাহ্মণত্ব, বিদ্যা ও সন্ন্যাস ইহারা আমাকে ক্রমশঃ অধঃপাতিত করিতেছিল। আমি সরলভাবে আপনাদের চরণে সকল কথা বলিলাম। এখন আপনাদের দাসকে যাহা করিতে হয় করুন।

বৈষ্ণবদাসের দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই বলিয়া উঠিলেন,—হে ভাগবত প্রবর, আপনার ন্যায় বৈষ্ণবের চরণরেণুর জন্য আমরা লালায়িত। কৃপা করিয়া আমাদিগকে পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আপনি পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপাত্র। আমাদিগকে সঙ্গী করিয়া পবিত্র করুন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিয়াছেন যে, আপনার ন্যায় সঙ্গী লাভ করিলে ভক্তি হয়, যথা—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥ (১)

আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্তি-পোষক সুকৃতি ছিল, সেই বলেই আপনার সৎসঙ্গ আমরা লাভ করিলাম। এখন আপনার সঙ্গবলে আমরা হরিভক্তি লাভ করিবার আশা করিতেছি।

বৈষ্ণবদিগের পরস্পর দৈন্য ও প্রণতি সমাপ্ত হইলে সেই ভক্তগোষ্ঠীতে বৈষ্ণবদাস মহাশয় এক পার্শ্বে বসিয়া গোষ্ঠীর শোভা বর্দ্ধন করিলেন। তাঁহার হস্তে নূতন হরিনামের মালা দীপ্তি লাভ করিয়াছিল।

সেই গোষ্ঠীতে সে দিবস আর একটী ভাগ্যবান্ লোক বসিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে যাবনিক ভাষা পাঠ করতঃ অনেকটা মুসলমান রাজাদিগের ব্যবহার অনুকরণ করিয়া দেশের মধ্যে একটী গণ্যমান্য লোক বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নিবাস শান্তিপুর, ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে কুলীন, অনেক ভূ-সম্পত্তির অধিকারী, এবং দলাদলী কার্য্যে বিশেষ পটু। বহুদিন ঐ সকল পদ ভোগ করিয়া, তাহাতে সুখ লাভ করেন নাই। অবশেষে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। অল্প বয়সে তিনি দিল্লীর কালোয়াতদিগের নিকট রাগ-রাগিণী শিক্ষা করেন। সেই

(১) ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে ভক্তিবৃত্তি উদিত হন। পুরুষসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন।

শিক্ষাবলে তিনি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনেও মগুল হইয়া পড়িলেন। যদিও বৈষ্ণবগণ তাঁহার কালোয়াতি সুর ভাল বাসিতেন না, তথাপি সঙ্কীর্ত্তনে একটু একটু কালোয়াতি টান দিয়া নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে করিতে অপরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার একটু নামে সুখ বোধ হইল। তদনন্তর তিনি শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণবদিগের নিকট গানকীর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য শ্রীগোদ্রুমে আসিয়া একটী বৈষ্ণবাশ্রমে বাসা গ্রহণ করেন। সেই বৈষ্ণবের সহিত প্রদ্যুম্ন কুঞ্জে আসিয়া মালতীমাধবীমণ্ডপে বসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের পরস্পর ব্যবহার ও দৈন্য এবং বৈষ্ণবদাসের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার মনে কয়েকটী সন্দেহ হইল। তিনি বাগ্মিতায় পটু ছিলেন বলিয়া সাহসপূর্ব্বক সেই বৈষ্ণব-সভায় এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার প্রশ্ন, যথা—

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণবর্ণকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন। নিত্যকর্ম্ম বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যা-বন্দনাদি নির্ণয় করিয়াছেন। যদি সেই কার্য্য নিত্য হয়, তবে বৈষ্ণব-ব্যবহার সকল কেন তাহার বিরুদ্ধ হয় ?

বৈষ্ণবগণ বিতর্ক ভাল বাসেন না। কোন তার্কিক ব্রাহ্মণ এরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহারা কলহের ভয়ে কোন উত্তর দিতেন না, কিন্তু সমাগত প্রশ্নকর্ত্তা হরিনাম গান করেন বলিয়া সকলে কহিলেন,—শ্রীযুত পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দিলে আমরা সকলে সুখী হইব। পরমহংস বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণববর্গের আদেশ শ্রবণ করিয়া দণ্ডবৎপ্রণতি-পূর্ব্বক কহিলেন,—মহোদয়গণ, যদি আপনাদের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ভক্তপ্রবর শ্রীবৈষ্ণবদাস উক্ত প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর দিবেন। সে কথায় সকলেই অনুমোদন করিলেন।

বৈষ্ণবদাস শ্রীগুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করতঃ আপনাকে ধন্য জানিয়া

দৈন্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—আমি অতি অধম ও অকিঞ্চন। একপ মহামান্য বিদ্বৎসভায় আমার কিছু বলা নিতান্ত অন্যায়, তবে গুরু-আজ্ঞা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য। আমি গুরুদেবের মুখপদ্মনিঃসৃত যে তত্ত্ব-উপদেশরূপ মধু পান করিয়াছি, তাহাই স্মরণপূর্ব্বক যথাসাধ্য বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা বলিয়া বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণকরতঃ দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন।

—যিনি সাক্ষাৎ পরমানন্দময় ভগবান্, ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা যাঁহার অংশ, সেই সমস্ত প্রকাশ ও বিলাসের আধাররূপ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বেদশাস্ত্রের অনুগত বিধিনিষেধনির্ণায়ক শাস্ত্র বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র গণ্যমান্য হইয়াছেন। মানব-প্রকৃতি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। যতদিন মানব-বুদ্ধি মায়ার অধীন ততদিন মানব-প্রকৃতি অবশ্যই বৈধী থাকিবে। মায়াবন্ধ হইতে মানববুদ্ধি পরিমুক্ত হইলে আর বৈধী প্রবৃত্তি থাকে না,—রাগানুগা প্রবৃত্তি প্রকটিত হয়। রাগানুগা প্রকৃতিই জীবের শুদ্ধ প্রকৃতি—স্বভাবসিদ্ধ, চিন্ময় ও জড়মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় শুদ্ধ চিন্ময় জীবের জড়সম্বন্ধ দূরীভূত হয়; কিন্তু যতদিন কৃষ্ণের ইচ্ছা না হয়, ততদিন জড়সম্বন্ধ কেবল ক্ষয়োন্মুখ হইয়া থাকে। সেই ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় মানববুদ্ধি স্বরূপতঃ জড়মুক্ত অর্থাৎ তখনও বস্তুতঃ জড়মুক্তি হয় নাই। বস্তুতঃ জড়মুক্ত হইলে শুদ্ধজীবের রাগাত্মিকা বৃত্তি স্বরূপতঃ ও বস্তুতঃ উদিত হয়। ব্রজজনের যে প্রকৃতি, তাহা রাগাত্মিকা প্রকৃতি। ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় সেই প্রকৃতির অনুগত হইয়া জীব সকল রাগানুগা হইয়া পড়েন। জীবের পক্ষে এ অবস্থা বড়ই উপাদেয়। এই অবস্থা যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব-বুদ্ধি মায়িক বস্তুতেই অনুরাগ করে। নিসর্গক্রমে মায়িক বিষয়ের অনু-রাগকে মূঢ় জীব স্বীয় অনুরাগ বলিয়া মনে করে। চিদ্বিষয়ের বিশুদ্ধ

অনুরাগ তখনও হয় না। মায়িক বিষয়ে 'আমি ও আমার'—এই দুইটী বুদ্ধি গাঢ়রূপে কার্য্য করিতে থাকে। 'এই দেহ আমার ও এই দেহই আমি'—এই বুদ্ধিক্রমে এই জড় দেহের সুখসাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে প্রীতি এবং সুখবাধক ব্যক্তি ও বস্তুতে দ্বেষ সহজেই হইয়া থাকে। এই রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া মূঢ় জীব অন্যের প্রতি শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রীতি ও বিদ্বেষ প্রকাশ করতঃ অন্যকে শত্রু-মিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে,—বিষয় লইয়া বিবাদ করে। কনক ও কামিনীতে অযথা প্রীতি করিয়া সুখ-দুঃখের অধীন হইয়া পড়ে। ইহার নাম সংসার। এই সংসারে আসক্ত হইয়া জন্ম, মরণ, কর্ম্মফল, উচ্চ, নীচ অবস্থা লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ জীবসকল ভ্রমণ করিতেছে। এই সকল জীবের চিদনুরাগ সহজ বলিয়া বোধ হয় না। চিদনুরাগ যে কি, তাহাও উপলব্ধি হয় না। আহা! যে চিদনুরাগই জীবের স্বধর্ম্ম ও নিত্য প্রকৃতি, তাহা ভুলিয়া জড়ানুরাগে বিভোর হইয়া চিৎকণস্বরূপ জীব স্বীয় অধোগতি ভোগ করিতেছে। সংসারে প্রায় সকলেই এই দুর্দ্দশাকে দুর্দ্দশা বলিয়া মনে করে না।

রাগাত্মিকা প্রকৃতির কথা ত দূরে থাকুক, মায়াবদ্ধ জীবের রাগানুগা প্রকৃতিও নিতান্ত অপরিচিত। কখনও সাধুকৃপাবলে জীবের হৃদয়ে রাগানুগা প্রকৃতির উদয় হয়। রাগানুগা প্রকৃতি, সুতরাং বিরল ও দুর্লভ। সংসার ঐ প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত।

কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও কৃপাময়। তিনি দেখিলেন,—মায়াবদ্ধ জীব চিৎপ্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। কি প্রকারে তাহার মঙ্গল হইবে? কি করিলেই বা মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান পাইবার একটী উপায় হয়? সাধুসঙ্গ হইলে জীব আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানিতে পারিবে। সাধু-সঙ্গের কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি নাই। তাহা যে, সকলের প্রতি ঘটনীয় হইবে, ইহারই বা আশা কোথায়? অতএব সাধারণের জন্য একটি

বিধিমার্গ না করিলে তাহাদের উপকার হয় না। ভগবানের এইরূপ কৃপা-দৃষ্টি হইতে শাস্ত্র উদিত হইল। আর্য্যহৃদয়রূপ আকাশে ভগবৎকৃপা-প্রসূত শাস্ত্র-সূর্য্য উদিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আজ্ঞাবিধি সকল প্রচার করিল।

আদৌ বেদ শাস্ত্র। বেদশাস্ত্রের কোন অংশে কর্ম্ম, কোন অংশে জ্ঞান ও কোন অংশে প্রীতিরূপ ভক্তি আদিষ্ট হইল। মায়ামুগ্ধ জীব সকল নানা অবস্থাপন্ন। কেহ নিতান্ত মূঢ়, কেহ কিয়ৎপরিমাণে বিজ্ঞ। কেহ বা বহু বিষয়ে বিজ্ঞ। জীবের যেরূপ বুদ্ধির অবস্থা, শাস্ত্রে তাহার প্রতি সেইরূপ আদেশ। ইহার নাম অধিকার। অধিকার যদিও জীবের সংখ্যানুসারে অনন্ত, তথাপি সেই অনন্ত অধিকার প্রধান লক্ষণানুসারে তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার ও প্রেমাধিকার। বেদশাস্ত্রে এই প্রকার ত্রিবিধাধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদ বিধি নির্ম্মাণপূর্ব্বক এই তিন অধিকারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের নাম বৈধ-ধর্ম্ম। জীব যে প্রবৃত্তিক্রমে ঐ ধর্ম্মগ্রহণ করে, সেই প্রবৃত্তির নাম বৈধী প্রবৃত্তি। বৈধী প্রবৃত্তি যাহার নাই, তিনিই নিতান্ত অবৈধ। অবৈধ ব্যক্তি পাপাচরণে রত। তাহার জীবন সর্ব্বদা অবৈধ কার্য্যে ন্যস্ত। তিনি বেদবহির্ভূত ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে নির্দ্দিষ্ট। বেদ শাস্ত্র যে ত্রিবিধ অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ঋষিগণ সংহিতাশাস্ত্রে পরিবর্দ্ধন করিয়া বেদানুগত অন্যান্য শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মন্বাদি পণ্ডিতগণ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কর্ম্মাধিকার লিখিয়াছেন। দর্শনবাদিগণ তর্ক ও বিচারশাস্ত্রে জ্ঞানাধিকার বিচার করিয়াছেন। পৌরাণিক ও বিশুদ্ধ তান্ত্রিক মহোদয়গণ ভক্তিতত্ত্বের অধিকারগত উপদেশ ও ক্রিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সকলেই বৈদিক বটে। ঐ ঐ শাস্ত্রের নবীন মীমাংসকগণ সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কোন কোন স্থলে একাঙ্গের

সর্ব্বোৎকৃষ্টতা বর্ণন করিয়া অনেককে বিতর্কে ও সন্দেহগর্ত্তে ফেলিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের অপূর্ব্বমীমাংসারূপ গীতাশাস্ত্র দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে, কর্ম্ম জ্ঞানকে উদ্দেশ না করিলে পাষণ্ড কর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাজ্য হয়। আবার কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় যোগ ভক্তিকে উদ্দেশ না করিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বস্তুতঃ একই যোগ মাত্র। ইহাই বেদোদিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত।

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রথমেই কর্ম্মাশ্রয়। পরে কর্ম্মযোগ, পরে জ্ঞান-যোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগ। মায়ামুগ্ধ জীবকে একটী সোপান না দেখাইলে তিনি কোন ক্রমেই ভক্তিমন্দিরে উঠিতে পারেন না।

কর্ম্মাশ্রয় কি? জীবনধারণপূর্ব্বক শরীর ও মনের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম দুই প্রকার—শুভ ও অশুভ। শুভকর্ম্ম-দ্বারা জীবের শুভ ফল হয়। অশুভকর্ম্মদ্বারা জীবের অশুভ ফল হয়। অশুভ কর্ম্মকে 'পাপ' বা 'বিকর্ম্ম' বলে। শুভকর্ম্মের অকরণকে 'অকর্ম্ম' বলে। দুই প্রকারই মন্দ। শুভকর্ম্মই ভাল। তাহা আবার তিন প্রকার—অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্যকর্ম্ম নিতান্ত স্বার্থপর বলিয়া হেয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট। হেয়ত্ব ও উপাদেয়তা বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলেন, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মকে 'কর্ম্ম' বলেন না। কাম্যকর্ম্মও যখন হেয় বলিয়া ত্যাজ্য হইয়াছে, তখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মই কর্ম্ম। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলজনক কর্ম্মকে 'নিত্যকর্ম্ম' বলেন। নিত্যকর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যখন যখন নিত্যকর্ম্মের ন্যায় কর্ত্তব্য হয়, তখন তাহাকে 'নৈমিত্তিক কর্ম্ম' বলে। সন্ধ্যা, বন্দনা, পবিত্র উপায়দ্বারা শরীর ও সমাজ-সংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাল্যপালন—এই সকল

নিত্যকর্ম্ম। মৃত পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ প্রভৃতি ও পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত—এ সমস্তই নৈমিত্তিক।

এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে যাহাতে জগতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এইরূপ বিধান করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ মানবগণের স্বভাব ও স্বাভাবিক অধিকার বিচারপূর্ব্বক 'বর্ণাশ্রম' নামে একটী ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে, কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য মানব-বৃন্দ স্বভাবতঃ চারিপ্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারে অবস্থিত হন, তাহা চারিপ্রকার, তাহার নাম আশ্রম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিদিগের চারিটী আশ্রম। যাহারা অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মপ্রিয়, তাহারা অন্ত্যজ বর্ণ ও নিরাশ্রম। বর্ণসকল স্বভাব, জন্ম, ক্রিয়া ও লক্ষণের দ্বারা নিরূপিত হয়। যেখানে কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণনিরূপণ, সেখানে তাৎপর্য্য-হানিই একমাত্র ফল। বিবাহিত অবস্থা, অবিবাহিত অবস্থা ও স্ত্রীসঙ্গত্যাগের পর বিরাগের অবস্থা অনুসারে আশ্রমসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিবাহিত অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম। অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচারীর আশ্রম। স্ত্রীসঙ্গবিরক্ত অবস্থায় বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রম। ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ।

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ;—

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষোদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যবসায়িনাম্॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়মকাম-ক্রোধ-লোভতা।
ভূত-প্রিয়-হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥

(১১।১৭।১৫-২১) (১)

এই বিদ্বৎসভায় শাস্ত্রবাক্য বলিবামাত্র সকলেই অর্থ অনুভব করিতেছেন, অতএব আমি শ্লোকগুলির অনুবাদ করিতেছি না। আমি

---

(১) বর্ণ এবং আশ্রমের জন্মস্থানানুসারে মনুষ্যের নীচ ও উত্তম প্রকৃতি উৎপন্ন হইল। পদ ও জঘন-প্রদেশ নীচ স্থান, তাহা হইতে শূদ্রবর্ণ ও গৃহস্থাশ্রম উৎপন্ন হওয়াতে শূদ্র ও গৃহিগণের নীচ প্রকৃতি।

শম, দম, তপস্যা, পবিত্রতা, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে (ভগবানে) ভক্তি, পরদুঃখে কাতরতা, সত্য—এই সমস্ত ব্রাহ্মণের প্রকৃতি।

প্রতাপ, বল, ধৈর্য্য, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যম, স্থৈর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য—এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাব।

ভগবানে বিশ্বাস, দাননিষ্ঠা, নিষ্কপটতা, ব্রাহ্মণ-সেবা, অর্থবৃদ্ধি বিষয়ে প্রযত্ন—এই সকল বৈশ্যস্বভাব।

দেব, দ্বিজ এবং গোসকলের অকপটে পরিচর্য্যা এবং গো-দ্বিজ-দেব শুশ্রূষাদ্বারা লব্ধ অর্থে সন্তোষ—এই সমস্তই শূদ্রস্বভাব।

অপবিত্রতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, পরলোকে অবিশ্বাস, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ, অসৎ বিষয়ে লোভ—এই সকল আশ্রমভ্রষ্ট অন্ত্যজগণের প্রকৃতি।

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, কাম, ক্রোধ এবং লোভশূন্যতা, সর্ব্বজীবের প্রিয় ও হিত চেষ্টা, ইহা সর্ব্ববর্ণেরই ধর্ম্ম।

কেবল এইমাত্র বলিতেছি যে, বর্ণ এবং আশ্রম-ব্যবস্থাই বৈধজীবনের মূল। যে দেশে যতদূর বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার অভাব, সে দেশে ততদূরই অধার্ম্মিকতা প্রবল।

এখন বিচার্য্য এই যে, কর্ম্মবিচারে যে 'নিত্য' ও 'নৈমিত্তিক' শব্দ-দুইটীর ব্যবহার হয়, তাহা কিপ্রকার? শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলে কর্ম্মসম্বন্ধে ঐ দুইটী শব্দ পারমার্থিকভাবে ব্যবহৃত হয় না, কেবল ব্যবহারিক বা ঔপচারিকভাবে ব্যবহৃত হয়। 'নিত্যধর্ম্ম' 'নিত্যকর্ম্ম' 'নিত্যতত্ত্ব' 'নিত্যসত্য' প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে যে উপায়-বিচারে কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া 'নিত্য' শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সে কেবল সংসারে নিত্যতত্ত্বের দূর উদ্দেশক বলিয়া ঔপচারিক-ভাবে কর্ম্মকে নিত্য বলা যায়। কর্ম্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম্ম যখন কর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞান ঔপচারিকভাবে নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাকে 'নিত্যকর্ম্ম' বলিলে এই মাত্র বুঝায় যে, শারীরিক ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে ভক্তিকে দূর হইতে উদ্দেশ করিবার যে পন্থা করা হইয়াছে, তাহা নিত্য সাধক বলিয়া নিত্য, বস্তুতঃ নিত্য নয়। ইহার নাম উপচার।

বস্তুতঃ বিচার করিলে জীবের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র নিত্যকর্ম্ম। ইহার তাত্ত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদনুশীলন। সেই কার্য্য সাধিবার জন্য যে জড়ীয় কার্য্য অবলম্বন করা যায়, তাহা নিত্যকর্ম্মের সহায়, অতএব নিত্য বলিয়া যে অভিধান হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। তাত্ত্বিকভাবে দেখিলে তাহাকে 'নিত্য' না বলিয়া 'নৈমিত্তিক' বলাই ভাল। কর্ম্ম-ব্যাপারে যে নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগ, তাহা ব্যবহারিক মাত্র, তাত্ত্বিক নয়।

বস্তু-বিচার করিলে শুদ্ধচিদনুশীলনই কেবল জীবের নিত্যধর্ম্ম হয়, আর যতপ্রকার ধর্ম্ম, সকলই নৈমিত্তিক। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্যজ্ঞান ও তপস্যা সমুদায়ই নৈমিত্তিক। জীব যদি বদ্ধ না হইত, তবে ঐ সকল ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। জীব বদ্ধ হওয়ায় মায়ামুগ্ধ অবস্থাই এক 'নিমিত্ত'। সেই নিমিত্তজনিত ঐ সকল ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইয়াছে, অতএব তাত্ত্বিকবিচারে সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম ও তাঁহার কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ—এ সমস্তই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। এই সমস্ত কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রশস্ত ও অধিকারভেদে নিতান্ত উপাদেয়, তথাপি নিত্যকর্ম্মের নিকট ইহার কোন সম্মান নাই—যথা (ভা ৭।৯।৯)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ (১)

সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য্য, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদশ্রবণ ও ব্রত—এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণধর্ম্ম। এবম্ভূত দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জগতে পূজনীয় বটে, কিন্তু যদি ঐসকল গুণ-যুক্ত হইয়াও কৃষ্ণভক্তি-শূন্য হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত-চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই যে, চণ্ডালবংশে জন্মলাভ করিয়া সাধুসঙ্গরূপ সংস্কারদ্বারা যিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত, তিনি ব্রাহ্মণবংশে জাত শুদ্ধচিদনুশীলনরূপ নিত্যধর্ম্মানুশীলনে বিরত নৈমিত্তিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

জগতে মানব দুইপ্রকার অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক।

---

(১) কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, কেননা, আমি মনে করি, যাঁহার কৃষ্ণেতে অর্পিত মন, বাক্য, চেষ্টা ও অর্থ তিনি স্বীয় কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন, কিন্তু বহুমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারে না।

অনুদিতবিবেক মানবই সংসারকে প্রায় পরিপূর্ণ করিয়া আছেন। উদিত বিবেক বিরল। অনুদিত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তদ্বর্ণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সকল ব্যাপারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তর "বৈষ্ণব"। বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ও অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণের ব্যবহার পরস্পর অবশ্য পৃথক্ হইবে। পৃথক্ হইলেও বৈষ্ণব-ব্যবহার, অনুদিত-বিবেক পুরুষদিগের শাসন-জন্য নির্ম্মিত স্মার্ত্ত-বিধানের তাৎপর্য্যবিরুদ্ধ নয়। শাস্ত্রতাৎপর্য্য সর্ব্বত্রই এক। অনুদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের স্থূল বাক্যের এক দেশে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য আছেন। উদিত-বিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন। ক্রিয়া-ভেদেও তাৎপর্য্য-ভেদ নাই। অনধিকারীর চক্ষে উদিত-বিবেক পুরুষদিগের ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ পৃথক্ ব্যবহারেরও মূল তাৎপর্য্য এক।

উদিত-বিবেক পুরুষদিগের চক্ষে সাধারণের জন্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম উপদেশ-যোগ্য; কিন্তু নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ, হেয়মিশ্র ও অচিরস্থায়ী।

নৈমিত্তিক ধর্ম্মে সাক্ষাৎ চিদনুশীলন নাই। চিদনুশীলনের অনুগত করিয়া জড়ানুশীলনকে গ্রহণ করায়, তাহা কেবল চিদনুশীলনরূপে উপেয়-প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে। উপায় উপেয়কে দিয়া নিরস্ত হয়। অতএব উপায় কখনও সম্পূর্ণ নয়—উপেয় বস্তুর খণ্ডাবস্থা মাত্র। অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কখনই সম্পূর্ণ নয়। উদাহরণস্থল এই যে, ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনা তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় ক্ষণিক ও বিধিসাধ্য। সহজ প্রবৃত্তি হইতে ঐ সকল কার্য্য হয় না। পরে বহুদিন বৈধ ব্যাপারে থাকিতে থাকিতে যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কারদ্বারা চিদনুশীলনরূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্ম্মাকারে আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন। সন্ধ্যা-বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্য্যের উপায় মাত্র। ইহা কখন সম্পূর্ণতত্ত্ব হয় না।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সদুদ্দেশক বলিয়া আদৃত হইলেও উহা হেয়মিশ্র। চিত্তত্ত্বই উপাদেয়। জড় ও জড়সঙ্গই জীবের পক্ষে হেয়। নৈমিত্তিকধর্ম্মে অধিক জড়ত্ব আছে। আবার তাহাতে এত অবান্তর ফল আছে যে, জীব সেই সকল ক্ষুদ্র ফলে না পড়িয়া থাকিতে পারে না; যথা—ব্রাহ্মণের ঈশোপাসনা ভাল বটে, কিন্তু 'আমি ব্রাহ্মণ, অন্য জীব আমা অপেক্ষা হীন'—এইরূপ মিথ্যা অহঙ্কার ব্রাহ্মণের উপাসনাকে হেয়ফলজনক করিয়া তুলে। অষ্টাঙ্গযোগাদিতে 'বিভূতি' নামক একটী অপকৃষ্ট ফল জীবের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। 'ভুক্তি' 'মুক্তি' এই দুইটী নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অনিবার্য্য সহচরী। ইহাদের হাত হইতে বাঁচিতে পারিলে তবে মূল উদ্দেশ্য যে চিদনুশীলন, তাহা হইতে পারে। অতএব নৈমিত্তিক ধর্ম্মে জীবের পক্ষে হেয়ভাগ অধিক।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অচিরস্থায়ী। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম জীবের সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে থাকে না; যথা—ব্রাহ্মণের ব্রহ্মধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম্ম ইত্যাদি নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, নিমিত্ত শেষ হইলেই বিগত হয়। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর চণ্ডালজন্ম লাভ করিলেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণবর্ণাগত নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর স্বধর্ম্ম নয়। 'স্বধর্ম্ম'-শব্দটীও এস্থলে ঔপচারিক। জন্মে জন্মে জীবের স্বধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কোন জন্মেই জীবের নিত্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না। নিত্যধর্ম্মই বস্তুতঃ জীবের স্বধর্ম্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অচিরস্থায়ী।

তবে যদি বলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম কি? উত্তর—এই ধর্ম্ম জীবের নিত্য ধর্ম্ম। বৈষ্ণব জীব জড়মুক্ত অবস্থায় বিশুদ্ধ চিদাকারে কৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলন করেন এবং জড়বদ্ধ অবস্থায় উদিত-বিবেক হইয়া জড় ও জড়সম্বন্ধের মধ্যে চিদনুশীলনের সমস্ত অনুকূলবিষয় আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল সমস্তই বর্জ্জন করেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন

না। যে বিধি যখন হরিভজনের অনুকূল, তখনই তাহাকে আদর করেন; যখন প্রতিকূল, তখনই তাহাকে অনাদর করেন। নিষেধসম্বন্ধেও বৈষ্ণবের ব্যবহার তদ্রূপ। বৈষ্ণবই জগতের সার পদার্থ। বৈষ্ণবই জগতের বন্ধু। বৈষ্ণবই জগতের মঙ্গল। আজ এই বৈষ্ণবসভায় আমি বিনীতভাবে আমার বক্তব্যসকল বলিলাম। আপনারা আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন।

এই বলিয়া বৈষ্ণবদাস যখন সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণবসভাকে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিলেন, তখন বৈষ্ণবদিগের নয়নবারি প্রবলরূপে বহিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে ধন্য ধন্য বলিয়া উঠিলেন। গোদ্রুমের কুঞ্জ-সকলও চতুর্দ্দিক্ হইতে ধন্য ধন্য বলিয়া উত্তর দিল।

জিজ্ঞাসু গায়ক ব্রাহ্মণটী বিচারের অনেক স্থলে নিগূঢ় সত্য দেখিতে পাইলেন। আবার কোন কোন স্থলে কিছু কিছু সন্দেহের বিষয়ও উপস্থিত হইল। যাহা হউক, তাঁহার মনে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রদ্ধাবীজ একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। তিনি করযোড়পূর্ব্বক বলিলেন,—মহোদয়গণ, আমি বৈষ্ণব নই, কিন্তু হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণব হইয়াছি। আপনারা কৃপা করিয়া যদি আমাকে কিছু কিছু শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমার অনেকগুলি সন্দেহ দূর হয়।

শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপা করিয়া বলিলেন,— আপনি সময়ে সময়ে শ্রীমান্ বৈষ্ণবদাসের সঙ্গ করিবেন। ইনি সর্ব্ব-শাস্ত্রে পণ্ডিত। বেদান্তশাস্ত্র গাঢ়রূপে পাঠ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে ছিলেন; আমাদের প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অসীম কৃপা প্রকাশ করিয়া ইঁহাকে এই শ্রীনবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছেন। এখন ইনি বৈষ্ণবতত্ত্বে সম্পূর্ণ বিজ্ঞ। শ্রীহরিনামে ইঁহার গাঢ় প্রীতি জন্মিয়াছে।

জিজ্ঞাসু মহাশয়ের নাম শ্রীকালিদাস লাহিড়ী। তিনি বাবাজী

মহাশয়ের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবদাসকে মনে মনে গুরু বলিয়া বরণ করিলেন। তাঁহার মনে এই হইল যে, এ ব্যক্তির ব্রাহ্মণকুলে জন্ম এবং ইনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবার যোগ্য, আবার বৈষ্ণব-তত্ত্বে ইঁহার বিশেষ প্রবেশ দেখিতেছি, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক কথাই ইঁহার নিকট জানা যাইবে। এই মনে করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবদাসের চরণে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া বলিলেন,—মহোদয়, আপনি আমাকে কৃপা করিবেন। বৈষ্ণবদাস তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া উত্তর দিলেন,—আপনিও আমাকে কৃপা করিলেই আমি চরিতার্থ হই।

সে দিবস প্রায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন সকলে নিজ স্থানে গমন করিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের স্থানটী পল্লীর মধ্যে একটী গোপনীয় স্থান। সেটীও একটী কুঞ্জ। মধ্যস্থলে মাধবীমণ্ডপ ও বৃন্দাদেবীর মঞ্চ। দুই-দিকে দুইখানি ঘর। উঠানটী চিতের বেড়ায় বেষ্টিত। বেলগাছ, নিমগাছ ও আর কয়েকটী ফল ও ফুলের গাছ তথায় শোভা পায়। সেই কুঞ্জের অধিকারী মাধবদাস বাবাজী। বাবাজীটী প্রথমে ভালই ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে তাঁহার বৈষ্ণবতার বিশেষ হানি হইয়াছে। যোষিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট হইয়া ভজনাদি খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাভাব-বশতঃ নিজের ব্যয় ভালরূপ চলে না। তিনি অনেক স্থান হইতে ভিক্ষা করেন এবং একখানি গৃহ ভাড়া দেন। সেই গৃহখানিতে লাহিড়ী মহাশয় বাসা করিয়াছেন।

অর্দ্ধরাত্রে লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। তিনি বৈষ্ণব-দাস বাবাজীর বক্তৃতার সারার্থ মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণে এই সময়ে একটী শব্দ হইল। বাহির হইয়া দেখেন, মাধব-

দাস বাবাজী একটি স্ত্রীলোকের সহিত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্ত্রীলোকটী অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট লজ্জিত হইয়া মাধবদাস নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইলেন।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—বাবাজী এ কি ব্যাপার?

মাধবদাস সজলনয়নে কহিলেন,—আমার মাথা! আর কি বলিব? হায়! আমি কি ছিলাম, আবার কি হইলাম! পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কত শ্রদ্ধা করিতেন! এখন তাঁহার নিকট যাইতে আমার লজ্জা হয়।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা বুঝিতে পারি।

মাধবদাস বলিলেন,—যে স্ত্রীলোকটীকে দেখিলেন, উনি আমার পূর্ব্বাশ্রমে বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। আমি ভেকগ্রহণ করিলে উনি কিছুদিন পরে শ্রীপাট শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বাঁধিয়া বাস করিলেন। এইরূপ অনেকদিন গেল। আমি শ্রীপাট শান্তিপুরে গিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দেখিয়া কহিলাম,—তুমি কেন গৃহ-ত্যাগ করিলে? উনি আমাকে বুঝাইলেন যে, সংসার আর ভাল লাগে না, আপনার চরণসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি তীর্থবাস করিতেছি, ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া খাইব। আমি তাহাতে আর কিছু না বলিয়া শ্রীগোদ্রুমে আসিলাম। উনি ক্রমে ক্রমে গোদ্রুমে আসিয়া একটী সদ্গোপের বাটীতে রহিলেন। প্রত্যহই কোন স্থানে না কোন স্থানে উঁহার সহিত দেখা হয়। আমি যত উঁহার হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করি, উনি ততই ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন। উনি এখন একটী আশ্রম করিয়াছেন। অধিক রাত্রে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবার যত্ন করেন। আমার অযশ সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে। উঁহার

সঙ্গে আমার ভজনাদি অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাসদিগের মধ্যে আমি কুলাঙ্গার। ছোট হরিদাসের দণ্ড হওয়ার পর, আমিই এক দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছি। শ্রীগোদ্রুমস্থ বাবাজীগণ কৃপা করিয়া আজও আমাকে দণ্ড করেন নাই, কিন্তু আর শ্রদ্ধা করেন না।

লাহিড়ী মহাশয় ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মাধবদাস বাবাজী, সাবধান হউন। এই কথা বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাবাজীও নিজ গদিতে গিয়া বসিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের নিদ্রা হইল না। মনে মনে কহিলেন, মাধবদাস বাবাজী ত' বান্তাশী হইয়া অধঃপথে গেলেন। আমার এখানে থাকা উচিত হয় না, কেননা, সঙ্গদোষ না হইলেও বিশেষ নিন্দা হইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধাসহকারে আর আমাকে শিক্ষা দিবেন না।

প্রাতঃকালেই তিনি প্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া শ্রীবৈষ্ণবদাসকে যথাবিধি অভিবাদনপুরঃসর ঐ কুঞ্জে থাকিবার জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বৈষ্ণব-দাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে সে কথা জানাইলে তিনি কুঞ্জের একপার্শ্বে একটী কুটীরে তাঁহাকে রাখিবার আদেশ করিলেন। তদবধি লাহিড়ী মহাশয় ঐ কুটীরে থাকেন ও নিকটস্থ কোন ব্রাহ্মণবাটীতে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্মের নামান্তর বৈষ্ণবধর্ম্ম

লাহিড়ী মহাশয়ের সর্পভয় নিবারণ—মরণচিন্তায় কালক্ষেপ না করিয়া হরিভজন করা উচিত—বৈষ্ণবকে সকল জীবই অনুরাগ করেন—শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম ও বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম—কর্ম্ম-বিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধ ভেদে দুইপ্রকার—প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম শুদ্ধ—ব্রহ্ম ও পরমাত্মা নৈমিত্তিক ধর্ম্মের বিষয়—ভগবান্ ভক্তিদ্বারা নিত্যধর্ম্মে উপাসিত—শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও

প্রয়োজন জ্ঞানের আবশ্যকতা—সম্বন্ধ ব্যাখ্যা—সাকার-নিরাকার বিচার—ভগবানে দুই স্বরূপই আছে—ব্রহ্মে কেবল একটী—নিত্যরূপস্থাপন—নিত্যরূপাদি ধ্যান-প্রক্রিয়া—নাম-রসে নিত্যরূপাদি হয়—জীবতত্ত্ব—তটস্থশক্তি জীবগণের প্রকার ভেদ—মায়াশক্তি—মায়া, জীব ও কৃষ্ণের পরস্পর সম্বন্ধ—দীক্ষা ও শিক্ষা—অভিধেয়তত্ত্ব—অভিধেয়—সাধনভক্তির প্রকার—তাহার অধিকার—নামদান—নিরপরাধে নাম করিবার উপদেশ—লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবর্ত্তন—প্রয়োজন জিজ্ঞাসা—শ্রীগুরুমাহাত্ম্য।

লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীর ও শ্রীবৈষ্ণবদাসের কুটীর পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী। নিকটে কয়েকটি আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষ। চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট পূগবৃক্ষে সুশোভিত। অঙ্গনে একটি প্রশস্ত চক্রাকার চবুতরা। যেকালে শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঐ কুঞ্জে বাস করিতেন, সেই সময় হইতে ঐ চবুতরাটি আছে। অনেক দিন হইতে বৈষ্ণবগণ ঐ চবুতরাকে 'সুরভি চবুতরা' বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া থাকেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীবৈষ্ণবদাস নিজ কুটীরে একটী পত্রাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া হরিনাম করিতেছেন। কৃষ্ণপক্ষ; রাত্রি ক্রমশঃ অধিক অন্ধকার হইয়া উঠিল। লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরে একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার দ্বারের নিকটে একটী সর্পের আকৃতি দেখা গেল। লাহিড়ী মহাশয় তৎক্ষণাৎ একটী লগুড় লইয়া ঐ সর্পটি মারিবার উদ্যোগে আলোটি প্রদীপ্ত করিলেন। আলোক লইয়া বাহিরে আসিতে আসিতে সর্পটি অদর্শন হইল। লাহিড়ী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাসকে বলিলেন,—আপনি একটু সাবধান থাকিবেন, একটি সর্প আপনার কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণবদাস বলিলেন,—লাহিড়ী মহাশয়, আপনি কেন সর্পের জন্য ব্যস্ত হইতেছেন? আসুন, আমার কুটীরে নির্ভয়ে বসুন। লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক একটী পত্রাসনে বসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন সর্পবিষয়ে বিশেষ চঞ্চল ছিল। তিনি বলিলেন,—মহাশয়, আমাদের শান্তিপুর এ বিষয়ে ভাল। সহর স্থান—সাপ টাপের ভয় নাই।

নদীয়ায় সর্ব্বদাই সর্পভয়, বিশেষতঃ গোদ্রুমাদি বনময় স্থানে ভদ্রলোকের বাস করা কঠিন।

শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—লাহিড়ী মহাশয়, এই সকল বিষয়ে চিত্ত চঞ্চল করা নিতান্ত মন্দ। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে পরীক্ষিৎ মহারাজের কথা অবশ্য শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি সর্পভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিকথামৃত অচঞ্চলচিত্তে শ্রীমৎ শুকদেবের মুখে শ্রবণ করতঃ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। মানবের চিদ্দেহে এই সকল সর্প আঘাত করিতে পারে না। কেবল ভগবৎকথা বিরহরূপ সর্পই সে দেহের ব্যাঘাত-জনক সর্প। জড়দেহ নিত্য নয়, অবশ্য একদিন পরিত্যক্ত হইবে। জড়দেহের জন্য কেবল শারীর কর্ম্ম সকল বিহিত। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন এই দেহের পতন হইবে, তখন কোন চেষ্টা দ্বারা ইহাকে রক্ষা করা যাইতে পারিবে না। যতদিন শরীরের ভঙ্গকাল উপস্থিত হয় নাই, ততদিন সর্পের পার্শ্বে শয়ন করিলেও সর্প কিছু বলিবে না। অতএব সর্পভয়াদি ত্যাগ করিলে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় হইতে পারে। এই সকল ভবে চিত্ত যদি সর্ব্বদা চঞ্চল রহিল, তবে কিরূপে হরিপাদপদ্মে নিযুক্ত হইবে? সর্পভয় ও তজ্জনিত সর্পবধের চেষ্টা অবশ্যই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় একটু সশ্রদ্ধ হইয়া কহিলেন,—মহাশয়, আপনার সাধুবাক্যে আমার হৃদয় নির্ভয় হইল। আমি জানিলাম যে, হৃদয় উচ্চ করিতে পারিলেই পরমার্থ-লাভের যোগ্য হওয়া যায়। গিরিকন্দরে যে সকল মহাত্মা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা কখনই বন্যজন্তুর ভয় করেন না, বরং অসাধুসঙ্গকে ভয় করিয়া বন্যজন্তুদিগের সহিত বনে বাস করেন।

বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—ভক্তিদেবী হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে হৃদয় সহজে উন্নত হয়—জগতের সমস্ত জীবের প্রিয় হওয়া যায়। সাধু

ও অসাধু জীব, সকলেই ভক্তকে অনুরাগ করেন। অতএব মানবমাত্রেরই বৈষ্ণব হওয়া কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় এই কথা শুনিবামাত্র কহিলেন,—আপনি নিত্য-ধর্ম্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা উদয় করাইয়াছেন এবং নিত্যধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কিছু নিকট-সম্বন্ধ আছে—এরূপ আমার মনে প্রতীতি হইয়াছে। কিন্তু নিত্যধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের একতা আমার এখনও বোধ হয় নাই। প্রার্থনা করি, আপনি এই কথাটী আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন। বৈষ্ণবদাস বাবাজী কহিতে লাগিলেন—

জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে। একটী শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম আর একটী বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম তত্ত্বতঃ এক হইলেও রসভেদে চারিপ্রকার—অর্থাৎ দাস্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম, সখ্যগত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, বাৎসল্যগত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও মধুররসগত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অন্যতর নাম নিত্যধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম। "যজ্-জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি"—এই শ্রুতিবাক্য শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকে লক্ষ্য করেন। ইহার বিবৃতি আপনি ক্রমশঃ জানিবেন।

বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম দুইপ্রকার অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। স্মার্ত্তমতে যে সকল বৈষ্ণবধর্ম্মের পদ্ধতি আছে, সে সমস্তই কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণবমন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে বিষ্ণু সকল দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ম্মাধীন; বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কর্ম্ম নয়, কর্ম্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এই মতে উপাসনাভজন ও সাধন—সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ, যেহেতু কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব আর নাই। জরন্মীমাংসক-দিগের বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপ বহুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতে ঐ মতের অনেকেই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন। শুদ্ধবৈষ্ণবকে

বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্য মাত্র।

ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মও প্রচুররূপে চলিতেছে। জ্ঞানিসম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব। সেই মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সাকার সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকার উপাস্য দূর হয়। শেষে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে অনাদর করেন। পঞ্চ উপাসনার মধ্যে যে বিষ্ণুর উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, কখন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম নয়।

এবম্ভূত বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানবের পরমার্থ-প্রবৃত্তি তিন প্রকার—অর্থাৎ ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তি, পরমাত্ম-প্রবৃত্তি ও ভাগবত-প্রবৃত্তি। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তিক্রমে নির্ব্বিশেষব্রহ্মতত্ত্বে কাহারও কাহারও রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষ হইতে চেষ্টা করেন, কালে সে সকল উপায় পঞ্চদেবতার উপাসনা বলিয়া পরিচিত হয়। তন্মধ্যেই জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদিত হইয়া থাকে।

পরমাত্মপ্রবৃত্তিক্রমে সূক্ষ্ম পরমাত্মস্পর্শী যোগতত্ত্বে কাহারও কাহারও রুচি হয়। তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া পারমাত্মসমাধি আশা করেন, সে সকল ক্রিয়াকর্ম্মযোগও অষ্টাঙ্গাদি যোগ বলিয়া পরিচিত। এই মতে, বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা, বিষ্ণুপূজা ও ধ্যানাদি সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ। তন্মধ্যে কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম উদিত হইয়া থাকে।

ভাগবতপ্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ সবিশেষ ভগবৎস্বরূপানুগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবের রুচি হয়। ইঁহারা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ নয়—শুদ্ধভক্তির অঙ্গ। এই মতের বৈষ্ণব ধর্ম্মই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বচন—যথা (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

দেখুন, ব্রহ্মপরমাত্মাভেদী ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। ভগবত্তত্ত্বই শুদ্ধ বিষ্ণুতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধজীব। তাঁহার প্রবৃত্তির নাম 'ভক্তি'। হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মপ্রবৃত্তি ও পারমাত্মপ্রবৃত্তি হইতে যতপ্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নয়। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড়বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতির অনুসন্ধানরূপ নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধি-সুখবাঞ্ছায় পারমাত্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে জড় সূক্ষ্মভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পারমাত্মধর্ম্ম নিত্য নয়, কেবল বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মই নিত্য।

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন—মহোদয়, যাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম বলে, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। আমি এই অধিক বয়সে আপনার চরণাশ্রয় করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। আমি শুনিয়াছি যে, অপাত্রের দ্বারা পূর্ব্বে দীক্ষা ও শিক্ষা হইয়া থাকিলেও সুপাত্র লাভ করিলে পুনরায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া উচিত। আমি কয়েকদিবস হইতে আপনার সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া

বৈষ্ণবধর্ম্মে জাত-শ্রদ্ধ হইয়াছি, এখন আপনি কৃপা করিয়া প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্মে শিক্ষা এবং অবশেষে দীক্ষা দিয়া আমাকে পবিত্র করুন।

বাবাজী মহাশয় একটু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—দাদা ঠাকুর, আমার সাধ্যমত আমি আপনাকে শিক্ষা দিব। আমি দীক্ষাগুরু হইবার যোগ্য নই। সে যাহা হউক্ আপনি এখন শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা করুন।

জগতের আদিগুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্মে তিনটী তত্ত্ব আছে। সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্ব ও প্রয়োজনতত্ত্ব। এই তিন তত্ত্ব অবগত হইয়া যিনি যথাযথ আচরণ করেন, তিনিই শুদ্ধবৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্ত।

সম্বন্ধতত্ত্বে তিনটী বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে—জড় জগৎ বা মায়িক তত্ত্ব, জীব বা অধীনতত্ত্ব ও ভগবান্ বা প্রভুতত্ত্ব। ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন,সর্ব্বাকর্ষক, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একমাত্র নিলয়, মায়া ও জীবশক্তির একমাত্র আশ্রয়। তিনি মায়া ও জীবের আশ্রয় হইয়াও সর্ব্বদা সুন্দররূপে একটী স্বতন্ত্রস্বরূপ। তাঁহার অঙ্গকান্তি সুদূরবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত। তাঁহার ঐশীশক্তি জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া অংশে পরমাত্মস্বরূপে জগৎপ্রবিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ব। ঐশ্বর্য্যপ্রধান-প্রকাশে তিনি পরব্যোমে নারায়ণ। মাধুর্য্য-প্রকাশে তিনি গোলোক-বৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার প্রকাশ ও বিলাসসমুদয় নিত্য ও অনন্ত। তাঁহার সমান কেহ বা কিছুই নাই;—তাঁহার অধিকের ত কথাই নাই। তাঁহার পরাশক্তিক্রমে সমস্ত প্রকাশ ও বিলাস। পরাশক্তির বিবিধ বিক্রমের মধ্যে জীবের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় মাত্র আছে। একটীর নাম চিদ্বিক্রম—যদ্দ্বারা তাঁহার লীলা সম্বন্ধে সমস্তই সিদ্ধ হইয়াছে; আর একটীর নাম জীববিক্রম বা তটস্থবিক্রম—যদ্দ্বারা অনন্ত জীবের উদয় ও অবস্থিতি। তৃতীয় বিক্রমের

নাম মায়াবিক্রম,—যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত মায়িক বস্তু, কাল ও কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবেরও জড়ের যে সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত ভগবান্ ও জীবের যে সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধের নাম সম্বন্ধতত্ত্ব। সম্বন্ধতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারিলে সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সম্বন্ধজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ কোন প্রকারেই শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন না।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—আমি বৈষ্ণবদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, বৈষ্ণবগণ কেবল ভাবুকতার অধীন, তাঁহাদের কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। এ কথা কিরূপ? আমি এ পর্য্যন্ত হরিনামকীর্ত্তনে ভাব সংগ্রহ করিবারই যত্ন করিয়াছি, সম্বন্ধ-জ্ঞান জানিতে চেষ্টা করি নাই।

বাবাজী কহিলেন,—বৈষ্ণবের ভাবোদয়ই চরম ফল বটে। কিন্তু শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে চরম ফল জানিয়া সাধন মধ্যে ভাব শিক্ষা করেন, তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা শুদ্ধ ভাব নয় অর্থাৎ শুদ্ধ-ভাবের ভাণ মাত্র। শুদ্ধভাব একবিন্দু হইলেও জীবকে চরিতার্থ করে, কিন্তু জ্ঞানবিদ্ধ ভাবুকতা কেবল জীবের পক্ষে উৎপাত বলিয়া জানিবেন। হৃদয়ে যাঁহার অভেদ-ব্রহ্মভাব, তাঁহার ভক্তিভাব কেবল লোকবঞ্চনা মাত্র। অতএব শুদ্ধভক্তদিগের সম্বন্ধজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক।

লাহিড়ী মহাশয় সশ্রদ্ধ হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্ম অপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব কি আছে? ভগবান্ হইতে যদি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, তাহা হইলে জ্ঞানিলোকসকল কেন ব্রহ্মত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন না?

বাবাজী মহাশয় একটু হাস্য করিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মা, চতুঃসন, শুক, নারদ, দেবদেব মহাদেব সকলেই অবশেষে ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,—ভগবান্ রূপবিশিষ্ট তত্ত্ব, অতএব সীমা-বিশিষ্ট তিনি কিরূপে অসীম ব্রহ্মের আশ্রয় হইতে পারেন?

বাবাজী কহিলেন,—জড় জগতে একটী আকাশ বলিয়া বস্তু আছে, তাহাও অসীম। এমত স্থলে ব্রহ্মের অসীম হইয়া কি অধিক মাহাত্ম্য হইল? ভগবান্ নিজ অঙ্গকান্তিরূপ-শক্তিক্রমে অসীম হইয়াও যুগপৎ স্বরূপ-বিশিষ্ট। এমন আর কোনও বস্তু দেখিয়াছেন? এই অদ্বিতীয় স্বভাববশতঃ ভগবান্ ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা সুতরাং উচ্চ। একটী অপূর্ব্ব সর্ব্বাকর্ষকস্বরূপ—তাঁহাতে সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, পরমদয়া, পরমানন্দ পূর্ণরূপে বিরাজমান। এরূপ স্বরূপ ভাল, কি কোনও গুণ নাই, কোনও শক্তি নাই—একটী অজ্ঞাত সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব ভাল? বস্তুতঃ, ব্রহ্ম ভগবানের নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব। ভগবানে নির্ব্বিশেষত্ব ও সবিশেষত্ব—দুইই সুন্দর-রূপে যুগপৎ অবস্থিত। ব্রহ্ম তাঁহার এক অংশ মাত্র। নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, অপরিজ্ঞেয় ও অপরিমেয় ভাবটী অদূরদর্শী ব্যক্তিদের প্রিয় হয়; কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদর্শী, তাঁহারা পূর্ণতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুতেই রতি করেন না। বৈষ্ণবেরা নিরাকার তত্ত্বকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে পারেন না, যেহেতু তাহা নিত্যধর্ম্মের বিরোধী ও শুদ্ধপ্রেমের বিরোধী। পরমেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় তত্ত্বের আশ্রয়, পরমানন্দের সমুদ্র এবং সমস্ত শুদ্ধজীবের আকর্ষক।

লা। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম ও দেহত্যাগ আছে—তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপে নিত্য হইতে পারে?

বা। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ—তাঁহাতে জড়সম্বন্ধীয় জন্ম, কর্ম্ম ও দেহত্যাগাদি নাই।

লা। তবে কেন মহাভারতাদি গ্রন্থে সেরূপ বর্ণন করিয়াছেন?

বা। নিত্যতত্ত্ব বর্ণনার অতীত। শুদ্ধজীব আপন চিদ্বিভাগে কৃষ্ণমূর্ত্তি ও কৃষ্ণলীলা পরিদর্শন করেন। বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতে গেলে জড়ীয় ইতিহাসের ন্যায় কাযেকাযেই বর্ণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মহাভারতাদি

গ্রন্থের সারগ্রহণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা কৃষ্ণলীলাদি যেরূপ অনুভব করেন, জড়বুদ্ধি লোকেরা ঐ সকল বর্ণন শুনিয়া অন্যপ্রকার অনুভব করিয়া থাকেন।

লা। কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে গেলে একটী দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন ভাব হৃদয়ে উদিত হয়। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কি প্রকার শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান হইতে পারে ?

বা। ধ্যান মনের কর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না। ভক্তিভাবিত মন ক্রমশঃ চিন্ময় হইয়া পড়ে ; সেই মনে যে ধ্যান হয়, তাহা অবশ্য চিন্ময়। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ যখন কৃষ্ণনাম করেন, তখন জড়জগৎ আর তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাঁহারা চিন্ময় চিন্ময় জগতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলা ধ্যান করেন এবং অন্তরঙ্গসেবাসুখভোগ করিতে থাকেন।

লা। আপনি কৃপা করিয়া ঐ চিদনুভব আমাকে প্রদান করুন।

বা। আপনি সমস্ত জড়ীয় সন্দেহ ও বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন অহরহঃ নাম আলোচনা করিবেন, তখন অতি অল্পদিনের মধ্যেই চিদনুভব উদিত হইবে। যত বিতর্ক করিবেন, ততই জড়বন্ধনে মনকে আবদ্ধ করিবেন। যতই নামরস উদয় করাইবেন, ততই জড়বন্ধন শিথিল হইবে ও চিজ্জগৎ হৃদয়ে প্রকাশ পাইবে।

লা। আমি ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা কি, তাহা বলিয়া দেন।

বা। মন বাক্যের সহিত সে তত্ত্বকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেবল চিদানন্দের অনুশীলনেই তাহা পাওয়া যায়। আপনি বিতর্ক ছাড়িয়া কিছুদিন নাম করুন, তাহা হইলে আপনা আপনি সমস্ত সন্দেহ দূর হইবে এবং আপনি আর কাহাকেও কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন না।

লা। আমি জানিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার নামরস

পান করিলে সমস্ত পরমার্থ পাওয়া যায়। আমি সম্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া নামাশ্রয় করিব।

বা। একথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আপনি সম্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়া অনুভব করুন।

লা। ভগবত্তত্ত্ব আমি এখন বুঝিয়াছি। ভগবান্‌ই এক পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম, পরমাত্মা তাঁহার অধীন। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও চিজ্জগতে স্বীয় অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহে বিরাজমান। তিনি ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ পুরুষ এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। সকলশক্তির অধীশ্বর হইয়াও হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গসুখে সর্ব্বদা প্রমত্ত। এখন আমাকে জীবতত্ত্ব বলুন।

বা। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে 'তটস্থ' বলিয়া একটী শক্তি আছে। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যবর্ত্তী উভয় জগতের সঙ্গযোগ্য একটী তত্ত্ব সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত হয়; তাহার নাম জীবতত্ত্ব। জীবের গঠন কেবল চিৎপরমাণু। লঘুতাপ্রযুক্ত তাহা জড় জগতে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। কিন্তু শুদ্ধগঠনপ্রযুক্ত একটু চিদ্বল পাইলেই পরমানন্দে চিজ্জগতের নিত্যনিবাসী হইতে পারেন। সেই জীব দুইপ্রকার—মুক্ত অর্থাৎ চিজ্জগৎনিবাসী ও বদ্ধ অর্থাৎ জড়জগৎনিবাসী। বদ্ধজীব দুই-প্রকার—উদিতবিবেক ও অনুদিতবিবেক। মানবগণের মধ্যে যাহাদের পরমার্থ চেষ্টা নাই ও পশুপক্ষিগণ, ইহারা অনুদিতবিবেক বদ্ধজীব। যে সকল মানব বৈষ্ণবপথাবলম্বী, তাঁহারা উদিতবিবেক। যেহেতু বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও পরমার্থচেষ্টা নাই। এই জন্য বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণবসঙ্গ সকল কর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অনুসারে উদিতবিবেক জীব কৃষ্ণনামানুশীলনে উদিতপ্রবৃত্তি হন, তাঁহাতেই বৈষ্ণবসঙ্গ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুদিতবিবেক পুরুষেরা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দ্বারা কৃষ্ণনাম করেন না; কেবল পরম্পরা-আচার-অনুসারে কৃষ্ণমূর্ত্তিসেবা করেন। সুতরাং বৈষ্ণবসম্মানের প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের হৃদয়ে আরূঢ় হয় না।

লা। কৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বুঝিলাম। এখন মায়াতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন।

বা। মায়া অচিৎ ব্যাপার। মায়া একটী কৃষ্ণশক্তি। ইহার নাম অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। যেমত আলোকের ছায়া আলোক হইতে দূরে থাকে, তদ্রূপ মায়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত হইতে দূরে থাকে। মায়া জড়-জগতের চৌদ্দভুবন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ, মন, বুদ্ধি ও জড়ীয় দেহে আমিত্বরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছে। বদ্ধ-জীবের স্থূল ও লিঙ্গ উভয় দেহই মায়িক। মুক্ত হইলে জীবের চিদ্দেহ পরিস্কৃত হয়। জীব যতদূর মায়াবদ্ধ ততদূর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। যতদূর মায়ামুক্ত ততদূর কৃষ্ণসাম্মুখ্যপ্রাপ্ত। বদ্ধজীবের ভোগায়তনস্বরূপ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণ-ইচ্ছায় উদ্ভূত হইয়াছে। এই মায়িক জগতে জীবের নিত্যবাসস্থান নয়। এ জগৎ কেবল জীবের কারাগারমাত্র।

লা। প্রভো! আপনি এখন মায়া, জীব ও কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ বলুন।

বা। জীব চিদণু অতএব নিত্য কৃষ্ণদাস। মায়িক জগৎ জীবের কারাগার। এখানে সৎসঙ্গবলে নামানুশীলন করিয়া কৃষ্ণকৃপাক্রমে জীব চিজ্জগতে নিজ সিদ্ধচিৎস্বরূপে কৃষ্ণসেবারস ভোগ করেন। ইহাই তিন তত্ত্বের পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ। এই জ্ঞান না হইলে ভজন কিরূপে হইবে?

লা। যদি বিদ্যাচর্চ্চাক্রমে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে কি পণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে?

বা। বৈষ্ণব হইবার জন্য কোন বিদ্যা বা ভাষাবিশেষ আলোচনা করিতে হয় না। জীবের মায়াভ্রম দূর করিবার জন্য সদ্গুরু সদ্বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করা আবশ্যক। তিনি বাক্যের দ্বারা এবং স্বীয় আচরণদ্বারা সম্বন্ধজ্ঞান উদয় করিয়া দেন। ইহারই নাম দীক্ষা ও শিক্ষা।

লা। দীক্ষাশিক্ষার পর কি করিতে হয়?

বা। সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়। ইহার নাম

অভিধেয় তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়তত্ত্ব বলেন।

সজল নয়নে লাহিড়ী। গুরো! আমি আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম। আপনার মধুমাখা কথা শুনিয়া আমার সম্বন্ধজ্ঞান হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কি জানি আপনার কৃপাবলে বর্ণগত, বিদ্যাগত ও শিক্ষাগত সমস্ত পূর্ব্বসংস্কার দূর হইল। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অভিধেয়তত্ত্ব শিক্ষা দেন।

বা। আর চিন্তা নাই। আপনার যখন দীনতা উপস্থিত হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে অবশ্য কৃপা করিয়াছেন। জড়জগতে আবদ্ধ হইয়া জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। সাধুগুরু কৃপা করিয়া ভজনশিক্ষা দেন। সেই ভজনবলে ক্রমশঃ প্রয়োজনলাভ হয়। হরিভজনই অভিধেয়।

লা। আমাকে বলুন, কি করিলে হরিভজন হয়?

বা। ভক্তিই হরিভজন। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম। প্রথমে 'সাধন'ভক্তি সাধন করিতে করিতে 'ভাবোদয়' হয়। ভাব সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে 'প্রেম' বলে।

লা। সাধন কতপ্রকার ও কি প্রণালীতে করিতে হয়, আজ্ঞা করুন।

বা। 'শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী এ সমস্ত বিষয় বিস্তৃত-রূপে লিখিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে বলি। সাধন নববিধ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥" (ভা ৭।৫।২৩)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন—এই নববিধ সাধনভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয়প্রকারকে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া চৌষট্টিপ্রকার করিয়া গোস্বামি-

পাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই যে, সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধ। রাগানুগা সাধনভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণসেবা। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভক্তির অধিকারী, তিনি সেপ্রকার সাধন করিবেন।

লা। সাধনভক্তিতে কিরূপে অধিকার-বিচার হয় ?

বা। যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি বিধির অধীন থাকিবার অধিকারী, গুরুদেব তাঁহাকে বৈধী সাধনভক্তি প্রথমে শিক্ষা দিবেন। যিনি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী, তাঁহাকে রাগমার্গীয় ভজনশিক্ষা দিবেন।

লা। অধিকার কিরূপে জানা যাইবে ?

বা। যাঁহার আত্মায় রাগতত্ত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্র-শাসনমতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি হরিভজনে শাস্ত্রশাসনের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহার আত্মায় হরিভজনে স্বাভাবিক রাগ উদিত হইয়াছে, তিনি রাগানুগা ভজনের অধিকারী।

লা। প্রভো! আমার অধিকার নির্ণয় করুন, তাহা হইলে আমি অধিকারতত্ত্ব বুঝিতে পারিব। বৈধী ও রাগানুগাভক্তি আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বা। আপনার চিত্তকে আপনি পরীক্ষা করিলেই স্বীয় অধিকার বুঝিতে পারিবেন। আপনার মনে এমত কি আছে যে, শাস্ত্রমতে না চলিলে ভজন হয় না ?

লা। আমি মনে করি যে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টমত সাধনভজন করিলে বিশেষ লাভ হয়। কিন্তু আমার মনে আজকাল ইহাও স্থান পাইতেছে যে, হরিভজনে রসের সমুদ্র আছে, তাহা ক্রমশঃ ভজনবলে পাওয়া যায়।

বা। এখন দেখুন, শাস্ত্রবিধি আপনার হৃদয়ের প্রভু। অতএব আপনি বৈধী ভক্তি অবলম্বন করুন। ক্রমশঃ রাগতত্ত্ব হৃদয়ে উদিত হইবে। এই শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় সজলনয়নে বাবাজীর পাদস্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন,—আপনি কৃপা করিয়া আমার যাহাতে অধিকার, তাহাই প্রদান করুন। আমি এখন অনধিকারচর্চ্চা করিতে চাই না। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বসাইলেন।

লা। আমি এখন কিরূপ ভজন করিব, স্পষ্ট করিয়া আজ্ঞা করুন।

বা। আপনি হরিনাম গ্রহণ করুন। যতপ্রকার ভজন আছে, সর্ব্বাপেক্ষা নামাশ্রয়ভজনই বলবান্। নাম ও নামীতে ভেদ নাই। নিরপরাধে নাম করিলে অতি শীঘ্র সমস্ত সিদ্ধিলাভ হয়। আপনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করুন। নাম করিতে করিতে নববিধ ভজনই হইয়া থাকে। নাম উচ্চারণ করিলে শ্রবণ-কীর্ত্তন উভয়ই হয়। নামের সহিত হরিলীলা স্মরণ ও মানসে পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন সকলই হয়।

লা। আমার চিত্ত ব্যগ্র হইয়াছে। প্রভো, কৃপা করিতে বিলম্ব করিবেন না।

বা। মহোদয়, আপনি নিরপরাধে নিরন্তর এই কথা বলুন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে একটী তুলসী মালা প্রদান করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সেই মালায় উক্ত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, —প্রভো, আজ আমি যে কি আনন্দ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। আনন্দে অচেতন হইয়া বাবাজীর পদতলে পড়িলেন। বাবাজী

মহাশয় তাঁহাকে যত্ন করিয়া ধরিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,—আমি আজ ধন্য হইলাম। এ প্রকার সুখ আমি কখনও পাই নাই।

বা। মহোদয়, আপনি ধন্য, যেহেতু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলেন। আপনি আমাকেও ধন্য করিলেন।

সে দিবস লাহিড়ী মহাশয় মালা গ্রহণ কবিয়া নিজ কুটীরে নির্ভয়ে নাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। লাহিড়ী মহাশয় এখন দ্বাদশ তিলক করেন। প্রসাদান্ন ব্যতীত আর কিছুই সেবা করেন না। প্রত্যহ দুই লক্ষ হবিনাম করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব দেখিলেই দণ্ডবৎপ্রণাম করেন। পরমহংস বাবাজীকে প্রত্যহ দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া অন্য কার্য্য করেন। নিজ গুরুদেবের সর্ব্বদা সেবা করেন। বৃথাকথা ও কালোয়াতি গানে আর রুচি নাই। লাহিড়ী মহাশয় আর সে লাহিড়ী মহাশয় নাই। এখন বৈষ্ণব হইয়াছেন।

এক দিবস তিনি বৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো, প্রয়োজনতত্ত্ব কি ?

বা। কৃষ্ণপ্রেমাই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। সাধন করিতে করিতে 'ভাব' হয়। ভাব পূর্ণ হইলে 'প্রেম' নাম হইয়া থাকে। তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম, নিত্যধন ও চরম প্রয়োজন। সেই প্রেমের অভাবেই কষ্ট, জড়বন্ধন ও বিষয়সংযোগ। প্রেম অপেক্ষা আর অধিক উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। কৃষ্ণ কেবল প্রেমের বশ। চিন্ময় তত্ত্ব। আনন্দ ঘনীভূত হইয়া প্রেম হয়।

লা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কি প্রেম লাভ করিবার যোগ্য হইব ?

বা। (আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন, স্বল্প দিবসের মধ্যেই আপনি সাধন-

ভক্তিকে ভাবভক্তি করিয়াছেন। আর কিছুদিনেই কৃষ্ণ আপনাকে অবশ্য কৃপা করিবেন।

এই কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন,—আহা, গুরু ব্যতীত আর বস্তু নাই। আহা, আমি এতদিন কি করিতেছিলাম! গুরুদেব আমাকে অপার কৃপা করিয়া বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈধী-ভক্তি—নিত্যধর্ম্ম, নৈমিত্তিক নয়

লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র দেবাদাস ও চন্দ্রনাথ—শান্তিপুরে নানাকথা—দেবী, চন্দ্রনাথ ও তদুভয়ের মাতার পরামর্শ—দেবীদাস ও শম্ভুনাথের গোদ্রুমগমন ও লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন—বৈষ্ণবদিগের প্রার্থনা ও লাহিড়ী মহাশয়ের পদ—শান্তিপুর-বাসের অসুখ-বর্ণন—বর্ণাশ্রমের সন্ধ্যা-বন্দনাদি, বৈধভক্তির সাধন হইতে পৃথক্—রাজসিক, সাত্ত্বিক ও তামসিক ভেদে শাস্ত্র তিনপ্রকার—সারগ্রাহী অধিকারী—যুক্তি-বিচার—ন্যায় ও বেদান্ত—শাঙ্কর-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ও বৈষ্ণবভাষ্য লইয়া কথা—কবিকর্ণপুর—গোপীনাথাচার্য্য—স্মার্ত্তসংসার ও বৈষ্ণবসংসারে প্রভেদ—দেবীর প্রশ্ন—ঐহিক ও পারমার্থিক ভেদ—সিদ্ধিকামী, জ্ঞাননিষ্ঠ ও ঈশানুগত—নিত্যমূর্ত্তি ও কাল্পনিক মূর্ত্তির ভেদ—শ্রীবিগ্রহ—কাজী—রু—মুজর্‌রদ, জিসম্, ইস্ক, মুক্তি, সুফী, বিহিস্ত—এবাদত—বন্দা—সুফিগণ অদ্বৈতবাদী—কাজী বংশ-ধরের নিজমত—শুদ্ধভক্তি।

লাহিড়ী মহাশয়ের শান্তিপুরের বাটীতে অনেক লোক জন। দুইটী সন্তান লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন। একটীর নাম চন্দ্রনাথ; তাঁহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। তিনি জমিদারী ও গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত; ধর্ম্মের সম্বন্ধে কোন ক্লেশ স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রভূত সম্মান; দাসদাসী,

দ্বারবান্ প্রভৃতি রাখিয়া গৃহকার্য্য সম্মানের সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম দেবীদাস। ইনি বাল্যকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাটীর সম্মুখে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক ১০।১৫টী ছাত্র পড়াইয়া থাকেন; ইঁহার উপাধি বিদ্যারত্ন।

একদিবস শান্তিপুরে একটা রব উঠিল যে, কালিদাস লাহিড়ী ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। ঘাটে বাজারে পথে সর্ব্বত্র এই কথা। কেহ কেহ কহিতেছে যে, বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ; এতদিন মানুষের মত থাকিয়া এখন বুড়ো ক্ষিপ্ত হইয়াছে। কেহ বলিতে লাগিল,—ভাল, এ আবার কি রোগ—ঘরে সুখ আছে, জাতিতে ব্রাহ্মণ, পুত্র পরিবার স্ববশে,—এমন লোক কেন, কোন্ দুঃখে ভেক নেয়? কেহ বলিল,—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এখানে সেখানে বেড়াইলে এইরূপ দুর্গতিই শেষে হয়। কোন কোন শিষ্ট লোক বলিলেন যে, কালিদাস লাহিড়ী মহাশয় পুণ্যাত্মা বটে; সংসারে সমস্তই আছে, অথচ হরিনামে শেষে রতি হইল। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, কোন ব্যক্তি এই সকল কথা শুনিয়া দেবী বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কহিলেন।

বিদ্যারত্ন বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া দাদার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন,—দাদা, বাবার ত বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি; তিনি শরীর ভাল থাকে বলিয়া নদীয়া গোদ্রুমে থাকেন, কিন্তু সেখানে তাঁহার সঙ্গদোষ হইয়াছে। গ্রামে ত' আর কাণ পাতা যায় না।'

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—ভাই! আমিও কিছু কিছু কথা শুনিয়াছি। আমাদের ঘরটা এত বড়, কিন্তু বাবার কথা শুনিয়া আর মুখ দেখাইতে পারি না। অদ্বৈতপ্রভুর বংশকে আমরা অনাদর করিয়া আসিয়াছি—এখন নিজের ঘরে কি হইল? এস অন্দরে চল, মাতা ঠাকুরাণীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাহা হয়, কর।

দোতলা বারান্দায় চন্দ্রনাথ ও দেবীদাস আহার করিতে বসিয়াছেন। একটী বিধবা ব্রাহ্মণের কন্যা পরিবেশন করিতেছেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী বসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেছেন। চন্দ্রনাথ কহিলেন—মা, বাবার কথা কিছু শুনিয়াছ ?

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন,—কেন, কর্ত্তা ভাল আছেন ত ? তিনি হরিনামে মত্ত হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আছেন। তোমরা কেন তাঁহাকে এখানে আন না ?

দেবীদাস কহিলেন—মা, কর্ত্তা ভাল আছেন ; কিন্তু যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তাঁহার ভরসা আর নাই। বরং তাঁহাকে এখানে আনিলে আমাদেরই সমাজে পতিত হইতে হইবে।

মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কর্ত্তার কি হইয়াছে ? আমি সেদিন বড় গোস্বামিদের বধূর সহিত গঙ্গাতীরে অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন,—আপনার কর্ত্তার বিশেষ সুমঙ্গল হইয়াছে—তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

দেবীদাস কহিলেন,—সম্মান লাভ করিয়াছেন না আমাদের মাথা করিয়াছেন ; এই বৃদ্ধ বয়সে ঘরে থাকিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন, না, এখন তিনি কৌপীনধারিদের উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমাদের উচ্চবংশে কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হায় রে কলি! এত দেখিয়া শুনিয়া বাবার কি বুদ্ধি হইল ?

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন,—তবে তাঁহাকে এখানে আনিয়া একটী গুপ্ত স্থানে রাখ এবং বুঝাইয়া সুঝাইয়া মত ফিরাইয়া দেও।

চন্দ্রনাথ বলিলেন,—ইহা বই আর কি করা যাইতে পারে ? দেবী দুই চারিটী লোক সঙ্গে গোক্রমে গোপনে গোপনে গিয়া কর্ত্তা মহাশয়কে এখানে আনুন।

দেবী কহিলেন,—আপনারা ত জানেন, কর্ত্তা মহাশয় আমাকে নাস্তিক বলিয়া অনাদর করেন। আমি গেলে পাছে কোন কথা না কন, তাহাই ভাবিতেছি।

দেবীদাসের মামাত ভাই শম্ভুনাথ কর্ত্তার প্রিয়। শম্ভুনাথ কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনেকদিন সেবা করিয়াছে। স্থির হইল যে, দেবীদাস ও শম্ভুনাথ দুইজনে গোদ্রুমে যাইবেন। গোদ্রুমে একটী ব্রাহ্মণ বাটীতে বাসা স্থির করিবার জন্য একটী চাকর সেই দিবসেই প্রেরিত হইল।

পরদিবস আহারান্তে শম্ভুনাথ ও দেবীদাস গোদ্রুম যাত্রা করিলেন। নিরূপিত বাটীতে শিবিকাদ্বয় হইতে তাঁহারা নামিয়া বেহারাদিগকে বিদায় করিলেন। তথায় একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইটী সেবক রহিল।

সন্ধ্যার সময় দেবীদাস ও শম্ভুনাথ ধীরে ধীরে শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে যাত্রা করিলেন। দেখিলেন যে, শ্রীসুরভি-চবুতরার উপর একটী পত্রাসনে কর্ত্তা মহাশয় বসিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করতঃ মালা লইয়া হরিনাম করিতেছেন। দ্বাদশ তিলক সর্ব্বাঙ্গে শোভা পাইতেছে। শম্ভুনাথ ও দেবীদাস ধীরে ধীরে চবুতরার উপর উঠিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সচকিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করতঃ কহিলেন,—কেন রে শম্ভু, এখানে কি মনে করিয়া আসিয়াছিস্? দেবী, ভাল আছ ত?

উভয়েই নম্রভাবে কহিলেন,—আপনকার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলেই ভাল আছি।

লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কি আহারাদি করিবে? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন,—আমরা বাসা করিয়াছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না।

এমন সময়ে শ্রীপ্রেমদাস বাবাজীর মাধবীমালতীমণ্ডপে একটী

হরিধ্বনি হইল। শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী নিজ কুটীর হইতে বাহির হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়ের মণ্ডপে হরিধ্বনি কেন হইল? লাহিড়ী মহাশয় ও বৈষ্ণবদাস অগ্রসর হইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, অনেকগুলি বৈষ্ণব আসিয়া হরিধ্বনি দিয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ইঁহারাও তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মণ্ডপের উপর বসিলেন। দেবীদাস ও শম্ভুনাথ মণ্ডপের একপার্শ্বে "হংসমধ্যে বকো যথা" বসিয়া থাকিলেন।

একজন বৈষ্ণব বলিয়া উঠিলেন,—আমরা কণ্টক নগর হইতে আসিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরদর্শন এবং পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের চরণরেণু গ্রহণ করা আমাদের মুখ্য তাৎপর্য্য। পরমহংস বাবাজী মহাশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন—আমি অতি পামর, আমাকে পবিত্র করিবার জন্য আপনাদের আগমন। অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রকাশ হইল যে, তাঁহারা সকলেই হরিগুণগানে পটু। তৎক্ষণাৎ মৃদঙ্গ করতাল আনীত হইল। সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটি প্রাচীন ব্যক্তি নিম্নলিখিত প্রার্থনা-পদটী গান করিতে লাগিলেন ;—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাই অদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ॥
অপার করুণাসিন্ধু বৈষ্ণব ঠাকুর।
মো হেন পামরে দয়া করহ প্রচুর॥
জাতি বিদ্যা ধন জন মদে মত্ত জনে।
উদ্ধার কর হে নাথ কৃপাবিতরণে॥
কনক কামিনী লোভ প্রতিষ্ঠা বাসনা।
ছাড়াইয়া শোধ মোরে, এ মোর প্রার্থনা।

নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবে উল্লাস।
দয়া করি' দেহ মোরে ওহে কৃষ্ণদাস ॥
তোমার চরণছায়া একমাত্র আশা।
জীবনে মরণে মাত্র আমার ভরসা ॥

এই পদটী সমাপ্ত হইলে লাহিড়ী মহাশয়ের রচিত একটি প্রার্থনা পদ তিনি গান করিলেন ;—

মিছে মায়াবশে, সংসারসাগরে, পড়িয়াছিলাম আমি।
করুণা করিয়া, দিয়া পদছায়া, আমারে তারিলে তুমি ॥
শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর।
তোমার চরণে, সঁপিয়াছি মাথা, মোর দুঃখ কর দূর ॥
জাতির গৌরব, কেবল রৌরব, বিদ্যা সে অবিদ্যাকলা।
শোধিয়া আমায়, নিতাই-চরণে, সঁপহে,—যাউক জ্বালা ॥
তোমার কৃপায়, আমার জিহ্বায়, স্ফুরুক যুগলনাম।
কহে কালিদাস, আমার হৃদয়ে, জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম ॥

—এই পদটী সকলে মিলিয়া গান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে "জাগুক শ্রীরাধাশ্যাম"—এই অংশটী পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কয়েকটী ভাবুক বৈষ্ণব প্রেমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন একটী কি অপূর্ব্ব ব্যাপার হইল, তাহা দেখিয়া দেবীদাস মনে মনে বিচার করিলেন যে, তাঁহার পিতা এখন পরমার্থে মগ্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বাটী লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে। প্রায় মধ্যরাত্রে ঐ সভা-ভঙ্গ হইল। সকলেই পরস্পর অভ্যর্থনাপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। দেবী ও শম্ভু কর্ত্তার আজ্ঞা লইয়া নিজ বাসায় গমন করিতে লাগিলেন।

পর দিবস আহারান্তে দেবী ও শম্ভু, লাহিড়ী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিয়া দেবীদাস বিস্তারত্ব নিবেদন করিলেন।

আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি এখন শান্তিপুরের বাটীতে থাকুন। এখানে বহুবিধ কষ্ট হইতেছে। বাটীতে আমরা সকলে আপনার সেবা করিয়া সুখী হইব। আজ্ঞা করেন ত' একটী নির্জ্জন খণ্ড আপনার জন্য প্রস্তুত করা যায়।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—তাহা মন্দ নয়, কিন্তু এস্থানে যেরূপ সাধু-সঙ্গে আছি, শান্তিপুরে সেরূপ হইবে না। দেখ, তুমি জান, শান্তিপুরের লোকেরা যেরূপ নিরীশ্বর ও নিন্দাপ্রিয়, সে স্থানে মনুষ্যের বাসে সুখ নাই। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন বটে, কিন্তু তন্তুবায়ের সংসর্গে তাঁহাদের বুদ্ধি অসরল হইয়া পড়িয়াছে। পাতলা কাপড়, লম্বা লম্বা কথা ও বৈষ্ণবনিন্দা —এই তিনটী শান্তিপুরবাসীদিগের লক্ষণ। প্রভু অদ্বৈতের বংশধরেরা তথায় কত কষ্টে আছেন। সঙ্গদোষে তাঁহারাও প্রায় মহাপ্রভুর বিরোধী। অতএব আমাকে তোমরা এই গোদ্রুমধামেই যত্ন করিয়া রাখ, আমার এই ইচ্ছা।

দেবীদাস কহিলেন,—পিতঃ! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য। আপনি শান্তিপুরের লোকের সহিত কেন ব্যবহার করিবেন। নির্জ্জন খণ্ডে আপনার স্বধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া দিনযাপন করিবেন। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্মই ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্ম। তাহাতেই মগ্ন থাকা আপনার ন্যায় মহাত্মা লোকের কর্ত্তব্য।

লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—বাবা! সেদিন আর নাই। কএক মাস সাধুসঙ্গ করিয়া ও শ্রীগুরুদেবের নিকট উপদেশ পাইয়া আমার মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তোমরা যাহাকে নিত্যধর্ম্ম বল, আমি

তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলি। হরিভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। সন্ধ্যা, বন্দনাদি বস্তুতঃ নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।

দেবীদাস কহিলেন,—পিতঃ! আমি কোন শাস্ত্রে এরূপ দেখি নাই। সন্ধ্যাবন্দনাদি কি হরিভজন নয়? যদি হরিভজন হয়, তবে তাহাও নিত্যধর্ম্ম। সন্ধ্যাবন্দনাদির সহিত কি শ্রবণকীর্ত্তনাদি বৈধী-ভক্তির কোন প্রভেদ আছে?

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,—বাপু! কর্ম্মকাণ্ডের সন্ধ্যাবন্দনাদি ও বৈধী-ভক্তিতে বিশেষ ভেদ আছে। কর্ম্মকাণ্ডে সন্ধ্যাবন্দনাদি মুক্তি-লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। হরিভজনের শ্রবণকীর্ত্তনাদির কোন নিমিত্ত নাই। তবে যে সকল শ্রবণকীর্ত্তনাদির ফল শাস্ত্রে দেখিতে পাও, সে সকল কেবল বহির্ম্মুখ লোকের রুচি উৎপত্তি করিবার জন্য। হরিভজনের হরিসেবা ব্যতীত অন্য ফল নাই। হরিভজনে রতি উৎপত্তি করাই বৈধ অঙ্গের মুখ্য ফল।

দেবীদাস কহিলেন,—পিতঃ! তবে হরিভজনের অঙ্গসকলের গৌণ ফল আছে, বলিয়া মানিতে হইবে।

লা। সাধক ভেদে গৌণ ফল আছে। বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল সিদ্ধ ভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গ সাধনে দুইটি তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার আকার ভেদ দেখা যায় না কিন্তু নিষ্ঠাভেদই মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণপূজা করিয়া চিত্ত শোধন ও মুক্তি অথবা রোগ শান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজাদ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মী-দিগের একাদশী ব্রতে পাপ নষ্ট হয়। ভক্তদিগের একাদশী ব্রতের দ্বারা হরিভক্তি বৃদ্ধি হয়। দেখ কত ভেদ। কর্ম্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গের যে সূক্ষ্ম ভেদ তাহা কেবল ভগবৎকৃপা হইলেই জানা যায়। কর্ম্মিগণ গৌণ ফলে

আবদ্ধ হয়। ভক্তগণ মুখ্য ফল লাভ করেন। যত প্রকার গৌণ ফল আছে সে সকল দুই প্রকার মাত্র, ভুক্তি ও মুক্তি।

দে। তবে শাস্ত্রে কেন গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ?

লা। জগতে দুই প্রকার লোক অর্থাৎ উদিত-বিবেক ও অনুদিত-বিবেক। অনুদিত-বিবেক ব্যক্তিগণ একটা উপস্থিত ফল না দেখিলে কোন সৎকার্য্য করে না। তাহাদের জন্য গৌণ ফলের মাহাত্ম্য বর্ণন। শাস্ত্রের এ তাৎপর্য্য নয় যে, তাহারা গৌণ ফলে সন্তুষ্ট থাকুক! শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, গৌণ ফল দেখিয়া আকৃষ্ট হইলে, স্বল্পকালের মধ্যেই সাধু কৃপায় মুখ্যফলের পরিচয় ও ক্রমে তাহাতে রুচি হইবে।

দে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি কি অনুদিত-বিবেক ?

লা। না, তাঁহারা স্বয়ং মুখ্যফলের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কেবল অনুদিত-বিবেক লোকের জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দে। কোন কোন শাস্ত্রে কেবল গৌণফলের কথা দেখা যায়, মুখ্যফলের উল্লেখ নাই। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

লা। শাস্ত্র মানবদিগের ত্রিবিধ অধিকারভেদে—ত্রিবিধ। সত্বগুণ-বিশিষ্ট মানবের জন্য সাত্বিক শাস্ত্র। রজোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য রাজসিক শাস্ত্র। তমোগুণবিশিষ্ট মানবের জন্য তামসিক শাস্ত্র।

দে। তাহা হইলে শাস্ত্রের কোন্ কথায় বিশ্বাস করা যায় এবং কি উপায় দ্বারা নিম্নাধিকারীর উচ্চগতি হইতে পারে ?

লা। মানবগণের অধিকারভেদে স্বভাব-ভেদ ও শ্রদ্ধা-ভেদ। তামসিক মানবের স্বভাবতঃ তামসিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, রাজসিক মানবের স্বভাববশতঃ রাজসিকশাস্ত্রে শ্রদ্ধা। সাত্বিকজনের স্বভাবতঃ সাত্বিক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধানুসারে সহজেই বিশ্বাস হইয়া থাকে। শ্রদ্ধার সহিত নিজ অধিকার-মত কর্ম্ম করিতে করিতে সাধুসঙ্গবলে উচ্চাধিকার জন্মে। উচ্চাধিকার

জন্মিলেই স্বভাব পুনরায় উচ্চ হয় ও তদুদিত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হয়। শাস্ত্র-কারেরা অভ্রান্ত পণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্র এরূপ গঠন করিয়াছেন যে, স্বীয় অধিকার নিষ্ঠাতেই ক্রমশঃ উচ্চ অধিকার জন্মে। পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রে এই জন্যই পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই সমস্ত মঙ্গলের হেতু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রই সকল প্রকার শাস্ত্রের মীমাংসা ; তাহাতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট আছে।

দে। আমি বাল্যকাল হইতে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি ; কিন্তু অদ্য আপনার কৃপায় একটী অপূর্ব্ব তাৎপর্য্য বোধ হইল।

লা। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥ (ভা ১১।৮।১০) (১)

বাপু, আমি তোমাকে নাস্তিক বলিতাম। এখন আর কোন লোকের নিন্দা করি না। কেননা অধিকারনিষ্ঠাতে কোন নিন্দা নাই। সকলেই আপন আপন অধিকারে থাকিয়া কার্য্য করেন। সময় হইলে ক্রমশঃ উন্নত হইবেন। তুমি তর্কশাস্ত্র ও কর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত আছ। অতএব তোমার অধিকারগত-বাক্যে তোমার দোষ নাই।

দে। আমার যতদুর জানা ছিল, তাহাতে বোধ হইত যে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে পণ্ডিত নাই। বৈষ্ণবগণ কেবল শাস্ত্রের একাংশ দেখিয়া গোঁড়ামি করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি আজ যাহা বলিলেন, ইহাতে বোধ হয় যে, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সারগ্রাহী লোক আছেন। আপনি কি ইদানীং কোন মহাত্মার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন ?

লা। বাপু, আমাকে আজকাল গোঁড়া বৈষ্ণব বা যাহা বলিতে

---

(১) ভ্রমর যেরূপ ফুলসমূহ হইতে মধু আহরণ করে, সারগ্রাহিব্যক্তিও তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।

ইচ্ছা হয় বল। আমার গুরুদেব ঐ অপর কুটীরে ভজন করেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য আমাকে বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিলাম। তুমি যদি তাঁহার চরণে কিছু শিক্ষা করিতে চাও ভক্তিভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। চল, আমি তোমাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দিই। এই কথা বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় দেবী বিদ্যারত্নকে শ্রীবৈষ্ণব-দাসের কুটীরে লইয়া তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। লাহিড়ী মহাশয় দেবীকে তথায় রাখিয়া নিজ কুটীরে আসিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈ। বাবা, তোমার পড়া শুনা কি হইয়াছে ?

দে। ন্যায়শাস্ত্রের 'মুক্তিপাদ' ও 'সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলী' পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। স্মৃতিশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থই পড়িয়াছি।

শ্রীবৈ। তুমি তবে শাস্ত্রে অনেক পরিশ্রম করিয়াছ ? শাস্ত্রে যে পরিশ্রম করিয়াছ তাহার ফলের পরিচয় দেও ?

দে। 'অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ'—এই মুক্তির জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস করা উচিত। আমি স্বধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত সেই মুক্তিই অন্বেষণ করিতেছি।

শ্রীবৈ। হাঁ একাকালে আমিও ঐ সকল গ্রন্থ পড়িয়া তোমার ন্যায় মুমুক্ষু ছিলাম।

দে। মুমুক্ষতা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন ?

শ্রীবৈ। বাবা, বল দেখি মুক্তির আকার কি ?

দে। ন্যায়শাস্ত্রের মতে জীব ও ব্রহ্মে নিত্যভেদ আছে। অতএব ন্যায়ের মতে কি প্রকারে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয়—তাহা স্পষ্ট নাই। বেদান্তমতে অভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে 'মুক্তি' বলে। তাহাই একপ্রকার স্পষ্ট বুঝা যায়।

শ্রীবৈ। বাবা, আমি ১৫ বৎসর শাঙ্কর বেদান্ত-গ্রন্থ পাঠ করিয়া কয়েক বৎসর সন্ন্যাস করিয়াছিলাম। মুক্তির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছি।

শঙ্করের মতে যে চারিটী মহাবাক্য, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক অনেকদিন নিদিধ্যাসন করিয়াছিলাম। পরে সে পন্থা অর্ব্বাচীন বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।

দে। কিসে অর্ব্বাচীন বলিয়া জানিলেন ?

শ্রীবৈ। বাবা, কৃতকর্ম্মা লোক নিজের পরীক্ষা সহজে অপরকে বলিতে পারে না। অপরে তাহাই বা কিরূপে বুঝিবে ?

দেবীদাস দেখিলেন যে, শ্রীবৈষ্ণবদাস মহাপণ্ডিত, সরল ও মহাবিজ্ঞ। দেবীদাস বেদান্ত পড়েন নাই। মনে করিলেন, যদি ইনি কৃপা করেন তবে আমার বেদান্ত অধ্যয়ন হয়। এই মনে করিয়া বলিলেন, আমি কি বেদান্ত পড়িবার যোগ্য ?

শ্রীবৈ। তোমার যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে তুমি অনায়াসে শিক্ষক পাইলে বেদান্ত পড়িতে পার।

দে। আপনি কৃপা করিয়া যদি আমাকে পড়ান তবে আমি পড়ি।

শ্রীবৈ। আমার কথা এই যে—আমি অকিঞ্চন বৈষ্ণবদাস। পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিতে বলিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়া থাকি। সময় অল্প। বিশেষতঃ জগদ্‌গুরু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বৈষ্ণবদিগকে শারীরক ভাষ্য পড়িতে বা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন, শুনিয়া আমি আর শাঙ্কর ভাষ্য পড়ি না বা পড়াই না ; তবে জীবলোকের আদি. গুরু শ্রীশচীনন্দন শ্রীসার্ব্বভৌমকে যে বেদান্তসূত্র-ভাষ্য বলিয়াছেন, তাহা এখনও অনেক বৈষ্ণবের নিকট কড়চা আকারে লেখা আছে। তাহা তুমি নকল করিয়া লইয়া পড় ত আমি তোমার সাহায্য করিতে পারি। তুমি কাঞ্চনপল্লীবাসী শ্রীমৎ কবিকর্ণপূরের গৃহ হইতে উক্ত কড়চা আনাইয়া লও।

দে। আমি যত্ন করিব। আপনি বেদান্তে মহা পণ্ডিত। আপনি

সরলতার সহিত আমাকে বলুন, বৈষ্ণবভাষ্য পড়িয়া বেদান্তের যথার্থ অর্থ পাইব কি না?

শ্রীবৈ। আমি শাঙ্কর ভাষ্য পড়িয়াছি ও পড়াইয়াছি। শ্রীভাষ্য-প্রভৃতি কয়েকখানি ভাষ্য পড়িয়াছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের প্রদত্ত মহাপ্রভুর সূত্রার্থ ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট আমি কিছু দেখি নাই। ভগবৎকৃত সূত্রার্থে কোন মতবাদ নাই। উপনিষদ্ বাক্যে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করা যায়, সে সমুদয় যথাযথ ঐ সূত্র ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। সূত্র-ব্যাখ্যাটী কেহ যদি রীতিমত গ্রথিত করেন, তাহা হইলে আর কোন ভাষ্য বিদ্বৎসভায় আদৃত হইবে না।

এই কথা শুনিয়া দেবী বিদ্যারত্ন উল্লসিতচিত্তে শ্রীবৈষ্ণবদাসকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পিতার কুটীরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া পিতার চরণে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। পিতা আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—দেবী, অনেক পড়িয়াছ শুনিয়াছ বটে, এখন জীবের সদ্গতি অন্বেষণ কর।

দে। পিতঃ, আমি অনেক আশার সহিত আপনাকে শ্রীগোদ্রুম হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। কৃপা করিয়া একবার বাটী গেলে সকলেই চরিতার্থ হন। বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে, আপনার চরণ একবার দর্শন করেন।

লা। আমি বৈষ্ণবচরণ আশ্রয় করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ভক্তিপ্রাতিকূল গৃহে আর গমন করিব না। তোমরা সকলে আগে বৈষ্ণব হও, তবে আমাকে লইয়া যাইবে।

দে। পিতঃ, এ কথাটা কিরূপ আজ্ঞা করিলেন? আমাদের গৃহে ভগবৎসেবা আছে। আমরা হরিনামের অনাদর করি না। অতিথি বৈষ্ণব-সেবা করিয়া থাকি। আমরা কি বৈষ্ণব নই?

লা। যদিও বৈষ্ণবদের ক্রিয়া ও তোমাদের ক্রিয়াতে ঐক্য আছে, তথাপি তোমরা বৈষ্ণব নহ।

দে। পিতঃ, কি হইলে বৈষ্ণব হইতে পারি ?

লা। নৈমিত্তিকভাব ত্যাগ করিয়া নিত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে বৈষ্ণব হইতে পার।

দে। আমার একটী সংশয় আছে। আপনি ভাল করিয়া মীমাংসা করিয়া দিন। বৈষ্ণবেরা যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন করেন, তাহাতেও যথেষ্ট জড়-মিশ্র কর্ম্ম আছে। সে সকল বা কেন নৈমিত্তিক হয় না? এ বিষয়ে আমি কিছু পক্ষপাতিত্ব দেখিতেছি। শ্রীমূর্ত্তি-সেবা, উপবাস, জড় দ্রব্যের দ্বারা পূজা এ সমস্তই স্থূল, কিরূপে নিত্য হইতে পারে ?

লা। বাপু, এ কথাটা বুঝিতে আমারও অনেক দিন লাগিয়াছিল। তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। মনুষ্য দুই প্রকার—ঐহিক ও পারমার্থিক। ঐহিক মানবগণ কেবল ঐহিক সুখ, ঐহিক মান ও ঐহিক উন্নতি অনুসন্ধান করেন। পারমার্থিক মানবগণ তিন প্রকার অর্থাৎ ঈশানুগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সিদ্ধিকামী। সিদ্ধিকামী লোকগণ কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগে নিরত। কর্ম্মের দ্বারা অলৌকিক ফলের উদয় করিতে চায়। যাগ, যজ্ঞ ও যোগই ইহাদের ফলোদয়ের উপায়। ইহাদের মতে ঈশ্বর থাকিলেও তিনি কর্ম্মবশ। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ ঐ শ্রেণীভুক্ত। জ্ঞান-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা আপনাদের ব্রহ্মতা উদয় করিতে যত্ন করেন। ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকুন না থাকুন, উপায়কালে একটী ঈশ্বর কল্পনা করতঃ তাঁহার ভক্তি করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান ফল পাইয়া থাকেন। জ্ঞান-ফল পাইলে আর উপায়কালীয় ঈশ্বরের আবশ্যকতা থাকে না। ঈশভক্তি ফলকালে জ্ঞানাকারে পরিণত। এই মতে ঈশ্বরের ও ঈশভক্তির নিত্যতা

নাই। ঈশানুগত পুরুষেরা তৃতীয় শ্রেণীর পারমার্থিক। ইঁহারাই বস্তুতঃ পরমার্থ অনুসন্ধান করেন। ইঁহাদের মতে একটী অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আছেন। তিনি স্বীয় শক্তিক্রমে জীব ও জড় সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব সকল তাঁহার নিত্যদাস। তাঁহার প্রতি নিত্য আনুগত্য ধর্ম্মই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। জীব নিজ বলে কিছু করিতে পারে না। কর্ম্মদ্বারা জীবের কোন নিত্য ফল হয় না। জ্ঞানদ্বারা জীবের নিত্য ফল বিকৃত হয়। অনুগত হইয়া ঈশ্বরকে সেবা করিলে ঈশ্বরের কৃপাতেই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। পূর্ব্বকার দুই শ্রেণীর নাম কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডী। তৃতীয় শ্রেণী কেবল ঈশভক্ত। জ্ঞানকাণ্ডী ও কর্ম্মকাণ্ডী কেবল আপনাদিগকে পারমার্থিক বলিয়া অভিমান করে। বস্তুতঃ তাহারা ঐহিক; অতএব নৈমিত্তিক। তাহাদের যত প্রকার ধর্ম্ম-চর্চ্চা, সমস্তই নৈমিত্তিক।

সম্প্রতি শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর—ইহারা জ্ঞানকাণ্ডের অধীন। ইহারা যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করে, সে কেবল মুক্তি ও অবশেষে অভেদব্রহ্ম সম্পত্তি পাইবার আশায় করিয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে ভুক্তি মুক্তি আশা নাই, তাঁহারা সেই সেই মূর্ত্তিতে বিষ্ণু-সেবাই করিয়া থাকেন। ভগবন্মূর্ত্তি নিত্য চিন্ময় ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। উপাস্যতত্ত্বকে যদি ভগবান্ না বলা যায়,তবে অনিত্যের উপাসনা হয়। বাপু,তোমাদের যে ভগবন্মূর্ত্তি-সেবা, তাহাও পারমার্থিক নয়। কেননা, তোমরা ভগবানের নিত্যমূর্ত্তি স্বীকার কর না। অতএব ঈশানুগত নও। এখন বোধ হয়, তুমি নিত্য ও নৈমিত্তিক উপাসনার ভেদ জানিতে পারিলে?

দে। হাঁ, যদি ভগবদ্বিগ্রহকে নিত্য না বলা যায় এবং শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন করা যায়, তাহা হইলে নিত্য বস্তুর উপাসনা হয় না। অনিত্য উপাসনা দ্বারা অন্য প্রকার নিত্যতত্ত্বের কি অনুসন্ধান হয় না?

লা। হইলেও তোমার উপাসনাকে আর নিত্যধর্ম্ম বলিতে পার না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিত্য বিগ্রহে অর্চ্চনাদি নিত্য ধর্ম্ম।

দে। যে শ্রীবিগ্রহ পূজা করা যায়, তাহা মানবকৃত মূর্ত্তি। তাহাকে কিরূপে নিত্য মূর্ত্তি বলিব?

লা। বৈষ্ণবপূজ্য বিগ্রহ সেরূপ নয়। আদৌ ভগবান্ ব্রহ্মের ন্যায় নিরাকার নন। তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। সেই শ্রীমূর্ত্তি পূজনীয়। সেই শ্রীমূর্ত্তি প্রথমে জীবের চিদ্বিভাগে প্রতিভাত হইয়া মনে উদিত হয়। মন হইতে নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিতে ভক্তিযোগে তাহা আবির্ভূত হইয়া পড়ে। তখন ভক্ত তদ্দর্শনে হৃদয়ে যে চিন্ময় মূর্ত্তি দেখেন, তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তির একতা করিয়া থাকেন। জ্ঞানবাদীদিগের পূজিতবিগ্রহ সেরূপ নয়। তাহাদের মতে একটী পার্থিব তত্ত্বে ব্রহ্মতা কল্পিত হইয়া পূজা কাল পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে। পরে সে মূর্ত্তি পার্থিব বস্তু বই আর কিছুই নয়। এখন গাঢ়রূপে উভয় মতের অর্চ্চনাদির ভেদ আলোচনা কর। গুরুদেবের কৃপায় যখন বৈষ্ণবী দীক্ষা পাওয়া যায়, তখন ফলদৃষ্টে এই পার্থক্যের বিশেষ উপলব্ধি হইয়া পড়ে।

দে। আমি এখন দেখিতেছি, বৈষ্ণবদের কেবল গোঁড়ামি নয়; তাঁহারা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। শ্রীমূর্ত্তি উপাসনা ও পার্থিব বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্। কার্য্যে ভেদ কিছুই দেখি না। নিষ্ঠাতে বিশেষ ভেদ আছে। এ বিষয়ে আমি কিছুদিন চিন্তা করিব। পিতঃ, আমার একটা প্রধান খট্‌কা মিটিয়া গেল। এখন আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, জ্ঞানবাদীদিগের উপাসনা কেবল ঈশ্বরের সহিত তঞ্চকতা মাত্র। ভাল, একথা আবার আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিব। এই বলিয়া তখন দেবী বিদ্যারত্ন ও শম্ভু নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন অপরাহ্নে উভয়ে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সব কথার অবকাশ ছিল না। নাম গানে সকলেই সুখলাভ করিয়াছিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে পরমহংস বাবাজীর মণ্ডপে সকলেই বসিয়াছেন। দেবী বিদ্যারত্ন ও শম্ভু, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আছেন। এমত সময় ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীর কাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজীকে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সম্মান করিয়া উঠিলেন। কাজীও পরমানন্দে বৈষ্ণবদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া মণ্ডপে বসিলেন। পরমহংস বাবাজী বলিলেন—আপনারা ধন্য, যেহেতু আপনারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপাপাত্র চাঁদকাজীর বংশধর। আমাদিগকে কৃপা করিবেন। কাজী বলিলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদে আমরা বৈষ্ণবগণের কৃপাপাত্র হইয়াছি। আমাদের গৌরাঙ্গই প্রাণপতি। তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম না করিয়া আমরা কোন কার্য্য করি না।

লাহিড়ী মহাশয় মুসলমানদিগের ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোরাণ সরিফের ৩০ সেফারা সমুদায় পড়িয়াছেন। সুফীদিগের অনেক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের মতে মুক্তি কি?

কাজী কহিলেন,—আপনারা যাহাকে জীব বলেন, তাহাকে আমরা 'রু' বলি। সেই 'রু' দুই অবস্থায় থাকে অর্থাৎ রু-মুজর্‌রদী ও রু-তর্‌কীবী। যাহাকে আপনারা চিৎ বলেন, তাহাকেই আমরা মুজর্‌রদ্ বলি। যাহাকে আপনারা অচিৎ বলেন, তাহাকে আমরা জিসম্ বলি। মুজর্‌রদ্ দেশ ও কালের অতীত। জিসম্ দেশও কালের অধীন। তর্‌কীবী-রু বা বদ্ধজীব বাসনা, মন ও মলফুৎ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ। মুজর্‌রদী-রু এই সমস্ত হইতে শুদ্ধ ও পৃথক্। আলম মিসাল বলিয়া যে চিন্ময় ভূমি আছে তথায় মুজর্‌রদী রু থাকিতে পারেন। এস্ক্ অর্থাৎ প্রেমসমৃদ্ধিক্রমে 'রু' শুদ্ধ হয়। পয়গম্বর সাহেবকে খোদা যে স্থানে লইয়া যান, সেই স্থানে জিসম্ নাই, কিন্তু সেখানেও রু বন্দা অর্থাৎ দাস এবং ঈশ্বর খোদা অর্থাৎ প্রভু। অতএব বন্দা ও খোদার সম্বন্ধ নিত্য। শুদ্ধভাবে এই সম্বন্ধ লাভ করার নাম মুক্তি।

কোরাণে এবং সুফীদিগের কেতাবে এই সকল আছে বটে, কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতে পারে না। গৌরাঙ্গ প্রভু কৃপা করিয়া চাঁদকাজী সাহেবকে এই কথা শিক্ষা দিয়াছেন ; তদবধি আমরা শুদ্ধভক্ত হইয়াছি।

লা। কোরাণের মূল মত কি ?

কা। কোরাণের যে বিহিস্ত্ বর্ণিত আছে, তথায় কোন এবাদতের কথা নাই বটে, কিন্তু তথায় জীবনই এবাদত। খোদাকে দর্শন করিয়া পরমসুখে তত্রস্থ লোক সকল সুখে মগ্ন থাকেন। একথা শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন।

লা। খোদার কি মূর্ত্তি কোরাণে পাওয়া যায় ?

কা। কোরাণ বলেন, খোদার মূর্ত্তি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদকাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্ত্তি নিষেধ ; শুদ্ধ মুজর্‌রদী মূর্ত্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার মতে দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য রসের ভাব সকল অবগুণ্ঠিত ছিল।

লা। সুফীরা কি বলেন ?

কা। তাঁহাদের মতে অনল্ হক্ অর্থাৎ আমি খোদা। আপনাদের অদ্বৈতবাদ ও মুসলমানের আসওয়াফ মত একই বটে।

লা। আপনারা কি সুফী ?

কা। না, আমরা শুদ্ধভক্ত—গৌরগতপ্রাণ।

অনেক কথোপকথনের পর কাজী মহাশয় বৈষ্ণবদিগকে সম্মান করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে হরিসঙ্কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও জাতিবর্ণাদি ভেদ

দেবীদাসের যবন-ঘৃণা ও ক্রোধ—কৃষ্ণচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে দেবীর গোদ্রুমে আনয়ন—তর্কারম্ভ—মহাজনগত পন্থার প্রতি দোষারোপ—শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীর বিচার-ভার গ্রহণ—বিচারসভা—জাতির নিত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন—উত্তর আরম্ভ—পাপযোনিদিগেরও ভক্তিতে অধিকার আছে—যজ্ঞাদি কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মের প্রয়োজন—চতুর্ব্বর্ণ লক্ষণ—কেবল জন্মই বর্ণের কারণ নয়—কর্ম্মযোগ্য স্বভাবই কারণ—তাত্ত্বিক বা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ভক্তি-অধিকারের হেতু—স্বভাব কর্ম্মাধিকারের হেতু—গীতা-মতেও অনন্যশ্রদ্ধাই ভক্তির হেতু বা মূল—শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির করস্থিত পরাগতি—শ্রদ্ধার লক্ষণ—শরণাপত্তি—সুকৃত দুইপ্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক—নিত্য সুকৃত হইতে শ্রদ্ধা—নিত্য সুকৃত-ব্যাখ্যা—ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়াসঙ্গ—কর্ম্মজনক ঘটনা—মুক্তিজনক ঘটনা—ভক্তিজনক ঘটনা—আর্য্য ও যবনে ব্যবহারিক ভেদ আছে, পারমার্থিক ভেদ নাই—যবনদিগের সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণবের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য—দেবালয় ও যবন—ব্রাহ্মণ দ্বিরূপ—স্বভাবসিদ্ধ ও কেবল জাতিসিদ্ধ—তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অধিকার বিচার—তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদে একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম কথিত আছে।

দেবীদাস বিদ্যারত্ন একজন অধ্যাপক। তাঁহার মনে বহুদিন হইতে এই বিশ্বাসটী চলিয়া আসিতেছে যে, ব্রাহ্মণ বর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ পরমার্থী হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণজন্ম না পাইলে জীবের মুক্তি হয় না। জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব জন্মে। তিনি সে দিবস কাজিবংশধরের সহিত বৈষ্ণবদের কথোপকথন শুনিয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। কাজী সাহেব যে সকল তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মনে মনে করিলেন, যবন জাতি কি এক অদ্ভুত ব্যাপার। কথাগুলি যাহা

বলে, তাহারও কোন অর্থ পাওয়া যায় না। ভাল, বাবা ত ফাসি ও আরবী পড়িয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইতে ধর্ম্মচর্চ্চাও করিতেছেন। তিনি যবনটাকে কেন এতদূর আদর করেন? যাহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, তাহাকে কি বুঝিয়া শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী ও শ্রীপরমহংস বাবাজী মণ্ডপে বসাইয়া এত আদর করিলেন। সেই রাত্রেই বলিয়াছিলেন, শম্ভু! আমি এ বিষয়ে তর্কানল উঠাইয়া পাষণ্ড মত দগ্ধ করিব। যে নবদ্বীপে সার্ব্বভৌম ও শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্র বিচার করিয়াছেন এবং রঘুনাথ স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নবদ্বীপে আর্য্য ও যবনের মধ্যে এরূপ ব্যবহার? নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ বোধ হয় এসব কথা অবগত নহেন। দুই এক দিনের মধ্যেই বিদ্যারত্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৃতীয় প্রহর বেলা, মেঘের দৌরাত্ম্যে সে দিবস অদিতিনন্দন একবারও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। প্রাতে টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি হইয়াছে। দেবী ও শম্ভু উপযুক্ত সময় পাইয়া দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যেই খেচরান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মাধুকরী পাইতে বিলম্ব হইয়াছে। তথাপি তৃতীয় প্রহরের সময় প্রায় সকলেই প্রসাদ সেবা করিয়া মাধবীমালতীমণ্ডপের এক পার্শ্বে একটী প্রশস্ত কুটীরে নামের মালা লইয়া বসিলেন। পরমহংস বাবাজী, বৈষ্ণবদাস, শ্রীনৃসিংহপল্লী হইতে সমাগত পণ্ডিত অনন্তদাস, লাহিড়ী মহাশয় ও কুলিয়াবাসী যাদব দাস এই কয়জন বসিয়া নামানন্দে তুলসীমালা জপ করিতেছেন। এমন সময় বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীসমুদ্রগড়নিবাসী চতুর্ভুজ পদরত্ন ও কাশীবাসনিবাসী চিন্তামণি ন্যায়রত্ন ও পূর্ব্বস্থলীনিবাসী কালিদাস বাচস্পতি এবং বিখ্যাতনামা কৃষ্ণচূড়ামণি তথায় উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ মহা সমাদরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে তথায় আসন

দিয়া বসাইলেন। পরমহংস বাবাজী কহিলেন,—মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে অনেকে দুর্দ্দিন বলেন, কিন্তু অদ্য আমাদের পক্ষে সুদিন হইয়াছে, কেননা গ্রামবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কৃপা করিয়া আমাদের কুটীরে পদধূলি দিলেন। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ তৃণাদপি নীচ বলিয়া আপনাদিগকে জানেন, অতএব 'বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ' বলিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে মানী পণ্ডিত জানিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ বসিলেন। বিদ্যারত্ন তাহাদিগকে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা লাহিড়ী মহাশয়ের অপেক্ষা অল্পবয়স বলিয়া লাহিড়ী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এখন তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, অতএব পণ্ডিতদিগের প্রণাম হাতে হাতে ফেরত দিলেন।

পণ্ডিতদিগের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ামণি বাগ্মিতায় বিশেষ পটু। কাশী, মিথিলা প্রভৃতি অনেক স্থানে তর্ক করিয়া পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও গম্ভীর। তাঁহার চক্ষু দুইটী যেন নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছিল। তিনিই বৈষ্ণবদিগের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

আমরা আজ বৈষ্ণব দর্শন করিব বলিয়া আসিয়াছি। আপনাদের সমস্ত আচার আমরা প্রশংসা করি না, তথাপি আপনাদের একান্ত ভক্তি আমার ভাল লাগে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

(১) অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ (গীতা ৯-৩৯)

এই ভগবদ্গীতার বচন আমাদের প্রমাণ। ইহার উপর নির্ভর

---

(১) হে অর্জ্জুন, যিনি অনন্যশরণ হইয়া আমার ভজন করেন, বহির্দৃষ্টিতে যদি তাঁহার কোনও দুরাচারও লক্ষিত হয়, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মানিবে; তাঁহার তাদৃশ ব্যবস্থা অসম্যক্ নহে।

করিয়া আজ আমরা সাধুদর্শন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের একটী অভিসন্ধি আছে। তাহা এই—আপনারা যে ভক্তিছলে যবন-সঙ্গ করেন, তদ্বিষয়ে কিছু বিচার করিব। আপনাদের মধ্যে যিনি বিশেষ বিচারপটু, তিনি অগ্রসর হউন।

চূড়ামণির এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ দুঃখিত হইলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—আমরা মূর্খ, বিচারের কি জানি? আমাদের মহাজনগণ যাহা আচরণ করিয়াছেন, আমরা সেই আচরণ করিয়া থাকি। আপনারা যে শাস্ত্রোপদেশ দিবেন, তাহা মৌনভাবে শ্রবণ করিব।

চূড়ামণি কহিলেন, এরূপ কথা কিরূপে চলিতে পারে? আপনারা হিন্দুসমাজে থাকিয়া অশাস্ত্রীয় আচার প্রচার করিলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। অশাস্ত্রীয় আচার প্রচার করিবেন এবং মহাজনের দোহাই দিবেন—এই বা কি? কাহাকে মহাজন বলি, মহাজন যদি যথাশাস্ত্র আচরণ করেন ও শিক্ষা দেন, তবেই তিনি মহাজন, নতুবা যাহাকে তাহাকে মহাজন বলিয়া 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' এইরূপ বলিলে জগতের মঙ্গল কিরূপে সাধিত হইবে?

চূড়ামণির সেই কথা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ একটী পৃথক্ কুটীরে গিয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত হইল যে, মহাজনের প্রতি যখন দোষারোপ হইতেছে, তখন ক্ষমতা থাকিলে বিচার করাই উচিত। পরমহংস বাবাজী বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। অনন্তদাস পণ্ডিত বাবাজী ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীকে বিচার করিতে সকলেই অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, দেবী বিদ্যারত্নই এই লেঠা উপস্থিত করিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে ছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—দেবীটা অত্যন্ত অভিমানী। সে দিবস কাজি সাহেবের সহিত ব্যবহার দর্শনে তাহার মনে কিছু

হইয়াছে, তাহাতেই পণ্ডিতগুলিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। বৈষ্ণবদাস পরমহংস বাবাজীর পদধূলি লইয়া বলিলেন,—বৈষ্ণব-আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য ; অদ্য আমার পঠিত বিদ্যাসকল সার্থক হইবে।

তখন মেঘ ছাড়িয়াছে। মালতীমাধবীমণ্ডপে একটী বিছানা হইল। একদিকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ও অপর দিকে বৈষ্ণব সকল বসিলেন। শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপস্থ আর আর পণ্ডিত বৈষ্ণবসকলকে তথায় আনা হইল। তন্নিকটস্থ অনেক বিদ্যার্থী পড়ুয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া সভাস্থ হইলেন। সভাটী বড় মন্দ হইল না। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একদিকে ও প্রায় দুইশত বৈষ্ণব অন্য দিকে বসিলেন। বৈষ্ণবদিগের অনুমতিক্রমে বৈষ্ণবদাস বাবাজী প্রশান্তভাবে সম্মুখে বসিলেন। তখন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইল দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বড়ই আহ্লাদিত হইয়া একবার হরিধ্বনি দিলেন। আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, একগুচ্ছ মালতীপুষ্প উপর হইতে বৈষ্ণবদাসের মস্তকে পড়িল। বৈষ্ণবগণ বলিলেন,—এটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ বলিয়া জানুন।

কৃষ্ণ চূড়ামণি অপরদিকে বসিয়া একটু নাক শিঁট্‌কাইয়া কহিলেন,—তাহাই মনে করুন। ফুলের কর্ম্ম নয়—ফলেই পরিচয় হইবে।

অধিক আড়ম্বর না করিয়া বৈষ্ণবদাস কহিলেন,—অদ্য শ্রীনবদ্বীপে বারাণসীর ন্যায় একটী সভা পাওয়া গেল। বড়ই আনন্দের বিষয়। আমি যদিও বঙ্গবাসী বটে, কিন্তু বহুকাল বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিদ্যাভ্যাস ও সভা বক্তৃতা করিয়া আমার বঙ্গভাষায় অভ্যাস লঘু হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করি যে অদ্যকার সভায় সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নোত্তর হয়। চূড়ামণি যদিও শাস্ত্রে প্রকৃত পরিশ্রম করিয়াছেন, তথাপি কণ্ঠস্থ পাঠ ব্যতীত আর কিছু সংস্কৃত সহজে বলিতে পারেন না। তিনি বৈষ্ণবদাসের প্রস্তাবে একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,—কেন, বঙ্গদেশের সভায় বঙ্গভাষাই ভাল,

আমি পশ্চিম দেশের পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃত বলিতে পারিব না। তখন তাঁহার ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, চূড়ামণি বৈষ্ণবদাসের সহিত বিচার করিতে ভয় করিতেছেন। সকলেই একবাক্যে বৈষ্ণবদাস বাবাজীকে বঙ্গভাষা অবলম্বন করিতে বলিলে, তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

চূড়ামণি পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—জাতি নিত্য কিনা? যবনজাতি ও হিন্দুজাতি—ইহারা পরস্পর পৃথক্ জাতি কিনা? হিন্দুগণ যবনগণের সহিত সংসর্গ করিলে পতিত হন কিনা?

বৈষ্ণবদাস বাবাজী উত্তর করিলেন,—ন্যায়শাস্ত্রমতে জাতি নিত্য বটে। সে জাতি কিন্তু মানবদিগের দেশভেদে জাতিভেদকে লক্ষ্য করে না; গোজাতি, ছাগজাতি, নরজাতি—এই সকল ভেদ নিরূপণ করে।

চূড়ামণি বলিলেন,—হাঁ, আপনি যাহা বলিতেছেন—তাহাই বটে। কিন্তু হিন্দু ও যবনে কোন জাতিভেদ আছে কিনা?

বৈষ্ণবদাস কহিলেন,—হাঁ, একপ্রকার জাতিভেদ আছে, কিন্তু সে জাতি নিত্য নয়। নরজাতি একটী জাতি। কেবল ভাষাভেদে, দেশভেদে, পরিচ্ছদভেদে ও বর্ণাদিভেদে নরজাতির মধ্যে একটী জাতি-বুদ্ধি কল্পিত হইয়াছে।

চূ। জন্মদ্বারা কোন ভেদ নাই কি? না, কেবল বস্ত্রাদিভেদই হিন্দু ও যবনের ভেদ?

বৈ। জীবের কর্ম্মানুসারে উচ্চ-নীচ-বর্ণে জন্ম হয়। বর্ণভেদে মানবগণের কর্ম্মাধিকার পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী বর্ণ; অপর সকলেই অন্ত্যজ।

চূ। যবনগণ অন্ত্যজ কি না?

বৈ। হাঁ, তাঁহারা শাস্ত্রমতে অন্ত্যজ অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের বাহির।

চূ। তাহা হইলে যবন কিরূপে বৈষ্ণব হইতে পারে এবং আর্য্য বৈষ্ণবগণই বা কিরূপে তাহাদের সহিত সঙ্গ করিতে পারেন?

বৈ। যাঁহার শুদ্ধভক্তি আছে—তিনিই বৈষ্ণব। মানবমাত্রেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী। জন্মদোষে যবনদিগের পক্ষে বর্ণীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্টকর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও সমস্ত ভক্তিপর্ব্বে তাহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ডের যে সূক্ষ্ম ভেদ, তাহা যে পর্য্যন্ত বিচারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রার্থ-বোধ হইয়াছে—ইহা বলা যায় না।

চূ। ভাল। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানাধিকার জন্মে, জ্ঞানিদিগের মধ্যে কেহ নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদী, কেহ বা সবিশেষবাদ স্বীকারপূর্ব্বক বৈষ্ণব হন। তাহা হইলে প্রথমে কর্ম্মাধিকার সমাপ্ত না করিলে কেহ বৈষ্ণব হইতে পারিবে না। মুসলমানের আদৌ কর্ম্মাধিকার নাই। সে কিরূপে ভক্ত্যধিকার লাভ করিতে পারে?

বৈ। অন্ত্যজ মানবদিগের ভক্ত্যধিকার আছে—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে (গীতা ৯।৩২)—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

অর্থাৎ হে পার্থ! স্ত্রীগণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং পাপযোনিতে যে সকল অন্ত্যজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যদি আমাকে কিছুমাত্র আশ্রয় করে, তাহারাও পরাগতি লাভ করে। আশ্রয় করার অর্থ—ভক্তি করা।

কাশীখণ্ডেও লিখিয়াছেন; যথা—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥" (১)

(১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হউক অথবা এই চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত অন্ত্যজই হউক, যদি তিনি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে।

নারদীয়পুরাণ যথা ;—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।

বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥" (১)

চূ। প্রমাণ-বচন অনেক আছে। কিন্তু বিচারে কি পাওয়া যায়, তাহা দেখাই আবশ্যক। দুর্জ্জাতিদোষ কিসের দ্বারা দূর হয়? জন্মদ্বারা যে দোষ-সঙ্গ হইয়াছে, তাহা জন্মান্তর ব্যতীত কি দূর হইতে পারে?

বৈ। দুর্জ্জাতিদোষ—প্রারব্ধকর্ম্ম, তাহা ভগবন্নামোচ্চারণে দূর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে—যথা (৬।১৬।৪৪)

"যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ।" (২)

পুনশ্চ, (ভাঃ ৬।২।৪৬)—

"নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতা তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।

ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥" (৩)

পুনশ্চ, (ভাঃ ৩।৩৩।৭)—

"অহো বত শ্বপচোঽতিগরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" (৪)

---

(১) হে রাজন্, চণ্ডালও যদি বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুভক্তিবিহীন যে সন্ন্যাসী, তিনি চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট।

(২) যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলেই চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ জাতি-দোষ হইতে পরিমুক্ত হয়।

(৩) মুমুক্ষুগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের কথা শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া তৎপশ্চাৎ কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছুই পাপের মূলোচ্ছেদক হইতে পারে না। আর যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মন মলিনই হইয়া থাকে; কিন্তু হরিকীর্ত্তনে মন নির্ম্মল হয় ও পুনরায় কর্ম্মে আসক্ত হয় না।

(৪) হে ভগবন্, যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিরাজ করেন, তিনি শ্বপচকুলোদ্ভূত হইলেও শ্রেষ্ঠ। যে সকল পুরুষ আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিয়াছেন, যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচারী, তাঁহারাই সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

চূ। তবে হরিনামোচ্চারণকারী চণ্ডাল কেন যজ্ঞাদি করিতে পারে না?

বৈ। যজ্ঞাদি কর্ম্মকরণে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মের প্রয়োজন। যেমন ব্রাহ্মণগৃহে জন্মলাভ করিয়াও সাবিত্র্যজন্ম না পাইলে কর্ম্মাধিকার হয় না, তদ্রূপ হরিনামাশ্রয়ে চণ্ডাল পরিশুদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রৌতজন্ম লাভ করা পর্য্যন্ত যজ্ঞাধিকার পান না। কিন্তু যজ্ঞাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ভক্তির অঙ্গসকল, তাহা আচরণ করিতে পারেন।

চূ। এ কি প্রকার সিদ্ধান্ত? যিনি সামান্য অধিকার পাইলেন না, তিনি যে তদপেক্ষা উচ্চাধিকার পাইবেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ কি?

বৈ। মানব-ক্রিয়া দুই প্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। বস্তুতঃ অধিকার লাভ করিয়াও ব্যবহারিক ক্রিয়া করিতে পারেন না। যেমন একজন যবনবংশীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি বস্তুতঃ পারমার্থিক বিষয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তথাপি ব্যবহারিক ক্রিয়া যে ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ, তাহাতে তাঁহার অধিকার হয় না।

চূ। কেন হয় না? করিলে কি দোষ হয়?

বৈ। লোক-ব্যবহারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। সমাজে যাঁহারা ব্যবহারিক সম্মান লইয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারাও সে কার্য্যে স্বীকৃত হন না। অতএব পারমার্থিক অধিকারক্রমে ব্যবহার চলিতে পারে না।

চূ। এখন বলুন; কর্ম্মাধিকারের হেতু কি এবং ভক্ত্যধিকারের হেতু কি?

বৈ। তত্তৎকর্ম্ম-যোগ্য স্বভাব ও জন্মাদি ব্যবহারিক কারণই কর্ম্মাধিকারের হেতু। তাত্ত্বিক শ্রদ্ধাই ভক্ত্যধিকারের হেতু।

চূ। বৈদান্তিকশব্দদ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন না করিয়া ভাল করিয়া বলুন যে, তত্তৎকর্ম্মযোগ্য স্বভাব কাহাকে বলে?

বৈ। শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ঈশভক্তি, দয়া ও সত্য, এই কয়টী ব্রাহ্মণ-স্বভাব; তেজ, বল, ধৃতি, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, ধীরতা, ব্রহ্মণ্যতা ও ঐশ্বর্য্য এই কয়টী ক্ষত্রিয়-স্বভাব; আস্তিক্য, দান, নিষ্ঠা, অদাম্ভিকতা ও অর্থতৃষ্ণা, এই সকল বৈশ্য-স্বভাব; দ্বিজ-গো-দেব-সেবা ও যথালাভে সন্তোষ, ইহা শূদ্র-স্বভাব; অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, বৃথা কলহ, কাম, ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা এই সকলই অন্ত্যজ স্বভাব। এই সকল স্বভাব দৃষ্টি করিয়া বর্ণ-নিরূপণ করাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য; কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ-নিরূপণ করা আজকালের ব্যবহার মাত্র। এই স্বভাবক্রমে মানবের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও কর্ম্মপটুতা জন্মে। এই স্বভাবের নামই তত্তৎকর্ম্ম-যোগ্য স্বভাব। জন্মবশতঃ অনেকের স্বভাব উদিত হয়। অনেকস্থলে সংসর্গই স্বভাবের জনক। বাল্যসংসর্গ জন্ম হইতেই হয় ও তদুচিত স্বভাবের উদয় হয়। অতএব জন্ম হইতেও স্বভাব লক্ষিত হয়। জন্ম হইতে স্বভাবের উদয় হয় বলিয়াই যে জন্মকে স্বভাবের একমাত্র কারণ ও কর্ম্মাধিকারের হেতু বলিবে এমন নয়। হেতু অনেক প্রকার; এইজন্য স্বভাব দৃষ্টি করিয়া কর্ম্মাধিকার নিরূপণ করাই শাস্ত্রার্থ।

চূ। তাত্ত্বিক শ্রদ্ধা কাহাকে বলে?

বৈ। সরল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ও তদর্থে যে সহজ চেষ্টা জন্মে, তাহার নাম শ্রদ্ধা। কেবল লৌকিকচেষ্টা দেখিয়া অশুদ্ধহৃদয়ে যে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ভ্রমাত্মক বিশ্বাস হয় এবং স্বার্থসাধনানুবৃত্তি-দম্ভ-প্রতিষ্ঠা-লিপ্সাময় চেষ্টা হয়, তাহার নাম অতাত্ত্বিক শ্রদ্ধা। তাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাকে শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা বলিয়া কোন কোন মহাজন উক্তি করেন। সেই তাত্ত্বিকশ্রদ্ধাই ভক্ত্যধিকারের কারণ

চু। কাহারও কাহারও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে, কিন্তু স্বভাব উচ্চ হয় নাই, তাহারাও কি ভক্তির অধিকারী ?

বৈ। স্বভাব কর্ম্মাধিকারের হেতু, ভক্ত্যধিকারের হেতু নয়। শ্রদ্ধাই একমাত্র ভক্ত্যধিকারের হেতু। নিম্নলিখিত শ্রীভাগবত-পদ্য আলোচনা করিয়া দেখুন; (১১।২০।১৭-৩০)—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥
যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

কোন সৎসঙ্গক্রমে হরিকথা শুনিতে কাহারও রুচি হয়। অন্য সমস্ত কর্ম্ম তাঁহার আর ভাল লাগে না। দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত হরিনাম করিতে থাকেন। অন্যান্য যে বিষয়ে মন্দ স্বভাব আছে, সেই বিষয়সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা মন্দ জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন। হরিকথাদি আলোচনা করিতে করিতে স্বল্পদিনেই হৃদয়ের কামসকল বিনষ্ট হইয়া পড়ে। আমাকে হৃদয়ে আনিলে আর দোষ থাকিতে পারে না। শীঘ্রই

হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কৰ্ম্মবাসনা ক্ষয় হয়। এই একটী আমার নিত্য বিধি। অতএব কর্ম্মের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞান-বৈরাগ্যের দ্বারা, দানধৰ্ম্মের দ্বারা এবং যত প্রকার সৎকর্ম্মদ্বারা যাহা লব্ধ হইতে পারে, সে সমস্তই আমার ভক্তিযোগের দ্বারা সেই সেই উপায় অপেক্ষা অধিকতর সহজে ও শীঘ্র আমার ভক্ত লাভ করেন। ইহাই শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগের ক্রম।

চূ। আমি যদি শ্রীমদ্ভাগবত না মানি ?

বৈ। সকল শাস্ত্রেরই এই সিদ্ধান্ত। শাস্ত্র একই। ভাগবত না মানিলে অন্য শাস্ত্র আপনাকে পীড়ন করিবে। অনেক শাস্ত্র দেখাইবার আমার প্রয়োজন নাই। সৰ্ব্ববাদিসম্মত গীতা কি বলেন, তাহাই বিচার করুন। আপনি আসিবামাত্র যে শ্লোকটী আপনার মুখ হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতেই সমস্ত শিক্ষা আছে। গীতা ৯।৩০-৩২—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো-বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥

অর্থাৎ অনন্যভাক্ বা আমাতে একনিষ্ঠ-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যিনি হরিকথা, হরিনাম-শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভজনে রত হন, তাঁহার বহুতর অসদাচার অর্থাৎ দুঃস্বভাবজনিত কৰ্ম্মাদিপদ্ধতির বিরুদ্ধ আচার থাকিলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তিনি সুন্দর অনুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৰ্ম্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রমাদির উত্তম এক প্রকার, জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির উত্তম

দ্বিতীয় প্রকার, এবং সৎসঙ্গে হরিকথা ও হরিনামে শ্রদ্ধা তৃতীয় প্রকার পন্থা। এই পন্থাত্রয় কখন কখন একযোগ হইয়া কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ নামে প্রকাশিত হয়। কখন কখন পৃথক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথক্ অনুষ্ঠাতৃদিগকে কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী বলা যায়। এই সকলের মধ্যে ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পৃথক্ ভক্তিযোগে অনন্ত কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব গীতাব প্রথম ষড়াধ্যায়ের চরমে এই সিদ্ধান্তবাক্য দেখিতে পাইবেন ; (গীতা ৬।৪৭)—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (১)

'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা' এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। শ্রদ্ধাসহকারে যিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রদোষ শীঘ্রই দূব হয়। যেখানে ভক্তি, সেখানে ধর্ম্ম অনুগত হন। সমস্ত ধর্ম্মের মূল ভগবান্। ভগবান্ সহজেই ভক্তির অধীন। ভগবান্ হৃদয়ে বসিলে জীবের বন্ধনকারী মায়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়, অন্য কোন প্রক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না। ভক্ত হইতে না হইতেই ধর্ম্ম আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে ধর্ম্মময় করে। সুতরাং কাম দূর হইবামাত্র শান্তি আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার ভক্ত কখন নষ্ট হইবে না। কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ অনুষ্ঠান করিতে করিতে কুসঙ্গে পতিত হইতে পারে, কিন্তু আমার ভক্ত আমার সঙ্গবলে কখনই কুসঙ্গ করিতে পান না, অতএব তাঁহার পতন হয় না। ভক্ত পাপযোনিতেই জন্মগ্রহণ করুন বা ব্রাহ্মণগৃহেই জন্মগ্রহণ করুন, পরাগতি তাঁহার করস্থিতা।

(১) যতপ্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনিই যোগিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

চূ। দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে যে জন্মনিবন্ধন অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই যেন ভাল। ব্রাহ্মণগৃহে জন্মিয়াছি, সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে করিতে জ্ঞানলাভ ও অবশেষে মুক্তি অবশ্যই হইবে। শ্রদ্ধা কিরূপে জন্মে, তাহা বুঝিতে পারি না। গীতা-ভাগবতের মতে শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির উপদেশ দেখিতেছি, কিন্তু কিরূপে জীব সেই শ্রদ্ধা পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বৈ। শ্রদ্ধাই জীবের নিত্যস্বভাব। বর্ণাশ্রমাদি-গত কর্ম্মবুদ্ধি জীবের নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদিত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন (৭।১৯।১)—

"যদা বৈ শ্রদ্দধাতি অথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্ মনুতে, শ্রদ্দধদেব মনুতে, শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। (১)

কোন কোন সিদ্ধান্তকার 'শ্রদ্ধা' শব্দে বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস—এই অর্থ করিয়াছেন। অর্থটী মন্দ নয়, কিন্তু স্পষ্ট নয়। সৎসম্প্রদায়ে 'শ্রদ্ধা' শব্দের এইরূপ অর্থ লক্ষিত হইয়াছে ; (আম্নায়সূত্র-৫৭)—

"শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখীচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ। (২)

সাধুসঙ্গে শুনিতে শুনিতে যখন এরূপ চিত্তের ভাব হয় যে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে জীবের নিত্যলাভের সম্ভাবনা নাই, কেবল অনন্যভাবে হরিচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই, তখনই বেদ ও গুরুবাক্যে

(১) সনৎকুমার কহিলেন। জ্ঞাতব্য বিষয়ে যখন শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখনই পুরুষ সেই বিষয়ের ধারণা করিতে সচেষ্ট হয়। শ্রদ্ধাবান্ জনই ধারণা করিতে পারেন, অশ্রদ্দধান ব্যক্তি কখনও পারেন না। অতএব হে নারদ, আদৌ শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা কি তাহাই বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। নারদ বলিলেন, হে ভগবন্, আমি সেই শ্রদ্ধার বিষয়ই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

(২) কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্যোপায়-পরিত্যাগশীল ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষই শ্রদ্ধা।

বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রদ্ধার আকার এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে ; (আম্নায়সূত্র-৫৮)—

সা চ শরণাপত্তিলক্ষণা।

অর্থাৎ শরণাপত্তি-লক্ষণই শ্রদ্ধার বাহ্য লক্ষণ। শরণাপত্তি যথা—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥ হঃ ভঃ বিঃ ১১।৪১৭

অনন্যভক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই করিব এবং যাহা প্রতিকূল হয়, তাহাই বর্জ্জন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা, আর ভগবানই আমার রক্ষাকর্ত্তা, জ্ঞানযোগাদি-চেষ্টাদ্বারা আমার কিছু হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাস ; আমার চেষ্টায় আমার কোন লাভ হইতে পারে না, বা আমাকে আমি পালন করিতে পারি না, আমি তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিব, তিনি আমাকে পালন করিতেছেন, এইরূপ নির্ভরতা ; আমি কে ? আমি তাঁহার এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য, এইরূপ আত্মনিবেদন, আমি অকিঞ্চন, দীন ও হীন এইরূপ কার্পণ্য-বুদ্ধি,—এই প্রতিজ্ঞা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, আত্মনিবেদন ও দৈন্য, চিত্তে অবস্থিত হইয়া যে বৃত্তিকে উদয় করায়, তাহাই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহার উদিত হইয়াছে, তিনিই ভক্তির অধিকারী। ইহাই নিত্যমুক্ত শুদ্ধজীবদিগের স্বভাবের প্রথমাবস্থা। অতএব ইহাই জীবের নিত্যস্বভাব। অন্য প্রকার সকল স্বভাবই নৈমিত্তিক।

চু। বুঝিলাম। শ্রদ্ধা কিসে হয়, তাহা আপনি এখনও বলেন নাই। যদি সৎকর্ম্মদ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয়, তবে আমার মতই বলবান্ থাকে। কেননা, বর্ণাশ্রমোদিত সৎকর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ না করিলে শ্রদ্ধা হইতে পারে না। যবনদিগের যখন সেরূপ সৎকর্ম্ম নাই, তখন তাহারা কিরূপে ভক্তির অধিকারী হইবে ?

বৈ। সুকৃতি হইতেই শ্রদ্ধা হয় বটে, কেননা, বৃহন্নারদীয়ে এইরূপ কথিত আছে—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥ (১)

সুকৃত দুইপ্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে সুকৃতদ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তিলাভ হয়, তাহা নিত্য। যে সুকৃতদ্বারা ভুক্তি ও নির্ব্বেদমুক্তিলাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য, সেই সুকৃতই নিত্য। যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী, সেই সুকৃতই অনিত্য। ভুক্তি সমস্ত স্পষ্টই নিমিত্তাশ্রয়ী, যেহেতু উহা নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন, কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত হয়। আত্মা শুদ্ধ, নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়া-সংসর্গই তাঁহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি। বন্ধনমোচন একক্ষণে হইয়া থাকে। মোচন-কার্য্য নিত্য নয়। যেক্ষণে মোচন হইল, মুক্তির আলোচনাও তথায় শেষ হইল। নিমিত্ত-নাশই মুক্তি। অতএব ব্যতিরেকভাবে মুক্তির নৈমিত্তিকতা আছে। হরিচরণে রতির শেষ নাই। তাহা নিত্যধর্ম্ম—অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধবিচারে নৈমিত্তিক বলা যায় না। যে ভক্তি মুক্তি উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্মবিশেষ। যে ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর বর্ত্তমান থাকে, সে ভক্তি একটী পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র। মুণ্ডকে বলিয়াছেন—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম-চিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

(১) ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ (১।২।১২) (১)

কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুকৃত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়া-সঙ্গই নিত্য সুকৃত। জন্মজন্মান্তরে এই নিত্য সুকৃত যিনি করিয়াছেন, তাঁহারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক সুকৃত দ্বারা অন্যান্য ফল হয়, কিন্তু অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় না।

চু। ভক্ত-সঙ্গ ও ভক্তি-ক্রিয়া কিরূপ, তাহা স্পষ্ট বলুন, এবং সেই সেই কার্য্যই বা কোন্ প্রকার সুকৃত হইতে হয় ?

বৈ। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের সেবা ও তাঁহাদের কথা-শ্রবণ—এই সকল কার্য্যকে 'ভক্তসঙ্গ' বলি। শুদ্ধভক্তগণ নগরকীর্ত্তনাদি ভক্তিক্রিয়া করিয়া থাকেন। সেইসকল ভক্তিকার্য্যে কোন প্রকার যোগদান বা স্বয়ং কোন ভক্তিক্রিয়া করিলে ভক্তিক্রিয়া-সঙ্গ হয়। শাস্ত্রে হরিমন্দির-মার্জ্জন, তুলসীর নিকট আলোদান, হরিবাসর-পালন ইত্যাদিকে ভক্তিক্রিয়া বলিয়াছেন। সেই সব ভক্তিক্রিয়া শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত না হইলেও অর্থাৎ ঘটনাক্রমে হইলেও তদ্দ্বারা ভক্তিপোষক সুকৃত হয়। সেই সুকৃত বলবান্ হইলে সাধুসঙ্গ ও অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্ম-জন্মান্তরে উদিত হইতে পারে। 'বস্তুশক্তি' বলিয়া একটী শক্তি মানিতে হইবে। ভক্তিক্রিয়ামাত্রেরই ভক্তিপোষক শক্তি আছে। শ্রদ্ধায় করিলেত' কথাই নাই, হেলায় করিলেও সুকৃত হয় ;

(১) ব্রাহ্মণ কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ও কর্ম্মাতীত নিত্যসত্য বস্তু কর্ম্মের দ্বারা লাভ হয় না জানিয়া, কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইবেন এবং সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ-হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

যথা প্রভাসখণ্ডে—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥(১)

এইরূপ যত প্রকার ভক্তিপোষক সুকৃত আছে, তাহাই নিত্যসুকৃত। সেই সুকৃত ক্রমশঃ বলবান্ হইলে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ-লাভ হয়। কোন ব্যক্তির নৈমিত্তিক দুষ্কৃতক্রমে যবনগৃহে জন্ম হয়, অথচ নিত্যসুকৃত-বলে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

চূ। আমরা বলি, যদি ভক্তিপোষক সুকৃত বলিয়া কিছু থাকে, তাহাও অন্যপ্রকার সুকৃত হইতেই ঘটে। অন্যপ্রকার সুকৃত যবনের নাই —অতএব তাহার ভক্তিপোষক সুকৃতও সম্ভব হয় না।

বৈ। এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। নিত্যসুকৃত ও নৈমিত্তিক সুকৃত পর্ব্বভেদে পরস্পর নিরপেক্ষ—কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দুষ্কৃতিপূর্ণ ব্যাধ ঘটনাক্রমে শিবব্রতদিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়া নিত্যসুকৃতরূপ হরিভক্তি লাভ করিয়াছিল। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" (ভাঃ১২।১৩।১৬) এই বাক্যদ্বারা মহাদেবকে পরমপূজনীয় বৈষ্ণব বলিয়া জানি। তাঁহার ব্রতাচরণ করিয়া হরিভক্তি লাভ করা যায়।

চূ। আপনি কি তবে বলিতে চান যে, নিত্যসুকৃত ঘটনাক্রমে হইয়া পড়ে?

বৈ। সকলই ঘটনাক্রমে হইয়া থাকে। কর্ম্মমার্গেও তদ্রূপ। যদ্দ্বারা জীব প্রথমে কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আকস্মিকী

---

(১) এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

ঘটনা বই আর কি? যদিও মীমাংসকেরা কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন, তথাপি কর্ম্মের একটী মূল আছে। ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের মূলকর্ম্মজনক ঘটনা; তদ্রূপ নিত্যসুকৃতও আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়। শ্বেতাশ্বতর বলেন (৪।৭)—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥ (১)

ভাগবতে (১০।৫১।৫৩ ও ৩।২৫।২২)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ (২)
সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (৩)

চু। আপনাদের মতে কি আর্য্য-যবনের ভেদ নাই?

বৈ। ভেদ দুই প্রকার—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। আর্য্য ও যবনের পারমার্থিক ভেদ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক ভেদ আছে।

(১) জীব ও অন্তর্যামি পরমাত্মা একই দেহরূপ বৃক্ষে বাস করেন, জীব দেহাত্ম-ভারপ্রাপ্ত হইয়া অসামর্থ্যপ্রযুক্ত মোহিত হইয়া শোক করেন। যখন (গুরুকৃপা-বলে), অন্যভক্তগণকর্ত্তৃক সেবিত পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোকনির্ম্মুক্ত হন।

(২) হে অচ্যুত, সংসারে ভ্রাম্যমান্ জনের যখন ভগবৎকৃপায় সংসার-নাশের সময় উপস্থিত হয়, তখন সাধুসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যখন সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখনই তাহার সাধুজনপ্রাপ্য চিদচিদের ঈশ্বর তোমাতে রতি জন্মে।

(৩) কপিলদেব কহিলেন,—সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ পথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি (ভাবভক্তি) অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

চূ। আবার একটা বৈদান্তিক বাগাড়ম্বর উপস্থিত কেন করেন? আর্য্য-যবনের ব্যবহারিক ভেদ কিরূপ?

বৈ। সাংসারিক ব্যবহারকে ব্যবহার বলি। সংসারে যবন অস্পৃশ্য; অতএব ব্যবহারিকমতে যবন অস্পৃশ্য বা অব্যবহার্য্য। যবন-স্পৃষ্ট জল বা অন্নাদি অগ্রাহ্য। যবনশরীর দুর্জ্জাতিত্ববশতঃ হেয়, অতএব অস্পৃশ্য।

চূ। তবে আবার পারমার্থিকমতে কিরূপে যবন ও আর্য্য অভেদ হইতে পারে, তাহা স্পষ্ট বলুন।

বৈ। যখন শাস্ত্র বলিতেছে যে, "কুশুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" তখন যবনাদি সকল নরেরই পরমার্থলাভ-বিষয়ে সমতা আছে। যাহার নিত্য সুকৃত নাই, তাহাকেই 'দ্বিপদ পশু' বলা যায়, কেননা, কৃষ্ণনামে তাহার বিশ্বাস হয় না। সুতরাং মনুষ্যজন্ম পাইয়াও তাহার মনুষ্যত্ব নাই, অর্থাৎ তাহার পশুত্ব প্রবল। মহাভারত বলেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ (১)

নিত্যসুকৃতই বহুপুণ্য অর্থাৎ জীবপবিত্রকারী বস্তু। নৈমিত্তিক সুকৃতই অল্পপুণ্য, তদ্দ্বারা চিন্ময় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধবৈষ্ণব—এই চারিটী এ জগতের মধ্যে চিন্ময় ও চিৎপ্রকাশক।

চূড়ামণি (একটু ঈষদ্ধাস্যের সহিত)। এ আবার একটা কি কথা? এ বৈষ্ণবদের গোঁড়ামিমাত্র। ভাত, ডাল, তরকারী আবার কি করিয়া চিন্ময় হয়? আপনাদের কিছুই অসাধ্য নাই।

---

(১) অল্প সুকৃতবান্ ব্যক্তির ভগবানের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদে, প্রকট অপ্রকট ও অর্চ্চা শ্রীগোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় না।

বৈ। আপনি আর যাহা করুন, বৈষ্ণবনিন্দা করিবেন না—এইটী আমার প্রার্থনা, কেননা, বিচারস্থলে বিষয় লইয়া বিচার হইবে, বৈষ্ণব-নিন্দার প্রয়োজন কি? মহাপ্রসাদ ব্যতীত সংসারে আর অন্য গ্রাহ্য বস্তু নাই, যেহেতু উহা চিদুদ্দীপক ও জড়বিদ্রাবক। এই জন্যই ঈশোপনিষৎ বলেন (প্রথম মন্ত্র)—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥ (১)

জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবচ্ছক্তিসম্বন্ধযুক্ত। সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তিসম্বন্ধদৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না। অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীরযাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেই সকলই ভগবৎপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না, বরং চিদুন্মুখী প্রবৃত্তি কার্য্য কবিতে পায়। ইহারই নাম 'মহাপ্রসাদ'। এমন অপূর্ব্ব বস্তুতে আপনার রুচি হয় না—ইহা দুঃখের বিষয়।

চূ। ওকথা ছেড়ে দিন। এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করুন। যবনের সহিত আপনাদের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য?

বৈ। মনুষ্য যতদিন যবন থাকে, ততদিন তাহাদের প্রতি আমরা উদাসীন থাকি। যবন ছিল, কিন্তু নিত্যসুকৃত-বলে বৈষ্ণব হইয়াছে, তখন তাহাকে আর 'যবন' বলি না। শাস্ত্র বলেন (পদ্মপুরাণ ও ইতিহাসসমুচ্চয়ে)—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ (২)

---

(১) পৃথিবীতে যে কিছু নশ্বর বস্তু আছে, তৎসমুদয়েই পরমেশ্বর সত্তা ও চৈতন্য ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু যুক্তবৈরাগ্যের সহিত গ্রহণ কর; ভগবৎসম্পত্তিকে ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করিবার লালসা করিও না।

(২) ভগবদ্ভক্ত চতুর্ব্বর্ণের সর্ব্বাধম বর্ণ শূদ্র, কিংবা চতুর্ব্বর্ণবহির্ভূত ব্যাধ কিংবা

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্‌ ॥ (১)

চূ। বুঝিলাম। গৃহস্থবৈষ্ণব যবনবৈষ্ণবকে কন্যা দান ও যবন বৈষ্ণবের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন কি না?

বৈ। ব্যবহারিক বিষয়ে যবন, জগতের নিকট মরণ পর্য্যন্ত যবনই থাকেন, কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ে ভক্তিলাভের পর তাহার আর যবনতা থাকে না। দশবিধ কর্ম্ম স্মার্ত্ত-কর্ম্ম। তন্মধ্যে বিবাহ। অতএব গৃহস্থবৈষ্ণব যদি আর্য্য হন, অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ হন, তবে বিবাহক্রিয়া তাঁহার স্ববর্ণের মধ্যে করাই উচিত; কেননা, সংসারযাত্রানির্ব্বাহের জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবহার ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভক্তির অনুকূল হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্মে নির্ব্বেদ ও তত্ত্যাগের অধিকার জন্মিলেই তাহা ত্যাগ করা যাইতে পারে। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্মের সহিত সমস্ত তখন ত্যক্ত হয়। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্ম যাহার পক্ষে ভজনের প্রতিকূল, তিনি অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারেন। যবনদিগের যে সমাজ আছে, তাহা যদি ভজনপ্রতিকূল হয়, শ্রদ্ধাবান্‌ যবন সেই সমাজ ত্যাগ করিবার অধিকারী। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ত্যাগাধিকারী ও যবন-সমাজত্যাগাধিকারী, উভয়েই বৈষ্ণব হইলে আর ভেদ কি? উভয়ই ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছে।

চণ্ডালকুলোদ্ভূতই হউন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে তত্তজ্জাতি বলিয়া মনে করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে।

(১) চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ অভক্ত হইলে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু আমার ভক্ত চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হইলেও আমার প্রিয়। যাহা কিছু তাঁহাকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিতে হইবে, তাঁহারই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে এবং যেরূপ আমি (ভগবান) সর্ব্বজীবপূজ্য, তিনিও তদ্রূপ প্রণম্য।

পরমার্থে উভয়েই ভ্রাতা। গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের পক্ষে সেরূপ নয়। সমাজ ভজনের প্রতিকূল হইলেও সমাজত্যাগের সম্পূর্ণ অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভজনের অনুকূলবিষয়ের আদর যখন সরলরূপে সর্ব্বথা দৃঢ় হয়, তখন তিনি সহজেই সমাজের অপেক্ষা ত্যাগ করেন; যথা—

(ভাঃ ১১।১১।৩২)—আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥(১)

যথা, গীতায় চরম-সিদ্ধান্তে (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (২)

পুনশ্চ, ভাগবতে (৪।১৯।৪৫)—

যদা যদানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ (৩)

চু। যবন যদি প্রকৃত বৈষ্ণব হন, তবে আপনাবা তাঁহার সহিত একত্র অন্ন ভোজন ও জলপানাদি কবিতে পারেন কিনা?

বৈ। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত মহাপ্রসাদ সেবা করিতে

(১) ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ কবিয়াছি, তাহার গুণ-দোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু।

(২) সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্—আমার শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

(৩) যে কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন সেই অনুগৃহীত ব্যক্তি লোক ও বেদের প্রতি পরিনিষ্ঠিত কর্ম্মনিষ্ঠা বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।

পারেন। গৃহস্থবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সেবা করিতে পারেন না, কিন্তু বৈষ্ণবপ্রসাদ পাইতে তাঁহাদের বাধা নাই, বরং কর্ত্তব্য।

চূ। তবে কেন বৈষ্ণবদিগের দেবালয়ে যবনবৈষ্ণব স্পর্শাধিকার পায় না?

বৈ। যবনকুলোদ্ভব বৈষ্ণবকে 'যবন' বলিলে অপরাধ হয়। বৈষ্ণবমাত্রেরই কৃষ্ণসেবায় অধিকার আছে। গৃহস্থবৈষ্ণবের দেবসেবায় বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে ব্যবহারিক দোষ হয়। নিরপেক্ষ-বৈষ্ণবের বিগ্রহসেবার ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা তাহা করেন না, কেননা, শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষ-বৈষ্ণবের নিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়। তাঁহারা মানসে শ্রীরাধাবল্লভের সেবা করিয়া থাকেন।

চূ। জানিলাম; এখন বলুন, ব্রাহ্মণদিগকে আপনারা কি মনে করেন?

বৈ। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদিসম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে। তাহাতে বৈষ্ণবদিগেরও সম্মতি আছে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র এই (ভাঃ ৭।৯।৯)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণ-যুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌॥
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥(১)

চূ। শূদ্রাদির বেদপাঠের অধিকার নাই। শূদ্র বৈষ্ণব হইলে বেদ পাঠ করেন কি না?

বৈ। যে বর্ণই হউন, শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। বেদ দুইভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ সামান্যকর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদ ও তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদ। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি-প্রতি-

---

(১) ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাদক বেদে অধিকার। এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদে অধিকার। যে বর্ণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকুন, শুদ্ধবৈষ্ণব তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২১)—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।" (১)

পুনশ্চ, (বৃঃ আঃ ৩।৮।১০)—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

"অথ য এতদক্ষরং বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥" (২)

ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণসম্বন্ধে মনু (২।১৬৮) বলিয়াছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ (৩)

তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধিকার বেদে (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩) এইরূপ নিরূপিত আছে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (৪)

---

(১) বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভগবৎস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি করিবেন।

(২) হে গার্গি, এই অচ্যুতবস্তুকে না জানিয়া যিনি এই লোক হইতে চলিয়া যান, সে ব্যক্তি অত্যন্ত দীন বা শূদ্র; আর যিনি এই অচ্যুত পুরুষকে জানিয়া এই সংসার হইতে প্রস্থান করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।

(৩) যে দ্বিজ উপনয়নান্তর বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে প্রযত্ন করেন, তিনি এই জীবিতকাল মধ্যেই সবংশে অতি শীঘ্র শূদ্রত্ব লাভ করেন।

(৪) যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও গুরুভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

'পরা ভক্তি' শব্দের দ্বারা শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে চাহি না, আপনি বুঝিয়া লইবেন। সংক্ষেপ-বাক্য এই যে, যাঁহার অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি তত্ত্ব-প্রদিপাদক বেদ-অধ্যয়নের অধিকারী। যাঁহার অনন্যভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী।

চূ। আপনারা কি এইটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদে কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, আর কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না?

বৈ। ধর্ম্ম এক বই দুই নয়। তাহাব নাম নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের সোপানস্বরূপ আর যত প্রকার নৈমিত্তিক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ একাদশে (ভাঃ ১১।৪।৩) বলিয়াছেন,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ (১)

কঠোপনিষৎ (১।২।১৫ ও ১।৩।৯) বলেন—

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি *** তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি।" (২)

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি॥ (৩)

এই পর্য্যন্ত বিচার হইলে দেবী বিদ্যারত্ন ও তাঁহার সঙ্গিগণের মুখ শুষ্কপ্রায় হইল। অধ্যাপকগণ নিতান্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। বেলা প্রায় পাঁচ ঘটিকা। সকলে প্রস্তাব করিলেন,—অদ্য এই স্থলে

(১) শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব, যাহাতে মদাত্মক অর্থাৎ যাহাদ্বারা আমাতে রতি হয়, এমন ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা আমি ব্রাহ্মকল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা বাণী প্রলয়কালে কালধর্ম্মে লুপ্ত হইয়াছে।

(২) নিখিল বেদ যাঁহাকে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সংক্ষেপতঃ সেই বিষ্ণুর পদের কথা বলিতেছি।

(৩) তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ ইত্যাদি।

বিচার স্থগিত হউক। সকলেরই তাহাতে সম্মতি হইলে সভাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা একবাক্যে বৈষ্ণবদাসের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিয়া যে যাহার স্থলে গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সংসার

চণ্ডীদাস বণিক ও দময়ন্তী—চণ্ডীদাসের সস্ত্রীক শ্রীনবদ্বীপে গমন—পুত্রগণের অত্যাচার—চণ্ডীদাসের বিরাগ এবং উন্নতি—চণ্ডীদাসের সংসারতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীগোদ্রুম গমন—অনন্তদাস বাবাজীর সংসারতত্ত্ব কথনারম্ভ—সংসার ব্যাখ্যা—চিৎসংসার ও মায়িক সংসারের প্রভেদ—জগৎ মিথ্যা নয়—জীবের জগৎ সম্বন্ধে যে বিবর্ত্ত, তাহাই মিথ্যা—উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা উদ্ধার—প্রেমবিবর্ত্তে জীবের মায়ামুক্তি সম্বন্ধে উপদেশ—সাধু সংসার ও অসাধু সংসারে ভেদ—সাধুসঙ্গ ভেদ—তন্মধ্যে ভগবদ্ভক্তসঙ্গই শ্রেয়ঃ—গৃহস্থ ভক্ত—গৃহস্থ বৈষ্ণবের স্থিতি—গৃহত্যাগীর অধিকার—তাঁহাদের লক্ষণ—নিরপেক্ষ ভক্ত-লক্ষণ—ভেকবিচার—ভেকদাতা গুরুর বিচার্য্য বিষয়—আখ্‌ড়াধারী বাস্তাশী—আখ্‌ড়াধারীদিগের নামাপরাধ ও তাহা হইতে উদ্ধার—বর্ণাশ্রমযুক্ত ও বর্ণাশ্রমরহিত পুরুষের গৃহস্থভক্ত হইবার যোগ্যতা—যাঁহার ভক্তি আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ—সর্ব্ববর্ণের ভেক সম্বন্ধে শাস্ত্রবিচার—চণ্ডীদাসের জ্ঞানোদয়—চণ্ডীদাসের ভক্তিলাভ—শ্রীগোদ্রুম-মাহাত্ম্য—চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবতা।

সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম নামে একটী প্রাচীন বণিক্‌নগর ছিল। তথায় বহুকাল হইতে সহস্র সুবর্ণবণিক্ বাস করিতেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের সময় হইতে সেইসকল বণিক্ প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় হরিনাম-সংকীর্ত্তনে রত হন। চণ্ডীদাস নামক একটী বণিক্ অর্থব্যয় হইবে, এই ভয় করিয়া নাগরিক লোকের হরিকীর্ত্তনে যোগ দিতেন না। তিনি ব্যয়-কুণ্ঠতার দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী দময়ন্তীও

তাঁহার স্বভাব পাইয়া অতিথি ও বৈষ্ণবগণকে কোন আদর করিতেন না। যৌবনাবস্থাতেই সেই বণিক্‌দম্পতির চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়; কন্যাগুলিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়া পুত্রগণের জন্য বিপুল অর্থ রাখিয়াছেন। যে গৃহে বৈষ্ণব-সমাগম হয় না, তথায় শিশুগণেব দয়া-ধর্ম্ম সহজেই খর্ব্ব হয়। শিশুগুলি যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহারা স্বার্থপর হইয়া অর্থলালসায় পিতামাতাব মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। বণিক্‌দম্পতির আর অসুখেব সীমা বহিল না। ক্রমে পুত্রদিগকে বিবাহ দিলেন। বধূগুলিও যত বড় হইতে লাগিল, আপন আপন পতির স্বভাব লাভ করিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণীব মরণ কামনা করিতে লাগিল। এখন পুত্রগণ কৃতী হইয়াছে, দোকানে খরিদ বিক্রয় করে। পিতার অর্থগুলি প্রায় সকলেই ভাগ করিয়া কার্য্য করিতে লাগিল।

চণ্ডীদাস একদিন সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন,—দেখ, আমি বাল্যকাল হইতে ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাবদ্বাবা এত অর্থ তোমাদের জন্য রাখিয়াছি। কখনও নিজে ভাল আহার বা ভাল পরিচ্ছদ স্বীকার করি নাই; তোমাদের জননীও তদ্রূপ ব্যবহারে কাল কাটাইলেন। এখন আমরা প্রায় বৃদ্ধ হইলাম; তোমরা যত্নের সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে—এই তোমাদের ধর্ম্ম। কিন্তু তোমরা আমাদিগকে অযত্ন করা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত আছি। আমার কিছু গুপ্ত ধন আছে, তাহা আমি যিনি ভাল পুত্র হইবেন তাঁহাকেই দিব।

পুত্র ও পুত্রবধূগণ মৌনভাবে ঐ সব কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে একত্র হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কর্ত্তা ও গৃহিণীকে বিদেশে পাঠাইয়া গুপ্তধন অপহরণ করাই শ্রেয়ঃ। যেহেতু, কর্ত্তা অন্যায়পূর্ব্বক ঐ ধন কাহাকে দিবেন, তাহা বলা যায় না। সকলে এই স্থির করিলেন যে, কর্ত্তার শয়নঘরে ঐ ধন পোতা আছে।

হরিচরণ কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে কর্ত্তাকে এক দিবস প্রাতে কহিল,—বাবা! আপনি ও মাতা-ঠাকুরাণী একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করুন—মানবজন্ম সফল হইবে। শুনিয়াছি, কলিকালে আর কোন তীর্থই শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় শুভপ্রদ নয়। নবদ্বীপ যাইতে কষ্ট বা ব্যয় হইবে না; যদি চলিতে না পারেন, গহনার নৌকায় দুই পণ করিয়া দিলেই পৌছিয়া দিবে। আপনাদের সঙ্গে একজন বৈষ্ণবী সেথো যাইতেও ইচ্ছুক আছে।

চণ্ডীদাস স্বীয় পত্নীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় দময়ন্তী আহ্লাদিত হইলেন; দুইজন বলাবলি করিলেন,—সে দিবসের কথায় ছেলেরা শিষ্ট হইয়াছে। আমরা এত অক্ষম হই নাই যে, চলিতে পারি না। শ্রীপাট কালনা, শান্তিপুর হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিব।

দিন দেখিয়া দুই জনে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে পরদিবস অম্বিকায় উপস্থিত। তথায় একটী দোকানে রসুই করিয়া খাইতে বসিলেন, এমন সময় সপ্তগ্রামের একটী লোক কহিল যে, তোমার ছেলেরা ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া সমস্ত দ্রব্য লইয়াছে, আর তোমাদিগকে বাটী যাইতে দিবে না; তোমার গুপ্ত অর্থ সকলে বাটিয়া লইয়াছে।

এই কথা শুনিবামাত্র চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী অর্থশোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। সে দিবস আর খাওয়া দাওয়া হইল না—ক্রন্দন করিতে করিতে দিন গেল। সেথো বৈষ্ণবী বুঝাইয়া দিল যে, গৃহে আসক্তি করিও না; চল, তোমরা দুই জনে ভেক লইয়া আখড়া বাঁধ। যাহাদের জন্য এত করিলে, তাহারাই যখন এরূপ শত্রু হইল, তখন আর ঘরে যাওয়ার আবশ্যক নাই। চল, নবদ্বীপে থাকিবে; তথায় ভিক্ষা করিয়া খাও, সেও ভাল।

চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূদিগের ব্যবহার শুনিয়া, 'আর

ঘরে যাইব না, বরং প্রাণত্যাগ করিব, সেও ভাল,' এইরূপ বারবার বলিতে লাগিলেন। অবশেষে অম্বিকাগ্রামে একটী বৈষ্ণববাটীতে বাসা করিলেন। তথায় দুই চারি দিন থাকিয়া শ্রীপাট শান্তিপুর দর্শনপূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। শ্রীমায়াপুরে একটী বণিক্-কুটুম্ব ছিল, তাঁহাদের বাটীতে রহিলেন। দুই চারি দিন থাকিয়া শ্রীনবদ্বীপের সপ্তপল্লী ও গঙ্গাপার এবং কুলিয়াগ্রামের সপ্তপল্লী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূগণের প্রতি পুনরায় মায়ার উদয় হইল।

চণ্ডীদাস বলিলেন,—চল, আমরা সপ্তগ্রামে যাই; ছেলেরা কি আমাদিগকে কিছুমাত্র স্নেহ করিবে না? সেথো বৈষ্ণবী কহিল,—তোমাদের লজ্জা নাই? এবার তাহারা তোমাদিগকে প্রাণে বধ করিবে। সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ দম্পতির মনে আশঙ্কা হইল। তাহারা কহিল,—বৈষ্ণব ঠাক্রুন্, তুমি স্বস্থানে যাও, আমরা বিবেকী হইলাম। কোন ভাল লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমরা ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিব।

সেথো বৈষ্ণবী চলিয়া গেল। বণিক্দম্পতি এখন গৃহের আশা ত্যাগ করিয়া কুলিয়াগ্রামে ছ'কড়ি চট্টের পাড়ায় একখানি ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক ভদ্রলোকের নিকট ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া একখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া তথায় রহিলেন। কুলিয়াগ্রাম অপরাধভঞ্জনের পাট। তথায় বাস করিলে পূর্ব্ব অপরাধ দূর হয়,—এরূপ একটী কথা চলিয়া আসিতেছে।

একদিন চণ্ডীদাস কহিলেন, হরির মা! আর কেন? ছেলেমেয়ের কথা আর বলিও না, তাহাদিগকে আর মনেও করিও না। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপরাধ আছে, তজ্জন্যই বণিকের ঘরে জন্ম। জন্মদোষে কৃপণ হইয়া কখনও অতিথি-বৈষ্ণবের সেবা করিলাম না। এখন এখানে কিছু

অর্থ পাইলে অতিথি-সেবা করিব—আর জন্মে ভাল হইবে। একখানি মুদিখানা করিব, মানস করিয়াছি। ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে পঞ্চমুদ্রা ভিক্ষা করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। কয়েক দিবস যত্ন করিয়া চণ্ডীদাস একখানি ক্ষুদ্র দোকান করিয়া বসিলেন। প্রত্যহ কিছু লাভ হইতে লাগিল। পতি-পত্নী উদরপূর্ত্তির পর একটী করিয়া প্রতিদিন অতিথি-সেবা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা চণ্ডীদাসের জীবন ভাল হইল।

চণ্ডীদাস একটু লেখা-পড়া পূর্ব্বেই শিখিয়াছিলেন। অবসর সময়ে গুণ-রাজখান-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ দোকানে বসিযা পাঠ করেন। ন্যায়পর হইয়া বিক্রয়াদি করেন ও অতিথিসেবা করেন। এইরূপ পাঁচ ছয় মাস গত হইল। কুলিযার সকললোকেই চণ্ডীদাসের ইতিহাস জানিতে পারিয়া তাহাকে একটু শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

তথায় শ্রীযাদবদাসের স্থান। যাদবদাস গৃহস্থবৈষ্ণব। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করেন। চণ্ডীদাস কখন কখন তাহা শ্রবণ করেন। যাদবদাস ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বদা বৈষ্ণবসেবায় রত থাকেন। তাহা দেখিয়া চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী বৈষ্ণবসেবায় রুচিলাভ করিলেন।

এক দিবস চণ্ডীদাস শ্রীযাদবদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সংসার কি বস্তু? যাদবদাস বলিলেন যে, ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে অনেকগুলি তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব বাস করেন; চল, এই প্রশ্ন তথায় করিবে। আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া, অনেক প্রকার শিক্ষা লাভ করি। আজকাল ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের অপেক্ষা শ্রীগোদ্রুমে বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ। সে দিবস শ্রীযুত বৈষ্ণবদাস বাবাজীর সহিত তর্ক করিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়াছেন। তোমার যেরূপ প্রশ্ন, তাহা তথায় ভালরূপে মীমাংসিত হইবে।

অপরাহ্নে যাদবদাস ও চণ্ডীদাস গঙ্গা পার হইতেছেন। দময়ন্তী

এখন শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের কৃপণতা লঘু হইয়াছে। তিনি কহিলেন,—আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে যাইব। যাদবদাস কহিলেন, তথাকার বৈষ্ণবগণ গৃহস্থ নহেন, প্রায়ই নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী; তুমি সঙ্গে গেলে পাছে তাঁহারা অসুখী হন, আমি আশঙ্কা করি। দময়ন্তী কহিলেন,—আমি দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিব, তাঁহাদের কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিব না। আমি বৃদ্ধা—আমার প্রতি তাঁহারা কখনই ক্রুদ্ধ হইবেন না। যাদবদাস কহিলেন,—সেখানে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়ার রীতি নাই। তুমি বরং তন্নিকটস্থ কোন স্থানে বসিয়া থাকিবে, আমরা আসিবার সময় তোমাকে লইয়া আসিব।

তিন প্রহর বেলার পর তাঁহারা তিনজনে গাঙ্গ-বালুকা উত্তীর্ণ হইয়া প্রদ্যুম্নকুঞ্জের নিকট পৌঁছিলেন। দময়ন্তী কুঞ্জদ্বারে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া একটী পুরাতন বটবৃক্ষের নিকট বসিলেন। যাদবদাস ও চণ্ডীদাস কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাধবী-মালতীমণ্ডপের উপর উপবিষ্ট বৈষ্ণবমণ্ডলীকে ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন।

শ্রীপরমহংস বাবাজী বসিয়া আছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে শ্রীবৈষ্ণবদাস, লাহিড়ী মহাশয়, অনন্তদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকটে গিয়া যাদবদাস বসিলেন, চণ্ডীদাসও তৎপার্শ্বে বসিলেন।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই নূতন লোকটী কে? যাদবদাস চণ্ডীদাসের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। অনন্তদাস বাবাজী একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—হাঁ, 'সংসার' ইহাকেই বলে। যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন, তিনিই শোচ্য।

চণ্ডীদাসের মন ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতেছে। নিত্য সুকৃত করিলে অবশ্য

মঙ্গল হয়। বৈষ্ণব-সৎকার, বৈষ্ণবগ্রন্থ-পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি নিত্য সুকৃত। তাহা করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যায় ও অনন্যভক্তিতে সহজেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেদিন চণ্ডীদাস, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের কথাটী শ্রবণ করিয়া আর্দ্র-হৃদয়ে বলিলেন,—আজ আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অনুগ্রহ কবিয়া আমাকে সংসার যে কি বস্তু, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

শ্রীঅনন্তদাস। চণ্ডীদাস, তোমার প্রশ্নটী গম্ভীর; আমি ইচ্ছা করি, হয় শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়, নয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন।

শ্রীপরমহংস বাবাজী। প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীব, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ও তদুপযুক্ত উত্তরদাতা। অদ্য আমরা সকলেহ বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ করিব।

অ। আপনাদের যখন আজ্ঞা পাইলাম, তখন অবশ্যই আমি যাহা জানি, তাহা বলিব। আমি অগ্রেই ভগবৎপার্ষদ-প্রবর শ্রীল প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছি,—

জীবের দুইটী দশা স্পষ্ট দেখা যায়—মুক্ত দশা ও সংসারবদ্ধ দশা। শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত জীব, যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাহ বা কৃষ্ণকৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব, এবং তাঁহার দশাই মুক্ত দশা। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি-মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার-দশা। মায়ামুক্ত জীব চিন্ময় ও কৃষ্ণদাস্যই তাঁহার জীবন। জড়জগতে তাঁহার অবস্থিতি নয়। কোন বিশুদ্ধ চিজ্জগতে তিনি অবস্থিত। সেই চিজ্জগতের নাম গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন ইত্যাদি। মায়ামুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত।

মায়াবদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষে কৃষ্ণের

ছায়া-শক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে নিজের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গুণের তারতম্যবশতঃ বদ্ধজীবের অবস্থা বিচিত্র হইয়াছে। বিচিত্রতা বিচার করিয়া দেখুন—জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও গতির বিচিত্রতা। জীব সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক একটী নূতন রকম আমিত্ব বরণ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় 'আমি কৃষ্ণদাস' এইরূপ আমিত্বের অভিমান ছিল। এখন আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধিত, আমি অপমানিত, আমি দাতা, আমি পতি, আমি পত্নী, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি বীর ও আমি দুর্ব্বল—এইরূপ কত রকমের আমিত্ব হইয়াছে। ইহার নাম 'অহংতা'। 'মমতা' বলিয়া আর একটী ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার দ্রব্য, আমার ধন, আমার শরীর, আমার পুত্র-কন্যা, আমার পত্নী, আমার পতি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার বর্ণ ও জাতি, আমার বল, আমার রূপ, আমার গুণ, আমার বিদ্যা, আমার বৈরাগ্য, আমার জ্ঞান, আমার কর্ম্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ ইত্যাদি কত প্রকারের 'আমার' হইয়াছে। 'আমি' ও 'আমার' লইয়া যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহার নাম 'সংসার'।

যাদবদাস। বদ্ধ অবস্থায় এই 'আমি' 'আমার' দেখিতেছি। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় কি 'আমি' 'আমার' থাকে না?

অ। মুক্ত-অবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' সব চিন্ময় ও নির্দ্দোষ। কৃষ্ণ জীবকে যেরূপ করিয়াছেন, তাহারই শুদ্ধপরিচয় তথায় আছে। সেখানেও 'আমি' বহুবিধ। কৃষ্ণদাস হইলেও তথায় চিদ্রসভেদ বহুবিধ। রসের যত প্রকার চিন্ময় উপকরণ আছে, সে সকলও 'আমার'।

যা। তবে বদ্ধাবস্থায় 'আমি' 'আমার' বহুবিধ হওয়ার দোষ কি?

অ। দোষ এই যে, শুদ্ধ-অবস্থায় যাহা সত্য—আমি ও আমার, তাহাই আছে। সংসারে যত প্রকার 'আমি' ও 'আমার' আছে, তাহা আরোপিত অর্থাৎ বস্তুতঃ জীবসম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যা-পরিচায়ক; সুতরাং সংসারের সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য, অপ্রকৃত ও ক্ষণিক সুখদুঃখপ্রদ।

যা। মায়িক সংসার কি মিথ্যা?

অ। মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী।

যা। আমরা কেন এরূপ মিথ্যা-সম্বন্ধে আছি?

অ। জীব চিৎকণ। জড়জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমায় জীবের প্রথমাবস্থান। সেখানে যে সকল জীব কৃষ্ণসম্বন্ধ ভুলিলেন না, তাঁহারা চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন—নিত্যপার্ষদ হইয়া কৃষ্ণ-সেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার প্রতি ভোগবাঞ্ছা করিলেন, মায়া স্বীয় বলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিল। সেই হইতেই আমাদের সংসারদশা। সংসারদশা হইবামাত্র সত্য পরিচয় চলিয়া গেল ও 'আমি মায়ার ভোক্তা' এই অভিমানে মিথ্যা পরিচয় আসিয়া বিচিত্ররূপে আমাদিগকে বেষ্টন করিল।

যা। যদি আমরা চেষ্টা করি, তবুও কেন আমাদের সত্য স্বভাব উদিত হয় না?

অ। চেষ্টা দুই প্রকার, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত। উপযুক্ত চেষ্টা করিলে অবশ্যই মিথ্যা-অভিমান দূর হইবে। অনুপযুক্ত চেষ্টা করিলে কিরূপে সে ফল লাভ হইতে পারে?

যা। অনুপযুক্ত চেষ্টা কি কি, আজ্ঞা করুন।

অ। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করতঃ 'মায়া ছাড়িব' এই যে একটী চেষ্টা—ইহা অনুপযুক্ত। অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা সমাধিযোগে চিন্ময় হইয়া পড়িব, ইহাও অনুপযুক্ত চেষ্টা। এইরূপ নানাবিধ অনুপযুক্ত চেষ্টা আছে।

যা। ঐ সকল চেষ্টা কেন অনুপযুক্ত ?

অ। অনুপযুক্ত, যেহেতু ঐ সকল চেষ্টাদ্বারা বাঞ্ছিত ফল পাইবার অনেক ব্যাঘাত ও স্বল্প সম্ভাবনা। যাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে, তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের এ দশা দূর হইবে না এবং স্বীয় শুদ্ধদশা লাভ হইবে না।

যা। উপযুক্ত চেষ্টা কি ?

অ। সাধুসঙ্গ ও প্রপত্তি। সাধুসঙ্গ, যথা ভাগবতে (১১।২।৩০)—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥ (১)

এই সংসারদশা-প্রাপ্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল কিসে হয়, একথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি, ক্ষণার্দ্ধও যদি সৎসঙ্গ হয়, তবেই সেরূপ মঙ্গলের উদয় হয়।

প্রপত্তি ; যথা গীতা সপ্তমাধ্যায় ১৪ শ্লোকে,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী আমার দৈবী মায়া। মানব নিজ

(১) ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন অতি দুর্লভ বলিয়াই, হে নিষ্পাপ ঋষিগণ, আপনাদের নিকট পরম মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এসংসারে ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গ হইলে তাহাতে মানুষের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।

চেষ্টায় এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। অতএব মায়া পার হওয়া বড়ই কঠিন। আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন অর্থাৎ আমার শরণাগত হন, তিনিই মাত্র এই মায়া পার হইতে পারেন।

চণ্ডীদাস। ঠাকুর, আমি এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। এই টুকু মাত্র বুঝিতেছি যে, আমরা পবিত্র বস্তু ছিলাম, কৃষ্ণকে ভুলিয়া আমরা মায়ার হাতে পড়িয়াছি, তাহাতেই আমরা এজগতে আবদ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণ কৃপা হইলে আবার উদ্ধার পাইতে পারি, নতুবা এইরূপ দশাতেই থাকিব।

বা। হাঁ, তুমি এখন এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস কর। তোমার শিক্ষক যাদবদাস মহাশয় এই সব তত্ত্বকথা বুঝিতে পারিতেছেন। উঁহার নিকট ক্রমে বুঝিয়া লইবে। 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে পার্ষদপ্রধান শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন,—

"চিৎকণ—জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি—কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন॥
নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে, 'ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ'॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম" এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

ব্র। বাবাজী মহাশয়, সাধুসঙ্গ যে বলিলেন, সাধুরাও এই সংসারে বর্ত্তমান। সংসারপীড়ায় জর্জ্জরিত। তাঁহারা বা কি করিয়া অন্য জীবকে উদ্ধার করিবেন?

অ। সাধুরাও এই সংসারে বর্ত্তমান বটে, কিন্তু সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধকর জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে। সংসার দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ। সাধুগণ চিরদিন জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া, সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়। যে সমস্ত জীব মায়া কবলিত—তাহারা দুইভাগে বিভক্ত। কতকগুলি মায়ার ক্ষুদ্র সুখে মত্ত হইয়া সংসারকে বড়ই আদর করে, কতকগুলি মায়াতে সুখ না পাইয়া অধিক সুখের আশায় বিবেক অবলম্বন করে।

সুতরাং সংসারী লোক দুই প্রকার,—বিবেক-শূন্য ও বিবেক-যুক্ত। কেহ কেহ তাহাদিগকে বিষয়ী ও মুমুক্ষু বলেন। এস্থলে মুমুক্ষু শব্দে—নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝিতে হইবে না। যিনি সংসার-জ্বালায় জ্বলিত হইয়া নিজ-তত্ত্ব অন্বেষণ করেন, তাঁহাকেই বেদশাস্ত্রে 'মুমুক্ষু' বলেন। মুমুক্ষু লোকের মুমুক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভজনই শুদ্ধভক্তি। মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তিবাঞ্ছা। মুক্তিত্যাগকে বিধান করেন নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব-জ্ঞান উদিত হইলেই তিনি মুক্ত হইলেন। যথা ভাগবতে,—(৬।১৪।৩-৫)

"রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

বালুকণকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্য মঙ্গল অন্বেষণ করেন। অধিকাংশই বিষয়ী, জড়ীভূত ও সামান্য ইন্দ্রিয়সুখাদিতে মত্ত। যে সকল লোক শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু অর্থাৎ জড়াতীত অবস্থার প্রয়াসী। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটি কোটি সিদ্ধমুক্তদিগের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা-নারায়ণ ভক্ত হন। অতএব নারায়ণ-ভক্ত সুদুর্ল্লভ। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত তদপেক্ষা দুর্ল্লভ। মুমুক্ষা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তের দেহ থাকা পর্য্যন্ত সংসারে যে অবস্থিতি, তাহা বিষয়ীর অবস্থিতি হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্। কৃষ্ণভক্তের অবস্থিতি দুই প্রকার।

যা। আপনি বিবেকী লোকদিগের চারিটী অবস্থা বলিলেন। তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ অবস্থায় স্থিতব্যক্তির সঙ্গকে সাধুসঙ্গ বলে?

অ। বিবেকী, মুমুক্ষু, মুক্ত বা সিদ্ধ ও ভক্ত—এই চারিটী বিবেকের অবস্থা। তন্মধ্যে বিবেকী ও মুমুক্ষুদিগের সহিত বিষয়ীর সঙ্গ ভাল। মুক্তদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়,—চিদ্রসাগ্রহী মুক্ত ও নির্ভেদ মায়াবাদী মুক্তাভিমানী। চিদ্রসাগ্রহিমুক্ত-সঙ্গ শ্রেয়স্কর। নির্ভেদ মায়াবাদী অপরাধী, তাহার সঙ্গ সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ। দশমে এইরূপ কথিত আছে,—(ভা ১০।২।৩২)

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"(১)

চতুর্থ ভগবদ্ভক্ত দুই প্রকার, ভগবদ্ভক্ত ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ মাধুর্য্যপর ভগবদ্ভক্তকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিরস হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

যা। আপনি বলিলেন, ভক্তের দুই প্রকার অবস্থিতি। একটু স্পষ্ট করিয়া তাহা বর্ণন করিলে আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধিব্যক্তিগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে।

অ। অবস্থিতিভেদে ভক্ত দুই প্রকার, গৃহস্থভক্ত ও গৃহত্যাগীভক্ত।

যা। গৃহস্থভক্তদিগের কিরূপ সংসারসম্বন্ধ, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

অ। গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায়, তাহাই গৃহশব্দবাচ্য। সেই

---

(১) হে অরবিন্দাক্ষ, 'যাহারা বিমুক্ত হইয়াছি'—এই অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অনাদর করতঃ তাহারা অধঃপতিত হয়।

অবস্থায় যে ভক্ত থাকেন, তিনি গৃহস্থভক্ত। মায়াবদ্ধ জীব স্বীয় জড়-দেহের পঞ্চ জ্ঞান-দ্বার দিয়া জড় বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষু দ্বারা আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন। নাসিকা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করেন. ত্বক্ বা চর্ম্ম দ্বারা স্পর্শ করেন। জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হন, ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে দূরে যান। ইহার নাম বহির্ম্মুখ সংসার। এই সংসারে যাহারা মত্ত তাহাদিগকে বিষয়ী বলে। ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, কৃষ্ণদাসী। পুত্র-কন্যা সকল কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা। তাঁহার চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে। তাঁহার কর্ণ হরিকথা ও সাধুজীবন শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তাঁহার নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধ সকল গ্রহণ করিয়া আনন্দভোগ করেন। তাঁহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণনৈবেদ্য আস্বাদন করিতে থাকেন। তাঁহার চর্ম্ম ভক্তাঙ্ঘ্রি স্পর্শসুখ লাভ করেন। তাঁহার আশা, ক্রিয়া, বাঞ্ছা, আতিথ্য, দেবসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাঁহার সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া', 'কৃষ্ণনাম' ও 'বৈষ্ণব-সেবন' এই মহোৎসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয়-ভোগ কেবল গৃহস্থ ভক্তেরই সম্ভব। কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থবৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তিসমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থবৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন। প্রভু-সন্তানগণ যেস্থলে শুদ্ধ বৈষ্ণব আছেন, সে স্থলে তাঁহারা—গৃহস্থভক্ত, অতএব তাঁহাদের সঙ্গ—জীবের বিশেষ শ্রেয়স্কর।

যা। গৃহস্থবৈষ্ণবগণকে স্মার্ত্তদিগের অধীনে থাকিতে হয়, নতুবা সমাজে তাঁহাদের ক্লেশ হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপে শুদ্ধভক্তি থাকিতে পারে?

অ। কন্যা-পুত্রের বিবাহ ও পিতৃলোকের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও অন্যান্য কয়েকটী কর্ম্মে অবশ্য তাঁহাদের সম্বন্ধ থাকে। কাম্য কর্ম্ম তাঁহাদের করার প্রয়োজন নাই। দেখুন, দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সকলকেই পরাধীন হইতে হয়। যাঁহারা নিরপেক্ষ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও পরাধীন। পীড়িত হইলে ঔষধ সেবন, ক্ষুধিত হইলে আহার্য্য সংগ্রহ ও শীতনিবারণের জন্য বস্ত্র-সংগ্রহ, রৌদ্র-বর্ষাদির জন্য গৃহকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত দেহির প্রয়োজন ও অপেক্ষা আছে। নিরপেক্ষ হওয়া কেবল অপেক্ষাকে সঙ্কোচ করা মাত্র। বস্তুতঃ দেহ থাকিতে নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। যতদূর নিরপেক্ষ হওয়া যায়, ততদূরই ভাল ও ভক্তিপোষক হয়। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কর্ম্মকে কৃষ্ণসম্বন্ধ করিয়া দিলেই তাহার দোষ যায়। যথা, বিবাহে সন্তান-কামনা বা প্রজাপতির উপাসনা না করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসা-সংগ্রহ ও কৃষ্ণসংসার পত্তন করিতেছি—এই সংকল্পে ভক্তির অনুকূল হয়। বিষয়ী আত্মীয় লোক ও পুরোহিতাদি যাহাই বলুন, নিজের সংকল্পেই নিজের ফল। শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্ব্বক সেই প্রসাদ-পিণ্ড পিতৃলোককে দান করা ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত স্মার্ত্ত ক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব গেল। শুদ্ধভক্তির অনুগত বৈধকর্ম্ম করিলে ভক্তির কিছুই প্রতিকূলতা হয় না। ব্যবহারে ব্যবহারিক ক্রিয়া অনাসক্ত ও বিরক্ত ভাবে কর। পরমার্থে পারমার্থিক ক্রিয়া ভক্তগণের সহিত কর। তাহা হইলেই কোন দোষ নাই। দেখুন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ পার্ষদগণই গৃহস্থভক্ত। অনাদিকাল হইতে ভক্ত রাজর্ষি দেবর্ষি অনেকেই গৃহস্থভক্ত। ধ্রুব-প্রহ্লাদ-পাণ্ডবাদি সকলেই গৃহস্থভক্ত। গৃহস্থভক্তকে জগতের পূজনীয় বলিয়া জানিবেন।

যা। যদি গৃহস্থভক্ত এত পূজনীয় হন এবং সকল প্রেমের অধিকারী হন, তবে কেন কোন কোন ভক্ত গৃহত্যাগী হন?

অ। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগি-বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। জগতে তাঁহাদের সংখ্যা স্বল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।

যা। কি হইলে গৃহত্যাগী হইবার অধিকার জন্মে, তাহা বলুন।

অ। মানবের দুইটী প্রবৃত্তি—বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি ও অন্তর্ম্মুখ-প্রবৃত্তি। বৈদিক ভাষায় তাহাদিগকে পরাক্ ও প্রত্যক্ বৃত্তি বলে। শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা আপনার স্বরূপ ভুলিয়া লিঙ্গদেহ মনকে আত্মা বলিয়া অভিমান করেন এবং মন হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বার অবলম্বনপূর্ব্বক বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হন। ইহার নাম বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি। জড়বিষয় হইতে মনে ও মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তিস্রোত পুনরায় বহিতে থাকে, তখন অন্তর্ম্মুখ-প্রবৃত্তি হয়। যে পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি প্রবল, সে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্পকালের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।

যা। গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার লক্ষণ কি?

অ। আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থ ব্যবহারে তুচ্ছ জ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ-জন্য অভাবকালে যত্ন, কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি, বহির্ম্মুখ সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞান, মান-অপমানে সম বুদ্ধি,

বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা, জীবনে-মরণে রাগদ্বেষরাহিত্য। শাস্ত্রে তাঁহাদের লক্ষণ এইরূপ কহিয়াছেন ;—(১)

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (ভা ১১ ২।৪৫)
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥ (ভা ৩।২৫।২২)
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ (২)
(ভা ১১।২।৫৫)

এই লক্ষণ সকল যে গৃহস্থভক্তের উপস্থিত হয়, তিনি আর কর্ম্মক্ষম থাকেন না ; সুতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল। জন্মের মধ্যে যদি কখনও এরূপ একটী ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য।

যা। আজকাল দেখিতেছি, কেহ কেহ স্বল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন, গ্রহণ করিয়া একটী আখ্ড়া করিয়া দেব-সেবা

(১) যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মারূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দর্শন করেন। আত্মার আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত-ভূতকে দেখিতে পান।

কপিলদেব সাধুর স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন,—সাধুগণ ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্য দেবতার প্রতি আসক্ত না হইয়া একমাত্র আমার ভগবৎস্বরূপে অনন্যভাবে দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকেন এবং আমার জন্য যাবতীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কর্ম্ম এবং স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়া থাকেন।

(২) অবশভাবে যে কোনও রূপে হউক, নিরপরাধে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র জীবের নিখিল পাপ বিদূরিত হয়, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম যিনি প্রেমডোরে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই ভাগবত-প্রধান বলিয়া উক্ত হন।

করেন। ক্রমশঃ তাঁহার যোষিৎসঙ্গ দোষ হইয়া পড়ে। তথাপি হরিনামাদি ছাড়েন না। বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষা করিয়া আখ্ড়া নির্ব্বাহ করেন। ইঁহারা কি নিরপেক্ষ না গৃহস্থ ভক্ত?

অ। তুমি অনেকগুলি কথা একত্র জিজ্ঞাসা করিলে। আমি এক একটী কথার উত্তর দিতে পারি। অল্প বয়স বা অধিক বয়সের কথা নয়। পূর্ব্বসংস্কার ও আধুনিক সংস্কারবলে কোন গৃহস্থভক্তের গৃহত্যাগাধিকার অল্প বয়সেই হয়। শুকদেব জন্মমাত্র সেই অধিকার পাইয়াছিলেন। কেবল এইটী দেখা কর্ত্তব্য যে, অধিকার কৃত্রিম না হয়। যথার্থ নিরপেক্ষতা জন্মিলে স্বল্প বয়সে কোন ব্যাঘাত হয় না।

যা। যথার্থ নিরপেক্ষতা ও কৃত্রিম নিরপেক্ষতা কিরূপ?

অ। যথার্থ নিরপেক্ষতা দৃঢ়; আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। কৃত্রিম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আশা, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ পায়। 'নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি-ভক্তের সম্মান পাইব'—এই আশায় কৃত্রিম অধিকার কেহ কেহ প্রকাশ করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গল-জনক। গৃহত্যাগ করিবামাত্র অধিকার-লক্ষণ আর দৃষ্ট হয় না। তখন দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

যা। গৃহত্যাগী ভক্তকে কি ভেক লইতে হয়?

অ। দৃঢ়রূপে গৃহস্পৃহা দূর হইলে বনেই থাকুন বা গৃহমধ্যেই থাকুন, নিরপেক্ষ অকিঞ্চন ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রমলিঙ্গদ্বারা পরিচিত হইবার জন্য কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ করেন। কৌপীন ও কন্থা গ্রহণসময়ে কতকগুলি গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবকে সাক্ষী করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করেন। ইহারই নাম ভিক্ষাশ্রম প্রবেশ বা তদুচিত বেশধারণব্যাপার। ভেক লওয়া যদি ইহাকেই বল তাহা হইলে দোষ কি?

অ। জগতে ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া পরিচিত হইলে আর আত্মীয় পরিবারগণ সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়িয়া দিবে এবং নিজেও আর গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না। সহজ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত লোকাশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইবে। পারমার্থিক-নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি-ভক্তের জন্য বেষাশ্রয় কোন কার্য্যের না হউক, কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে বেষাশ্রয় একটু কার্য্য করে। 'স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্' (ভা ৪।২৯।৪৫)—এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেষাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রয়োজন।

যা। কাহার নিকট বেষাশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে?

অ। গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবের নিকট বেষাশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ-ভক্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই, এই জন্য কাহাকেও বেষাশ্রয় দিবেন না। কেননা, শাস্ত্রে লিখিত আছে;—

'অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ।' (ব্রহ্মবৈবর্ত্তে) (১)

যা। যিনি ভেক বা বেষাশ্রয় অর্পণ করিবেন, সেই গুরুদেবের কি কি বিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য?

অ। আদৌ গুরুদেব দেখিবেন যে শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কি না? গৃহস্থ ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্মস্বভাব লাভ করিয়াছেন কি না? স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্য হইয়াছেন কি না? অর্থ-পিপাসা ও ভাল খাওয়াপরার বাঞ্ছা নির্ম্মূল হইয়াছে কি না? কিছু দিন শিষ্যকে নিজের নিকট রাখিয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন, তখন ভিক্ষাশ্রমের বেষ দিবেন। তৎপূর্ব্বে কোন প্রকারেই দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে ভেক দিলে গুরু অবশ্য পতিত হইবেন।

(১) স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলে তাহা জগতের উৎপাতের হেতু হইয়া থাকে।

যা। এখন দেখিতেছি, ভেক লওয়া মুখের কথা নয়। বড় কঠিন কথা। ইহাকে অনুপযুক্ত গুরু সকল ব্যবহারিক করিয়া ফেলিতেছেন। এখন আবন্ত হইয়াছে। শেষে কি হয় বলা যায় না।

অ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পদ্ধতিকে পবিত্র রাখিবার জন্য অতি স্বল্প দোষী ছোট হরিদাসকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা আমার প্রভুর অনুগত, তাঁহারা সর্ব্বদা হরিদাসের দণ্ড স্মরণ করিবেন।

যা। ভেক লইয়া আখ্ড়া বাঁধা ও দেবসেবা করা কি উচিত পদ্ধতি?

অ। না উপযুক্ত পাত্র ভিক্ষাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন। আখ্ড়া আদি আড়ম্বর করিবেন না। কোন স্থলে কোন নিভৃত কুটীরে বা গৃহস্থের দেবালয়ে থাকিবেন। অর্থ দ্বারা যাহা হয় তাহা করিবেন না। নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করিবেন।

যা। যাঁহারা আখ্ড়া বাঁধিয়া গৃহস্থের ন্যায় আছেন, তাঁহাদিগকে কি বলা যায়?

অ। বান্তাশী বলা যায়। একবার যাহা বমন করিয়া ফেলিলেন, আবার তাহা ভক্ষণ করিলেন।

যা। তিনি কি আর বৈষ্ণব থাকেন না?

অ। তাঁহার ব্যবহার যখন অবৈধ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরোধী তখন আর কেন তাঁহার সঙ্গ করিব? তিনি শুদ্ধভক্তি ত্যাগ করিয়া শাঠ্য অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সহিত আর বৈষ্ণবের সম্বন্ধ কি?

যা। তিনি যখন হরিনাম ত্যাগ করেন নাই তখন কিরূপে বৈষ্ণবতা ছাড়িয়াছেন বলিলেন?

অ। হরিনাম ও নামাপরাধ পৃথক্ বস্তু। নামের বলে যেখানে পাপ দেখিবে, সেখানে নামাপরাধ। নামাপরাধ হইতে অতিশয় দূরে পলায়ন করিবে।

যা। তাঁহার সংসারকে কি কৃষ্ণ-সংসার বলিব না ?

অ। কখনই নয়। কৃষ্ণসংসারে শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্ত্তমান ;—সেখানে অপরাধ নাই।

যা। তবে বুঝি তিনি গৃহস্থভক্ত হইতে হন ?

অ। ভক্তই যখন নন, তখন কোন ভক্তের সহিত তাঁহার তারতম্য বিচার নাই।

যা। তাঁহার উদ্ধার কিসে হইবে ?

অ। যখন তিনি ঐ সকল অপরাধ ছাড়িয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিবেন, তখন তিনি আবার ভক্তমধ্যে গণ্য হইবেন।

যা। বাবাজী মহাশয়, গৃহস্থ ভক্তগণ বর্ণাশ্রম আশ্রয়ে থাকেন ; বর্ণাশ্রম ছাড়িয়া কি গৃহস্থ বৈষ্ণব হইতে পারে না ?

অ। আহা ! বৈষ্ণবধর্ম্ম বড় উদার। ইহার এক নাম জৈব-ধর্ম্ম, সকল মানবেরই বৈষ্ণব ধর্ম্মে অধিকার আছে। অন্ত্যজ মানবগণও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ থাকিতে পারেন। তাঁহাদের বর্ণাশ্রম নাই। আবার বর্ণাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ পরে সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া গৃহস্থভক্ত হইতে পারেন। তাঁহাদেরও কোন বর্ণাশ্রম বিধি নাই। অপকর্ম্মের জন্য যাঁহাদের বর্ণাশ্রম গিয়াছে, তাঁহারা এবং তাঁহাদের সন্তানগণ যদি সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করতঃ গৃহস্থভক্ত হন, তাঁহাদেরও বর্ণাশ্রম নাই। অতএব গৃহস্থভক্তগণ দুই প্রকার—বর্ণাশ্রমধর্ম্মযুক্ত ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বর্জ্জিত।

যা। এই দুইয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

অ। যাঁহার অধিক ভক্তি, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তিহীন হইলে ব্যবহারিক মতে দুই জনের মধ্যে বর্ণাশ্রমী শ্রেষ্ঠ যেহেতু তাঁহার ধর্ম্ম আছে, অপরটী অন্ত্যজ। পরমার্থের উভয়েই অধম, যেহেতু ভক্তিহীন।

যা। গৃহস্থ থাকিয়া গৃহত্যাগির বেশগ্রহণে কাহারো কি অধিকার আছে ?

অ। না, তাহা করিলে আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনা এই দুইটী দোষ হয়। গৃহস্থের কৌপীনাদি ধারণ করা কেবল গৃহত্যাগি-বেষাশ্রয়ী ব্যক্তিকে পরিহাস ও অপমান করা মাত্র।

যা। বাবাজী মহাশয়, ভেক গ্রহণের কোন শাস্ত্রপদ্ধতি আছে কি ?

অ। স্পষ্ট নাই। সর্ব্ববর্ণ হইতে মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্রমতে দ্বিজ ব্যতীত কেহই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।৩৫ শ্লোকে) সর্ব্ববর্ণের লক্ষণ বলিয়া শেষে নারদ বলিয়াছেন যে, –

'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ (১)

অর্থাৎ যাহার যে লক্ষণ বলিলাম, সেই লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে। এই বিধিবাক্যবলে অপর বর্ণজাত পুরুষকে ব্রহ্মলক্ষণযুক্ত দেখিয়া সন্ন্যাস দেওয়ার প্রথা হইয়াছে। তাহা যদি যথাযথ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রসম্মত অবশ্য বলিতে হইবে। এই কার্য্য কেবল পারমার্থিক বিষয়ে বলবান্। ব্যবহারিক বিষয়ে বলবান্ নয়।

যা। চণ্ডীদাস, তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছলে তাহার উত্তর পাইয়াছ।

চ। যে সকল উপদেশ-বাক্য পরম পূজনীয় বাবাজী মহাশয়ের মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, তাহা হইতে আমি এই কথাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি।

---

(১) শমদমাদি গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-নিরূপণই মুখ্য। কেবল শৌক্র জাতির দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ মুখ্য নহে। যে বর্ণের যে যে লক্ষণ বলা হইল, তাহা যদি অন্য জাতিতে বা বর্ণান্তরেও দেখা যায়, তবে সেই বর্ণান্তরকে সেই লক্ষণনিমিত্তবর্ণেই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিবে। —শ্রীধরটীকা।

জীব যে নিত্য কৃষ্ণদাস, তাহা ভুলিয়া মায়িক শরীর আশ্রয় করতঃ মায়ার গুণে জড়বস্তুতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন। আপন কর্ম্মফল-ভোগ-জন্য জন্মজরামরণ-মালা গলায় পরিয়াছেন। কখন উচ্চ, কখন নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন নূতন অভিমানে নানা অবস্থায় নীত হইতেছেন। ক্ষণভঙ্গুর শরীরে ক্ষুৎপিপাসাদি দ্বারা কার্য্যে চালিত হইতেছেন। সংসারে দ্রব্যের অভাবে নানাপ্রকার কষ্টে পড়িতেছেন। নানাবিধপীড়া আসিয়া শরীরকে জর্জ্জরিত করিতেছে। গৃহে স্ত্রী-পুত্রের সহিত কলহ করিয়া কখন কখন আত্মহত্যা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন। অর্থলোভে কতপ্রকার পাপাচরণ করিতেছেন। রাজদণ্ড, লোকের নিকট অপমান ও নানাবিধ কারক্লেশ ভোগ করিতেছেন। আত্মীয়-বিয়োগ, ধননাশ, তস্কর দ্বারা অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের কারণ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। বৃদ্ধ হইলে আত্মীয়গণ যত্ন করে না, তাহাতে কতই দুঃখ হয়। শ্লেষ্মা পীড়া, বাত, ব্যথা ইত্যাদি দ্বারা বৃদ্ধ শরীর কেবল দুঃখের কারণ হয়। মরণ হইলে পুনরায় জঠর-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তথাপি শরীর থাকা পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহারা প্রবল হইয়া বিবেককে স্থান দেয় না। ইহাই সংসার। আমি এখন সংসার শব্দের অর্থ বুঝিলাম। আমি বাবাজী মহাশয়দিগকে বারংবার দণ্ডবৎপ্রণাম করি। বৈষ্ণবই জগতের গুরু। আজ বৈষ্ণব-কৃপায় আমি এই সংসারজ্ঞান লাভ করিলাম।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের সাধু উপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্রত্য আর সমস্ত বৈষ্ণবগণ সাধুবাদ ও হরিধ্বনি করিলেন। ক্রমশঃ অনেক বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত হইলে, লাহিড়ী মহাশয়ের নিজকৃত এই পদটী গীত হইতে লাগিল।

'এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি, হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ ॥

বিষয় অনলে, জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি, লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়য়ে জল ॥
নিতাই চৈতন্য, চরণকমলে, আশ্রয় লইল যেই।
কালিদাস বলে, জীবনে মরণে, আমার আশ্রয় সেই ॥

এই কীর্ত্তনে চণ্ডীদাস বড়ই আনন্দের সহিত নৃত্য করিলেন। বাবাজী-দিগের চরণরেণু লইয়া পরম আনন্দে গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন,—চণ্ডীদাস বড় ভাগ্যবান্।

কতক্ষণ পরে যাদবদাস বাবাজী বলিলেন,—চল চণ্ডীদাস, আমরা পার হই। চণ্ডীদাস রহস্য করিয়া বলিলেন,—আপনি পার করিলে আমি পার হইব। দুইজনে প্রদ্যুম্ন কুঞ্জকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া বাহির হইলেন। দেখেন যে দময়ন্তী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন 'আহা! কেন স্ত্রীজন্ম পাইয়াছিলাম। আমি যদি পুরুষ জন্ম পাইতাম, অনায়াসে এই কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহান্তবর্গকে দর্শন করিয়া ও পদধূলি লইয়া চরিতার্থ হইতাম। জন্মে জন্মে যেন আমি এই শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণব-দিগের কিঙ্কর হইয়া দিন যাপন করি।

যাদবদাস কহিলেন, ওগো! এই গোদ্রুমধাম অতিশয় পুণ্যভূমি। এখানে আসিবামাত্র জীবের শুদ্ধভক্তি হয়। এই গোদ্রুম আমাদের জীবনেশ্বর শচীনন্দনের ক্রীড়াস্থান—গোপপল্লী। তত্ত্ব জানিয়াই স্বরস্বতী ঠাকুর এইরূপ প্রার্থনা লিখিয়াছেন; (শ্রীনবদ্বীপশতক ৩৬)—

ন লোক বেদোদিতমার্গভেদৈঃ আবিশ্য সংক্লিশ্যতে রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য গৌরে শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম্ ॥ (১)

(১) ওহে মূর্খ জীব, তুমি লোক বেদাশ্রয়ে।
আচরি বহুল ধর্ম্ম আছ ক্লিষ্ট হ'য়ে।
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত।
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটী করহ বিহিত ॥ (ঠাকুরের অনুবাদ)

তখন তিন জনে ক্রমে ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া কুলিয়া গ্রামে পৌঁছিলেন। সেইদিন হইতে চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী দময়ন্তী উভয়ই একপ্রকার আশ্চর্য্য বৈষ্ণব-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমত বোধ হইল যে, মায়িক সংসার তাঁহাদিগকে আর স্পর্শ করিতেছে না। বৈষ্ণবসেবা, সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম, সর্ব্বজীবে দয়া তাঁহাদের ভূষণ হইয়া পড়িল। ধন্য বণিক্দম্পতি! ধন্য বৈষ্ণবপ্রসাদ! ধন্য হরিনাম! ধন্য শ্রীনবদ্বীপ ভূমি !!!

অষ্টম অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও ব্যবহার

বড়গাছীর বৈষ্ণবের বৈষ্ণব-ব্যবহার জিজ্ঞাসা—কৃষ্ণোন্মুখ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ—দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণ—দ্বিপাদ পশুলক্ষণ—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্তভেদে ব্যবহার-বিচার আরম্ভ—অর্চ্চা পূজককে কি কারণে বৈষ্ণব বলা যায়—কনিষ্ঠ ভক্ত ও মধ্যম ভক্তের ব্যবহার-নিরূপণ—কনিষ্ঠ কখন মধ্যম ভক্ত হন—নামাশ্রয়ী বৈষ্ণব সেবাযোগ্য মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী—মধ্যমের ব্যবহার—বালিশ কে—কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ও মায়াবাদির ভেদ—বালিশের প্রতি কিরূপ কৃপা করা উচিত—দ্বেষী কতপ্রকার—তাহাদের প্রতি কিরূপ উপেক্ষা করা আবশ্যক—অধিকার চেষ্টা—মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষার তারতম্য বিচার—উত্তম বৈষ্ণবের লক্ষণ—মধ্যম বৈষ্ণবের কেবল বৈষ্ণব-সেবাধিকার—নিত্যানন্দ দাসের নিজ-পরিচয়-বিচার হইতেই তাহার মধ্যমাধিকারত্ব-নির্ণয়—প্রতিষ্ঠাশার দৌরাত্ম্য—কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের মুখ্য ও গৌণ লক্ষণ—নিগুণভজনাশ্রয় হইতে মধ্যমাধিকার প্রবৃত্তি—সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত তাহার অসদ্ভাব—শুদ্ধভক্তির ক্রম—কনিষ্ঠ ভক্তদিগের উন্নতিক্রম—কনিষ্ঠভক্তের উন্নতির বাধা কি—কনিষ্ঠাধিকারির উন্নতি পরিমাণ—মধ্যমাধিকারির মুখ্য-লক্ষণ ও গৌণলক্ষণ—উত্তমাধিকারেগৌণ লক্ষণ—গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী—মহোৎসবও জাতি-বৈষ্ণব বিচার—বৈষ্ণব-সন্তান—পরের প্রতি সম্মানের তারতম্য—ভক্তির অন্তর্গত দৈন্য ও দয়া—সত্য, দৈন্য, দয়া ও ক্ষমা ভক্তির অন্তর্গত ভাব—অন্যধর্ম্মের প্রতি ব্যবহার—বৈষ্ণব মাত্রেরই প্রচার কর্ত্তব্য।

এক দিবস শ্রীগোদ্রুমস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীগোরাহ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে উপবনবাসী বৈষ্ণবদের নিভৃতকুঞ্জে প্রসাদ পাইয়া অপরাহ্ণে বসিয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয় এই গীতটী গাইয়া বৈষ্ণবদের ব্রজভাবের উদয় করাইতেছিলেন—

"(গৌর) কত লীলা করিলে এখানে।
অদ্বৈতাদি ভক্তসঙ্গে　　নাচিলে এ বনে রঙ্গে,
কালীয়দমন-সংকীর্ত্তনে।
এই হ্রদ হৈতে প্রভু,　　নিস্তারিলে নক্র কভু,
কৃষ্ণ যেন কালীয়দমনে॥"

এই গীতের অবসানে বৈষ্ণবগণ গৌরলীলা-কৃষ্ণলীলার ঐক্য আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় বড়গাছী হইতে দুই চারিটী বৈষ্ণব আসিয়া প্রথমে গোরাহ্রদকে, পরে বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি আদর করিয়া বসাইলেন। নিভৃতকুঞ্জে একটী পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। বৈষ্ণবগণ সে বৃক্ষের মূলে পাকা করিয়া একটী গোল চবুতরা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সকলে আদর করিয়া ঐ বটগাছটীকে 'নিতাই-বট' বলিতেন। প্রভু নিত্যানন্দ সেই বটতলায় বসিতে বড় ভাল বাসিতেন।

বৈষ্ণবগণ 'নিতাই-বটের তলে বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। বড়গাছী হইতে সমাগত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী স্বল্পবয়স্ক জিজ্ঞাসু বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সহসা বলিলেন,—আমি একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, আপনার কেহ তাহার উত্তর দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

নিভৃতকুঞ্জের হরিদাস বাবাজী মহাশয় বড় গম্ভীর পণ্ডিত। তিনি প্রায় কোন স্থলে যান না। তাঁহার বয়স প্রায় একশত বৎসর। কখন কদাচ প্রদ্যুম্নকুঞ্জে গিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসেন। তিনি

প্রভু নিত্যানন্দকে ঐ বটতলে বসিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, ঐ স্থলে তাঁহার নির্য্যাণ হয়। তিনি বলিলেন,—বাবা! পরমহংস বাবাজীর সভা যখন এখানে বসিয়াছে, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তরের ভাবনা কি?

বড়গাছীর বৈষ্ণবটী প্রশ্ন করিতেছেন,—বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম; যিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় করিবেন, তাঁহার অন্যের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে বাসনা করি।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—'ওহে বৈষ্ণবদাস, তোমার ন্যায় পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণব আজকাল বঙ্গভূমিতে নাই; তুমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর। তুমি শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর সঙ্গ করিয়াছ এবং পরমহংস বাবাজীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ। তুমি পরম সৌভাগ্যবান্ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র।

বৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন,—মহোদয়, আপনি সাক্ষাৎ বলদেবাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়াছেন এবং অনেক মহাজনদিগের সঙ্গে বহু জনকে শিক্ষা দিয়াছেন, আজ আমাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া কৃপা করুন। আর সমস্ত বৈষ্ণব সে সময়ে শ্রীহরিদাস বাবাজী মহাশয়কে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষ প্রার্থনা করায়, বাবাজী মহাশয় অগত্যা সম্মত হইলেন। বাবাজী মহাশয় বটবৃক্ষতলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"জগতে জীব আছেন, সকলকেই আমি 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া প্রণাম করি। (চৈঃ চঃ আদি ৬।৮৩)—কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস—এই সাধুবাক্য আমার শিরোধার্য্য। যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসিদ্ধ দাস, তথাপি যাঁহারা অজ্ঞানবশতঃ বা ভ্রমবশতঃ তাঁহার দাস্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা একদল এবং যাঁহারা সেই দাস্য স্বীকার

করেন, তাঁহারা আর একদল; সুতরাং জগতে দুই প্রকার লোক অর্থাৎ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণোন্মুখ। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ লোকই সংসারে অধিক। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম স্বীকার করেন না; তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা না বলা সমান; তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচার নাই। স্বার্থ-সুখই তাহাদের সর্ব্বস্ব। যাহারা ধর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বিচার আছে। তাঁহাদের জন্য বৈষ্ণবপ্রবর মনু লিখিয়াছেন (৬।৯২)-

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা-সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ (১)

ইহার মধ্যে ধৃতি, দম, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী ও বিদ্যা—এই ছয়টী নিজের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। ক্ষমা, অস্তেয়, সত্য ও অক্রোধ—এই চারিটী পরের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। হরি-ভজন এই দশটী লক্ষণের মধ্যে কোনটীতেই স্পষ্ট নাই। এই দশবিধ ধর্ম্ম সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া থাকিলেই যে, মানবজীবন সম্পূর্ণ মঙ্গলময় হইল, তাহা বলা যায় না, যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে॥ (২)

(১) ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (অপরে অপকার করিলেও তাহার প্রত্যপকার না করা), দম (বিকারহেতু থাকা সত্ত্বেও মনের অবিকৃত অবস্থা), অস্তেয় (অন্যায়রূপে পরধনাদি অপহরণ না করা), শৌচ (মৃত্তিকা ও জলাদিদ্বারা দেহ শোধন) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করা), ধী (শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য (যথার্থ অভিজ্ঞান), অক্রোধ (ক্রোধের হেতু থাকা সত্ত্বেও ক্রোধের উদ্রেক না হওয়া)—এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

(২) বিষ্ণুভক্তের ইহ সংসারে পাঁচদিন অবস্থানও শ্রেয়স্কর, কিন্তু যাহার শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির অভাব, সেই ব্যক্তি কল্পসহস্র-কালও যদি ইহজগতে বাস করে, তবে জগতের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হয়।

কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও মনুষ্য বলে না; ভক্ত ব্যতীত আর সকলেই দ্বিপদ-পশু মধ্যে পরিগণিত। যথা, (ভা ২।৩।১৯)—

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥ (১)

এই প্রকার লোকের যে সকল কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য তাহা জিজ্ঞাসিত হয় নাই। কেবল যাঁহারা ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কি কি ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতে হইবে।

যাহারা ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। কনিষ্ঠগণ কেবল ভক্তিপথটী অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত হন নাই। তাঁহাদের লক্ষণ, যথা (ভা ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (২)

যিনি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু কৃষ্ণের অন্য জীব ও ভক্তগণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। শ্রদ্ধাসহকারে হরি-পূজা করিলেই ভক্তি করা হয়। তথাপি ভক্তপূজা ব্যতীত সেরূপ পূজা শুদ্ধভক্তি হয় না; যেহেতু, তাহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের হানি আছে; অর্থাৎ, ভক্তিকার্য্যের একটু দ্বারদেশে প্রবেশ মাত্র হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন—(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

(১) গদের অগ্রজ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথের পথিক হয় নাই, সেই পুরুষ 'দ্বিপদ-পশু' বলিয়া খ্যাত। সে ব্যক্তি কুকুরের ন্যায় ঘৃণিত ও নীচ, গ্রাম্য শূকরের ন্যায় অমেধ্যভোজী, উষ্ট্রের ন্যায় কণ্টকভোজী ও সংসার-মরুভূমিতে সর্ব্বদা বিচরণশীল, গর্দ্দভের ন্যায় বৃথা ভারবাহী ও স্ত্রীপাদ-তাড়িত।

(২) যিনি হরির প্রীতির জন্য শ্রীমূর্ত্তিতেই শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্ত ও অন্য জীবসমূহে তাদৃশী প্রীতি করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলেন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

তাৎপর্য্য এই যে, যদিও অর্চ্চামূর্ত্তিতে ঈশ্বরপূজা ব্যতীত ভক্তির প্রারম্ভ হয় না, কেবল বিতর্কদ্বারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় না, তথাপি শ্রীবিগ্রহসেবায় শুদ্ধচিন্ময়বুদ্ধির প্রয়োজন। এ জগতে জীবই চিন্ময় বস্তু। জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি শুদ্ধ চিন্ময। 'ভক্ত' ও 'কৃষ্ণ'—এই দুইটী শুদ্ধচিন্ময় বস্তু। সে চিন্ময় বস্তুর উপলব্ধিকরণে—জড়, জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণপূজা ও ভক্ত-সেবা দুইই এককালীন হওয়া উচিত। যে শ্রদ্ধার সহিত চিন্ময় তত্ত্বের এরূপ আদর হয়, তাহাকেই 'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা' বলে। কেবল শ্রীমূর্ত্তিপূজা করা, অথচ চিন্ময় তত্ত্বের পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা, কেবল লৌকিক শ্রদ্ধাতেই হয়। অতএব তাহা প্রাথমিক ভক্তিদ্বার হইলেও শুদ্ধভক্তি নয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। ভক্তিদ্বারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন,—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ (১)

পুরুষানুক্রমে যাহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোকদৃষ্টে অর্চ্চনমার্গে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিপূজা করেন,

(১) যিনি যথাশাস্ত্র বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনে সংরত, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত করেন, ইহা ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।

তাঁহারা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রাকৃত ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত ন'ন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের ছায়া-ভক্ত্যাভাসই প্রবল। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস নাই, কেননা, প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসকে অপরাধ মধ্যে গণিত করায় তাহাতে বৈষ্ণবতা নাই। এই ছায়া-ভক্ত্যাভাসও অনেক ভাগ্যের ফল। কেননা, ইঁহারাও ক্রমে মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব হইতে পারেন।

যাহা হউক, এ অবস্থার লোকেরা শুদ্ধভক্ত ন'ন। তাঁহারা অর্চ্চ-মূর্ত্তিতে লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন এবং সাধারণের জন্য উক্ত যে দশলক্ষণ ধর্ম্ম, তদ্দ্বারাই অপরের সহিত ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন। ভক্ত-দিগের জন্য যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্যবহার আছে, তাহা ইঁহাদের জন্য কথিত হয় নাই। অভক্ত হইতে ভক্ত বাছিয়া লওয়া ইঁহাদের সাধ্য নয়। অতএব ভাগবতে মধ্যম বৈষ্ণবদিগের জন্য ব্যবহার নিরূপণ করিয়াছেন, যথা, (১১।২।৪৬)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ। (১)

এস্থলে যে ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে, তাহা নিত্যধর্ম্মগত ব্যবহার। নৈমিত্তিক ও কেবল-ঐহিক ব্যবহারের কথা বলা হইতেছে না। বৈষ্ণব-জীবনে এই ব্যবহারই প্রয়োজন, অন্য ব্যবহার এই ব্যবহারের বিরোধী না হইলে আবশ্যকমতে করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব-ব্যবহারের পাত্র চারিটী অর্থাৎ ঈশ্বর, তদধীন ভক্ত, বালিশ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ বিষয়ী এবং দ্বেষী অর্থাৎ ভক্তিবিরোধী। এই চারি প্রকার পাত্রের প্রতি প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করাই বৈষ্ণব-

(১) যিনি পরমেশ্বর-কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি, তদধীন ভক্তের প্রতি মিত্রতা, সরল নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব।

ব্যবহার ; অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষি-ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা।

আদৌ ঈশ্বরে প্রেম। ঈশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর যে কৃষ্ণ, তাঁহাতে প্রেম। 'প্রেম' শব্দে শুদ্ধাভক্তি। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই, (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব লহরী ১ম শ্লোকে)—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (১)

এই লক্ষণযুক্ত ভক্তি মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবের সাধন, ভাব ও প্রেমদশা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত কনিষ্ঠাধিকারীর সম্বন্ধে কেবল শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করার লক্ষণ পাওয়া যায়। অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মদ্বারা অনাচ্ছন্ন, আনুকূল্যপ্রবৃত্তির সহিত যে, কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি, তাহা তাঁহার নাই। এই লক্ষণযুক্ত ভক্তি যে দিন তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইবে, সেই দিন হইতেই তিনি মধ্যমাধিকারী বলিয়া প্রকৃত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইবেন; না উদয় হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ভক্তাভাস বা বৈষ্ণবাভাস বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণানু-শীলনই প্রেম, কিন্তু 'আনুকূল্যেন' শব্দের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমের অনুকূল যে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা—এ তিনটীও মধ্যম বৈষ্ণবের লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ, তদধীন ভক্তের প্রতি মৈত্রী অর্থাৎ মিত্রভাব। যে সকল লোকের শুদ্ধাভক্তি উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই তদধীন ভক্ত কনিষ্ঠাধিকারী নিজেও তদধীন শুদ্ধভক্ত ন'ন এবং শুদ্ধভক্তদিগকে সৎকারও করেন না; মধ্যম ও উত্তম ভক্তগণই মৈত্রী করিবার পাত্র। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উত্তম, মধ্যম ও

(১) অন্য অভিলাষশূন্যতা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান বা স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসম্বন্ধি অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের কথা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত—কেহই কেবল, অর্চ্চাপূজক-রূপ কনিষ্ঠাধিকারী নহেন। কেবল অর্চ্চাপূজক মহোদয়ের মুখে কৃষ্ণনাম হয় না, কেবল ছায়া-নামাভাস হয়। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থবৈষ্ণবকে মহাপ্রভু তিনপ্রকার বৈষ্ণবের সেবা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনা যায় এবং যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম স্বয়ং উদিত হন, তিনিই সেবাযোগ্য বৈষ্ণব। নামাভাসী সেবাযোগ্য বৈষ্ণব ন'ন; শুদ্ধনামাশ্রয়ী বৈষ্ণবই কেবল সেবাযোগ্য। বৈষ্ণবের তারতম্য-ভেদে সেবারও তারতম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। 'মৈত্রী'-শব্দে সঙ্গ, আলাপন ও সেবা—সকলই বুঝিতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র যে অভ্যর্থনা, তাঁহাকে আদর করা, তাঁহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করা এবং তাঁহার প্রয়োজন সম্পাদন করা, এই সকল সেবা করিবে;—কখনই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ না করা, তাঁহার নিন্দা না করা, তাঁহার আকৃতির অসৌন্দর্য্য ও পীড়া দেখিয়া অনাদর না করাই কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, বালিশে কৃপা। 'বালিশ'-শব্দে অতত্ত্বজ্ঞ, মূঢ়, মূর্খ ইত্যাদি ব্যক্তিকে বুঝায়। কোন শিক্ষা পায় নাই, মায়াবাদাদি কোন প্রকার মতবাদে প্রবেশ করে নাই, ভক্তি ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা করে নাই, অথচ অহংতা ও মমতা প্রবল হইয়া যাহাকে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করিতে দেয় না, এরূপ বিষয়িব্যক্তিমাত্রেই 'বালিশ'-শব্দবাচ্য। পণ্ডিত হইয়াও যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাসরূপ উত্তম ফল হয় নাই, তিনিও 'বালিশ'। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত ভক্ত, ভক্তিদ্বারের নিকটস্থ হইলেও সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাবশতঃ শুদ্ধভক্তি যতদিন লাভ করেন নাই, ততদিন তিনিও 'বালিশ'-শব্দবাচ্য। সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হইয়া যখন তিনি শুদ্ধভক্তসঙ্গে

শুদ্ধনামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাঁহার বালিশত্ব দূর হইবে এবং তিনি 'মধ্যমবৈষ্ণব' পদ লাভ করিবেন এই সমস্ত বালিশের প্রতি মধ্যম বৈষ্ণবের কৃপা-ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। অতিথি-জ্ঞানে ইহাদের প্রয়োজনসম্পাদন যথাসাধ্য করা আবশ্যক। তাহাই যথেষ্ট নহে; যাহাতে তাহাদের অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে ও শুদ্ধনামে রুচি হয়, তাহা করাই যথার্থ কৃপা। বালিশদিগের শাস্ত্রনৈপুণ্য নাই, অতএব কুসঙ্গে তাহাদের সর্ব্বদাই পতন হইতে পারে; কৃপা-প্রকাশপূর্ব্বক নিজসঙ্গ-দানে তাহাদিগকে ক্রমশঃ নামমাহাত্ম্য ও সদুপদেশ শ্রবণ করান উচিত। রোগী কখনও নিজে চিকিৎসিত হইতে পারে না। তাহাকে চিকিৎসা করা চাই। রোগীর ক্রোধ-বাক্যাদি যেরূপ ক্ষমণীয়, বালিশের অনুচিত ব্যবহারও তদ্রূপ ক্ষমণীয়—ইহারই নাম কৃপা; বালিশের অনেক ভ্রম থাকে—কর্ম্মকাণ্ডে বিশ্বাস, কখনও কখনও জ্ঞানের প্রতি ঝোঁক, ঈশ্বরের অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে অন্যাভিলাষিতার সহিত পূজা, যোগাদিতে শ্রদ্ধা, শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গরূপ আনুকূল্যের প্রতি ঔদাসীন্য, বর্ণাশ্রমাদিতে আসক্তি—এই প্রকার অনেক প্রকার ভ্রম। সঙ্গ, কৃপা ও সদুপদেশ দিয়া ক্রমশঃ এই সব ভ্রম দূর করিতে পারিলে কনিষ্ঠাধিকারী অতি সত্বরেই মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন। অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা যখন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন সকল মঙ্গলের ভিত্তি মূল পত্তন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, তাহাতে মতবাদ-দোষ নাই। মতবাদ দোষ নাই, বলিয়া একটু শ্রদ্ধার গন্ধও আছে। যিনি মায়াবাদাদি মতবাদের সহিত অর্চ্চাতে হরিপূজা করেন, তাঁহার কিছুমাত্র শ্রীবিগ্রহে শ্রদ্ধা জন্মে নাই—তিনি অপরাধী। এই জন্যই "শ্রদ্ধয়েহতে" এই পদ কনিষ্ঠাধিকারির প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়াবাদী প্রভৃতি মতবাদীদিগের হৃদয়ে এ সিদ্ধান্ত আছে যে, পরব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ নাই, যাহা পূজা করা

যাইতেছে, তাহা কল্পিত মূর্ত্তি। এস্থলে 'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস কোথায়? অতএব মায়াবাদির শ্রীমূর্ত্তিপূজায় ও অত্যস্ত কনিষ্ঠবৈষ্ণবের শ্রীমূর্ত্তিপূজায়ও বিশেষ-গত ভেদ আছে। এই জন্যই বৈষ্ণবের অন্য কোন লক্ষণ না থাকিলেও মায়াবাদ-দোষশূন্যতারূপ বৈষ্ণব লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া কনিষ্ঠাধিকারীকে প্রাকৃতবৈষ্ণব পদ দেওয়া হইয়াছে—এইটুকুই তাঁহার বৈষ্ণবতা; ইহার বলেই ক্রমশঃ সাধুকৃপায় তাঁহার ঊর্দ্ধগতি অবশ্যই হইবে। মধ্যমাধিকারী শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের অকৃত্রিম কৃপা ইহাঁদের প্রতি থাকা আবশ্যক। থাকিলে তাঁহাদের অর্চ্চা পূজা ও হরিনাম অতি শীঘ্রই আভাসত্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চিন্ময় স্বরূপত্ব লাভ করিবে।

চতুর্থতঃ, দ্বেষিব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা। দ্বেষিব্যক্তি কাহাদিগকে বলে এবং তাহারা কতপ্রকার, ইহা বিচার করিয়া লওয়া উচিত। একটী প্রবৃত্তিবিশেষ—ইহার নামান্তর মৎসরতা। 'প্রেম' যে প্রবৃত্তি, ইহার বিপরীত প্রবৃত্তিকেই 'দ্বেষ' বলে। ঈশ্বরই কেবল প্রেমের পাত্র। তাঁহার প্রতি বিপরীত প্রবৃত্তিকে দ্বেষ বলা যায়। সেই দ্বেষ পঞ্চ-প্রকার; যথা—

১। ঈশ্বরে অবিশ্বাস।

২। ঈশ্বরকে কর্ম্মফলিত স্বভাবশক্তি বলা।

৩। ঈশ্বরের বিশেষ স্বরূপে বিশ্বাস না করা।

৪। জীব ঈশ্বরেরর নিত্যরূপে অধীন ন'ন, এরূপ বিশ্বাস করা

৫। দয়াশূন্যতা।

এই দ্বেষপ্রবৃত্তি-দূষিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিশূন্য। তাহারা শুদ্ধভক্তির দ্বার যে প্রাকৃত ভক্তি অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারির অর্চ্চা-ভক্তি, তাহা হইতেও রহিত। বিষয়াসক্তির সহিত উক্ত পঞ্চপ্রকার দ্বেষ থাকিতে পারে।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার দ্বেষের সহিত কখন আত্মঘাতী বৈরাগ্যও দেখা যায়। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের জীবন ইহার উদাহরণ। এই সমস্ত দ্বেষিব্যক্তিদিগের প্রতি শুদ্ধভক্তগণ কিরূপ ব্যবহার করিবেন ? উহাদের প্রতি উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

মনুষ্য ও মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যবহার, তাহা ত্যাগ করার নাম উপেক্ষা, এরূপ নয়। দ্বেষিব্যক্তি কোন বিপদে বা কোন অভাবে পড়িলে তাহার দুঃখবিমোচনের যত্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে—এরূপ নয়। গৃহস্থবৈষ্ণবের অন্যান্য লোকের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ—বিবাহের দ্বারা অনেকগুলির সহিত বান্ধবতা জন্মে; দ্রব্যক্রয়বিক্রয়ের জন্য অনেকের সহিত অনেক সম্বন্ধ জন্মে। বিষয়-সংরক্ষণ ও পশুপালনাদিতে অনেকের সহিত সম্বন্ধ হয়; পীড়া উপশমের চেষ্টা সম্বন্ধেও অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে;—রাজা-প্রজার পরস্পর ব্যবহার গতিকে অনেকের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। এই সমস্ত সম্বন্ধগতিকে দ্বেষিব্যক্তিদের সহিত এককালীন কার্য্য রহিত করাই যে উপেক্ষা, তাহা নয়। যথাযথ বহির্ম্মুখের সহিত ব্যবহারিক কার্য্য কর, কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ করিবে না। কর্ম্মফলানুসারে আপন পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ দ্বেষিস্বভাব লাভ করেন, তাহাদিগকে কি [illegible] করিতে হইবে ? তাহা নহে; ব্যবহারিক সঙ্গ ব্যবহার পর্য্যন্ত। অনাসক্ত হইয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার কর; কিন্তু পারমার্থিক সঙ্গ না করিয়া উপেক্ষা করিবে। পরমার্থসম্বন্ধে মিলন, কথোপকথন, পরস্পর উপকার ও সেবা—এই প্রকার কার্য্যসকলই পারমার্থিক সঙ্গ। সেই সঙ্গ না করার নাম উপেক্ষা। দ্বেষিব্যক্তি মতবাদে প্রবিষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তির প্রশংসা বা তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার উপদেশ শুনিলে নিরর্থক বিবাদ করিবে; তাহাতে তোমার বা তাহার মধ্যে কাহারও কোন সুফল হইবে না। সেইরূপ বন্ধ্যা তর্ক না করিয়া, তাঁহাদের সহিত ব্যবহারিক সঙ্গমাত্র করিবে।

যদি বল, দ্বেষিব্যক্তিকে 'বালিশ'-মধ্যে গণ্য করিয়া কৃপা করিলে ভাল হয়, তাহা হইলে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাহার নিজেরও মন্দ হইবে; উপকার অবশ্য করিবে, কিন্তু সাবধানের সহিত।

মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের এই চারি প্রকার ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাতে কার্পণ্য করিলে অনধিকার-চর্চ্চা-দোষ হয়; অধিকারচেষ্টা রাহিত্য হয়, অতএব বৃহৎ দোষ হইয়া পড়ে; যথা—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥ (১)

মধ্যমাধিকারি-শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষব্যক্তিতে উপেক্ষা করিবেন। ভক্তিতারতম্য অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশের মূঢ়তার, অথচ সরলতাব পরিমাণ অনুসারে, কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। দ্বেষিব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত। এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক মধ্যমভক্তসকল পারমার্থিক ব্যবহার করিবেন। ঐহিক ব্যবহার এই ব্যবহারের অধীনে সরলরূপে কৃত হইবে।

বড়গাছীনিবাসী নিত্যানন্দদাস এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—উত্তম-ভক্তদিগের ব্যবহার কিরূপ? হরিদাস বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—বাবা! যখন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, আমার সকল কথা শেষ হইতে দেও। আমি বৃদ্ধ, আমার স্মরণ-শক্তি হ্রাস পাইয়াছে; যাহা মনে করিয়া লইয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইব।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু কড়া বাবাজী। তিনি কাহারও

(১) নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; ইহার বিপর্য্যয় হইলেই দোষ হয়। ইহাই গুণ ও দোষের স্বরূপ-নির্ণয়।

দোষ দেখেন না বটে, কিন্তু অন্যায় কথার তখনই একটা উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলেন।

হরিদাস বাবাজী পুনরায় প্রভু নিত্যানন্দের বটতলায় প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

মধ্যমভক্তদিগের ভক্তি প্রেমাকারে গাঢ় হইলে তাঁহারা অবশেষে উত্তম ভক্ত হইয়া থাকেন। উত্তমভক্তদিগের লক্ষণ ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ (১)

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবানের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব এবং সর্ব্বভূতের সম্বন্ধজনিত প্রেমময় ভাব ভগবানে উপলব্ধ করেন, তিনিই উত্তমবৈষ্ণব। এক প্রেম বই আর অন্য ভাব উত্তমবৈষ্ণবের হয় না, সম্বন্ধজনিত অন্যান্য ভাব সময়ে সময়ে যাহা উত্থিত হয়, সমস্তই তাঁহাতে প্রেমের বিকার। দেখ, শুকদেব উত্তমভাগবত হইয়াও কংস-সম্বন্ধে "ভোজপাংশুল" ইত্যাদি দ্বেষের ন্যায় যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, সে সমস্তই প্রেমের বিকার, তাহাও বস্তুতঃ প্রেম অর্থাৎ প্রকৃত দ্বেষ নয়। এইরূপ শুদ্ধপ্রেমেই যখন ভক্তের জীবন হয়, তখন তাঁহাকে 'ভাগবতোত্তম' বলা যায়। এ অবস্থায় আর প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ব্যবহার তারতম্য থাকে না; সকলই প্রেমাকার হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবভেদ বা বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদ নাই। এ অবস্থা বিরল।

এখন দেখুন, কনিষ্ঠবৈষ্ণব ত' বৈষ্ণবসেবাদি করেন না এবং উত্তম-বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচার নাই। বৈষ্ণবসম্মান ও বৈষ্ণবসেবা কেবল মধ্যমবৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যমবৈষ্ণবের পক্ষে একবার যিনি কৃষ্ণনাম

(১) ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্ত্তব্য ; বৈষ্ণবটী ভাল কি মধ্যম, এরূপ বিচার করা উচিত নয়—একথা কেবল উত্তমবৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যমবৈষ্ণব একথা বলিলে অপরাধী হইবেন—একথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীন-গ্রামবাসীকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সকল মধ্যমবৈষ্ণবের পক্ষে সে উপদেশ বেদাধিক পূজনীয়। বেদ বা শ্রুতি কাহাকে বলা যায় ? উত্তর—পরমেশ্বরের আজ্ঞাই বেদ। এই কথা বলিয়া হরিদাস বাবাজী একটু নিস্তব্ধ হইলেন। তখন বড়গাছীর নিত্যানন্দদাস বাবাজী করযোড়ে বলিলেন,—আমি এখন কি কোন প্রশ্ন করিতে পারি ? হরিদাস বাবাজী বলিলেন,—স্বচ্ছন্দে কর।

অল্পবয়স্ক নিত্যানন্দদাস বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবাজী মহাশয়, আমাকে কোন্ বৈষ্ণবের মধ্যে গণনা করেন ? অর্থাৎ, আমি কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব, কি মধ্যমবৈষ্ণব ? উত্তমবৈষ্ণব ত' কখনই নই।

হরিদাস বাবাজী মহাশয় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—'নিত্যানন্দ-দাস' নাম গ্রহণ করিয়া কেহ কি উত্তম হইতে বাকী থাকে ? আমার নিতাই বড় দয়ালু! তিনি মার খেয়ে প্রেম দেন! তাঁর নাম লইলে এবং তার দাস হইলে কি আর কোন কথা থাকে ?

নি। আমি সরলতার সহিত নিজের অধিকার জানিতে চাই।

হ। তবে তোমার সকল কথা বল বাবা! নিতাই যদি আমাকে কিছু বলান, তবে বলিব।

নি। পদ্মাবতীতীরে কোন গ্রামে কোন নীচবংশে আমার জন্ম হয়। অল্প বয়সেই আমার বিবাহ হয়। আমি কখনও দুষ্টতা শিক্ষা করি নাই। আমার স্ত্রীবিয়োগ হইলে আমার মনে বৈরাগ্য হইল। আমি দেখিয়া-

ছিলাম, বড়গাছীতে অনেকগুলি গৃহত্যাগিবৈষ্ণব ছিলেন ; তাঁহাদিগকে লোকে বিশেষ সম্মান করিত। আমি সেই সম্মানের আশায় এবং পত্নী-বিয়োগজনিত ক্ষণিকবৈরাগ্যের উত্তেজনায় বড়গাছীতে গিয়া ভেক লইলাম। দিন কতক পরেই আমার মনে দৌরাত্ম্য আসিয়া উদিত হইল ; কিন্তু আমার একটী সঙ্গিবৈষ্ণব বড় ভাল ছিলেন ; তিনি এখন ব্রজে আছেন। আমাকে সদুপদেশ দিয়া এবং সঙ্গে রাখিয়া আমার চিত্ত শোধন করিলেন। আমার এখন আর কোন উৎপাতের ইচ্ছা হয় না, লক্ষ নাম করিতে রুচি হয়। আমি জানিয়াছি, নাম ও নামী অভেদ—উভয়ই চিন্ময়। শ্রীএকাদশীব্রত যথাশাস্ত্র পালন করি এবং তুলসীতে জলদানাদি করিয়া থাকি। যখন বৈষ্ণবসকল কীর্ত্তন করেন, আমিও একটু আবেশের সহিত কীর্ত্তন করি ; বৈষ্ণবচরণামৃত পান করি ; শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করি ; ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ ইচ্ছা আর হয় না। গ্রাম্যকথা শুনিলে, ভাল লাগে না। বৈষ্ণবদিগের ভাব দেখিয়া আমি মধ্যে মধ্যে গড়াগড়ি দিই, কিন্তু তাহা প্রায় প্রতিষ্ঠার আশার সহিত। এখন আজ্ঞা করুন, আমি কোন্ শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং আমার কি কি ব্যবহার কর্ত্তব্য।

হরিদাস বাবাজী বৈষ্ণবদাস বাবাজীর প্রতি একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—বল দেখি, নিত্যানন্দদাস কোন্ শ্রেণীর বৈষ্ণব ?

বৈ। আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে তিনি কনিষ্ঠত্ব ছাড়িয়া মধ্যম-অধিকারী হইয়াছেন।

হ। আমিও তাহাই মনে করি।

নি। ভাল হইল, মহাজনের মুখে নিজ অধিকার জানিতে পারিলাম। আপনারা কৃপা করুন যেন ক্রমশঃ উত্তমাধিকারী হইতে পারি।

বৈ। ভেক লওয়ার সময় আপনার প্রতিষ্ঠাশা ছিল ; তখন অনধিকার-

চর্চ্চা-দোষে আপনি পতিত হইতেছিলেন। যাহা হউক, বৈষ্ণব-কৃপায় আপনার যথেষ্ট মঙ্গল হইয়াছে।

নি। আমার এখনও একটু একটু প্রতিষ্ঠাশা আছে। আমি মনে করি যে, চক্ষের জলে ও ভাবে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মান পাইব।

হ। যত্ন করিয়া ইহা পরিত্যাগ কর ; না করিলে, আবার ভক্তিক্ষয় হইবার ভয় আছে। ভক্তিক্ষয় হইলে পুনরায় কনিষ্ঠাধিকারে যাইতে হইবে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি গেলেও বৈষ্ণবের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশা বড়ই মন্দ করে, তাহা শীঘ্র যাইতে চাহে না। বিশেষতঃ, ছায়াভাবাভাস ছাড়িয়া সত্যভাব এক বিন্দু হইলেও ভাল।

নিত্যানন্দ বাবাজী তখন 'আপনি কৃপা করুন,' বলিয়া হরিদাস বাবাজীর চরণ-রেণু লইলেন। তাহাতে হরিদাস বাবাজী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বসাইলেন। বৈষ্ণবসংস্পর্শের কি আশ্চর্য্য ফল! তখনই দর দর করিয়া নিত্যানন্দদাসের চক্ষুজল পড়িতে লাগিল। তিনি দন্তে তৃণ ধরিয়া বলিলেন,—'মুই নীচ, মুই নীচ'। হরিদাস বাবাজীও তাঁহাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কি অপূর্ব্ব ভাব! নিত্যানন্দদাসের জীবন সার্থক হইল। কিয়ৎকালের মধ্যে এ সকল ভাব স্থগিত হইলে নিত্যানন্দদাস শ্রীহরিদাসকে গুরু মানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

নি। কনিষ্ঠভক্তের ভক্তিসম্বন্ধে মুখ্য লক্ষণ কি এবং গৌণ লক্ষণ কি?

হ। ভগবানের নিত্যস্বরূপে বিশ্বাস ও অর্চ্চামূর্ত্তিতে পূজা—এই দুইটী কনিষ্ঠবৈষ্ণবের মুখ্য লক্ষণ। তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও বন্দনাদি যতপ্রকার অনুষ্ঠান, সে সকল গৌণ লক্ষণ।

নি। নিত্যস্বরূপে বিশ্বাস না থাকিলে বৈষ্ণব হয় না এবং শ্রীমূর্ত্তি-পূজার বিধি-আশ্রয় ব্যতীত বৈষ্ণব হয় না, অতএব ঐ দুইটী যে মুখ্য

লক্ষণ, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলাম। গৌণ লক্ষণ কিরূপে হইল, বুঝিতে পারি নাই।

হ। কনিষ্ঠবৈষ্ণবের শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-বোধ হয় নাই। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তির অঙ্গ। স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে ক্রিয়াসকল মুখ্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং গৌণরূপে প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। তাহার আশ্রয়ে ঐ সকল অনুষ্ঠান হইতে থাকে, অতএব গুণ-প্রসূত অর্থাৎ গৌণ। নির্গুণরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইলে উহারা ভক্তির অঙ্গ হয়। যে সময়ে ঐ সকল নির্গুণ হয়, তখনই মধ্যমাধিকার উপস্থিত হয়।

নি। কনিষ্ঠবৈষ্ণবের কর্ম্মজ্ঞান-দোষ আছে এবং অন্যাভিলাষিতা আছে, তবে তাঁহাকে কিরূপে ভক্ত বলা যায় ?

হ। ভক্তির মূল শ্রদ্ধা। যাঁহার তাহা হইয়াছে, তিনি ভক্তির অধিকারী। ভক্তির দ্বারে তিনি বসিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ 'বিশ্বাস'। কনিষ্ঠভক্তের যখন শ্রীমূর্ত্তিতে বিশ্বাস হইয়াছে, তখন তিনি ভক্তির অধিকারী।

নি। কখন তিনি ভক্তি লাভ করিবেন ?

হ। যখন তাঁহার কর্ম্ম ও জ্ঞান-কষায় পরিপাক পাইবে এবং অনন্ত-ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই অভিলাষ করিবেন না এবং অতিথি-সেবা হইতে ভক্ত-সেবা পৃথক্ জানিয়া ভক্তির আনুকূল্যস্বরূপা ভক্তসেবায় স্পৃহা জন্মিবে, তখনই তিনি শুদ্ধভক্ত ও মধ্যমাধিকারী হইবেন।

নি। শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত উদিত হয়, সম্বন্ধজ্ঞান কখন্ হইল যে, তিনি শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইবেন ?

হ। যখন মায়াবাদদূষিত জ্ঞান পরিপাক পায়, তখনই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তি সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয়।

নি কত দিনে হয় ?

হ। যাহার সুকৃতিবল যতদূর, তত শীঘ্রই হয়।

নি। সুকৃতিবলে প্রথমে কি হয় ?

হ। সাধুসঙ্গ হয়।

নি। সাধুসঙ্গ হইলে ক্রমে ক্রমে কি হয় ?

হ। ভাগবত বলিয়াছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (১)

সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনিলে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ক্রমশঃ উদিত হয়।

নি। সাধুসঙ্গ কিসে হয় ?

হ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুকৃতিক্রমে হয়।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ (২)

নি। কনিষ্ঠভক্তের যদি সাধুসঙ্গে অর্চ্চাপূজায় মতি থাকে, তবে তিনি সাধুসেবা করেন নাই, এ কথা কেন বলা যায় ?

হ। ঘটনাক্রমে, সাধুসঙ্গক্রমে শ্রীমূর্ত্তিতে বিশ্বাস জন্মে, কিন্তু ভগবৎ-পূজা ও সাধুসেবা একত্র হওয়া আবশ্যক, এরূপ শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হয় না এবং অনন্যভক্তিতে অধিকার জন্মে না।

নি। কনিষ্ঠভক্তদিগের উন্নতি ক্রম কি ?

হ। শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য কষায় ও অন্যাভিলাষিতা যায় নাই ; প্রতিদিন অর্চ্চাপূজা করেন ; অর্চ্চাপূজাস্থলে ঘটনাক্রমে অতিথিরূপে সাধুসমাগম হয় ; তখন সাধুগণ অন্যান্য অতিথির ন্যায়

(১) ১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সংকার লাভ করেন। কনিষ্ঠভক্ত ঐ সাধুদিগের ক্রিয়া-ব্যবহার দেখিতে থাকেন, তাঁহারা যে গ্রন্থাদি আলোচনা করেন, তাহা শুনিতে থাকেন; শুনিতে শুনিতে ও দেখিতে দেখিতে সাধুদিগের চরিত্রে বিশেষ আদর জন্মে, নিজ চরিত্রশোধন করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নিজ কর্ম্ম-কষায় ও জ্ঞান-কষায় খর্ব্ব হয়। হৃদয় যত শুদ্ধ হয়, ততই অন্যাভিলাষিতা দূর হয়। হরিকথা, হরিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে শাস্ত্রচর্চ্চা হয়। হরির নির্গুণত্ব, হরিনামের নির্গুণত্ব, শ্রবণকীর্ত্তন আদির নির্গুণত্ব বিচার করিতে করিতে সম্বন্ধ-স্বরূপ-জ্ঞানের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই মধ্যমাধিকার উদিত হয়, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা হইয়া থাকে; তখন সামান্য অতিথি হইতে সাধুকে গুরুবুদ্ধিতে পৃথক্ করিয়া লয়।

নি। অনেক কনিষ্ঠভক্তের উন্নতি হয় না, তাহার কারণ কি?

হ। দ্বেষিসঙ্গ বলবান থাকিলে শীঘ্রই কনিষ্ঠাধিকার ক্ষয় হইয়া কর্ম্মজ্ঞানাধিকার প্রবল হয়। কোন কোন স্থানে অধিকার উন্নত ও হয় না, ক্ষয় ও হয় না।

নি। কোন কোন স্থলে?

হ। যেস্থলে সাধুসমাগম ও দ্বেষিসমাগম সমবল, সেই স্থলে ক্ষয়োন্নতি কিছুই দেখা যায় না।

নি। কোন্ স্থলে নিশ্চয় উন্নতি?

হ। যেস্থলে অধিক সাধুসমাগম এবং অল্প দ্বেষিসঙ্গ, সেই স্থলে শীঘ্র উন্নতি।

নি। কনিষ্ঠাধিকারীদের পাপপুণ্য প্রবৃত্তি কিরূপ?

হ। প্রথমাবস্থায় কর্ম্মজ্ঞানীদিগের ন্যায় সমান; যত ভক্তির প্রতি উন্নতি হয়, ততই পাপপুণ্যপ্রবৃত্তি দূর হয়—ভগবৎপরিতোষপ্রবৃত্তি প্রবল হয়।

নি। প্রভো, কনিষ্ঠাধিকারির কথা বুঝিলাম ; এখন মধ্যমাধিকারির মুখ্য লক্ষণ আজ্ঞা করুন।

হ। কৃষ্ণে অনন্যভক্তি, ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতাবুদ্ধি, ইজ্যাবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির সহিত মৈত্রী, অতত্ত্বজ্ঞের প্রতি কৃপা ও দ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা—এই সকল মধ্যভক্তের মুখ্য লক্ষণ। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অভিধেয় ভক্তিসাধন দ্বারা প্রয়োজনরূপ প্রেমসিদ্ধিই সেই অধিকারে মুখ্যপ্রক্রিয়া। সাধারণতঃ নিরপরাধে সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনাদি লক্ষিত হয়।

নি। তাঁহাদের গৌণ লক্ষণ কি ?

হ। জীবনযাত্রাই তাঁহাদের গৌণলক্ষণ। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ও ভক্তির অনুকূল।

নি। পাপ ও অপরাধ তাঁহাদের থাকিতে পারে কি না ?

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু থাকিতে পারে, ক্রমশঃ তাহা দূর হয়। প্রথমাবস্থায় যাহা থাকে, তাহা নিষ্পিষ্ট চণকের ন্যায় কদাচ একটু দেখা দেয়, আবার তখনই বিনষ্ট হয়। যুক্তবৈরাগ্যই তাঁহাদের জীবন-লক্ষণ।

নি। কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ তাঁহাদের কিছুমাত্র থাকে কি না ?

হ। প্রথমাবস্থায় কিছু আভাস থাকিতে পারে ; তাহা শেষে নির্ম্মূল হয়। যাহা প্রথমাবস্থায় থাকে, তাহাও কখন কখন দেখা দেয় ; দেখা দিতে দিতে ক্রমশঃ অদর্শন হয়।

নি। তাহাদের কি জীবনাশা থাকে ? যদি থাকে, কেন ?

হ। কেবল ভজন পরিপাকের জন্য তাঁহাদের জীবনাশা। তাঁহাদের জীবিত থাকিবার বা মুক্ত হইবার বাসনা থাকে না।

নি। কেন, তাঁহারা মরিতে বাসনা না করেন ? জড়দেহে থাকার সুখ কি ? মরিলেই ত কৃষ্ণকৃপায় স্বরূপাবস্থিতি হইবে ?

হ। তাঁহাদের সমস্ত বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছার অধীন। কৃষ্ণ যখন ইচ্ছা

করিবেন, তখনই কোন ঘটনা হইবে, নিজের ইচ্ছায় তাঁহাদের কিছু প্রয়োজন নাই।

নি। আমি মধ্যমাধিকারির লক্ষণ বুঝিয়াছি; এখন উত্তমাধিকারির কি কোন গৌণলক্ষণ আছে?

হ। দেহক্রিযামাত্র; তাহাও নিগুর্ণপ্রেমের এত অধীন যে, পৃথক্ গৌণভাব দেখা যায় না।

নি। প্রভো, কনিষ্ঠাধিকারির গৃহত্যাগই নাই; মধ্যাধিকারী গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইতে পারেন; উত্তমাধিকারী কি কেহ গৃহস্থ থাকিতে পারেন?

হ। ভক্তিক্রমে এই সকল অবস্থা হয়। গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী হইলেই যে, কোন অধিকার হইবে, তাহা নয়। উত্তমাধিকারী গৃহস্থ থাকিতে পারেন—ব্রজপুরের গৃহস্থভক্ত সকলেই উত্তমাধিকারী। আমার মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া উত্তমাধিকারী—রায় রামানন্দ ইহার প্রধান প্রমাণ।

নি। প্রভো, যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী গৃহত্যাগী হন, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি কর্ত্তব্য?

হ। নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিবেন। এই বিধি মধ্যমাধিকারির জন্য, কেননা, উত্তমাধিকারী কোন প্রণামাদি অপেক্ষা করেন না; সর্ব্বভূতে তিনি ভগবদ্ভাব দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

নি। বহু বৈষ্ণবের একত্র হইয়া প্রসাদ-সেবারূপ মহোৎসব কি কর্ত্তব্য?

হ। বহু বৈষ্ণব কার্য্যগতিকে একত্র হইয়াছেন এবং কোন মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ তাঁহাদিগকে প্রসাদ-সেবা করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন পারমার্থিক আপত্তি নাই; কিন্তু বৈষ্ণব-সেবার জন্য অধিক আড়ম্বর করা ভাল নয়; তাহাতে রাজস ভাব হয়। উপস্থিত

সাধুবৈষ্ণবগণকে যত্নের সহিত প্রসাদ-সেবা করাইবে, ইহাই কর্ত্তব্য ; তাহাতে বৈষ্ণব-আদর হইবে। বৈষ্ণব-সেবায় শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্র নিমন্ত্রণ করা উচিত।

নি। আমাদের বড়গাছীতে বৈষ্ণব-সন্তান বলিয়া একটী জাতি উৎপত্তি হইয়াছে। গৃহস্থ কনিষ্ঠাধিকারিগণ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব-সেবা করেন, এটী কিরূপ কার্য্য ?

হ। সেই বৈষ্ণব-সন্তানদিগের কি শুদ্ধভক্তি হইয়াছে ?

নি। তাঁহাদের সকলেরই শুদ্ধভক্তি দেখি না। কেবল বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, কেহ কেহ কৌপীনও ধারণ করেন।

হ। এরূপ পদ্ধতি কেন প্রচারিত হইতেছে, বলিতে পারি না। এরূপ না হওয়া উচিত ; বোধ হয়, কনিষ্ঠবৈষ্ণবের বৈষ্ণব চিনিবার শক্তি নাই বলিয়া সেরূপ হয়।

নি। 'বৈষ্ণব-সন্তানে'র কি কোন বিশেষ সম্মান আছে ?

হ। বৈষ্ণবেরই সম্মান ; 'বৈষ্ণব-সন্তান' যদি শুদ্ধবৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তি-তারতম্যক্রমে সম্মানের তারতম্য।

নি। 'বৈষ্ণবসন্তান' যদি কেবল ব্যবহারি মনুষ্য হন ?

হ। তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্য মধ্যে গণনা করিবে। বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (১)

স্বয়ং অমানী হইবে এবং সকল মনুষ্যকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে। যিনি বৈষ্ণব নন

(১) ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামের অধিকার জন্মে না।

নি। স্বয়ং অমানী কিরূপে হওয়া উচিত ?

হ। 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী'—এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে, তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না—আমি আপনাকে দীন হীন অকিঞ্চন তৃণাধিক নীচ বলিয়া জানিব।

নি। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, দৈন্য ও দয়া ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

হ। যথার্থ।

নি। ভক্তিদেবী কি তবে দৈন্য ও দয়ার সাপেক্ষ ?

হ। ভক্তি নিরপেক্ষা ; ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার—অন্য কোন সদ্গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না। 'দৈন্য ও দয়া'—এই দুইটী পৃথক্ গুণ নয়—ভক্তিরই অন্তর্গত। 'আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব'—এস্থলে যাহা ভক্তি, তাহাই দৈন্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর্দ্রভাবই ভক্তি ; অন্য জীব কৃষ্ণদাস, তাহাদের প্রতি আর্দ্রভাব—দয়া ; অতএব দয়া কৃষ্ণভক্তির অন্তর্গত। দয়া ও দৈন্যের অন্তর্বর্ত্তিভাব—ক্ষমা ; 'আমি দীন, আমি কি পরের দণ্ডদাতা হইতে পারি ?'—এই ভাব যখন দয়ার সহিত যুক্ত হয়, তখনই ক্ষমা আসিয়া উপস্থিত হয় ; ক্ষমাও ভক্তির অন্তর্গত। কৃষ্ণ সত্য, জীব সত্য, জীবের কৃষ্ণদাস্য সত্য ; জড়বৎ জীবের পান্থ-নিবাস—ইহাও সত্য, অতএব ভক্তিই সত্য, যেহেতু এই সম্বন্ধভাবই ভক্তি। সত্য, দৈন্য, দয়া ও ক্ষমা এই চারিটী ভক্তির অন্তর্গত ভাববিশেষ।

নি। অন্যান্যধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি বৈষ্ণবের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ?

হ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, (১।২।২৬)—

নারায়ণকলাঃ শান্তাঃ ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ। (১)

বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থলে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে; বিকৃতিস্থলে অসূয়ারহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে। অন্য কোন পন্থাকে হিংসা করিবে না। যাহার যখন শুভদিন হইবে, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইবে, সন্দেহ নাই।

নি। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য কি না ?

হ। সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমার মহাপ্রভু সকলকেই এই ধর্ম্মের প্রচার ভার দিয়াছেন, (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৭।৯২ ও ৯।৩৬)—

নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার সর্ব্বজন॥
* * * *
অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥

তবে এই একটী মনে রাখিবে যে, অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম উপদেশ দিবে। যেস্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন, সেস্থলে এমত বাক্য বলিবে না, যাহাতে প্রচার-কার্য্যের ব্যাঘাত হয়।

হরিদাস বাবাজী মহাশয়ের মধুমাখা কথাগুলি শুনিয়া নিত্যানন্দদাস প্রেমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সমস্ত সভাস্থ বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিলেন; সকলেই বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। নিভৃত কুঞ্জের সে দিবসের সভাভঙ্গ হইল; সকলে আপন আপন স্থলে গমন করিলেন।

---

(১) অনিন্দক সাধুগণ নারায়ণের শান্ত অংশাবতারগণের আরাধনা করেন।

নবম অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং সভ্যতা

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রকৃত উন্নতি—লাহিড়ী মহাশয়ের 'অদ্বৈতদাস' নাম—দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়—দিগম্বরের গান ও মনের কথা—দিগম্বরের শাক্তধর্ম্ম-মাহাত্ম্য—তন্ত্রমতে প্রকৃতি পুরুষ, জীব ইত্যাদি—সভ্যতা ও শঠতা—সরলতাই প্রকৃত সভ্যতা—কলির সভ্যতা—লৌকিকজ্ঞান—তান্ত্রিক প্রাকৃত বিজ্ঞান—বিজ্ঞান, জ্ঞান ও শুদ্ধজ্ঞান—সমস্ত জগতই বৈষ্ণবের কিঙ্কর—বিষ্ণুমায়া—বৈষ্ণবগণই প্রকৃত শাক্ত—জীবশক্তি—দেবীগীতা ও দেবীভাগবত—জড়শক্তির মাহাত্ম্য—অসৎ-সঙ্গত্যাগ—অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগই প্রার্থনীয়—দিগম্বরের বিদায়।

তিন চারি বৎসর বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে বাস করিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে; তিনি খাইতে শুইতে সর্ব্বদা হরিনাম করেন, সামান্য বস্ত্র পরিধান করেন, চটিজুতা ও খড়ম কিছুই ব্যবহার করেন না; জাতিমদ এতদূর দূর হইয়াছে যে, বৈষ্ণব দেখিবামাত্র দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া বলপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করেন; অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। পুত্রগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া ভাব বুঝিয়া পলায়ন করেন, গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন না। এখন লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিলে বোধ হয়, একটী ভেকধারী বাবাজী বসিয়া আছেন। শ্রীগোদ্রুমের বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে, হৃদয়ের বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ভেক লওয়ার আবশ্যক নাই। শ্রীসনাতন গোস্বামীর ন্যায় অভাব সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি একখানি কাপড়কে চিরিয়া চারিখানি কাপড় করেন, এখনও গলদেশে যজ্ঞোপবীত আছে; পুত্রগণ কিছু অর্থ দিতে চাহিলে

'বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করিব না', এই কথাই বলেন। মহোৎসবের জন্য ব্যয় হইবে বলিয়া চন্দ্রশেখর একবার একশত মুদ্রা লইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় শ্রীদাসগোস্বামীর চরিত্র স্মরণ করিয়া সে টাকা গ্রহণ করেন নাই।

একদিবস পরমহংস বাবাজী বলিলেন,—লাহিড়ী মহাশয়, আপনার কিছুতেই অবৈষ্ণবতা নাই; আমরা ভেক গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আপনার নিকট আমরা বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি; আপনার নামটা বৈষ্ণবনাম হইলেই সকল সম্পূর্ণ হয়। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন,—আপনি আমার পরমগুরু, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। বাবাজী মহাশয় উত্তর করিলেন,—আপনার নিবাস শ্রীশান্তিপুর; অতএব আপনাকে আমরা শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিয়া ডাকিব। লাহিড়ী মহাশয় দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নাম-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেইদিন হইতে সকলেই তাঁহাকে শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিতে লাগিল। তিনি যে কুটীরে ভজন করিতেন, সে কুটীরটীকে সকলে 'অদ্বৈতকুটীর' বলিতে লাগিল।

অদ্বৈতদাসের দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় নামে একটী বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি যবনরাজ্যে অনেক বড় বড় চাকরী করিয়া ধনে-মানে সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অধিক বয়স হইলে তিনি চাকরী ছাড়িয়া নিজ গ্রাম অম্বিকায় আসিয়া কালিদাস লাহিড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন যে, কালিদাস লাহিড়ী এখন ঘর দ্বার ছাড়িয়া শ্রীগোদ্রুমে 'অদ্বৈতদাস' হইয়া হরিনাম করিতেছেন।

দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ঘোরতর শাক্ত—বৈষ্ণবের নাম শুনিলেই কানে হাত দেন। নিজের পরম বন্ধুর এরূপ অধোগতি হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন,—ওরে বামনদাস, একখানা নৌকার যোগাড় কর, আমি অতিশীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া আমার দুর্গত বন্ধু কালিদাসকে উদ্ধার

করিব, চাকর রামনদাস তৎক্ষণাৎ একখানা নৌকা ঠিক করিয়া মনিবমহাশয়কে খবর দিল। দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় বড় চতুর লোক, তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং যবনদিগের সভ্যতায় একজন দক্ষ পুরুষ, ফার্সি আরবিতে মুসলমান মৌলবীগণও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়; ব্রাহ্মণপণ্ডিতও পাইলে তন্ত্রের বিতর্ক আর তাঁহাকে কথা কহিতে দেন না, দিল্লি লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে প্রভূত নাম রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবকাশক্রমে একখানা 'তন্ত্রসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অনেক শ্লোকের টীকাতে অনেক বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন।

সেই 'তন্ত্রসংগ্রহ' গ্রন্থ লইয়া দিগম্বর তেজের সহিত নৌকায় উঠিলেন। দুই প্রহরের মধ্যেই শ্রীগোদ্রুমের ঘাটে নৌকা লাগিল, নৌকায় থাকিয়া একটী বুদ্ধিমান লোককে কতকগুলি কথা শিখাইয়া শ্রীঅদ্বৈতদাসের নিকট পাঠাইলেন।

শ্রীঅদ্বৈতদাস নিজ কুটীরে বসিয়া হরিনাম করিতেছিন, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের লোক আসিয়া প্রণাম করিল। অদ্বৈতদাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ও কি মনে করিয়া আসিয়াছ? লোকটী বলিল,—আমি শ্রীযুত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কর্তৃক প্রেরিত, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কালিদাস কি আমাকে স্মরণ করে, না ভুলিয়াছে?

শ্রীঅদ্বৈতদাস বলিলেন,—দিগম্বর কোথায়? তিনি আমার বাল্যবন্ধু; আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? তিনি কি এখন বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন? লোকটী কহিল,—তিনি এই ঘাটে নৌকায় আছেন; বৈষ্ণব হইয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না। অদ্বৈতদাস কহিলেন,—তিনি ঘাটে কেন আছেন, এই কুটীরে আসেন না কেন? লোকটী ঐ কথা শুনিয়া চলিয়া গেল।

দণ্ড দুই পরে তিন চারিটী ভদ্রলোক সঙ্গে দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়

'অদ্বৈত কুটীরে' উপস্থিত। দিগম্বরের চিত্তটা চিরদিন উদার, পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত-অন্তঃকরণে নিজকৃত নিম্নলিখিত পদটী গান করিতে করিতে অদ্বৈতদাসকে আলিঙ্গন করিলেন—

(কালি !) তোমার লীলা-খেলা কে জানে মা ত্রিভুবনে ?
কভু পুরুষ, কভু নারী, কভু মত্ত হও গো রণে।
ব্রহ্মা হ'য়ে সৃষ্টি কর, সৃষ্টি নাশ হ'য়ে হর,
বিষ্ণু হ'য়ে বিশ্বব্যাপী পাল গো মা সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে, বাঁশী বাজাও বনে বনে,
আবার গৌর হ'য়ে নবদ্বীপে, মাতাও সবে সংকীর্ত্তনে॥

অদ্বৈতদাস বলিলেন,—এস, ভাই এস। দিগম্বর পত্রাসনে বসিয়া চক্ষের জলে মমতা দেখাইয়া বলিলেন,—ভাই কালিদাস, আমি কোথায় যাব ? তুমি ত বৈরাগী হয়ে 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' হলে। আমি পঞ্জাব হইতে কত আশা ক'বে আস্‌ছি। আমাদের বাল্যবন্ধু পেশা পাগলা, খেঁদা, গিরীশ, ঈশে পাগ্‌লা, ধনা ময়রা, কেলে ছুতোর, কান্তি ভট্‌চায্যি—সকলেই মরিয়া গেল ; এখন তুমি আর আমি। মনে করিয়াছিলাম, আমি একদিন গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরে তোমাকে পাব ; আবার তুমি পরদিন গঙ্গা পার হইয়া অম্বিকাতে আসিবে। যে কটা দিন বাঁচি, তোমাতে আমাতে গান ক'রে, তন্ত্র প'ড়ে কাল কাটাইয়া দিব। আমার পোড়া কপাল ; তুমি এখন ষাঁড়ের গোবর হ'লে—না ঐহিক, না পারত্রিক কার্য্যে লাগিবে। বল দেখি, তোমার এ কি হইল ?

অদ্বৈতদাস দেখিলেন, বড়ই কঠিন সঙ্গলাভ হইল ; এখন কোনরকমে বাল্যবন্ধুর হাত হইতে পার পাইলে হয়। বলিলেন,—ভাই দিগম্বর, তোমার কি মনে পড়ে না ? আমরা একদিন অম্বিকায় 'দাঁড়াগুলি' খেলিতে খেলিতে সেই পুরাতন তেঁতুল গাছটার কাছে পৌঁছিয়াছিলাম।

দি। হাঁ হাঁ, খুব মনে পড়ে, গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটীর কাছে; যে তেঁতুল গাছটার নীচে গৌরনিতাই বসিয়াছিলেন।

অ। ভাই খেল্‌তে খেল্‌তে তুমি বলিয়াছিলে,—এ তেঁতুল গাছটা ছুঁইবে না; শচীপিসির ছেলে এখানে বসিয়াছিল,—ছুঁলে পাছে বৈরাগী হ'য়ে পড়ি।

দি। বেশ মনে আছে। আবার, তোমার একটু বৈষ্ণবদের দিকে টান দেখে' আমি ব'লেছিলাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফাঁদে পড়িবে।

অ। ভাই, আমার ত' চিরদিন এত ভাব; তখন ফাঁদে পড়্‌বো পড়্‌বো হচ্ছিলাম; এখন পড়িয়াছি।

দি। আমার হাত ধ'রে উঠিয়া পড়। ফাঁদে থাকা ভাল নয়।

অ। ভাই, এ ফাঁদে পড়িলে বড় সুখ আছে; ফাঁদে চিরদিন থাকার প্রার্থনা। তুমি একবার ফাঁদটা ছুঁয়ে দেখ।

দি। আমার দেখা আছে—আপাততঃ সুখ, শেষে ফাঁকি।

অ। তুমি যে ফাঁদে আছ, তাহাতে কি শেষে বড় সুখ পাবে? মনেও করিও না।

দি। আমরা দেখ, মহাবিস্তার চর; আমাদের এখনও সুখ, তখনও সুখ। তোমাদের এখন সুখ বলিয়া তোমরা মনে কর, কিন্তু আমরা তোমাদের কোন সুখ দেখি না—শেষে ত দুঃখের শেষ থাকিবে না? কেন যে লোকে বৈষ্ণব হয়, বলিতে পারি না। দেখ, আমরা এখন মৎস্যমাংসাদির আস্বাদন সুখলাভ করি; ভাল পরি,—তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। প্রাকৃতবিজ্ঞানসুখ যত কিছু আছে, সকলই আমরা পাই; তোমরা সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত; শেষে তোমাদের নিস্তার নাই

অ। কেন ভাই, আমাদের শেষে নিস্তার নাই কেন?

দি। মা নিস্তারিণী বিমুখ হইলে বিধি, হরি, হর, কেহ নিস্তার পাইবেন না। মা নিস্তারিণী আদ্যাশক্তি। তিনি বিধি-হরি-হরকে প্রসব করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে কার্য্যশক্তি দ্বারা পালন করিতেছেন। মায়ের ইচ্ছা হইলে সকলেই আবার সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর উদরে প্রবেশ করিবেন। তোমরা মা'র কি উপাসনা করিলে যে, মা কৃপা করিবেন ?

অ। মা নিস্তারিণী কি চৈতন্য বস্তু, না জড় বস্তু ?

দি। তিনি ইচ্ছাময়ী চৈতন্যরূপিণী—তাঁহার ইচ্ছাতেই পুরুষসৃষ্টি।

অ। পুরুষ কি, প্রকৃতি কি ?

দি। বৈষ্ণবেরা কেবল ভজনই করেন, কিন্তু তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই। পুরুষ প্রকৃতি চনকের ন্যায় দুই হইয়াও এক—খোসা খুলিলেই দুই, খোসা ঢাকা থাকিলেই এক। পুরুষ চৈতন্য, প্রকৃতি জড়; জড় ও চৈতন্যের অপৃথক্ অবস্থাই ব্রহ্ম।

অ। মা তোমার—প্রকৃতি না পুরুষ ?

দি। কখনও পুরুষ, কখনও নারী।

অ। পুরুষ-প্রকৃতি যে চনকের খোসার ভিতর দ্বিদলের ন্যায় থাকেন, তন্মধ্যে মা কে, ও বাবা কে ?

দি। তুমি তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিতেছ ? ভাল আমরা তাও জানি; বস্তুতঃ মা—প্রকৃতি, ও বাবা—চৈতন্য।

অ। তুমি কে ?

দি। 'পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ'।

অ। তুমি পুরুষ, না প্রকৃতি ?

দি। আমি পুরুষ, মা প্রকৃতি। যখন আমি বদ্ধ, তখন তিনি মা; যখন আমি মুক্ত, তখন তিনি আমার রামা।

অ। খুব তত্ত্ব বোঝা গেল!—আর কোন সন্দেহ নাই; এ সব তত্ত্ব কোথায় পাইয়াছ?

দ। ভাই, তুমি যেমন কেবল 'বৈষ্ণব' 'বৈষ্ণব' ক'রে বেড়াচ্ছ, আমি সেরূপ নই; কত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের সঙ্গ করিয়া এবং তন্ত্রশাস্ত্র রাত্রদিন পাঠ করিয়া আমার এই জ্ঞান হইয়াছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমাকে তৈয়ার করিতে পারি।

অ। (মনে মনে ভাবিলেন, কি ভয়ানক দুর্দ্দৈব)। ভাল, একটা কথা আমাকে বুঝাইয়া দেও; সভ্যতা কি, ও প্রাকৃত বিজ্ঞান কাহাকে বলে?

দি। ভদ্রসমাজে ভালরূপে কথা বলা, লোকের সন্তোষকর পরিচ্ছদ পরিধান করা, আহারাদি এরূপ করা যে, লোকের কোন ঘৃণা না জন্মে—তোমাদের এই তিন প্রকারই নাই।

অ। সে কি প্রকার?

দি। তোমরা অন্য সমাজে যাও না; অত্যন্ত অসামাজিক ব্যবহার কর; মিষ্ট কথায় লোকরঞ্জন যে কি বস্তু, তাহা বৈষ্ণবেরা কখনই শিক্ষা করিলেন না; লোক দেখিলেই বলিয়া থাকেন, হরিনাম কর; কেন আর কি কোন সভ্য কথাবার্ত্তা নাই? তোমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে কেহ সহসা সভায় বসিতে দেয় না, মাথায় চৈতন্য ফক্কা, গলায় ঝুড়িকতক মালা, নেংটী পরা—এই ত পরিচ্ছদ! খাওয়া কেবল শাক আর কচু! তোমাদের কিছুই সভ্যতা নাই।

অ। (মনে মনে করিলেন, একটু ঝগড়া আরম্ভ করিলে যদি এ লোকটা চটিয়া চলিয়া যায়, তবেই মঙ্গল)। সভ্যতাদ্বারা কি পরকালে সুবিধা হয়?

দি। পরকালে সুবিধা নাই বটে, কিন্তু সভ্য না হইলে সমাজের উন্নতি কিসে হইবে? সমাজের উন্নতি হইলে পরকালের চেষ্টা হইতে পারে।

অ। ভাই, যদি ক্রোধ না কর, তবে কিছু বলি।

দি। তুমি আমার বাল্যবন্ধু; তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি; তোমার একটা কথা কি সহিতে পারিব না? আমরা সভ্যতা ভালবাসি, ক্রোধ হইলেও আমরা মুখে মিষ্ট থাকি; ভিতরের ভাব যত গোপনে রাখিতে পারা যায়, সভ্যতা ততই বৃদ্ধি হয়।

অ। মনুষ্যজীবন অল্পদিন, তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক; এই স্বল্পজীবনের মধ্যে সরলভাব সহিত হরিভজনই কর্ত্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা করা কেবল আত্মবঞ্চনা। আমরা জানি, 'শঠতার' অন্য নাম 'সভ্যতা'। মনুষ্যজীবন যতদিন সত্যপথে থাকে ততদিন সরল থাকে; যখন অধিকতর অসত্য-ব্যবহার স্বীকার করে, তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্য্যরত হইয়া বাহিরে মিষ্টবাক্যে লোকরঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই; সত্য-ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম 'সভ্যতা'। 'সভ্যতা' শব্দের অর্থ সভায় বসিবার যোগ্যতা—তাহা সরল ভদ্রতা। তোমরা ক্রমশঃ শঠতাকেই 'সভ্যতা' বলিতেছ। বস্তুতঃ সভ্যতা যখন নিষ্পাপ, তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে; সভ্যতা যখন পাপপূর্ণ, তখন তাহা অবৈষ্ণবের মধ্যে আদৃত। তুমি যে সভ্যতার কথা বলিলে, তাহার সহিত জীবের নিত্যধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য। বস্ত্র-সম্বন্ধে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে, তদ্দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত হয় এবং বস্ত্র পরিষ্কার থাকে, দুর্গন্ধ ইত্যাদি দোষ না থাকে। আহারাদি পবিত্র ও উপ-কারী হয়—ইহাতে দোষ নাই, কিন্তু তোমাদের মতে কেবল খাইতে ভাল হয়, অথচ অপবিত্র হউক না হউক, তাহার বিচার নাই। মদ্য মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচার-মাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে সভ্যতা বলে, তাহা কলিকালের সভ্যতা।

দি। তুমি কি বাদ্‌সাই সভ্যতা ভুলিয়া গেলে? দেখ, বাদ্‌সাহার সভায় লোক কেমন সুন্দররূপে বসেন ও কেমন বিধিপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা বলেন?

অ। সে কেবল সাংসারিক ব্যবহার; তাহা না থাকিলে, মনুষ্যের বস্তুতঃ কি অভাব হয়? ভাই, তুমি অনেক দিন যবনের চাকরি করিয়া সেইরূপ সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছ। বস্তুতঃ, মনুষ্যের নিষ্পাপ জীবনই সভ্যজীবন, পাপবুদ্ধির সহিত যে কলিকালের সভ্যতা-বৃদ্ধি, সে কেবল বিড়ম্বনা।

দি। দেখ, আজকাল কৃতবিদ্য পুরুষদের মনের ভাব এই যে, বর্ত্তমান সভ্যতাই 'মনুষ্যতা'; যিনি সভ্য ন'ন, তিনি মনুষ্য মধ্যে গণনীয় হ'ন না। স্ত্রীলোকের ভাল ভাল বস্ত্র ও তাহাদের দোষ আচ্ছাদন করাই এখনকার ভদ্রতা হইয়া উঠিয়াছে।

অ। এই সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি দেখিতেছি যে, যাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য বলিতেছ, তাঁহারা কালোচিত ধূর্ত্তলোক; কতকটা কুসংস্কার, কতকটা দোষ ঢাকার সুবিধার জন্য তাহারা অসরল সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়াছেন; বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদিগের সমাজে কি সুখ লাভ করিবে? ধূর্ত্তলোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।

দি। কেহ কেহ বলেন যে, জগতে ক্রমশঃ জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জ্ঞানের সহিত সভ্যতারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে এই জগতেই স্বর্গ উদিত হইবে।

অ। গাঁজাখুরী কথা! যিনি এ কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস আরও ধন্য; যিনি একথা বিশ্বাস না করিয়া প্রচার করেন, তাঁহার সাহস ধন্য। জ্ঞান দুই প্রকার—পারমার্থিক ও লৌকিক। পারমার্থিক-

জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ বোধ হয় না ; পারমার্থিক জ্ঞান বরং অনেকস্থলে স্বভাবভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং লৌকিকজ্ঞানের বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। লৌকিকজ্ঞানের সহিত জীবের কি নিত্যসম্বন্ধ আছে ? বরং লৌকিকজ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকেব চিত্ত অনেক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া যাওয়ায়, মূলতত্ত্বে অনেক অনাদর ঘটে। এ কথা মানি যে, লৌকিকজ্ঞানের যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অসরল সভ্যতা বাড়িতেছে,—ইহা জীবের পক্ষে দুর্গতি মাত্র।

দি। দুর্গতি কেন ?

অ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবজীবন স্বল্প ; এই স্বল্পকালমধ্যে পান্থনিবাসীর ন্যায় জীবেব পরমার্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। পান্থ-ব্যবহারে উন্নতি দেখাইবার জন্য কাল নষ্ট করা নির্ব্বোধের লক্ষণ। লৌকিকজ্ঞানের যত অধিকতর চর্চ্চা বাড়িবে, পারমার্থিক-বিষয়ে ততই কালাভাব হইবে। আমার সংস্কার এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনমত লৌকিকজ্ঞানের ব্যবহার হউক; অধিক লৌকিকজ্ঞান ও তাহার সহচরী সভ্যতার আদরে কিছু প্রয়োজন নাই। পার্থিব চাক্‌চিক্য কয়দিনের জন্য ?

দি। ভাল বৈরাগীর পাল্লায় পড়িলাম! সমাজটা কি কোন কাজের বস্তু নয় ?

অ। সমাজ যেরূপ বস্তু, সেইরূপ তাহার দ্বারা কাজ পাওয়া যায়। যদি বৈষ্ণব-সমাজ হয়, তবে ভাল কাজ পাওয়া যায় ; যদি অবৈষ্ণব-সমাজ হয়, অর্থাৎ কেবল লৌকিক-সমাজ হয়, তদ্দ্বারা যে কাজ পাওয়া যায়, তাহা জীবের বরণীয় নয়। ভাল, একথা থাকুক। প্রাকৃত বিজ্ঞান কি ?

দি। তন্ত্রে প্রাকৃত বিজ্ঞান অনেক প্রকারে প্রকাশিত আছে। প্রাকৃতজগতে যতপ্রকার জ্ঞান, কৌশল ও সৌন্দর্য্য আছে, সমস্তই প্রাকৃত বিজ্ঞান। ধনুর্ব্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা—এইপ্রকার সমস্ত বিদ্যাই প্রাকৃত বিজ্ঞান। প্রকৃতি আদ্যাশক্তি (আবার তত্ত্বকথা

বলিতে হইল!)—'তিনি এই জড়ব্রহ্মাণ্ডের প্রসব ও প্রকাশ করিয়া নিজশক্তিদ্বারা ইহাকে বিচিত্র করিয়াছেন। এই শক্তির একটী একটী রূপ ইহাতে একটী একটী বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞান লাভ করিয়া মা নিস্তারিণীর পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়; বৈষ্ণবেরা ইহার কোন অনুসন্ধান করেন না! আমরা এই বিজ্ঞানবলে মুক্তিলাভ করি। দেখ, এই বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আপ্লাতুন, আরিস্তোতল, সক্রেটিস ও লোকমান্য হাকিম প্রভৃতি যবনদেশের মহাত্মগণ কত কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন!

অ। আপনি বলিলেন যে, বৈষ্ণবেরা বিজ্ঞান অনুসন্ধান করেন না—এ কথা নয়। কেননা, বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধজ্ঞান বিজ্ঞান-সমন্বিত, যথা, ভাগবতে চতুঃশ্লোকীতে, (২।৯।৩০)—

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ (১)

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মার উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান তাঁহাকে শিক্ষা দেন, তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে—ওহে ব্রহ্মন্! আমি তোমাতে বিজ্ঞানসমন্বিত আমার যে পরমগুহ্য জ্ঞান, সেই জ্ঞানের রহস্য ও তাহার অঙ্গসকল বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর। দিগম্বর, জ্ঞান দুই প্রকার—শুদ্ধজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান। বিষয়জ্ঞান মানবসকল ইন্দ্রিয়দ্বারা সংগ্রহ করে; তাহা অশুদ্ধ, সুতরাং, চিদ্বস্তুর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন—জীবের বদ্ধদশায় জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন মাত্র। চিদাশ্রয়ী জ্ঞানকে 'শুদ্ধজ্ঞান' বলে; সেই জ্ঞান বৈষ্ণবদিগের ভজনের ভিত্তিমূল ও নিত্য; বিষয়জ্ঞানের সহিত সে জ্ঞানের বিপরীত ও বিলক্ষণ সম্বন্ধ।

(১) শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্, বিজ্ঞানসমেত আমার যে পরমগুহ্য সম্বন্ধতত্ত্ব-জ্ঞান, তাহা রহস্য (প্রেমভক্তি) ও তাহার অঙ্গের (সাধনভক্তির) সহিত আমি কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।

'বিষয়জ্ঞান'কে তুমি বিজ্ঞান বলিতেছ ; বস্তুতঃ বিষয়জ্ঞানই যে বিজ্ঞান, তাহা নয়। তোমার আয়ুর্ব্বেদাদি বিষয়জ্ঞানকে আলোচনা করিয়া তাহাকে 'শুদ্ধজ্ঞান' হইতে পৃথক্ করার নাম 'বিজ্ঞান'। বিষয়জ্ঞানের বিলক্ষণ যে শুদ্ধজ্ঞান, তাহাকেই 'বিজ্ঞান' বলে। বস্তুর 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' এক বস্তু। সাক্ষাৎ চিদ্বস্তুর উপলব্ধিকে 'জ্ঞান' বলে। বিষয়জ্ঞানকে তিরস্কার-পূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান স্থাপনের নাম 'বিজ্ঞান'। 'বস্তু' এক হইলেও প্রক্রিয়া পৃথক্ বলিয়া 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান', দুইটি পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে। তোমরা বিষয়জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বল ; বৈষ্ণবগণ বিষয়জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে 'বিজ্ঞান' বলে। তাঁহারা ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, রসায়ন—সমস্ত আলোচনাপূর্ব্বক দেখেন, এসমস্তই জড়জ্ঞান ; ইহার সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই ; অতএব উহা জীবের নিত্যধর্ম্মসম্বন্ধে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা জড়প্রবৃত্তি অনুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে রত, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবেরা কর্ম্মকাণ্ডগ্রস্ত বলিয়া জানেন—তাঁহা-দিগকে নিন্দা করেন না, কেননা, তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিদুন্নতির কিয়ৎপরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন। তাহাদের ক্ষুদ্র জড়ময় জ্ঞানকে আপনারা 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' বলেন ; তাহাতেই বা আপত্তি কি ? নাম লইয়া বিবাদ করা মূঢ়েরই কর্ম্ম।

দি। ভাল, জড়জ্ঞান যদি উন্নত না হইত, তবে তোমরা কিরূপে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও ভজন করিতে? অতএব তোমাদেরও জড়োন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

অ। প্রবৃত্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ লোক পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা করে ; কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর সেই সকল চেষ্টার ফলকে যথাযোগ্য অপর জনগণকে ভাগ করিয়া দেন।

দি। প্রবৃত্তি কোথা হইতে হয় ?

অ। পূর্ব্বকর্ম্মজনিত সংস্কার হইতে প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। যাহাদের জড়সম্বন্ধ যতদূর গাঢ়, তাহারা ততদূর জড়জ্ঞানে ও জড়জ্ঞানপ্রসূত শিল্পাদি-কার্য্যে নিপুণ; তাহারা যাহা প্রস্তুত করে, তাহা বৈষ্ণবদের কৃষ্ণসেবোপ-করণে উপকার করে; সে বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। দেখ, সূত্রধরেরা আপন আপন অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিমান প্রস্তুত করে; গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সেই বিমানের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। মধুমক্ষিকাগণ আপন প্রবৃত্তি অনুসারে মধু সংগ্রহ করে, ভক্তগণ দেব-সেবায় সেই মধু গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগতে পরমার্থের জন্যই যে, সকল লোকে চেষ্টা করে, তাহা নয়; নানাপ্রবৃত্তি হইতে কার্য্য হয়। মানবগণের প্রবৃত্তি উচ্চ-নীচ-অনুসারে বহুবিধ; নীচ মানবগণ নীচপ্রবৃত্তির দ্বারা অনেক কার্য্য করে; ঐ সমস্ত কার্য্য উচ্চপ্রবৃত্তির কার্য্যের সহকারী হয়। এইরূপ বিভাগদ্বারা জগচ্চক্র চলিতেছে। যতপ্রকার জড়াশ্রিত ব্যক্তি আছে, তাহারা জড়প্রবৃত্তিক্রমে কার্য্য করিয়াও, বৈষ্ণবের চিৎপ্রবৃত্তির সহকারী হয়; তাহারা জানে না যে, তাহারা ঐসকল কার্য্যদ্বারা বৈষ্ণবের উপকার করিবে; কিন্তু বিষ্ণুমায়াদ্বারা মোহিত হইয়া তাহারা ঐ সমস্ত কার্য্য করে; সুতরাং সমস্ত জগৎই বৈষ্ণবদিগের অপরিজ্ঞাত কিঙ্কর।

দি। বিষ্ণুমায়া কাহাকে বলে?

অ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্যে "যোগমায়া হরেঃ শক্তির্যয়া সম্মোহিতং জগৎ" ইত্যাদি বাক্যের যাহার সম্বন্ধে প্রয়োগ আছে, তিনিই বিষ্ণুমায়া।

দি। আমি যাহাকে মা নিস্তারিণী বলিয়া জানি, তিনি কে?

অ। তিনিই বিষ্ণুমায়া।

দি। (তন্ত্রপুঁথি খুলিয়া)। এই দেখ, আমার মা চৈতন্যরূপিণী, ইচ্ছাময়ী, ত্রিগুণাতীতা ও ত্রিগুণধারিণী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তোমার

বিষ্ণুমায়া নিগু'ণা নহেন ; তবে কিরূপে তুমি তোমার বিষ্ণুমায়াকে আমার মা'র সহিত এক বল ? এই সব কথায় বৈষ্ণবদের গোঁড়ামি দেখিয়া আমাদের ভাল লাগে না।

অ। ভাই দিগম্বর, এখনই রাগ করিও না ; তুমি এতদিন পরে আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, আমি তোমার সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করি। 'বিষ্ণুমায়া' বলিলে কি ক্ষুদ্রতা হয় ? ভগবান্ বিষ্ণু পরমচৈতন্যস্বরূপ এক-মাত্র সর্ব্বেশ্বর—সকলেই তাঁহার শক্তি। 'শক্তি' বলিলে কোন 'বস্তু' হয় না ; 'শক্তি'—'বস্তু'র ধর্ম্ম ; শক্তিকে সকলের মূল বলিলে নিতান্ত তত্ত্ব-বিরুদ্ধ হয়। 'শক্তি'—'বস্তু' হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না ; কোন চৈতন্যস্বরূপ বস্তু আগে স্বীকার করা চাই। বেদান্তভাষ্য বলেন,—'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ' অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ বস্তু নয়, শক্তিমান্ পুরুষ এক বস্তু, শক্তি তাঁহার ইচ্ছাধীন গুণ বা ধর্ম্ম। যতক্ষণ শুদ্ধচৈতন্য আশ্রয় করিয়া শক্তি আপনার কার্য্যের পরিচয় দেন, ততক্ষণই সেই শক্তিকে শক্তিমান্ বস্তু হইতে অভেদ মনে করিয়া চৈতন্যরূপিণী, ইচ্ছাময়ী ও ত্রিগুণাতীতা বলিলে ভ্রম হয় না। 'ইচ্ছা' ও 'চৈতন্য'-পুরুষাশ্রিত ; শক্তিতে ইচ্ছা থাকিতে পারে না—পুরুষের ইচ্ছায় শক্তি কার্য্য করে। তোমার চল-চ্ছক্তি আছে, তোমার ইচ্ছা হইলে সেই শক্তির কার্য্য হয়। 'শক্তি চলিতেছে' বলিলে কেবল শক্তিমানের চলাই বুঝায় ; শব্দ-ব্যবহার কেবল রূপক। ভগবানের একই শক্তি ; চিৎকার্য্যে তিনি চিচ্ছক্তি, অচিৎ বা জড়কার্য্যে তিনি জড়শক্তি বা মায়া। বেদ বলেন, (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)—

"পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। (১)

ত্রিগুণধারিণী শক্তি জড়শক্তি ; ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ও ব্রহ্মাণ্ড-নাশন—সেই শক্তিরই কার্য্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্রে 'বিষ্ণুমায়া' 'মহামায়া',

(১) এই পরব্রহ্ম-ভগবানের পরাশক্তি বেদে নানাপ্রকার শোনা যায়।

'মায়া' ইত্যাদি নামে উক্তি করিয়াছেন ; রূপকভাবে সেই শক্তির বিধি-হরি-হর-জননীত্ব ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া বর্ণিত আছে। যে পর্য্যন্ত জীব বিষয়মগ্ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত সেই শক্তির অধীন ; জীবের শুদ্ধজ্ঞানের উদয় হইলে নিজের স্বরূপবোধসহকারে, সেই শক্তির পাশ হইতে মুক্ত হয় এবং জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়া চিৎসুখ লাভ করেন।

দি। তোমরা কোন শক্তির অধীন কিনা ?

অ। হাঁ, আমরা জীবশক্তি—মায়াশক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির অধীন আছি।

দি। তবে তোমরাও শাক্ত ?

অ। হাঁ, বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত—আমরা চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন ; তাঁহার আশ্রয়েই আমাদের কৃষ্ণ-ভজন, সুতরাং আমাদের তুল্য আর শাক্ত কে আছে ? শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়া-শক্তিতে যাঁহাদের রতি, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রীদুর্গাদেবী বলিয়াছেন—'তব বক্ষসি রাধাঽহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।' (১) দুর্গাদেবীর বাক্যে বেশ জানা যায় যে, শক্তি দুই ন'ন—একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ-অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ-অবস্থায় জড়শক্তি।

দি। তুমি কহিয়াছ যে, তুমি জীবশক্তি, সে কি প্রকার ?

অ। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন (৭।৪।৫)—

(১) বৃন্দাবনধামে আমি চিৎস্বরূপে অন্তরঙ্গাশক্তি শ্রীরাধিকারূপে তোমার বক্ষবিলাসিনী।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

অর্থাৎ ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী আমার অপরা অর্থাৎ জড়া-প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ অষ্ট প্রকার পরিচয়; জড়মায়ার অধিকারে এই আটটী বিষয় আছে। এই জড়া-প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক্ আমার জীবস্বরূপা আর একটী প্রকৃতি আছে, যে প্রকৃতি দ্বারা এই জড়জগৎ উপলব্ধ বা দৃষ্ট হয়। দিগম্বর, তুমি ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য জান? এই গ্রন্থখানি সর্ব্বশাস্ত্রের নিষ্কৃষ্ট উপদেশ ও সর্ব্বপ্রকার বিতর্কের মীমাংসা। ইহাতে স্থির হইয়াছে, জড়-জগৎ হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ একটী জীবতত্ত্ব আছে—সে তত্ত্বও ভগবানের একপ্রকার শক্তি; তাহাকে পণ্ডিতেরা তটস্থাশক্তি বলেন। সে শক্তি জড়শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু; অতএব জীবমাত্রেই কৃষ্ণের শক্তিবিশেষ।

দি। কালিদাস, তুমি ভগবদ্গীতা দেখিয়াছ?

অ। হাঁ, আমি পূর্ব্বে সে গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম।

দি। তাহাতে কেমন তত্ত্বকথা?

অ। ভাই দিগম্বর, যে পর্য্যন্ত লোকে মিশ্রি না খায়, সে পর্য্যন্ত গুড়ের অধিক প্রশংসা করে।

দি। ভাই, এটা তোমার গোঁড়ামি। দেবীভাগবত ও দেবীগীতা সর্ব্বলোকে আদর করে, কেবল তোমরাই সেই দুই গ্রন্থের নাম শুনিতে পার না।

অ। ভাই, তুমি দেবীগীতা পড়িয়াছ?

দি। না, মিথ্যা কথা কেন বলিব, আমি ঐ দুইখানি গ্রন্থ নকল করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই।

অ। যে গ্রন্থ পড় নাই, তাহা ভাল, কি মন্দ,—কি করিয়া বলিবে? এটা আমার গোঁড়ামি হইল, কি তোমার?

দি। ভাই, তোমাকে আমি চিরদিন একটু ভয় করি। তুমি বড় বাচাল ছিলে; এখন আবার বৈষ্ণব হইয়া বিশেষ বাচাল হইয়া পড়িয়াছ। আমি যে কথা বলি, তুমি তাহা কাটিয়া দিতেছ।

অ। আমি দীন-হীন মূর্খ বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর শুদ্ধধর্ম্ম নাই। তুমি চিরদিন বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া, নিজের মঙ্গল-পথ দেখিলে না।

দি। (একটু চটিয়া)। হাঁ, আমি এত ভজন-সাধন করি; তুমি বল, কোন মঙ্গলপথ দেখিলাম না—আমি কি এতদিন ঘোড়ার ঘাস কাটিছি? এই দেখ, 'তন্ত্রসংগ্রহ' খানা কি কম পরিশ্রমে হইয়াছে? তুমি সভ্যতা ও বিজ্ঞানকে নিন্দা করিয়া বৈষ্ণবগিরি করিবে, ইহাতে আমি কি করিতে পারি? চল, সভ্যগুলি তোমাকে ভাল বলে, কি আমাকে, দেখা যাউক।

অ। (মনে মনে, কুসঙ্গ ঘোচে, ভালই)। ভাল ভাই, তুমি যখন মরিবে, তোমার সভ্যতা ও প্রাকৃত বিজ্ঞান তোমার কি কাজ করিবে?

দি। কালিদাস, তুমিও যেমন! মরণের পর কি আর কিছু আছে? যতক্ষণ বেঁচে থাক, সভ্যতার সহিত লোকের যশ গ্রহণ কর, পঞ্চমকারাদি-দ্বারা আনন্দ কর, মা নিস্তারিণী মরণের সময়ে যথায় যেমন করিয়া থাকা উচিত, সেইরূপ রাখিবেন। মরণ হইবে বলিয়া এখনকার ক্লেশ কেন সহ্য কর? যখন পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে, তখন আর তুমি কোথায় থাকিবে? এই সংসারই মায়া, যোগমায়া ও মহামায়া। ইনিই তোমাকে সুখ দিতে

পারেন এবং মরণান্তে অবশ্যই মুক্তি দিবেন ; শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই—শক্তি হইতে উঠিয়াছ, শক্তিতে পুনরায় যাইবে। শক্তিসেবা কর ; বিজ্ঞানে শক্তি বল দেখ ; যত্ন করিয়া নিজ যোগবল বৃদ্ধি কর ; শেষে সেই অব্যক্ত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তোমরা কোথা থেকে এক গাঁজাখুরি চৈতন্য-পুরুষের গল্প আনিয়াছ ? সেই গল্প বিশ্বাস করিয়া ইহকালে কষ্ট পাইতেছ ও পরকালে আমাদের অপেক্ষা কি অধিক পাইবে, তাহা জানি না। পুরুষের সহিত কাজ কি ? শক্তিসেবা কর, শক্তিতেই লয় পাইয়া নিত্য অবস্থান করিবে।

অ। ভাই, তুমি ত জড়শক্তি লইয়া মুগ্ধ হইলে। যদি চৈতন্য-পুরুষ থাকে, তবে মরণের পর তোমার কি হইবে ? সুখ কাহাকে বল ? উত্তর —মনের সন্তোষের নাম সুখ। আমি সমস্ত জড়ীয় সুখ বর্জ্জন করিয়া মনের সন্তোষরূপ সুখ পাইতেছি, যদি পরে কিছু থাকে, তাহাও আমার। তুমি সন্তুষ্ট নও—যত ভোগ কর, ততই ভোগ-তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয় ; সুখ যে কি বস্তু, তাহা বুঝিলে না ; কেবল 'সুখ' 'সুখ' করিয়া ভাসিতে ভাসিতে একদিন পতন হইয়া দুঃখের সমুদ্রে পড়িবে।

দি। আমার যা হয় হবে, তুমি ভদ্রসঙ্গ-ত্যাগ করিলে কেন ?

অ। আমি ভদ্রসঙ্গ ত্যাগ করি নাই, বরং তাহাই লাভ করিয়াছি—অভদ্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

দি। অভদ্রসঙ্গ কিরূপ ?

অ। রাগ না করিয়া শুন, আমি বলি (ভা ৪।৩০।৩৩)—

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, যে পর্য্যন্ত তোমার অপার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া

এই কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিব, সেপর্য্যন্ত তোমারই প্রসঙ্গবিৎ সাধুদিগের সঙ্গ জন্মে জন্মে ঘটিবে না। পুনঃ সপ্তমস্কন্ধে—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥ (১)

কাত্যায়নবাক্যে (হঃ ভঃ বিঃ ১০।২২৪)—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥

অর্থাৎ, বরং অগ্নিতে পুড়িয়া মরিব বা পঞ্জরমধ্যে চিব-আবদ্ধ হইয়াও থাকিব, তবুও কৃষ্ণ-চিন্তাবিমুখজনেব সঙ্গদুঃখ যেন না হয়। তৃতীয়ে, (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু॥

অর্থাৎ যে সকল লোক অশান্ত, মূঢ় ও স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়ামৃগ, তাহাদের সঙ্গফলে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয ; সেইসকল আত্মবিরোধী, অসাধু, শোচ্যপুরুষদিগের সহিত কথনও সঙ্গ করিবে না'। গারুড়ে—

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্ত্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥ (২)

(১) কথনও ভগবদ্বহির্ম্মুখ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর সঙ্গ করিবে না, কেননা, সেই সঙ্গফলে সকলপুরুষার্থহানি ও অধঃপতন ঘটে।

(২) বেদান্তবিৎ ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞ হইয়াও যে সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।

(ভাঃ ৬।১।১৮)—প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥

স্কান্দে— হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ (১)

দিগম্বর, এই সকল অসৎসঙ্গ করিলে জীবের মঙ্গল হয় না; এই সকল লোকের সমাজ-সংগ্রহে কি লাভ আছে?

দি। ভাললোকের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলাম! আমরা সকলেই অভদ্র হইয়া পড়িলাম! এখন তুমি শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গ কর, আমি নিজ গৃহে গমন করি।

অ। (মনে মনে, হ'যে এসেচে, এখন একটু মিষ্ট কথা বলা ভাল)। ঘার ত' অবশ্যই যাইবে; তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না; কৃপা করিয়া যদি আসিয়াছ, তবে এখানে কিয়ৎকাল থাকিয়া কিছু প্রসাদাদি পাইয়া যাও।

দি। কালিদাস, তুমি ত জান, আমার কিছু খাওয়া-দাওয়া সয় না—আমি হবিষ্যাশী; হবিষ্যান্ন পাইয়া আসিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিলাম; আবার যদি অবকাশ হয়, আসিব। রাত্রে থাকিতে পারিব না—গুরুদত্ত পদ্ধতিমত কিছু ক্রিয়া আছে। আজ ভাই বিদায় হইলাম।

অ। চল, আমি তোমাকে নৌকা পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আসি।

দি। না না, তুমি আপনার কর্ম্ম কর, আমার সঙ্গে কয়েকটী

---

(১) বহু নদীর জলেও মদ্যভাণ্ডকে যেমন পবিত্র করিতে পারে না, তদ্রূপ নারায়ণবিমুখ অসৎ ব্যক্তি বহু প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলেও তদ্দ্বারা শুদ্ধ হয় না।

বৈষ্ণবকে প্রহার করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ক্রোধ প্রকাশ করা এবং তাঁহার দর্শনে হৃষ্ট না হওয়া—এই ছয়টী অধঃপতনের কারণ।

লোক আছে। এই বলিয়া দিগম্বর শ্যামাবিষয়ক গান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অদ্বৈতদাস আপন কুটীরে তখন নির্ব্বিঘ্নে নাম করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও ইতিহাস

ন্যায়রত্নের মনের কথা—গাদিগাছা জয় করিবার পরামর্শ—পঞ্চোপাসকের মধ্যস্থিত বৈষ্ণব ও শুদ্ধবৈষ্ণব—এই দুইয়ের মধ্যে সনাতন কে—জীবের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয়—বেদোক্ত শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপদেশ—বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস—শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম মহাপ্রভুর সময়ে পূর্ণ বিকসিত—নামপ্রেম—নৈয়ায়িকাদির তাহাতে অনাদর কেন—কি প্রকার ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব—নীচ জাতির বৈষ্ণবধর্ম্মে আদর কেন—বেদ-বেদান্তে মায়াবাদ নাই—শঙ্করের তাৎপর্য্য কি, তাহা ভগবান্‌ই জানেন—অন্য দেবদেবীর প্রসাদ বৈষ্ণবের অগ্রাহ্য কেন—তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে জীবহিংসা প্রসিদ্ধ নয়—শ্রাদ্ধতত্ত্ব—কর্ম্মকাণ্ডীর শ্রাদ্ধাদিতে কতদিন অধিকার?

অগ্রদ্বীপনিবাসী অধ্যাপক শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যের মনে একটী সন্দেহের উদয় হইল। অনেক লোকের সহিত বিচার করিয়াও তাঁহার সন্দেহটী গেল না, বরং তাঁহার চিত্তকে অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল। তিনি একদিবস অর্কটীলা গ্রামে শ্রীচতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বলুন দেখি, বৈষ্ণবধর্ম্ম কতদিন হইয়াছে? হরিহর ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ও গৃহে কৃষ্ণসেবা করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে প্রায় বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মের প্রতি অনেকটা উদাসীন হইয়াছেন—ধর্ম্মের কচকচি ভালবাসেন না; কেবল শক্তি-পূজার সময়ে কিছু কিছু ভক্তি প্রকাশ করেন। হরিহরের প্রশ্নে তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে, হরিহর বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষপাতিত্ব করিয়া আমাকে

একটা লটখটিতে ফেলিবে; এ বিপদ দূর করাই ভাল। এই মনে করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন,—হরিহর, আজ আবার এ কি প্রকার প্রশ্ন? তুমি 'মুক্তিপাদ' পর্য্যন্ত পড়িয়াছ; দেখ, ন্যায়শাস্ত্রে বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথাই নাই। তবে আমাকে কেন ঐ প্রশ্ন করিয়া বিব্রত কর?

হরিহর বলিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমি পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত; কখনই বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আপনি বিক্রমপুরের তর্কচূড়ামণিকে জানেন; তিনি আজকাল বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে দেশ-বিদেশে বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। কোন শাক্তপ্রধান সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্মটা নিতান্ত আধুনিক, ইহাতে কোন সার নাই, নীচজাতীয় লোকেরাই 'বৈষ্ণব' হয়—উচ্চজাতীয় লোকেরা বৈষ্ণবধর্ম্মকে আদর করে না। সেরূপ পণ্ডিতলোকের এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রথমে আমার মনে একটু বেদনা হইয়াছিল; পরে নিজে নিজে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, বঙ্গভূমিতে প্রভু চৈতন্যদেবের আসিবার পূর্ব্বে কোন-স্থলেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল না; প্রায় সকলেই শক্তিমন্ত্রে উপাসনা করিতেন। আমাদের মত কতকগুলি বৈষ্ণবমন্ত্রের উপাসক ছিল বটে, কিন্তু সকলেই চরমে ব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিত এবং মুক্তির জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। সেরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মে পঞ্চোপাসকদিগের সকলেরই সম্মতি ছিল। কিন্তু প্রভু চৈতন্যদেবের পর বৈষ্ণবধর্ম্ম একটী নূতন আকার লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবেরা 'মুক্তি' ও 'ব্রহ্ম' এই দুইটী নাম শুনিতে পারেন না—ভক্তিকে যে কি বুঝিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। 'কাণা-গরুর ভিন্ন গোট' ইহাই এখনকার বৈষ্ণবদের ভিতর দেখিতেছি। আমার প্রশ্ন এই যে, এরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, না চৈতন্য-দেবের সময় হইতে উদিত হইয়াছে?

ন্যায়রত্ন মহাশয় দেখিলেন যে, হরিহরের মনের ভাব আর এক প্রকার, অর্থাৎ, হরিহর বৈষ্ণবদের গোঁড়া ন'ন। ইহা মনে করিয়া মুখটী প্রফুল্ল হইল; বলিলেন,—হরিহর, তুমি যথার্থ ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত বটে; তুমি যাহা মনে করিয়াছ, আমিও তাহাই বিশ্বাস করি। আজকাল নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মের যে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে ভয় হয়; কলিকাল!—আমাদের একটু সাবধান থাকা চাই। এখন অনেক ধনী ভদ্রলোক চৈতন্যমতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেন, এমন কি, আমাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করেন। আমার বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে। আবার, তেলী, তাম্‌লী, সুবর্ণবণিক্ সকলেই শাস্ত্রকথা লইয়া বিচার করে, তাহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। দেখ, অনেকদিন হইতে ব্রাহ্মণগণ এমন একটী কল করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অপরবর্ণের কোন লোকেই শাস্ত্র পড়িত না; এমন কি, ব্রাহ্মণের নীচেই যে কায়স্থ বর্ণ, তাহারাও প্রণব উচ্চারণ করিতে সাহস করিত না—আমাদের কথাই সকলে মানিত; কিন্তু আজকাল বৈষ্ণব হইয়া সকলেই তত্ত্ব বিচার করে, তাহাতে আমাদের অত্যন্ত পরাজয় হইতেছে। নিমাই পণ্ডিত হইতেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মটার লোপ হইল। হরিহর, তর্কচূড়ামণি পয়সার খাতিরেই বলুক্, আর দেখে শুনেই বলুক্, ভাল বলিয়াছে। বৈষ্ণববেটাদের কথা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায়; এখন বলে কি যে, শঙ্করাচার্য্য ভগবানের আজ্ঞায় মিথ্যা-মায়াবাদ-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মই অনাদি। আজও শতবৎসর হয় নাই, যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাহা আবার অনাদি হইল! 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'। বলুক্, যত বলিতে পারে। নবদ্বীপ যেমন ভাল ছিল, তেমনই মন্দ হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ, নবদ্বীপের মধ্যে গাদিগাছায়

কয়েকটী বৈষ্ণব বসিয়াছে, তাহারা আজকাল পৃথিবীকে সরার মত দেখিতেছে; তাহাদের মধ্যে দুই তিনটা ভালরকম পণ্ডিত আছে, তাহাদের উৎপাতেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল—বর্ণধর্ম্ম, নিত্যমায়াবাদ, দেব-দেবীর পূজা, সমস্তই লোপ করিতেছে। দেখ, আজকাল আর শ্রাদ্ধশান্তি অধিক হয় না; অধ্যাপকদিগের কিরূপে চলে?

হরিহর বলিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ইহার কি প্রতিকার নাই? এখনও মায়াপুরে পাঁচ সাত জন বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। অপর পারে কুলিয়া গ্রামে অনেকগুলি স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক আছেন। সকলে মিলিয়া গাদিগাছা আক্রমণ করিলে কি হয় না?

ন্যায়রত্ন বলিলেন,—হাঁ, তাহা হইতে পারে যদি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মধ্যে ঐক্য হয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ব্যবসায়ের ছলে পরস্পর হিংসা করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, কয়েকটী পণ্ডিত কৃষ্ণচূড়ামণিকে লইয়া গাদিগাছায় বিচার উত্থাপন করিয়াছিলেন, পরাজিত হইয়া আপন আপন টোলে বসিয়া যাহা কিছু বলিতে হয়, তাহাই বলিতেছেন।

হরিহর বলিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি আমাদের অধ্যাপক এবং অনেক অধ্যাপকের অধ্যাপক। আপনার কৃত ন্যায়টীকা দেখিয়া অনেকে ফাঁকি শিক্ষা করেন। আপনি গিয়া একবার বৈষ্ণবপণ্ডিত-দিগকে পরাজয় করুন। বৈষ্ণবধর্ম্ম যে আধুনিক, ও বেদসম্মত নয়, ইহাই স্থাপন করুন। তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বসম্মত পঞ্চোপাসনা বজায় থাকে।

চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের মনে একটু ভয় আছে। কৃষ্ণচূড়ামণি প্রভৃতি যেখানে পরাজয় লাভ করিয়াছেন, সেখানে গেলে পাছে সেই দশা হইয়া পড়ে। তিনি বলিলেন,—হরিহর, আমি ছদ্মবেশে যাইব, তুমি অধ্যাপক হইয়া গাদিগাছায় তর্কানল উদ্দীপ্ত কর। হরিহর বলিলেন,—

আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। আগামী সোমবারে 'বোম্ মহাদেব' বলিয়া গঙ্গাপার হইব।

সোমবার আসিয়া উপস্থিত। হরিহর, কমলাকান্ত, সদাশিব এই তিনজন অধ্যাপক, অর্কটীলা হইতে শ্রীচতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে লইয়া জাহ্নবী পার হইলেন। বেলা সার্দ্ধতিনপ্রহরের সময় শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জে আসিয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় মাধবীমণ্ডপে বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতদাস বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ আসন দিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনাদের আজ্ঞা কি? হরিহর বলিলেন,—আমরা বৈষ্ণবদিগের সহিত কএকটী বিষয় আলোচনা করিতে আসিয়াছি। অদ্বৈতদাস বলিলেন,—অত্রস্থ বৈষ্ণবগণ কোন বিষয়ে বিতর্ক করেন না, তবে যদি আপনারা কোন কথা সরলরূপে জিজ্ঞাসা করেন, তবে ভাল। সে দিবস কএকটী অধ্যাপক জিজ্ঞাসাচ্ছলে অনেক বিতর্ক করিয়া শেষে মনে মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমি পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব। এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অদ্বৈতদাস অল্পক্ষণের মধ্যেই আসিয়া আসনসকল পাতিয়া ফেলিলেন। পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমণ্ডপে আসিয়া প্রথমে বৃন্দাদেবীকে, পরে আগন্তুক ভদ্র ব্রাহ্মণগণকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়গণ, আমরা আপনাদের কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা করুন।

তখন ন্যায়রত্ন বলিলেন,—আমরা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর করুন। তাহা শুনিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয়কে আকর্ষণ করিয়া আনাইলেন। বৈষ্ণবসকল স্থির হইয়া বসিলে ন্যায়রত্ন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বলুন দেখি, বৈষ্ণবধর্ম্ম পুরাতন, কি আধুনিক?

পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবদাস বলিলেন,—
শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম সনাতন ও নিত্য।

ন্যা। বৈষ্ণবধর্ম্ম দুইপ্রকার দেখিতেছি। একপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার-ভজন হয় না। একটী কল্পিত সাকার নিরূপণ করিয়া ভজন করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। মায়া-কল্পিত রাধাকৃষ্ণরূপ বা রামরূপ বা নৃসিংহরূপ ভজিতে ভজিতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এই বুদ্ধির সহিত যাঁহারা বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজা করেন ও তন্মন্ত্রে উপাসনা করেন, তাঁহারা পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। আর একপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম্ম এই যে, ভগবান্ বিষ্ণু বা রাম বা কৃষ্ণ নিত্য-সাকার। সেই সেই মন্ত্রে উপাসনা করিলে সেইরূপের নিত্য-জ্ঞান ও প্রসাদ লাভ হয়। নিরাকারমত মায়াবাদ, অতএব শাঙ্কর ভ্রম। এই দুইপ্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে কোন্ প্রকারটী সনাতন ও নিত্য?

বৈ। আপনি যেটী শেষ উল্লেখ করিলেন, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। তাহা সনাতন। অপরটী নামমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম অথচ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিপরীত, অনিত্য এবং মায়াবাদের সহিত প্রচলিত হইয়াছে।

ন্যা। এখন বুঝিলাম যে, আপনারা চৈতন্যদেব হইতে যে মতটী লাভ করিয়াছেন, তাহাই আপনাদের মতে বৈষ্ণবধর্ম্ম। কেবল রাধাকৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ উপাসনাদ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম হয় না। চৈতন্যের মত লইয়া রাধাকৃষ্ণাদি উপাসনা করিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম হয়। ভাল, তাহাই হইল, কিন্তু এইরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মকে আপনারা কিরূপে সনাতন বলিয়া স্থাপন করেন?

বৈ। বেদশাস্ত্রে এইপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা আছে। সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রে এইপ্রকার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ। সমস্ত আর্য্য ইতিহাস এই বৈষ্ণবধর্ম্মের গুণ গান করিতেছে।

ন্যা। চৈতন্যদেবের জন্ম আজও দেড়শত বৎসর হয় নাই। তিনিই দেখিতেছি, এই মতের প্রবর্ত্তক, তাহা হইলে এ মতটী কিরূপে সনাতন হইতে পারে?

বৈ। যে সময় হইতে জীব হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই মতও হইয়াছে। জড়ীয়কালে জীবের আদি পাওয়া যায় না; অতএব জীব অনাদি ও জৈবধর্ম্মরূপ বৈষ্ণবধর্ম্মও অনাদি। ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। ব্রহ্মা প্রাচুর্ভূত হইবামাত্রই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তিমূল যে বেদসঙ্গীতবাণী, তাহা উদিত হয। তাহাই চতুঃশ্লোকীতে লিপিবদ্ধ আছে। মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।১) এইরূপ কথিত আছে,—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥" (১)

সে ব্রহ্মবিদ্যা কি শিক্ষা দেয়, তাহা ঋগ্বেদসংহিতায কথিত আছে,— "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" দিবীব চক্ষরাততম্॥ (২)

এবং কঠাদি উপনিষদেও কথিত আছে—"বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥"

শ্বেতাশ্বতরে (৫।৪) "এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনি-স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥" (৩)

(১) বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, পৃথিবীর পালয়িতা ব্রহ্মা প্রথমে (ভগবানের নাভিনালে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বের নিকট সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(২) যে বিষ্ণুর পরম পদ দিনমণি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, সেই বিষ্ণুর পরম পদ দিব্যসূরি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল দর্শন করিতেছেন।

(৩) এক পরমদেবতা ভগবান্ আছেন, তিনি সবিতার বরেণ্য, তিনি সকল কারণের মধ্যে এক অদ্বয়স্বরূপে অধিষ্ঠিত।

তৈত্তিরীয়ে—(২।১) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥" (১)

ন্যা। আপনি যে 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' বেদবাক্যদ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলিতেছেন, তাহা মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়, ইহা কিরূপে বুঝাইতে পারেন ?

বৈ। মায়াবাদান্তর্গত বৈষ্ণবধর্ম্মে নিত্য আনুগত্য নাই। জ্ঞানলাভস্থলে নিজের ব্রহ্মতালাভ স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কঠে বলিয়াছেন যে (২।২৩)

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥" (২)

আনুগত্য-ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম, তদ্দ্বারা সেই পরব্রহ্মের কৃপা হইলে তাঁহার নিত্যরূপ দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানাদি দ্বারা সে রূপ লভ্য হয় না। এই এক দৃঢ় বেদবাক্যের দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বেদমূলত্ব বুঝিতে পারিবেন। যে বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ববেদ-সম্মত ধর্ম্ম, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ন্যা। চরমে ব্রহ্মজ্ঞান নয়, কৃষ্ণভজনই সাররূপে পাওয়া যায়, এরূপ কি বেদবাক্য পাওয়া যায় ?

বৈ। (তৈঃ আঃ ২।৭) "রসো বৈ সঃ" ; (ছা ৮।১৩।১) "শ্যামাচ্ছবলং

---

(১) ব্রহ্মবস্তু সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও জড়দেশকালাদি-পরিচ্ছেদরহিত অধোক্ষজ বস্তু। যিনি সেই ব্রহ্মকে পরব্যোমে ও হৃদয়াকাশে অবস্থিত জানেন, তিনি ঐ সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বপ্রকার অধোক্ষজ-ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাপর কামনা লাভ করিয়া থাকেন।

(২) এই পরমাত্ম-বস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং-প্রকাশ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" এইরূপ বহুতর বেদবাক্যে চরমে কৃষ্ণভজনই লভ্য, তাহা বলিয়াছেন। (১)

ন্যা। 'কৃষ্ণনাম' বেদে আছে কি ?

বৈ। 'শ্যাম' শব্দে কি কৃষ্ণ নয় ? (ঋক্ ১ম মঃ। ২২ অনুঃ। ১৬৪ সূক্ত। ৩১ ঋক্) "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমা নমা" (২) ইত্যাদি বেদবাক্যে গোপতনয় কৃষ্ণকেই উল্লেখ করেন।

ন্যা। এসব টেনেটুনে অর্থ হয় মাত্র।

বৈ। আপনি যদি বেদ ভালরূপে আলোচনা করেন, তবে দেখিবেন যে, সকল বিষয়েই বেদ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী ঋষিগণ ঐ সকল বেদবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের মান্য কর্ত্তব্য।

ন্যা। এখন বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস বলুন।

বৈ। আমি বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইয়াছে। ব্রহ্মা প্রথম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাদেব বৈষ্ণব। আদি প্রজাপতিগণ সকলেই বৈষ্ণব। ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ গোস্বামী বৈষ্ণব। এখন দেখিলেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্টির সময় হইতে ছিল কি না? মূল কথা এই যে, সকলেই নির্গুণপ্রকৃতি হয় না। যে জীবের প্রকৃতি যতদূর নির্গুণ, সে জীব ততদূর বৈষ্ণব। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণ এই সকল গ্রন্থই আর্য্যদিগের ইতিহাস। প্রথমসৃষ্টিকালের বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিলেন। আবার যখন দেব, নর, দৈত্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে, তখন প্রথম হইতেই আমরা প্রহ্লাদ ও ধ্রুবকে পাই। যে সকল ব্যক্তি বিশেষ যশস্বী, তাঁহাদেরই নাম ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ

---

(১) সেই পরমতত্ত্বই রসস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণপ্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনী-সার ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সার ভাবের আশ্রয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রপন্ন হই।

(২) দেখিলাম, এক গোপাল, তাঁহার কখন পতন নাই।

প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের সময় আরও কতশত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ধ্রুব, মনুপুত্র এবং প্রহ্লাদ কশ্যপ প্রজাপতির পৌত্র। ইঁহারা অত্যন্ত আদিকালের লোক, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের আরম্ভকালেই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিতে পাইতেছেন। পরে চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজগণ এবং ভাল ভাল মুনি ও ঋষিগণ সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ হইয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগেই এরূপ উল্লেখ আছে। কলিকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী বহু সহস্র ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপায়, বোধ হয়, ভারতের অর্দ্ধসংখ্যক মনুষ্য মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবচ্চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশে আমার হৃদয়নাথ শ্রীশচীনন্দন, দেখুন, কত দীন ও পতিত লোককে উদ্ধার করিলেন! এ সমস্ত দেখিয়াও আপনার বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য নয়নগোচর হয় না!

ন্যা। হাঁ; কিন্তু প্রহ্লাদাদিকে কি প্রকারে বৈষ্ণব বলা যায়?

বৈ। শাস্ত্রবিচার করিলে অবশ্য জানা যায়। যখন যণ্ডামর্কের শিক্ষিত মায়াবাদদূষিত ব্রহ্মজ্ঞান ত্যাগপূর্ব্বক হরিনাম সার করিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ যে শুদ্ধভক্ত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মূল কথা এই যে, একটু নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝা যায় না।

ন্যা। যদি বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপে চিরকাল আসিতেছে, তবে চৈতন্য মহাপ্রভু কি নূতন কথা শিক্ষা দিলেন, যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে হইবে?

বৈ। বৈষ্ণবধর্ম্ম, পদ্মপুষ্পের ন্যায়, কালসহকারে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছেন। প্রথম কলিকা। পরে একটু বিকচিতভাবে লক্ষিত। ক্রমশঃ পূর্ণবিকচিতভাবপ্রাপ্ত পুষ্পবৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মার সময়ে

শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকিসম্মত ভগবজ্‌জ্ঞান, মায়াবিজ্ঞান, ভক্তিসাধন ও প্রেম কেবল অঙ্কুররূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছিল। প্রহ্লাদাদির সময়ে কণিকা-আকার দেখা গেল। ক্রমশঃ বাদরায়ণ ঋষির কালে কলিকাগুলি বিকচিত হইতে আরম্ভ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যগণের সময়ে পুষ্পাকারে দেখা গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইলে প্রেমপুষ্প সম্পূর্ণ বিকচিত হইয়া জগজ্জনের হার্দ্দ নাসিকায় পরম রমণীয় সৌরভ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের পরম নিগূঢ় তত্ত্ব যে নাম-প্রেম, তাহাই জগজ্জীবের ভাগ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনামসংকীর্ত্তন যে পরম আদরের ধন, তাহা কি আর কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন? যদিও শাস্ত্রে ছিল, তথাপি জীবচরিতগত হয় নাই। আহা! শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদয় হইবার পূর্ব্বে প্রেমরসাভাণ্ডার কি এরূপে কখনও বিতরিত হইয়াছিল?

ন্যা। ভাল, যদি আপনাদের কীর্ত্তনাদি এত উপাদেয় হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতমণ্ডলীতে ইহার আদর হয় না কেন?

বৈ। কলিকালে 'পণ্ডিত' শব্দের অর্থবিপর্য্যয় হইয়াছে। শাস্ত্রে উজ্জ্বলা বুদ্ধির নাম পণ্ডা, তাহা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু এ সময়ে যিনি ন্যায়ের নিরর্থক ফাঁকি ও স্মৃতিশাস্ত্রের লোকরঞ্জক অর্থ করিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে। এরূপ পণ্ডিতগণ কিরূপে ধর্ম্মতাৎপর্য্য ও শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন? নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কি ন্যায়ের ফাঁকি-সিদ্ধান্তে লাভ হয়? বস্তুতঃ যাঁহারা আত্মবঞ্চনা ও জগদ্বঞ্চনায় পটু, তাঁহারাই কলিকালে পণ্ডিত। এই সকল পণ্ডিতমণ্ডলীতে ঘট-পট লইয়া বিতর্ক হয়। বস্তুজ্ঞান ও সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব এবং জীবের চরম প্রয়োজন ও তাহার উপায় লইয়া কোন

বিচার উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্ববিচার হইলে, তবে প্রেম-কীর্ত্তনাদি যে কি বস্তু, তাহা জানা যায়।

ন্যা। ভাল, পণ্ডিত ভাল নাই তাহা মানিলাম; কিন্তু উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কেন আপনাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণবর্ণ সাত্ত্বিক। স্বভাবতঃ সত্যপথে ও উচ্চধর্ম্মেই ব্রাহ্মণের রুচি হয়। তবে কেন ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী হন?

বৈ। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ অন্য লোকের চর্চ্চা করেন না। দেখুন, যদি আপনার মনে দুঃখ ও ক্রোধ না হয় এবং সত্য জানিবার ইচ্ছা জন্মে, তবে আমি আপনাকার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি।

ন্যা। যাহা হউক, আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শম, দম ও তিতিক্ষার পক্ষপাতী। আমরা আপনার কথা সহ্য করিতে পারিব না, এমত নয়। আপনি স্পষ্টরূপে বলুন, আমি অবশ্য ভাল কথা স্বীকার করিব।

বৈ। দেখুন, শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ-শিষ্য। আবার গৌড়দেশে আমার মহাপ্রভু বৈদিক ব্রাহ্মণ। আমার নিত্যানন্দপ্রভু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আমার অদ্বৈতপ্রভু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। আমার গোস্বামী ও মহান্তগণ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। সহস্র সহস্র ব্রহ্মকুলতিলক শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া এই নির্ম্মল ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিতেছেন। আপনি কেন বলেন যে, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবধর্ম্মে আদর করেন না? আমরা জানি, যে সকল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবধর্ম্ম আদর করেন, তাঁহারা অতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তবে কুলদোষে, সংসর্গদোষে ও অসৎশিক্ষাদোষে কতকগুলি ব্রাহ্মণবংশীয় লোক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা যে ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেন, তাহা নয়। নিজের নিজের অসৌভাগ্যের ও অপগতিরই পরিচয়

দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রমতে কলিকালে সদ্‌ব্রাহ্মণ অল্প। সেই অল্পভাগই বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণ যে সময়ে বেদমাতা বৈষ্ণবী গায়ত্রী লাভ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব। কালদোষবশতঃ পুনরায় অবৈদিক দীক্ষা দ্বারা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন। অতএব বৈষ্ণবব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প দেখিয়া কোন অপসিদ্ধান্ত করিবেন না।

ন্যা। নীচ জাতির মধ্যে অধিকাংশই কেন বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করে?

বৈ। তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। নীচ জাতির মধ্যে অনেকে দৈন্য স্বীকার করায় বৈষ্ণবদিগের দয়ার পাত্র হন। বৈষ্ণব-কৃপাব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। জাতিমদ, ধনমদ ইত্যাদি মদে মত্ত থাকিলে দৈন্য হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবকৃপা সে সকল লোকের পক্ষে দুর্ল্লভ।

ন্যা। এ বিষয় আর জানিতে ইচ্ছা করি না। আপনি দেখিতেছি, ক্রমশঃ কলির ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল কঠিন কথা আছে, তাহাই বলিবেন। বারাহে—"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু" (১) ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শুনিলে আমাদের মনে বড় দুঃখ হয়। এই জন্য আর ও সব কথা উঠাইব না। এখন বলুন, আপনারা অপারজ্ঞানসমুদ্রস্বরূপ শ্রীশঙ্করস্বামীকে কেন আদর করেন না?

বৈ। এ কথা কেন বলেন? আমরা শ্রীশঙ্করস্বামীকে শ্রীমন্মহাদেবের অবতার বলিয়া জানি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলিয়া সম্মান করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা কেবল তাঁহার প্রকাশিত মায়াবাদ স্বীকার করি না। মায়াবাদ বেদোদিত ধর্ম্ম নয়। ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। আসুরিক প্রবৃত্তির লোকদিগকে ঐ মতে স্থির করিয়া রাখিবার জন্য ভগবানের আজ্ঞায় বেদ, বেদান্ত, গীতাদির অর্থান্তর করিয়া আচার্য্য অদ্বৈত-

(১) রাক্ষসগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আচার্য্যের দোষ কি যে, তাঁহাকে নিন্দা করা যাইবে? বুদ্ধদেবও ভগবদবতার। তিনি বেদবিরুদ্ধ মত প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া, কোন্ আর্য্যসন্তান তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন? যদি বলেন, শ্রীভগবানের ও শ্রীমহাদেবের এরূপ কার্য্য সুন্দর নয়, কেন না ইহাতে বৈষম্য-দোষ হইয়া পড়ে, তবে তদুত্তরে আমরা এই কথা বলি যে, বিশ্বপাতা ভগবান্ ও তাঁহার কর্ম্মসচিব শ্রীমহাদেব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বমঙ্গলময়। তাঁহাদের বৈষম্যদোষ হইতে পারে না। তাঁহাদের কার্য্যের গম্ভীরার্থ ক্ষুদ্র জীব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা করে। যে বিষয়ে মানবের চিন্তাশক্তি যাইতে পাবে না, সে কথা উত্থাপন করিয়া "ঈশ্বরের এরূপ কার্য্য ভাল হয় নাই, এরূপ হইলে ভাল হইত,"—এমন কথা বলা সুবিজ্ঞ লোকের পক্ষে উচিত্ নয়। অসুরস্বভাব ব্যক্তিদিগকে মায়াবাদে আবদ্ধ রাখার যে কি প্রয়োজন, তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই জানেন। জীব সৃষ্টি করা ও প্রলয়ে সর্ব্ব জীবের ধ্বংস করার যে কি প্রয়োজন, তাহা আমাদের জানার উপায় নাই। সমুদায়ই ভগবল্লীলা। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, তাঁহারা ভগবল্লীলাশ্রবণেই আনন্দ লাভ করেন। তাহাতে বিতর্ক করেন না।

ন্যা। ভাল, মায়াবাদ যে বেদ, বেদান্ত ও গীতা-বিরুদ্ধ, তাহা আপনারা কেন বলেন?

বৈ। আপনি যদি উপনিষদ্‌গুলি ও বেদান্তসূত্রগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া থাকেন, তবে বলুন, মন্ত্র ও কোন্ কোন্ সূত্রে মায়াবাদ পাওয়া যায়? আমি সেই সকল মন্ত্র ও সূত্রের যথার্থ অর্থ দেখাইয়া দিব। কোন কোন বেদমন্ত্রে মায়াবাদের আভাসমাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ দেখিলে সে অর্থ অতি অল্পক্ষণেই দূর হয়।

ন্যা। ভাই! আমার উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্র পড়া নাই। আমরা

ন্যায়শাস্ত্রের কথা হইলে সকল বিষয়ে কোমর বাঁধিতে পারি। ঘটকে পট করিতে পারি, পটকে ঘট করিতে পারি। গীতা কিছু কিছু পড়া আছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ প্রবেশ নাই। আমি কাযে কাযেই এখানে নিরস্ত হইলাম। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি বড় পণ্ডিত, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর প্রসাদে কেন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

বৈ। আমি পণ্ডিত নই। নিতান্ত মূর্খ। যাহা বলিতেছি, তাহা ঐ পরমহংস গুরুদেবের কৃপাবলে, ইহাই জানিবেন। শাস্ত্র অপার, কেহই সকল শাস্ত্র পড়েন নাই। গুরুদেব শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যে সার অর্পণ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বলিয়া জানি। আপনার প্রশ্নের উত্তর এই,—বৈষ্ণবগণ অপর দেবদেবীর প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমেশ্বর। অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার অধিকৃত ভক্ত। ভক্ত-প্রসাদে শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈষ্ণবের অশ্রদ্ধা নাই। ভক্তপ্রসাদগ্রহণে শুদ্ধভক্তি-লাভ হয়। ভক্তদিগের পদরজঃ, ভক্তদিগের চরণামৃত ও ভক্তদিগের অধরা-মৃত এই তিনটী পরম উপাদেয় বস্তু। মূল কথা এই যে, মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও অন্নাদি যে দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়া-বাদনিষ্ঠাদোষে সে দেবতা সে পূজা ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না। ইহার ভূরি ভূরি শাস্ত্রপ্রমাণ আছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি। অন্য দেব-পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেবপ্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় ও ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেবদেবীকে দেন, সেই দেবদেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও বৈষ্ণব জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দলাভ করেন। আরও দেখুন, শাস্ত্র-আজ্ঞাই বলবান্। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি কোন

দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অন্য দেবতার প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন। যোগ-কার্য্যে প্রসাদ পরিত্যাগ করিলে একান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তদ্রূপ ভক্তিসাধনে উপাস্যদেব ব্যতীত অন্য দেবের প্রসাদাদি লইলে অনন্যভক্তি সাধিত হয় না। ইহাতে অন্য দেবদেবীর প্রসাদে যে কেহ অশ্রদ্ধা করে, এরূপ নয়। শাস্ত্র-আজ্ঞামতে আপন আপন প্রয়োজনসিদ্ধিতে যত্ন করে, এইমাত্র জানিবেন।

ন্যা। ভাল, একথাও বুঝিলাম। আপনারা কেন শাস্ত্রসম্মত যজ্ঞ-পশুবধে আপত্তি করেন ?

বৈ। পশুবধ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নয়। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বানি ভূতানি" এই বেদবাক্যের দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। মানবস্বভাব যে পর্য্যন্ত তামসিক ও রাজসিক থাকে, যে পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই মানব স্ত্রী-সঙ্গলিপ্সা, আমিষভোজন ও আসবসেবাতে রত থাকে, তাহাদের পক্ষে তত্তৎকার্য্যে বেদের আজ্ঞার অপেক্ষা নাই। বেদের তাৎপর্য্য এই যে, যে পর্য্যন্ত মানবগণ সাত্ত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রী-সঙ্গলালসা ও আসবসেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উপায়স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশুহনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা-পান করুক। ঐ ঐ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ ঐ সকল ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইবে। বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। পশুবধ করা বেদের আদেশ নয়, যথা (ভাঃ ১১।৫।১১)

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাশুনিবৃত্তিরিষ্টা ॥ (১)

---

(১) ইহলোকে স্ত্রী-সঙ্গ, মৎস্যমাংস-ভোজন ও মদ্যপানস্পৃহা জীবের নৈসর্গিক,—তাহাতে শাস্ত্রের কোন আদেশ বা প্রেরণা নাই। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার

বৈষ্ণবদিগের এইমাত্র সিদ্ধান্ত যে, তামসিক রাজসিক লোকেরা যে পশু হনন করে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তির এ কার্য্য কর্ত্তব্য নয়। জীবহিংসা পশুবৃত্তি, যথা শ্রীনারদবাক্যে— (ভাঃ ১।১।৩৪৭)

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং।
লঘূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥ (১)

মনুবাক্য যথা (৫।৫৬)—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥(২)

ন্যা। ভাল, পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য যে শ্রাদ্ধাদি করা যায়, তাহাতে বৈষ্ণব কেন আপত্তি করেন ?

বৈ। কর্ম্মপর ব্যক্তিগণ যে কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ করেন, তাহাতে বৈষ্ণবের কোন আপত্তি নাই। শাস্ত্র এই কথামাত্র বলেন (ভাঃ ১১।৫।৪১)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

অর্থাৎ, যাঁহারা সর্ব্বস্বরূপে ভগবানের শরণাগতি লইয়াছেন, তাঁহারা আর দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত, মনুষ্য ও পিতৃলোকের কিঙ্কর নন অর্থাৎ তাঁহারা শরণাগতি-দ্বারা তাঁহাদের ঋণপরিশোধ করিয়াছেন। অতএব শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎপূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণপূর্ব্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।

ন্যা। এ অবস্থা ও অধিকার কোন্ সময় হইতে ধরা যায় ?

জন্যই বিবাহদ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞবিশেষে আমিষভোজন এবং সুরা-গ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য।

(১) হস্তহীন পশু প্রভৃতি জীবগণ হস্তযুক্ত মানবাদি জীবগণের, পদহীন তৃণাদি চতুষ্পদ পশুগণের এবং ক্ষুদ্রজীব আবার বৃহৎ প্রাণিগণের খাদ্য—এইরূপে এক জীবই অন্য জীবের জীবিকা।

(২) প্রাণিগণের এইরূপ প্রবৃত্তি হইলেও নিবৃত্তিমার্গই মহাফলজনক।

বৈ। হরিকথা ও হরিনামে যে দিবস হইতে শ্রদ্ধা হয়, সেই দিবস হইতে বৈষ্ণবের এই অধিকার জন্মে, যথা—(ভাঃ ১১।২০।৯)

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (১)

স্মা। আমি বড় আনন্দিত হইলাম। পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচার দেখিয়া দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে মনে আমি সুখলাভ করিলাম। হরিহর! আর কেন বিতর্ক? ইহাঁরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। শাস্ত্রবিচারে বিশেষ পটু। আমাদের ব্যবসায় রক্ষার জন্য যাহাই বলি, শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ন্যায় যশস্বী পণ্ডিত ও সুবৈষ্ণব আর বঙ্গভূমিতে বা ভারতে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। অদ্য চল জাহ্নবী পার হই। বেলা অবসান হইল। 'হরি বোল', 'হরি বোল' বলিয়া ন্যায়রত্নের দল চলিলেন; বৈষ্ণবগণ 'জয় শচীনন্দন' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও ব্যুৎপরস্ত অর্থাৎ পৌত্তলিকতা।

কুলিয়া গ্রামের মহোৎসব—মোল্লাসাহেবের বিচার করিতে আগমন—বিচার-সভা—বহির্মণ্ডপ—অন্যান্য প্রকাশ অপেক্ষা ভগবৎ-প্রকাশের অধিক চমৎকারিতা—ব্যুৎপরস্ত—স্বরূপনিষ্ঠা—শ্রীবিগ্রহ—প্রতিমা-পূজা—শ্রীমূর্ত্তি-পূজার তাৎপর্য্য-বিচার—সয়তানের অসিদ্ধি—অবিদ্যাই জীবের পাপ ও পতনের একমাত্র কারণ—জড়পূজক ও জড়োপাসকে ভেদ নাই—নিন্দাও কর্ত্তব্য নয়—সকল সৃষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর সম্বন্ধ থাকায় তত্তদ্বস্তুযোগে চিন্ময় ভাবের ক্রমাভিব্যক্তি।

---

(১) কর্ম্মসকল সেই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয় বা ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তির আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপের মধ্যে ঐ প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীমাধবদাস চট্টোপাধ্যায় (নামান্তর ছ'কড়ি চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের বিশেষ সম্মান ও প্রাদুর্ভাব ছিল। ছ'কড়ি চট্টের পুত্র শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবংশীবদনানন্দের বিশেষ প্রভুতা জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া তাঁহাকে সকলেই প্রভু বংশীবদনানন্দ বলিত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার একান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া প্রভু বংশীবদন বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীপ্রিয়াজীর অদর্শনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা শ্রীমায়াপুর হইতে প্রভু বংশী কুলিয়া পাহাড়পুরে আনিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ যে সময়ে শ্রীজাহ্নবীমাতা ঠাকুরাণীর কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীপাট বাঘনাপাড়া আশ্রয় করিলেন, তখন মালঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হস্তে শ্রীমূর্ত্তিসেবা কুলিয়া গ্রামেই রহিল।

প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া গ্রাম। কুলিয়া গ্রামের বহুতর পল্লীর মধ্যে চিনাডাঙ্গা প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। চিনাডাঙ্গার কোন ভক্ত বণিক্ কুলিয়া পাহাড়পুরের শ্রীমন্দিরে একটী পারমার্থিক মহোৎসব করিয়াছিলেন। বহুতর ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ষোলক্রোশ নবদ্বীপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দ সেই মহোৎসবে আহুত। মহোৎসবের দিনে সর্ব্বদিক্ হইতে বৈষ্ণবসকল আসিতেছেন। শ্রীনৃসিংহদেবপল্লী হইতে শ্রীঅনন্তদাস প্রভৃতি, শ্রীমায়াপুর হইতে গোরাচাঁদদাস বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীবিল্বপুষ্করিণী হইতে শ্রীনারায়ণদাস বাবাজী প্রভৃতি, শ্রীমোদদ্রুমের প্রসিদ্ধ নরহরিদাস প্রভৃতি, শ্রীগোদ্রুম হইতে শ্রীপরমহংস বাবাজী ও শ্রীবৈষ্ণবদাস প্রভৃতি, শ্রীসমুদ্রগড় হইতে শ্রীশচীনন্দনদাস প্রভৃতি আসিতে লাগিলেন। ললাটে শ্রীহরিমন্দির, গলদেশে তুলসীমালা ও সর্ব্বাঙ্গে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মুদ্রা উজ্জ্বলিত হইতেছিল। সকলেরই হস্তে শ্রীহরিনামের মালা, কেহ কেহ

উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই মহামন্ত্র গান করিতেছেন। কেহ কেহ করতালবাদ্যের সহিত "সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে গোরা বিনোদিয়া" গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ বা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ" এই কথা বলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতেছেন। অনেকেরই চক্ষে দর দর ধারা। কাহারও কাহারও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে, কেহ কেহ আকুতিপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন, হা গৌরকিশোর! তোমার নবদ্বীপের নিত্যলীলা কবে আমার নয়নগোচর হইবে! কোন কোন বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত নাম গান করিতে করিতে চলিতেছেন। কুলিয়ানিবাসিনী গৌরনাগরীগণ বৈষ্ণবদিগের পরমভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছেন। এইরূপে চলিতে চলিতে বৈষ্ণবগণ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাটমন্দিরে উপস্থিত হইলেন, বণিক্ যজমান গলবস্ত্র হইয়া বৈষ্ণবদিগের চরণে পড়িয়া অনেক মিনতিপূর্ব্বক দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ নাটমন্দিরে উপবিষ্ট হইলেন। সেবায়েতগণ প্রসাদীমালা আনিয়া তাঁহাদের গলদেশে অর্পণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গান হইতে লাগিল। অমৃতময়ী চৈতন্যলীলা শ্রবণ করিতে করিতে বৈষ্ণবদিগের নানাপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার হইতে লাগিল। যখন সকলে এইরূপ প্রেমানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় একটী প্রতিহারী আসিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইল যে, বহির্ম্মণ্ডপে সাতসইকা পরগণার প্রধান মোল্লাসাহেব স্বীয় দলবলে আসিয়া বসিয়াছেন, এবং তিনি কোন কোন পণ্ডিতবৈষ্ণবের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। কর্ত্তৃপক্ষীয় মহাত্মগণ সমাগত পণ্ডিতবাবাজীদিগকে সেই কথা জানাইলেন। জানাইবামাত্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর রসভঙ্গজনিত একপ্রকার বিষাদ উদিত হইল। শ্রীমধ্যদ্বীপের কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা

করিলেন, মোল্লা-সাহেবের অভিপ্রায় কি? কর্ত্তৃপক্ষীয় মোল্লা-সাহেবের নিকট হইতে অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন,—মোল্লা-সাহেব পণ্ডিত-বৈষ্ণবদিগের সহিত কোন পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি আরও বলিলেন যে, মোল্লা-সাহেব মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সর্ব্বদা স্বধর্ম্মপ্রচারে অনুরক্ত এবং অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোন অত্যাচার নাই। দিল্লীশ্বরের নিকট তাঁহার বিশেষ সম্মান আছে। তিনি আরও অনুনয় করিলেন যে, দুই একটী পণ্ডিতবৈষ্ণব অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করুন, যেহেতু তাহাতে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের জয় হইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইতে পারে শুনিয়া কয়েকটী বৈষ্ণবের মনে মোল্লা-সাহেবের সহিত কথোপকথন করিতে বাসনা জন্মিল। পরস্পর কথোপকথনের শেষে এই স্থির হইল যে, শ্রীমায়াপুরের গোরাচাঁদ দাস, পণ্ডিতবাবাজী ও শ্রীগোদ্রুমের বৈষ্ণবদাস পণ্ডিতবাবাজী ও অহ্নগরের প্রেমদাস বাবাজী এবং চম্পাহট্টের কলিপাবনদাস বাবাজী, ইঁহারা মোল্লাজীর সহিত আলাপ করিবেন এবং আর সকলেই শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগীত সমাপ্ত হইলেই তথায় যাইবেন। তখন উক্ত বাবাজীচতুষ্টয় 'জয় নিত্যানন্দ' বলিয়া বহির্মণ্ডপে মহান্তের সহিত যাত্রা করিলেন। বহির্মণ্ডপটী প্রশস্ত। অশ্বত্থচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ। বৈষ্ণবগণের আগমন দর্শন করিয়া মোল্লাজী স্বীয় দলে সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব্ব জীবকে কৃষ্ণদাস জানিয়া মোল্লাদিগের হৃদয়স্থিত বাসুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া পৃথক্ আসনে বসিলেন। তখন একটী অপূর্ব্ব শোভা হইল। একদিকে প্রায় পঞ্চাশটী শ্বেতশ্মশ্রু মুসলমানপণ্ডিত সজ্জীভূত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে কয়েকটী সজ্জীভূত ঘোটক বাঁধা রহিয়াছে। আর একদিকে চারিজন দিব্যদর্শনধারী বৈষ্ণব বিনীতভাবে বসিয়াছেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে

বহুতর হিন্দু বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত ক্রমে আসিয়া বসিতেছেন। পণ্ডিত গোরাচাঁদ প্রথমেই বলিলেন,—মহোদয়গণ, আপনারা এই অকিঞ্চনদিগকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন? মোল্লা বদরুদ্দীন সাহেব বিনয়ের সহিত কহিলেন,—আপনারা আমাদের সেলাম গ্রহণ করুন। আমরা কয়েকটী কথা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত গোরাচাঁদ কহিলেন,—আমরা কিবা জানি যে, আপনাদিগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর করিব। বদরুদ্দিন সাহেব একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—হে ভাইগণ, হিন্দুসমাজে বহুদিন হইতে দেবদেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। আমরা শ্রীকোরাণ সরিফে দেখিতেছি যে, আল্লা এক বই দুই নয়। তিনি নিরাকার। তাঁহার প্রতিমা করিয়া পূজা করিলে অপরাধ হইয়া পড়ে। আমি এ বিষয় সন্দিহান হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা বলেন যে, আল্লা নিরাকার বটে, কিন্তু নিরাকার বস্তুর চিন্তা হইতে পারে না বলিয়া একটী কল্পিত আকারে আল্লাকে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। আমরা এই কথায় সুখলাভ করিতে পারি না। কেননা কল্পিত আকার সয়তাননির্ম্মিত, তাহাকে 'বুৎ' বলে। সেই 'বুৎ-পূজা' নিতান্ত নিষিদ্ধ। তদ্দ্বারা আল্লাকে সন্তুষ্ট করা দূরে থাকুক, তাঁহার নিকট হইতে দণ্ড পাইবার যোগ্য হইতে হয়। আমরা শুনিয়াছি, আপনাদের আদি-প্রচারক চৈতন্যদেব হিন্দুধর্ম্মকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মতে 'বুৎপরস্তি' অর্থাৎ ভূতপূজার ব্যবস্থা আছে। আমরা বৈষ্ণবদিগের নিকট জানিতে চাই যে, এত শাস্ত্র-বিচার করিয়াও আপনারা কেন 'বুৎ-পূজা' পরিত্যাগ করিলেন না।

মোল্লাজীর প্রশ্ন শুনিয়া পণ্ডিতবৈষ্ণবগণ মনে মনে হাস্য করিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন,—পণ্ডিতবাবাজী মহাশয়, আপনি ইহার সদুত্তর দিন। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পণ্ডিত গোরাচাঁদ বলিতেছেন,—

আপনারা যাঁহাকে আল্লা বলিয়া বলেন, তাঁহাকে আমরা ভগবান বলি। পরমেশ্বর একই পদার্থ। কোরাণে, পুরাণে, দেশভেদে ও ভাষাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে উক্ত। বিচার এই যে, যে নামটী পরমেশ্বরের সর্ব্বভাব ব্যক্ত করে, তাহা বিশেষ আদরণীয়। এই কারণেই আমরা আল্লা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এই সকল নাম হইতে ভগবান্ এই নামটীর বিশেষ আদর করি। যাহা হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই, সেই পদার্থই আল্লা। অতি বৃহৎ এই ভাবটীকেই আমরা পরমভাব বলিতে পারি না। যে ভাবে অধিকতর চমৎকারিতা, সেই ভাবই বিশেষ আদরণীয়। অতি বৃহৎ বলিলে এক-প্রকার চমৎকারিতা হয়, কিন্তু তাহার বিপরীত ভাব যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাতেও একপ্রকার চমৎকারিতা আছে, অতএব আল্লানাম দ্বারা চমৎ-কারিতার সীমা হইল না। 'ভগবান্' এই শব্দে মানবচিন্তায় যতপ্রকার চমৎকারিতা আছে, সে সকলই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বৃহত্তার সীমা ও সূক্ষ্মতার সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্ব্ব-শক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ। মানববুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। সাকার হইতে পারেন না, একথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হয়। সেই শক্তিক্রমে ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্যলীলামূর্ত্তিময়। আল্লা বা ব্রহ্ম, পরমাত্মা কেবল নিরাকার বলিয়া বিশেষ চমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও যশঃপূর্ণ। অতএব তাঁহার লীলা অমৃতময়ী। ভগবান্ সৌন্দর্য্যপূর্ণ। সমস্ত জীবগণ অপ্রাকৃতনয়নে তাঁহাকে সুন্দর পুরুষ দেখিয়া থাকেন। ভগবান্ অশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ, পূর্ণ, চিৎস্বরূপ জড়াতীত বস্তু। তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি। 'বৃ্যৎ' বা ভূতসকলের অতীত। ভগবান্ সকলের কর্ত্তা হইয়াও স্বতন্ত্র ও নির্লেপ। এই ছয়টী

লক্ষণে ভগবান্ লক্ষিত। সেই ভগবানের দুইটী প্রকাশ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ও মাধুর্য্যপ্রকাশ। মাধুর্য্যপ্রকাশই জীবের পরম বন্ধু, তাহাই আমাদিগের হৃদয়নাথ 'কৃষ্ণ' বা 'চৈতন্য'। ভগবানের কল্পিত মূর্ত্তিপূজাকে বুৎপরস্ত বা ভূতপূজা বলিলে আমাদের মতবিরুদ্ধ হয় না। তাঁহার নিত্যবিগ্রহ (যাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়) পূজা করা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণবমতে বুৎপরস্ত হয় না। কোন পুস্তকে বুৎপরস্ত নিষেধ করিলেই যে তাহা নিষিদ্ধ হইবে, এমন নয়। যে ব্যক্তি পূজা করে, তাহার হৃদয়নিষ্ঠার উপর সকলই নির্ভর। তাহার হৃদয় যতদূর বুৎ বা ভূতের সংসর্গের অতীত হইতে পারে, ততদূরই সে শুদ্ধবিগ্রহপূজা করিতে সমর্থ হয়। আপনি মোল্লাসাহেব, পরম পণ্ডিত, আপনার হৃদয় ভূতাতীত হইতে পারে, কিন্তু আপনার যে সকল অপণ্ডিত চেলা আছে, তাহাদের হৃদয় কি বুৎচিন্তাশূন্য হইয়াছে? যতদূর বুৎচিন্তা আছে, তাহারা ততদূর বুৎপূজা করিয়া থাকে। মুখে নিরাকার বলে, ভিতরে বুৎচিন্তায় পরিপূর্ণ। শুদ্ধবিগ্রহপূজা সামাজিক হওয়া কঠিন। তাহা কেবল অধিকারি-ব্যক্তিগত অর্থাৎ যাঁহার ভূতাতীত হইবার অধিকার জন্মিয়াছে, তিনিই বুৎচিন্তা অতিক্রম করিতে পারেন। আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনি এ বিষয়ে একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখুন।

মোল্লাসাহেব। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, আপনারা ভগবান্ শব্দে যেরূপ ছয় প্রকার চমৎকারিতা সংযুক্ত করিয়াছেন, কোরাণ সরিফে 'আল্লা' শব্দেও সেই সকল চমৎকারিতা আছে। আল্লা শব্দার্থ লইয়া বিতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, আল্লাই ভগবান্।

গোরাচাঁদ ভাল, তাহা হইলে সেই পরম বস্তুর সৌন্দর্য্য ও

শ্রী স্বীকার করিলেন। অতএব এই জড়-জগৎ হইতে পৃথক্ চিজ্জগতে তাঁহার সুন্দর স্বরূপ স্বীকার করা হইল। ইহাই আমাদের শ্রীবিগ্রহ।

মোল্লাজী। পরাৎপর বস্তুর চিৎস্বরূপ শ্রীবিগ্রহের আমাদের কোরাণেও উল্লেখ আছে ; তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু সেই চিৎস্বরূপের প্রতিমূর্ত্তি করিতে গেলে জড়স্বরূপ হইয়া পড়ে ; তাহাকেই আমরা 'ব্যুৎ' বলি। ব্যুৎ পূজা করিলে পরাৎপরের পূজা হয় না। এ সম্বন্ধে আপনার যে বিচার আছে, তাহা বলুন।

গোরাচাঁদ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তির পূজাদির ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী ভক্তদিগের পক্ষে ভৌম বস্তু অর্থাৎ ভূম্যাদি ভূতজাত বস্তুকে পূজা করিবার বিধান নাই। যথা—(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥ (১)

"ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি" ইত্যাদি সিদ্ধান্তবাক্যে ভূতপূজার অপ্রতিষ্ঠাই দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ কথা আছে। মানবসকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্যক্রমে অধিকারভেদ লাভ ক'রয়া থাকে। যিনি শুদ্ধচিন্ময়ভাব বুঝিয়াছেন, তিনিই কেবল চিন্ময়বিগ্রহ-উপাসনায় সমর্থ। সে বিষয়ে যাঁহারা যতদূব নিম্নে আছেন, তাঁহারা ততদূর মাত্রই বুঝিতে পারেন। অত্যন্ত নিম্না-ধিকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসেও ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, তখন জড়গুণসমষ্টির একটী মূর্ত্তি কাযে কাযেই কল্পনা করিয়া থাকেন। মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে ঈশ্বরমূর্ত্তি মনে করা যেরূপ, মানসে জড়ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করাও সেইরূপ। অতএব সেই অধিকারীর পক্ষে প্রতিমাপূজা শুভকর। বস্তুতঃ প্রতিমাপূজা

(১) ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না থাকিলেও সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয়। সাধারণ জীব যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সম্মুখে ঈশ্বরের প্রতিমা না দেখিলে হতাশ হইয়া পড়ে। যে সকল ধর্ম্মে প্রতিমাপূজা নাই, সে ধর্ম্মাশ্রয়ী নিম্নাধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বরপরাঙ্মুখ। অতএব, প্রতিমা-পূজা মানবধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূতচিত্তে সেই শুদ্ধচিন্ময়মূর্ত্তির ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও, ক্রমশঃ ভাবশোধিতবুদ্ধিতে চিন্ময়বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভর্জনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমাবিশেষ মঙ্গলময়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে প্রতিমা পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কোনও দোষ নাই। কেন না এই ব্যবস্থাতেই জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে, যথা,—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা—শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥ (১)

(শ্রীমদ্ভাগবতে, ১১ স্ক, ১৪ অ, ২৬ শ্লোক)

---

(১) যেমন, চক্ষু অঞ্জনসংযোগে সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার পুণ্যকথার শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতিসূক্ষ্মতত্ত্ব (আমার স্বরূপ ও আমার লীলার যাথার্থ্য) দর্শন করে।

জীবাত্মা এই জগতের জড় মনে আবৃত। আত্মা আপনাকে জানিতে অক্ষম এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সমর্থ হন না। শ্রবণকীর্ত্তনরূপ ভক্তিবিধান দ্বারা ক্রমশঃ আত্মার বলবৃদ্ধি হয়, বলবৃদ্ধি হইলে জড়বন্ধন শিথিল হয়। জড়বন্ধন শিথিল যতদূর হয়, ততদূর আত্মার স্বীয় বৃত্তি প্রবল হইতে থাকে এবং সাক্ষাদ্দর্শন ও সাক্ষাৎক্রিয়া উন্নতিলাভ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন,—যে অতদ্বস্তু দূর করিয়া তদ্বস্তুলাভের চেষ্টা করিবে। ইহাকে শুষ্ক জ্ঞানালোচনা বলা যায়। অতদ্বস্তু পরিত্যাগ করিতে বদ্ধজীবের শক্তি কোথায়? কারাগারে যে বদ্ধ আছে, সে কি স্বয়ং মুক্ত হইবার বাসনা করিলে হইতে পারে? যে অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে, সেই অপরাধ ক্ষয় করাই তাৎপর্য্য। জীবাত্মা যে ভগবানের নিত্যদাস, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই মূল অপরাধ। প্রথমে যে কোন গতিকেই হউক একটু ঈশ্বরের দিকে মন হইলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, লীলাকথাশ্রবণ ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ব স্বভাব বললাভ করিতে থাকে। যত বল পায়, ততই চিৎসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমূর্ত্তি-সেবন এবং তৎসম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্ত্তনই অতিনিম্নাধিকারীর একমাত্র উপায়। মহাজনগণ এই জন্যই শ্রীমূর্ত্তিসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মোল্লাজী। জড়বস্তু দ্বারা একটী মূর্ত্তি কল্পনা অপেক্ষা মনে মনে ধ্যান করা ভাল কি না?

গোরাচাঁদ। দুইই সমান। মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে তাহাই জড়। কেননা, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিলে, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মচিন্তা করিতেছি, একথায় কালগত ব্রহ্মের উদয় অবশ্যই হইবে। দেশ কাল জড়বস্তু। যদি মানস ধ্যানাদি দেশকালের অতীত হইল না, তবে জড়াতীত বস্তু কোথায় পাওয়া গেল? মৃৎ-জলাদি তিরস্কারপূর্ব্বক দিগ্‌দেশাদিতে ঈশ্বর কল্পিত হইল।

এ সমস্তই ভূতপূজা। জড়ে একটী বস্তু নাই যাহাকে অবলম্বন করিলে চিৎ-বস্তু পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভাবই সেই বস্তু। সে বস্তু কেবল জীবাত্মায় নিহিত আছে। ঈশ্বরের নামোচ্চারণ, লীলাগান ও প্রতিমায় উদ্দীপন পাইলেই সে ভাব ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া ভক্তি হইয়া পড়ে। ঈশ্বরে চিন্ময়স্বরূপ কেবল শুদ্ধভক্তি দ্বারা ব্যক্ত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে না।

মোল্লাজী। জড়বস্তু ঈশ্বর হইতে পৃথক্। কথিত আছে, সয়তান জীবকে জড়ে আবদ্ধ করিবার জন্য জড়পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। অতএব আমার মতে জড়পূজাটা না করাই ভাল।

গোরাচাঁদ। ঈশ্বর অদ্বিতীয়, তাঁহার সমস্পর্দ্ধী আর কেহ নাই। জগতে যত কিছু আছে, সকলই তাঁহার সৃষ্ট ও অধীন। অতএব যে কিছু অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায়, সকল বিষয়েই তাঁহার পরিতুষ্টি হইতে পারে। এমন কোনও বস্তু নাই, যাহাকে উপাসনা করিলে তাঁহার হিংসার উদয় হইবে। তিনি পরমমঙ্গলময়। অতএব সয়তান বলিয়া যদি কেহ থাকে, তাহার ঈশ্বর-ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার শক্তি নাই। সয়তান্ কেহ হইলেও তাঁহারই অধীন জীববিশেষ। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এরূপ একটা প্রকাণ্ড জীব সম্ভব হয় না। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই জগতে হইতে পারে না। এবং ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রও কোন ব্যক্তি নাই। পাপ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল, একথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা বলি, জীবমাত্রই ভগবদ্দাস। এই জ্ঞানকেই বিদ্যা বলা যায়, কিন্তু এই জ্ঞান ভুলিয়া যাইবার নাম অবিদ্যা। কোন গতিকে যে সকল জীব সেই অবিদ্যা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত পাপের বীজ হৃদয়ে বপন করিয়াছেন। যাঁহারা নিত্যপার্ষদ জীব, তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ পাপবীজ নাই। সয়তান বলিয়া

একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিদ্যা-তত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। অতএব, ভৌতিক বিষয়ে ঈশ্বরে উপাসনা করিলে কিছু অপরাধ হয় না। নিম্নাধিকারীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন এবং উচ্চাধিকারীর তাহাতে বিশেষ মঙ্গল উদিত হয়। আমাদের বিবেচনায় শ্রীবিগ্রহপূজা করা ভাল নয়, একথাটী একটী মতবাদমাত্র। ইহার সাপক্ষযুক্তি নাই ও সৎশাস্ত্র নাই।

মোল্লাজী। শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে ঈশ্বরের ভাব প্রশস্ত হয় না। উপাসকের মনে সর্ব্বদা ভৌতিক ধর্ম্মের সঙ্কোচোদয় হয়।

গোরাচাঁদ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে আপনার সিদ্ধান্তের দোষ পাওয়া যায়। অনেকেই নিম্নাধিকারী হইয়া শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৎসঙ্গে যত তাঁহাদের উচ্চভাব হইতে থাকে, ততই তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, সৎসঙ্গই সকলের মূল। চিন্ময় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইলে চিন্ময় ভগবদ্ভাব উদিত হয়। চিন্ময় ভগবদ্ভাব যত উদিত হইতে থাকে, শ্রীমূর্ত্তির ভৌতিকভাব ততই লোপ পায়। ক্রমশঃ উচ্চ হওয়া সৌভাগ্যের ফল। পক্ষান্তরে আর্য্যেতর ধর্ম্মে সাধারণে শ্রীমূর্ত্তির বিরোধী, কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন চিন্ময় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিতর্ক ও হিংসাতেই তাঁহাদের দিন যাইতেছে। ভগবদ্ভক্তি তাঁহারা কবে অনুভব করিলেন ?

মোল্লাজী। ভাবের সহিত ভগবদ্ভজন ভিতরে থাকিলে শ্রীমূর্ত্তিপূজা স্বীকার করিলেও দোষ হয় না। কিন্তু কুকুর, বিড়াল, সর্প, লম্পটপুরুষ ইত্যাদির পূজা করিলে কিপ্রকারে ভগবদ্ভজন হইতে পারে ? পূজ্যপাদ পয়গম্বর সাহেব এরূপ বুৎপরস্তকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন।

গোরাচাঁদ। মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁহারা যতই

পাপ করুন না কেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরমবস্তু, ইহা বিশ্বাস করিয়া জগতের অদ্ভুত বস্তুসকলকে নমস্কার করিয়া থাকেন। সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত, বৃহৎ বৃহৎ জন্তু এই সকল বস্তুকে মূঢ় জীবগণ ঈশ্বরকৃতজ্ঞতার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া স্বভাবতঃ নমস্কার করেন। এবং তাঁহাদের হৃদয়ের কথাও সেই সকল বস্তুর নিকট বলিয়া আত্মনিবেদন করেন। চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি ও এপ্রকার ভূতপূজা বিশেষ পৃথক্ হইলেও সেই সকল মূঢ় জীবের ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক নমস্কার হইতে ক্রমশঃ ভাল ফল হয়। অতএব যুক্তি করিয়া দেখিলে, তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরধ্যান ও তৎপ্রতি নমাজাদিও শুদ্ধচিন্ময়ভাববর্জ্জিত, তাহা হইলে বিড়ালপূজকাদি হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? আমাদের বিবেচনায় যে প্রকারেই হউক, ঈশ্বরে ভাবোদয় ও ভাবালোচনা করার নিতান্ত প্রয়োজন। যদি ঐ সকল অধিকারীকে হাস্য বা তিরস্কার করা যায়, তাহা হইলে জীবের ক্রমোন্নতিদ্বার একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মতবাদ দ্বারা যাঁহারা সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়েন, তাঁহাদের উদারতা থাকে না। তাঁহারা নিজের উপাসনা-প্রকার অন্যে দেখিতে পান না বলিয়া তাঁহাদিগকে হাস্য ও তিরস্কার করেন। এটী তাঁহাদের বিশেষ ভ্রম।

মোল্লাজী। তবে কি এরূপ বলিতে হইবে যে, সকল বস্তুই ঈশ্বর এবং যাহা কিছু পূজা করা যায়, তাহাই ঈশ্বরপূজা। পাপবস্তু পূজা করাও ঈশ্বরপূজা,—পাপপ্রবৃত্তি পূজা করাও ঈশ্বরপূজা। ঈশ্বর এরূপ সকল পূজাতেই সন্তুষ্ট।

গোরাচাঁদ। আমরা সকল বস্তুকে ঈশ্বর বলি না। সকল বস্তু হইতে ঈশ্বর এক বস্তু পৃথক্। সকল বস্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট ও অধীন। সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধসূত্রে সকল বস্তুতেই

ঈশ্বরজিজ্ঞাসা হইতে পাবে। সেই সমস্ত বস্তুতে ঈশ্বরজিজ্ঞাসাক্রমে "জিজ্ঞাসাস্বাদনাবধি" এই সূত্রমতে ক্রমশঃ চিন্ময়বস্তুর আস্বাদন হয়। আপনারা পরম পণ্ডিত। একটু কৃপা করিয়া উদারভাব গ্রহণপূর্ব্বক এ বিষয়টী বিচার কবিযা দেখিবেন। আমবা অকিঞ্চন বৈষ্ণব। অধিক বিতর্কে প্রবেশ করিতে বাসনা করি না। আপনি আজ্ঞা করিলে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগীত শ্রবণ করিতে পারি।

মোল্লাজী এই সব কথা শ্রবণ কবিয়া কি স্থির করিলেন, তাহা বুঝা গেল না। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের বিচারে সুখী হইলাম। আব কোন দিন আসিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব। অদ্য অধিক বেলা হইল, স্বস্থানে যাইতে ইচ্ছা করি। এ কথা বলিয়া মোল্লাসাহেব স্বদল লইযা অশ্বারোহণপূর্ব্বক সাতসইকা পবগণার দিকে যাত্রা করিলেন। বাবাজীগণ উল্লাসের সহিত হরিধ্বনি দিয়া শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলগানে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সাধন

ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন—তান্ত্রিক মন্ত্রবল—ব্রজনাথের নিকট নিমাই পণ্ডিতের প্রথম পরিচয়—ব্রজনাথের ক্রমশঃ নিমাই পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি—গুরুরূপী নিমাইয়ের ক্রমশঃ ব্রজনাথের হৃদয়াধিকার—শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজীর প্রতি ব্রজনাথের শ্রদ্ধা—ব্রজনাথের দৈন্য—রঘুনাথ দাস বাবাজীর পরিচয়—সাধ্যসাধন—অধিকারিভেদে শাস্ত্র ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তিকে সাধ্য বলেন—ভুক্তিকামীর সাধ্যসাধন কর্ম্মচক্রগত—মুক্তিকামীর সাধ্য নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত—ভক্তের সাধ্য প্রেম—সাধ্যসাধন শৃঙ্খল—অধিকার ভেদে ভুক্তি ও মুক্তির প্রশংসা—কিন্তু ভক্তিই চরম সাধ্যসাধন—মহাবাক্য—প্রণবই মহাবাক্য—অন্য সকল বাক্যই প্রাদেশিক—কর্ম্ম ও জ্ঞানে ভক্তির সত্তা-বিচার—ভক্ত্যাভাস কত প্রকার—কর্ম্মবিদ্ধ ভক্ত্যাভাসের উদাহরণ—জ্ঞানবিদ্ধ ভক্ত্যাভাসের উদাহরণ—দশমূল শিক্ষার ব্যবস্থা।

জগতে যত তীর্থ আছে, তন্মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল প্রধান। শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপ ১৬ ক্রোশ। ১৬ ক্রোশে অষ্টদল পদ্ম। পদ্মের কর্ণিকার-স্বরূপ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ। অন্তর্দ্বীপের মধ্যভাগ শ্রীমায়াপুর। শ্রীমায়াপুরের উত্তরাংশে শ্রীসীমন্তদ্বীপ। সীমন্তদ্বীপে শ্রীসীমন্তিনীদেবীর মন্দির ছিল। মন্দিরের উত্তরভাগে বিল্বপুষ্করিণী ও দক্ষিণভাগে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী। বিল্ব-পুষ্করিণী ও ব্রাহ্মণপুষ্করিণী লইয়া যে ভূমিখণ্ড, তাহার নাম সাধারণে সিমুলিয়া বলিত। অতএব শ্রীনবদ্বীপের উত্তর অংশে একান্তে সিমুলিয়া গ্রাম। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ঐ স্থানটী বহু বহু পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। শচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর অনতিদূরে ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য-নামক একটী বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বিল্বপুষ্করিণী টোলে পাঠ করিয়া ব্রজনাথ অল্পদিনের মধ্যেই ন্যায়শাস্ত্রে অপার পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। বিল্বপুষ্করিণী, ব্রাহ্মণপুষ্করিণী, মায়াপুর, গোদ্রুম, মধ্যদ্বীপ, আম্রঘট্ট, সমুদ্রগড়, কুলিয়া, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রজনাথের নূতন নূতন ন্যায়ের ফাঁকির ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যেখানে পণ্ডিতগণ সমাহূত হন, ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন, করিমণ্ডলীতে পঞ্চাননের ন্যায়, সমবেত পণ্ডিতগণকে নূতন নূতন তর্ক উঠাইয়া জ্বালাতন করিতেন। সেই পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন কঠিনহৃদয় নৈয়ায়িক তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মারণবিদ্যার বলে ন্যায়পঞ্চাননকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রুদ্রদ্বীপের মেঢ় স্থলে শ্মশানবাসী হইয়া অহরহঃ মারণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

ঘোর অমাবস্যা নিশা, সর্ব্বদিক্ অন্ধকার হইয়াছে। অর্দ্ধরাত্রে নৈয়ায়িক-চূড়ামণি শ্মশানমধ্যবর্ত্তী হইয়া ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করতঃ বলিতে লাগি-লেন,—মাতঃ, এই কলিকালে তুমিই একমাত্র উপাস্যা। শুনিয়াছি, অতি অল্প জপে সন্তুষ্ট হইয়া তুমি বরদান করিয়া থাক। করালবদনি, তোমার

দাস বহু কষ্ট পাইয়া বহুদিন হইতে তোমার মন্ত্র জপ করিতেছে। একবার কৃপা কর। মা, আমি অনেক দোষে দোষী বটে, কিন্তু তুমি আমার মা, সমস্ত দোষ ক্ষমা করিয়া অদ্য সাক্ষাৎকার প্রদান কর। এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ন্যায়চূড়ামণি ন্যায়পঞ্চাননের নামে মন্ত্রাহুতি প্রদান করিলেন। মন্ত্রের কি আশ্চর্য্য গতি! সেই সময় আকাশটীকে ঘোরমেঘে আচ্ছন্ন করিল। প্রবল বায়ু চলিতে লাগিল। বজ্রনিনাদে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক আলোকে কত বিকটাকার ভূতপ্রেত দৃষ্টিপথে আসিতে লাগিল। চূড়ামণি কারণবলে সমস্ত স্বায়বীয-শক্তি সঞ্চালনপূর্ব্বক বলিলেন,—মা, আর বিলম্ব করিবেন না। তখন আকাশপথে একটী দৈববাণী হইল—চিন্তা নাই। ন্যায়পঞ্চানন অধিক দিন ন্যায়বিচার করিবেন না। স্বল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইবেন। তুমি আর তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পাইবে না। এখন স্নিগ্ধ হইয়া ঘরে যাও। এই দৈববাণী শ্রবণ করতঃ চূড়ামণি সন্তুষ্ট হইয়া তন্ত্রকর্ত্তা দেবদেব মহাদেবকে বারবার দণ্ডবৎপ্রণাম করতঃ স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন একবিংশতি বৎসর বয়সে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন। অহোরাত্র শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী বিচার করিয়া থাকেন। কাণভট্ট শিরোমণি যে দীধিতি লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক দোষ দেখাইয়া স্বতন্ত্র টিপ্পনী করিতে লাগিলেন। বিষয়চিন্তা কিছুমাত্র নাই। পরমার্থ শব্দ কখনই কর্ণগত হয় না। ঘট পট অবচ্ছেদ ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি শব্দ যোজনাপূর্ব্বক তর্ক সৃষ্টি করাই তাঁহার জীবনের কার্য্য হইয়া পড়িল। শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে জলীয়বিশেষ, পার্থিববিশেষ, দ্রব্য, কাল এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে আরূঢ় ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় ব্রজনাথ গঙ্গাতীরে গৌতমোক্ত ষোড়শপদার্থের বিচার করিতেছেন, এমত

সময় একটী নবীন নৈয়ায়িক আসিয়া বলিল,—ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, আপনি কি নিমাই পণ্ডিতের পরমাণুখণ্ডনফাঁকি শুনিয়াছেন? ন্যায়পঞ্চানন তখন সিংহের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক কহিলেন,—নিমাই পণ্ডিত কে? তুমি কি জগন্নাথমিশ্রের পুত্রের উদ্দেশে বলিতেছ? তাহার ফাঁকি কি, তাহা তুমি বল। নবীন বিদ্যার্থী বলিল যে, এই নবদ্বীপে কিছুদিন পূর্ব্বে নিমাই পণ্ডিত নামক একটী মহাপুরুষ ন্যায়শাস্ত্রের বহুবিধ ফাঁকিরচনা করতঃ কাণভট্ট শিরোমণিকে বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ন্যায়-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, সে সময়ে আর কেহ তদ্রূপ ছিল না; কিন্তু ন্যায়-শাস্ত্রে পারঙ্গত হইয়াও ঐ শাস্ত্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। কেবল ন্যায়-শাস্ত্র নয়, সমস্ত সংসারকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরিব্রাজকপদ গ্রহণ করতঃ দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এখনকার বৈষ্ণববর্গ তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া শ্রীগৌরহরিমন্ত্রে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, আপনি তাঁহার ফাঁকিগুলি একবার আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ন্যায়পঞ্চানন নিমাইপণ্ডিতকৃত ফাঁকির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণ অনুসন্ধানের পর কাহারও কাহারও নিকট হইতে কয়েকটী ফাঁকি সংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, যে বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ের অধ্যাপকগণকে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ জীবিত মহাপুরুষদিগের প্রতি সাধারণের নানা কারণে শ্রদ্ধা সহজে হয় না। পরলোকগত মহাজনের কার্য্যে মানবের অধিক শ্রদ্ধা হয়। তন্নিবন্ধন নিমাইপণ্ডিতের ফাঁকিগুলি আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি ন্যায়পঞ্চাননের অচলা শ্রদ্ধা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হা নিমাইপণ্ডিত! আমি যদি সে সময় জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে তোমার নিকট কতই না জ্ঞানলাভ করিতে পারিতাম! হা নিমাই পণ্ডিত! তুমি একবার আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর! তুমি সত্যই

পূর্ণব্রহ্ম, তাহা না হইলে কি এরূপ অপূর্ব্ব ন্যায়ফাঁকিসকল তোমার মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইতে পারিত? তুমি সত্যই গৌরহরি, কেন না এই সকল আশ্চর্য্য ফাঁকি সৃষ্টি করিয়া অজ্ঞান-অন্ধকারকে ধ্বংস করিয়াছ। অজ্ঞান-অন্ধকার কাল। তুমি গৌর হইয়া সেই কালিমা দূর করিয়াছ। তুমি হরি, কেননা, জগতের চিত্ত হরণ করিতে পার। যে ন্যায়-ফাঁকি করিয়াছ, তাহাতে আমার চিত্ত হরণ করিলে। এই কথা বলিতে বলিতে ব্রজনাথ একটু উন্মত্তভাবে 'হে নিমাই পণ্ডিত! হে গৌরহরি! দয়া কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; 'আমি কবে তোমার মত ফাঁকি সৃষ্টি করিতে পারিব, কি জানি তুমি দয়া করিলে আমার ন্যায়-শাস্ত্রে কতক শক্তি হইতে পাবে।'

ব্রজনাথ মনে মনে চিন্তা করিলেন, যাহারা গৌরহরির পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বোধ হয়, আমার ন্যায় নিমাইয়ের ন্যায়-পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন। দেখা যাক্, তাঁহারা গৌরহরির কি কি ন্যায়গ্রন্থ রাখেন? এইরূপ বিচার করিয়া ব্রজনাথ গৌরাঙ্গভক্তদিগের সঙ্গ করিবার বাসনা করিলেন।

'নিমাই পণ্ডিত' 'গৌরহরি' প্রভৃতি শুদ্ধভগবন্নাম বারম্বার উচ্চারণ এবং গৌরভক্তের সঙ্গ-বাসনা, এই দুইটি কার্য্য ব্রজনাথের পক্ষে মহৎ-ফলোন্মুখ সুকৃতি হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ একদিন স্বীয় পিতামহীর নিকট ভোজন করিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঠাকুর মা, তুমি কি গৌরহরিকে দেখিয়াছিলে? ব্রজনাথের পিতামহীর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিবামাত্র তাঁহার বাল্যজীবন মনে পড়িল। তিনি বলিলেন,—আহা! মধুরমূর্ত্তি গৌরাঙ্গরূপ আর কি নয়নগোচর হইবে? সেইরূপ দেখিলে কি কেহ আর সংসার করিতে পারে? তিনি যখন হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, তখন এই নবদ্বীপের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি প্রেমে

নিস্তব্ধ হইত। সেই ভাব মনে পড়িলে আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঠাকুরমা, তুমি কি তাঁহার কোন গল্প জান? পিতামহী বলিলেন,—হাঁ, তিনি শচীমাতার সহিত যখন মাতুলালয়ে আসিতেন, তখন আমাদের কুলবৃদ্ধাগণ তাঁহাকে শাকান্ন ভোজন করাইতেন। তিনি শাকব্যঞ্জনকে বড়ই প্রশংসা করিয়া ভোজন করিতেন। সেই সময়ে ব্রজনাথের পাত্রে তদীয় জননী শাক-ব্যঞ্জন অর্পণ করিলে ব্রজনাথ 'নৈয়ায়িক নিমাইপণ্ডিতের প্রিয় শাক' বলিয়া আদর করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। পরমার্থবোধ-শূন্য ব্রজনাথ ন্যায়-পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নিমাইর প্রতি যে কত অনুরক্ত হইলেন, বলা যায় না। নিমাইকে ভাল লাগিল; নিমাইয়ের নাম শুনিলে সুখী হন—'জয় শচীনন্দন' বলিয়া কেহ ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে যত্ন করেন। মায়াপুরস্থ পণ্ডিতবাবাজীদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া গৌরাঙ্গের নাম শ্রবণ করেন এবং তাঁহার বিদ্যাবিজয়-লীলা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। এইরূপে দুই চারিমাস গত হইল। ব্রজনাথ এখন আর এক প্রকার হইয়াছেন। ন্যায়-পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নিমাইয়ের নাম ভাল লাগিত, এখন সকল কথায় নিমাইকে ভাল লাগে। ন্যায়ের বিষয় আর যত্ন করেন না। এখন 'নৈয়ায়িক নিমাই' আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পান না, 'ভক্ত নিমাই' তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। খোল-করতালের শব্দ শুনিলে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠে, শুদ্ধভক্ত দেখিলে মনে মনে প্রণাম করেন, শ্রীনবদ্বীপ-ভূমিকে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব-ভূমি বলিয়া ভক্তি করেন। ব্রজনাথ শিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণ দেখিলেন, ন্যায়পঞ্চানন এখন শীতল-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, ফাঁকির বাণ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আর ব্যতিব্যস্ত করেন না। নৈয়ায়িকচূড়ামণি মনে

করিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা ব্রজনাথকে নিষ্কর্ম্মা করিয়াছেন; এখন তিনি নির্ব্বিঘ্ন।

ব্রজনাথ একদিন নির্জ্জনে বসিয়া আপনাকে আপনি বলিতেছেন,—যদি নিমাইয়ের ন্যায় নৈয়ায়িক ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদেরই বা সেইরূপ করিতে কি দোষ? আমি যে পর্য্যন্ত ন্যায়ের ঘোরেতে ছিলাম, ততদিন এত ভক্তি-অনুশীলনের মধ্যে কখনও মনোনিবেশ করিয়া নিমাইয়ের নাম শুনি নাই। ন্যায়শাস্ত্রে আমার যেরূপ আগ্রহ ছিল, তাহাতে তখন শয়ন-ভোজনাদির অবকাশ হইত না। এখন তাহার বিপরীত দেখিতেছি; ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় ত মনে পড়ে না, কেবল গৌরাঙ্গের নাম মনে পড়ে। বৈষ্ণবগণ যে নৃত্য করেন, তাহা দেখিতে মনোহর বোধ হয়, কিন্তু আমি একজন প্রধান বৈদিক-ব্রাহ্মণের সন্তান, কুলীন এবং সমাজে সম্মানিত; বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার ভাল লাগে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নয়, কেবল মনে মনে গৌরভক্তি করাই উচিত। শ্রীমায়াপুরে খোলভাঙ্গাডাঙ্গায় ও বৈরাগীডাঙ্গায় যে কয়েকটী বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের মুখশ্রী দেখিলে আমার সুখবোধ হয়, তন্মধ্যে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আমার চিত্তকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে, আমি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করি। বেদে (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬) বলিয়াছেন,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (১) এই মন্ত্রে 'মন্তব্যঃ' শব্দে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরামর্শ থাকিলেও 'শ্রোতব্যঃ' শব্দে আরো কিছু অধিক বিষয়ের প্রয়োজন দেখা যায়। আমি বহুকাল বিতর্কে জীবন অতিবাহিত

(১) হে মৈত্রেয়ি, পরমাত্মা শ্রীহরিসম্বন্ধি বস্তু দর্শন করিবে, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিবে, চিন্তা করিবে ও ধ্যান করিবে।

করিয়াছি, এখন শ্রীগৌরহরির চরণানুগত হইতে ইচ্ছা করি। সন্ধ্যার পর শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করাই শ্রেয়ঃ।

দিবাবসান-সময়ে অংশুমালী অদর্শনপ্রায়। মন্দ মন্দ দক্ষিণ মারুত বহিতে লাগিল। দিগ্‌দিগন্তর হইতে পক্ষিগণ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ দু' একটী নক্ষত্র গগনমণ্ডলে উদিত হইতেছিল। এমন সময়ে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে বৈষ্ণবগণ আরতি-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ব্রজনাথ ঐ সময়ে ধীরে ধীরে শ্রীবাস-অঙ্গনের খোলভাঙ্গাডাঙ্গায় বকুলবৃক্ষের চবুতরার উপর উপবিষ্ট হইলেন। গৌরহরির আরতি কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহার চিত্ত সুকোমল হইল। বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনান্তে চবুতরার উপর আসিয়া ক্রমে ক্রমে উপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়, 'জয় শচীনন্দন', 'জয় নিত্যানন্দ', 'জয় রূপ-সনাতন', 'জয় দাসগোস্বামী' বলিতে বলিতে চবুতরায় আসিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ব্রজনাথ সেই সময় তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্রজনাথের মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকে বৃদ্ধ বাবাজীমহাশয় আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। বলিলেন,—বাবা, তুমি কে? ব্রজনাথ উত্তর করিলেন,—আমি একজন তত্ত্বপিপাসু, আপনার নিকট কিছু শিক্ষা করিবার মানস করি। নিকটস্থ একটি বৈষ্ণব ব্রজনাথের পরিচয় জানিতেন। তিনি কহিলেন,—ইনি ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন; ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার তুল্য পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে আর কেহ নাই। আজকাল শচীনন্দনে ইহার কিছু শ্রদ্ধা হইয়াছে। ব্রজনাথের মাহাত্ম্য শুনিয়া বৃদ্ধ বাবাজী অনুনয়পূর্ব্বক কহিলেন,—বাবা, তুমি পণ্ডিত, আমরা মূর্খ, অকিঞ্চন; তুমি আমার শচীনন্দনের ধামবাসী। আমরা তোমাদের কৃপাপাত্র। আমরা তোমাকে কি শিক্ষা দিব? তোমরা কৃপা করিয়া তোমাদের গৌরাঙ্গের কথা বলিয়া আমাদিগকে শীতল কর।

এইরূপ কথা হইতে হইতে বৈষ্ণবসকল নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ বাবাজী ও ব্রজনাথ রহিলেন।

ব্রজনাথ বলিলেন,—বাবাজী মহাশয়, আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে বিদ্যাভিমানী; আমাদের অহঙ্কারে আমরা পৃথিবীকে সরার মত দেখি—সাধু-মহান্তের সম্মান জানি না। কি জানি, কি ভাগ্যবলে আপনাদের কার্য্য ও চরিত্রে আমার একটু শ্রদ্ধা হইয়াছে। দু'-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর প্রদান করুন। আমি কপটভাবে আসি নাই;—বলুন দেখি, জীবের সাধ্য-সাধন কি? ন্যায়শাস্ত্রপাঠকালে আমি স্থির করিয়াছি যে, জীব ঈশ্বর হইতে নিত্য পৃথক্। ঈশ্বরের কৃপাই জীবের মুক্তির কারণ। ঈশ্বরের কৃপা যাহাতে লাভ করা যায়, তাহাই সাধন। সাধন করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহাই সাধ্য। আমি ন্যায়শাস্ত্রকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সাধ্য-সাধন কি? কিন্তু সে শাস্ত্র আমাকে উত্তর দেয় না; সর্ব্বদা নিস্তব্ধ থাকে। আপনারা সাধ্য-সাধনসম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন।

শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহানুভব। তিনি বহুদিন শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থিত হইয়া শ্রীদাসগোস্বামীর চরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণে শ্রীদাসগোস্বামীর মুখে গৌরলীলা শ্রবণ করিতেন। শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়, ইঁহারা অনেক সময়ে পরস্পর তত্ত্বালোচনা করিয়া যখন যে সন্দেহ উদিত হইত, তাহা শ্রীদাসগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া মিটাইয়া লইতেন। এসময়ে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীই প্রধান পণ্ডিত বাবাজী ছিলেন। শ্রীগোদ্রুমের প্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের সহিত ইঁহার অনেক প্রেমালাপ হইত। শ্রীব্রজনাথের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি পরমাহ্লাদে বলিতে লাগিলেন—ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়, ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া যিনি সাধ্যসাধন-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন,

তিনিই জগতে ধন্য। কেননা, ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বিচার করিয়া ন্যায্যবিষয় সংগ্রহ করা। ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া যাঁহারা কেবল বিতর্ক পর্য্যন্ত ফললাভ করিযাছেন, তাঁহাদেব ন্যায়পাঠের অন্যায় ফল হইয়াছে, বলিতে হইবে। তাঁহাদের শ্রম পণ্ডশ্রম—তাঁহাদের জীবন বৃথা।। যে তত্ত্বকে সাধন করিয়া পাওয়া যায়, তাহাই সাধ্য। সেই সাধ্যবস্তু পাইবার যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম সাধন। মায়াবদ্ধ জীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে সাধ্যবিষয়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখেন। বস্তুতঃ, সাধ্যতত্ত্ব এক বই দুই নয়। প্রবৃত্তি ও অধিকার-ভেদে সাধ্যবস্তু তিন প্রকার হইয়াছেন, অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তি। যাঁহারা প্রাপঞ্চিক-কর্ম্মে আবদ্ধ ও প্রাপঞ্চিক-সুখের বাসনায় ব্যস্ত, তাঁহারা ভুক্তিকে সাধ্য বলিয়া মনে করেন। শাস্ত্র কামধেনু—যিনি যাহা পাইবার বাসনা করেন, শাস্ত্রমধ্যে তিনি তাহা লাভ করেন। প্রাপঞ্চিক সুখভোগকে কর্ম্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রে সাধ্য বলিয়া সেই সেই অধিকারীকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাপঞ্চিক জগতে যতপ্রকার ভাবিসুখের আশা আছে, সে সমস্ত ঐ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে প্রাপঞ্চিকদেহ ধারণ করিয়া জীব ইন্দ্রিয়-সুখকে বিশেষ আদর করে। সেই ইন্দ্রিয়সুখের ভোগায়তন এই জড়-জগৎ। জন্মগ্রহণ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ হয়, তাহার নাম ঐহিক সুখ; মরণান্তে অবস্থান্তরে যে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগ হয়, তাহার নাম আমুত্রিক সুখ। আমুত্রিক সুখ বহুবিধ—স্বর্গে ও ইন্দ্রলোকে অপ্সরাদির নৃত্যদর্শন, অমৃতভোজন, নন্দনকাননে পুষ্পাদির ঘ্রাণ, ইন্দ্রপুরী ও নন্দনকাননের শোভা-দর্শন, গন্ধর্ব্বদিগের গীতশ্রবণ ও বিদ্যাধরীদিগের সহিত সহবাস, এই সকল সুখের নাম স্বর্গীয় সুখ। এইপ্রকার মহঃ ও জনলোকে কিয়ৎপরিমাণ সুখের বর্ণন আছে। তপোলোকে ও ব্রহ্ম-লোকে কিছু কিছু ইন্দ্রিয়সুখের বর্ণন আছে। ভূলোকের ইন্দ্রিয়সুখ অত্যন্ত

স্থূল ; পর-পরলোকে ইন্দ্রিয়সকল ও তাহাদের বিষয় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, এইমাত্র ভেদ ; কিন্তু সমস্তই ইন্দ্রিয়সুখ ; ইন্দ্রিয়সুখ বই আর কিছুই নয়। ঐ সমস্ত লোকে চিৎসুখ নাই ; চিদাভাস যে মনোরূপ লিঙ্গশরীর, তদ্গত সুখই তথায় বর্ত্তমান। এই সব সুখভোগের নাম 'ভুক্তি'। কর্ম্মচক্রগত জীবগণ ভুক্তির আশায় ভুক্তিসাধক যে কর্ম্মের আশ্রয় করেন, তাহাকে তাঁহারা 'সাধন' বলেন। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধং যজেত" (যজুঃ ২।৫।৫) (১) অগ্নিষ্টোম, বিশ্বদেববলি, ইষ্টাপূর্ত্ত, দশপৌর্ণমাসী ইত্যাদি বহুবিধ ভুক্তিসাধন শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ভোগপ্রবৃত্ত পুরুষদিগের ভুক্তিই সাধ্য। আবার কতকগুলি লোক এই সংসার-ক্লেশে জ্বালাতন হইয়া প্রাপঞ্চিক ভোগায়তন-রূপ চতুর্দ্দশ লোককে তুচ্ছ জানিয়া কর্ম্মচক্র হইতে বিনির্গত হইতে বাসনা করেন। তাঁহাদের বিচারে মুক্তিই একমাত্র সাধ্য। ভুক্তিকে তাঁহারা বন্ধন মনে করেন। তাঁহারা বলেন,—যাঁহাদের ভোগপ্রবৃত্তি ক্ষয় হয় নাই, তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় করিয়া ভুক্তিসাধন করুন ; কিন্তু (গী ৯।২১) 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' (২) এই শ্লোক হইতে নিশ্চয় জানা যায় যে, ভুক্তি কখনও নিত্য নয় অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু ; যাহা অবশ্য ক্ষয় হইবে, তাহা প্রাপঞ্চিক, আধ্যাত্মিক নহে ; যাহা নিত্য, তাহারই সাধন করা কর্ত্তব্য। মুক্তি নিত্য, অতএব তাহাই জীবের সাধ্য ; তাহার জন্য যে বৈরাগ্যাদি সাধন-চতুষ্টয় নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই সাধন। জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্রে এই প্রকার সাধ্য-সাধনের বিচার দেখা যায়। জীব যেরূপ অধিকার লাভ করেন, কামধেনুরূপ শাস্ত্র সেই অধিকারের উপযোগী ব্যবস্থা দেখাইয়া দেন। মুক্তিলাভ করিয়া জীবের যদি সত্তা থাকে, তাহা হইলে মুক্তিই চরমসাধ্য হয় না। এই জন্য তাঁহারা নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত মুক্তির সীমাবৃদ্ধি করেন। বস্তুতঃ

(১) স্বর্গভোগের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে।

(২) স্বর্গভোগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে।

জীব নিত্য, সেরূপ নির্ব্বাণ জীবের সম্বন্ধে অসম্ভব। (শ্বেঃ উঃ ৬।১৩)—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (১) এই প্রকার বেদমন্ত্রে জীব-সকলের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। নিত্যবস্তুর নির্ম্মাণগতি অসম্ভব। মুক্ত হইয়া জীবের সত্তা অবশ্য থাকিবে, এরূপ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ভক্তিমুক্তিকে চরমসাধ্য বলিয়া মনে করেন না। ঐ দুইটী অবান্তরসাধ্য বস্তু। সকল কার্য্যেই সাধ্য ও সাধন আছে। যে কার্য্যকে উদ্দেশ করেন, তাহাই সাধ্য; এবং যে কার্য্যের দ্বারা তাহা সাধিত হয, তাহাই সাধন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সাধ্য ও সাধন জীবের পক্ষে একটি শৃঙ্খলময় তত্ত্ব। যাহা সাধ্য, তাহাই তদুত্তর সাধ্যের সাধন। এইরূপ শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া ঐ শৃঙ্খলের চরমস্থলে যে সাধ্য পাওয়া যায়, তাহাই চরমসাধ্য, তাহা আর সাধন হয না। কেন না, তদুত্তরে আর কিছু সাধ্য নাই। এই সাধ্যসাধন-পর্ব্বরূপ শৃঙ্খলের বাহু-অনুবন্ধ পার হইয়া ভক্তিরূপ অনুবন্ধকে শেষে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তিই চরম সাধ্য; যেহেতু ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব। মানব-জীবনে যত কার্য্য আছে, সমস্তই সাধ্য-সাধন-শৃঙ্খলের এক-একটি অনুবন্ধ। অনেকগুলি অনুবন্ধ ক্রমে ক্রমে সাধ্য-সাধন-শৃঙ্খলের কর্ম্মরূপ পর্ব্বকে নির্ম্মাণ করিযাছেন। আবার অনেকগুলি অনুবন্ধ তদুত্তরে ক্রমাগত জ্ঞানরূপ পর্ব্বকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ পর্ব্বের পরিসমাপ্তিতে ভক্তিরূপ পর্ব্বের প্রারম্ভ। কর্ম্মপর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—ভুক্তি। জ্ঞানপর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—মুক্তি। ভক্তিপর্ব্বের শেষ উদ্দেশ্য—প্রেমভক্তি। জীবের সিদ্ধসত্তার বিচার করিলে ভক্তিই সাধন ও ভক্তিই সাধ্য, এইরূপ স্থির হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাধ্য ও সাধকতা অবান্তর অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী অবস্থা, চরমস্পর্শী অবস্থা নয়।

ব্রজনাথ। "কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ আঃ ৪।৫।১৫ ও ২।৪।২৪)

(১) তিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্তুসমূহের মধ্যে চেতন।

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ আঃ ১।৪।১০) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐত ১।৫।৩) "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) (১) প্রভৃতি মহাবাক্যে ভক্তির চরমতা ও সাধ্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব মুক্তিকে চরমসাধ্য বলিলে দোষ কি হয় ?

বাবাজী মহাশয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রবৃত্তি অনুসারে সাধ্যভেদ পাওয়া যায়। ভুক্তিস্পৃহা যে পর্য্যন্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত 'মুক্তি' বলিয়া একটী তত্ত্ব স্বীকৃত হয় না। তদধিকারীর পক্ষে "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ" (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২য় প্রঃ ১ম অঃ ১ম খণ্ড) (২) ইত্যাদি বহুবাক্য আছে। বাবা, তবে কি 'মুক্তি' কথাটা ভাল নয় ? কর্ম্মিগণ মুক্তির অনুসন্ধান পান না বলিয়া কি বেদশাস্ত্রে 'মুক্তি' উল্লিখিত হয় নাই ? দুই একজন কর্ম্মী ঋষি, অক্ষম লোকের জন্য বৈরাগ্য এবং সমর্থ লোকের জন্য কর্ম্ম—এরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিম্নাধিকারীদিগকে স্ব স্ব অধিকারে নিষ্ঠা দান করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। অধিকারচ্যুত হইলে জীবের কল্যাণ হয় না। অধিকার-নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিলে সেই অধিকারের উপর যে অধিকার আছে, তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। অতএব বেদশাস্ত্রে এরূপ নিষ্ঠা-উৎপাদক ব্যবস্থার নিন্দা নাই ; নিন্দা করিলে অধোগতি হয়। জগতে যত জীব উন্নত হইয়াছে, সকলেই অধিকার-নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ফললাভ করিয়াছেন। কর্ম্মাধিকারে কর্ম্মের উপর যে মুক্তিসাধক জ্ঞান, তাহা প্রদর্শিত না হইলেও জ্ঞানাধিকারে মুক্তির প্রশংসা-স্থলে আপনার উল্লিখিত মন্ত্রবাক্যসকল প্রতিষ্ঠিত হয় ; যেরূপ কর্ম্মাধিকারের উপর জ্ঞানাধিকার, সেইরূপ

---

(১) "কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ?" "আমি জীবাত্মা ব্রহ্মজাতীয় বস্তু।" "প্রজ্ঞা (প্রেমভক্তি) অপ্রাকৃত-ব্রহ্মস্বরূপ", "হে শ্বেতকেতো, তুমি তাঁহার।"

(২) অক্ষয়স্বর্গকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত যজন করিবে।

জ্ঞানাধিকারের উপর ভক্ত্যধিকার। "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে ব্রহ্মনির্ব্বাণের প্রশংসাদ্বারা মুমুক্ষুকে তাঁহার অধিকারে নিষ্ঠা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে গুণ বই দোষ নাই ; তথাপি তাহাই যে চরম, তাহা নয়। বেদমন্ত্র-সিদ্ধান্তস্থলে ভক্তিকে সাধন ও প্রেমভক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

ব্র। মহাবাক্যে কি অবান্তর সাধ্যসাধনের কথা থাকিতে পারে ?

বা। আপনি যেগুলিকে 'মহাবাক্য' বলিয়া বলিতেছেন, সেগুলি যে মহাবাক্য এবং বেদের অন্যান্য বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এরূপ কথিত হয় নাই। জ্ঞানাচার্য্যগণ স্বীয় মতের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য ঐগুলিকে মহাবাক্য বলিয়া লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রণবই মহাবাক্য, আর সমস্ত বেদবাক্য প্রাদেশিক। বেদবাক্যমাত্রকেই মহাবাক্য বলিলে দোষ হয় না, কিন্তু বেদের একটী মন্ত্র 'মহাবাক্য', দ্বিতীয়টী 'সামান্য বাক্য' বলিলে মতবাদ হইয়া পড়ে এবং বেদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। বেদে কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসা, মুক্তির প্রশংসা প্রভৃতি বহুবিধ অবান্তর সাধ্যসাধনের কথা আছে। সিদ্ধান্তস্থলে সেই সকলের চরম মীমাংসা দেখা যায়। বেদশাস্ত্র গাভীস্বরূপ এবং সেই গাভীর দোগ্ধা শ্রীনন্দনন্দন সিদ্ধান্তস্থলে বেদার্থ কিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। (গীঃ ৬।৪৬-৪৭)—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ (১)
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ (২)

(১) সকামকর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম নিরর্থক। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

(২) ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্বেতাশ্বতরে (৬।২৩),—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (১)

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন মনসঃ কল্পনং" (গোপালতাপনী), (২) "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" ; (বৃঃ ১।৪।৮) (৩) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬) (৪) এই সকল বেদবাক্য আলোচনা করিয়া দেখিলে ভক্তিকেই সাধন বলিয়া স্থির হইবে।

প্র। কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবার বিধি আছে। জ্ঞানকাণ্ডেও সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে হরিতোষণরূপ ভক্তির ব্যবস্থা দেখিতেছি। ভক্তি যদি ভুক্তি ও মুক্তিসাধিনী হন, তাঁহার সাধ্যত্ব কোথায় রহিল ? তিনি ভুক্তি ও মুক্তি সাধন করিয়া স্বয়ং নিরস্ত হইবেন,—ইহাই সাধারণের শিক্ষা। এ বিষয় আমাকে কিছু দৃঢ়শিক্ষা প্রদান করুন।

বা। কর্ম্মকাণ্ডে ফলভোগসাধিনী ভক্তি এবং জ্ঞানকাণ্ডে মুক্তিসাধিনী ভক্তির যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সত্য বটে। পরমেশ্বর সন্তুষ্ট না হইলে কোন ফলই হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তির আশ্রয়। জীবে বা জড়-বস্তুতে যেটুকু শক্তি আছে, তাহা ঈশ্বরশক্তির অণুপ্রকাশমাত্র। কর্ম্ম বা জ্ঞান

(১) ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীগোবিন্দের ভক্তিই ভজন। ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় কামনা নিরসন-পূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মতে শুদ্ধ মনের প্রেমদ্বারা তন্ময়ত্ব—ইহাই ভগবানের ভজন এবং এই ভজনই নৈষ্কর্ম্মজ্ঞান।

(৩) আত্মাকেই (পরমাত্মা শ্রীভগবানকেই) প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে।

(৪) ২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না ; কিন্তু ঈশভক্তির আশ্রয়ে আপন ফল দেয়। এতন্নিবন্ধন কর্ম্মে ও জ্ঞানে ভক্ত্যাভাসের ব্যবস্থা ; তাহাতে যে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি নয়, ফলসাধক ভক্ত্যাভাসমাত্র। ভক্ত্যাভাস ও দুইপ্রকার—শুদ্ধভক্ত্যাভাস ও বিদ্ধভক্ত্যাভাস। শুদ্ধভক্ত্যাভাসের বিষয় পরে বলিব। বিদ্ধভক্ত্যাভাস তিন প্রকার—কর্ম্মবিদ্ধভক্ত্যাভাস, জ্ঞানবিদ্ধভক্ত্যাভাস এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়বিদ্ধভক্ত্যাভাস। যজ্ঞাদির সময় 'হে ইন্দ্র, হে পূষন্, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এই যজ্ঞফল দান কর'—এই প্রকার যত ভক্ত্যাভাস-ক্রিয়া আছে, সকলই কর্ম্মবিদ্ধভক্ত্যাভাস। এই কর্ম্মবিদ্ধভক্ত্যাভাসকে কোন কোন মহাত্মা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বলিয়াছেন ; কেহ বা ইহাকে 'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলিয়াছেন। 'হে যদুনন্দন, আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি এবং তোমার 'হরেকৃষ্ণ' নাম অহরহঃ করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে মুক্তিদান কর।' 'হে পরমেশ, তুমিই ব্রহ্ম ; আমি মায়াগর্ত্তে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে উঠাইয়া লইয়া তোমার সহিত অভেদ কর' এই প্রকার উচ্ছ্বাসসকল জ্ঞানবিদ্ধভক্ত্যাভাস। ইহাকে মহাত্মগণ 'জ্ঞানমিশ্রভক্তি' বলিয়াছেন, ইহাও আরোপসিদ্ধা। এ সমস্ত শুদ্ধভক্তি হতে পৃথক্। 'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্' এই শ্রীমুখবাক্যে যে ভক্তির উদ্দেশ আছে, তাহা শুদ্ধভক্তি। সেই শুদ্ধভক্তিই আমাদের সাধন এবং সিদ্ধাবস্থায় তাহা প্রেম। কর্ম্ম ও জ্ঞান—যে দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, তাহা কেবল ভুক্তি ও মুক্তির সাধন, জীবের নিত্যসিদ্ধভাবের সাধন নয়।

ব্রজনাথ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেদিন আর প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। মনে মনে করিলেন, 'ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি অন্বেষণ করা অপেক্ষা এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করা ভাল। বাবাজী মহাশয় এসব বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। আমি ক্রমশঃ এ বিষয় প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানলাভ

করিব। অদ্য অধিক রাত্র হইল, বাটী যাই' এই মনে মনে করিয়া বলিলেন,—বাবাজী মহাশয়, অদ্য আপনার নিকট অনেক সুজ্ঞান লাভ করিলাম। আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকট আসিয়া এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি মহামহোপাধ্যায়, আমার প্রতি কৃপা করিবেন। আমার একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, তাহার উত্তর শুনিয়া অদ্য বিদায় হইব,—শ্রীশচীনন্দন গৌরাঙ্গ কি তাঁহার শিক্ষাসকল কোন গ্রন্থে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন? আমি সেই গ্রন্থখানি পাইতে বাসনা করি।

বাবাজী। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহা-প্রভু স্বয়ং জীবগণকে সূত্ররূপে 'শিক্ষাষ্টক' নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন, তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠমণিহার। তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সমস্তই আছে,—গূঢ়রূপে আছে। ভক্তগণ সেই গূঢ়তত্ত্ব বিচার করিয়া দশমূল রচনা করিয়াছেন। সেই দশমূলে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-বিচারে সাধ্যসাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। আপনি প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লউন। ব্রজনাথ বলিলেন,—যে আজ্ঞা, কল্য সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনার নিকট দশমূল শিক্ষা গ্রহণ করিব। আপনি আমার শিক্ষাগুরু, আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। বাবাজী মহাশয় সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—বাবা, তুমি ব্রহ্মকুল পবিত্র করিয়াছ; কল্য সন্ধ্যায় আসিয়া আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমাণ-বিচার ও প্রমেয় আরম্ভ)

দশমূল-সংগ্রহ শ্লোক—সমষ্টি শ্লোকার্থ—প্রমাণ বিচার—সম্প্রদায়প্রাপ্ত বেদবাক্য—সম্প্রদায় প্রণালী—ব্রহ্মসম্প্রদায় প্রণালী—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও সিদ্ধ প্রমাণ—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—কোন কোন্ শাস্ত্র-প্রমাণ—সংপ্রাপ্ত প্রমাণ—যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা—ভগবৎ শব্দার্থ—ব্রহ্মই তাঁহার অঙ্গকান্তি—পরমাত্ম-তত্ত্ব—মহাবিষ্ণু—বিষ্ণু—ঈশ্বর—কৃষ্ণতত্ত্ব—মধ্যমাকারের তত্ত্ব—চিদ্ব্যাপারে মধ্যমাকার তত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী, ইহাতে জড় বুদ্ধিরই সন্দেহ—অবতার-প্রকাশের ভক্ত ও অভক্ত ভেদে দ্বিবিধ প্রবৃত্তি—বেদে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত—গুণ-বর্ণন-দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যা—জীবগণ দেবগণ কৃষ্ণগুণের অংশ-প্রাপ্ত—শিবাদি অধিকৃত দাস।

পরদিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার একটু পরেই শ্রীবাস-অঙ্গনের সম্মুখস্থিত বকুল বৃক্ষের চবুতরার উপর বসিলেন। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের ব্রজনাথের প্রতি কি একপ্রকার বাৎসল্য উদিত হইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে ব্রজনাথের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রজনাথের আসিবার সাড়া পাইয়া সত্বরে অঙ্গনের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গনের এক পার্শ্বে কুন্দকাননবেষ্টিত স্বীয় ভজনকুটীরে লইয়া বসাইলেন। ব্রজনাথ বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি লইয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ মানিলেন। তিনি তখন বিনীতভাবে বলিলেন,—বাবাজী মহাশয়, আমাকে প্রভু নিমাইয়ের সিদ্ধান্তমূল শ্রীদশমূল শিক্ষা প্রদান করুন।

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় উপযুক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন,—বাবা, আমি তোমাকে দশমূল বলিতেছি। তুমি পণ্ডিত, এই শ্লোক-গুলির তাত্ত্বিক অর্থ আলোচনাপূর্ব্বক বুঝিয়া লও।

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে দশটী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটী প্রমাণ তত্ত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ত্ব। যে সকল বিষয় প্রমাণ করা যায়, তাহারাই প্রমেয় এবং যদ্দ্বারা সেই প্রমেয়সকলকে প্রমাণ করা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। এই শ্লোকটী দশমূলের সমষ্টি। ইহার পরে যে শ্লোক বলা হইতেছে, তাহাই দশ-মূলের প্রথম শ্লোক জানিবে। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম শ্লোক পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্বের বিবৃতি। নবম শ্লোকে অভিধেয় তত্ত্ব। দশম শ্লোকে প্রয়োজন তত্ত্ব। এই সমষ্টি-শ্লোকের অর্থ এই—গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

সমষ্টি শ্লোকের অর্থ শুনিয়া ব্রজনাথ কহিলেন,—বাবাজী মহাশয়, এখনও আমার জিজ্ঞাসার অবসর হয় নাই। প্রথম মূলশ্লোক শুনিয়া যাহা চিত্তে উদিত হইবে, তাহা নিবেদন করিব। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ভাল ভাল, আমি প্রথম মূলশ্লোক বলিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর।

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সংপ্রাপ্তং প্রমিতি বিষয়ান্ তান্নববিধান।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতিসহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা॥

শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আম্নায়বাক্য তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্য্যে নববিধ প্রমেয়-তত্ত্বকে সাধন করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্ত্য-বিষয়-বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে পারে না।

ব্রজ। ব্রহ্মা যে শিষ্যানুক্রমে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার কি কোন বেদ-প্রমাণ আছে ?

বাবাজী। হাঁ আছে। মুণ্ডকে বলিয়াছেন (১।১।১)—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥" (১)

পুনশ্চ (১।২।১৩)—

"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম॥" (২)

ব্র। বেদ যাহা বলেন তাহার যথার্থ অর্থ ঋষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে করিয়া থাকেন—এরূপ প্রমাণ কি পাইয়াছেন ?

বা। সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।৩) একথা আছে—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ (৩)
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা। ইত্যাদি।

(১) ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) যে বিজ্ঞানের (প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান) দ্বারা অচ্যুতবস্তুকে তত্ত্বতঃ জানা যায়, সেই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদগুরু শিষ্যকে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান করিলেন।

(৩) ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্র। সম্প্রদায় কেন হইল ?

বা। জগতে অনেকেই মায়াবাদ-দোষে কুপথগামী। মায়াবাদ-দোষশূন্য যে সকল ভক্ত, তাঁহাদের সম্প্রদায় না হইলে সৎসঙ্গ দুর্লভ হয়। এইজন্য পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ (১)

এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রাচীন। ব্রহ্মাদি-ক্রমে আজ পর্য্যন্ত সেই সম্প্রদায় চলিতেছে। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাদেয় শাস্ত্র প্রাচীনকাল হইতে যে আকারে গুরু-পরম্পরা সম্প্রদায়ে চলিতেছে, তাহাতে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সম্প্রদায়স্বীকৃত গ্রন্থে যেসকল বেদমন্ত্র আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়-ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব আদিকাল হইতে সাধুলোকদিগের মধ্যে সৎসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।

ব্র। সম্প্রদায়প্রণালী কি সম্পূর্ণরূপে রাখা হইয়াছে ?

বা। মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান আচার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের নামসকল সম্প্রদায়প্রণালীতে আছে।

ব। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রণালীটী শুনিতে ইচ্ছা করি।

বা। পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্॥
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ॥

(১) সৎসম্প্রদায়-স্বীকৃত আচার্য্যগণোপদিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রসমূহ ফলপ্রদ হয় না। শ্রী (রামানুজ), ব্রহ্ম (মধ্ব), রুদ্র (বিষ্ণুস্বামী), চতুঃসন (নিম্বার্ক), সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ জগৎপাবন।

তস্য শিষ্যো নবহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ।
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ॥
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ॥
জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্‌গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্তু ভক্তিরত্নাবলী-কৃতিঃ॥
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্‌ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্॥
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ॥ (১)

ব্র। এইশ্লোকে বেদকে একমাত্র প্রমাণ' বলা হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ বেদের সাহচর্য্যে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে কতিপয় অধিক প্রমাণ এবং পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি ও সম্ভব—এই

(১) বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের শিষ্য জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা। তাহার শিষ্য নারদ, ব্যাসদেব আবার নারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেরপ্রতিবন্ধকতাহেতু শ্রীশুকদেব ব্যাসের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মহাযশস্বী মধ্বাচার্য্য ব্যাস হইতে কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিলেন। মধ্বের শিষ্য নবহরি। নরহরির শিষ্য মাধব বিপ্র। অক্ষোভ্য মাধবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্থ। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু। তাহার শিষ্য মহানিধি। তাঁহার অনুগত সেবক রাজেন্দ্র। রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম্ম-মুনি। সেই জয়ধর্ম্মমুনির অনুগতগণের মধ্য হইতে শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বিষ্ণুপুরী স্বামীই "ভক্তিরত্নাবলী" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জয়ধর্ম্মের শিষ্য ব্রহ্মণ্য পুরুষোত্তম। তাঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ। এই ব্যাসতীর্থ "বিষ্ণুসংহিতা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসের আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীলক্ষ্মীপতি। তাঁহার শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। এই মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রকার ৮টী পৃথক্ পৃথক্ প্রমাণ মানিয়াছেন। এস্থলে এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে সিদ্ধপ্রমাণমধ্যে গণ্য না করিলে জ্ঞানব্যাপ্তি কিরূপেই বা হইবে? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন।

বা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-সকল 'ভ্রম', 'প্রমাদ', 'বিপ্রলিপ্সা' ও 'করণাপাটব'—এই চারিদোষে সর্ব্বদা দূষিত। তাহারা যে জ্ঞানকে আনিয়া দেয়, তাহাকে সত্যজ্ঞান কিরূপে বলা যায়? সমাধিপূর্ণ ঋষিগণ ও মহাত্মগণের হৃদয়ে স্বচ্ছন্দ-শক্তি ভগবান্ উদিত হইয়া বেদরূপ যে সিদ্ধজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহা নির্ভয়ে স্বীকার করা যায়।

ব্র। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটির অর্থ বুঝাইয়া দিন্।

বা। বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়েব যে ভুল হয়, তাহার নাম 'ভ্রম'; যথা—দৃষ্টিভ্রমে মরীচিকায় জলবোধ ইত্যাদি। জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি স্বভাবতঃ সীমাবিশিষ্ট; অসীমতত্ত্বে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতে কাযে-কাযেই ভুল থাকে, তাহার নাম 'প্রমাদ'; যথা—দেশ ও কালের সীমা, বুদ্ধি এবং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি। সন্দেহের নাম 'বিপ্রলিপ্সা'। ঘটনাক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের অপটুতা অপরিহার্য্য; অনেক-সময়ে তন্নিবন্ধন ভুল সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে, তাহার নাম 'করণাপাটব'।

ব্র। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের কি তবে কোন স্থল নাই?

বা। জড়জগতের জ্ঞানসম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ব্যতীত আর উপায় কি আছে? চিজ্জগতের ব্যাপারে তাহারা অক্ষম। তৎসম্বন্ধে বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণদ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা যদি স্বতঃসিদ্ধ বেদ-প্রমাণের অনুগত হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি-

প্রমাণের ক্রিয়া আদরের সহিত স্বীকার করা কর্ত্তব্য। অতএব প্রত্যক্ষাদির সাহচর্য্যে স্বতঃসিদ্ধ বেদই একমাত্র প্রমাণ।

ব্র। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র কি প্রমাণ নয়?

বা। গীতা শ্রীমুখবাক্য বলিয়া তাঁহাকে 'গীতোপনিষদ্' বলা যায়, অতএব তাহা 'বেদ'। শ্রীগৌরাঙ্গশিক্ষিত দশমূল-তত্ত্ব শ্রীমুখবাক্য, সুতরাং তাহাও 'বেদ'। সমস্ত বেদার্থসার-সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ চূড়ামণি। অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্তি যদি বেদানুগ হয়, তাহাও সুতরাং প্রমাণ। তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; তন্মধ্যে 'পঞ্চরাত্র' প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্রসকল গূঢ় বেদার্থ বিস্তার করায়, 'তন্—বিস্তারে' এই ধাতুক্রমে তাহারাও প্রমাণমধ্যে গণিত।

ব্র। বেদ বহুতর গ্রন্থ। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি স্বীকার্য্য ও কোন্‌গুলি অস্বীকার্য্য?—তাহা বলুন।

বা। কালে কালে অসৎলোক বেদের মধ্যে অনেক অধ্যায়, মণ্ডল ও মন্ত্র প্রক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। যে সে স্থানে একখানি বেদ-গ্রন্থ পাইলেই সব সব স্থানে মানা যাইবে, তাহা নয়। কালে কালে সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই 'বেদ'। যাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের অস্বীকার্য্য।

ব্র। কি কি বেদগ্রন্থ সম্প্রদায়াচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন?

বা। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ তাত্ত্বিক উপনিষদ্ এবং গোপালোপনিষদ্ ও নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি কয়েকখানি উপাসনা-সহায়রূপ তাপনী, এবং ব্রাহ্মণ, মণ্ডল প্রভৃতি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বান্তর্গত কাণ্ডবিস্তারক বেদগ্রন্থসমূহ আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন।

আচার্য্যক্রমে এই সকল বেদগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে সৎপ্রাপ্ত প্রমাণ বলা যায়।

ব্র। যুক্তি যে চিদ্বিষয়ে শক্তিরাহিত্যপ্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পারে না—ইহার প্রমাণ কি?

বা। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (কঠ ১।২।৯) (১) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বেদবাক্য, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ', (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) (২) ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্য আলোচনা করিলে ইহার প্রমাণ পাইবে। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥' (ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২) (৩) এই মহাভারতবাক্যে যুক্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব ভক্তিমীমাংসক শ্রীরূপাচার্য্য লিখিয়াছেন—(ভঃ রঃ সিঃ—পূর্ব্ব ১।৩২)

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাৎ ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥ (৪)

যুক্তির দ্বারা নিশ্চয়রূপে সত্য জানা যায় না, তাহা প্রাচীন বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে—যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ১।৩৩)

---

(১) হে নচিকেতঃ, তুমি যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ করিয়াছ, শুষ্কতর্ক দ্বারা তাহাকে ভ্রংশ করা উচিত নয়।

(২) তর্কদ্বারা কখনও প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্থ-নির্ণয় হয় না। এক ব্যক্তি তর্কদ্বারা যে অর্থ স্থাপন করেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যযুক্ত অপর অনুমাতা তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, এই জন্য তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৩) যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অধোক্ষজ, তাহাই অচিন্ত্যতত্ত্ব। সেই অচিন্ত্য-তত্ত্বসমূহকে নিশ্চয়ই তর্কের অন্তর্গত করা উচিত নয়।

(৪) শ্রীমদ্ভাগবতাদি শব্দপ্রমাণে জানা যায় যে, জন্মান্তরীণ সংস্কারানুসারে ভগবদ্বিষয়ে রুচি অল্পপরিমাণ হইলেও তদ্দ্বারাই অধোক্ষজ-ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশিত হয়; কিন্তু কেবল শুষ্ক-যুক্তি অবলম্বন করিলে ভক্তিতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না, কারণ যুক্তির প্রতিষ্ঠা নাই।

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥ (১)

বা। তুমি আজ যুক্তি করিয়া একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে, কাল তোমা অপেক্ষা অধিকতর কুশল আর একজন তাহা উড়াইয়া দিতে পারেন। অতএব যুক্তির ভরসা কি ?

ব্র। বাবাজী মহাশয়, বেদের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণত্ব উত্তমরূপে বুঝিলাম। তার্কিকগণ বৃথা বেদবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া থাকেন। এখন দশমূলের দ্বিতীয় মূলটী বলুন।

বা। হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতি-রহিতং তত্ত্বনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ॥ ২॥

ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। শক্তিশূন্য নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গকান্তিমাত্র। জগৎকর্ত্তা জগৎপ্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির অংশমাত্র। সেই হরিই আমাদের নবনীরদ-কান্তি চিৎস্বরূপ শ্রীরাধাবল্লভ।

ব্র। উপনিষদে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মকে সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্গৌরহরি কোন্ যুক্তিক্রমে সেই ব্রহ্মকে শ্রীহরির অঙ্গপ্রভা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা আমাকে বলুন।

বা। শ্রীহরিই ভগবান্। ছয়টী ঐশ্বর্য্যতত্ত্বেই ভগবান্। বিষ্ণুপুরাণে লিখিয়াছেন (৬।৫।৭৪)—

(১) তর্কনিপুণ কোন ব্যক্তি তর্কদ্বারা অতি যত্নে একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু প্রবীণতর অন্য তার্কিক এক ব্যক্তি অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিয়া থাকেন।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট তত্ত্বস্বরূপ ভগবান্। এই গুণগুলি পবস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত। ইহার মধ্যে অঙ্গী কে? অঙ্গই বা কাহারা? অঙ্গী তাঁহাকেই বলি—যাহাতে অঙ্গগুলি ন্যস্ত থাকে, যথা—বৃক্ষ অঙ্গী, তাহার ডালপালা অঙ্গ। শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ। এই গুণগুলি অঙ্গস্বরূপে যাহাতে অবস্থিতি করে, তাহাই অঙ্গী। ভগবানের চিন্ময়বিগ্রহের শ্রীই অঙ্গী, এবং আর গুণগুলি অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ এই তিনটী অঙ্গ; যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গ-কিরণরূপে প্রতীয়মান; যেহেতু উহারা গুণের গুণ,—স্বয়ং গুণ নয়। নির্ব্বিকারজ্ঞানই জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গকান্তি। নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব ন'ন—শ্রীবিগ্রহের আশ্রিত-তত্ত্ব। অগ্নির প্রকাশ-গুণ স্বয়ং সিদ্ধতত্ত্ব নয়—অগ্নির স্বরূপাশ্রিত গুণবিশেষ।

ব্র। বেদে স্থানে স্থানে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-গুণ উল্লেখ করিয়া শেষে সর্ব্বত্র 'ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরিঃ ওঁ' এই বাক্যে শ্রীহরিকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই হরি কে?

বা। চিল্লীলা-মিথুন রাধাকৃষ্ণই সেই হরি।

ব্র। একথা পরে তুলিব। এখন বলুন, বিশ্বজনক পরমাত্মা কিরূপে ভগবানের অংশ হইলেন?

বা। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য, দুইগুণ-ব্যাপ্ত হইয়া তিনি সমস্ত মায়িক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ এক অংশে বিষ্ণুরূপে

তাহাতে প্রবিষ্ট। ভগবান্ এক অংশ হইলেও সর্ব্বত্র পূর্ণ, যথা বৃহদারণ্যকে (৫।১)—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ (১)

অতএব পূর্ণস্বরূপ, জগৎপ্রবিষ্ট, জগৎপাতা বিষ্ণুই পরমাত্মা ; কারণোদক, ক্ষীরোদক ও গর্ভোদকশায়িরূপে তিনি ত্রিরূপধৃক্। চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী কারণ-সমুদ্র বা বিরজা ; তাহাতে স্থিত হইয়া ভগবদংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়াছেন। তিনি দূর হইতে মায়াকে দৃষ্টি করিয়া মায়াদ্বারা সৃষ্টি করাইয়াছেন, যথা গীতাবাক্য (৯।১০)—

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং। (২)

বেদবাক্য—"স ঐক্ষত" (ঐত ১।১) (৩) "স ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐত ১।১।২) (৪) ইত্যাদি।

মায়াপ্রবিষ্ট ঈক্ষণশক্তিই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু। সেই মহাবিষ্ণুর চিদীক্ষণগত কিরণপরমাণুসমূহই বদ্ধজীবনিচয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়গত অঙ্গুষ্ঠ-

(১) ঐ পূর্ণ অবতারী ও এই পূর্ণ অবতার—উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। পূর্ণ অবতারী হইতে পূর্ণ অবতার লীলা-বিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন। লীলাপূর্ত্তির জন্য পূর্ণ অবতারের পূর্ণস্বরূপকে আপনাতে গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ণ-অবতারী অবশেষরূপে বর্ত্তমান থাকেন ; কোনরূপেই পরমেশ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না।

(২) প্রকৃতিই আমার শক্তি। আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার চিদ্বিলাসসম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া, এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন।

(৩) সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন।

(৪) সেই পরমাত্মা এইরূপ আলোচনা বা ঈক্ষণ করিয়া এই লোকসমূহ মহদাদিক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মাত্র ক্ষীরোদশায়ী হিরণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও জীব—একত্রাবস্থান অবস্থায় "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (শ্বেঃ ৪।৬) ইত্যাদি শ্রুতিবচননির্দ্দিষ্ট পরমাত্মা ও জীব সেই দুই পক্ষীর মধ্যে ঈশ্বররূপ পক্ষী কর্ম্মফলদাতা, জীবরূপ পক্ষী ভোক্তা। গীতাশাস্ত্রে, যথা (১০।৪১।৪২)—

যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ॥ (১)
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ (২)

অতএব পরমপুরুষ ভগবানের পরমাত্মার অংশ জগদনুগত বিশ্বজনক বিশ্বপালকাদি ঈশ্বরতা প্রকাশ করিয়াছে।

ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রহ্ম ভগবান্ হরির অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ। এখন বলুন, সেই ভগবান্, হরি যে শ্রীকৃষ্ণ, ইহার প্রমাণ কি ?

বা। ভগবান্ সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর। ঐশ্বর্য্যপর প্রকাশে তিনি মহাবিষ্ণুর অংশী পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যবিলাসে ভগবৎ-তত্ত্ব নারায়ণভাবে পরিলক্ষিত ; মাধুর্য্যপ্রকাশে তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা—মাধুর্য্য তাঁহাতে এত প্রবল যে, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেখানে মাধুর্য্যের মধুরকিরণে আচ্ছাদিত। সিদ্ধান্তস্থলে নারায়ণ

(১) ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদয়ই আমার প্রকৃতি-তেজোঽংশসম্ভূত।

(২) অথবা অধিক কি বলিব, হে অর্জ্জুন, সংক্ষেপে এই আমার প্রকৃতি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। তাহার এক এক প্রভাবদ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান। জড়প্রভাবদ্বারা জড়ীয় সত্তায় এবং জীবপ্রভাবদ্বারা জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্টজগতে সাম্বন্ধিকভাবে বর্ত্তমান আছি।

ও কৃষ্ণে ভেদ নাই, কিন্তু চিজ্জগতের রসাস্বাদনস্থলে কৃষ্ণ সমস্ত রসের আধার এবং স্বয়ং রস হইয়া পরম উপাদেয় তত্ত্ব। অতএব ঋগ্বেদে (১।২২। ১৬৪।৩১ ঋক্)—

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষন্তঃ ॥" (১) ছান্দোগ্যে, (৮।১৩।১)— "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" (২) ইত্যাদি মুক্ত্যন্তর-জীব-ক্রিয়ার উল্লেখ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং (৩), গীতোপনিষদে (৭।৭)—মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় (৪), গোপালতাপনীতে (পূর্ব্ব-২১)—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।" (৫)

ব্র। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমাকার—কিরূপে সর্ব্বগ হইতে পারেন? তাঁহার শরীর স্বীকার করিলে তাঁহাকে একস্থানে আবদ্ধ রাখিতে হয়। তাহাতে অনেক অভাব দোষ ঘটে, গুণের অধিকারে পড়িতে হয়—আর স্বেচ্ছাময় হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণে এইরূপ দোষের পরিহার কিরূপে হইতে পারে?

বা। বাবা, তুমি মায়িক জড়তত্ত্বে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া এই সকল সন্দেহ করিতেছ। বুদ্ধি যতদিন মায়িকগুণে আবদ্ধ, ততদিন

---

(১) দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে কখন দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছেন।

(২) ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) রামনৃসিংহাদি সঙ্কর্ষণের অংশ বা কলা, কিন্তু কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

(৪) হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই।

(৫) পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববশয়িতা, তিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজীব ও সর্ব্বদেববন্দ্য। তিনি অদ্বয়জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস-মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।

শুদ্ধসত্ত্ব স্পর্শ করিতে পারে না। উহা শুদ্ধসত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া মায়িক আকৃতি-বিস্তৃতির গুণগণকে তাহাতে আরোপ করে; আরোপ করিয়া একটী প্রাকৃত মূর্ত্তি গড়িয়া ফেলে। আবার ভীত হইয়া তাহা হইতে নিরস্ত হয়; নিরস্ত হইয়া নিরাকার নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কল্পনা করতঃ পরমতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ চিন্ময় মধ্যমাকারে তোমার উল্লিখিত দোষের কোন সম্ভাবনা নাই। 'নিরাকার' 'নির্ব্বিকার' 'নিষ্ক্রিয়' এই সমস্ত গুণই মায়িক-গুণের বিপরীত ভাব। সে সকলও একপ্রকার গুণ। আবার সুন্দর, উল্লাসময় বদন, কমল-নয়ন, শান্তিপ্রদ পাদপদ্ম, কলাবিলাসোপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপাত্মক একটী চিদ্বিগ্রহ আর এক প্রকার গুণ। এই দুই প্রকার গুণের আধাররূপ মধ্যমাকার শ্রীবিগ্রহ অত্যন্ত উপাদেয়।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে দেখা যায়—

নির্দ্দোষগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা ॥

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ। তাঁহাতে জড়গুণ বা জড় কিছুমাত্র নাই, তাহা জড়ীয়-দেশকালের বশীভূত নয়, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। তিনি অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ বস্তু। জড় জগতে দিক্ অপরিমেয় জড়বস্তু; তাহার ধর্ম্মানুসারে মধ্যমাকার বস্তু সর্ব্বগ হইতে পারে না। চিজ্জগতে ধর্ম্মসকল অকুণ্ঠ, অতএব মধ্যমাকার শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সর্ব্বব্যাপিত্ব—একটী ধর্ম্ম, তাহা জড়জগতে মধ্যমাকার বস্তুতে থাকে না, কিন্তু কৃষ্ণের চিদ্বিগ্রহে সুন্দররূপে থাকে—ইহাই সেই বিগ্রহের অলৌকিক ধর্ম্ম, ইহাই চিদ্বিগ্রহের মাহাত্ম্য। এই মাহাত্ম্য কি সর্ব্বব্যাপি-ব্রহ্মভাবে হইতে পারে? জড়ের দিগ্দেশকালগত ধর্ম্ম। কাল হইতে যে পদার্থ স্বভাবতঃ মুক্ত, তাহাকে দিগ্দেশকালের অন্তর্বর্ত্তী সর্ব্বব্যাপী আকাশের সহিত সমান

করিলে তাহার কি মাহাত্ম্য হইল? শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামই ছান্দোগ্যোল্লিখিত 'ব্রহ্মপুর'; তাহা পূর্ণরূপে চিৎতত্ত্ব। তাহাতে সর্ব্বচিদ্গত বিচিত্রতা আছে; চিদ্গত প্রকরণ, চিদ্গত স্থান, চিদ্গত মৃৎজলাদি, চিদ্গত নদী-বৃক্ষাদি, চিদ্গত আকাশ, চিদ্গত সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র—সমস্তই সমাহিতভাবে আছে। সেখানে জড়দোষ বিন্দুমাত্র নাই, তাহা চিৎসুখে পরিপূর্ণ। বাবা, তুমি যে এই মায়াপুর নবদ্বীপে আছ, ইহাও সেই চিদ্ধাম। তবে তোমরা মায়ানির্ম্মিত জড়জালের উপর উপবিষ্ট হইয়া চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতেছ না। সাধু কৃপাবলে চিদ্ভাব উদিত হইলে এই সকল ভূমিকে চিন্ময় দেখিবে এবং তোমাদের ব্রজবাস সিদ্ধ হইবে। মধ্যমাকার হইলেই যে দোষ-গুণসকল তাহাতে থাকিবে, এ কথা তোমাকে কে শিখাইল? তোমাদের জড়কুণ্ঠ বুদ্ধির কুসংস্কারফলে চিন্ময় মধ্যমাকার-বিগ্রহের মাহাত্ম্য সুদূরবর্ত্তী থাকে।

ব্র। বাবাজী মহাশয়, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ, তাঁহাদের কান্তি, তাঁহাদের শরীর, তাঁহাদের লীলোপকরণ, তাঁহাদের সহচর-সহচরীগণ, তাঁহাদের গৃহকুঞ্জবনাদি যখন সকলই চিন্ময়, তখন বুদ্ধিমান্ লোক কোন সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কালে, কোন দেশমধ্যে সেই বিগ্রহ ও তাঁহার ধাম ও লীলা কিরূপে উদিত হয়?

বা। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সমস্ত অঘটন ঘটনা হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তিনি লীলাময়, স্বেচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। ইচ্ছা করিলেই প্রপঞ্চের মধ্যে ধামসহ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন—ইহাতে সন্দেহ কি?

ব্র। সন্দেহ এই যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বপ্রকাশ তত্ত্বের অবশ্য প্রকাশ হইবে বটে, কিন্তু যাঁহারা সেই প্রকাশ দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা ত' জড়বিশ্বের অংশ বলিয়া 'ধামকে' ও মায়িক নরশরীর বলিয়া

'শ্রীবিগ্রহকে' এবং মায়িক ব্যবহার বলিয়া 'ব্রজলীলাকে' দর্শন করিতেছেন, তাহার কারণ কি? যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিলেন, তাহা হইলে জগতে সকললোক কেন চিল্লক্ষণে তাহা দেখিতে পায় না?

বা। কৃষ্ণের অনন্ত চিদ্গুণের মধ্যে 'ভক্তবাৎসল্য' একটী গুণ। ভক্তগণকে হ্লাদিনীশক্তির ফলপ্রদান করিয়া চিল্লক্ষণের দ্বারা স্বপ্রকাশকে দেখিতে ভক্তগণকে শক্তি দিয়াছেন। ভক্তগণের নিকট তাঁহার লীলা সম্পূর্ণ চিল্লীলাগৌরবে প্রকাশিত আছে। অভক্তগণের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, অপরাধ-দোষে মায়িক থাকায় ভগবল্লীলা ও মানব-ইতিহাসে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না।

ব্র। তবে কি তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) জীব-সাধারণের প্রতি কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন নাই?

বা। তাঁহার অবতার জগন্মঙ্গলকর। অবতার-লীলাকে ভক্তগণ শুদ্ধচিল্লীলাস্বরূপে দর্শন করেন। অভক্তগণ জড়মিশ্রতত্ত্ব বলিয়া দেখিলেও তদ্দর্শনে বস্তুশক্তিবলে এক প্রকার সুকৃতির উদয় হয়। সেই সুকৃতিপুঞ্জ পুষ্ট হইলে অনন্যকৃষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধারূপ অধিকার উদয় করায়। অতএব অবতার-প্রকাশদ্বারা জগজ্জীবের উপকার হইয়াছে।

ব্র। বেদ কেন সর্ব্বত্র স্পষ্টরূপে কৃষ্ণলীলার উল্লেখ করিলেন না?

বা। বেদ সর্ব্বত্র পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণলীলার গান করিয়াছেন। কোন স্থলে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, কোন স্থলে গৌণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গান করিয়াছেন। শব্দের অভিধা-বৃত্তিই মুখ্য; তাহা অবলম্বন করিয়া "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" ইত্যাদি এবং ছান্দোগ্যের শেষাংশে রসের নিত্যতা ব্যাখ্যাদি এবং মুক্তজীবের স্ব-স্ব-রসানুসারে কৃষ্ণসেবা বর্ণন করিয়াছেন। শব্দের লক্ষণা-বৃত্তিই গৌণবৃত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী ও মৈত্রেয়ী-সংবাদে প্রথমেই লক্ষণা-বৃত্তিতে কৃষ্ণগুণ বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে মুখ্যবর্ণদ্বারা তদ্বর্ণের

শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বেদ কোন স্থলে অন্বয়-পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া ভগবানের নিত্যলীলার উদ্দেশ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ব্যতিরেক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম ও পরমাত্মার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কৃষ্ণকে বর্ণন করাই বেদের প্রতিজ্ঞা।

ব্র। বাবাজী মহাশয, ভগবান্ শ্রীহরি যে পরমতত্ত্ব—ইহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি উপাস্যদেবগণের যথার্থ স্থিতি কি ?—তাহা বলুন। ব্রাহ্মণবর্গ শ্রীমহাদেবকে সর্ব্বোপরি ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। আমরা সেই ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতে তাহাই শুনিতেছি ও বলিতেছি। ইহাতে যে তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বলুন।

বা। সাধারণ জীবগণ, উপাস্য দেব ও দেবীগণ এবং ভগবান্—ইহাদের মধ্যে যে গুণ-তারতম্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণ-গুণবর্ণনে অন্যান্যের গুণপরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে ; যথা মীমাংসক-বাক্য, (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১ম লঃ ১১, ১৪-১৮)—(১)

(১) এই নায়ক কৃষ্ণ ১ সুরম্যাঙ্গ, ২ সর্ব্বসৎলক্ষণযুক্ত, ৩ সুন্দর, ৪ মহাতেজা, ৫ বলবান্, ৬ কিশোর-বয়সযুক্ত, ৭ বিবিধ অদ্ভুতভাষাজ্ঞ, ৮ সত্যবাক্, ৯ প্রিয়বাক্যযুক্ত, ১০ বাবদূক অর্থাৎ বাক্‌পটু(বা শ্রুতিমধুর-রসালঙ্কারাদিযুক্তবচন প্রয়োগক্ষম), ১১ সুপণ্ডিত, ১২ বুদ্ধিমান্, ১৩ প্রতিভাযুক্ত, ১৪ বিদগ্ধ অর্থাৎ কলাবিলাসকুশল বা রসিক, ১৫ চতুর, ১৬ দক্ষ, ১৭ কৃতজ্ঞ, ১৮ সুদৃঢ়ব্রত, ১৯ দেশকালপাত্রজ্ঞ, ২০ শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১ শুচি, ২২ বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, ২৩ স্থির, ২৪ দান্ত, ২৫ ক্ষমাশীল, ২৬ গম্ভীর, ২৭ ধৃতিমান্, ২৮ সমদর্শন, ২৯ বদান্য, ৩০ ধার্ম্মিক, ৩১ শূর, ৩২ করুণ, ৩৩ মানদ, ৩৪ দক্ষিণ (সরল, উদার), ৩৫ বিনয়ী, ৩৬ লজ্জাযুক্ত, ৩৭ শরণাগতপালক, ৩৮ সুখী, ৩৯ ভক্তবন্ধু, ৪০ প্রেম-বশ্য, ৪১ সর্ব্বসুখকারী, ৪২ প্রতাপী, ৪৩ কীর্ত্তিমান্, ৪৪ লোকসমূহের অনুরাগ-ভাজন, ৪৫ সজ্জন পক্ষাশ্রিত, ৪৬ নারীমনোহারী, ৪৭ সর্ব্বারাধ্য, ৪৮ সমৃদ্ধিমান্, ৪৯ শ্রেষ্ঠ ও ৫০ ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দুবিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু কৃষ্ণে এই পঞ্চাশ গুণ

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত-পালকঃ।
সুখী ভক্ত-সুহৃৎ প্রেম-বশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥

অগাধরূপে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি-দেবতায় বর্ত্তমান—১ সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, ২ সর্ব্বজ্ঞ, ৩ নিত্যনূতন, ৪ সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, ৫ অখিলসিদ্ধিবশকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত।

পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান আছে ; তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণ ভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই—১ অচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, ২ কোটীব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, ৩ সকলাবতার-বীজত্ব, ৪ হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, ৫ আত্মারাম-গণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

এই ষষ্টিগুণের অতিরিক্ত আর চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে ; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—১ সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, ২ শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ৩ ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীত-গান, ৪ যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই, এবংবিধ রূপের সৌন্দর্য্য যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে।

১ লীলামৃত, ২ প্রেমবশতঃ প্রেষ্ঠত্ব, ৩ রূপমাধুর্য্য ও ৪ বেণুমাধুর্য্য—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, চারিপ্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ জীব, গিরিশাদি দেবতা, নারায়ণাদি পরমেশ্বরস্বরূপ এবং সাক্ষাদ্‌গোবিন্দ-ভেদে সর্ব্বশুদ্ধ গণনায় চতুঃষষ্টিগুণ উদাহৃত হইয়াছেন।

প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হবেরমী ॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ।
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুবংশেন গিরিশাদিষু ॥
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য-নূতনঃ ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ ।
অতুল্য-মধুর-প্রেম মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥

এই চতুঃষষ্টি গুণ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিদ্ভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য দেদীপ্যমান। শেষোক্ত চারিটী গুণ কেবল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্যতীত তাঁহার কোন বিলাসমূর্ত্তিতেও নাই। সেই চারিটী পরিত্যাগ করিয়া ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে চিদ্ভাবে চিদ্ঘনবিগ্রহ পরব্যোমপতি নারায়ণে দীপ্যমান। শেষোক্ত নয়টী গুণ-বিযুক্তে অবশিষ্ট ৫৫টী গুণ অংশরূপে

শিবাদি দেবতায় আছে। প্রথমোক্ত ৫০টী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সমস্ত জীবে পরিলক্ষিত হয়। শিব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, গণেশ ও ইন্দ্র—ইহারা সেই ভগবানের অংশ, গুণবিশিষ্ট, জগদ্ব্যাপারে অধিকারপ্রাপ্ত ভগবদ্বিভূতিরূপ অবতারবিশেষ; স্বরূপতঃ তাঁহারা সকলেই ভগবদ্দাস। তাঁহাদের কৃপায় বহুবহুজন শুদ্ধভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাও জীবগণের অধিকার-ভেদে উপাস্য দেবতা বলিয়া পরিগণিত। ভগবদ্ভক্তির অঙ্গস্বরূপে তাঁহাদের পূজা করা বিধিসিদ্ধ। তাঁহারা কৃপা করিয়া অনন্যকৃষ্ণভক্তি দান করিলে জীব গুরুরূপে নিত্য পূজিত হন। দেবদেব মহাদেব ভগবদ্ভক্তিপরিপূর্ণ হইয়া ভগবত্তত্ত্ব হইতে অভেদ হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্যই মায়াবাদ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে চরম ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া আশ্রয় করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত শক্তিবিচার)

শক্তিবিচার আরম্ভ—ত্রিপদিকা পরাশক্তির নিত্যত্ব-বিচার—পরব্রহ্ম নিত্যই শক্তি-পরিচিত—লুপ্ত শক্তি ব্রহ্মমায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব—চিদ্বৈচিত্র্যের হেয় প্রতিফলনই মায়া—বর্ণন-সাম্য-সত্ত্বেও বস্তু-বিপর্য্যয়—রাধিকা স্বরূপশক্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—জীব ও মায়াশক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীর ক্রিয়া—বিরোধ-সামঞ্জস্যই শক্তির অচিন্ত্যত্ব—স্বেচ্ছাময় ভগবানের অবতার-তত্ত্ব—রসস্বরূপতা—পরাক্ ও প্রত্যক্ অবস্থিতি—রসস্বরূপ লক্ষণ—কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণস্বরূপ-দর্শনে যোগ্যতাভাব—বেদে কৃষ্ণধামের উল্লেখ—শিবশক্তি—সম্প্রদায়-বিশেষে মায়াকে আদ্যাশক্তি বলিবার কারণ—দুর্গাতত্ত্ব—শ্রীনবদ্বীপধাম—গৌর-তত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের অভেদত্ব—গৌরমন্ত্র—বিষ্ণুপ্রিয়া—গৌরগদাধর—সকলই শক্তি-পরিচয়—শক্তিমানের পরিচয়—পরস্পরের সেব্য-সেবক অভিমানই ভেদক—ব্রজনাথের ভক্তি-উন্নতি।

ব্রজনাথ বৃদ্ধ বাবাজীর নিকট পূর্ব্বরাত্রে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন,

তাহা সমস্ত দিন বিচার করিয়া বিপুল আনন্দলাভ করিলেন। মনে করিলেন, আহা শ্রীগৌরাঙ্গের কি অপূর্ব্ব শিক্ষা! শুনিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় যেন অমৃতে পরিপূর্ণ হইতেছে। বাবাজী মহাশয়ের মুখে যতই শুনিতেছি, ততই পিপাসা বৃদ্ধি হইতেছে। সিদ্ধান্তের কোন অংশই অসঙ্গত নয়—যথাশাস্ত্র বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কেন যে ব্রাহ্মণসমাজে ইহার নিন্দা শুনিতে পাই, তাহা বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, মায়াবাদের পক্ষপাতিত্বই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অপসিদ্ধান্তের কারণ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীর কুটীরে ব্রজনাথ পৌঁছিয়া প্রথমে কুটীরকে, পরে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন। ব্রজনাথ ব্যাকুল হৃদয়ে বলিলেন,—প্রভো, শ্রীদশমূলের তৃতীয় মূলশ্লোক শুনিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। বাবাজী মহাশয় পুলকিতশরীরে বলিতে লাগিলেন,—

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাং।
স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৩ ॥

তাঁহার অচিন্ত্যপরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরম পুরুষ স্বমহিমস্বরূপে নিত্য অবস্থিত। জীবশক্তি চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিরূপ-ত্রিপদিকা পরাশক্তিকে উপযুক্ত বিষয় ব্যাপারে সর্ব্বদা প্রেরণ করিতেছেন। তাহা করিয়াও স্বয়ং নির্ব্বিকার পরমতত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ পূর্ণরূপে নিত্য বিরাজমান।

ব্র। ব্রাহ্মণমণ্ডলী বলেন যে,—পরমতত্ত্ব ব্রহ্মাবস্থায় লুপ্তশক্তি এবং ঈশ্বরাবস্থায় ব্যক্তশক্তি। এ বিষয়ে বেদ-সিদ্ধান্ত কি?

বা। পরমবস্তুর সর্ব্বাবস্থায় শক্তির পরিচয় আছে। বেদ (শ্বেঃ ৬।৮) বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" (১)

চিচ্ছক্তি-বর্ণনে (শ্বেঃ উঃ ১।৩)—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥" (২)

জীবশক্তি-বর্ণনে (শ্বেঃ উঃ ৪।৫)—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" (৩)

মায়াশক্তি-বর্ণনে (শ্বেঃ উঃ ৪।৯)—

(১) সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, অতএব জড়-দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্যপরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্য-লীলাবিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোনও বস্তুই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্যশক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য-শক্তির নাম 'পরাশক্তি'। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকীশক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সম্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী)-ভেদে বিবিধা।

(২) এক অদ্বয়তত্ত্ব শক্তিমান্ যে পরমপুরুষ কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি কারণসমূহকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাহারই আত্মভূতা ও নিজ প্রভা দ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই সেই ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযুক্ত হইয়া কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

(৩) ত্রিগুণময়ী, বহুপ্রজার জনয়িত্রী, সমানাকারা, এক প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা (অজ) পুরুষ সেবাদ্বারা ভজনা করেন ; অন্য অজ পুরুষ এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥" (১)

"পরাস্য শক্তিঃ" এই বাক্য পরমতত্ত্বের অত্যন্তশ্রেষ্ঠ অবস্থাতেও একটী শ্রেষ্ঠশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। নিঃশক্তিক অবস্থা তাঁহার কোথাও বর্ণিত হয় নাই। সবিশেষ-আবির্ভাবে তিনি ভগবান্ এবং নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাবে তিনি ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ-গুণটীও সেই পরাশক্তিই প্রকাশ করেন; অতএব নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেও শক্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই শ্রেষ্ঠ-শক্তিকে 'পরাশক্তি', 'স্বরূপশক্তি', 'চিচ্ছক্তি' ইত্যাদি নামে স্থানে স্থানে বর্ণন করা হইয়াছে। লুপ্তশক্তি ব্রহ্ম একটী ভাণমাত্র—মায়াবাদীর কল্পিত তত্ত্ব! নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বস্তুতঃ মায়াবাদের অতীত। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম এইরূপ বেদে (শ্বেঃ ৪।১, ৩।১ ও ৬।১৬) বর্ণিত হইয়াছেন—

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।"(২)
"য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ॥" (৩)

এখন দেখ, পরমতত্ত্বের শক্তি কখনই লুপ্ত হয় না; তাহা সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ। সেই স্বপ্রকাশ-তত্ত্বের শক্তির ত্রিবিধ পরিচয় নিত্যরূপে এই মন্ত্রে লক্ষিত হয়—

(১) বেদসমূহ, যজ্ঞসকল, ক্রতু, ব্রত ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি যাহা কিছু বেদ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এই সকল যে বিশ্ব (প্রপঞ্চ) হইতে মায়াধীশ পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন, সেই প্রপঞ্চে অন্য জীব বাস করিয়া মায়ার দ্বারাই সম্বদ্ধ হইয়া সংসার-সাগরে পরিভ্রমণ করেন।

(২) পরমেশ্বর অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বশক্তিমাত্র-সহায়। এ জগতে যাহা কিছু, সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। তিনি নিজশক্তিমাত্র-সহায়ে সমস্ত প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বা প্রাকৃতরূপরহিত হইয়াও নিজ নানাশক্তিদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও শুক্লাদি রূপ উৎপাদন করিয়া থাকেন।

(৩) যিনি অদ্বিতীয় মায়াধীশ, তিনি স্বশক্তির দ্বারা লোকসকলকে নিয়মিত করিয়া থাকেন।

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥" (১)

ত্রিপদিকা-শক্তির বিবরণে এই মন্ত্রেই 'প্রধান' শব্দে মায়াশক্তি, 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে জীবশক্তি, 'ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি' শব্দে চিৎশক্তি লক্ষিত হয়। ব্রহ্মাবস্থা ও ঈশ্বরাবস্থা-ভেদে লুপ্তশক্তি ও ব্যক্তশক্তির পরিচয়ভেদ মায়া-বাদান্তর্গত মতবাদমাত্র; বস্তুতঃ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমান্। সেই অবস্থাই তাঁহার স্বমহিমা ও স্বরূপে অবস্থান; সেই অবস্থাতেই তিনি পরমপুরুষ এবং শক্তিযুক্ত হইয়াও স্বেচ্ছাময়।

ব্র। সর্ব্বদা শক্তিযুক্ত হইলে শক্তিপরিচালিত হইয়া কার্য্য করেন। স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাময়তা কিরূপে থাকিতে পারে?

বা। বেদান্তমতে 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ' এই উক্তি-বিচারে শ্রুতি-সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শক্তিমান্ পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপৃথক্। কার্য্যসকল শক্তির পরিচয়; কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা শক্তিমানের পরিচয়। জড়জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য, জীবসমূহ জীবশক্তির কার্য্য, চিজ্জগৎ চিৎশক্তির কার্য্য। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে নিত্যরূপে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রেরণ করিয়াও তিনি স্বয়ং কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার।

ব্র। স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিয়া স্বয়ং কি প্রকারে নির্ব্বিকার হইতে পারেন? স্বেচ্ছাময় বলিলেই ত' সবিকার হইল?

বা। 'নির্ব্বিকার' বলিলে মায়িক-বিকারশূন্যতাকে বুঝাইবে। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া। তাহার যে কার্য্য, তাহা সত্য হইলেও নিত্যসত্য নয়। মায়াবিকার নিত্য নয়; অতএব পরমতত্ত্বে সে বিকার নাই।

(১) সেই বিশ্বের কর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মযোনি, জ্ঞানী, কালকর্ত্তা, গুণী, সর্ব্ববেত্তা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি, গুণেশ এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের কারণ।

পরমতত্ত্বে যে ইচ্ছা ও বিলাসরূপ বিকার আছে, তাহা চিদ্বৈচিত্র্য অর্থাৎ চিন্ময় প্রেমবিকাশবিশেষ—তাহাতে অশুদ্ধি-দোষ নাই। তাহা অদ্বয়-জ্ঞানের অন্তর্গত। স্বেচ্ছাক্রমে মায়িকশক্তিদ্বারা জড়জগৎকে উদয় করিয়াও তাঁহার চিৎস্বরূপতা অখণ্ডরূপে আছে। চিদ্বৈচিত্র্যে মায়া সম্বন্ধ নাই। যাহাদের বুদ্ধি মায়িক, তাহারা চিদ্-বৈচিত্র্য-বর্ণনকে মায়িকরূপে দেখে, যথা—কামলা-রোগী সকলবর্ণকেই নিজদোষদূষিত হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট দেখে এবং মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন দেখে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, মায়াশক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া, অতএব চিৎকার্য্যে যে যে বৈচিত্র্য আছে, তাঁহার হেয় প্রতিফলনই মায়া-বৈচিত্র্য ; বহির্দৃশ্যে সাম্য আছে, কিন্তু বস্তু ব্যাপারে বিপর্য্যয়। আদর্শ নরশরীরের আকৃতি সমতল কাচ-দর্পণে যেরূপ মোটের উপর সমান দৃশ্য প্রতিভাত হয়, অঙ্গসকল বিপর্য্যয়ক্রমে লক্ষিত হয়, অর্থাৎ দক্ষিণহস্তকে বামহস্ত ও বামহস্তকে দক্ষিণহস্ত ইত্যাদি দেখা যায়, তদ্রূপ চিজ্জগতের বৈচিত্র্য ও মায়িক-জগতের বৈচিত্র্য। স্থূলদর্পণে সমবোধ হইলেও সূক্ষ্মদর্শনে বিপর্য্যস্ত। মায়াবৈচিত্র্য চিদ্বৈচিত্র্যেরই বিকৃত প্রতিফলন। অতএব তদুভয়ের বর্ণনে সাম্য, কিন্তু বস্তুতে পার্থক্য আছে। মায়িক-বিকার-শূন্য সেই স্বেচ্ছাময় পুরুষ মায়ার অধ্যক্ষস্বরূপ তাহাকে নিজকার্য্য করাইতেছেন।

ব্র। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের কোন্ শক্তি ?

বা। কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান তত্ত্ব, শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার পূর্ণশক্তি ; শ্রীমতীকে পূর্ণ স্বরূপশক্তিও বলা যায়। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেরূপ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ; অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি যেরূপ অপৃথক্, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদনস্থলে নিত্য পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা অপৃথক্। সেই স্বরূপশক্তি হইতে 'চিচ্ছক্তি', 'জীবশক্তি' ও 'মায়াশক্তি'—তিন-প্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখা যায়। চিচ্ছক্তির অন্যতর নাম 'অন্তরঙ্গাশক্তি'।

জীবশক্তির অন্যতর নাম 'তটস্থা-শক্তি'। মায়াশক্তির অন্যতর নাম 'বহিরঙ্গাশক্তি'। স্বরূপশক্তি এক হইলেও উক্ত তিনরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তিতে যেসকল নিত্য লক্ষণ আছে, তাহা পূর্ণরূপে চিচ্ছক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির লক্ষণসকল অণু-পরিমাণে জীব-শক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির বিকৃতি মায়াশক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির অন্য তিনপ্রকার স্বভাব প্রকাশিত আছে—'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ'; তাহাদের নাম দশমূলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

স বৈ হ্লাদিন্যায়াঃ প্রণয়বিকৃতেহ্লাদনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ॥
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে॥ ৪॥

স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—'হ্লাদিনী', 'সম্বিৎ' ও 'সন্ধিনী'। হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে কৃষ্ণ সর্ব্বদা অনুরক্ত এবং সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরঙ্গভাবদ্বারা সর্ব্বদা রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্ম্মল বৃন্দাবনাদিধামে সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজরসবিলাসী কৃষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্ন-ভাবে বিরাজমান; ইহার ভাবার্থ এই যে, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয় সর্ব্বত্র পরিচিত। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে বৃষভানুনন্দিনীরূপে সম্পূর্ণ চিদাহ্লাদ প্রদান করিয়া থাকেন। স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রিয়ঙ্করী হইয়া তিনি মহাভাবস্বরূপা এবং নিজ কায়ব্যূহস্বরূপে অষ্টপ্রকার ভাবকে 'অষ্টসখী' ও 'প্রিয়সখী', 'নর্ম্মসখী', 'প্রাণসখী' ও 'পরম-প্রেষ্ঠসখী'—এইরূপ চারিশ্রেণীর সেবাভাবকে চারিপ্রকার সখীরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা চিজ্জগৎরূপ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখী। স্বরূপশক্তির সম্বিৎ ব্রজের সমস্ত সম্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী ব্রজের ভূ-জলাদিবিশিষ্ট গ্রাম, বন, নিকর, তথা গিরি-গোবর্দ্ধনাদি

বিলাসপীঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধিকার ও তৎসখী-সখা, গোধন, দাসাদির চিন্ময়কলেবর ও বিলাসোপকরণ—সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীর প্রণয়-বিকারে সর্ব্বদা পরানন্দরত এবং সম্বিতের প্রকটিত রহস্যজনিত ভাবনিচয়ের সহিত ক্রিয়াবান্। বংশীবাদনপূর্ব্বক গোপীজনকে আকর্ষণ, তথা গোচারণাদি এবং রাসলীলাদি—সমস্তই সম্বিদাশ্রিত-কৃষ্ণ-ক্রিয়া। সন্ধিনীকৃত ধামে ব্রজবিলাসী কৃষ্ণ সর্ব্বদা রসমগ্ন। কৃষ্ণের যত লীলাধাম আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ব্রজলীলাধামই উপাদেয়।

ব্র। আপনি বলিয়াছেন, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—ইহারা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। স্বরূপশক্তির অণুঅংশে জীবশক্তি, ছায়াঅংশে মায়াশক্তি। এই দু'য়ে ঐ তিনবৃত্তি কিরূপে কার্য্য করেন, একটু আভাস দিতে আজ্ঞা করুন।

বা। জীবশক্তি যেরূপ স্বরূপশক্তির অণু, স্বরূপশক্তির ঐ তিন বৃত্তি জীবশক্তিতে অণুস্বরূপে বর্ত্তমান—হ্লাদিনীবৃত্তি জীবে ব্রহ্মানন্দস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ, সম্বিৎবৃত্তি জীবের ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপে বর্ত্তমান, সন্ধিনীবৃত্তি জীবের অণুচৈতন্য-আকারে প্রকাশিত। এসব বিষয় জীবতত্ত্ব-বিচারে জিজ্ঞাসা করিলে ভালরূপে জানিতে পারিবে। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তি মায়া-শক্তিতে জড়ানন্দ, সম্বিৎবৃত্তি জড়বিষয়জ্ঞান ও সন্ধিনী বৃত্তি হইতে চৌদ্দ-লোকময় জড়ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের জড়শরীর।

ব্র। শক্তিকার্য্য যদি এইরূপ চিন্তনীয় হইল, তবে শক্তিকে কেন অচিন্ত্য বলা যায়?

বা। বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করা যায়, কিন্তু সম্বন্ধস্থলে সমস্তই অচিন্ত্য। জড়জগতে বিরুদ্ধধর্ম্মের একত্রাবস্থান অসম্ভব; যেহেতু বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসকল পরস্পর নষ্টকারী। কৃষ্ণের শক্তি এরূপ অচিন্ত্য যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্ম-সামঞ্জস্যের সহিত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কৃষ্ণ যুগপৎ

স্বরূপ ও অরূপ, বিভু ও মূর্ত্তিমান, নির্লে‍প ও ক্রিয়াময়, অজ ও নন্দাত্মজ, সর্ব্বারাধ্য ও গোপ, সর্ব্বজ্ঞ ও নর-ভাবপ্রাপ্ত, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, চিন্তাতীত ও রসময়, অসীম ও সীমাবান্, অত্যন্ত দূরস্থ ও নিকটস্থ, নির্ব্বিকার ও গোপীদিগের মানে ভীত, এই প্রকার অসংখ্য পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে, শ্রীকৃষ্ণধামে ও শ্রীকৃষ্ণলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্জস-ভাবে চিল্লীলাপোষক—ইহাই শক্তির অচিন্ত্যত্ব।

ব্র। বেদ কি এরূপ স্বীকার করিয়াছেন ?

বা। সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব স্বীকৃত আছে ; শ্বেতাশ্বতরে (৩।১৯)—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥(১)

ঈশাবাস্যে (৫ম ও ৮ম মঃ)—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ (২)

"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥(৩)

(১) সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত-পদ ও হস্তরহিত হইলেও বেগবান্ এবং সর্ব্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃতহস্তপদযুক্ত। তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ' সকল জ্ঞেয়বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে মাপিয়া লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত হস্তচরণচক্ষুঃকর্ণযুক্ত চিন্ময়রূপবিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীবের সসীমবুদ্ধি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্ব্বকারণকারণ, মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

(২) সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান—ইহাই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্ব।

(৩) সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, স্থূললিঙ্গরূপ জড়দেহরহিত, অক্ষত, শিরারহিত,

ব্র। বেদে কি স্বচ্ছন্দশক্তি ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ আছে ?

বা। হাঁ, অনেক স্থানেই আছে। তলবকারে উমা-মহেন্দ্র-সংবাদে কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুর বিনাশ করিয়া অহঙ্কৃত হ'ন। দেবতাগণ অহঙ্কারে পরস্পর দর্প প্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময় পরব্রহ্ম ভগবান্ আশ্চর্য্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া উহাদের অহঙ্কারের বিষয় জিজ্ঞাসা করতঃ উহাদিগকে স্বশক্তিক্রমে একটি তৃণ ধ্বংস করিতে দিলেন। দেবতারা ভগবানের রূপে ও সামর্থ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন, যথা (কেঃ উঃ ৩।৬)—

"তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ (১)

বেদের গূঢ়তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ অচিন্ত্যসুন্দর পুরুষ। স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হইয়া জীবের সহিত লীলা করেন।

ব্র। কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ রসসমুদ্র ; তাহা বেদে কোন্ স্থলে বলেন ?

বা। তৈত্তিরীয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন, (আঃ বঃ— ৭ম অনু)—

"যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।

উপাধিশূন্য, মায়াতীত, কাণ্ডদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বোপরি, স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি স্বয়ং অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অন্য নিত্যপদার্থ সকলকে তত্তৎ বিশেষদ্বারা পৃথক্‌রূপে বিধান করিয়াছেন।

(১) "ইহা দগ্ধ কর, দেখি"—এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার (জাতবেদা অগ্নির) সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের নিকটস্থ হইয়া তৃণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাবৃন্দের সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—'এই পূজনীয় পুরুষ কে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম না'।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষআকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি ॥” (১)

ব্র। যখন তিনি রসস্বরূপই, তখন বহির্ম্মুখলোক তাঁহাকে কেন দেখিতে পায় না?

বা। মায়াবদ্ধ-জীবের দুইপ্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ পরাক্ অবস্থিতি ও প্রত্যক্ অবস্থিতি। পরাক্ অবস্থিতিক্রমে জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অতএব কৃষ্ণসৌন্দর্য্যদর্শনে অক্ষম—তিনি বিষয়মুখ হইয়া মায়িকবিষয় চিন্তন ও দর্শন করেন। প্রত্যক্ অবস্থিত পুরুষ মায়ার প্রতি পরাক্‌দৃষ্টিযুক্ত অর্থাৎ পরাঙ্মুখ—কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সাম্মুখ্য হইয়াছে, অতএব কৃষ্ণের রসস্বরূপ-দর্শনে তিনি সমর্থ।

কঠে বলিয়াছেন, (২।১।১)—

“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥” (২)

ব্র। “রসো বৈ সঃ”এই বেদবাক্যে যে রসমূর্ত্তি কথিত আছে,তাহা কি?

বা। গোপালতাপনী বলিয়াছেন, (পূর্ব্ব ১৩।১)—

“গোপবেশং সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ (৩)

---

(১) যিনি সুকৃতস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হ’ন। সেই ব্রহ্ম যদি আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে এই সংসারে কে জীবন ধারণ বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত?

(২) ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া রচনা করিয়াছেন, সেই হেতু জীব বাহ্য-বিষয় দর্শন করিয়া থাকে। বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তিনিবন্ধন তাহারা নিজ নিজ অন্তরাত্মা শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারে না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক, তিনি বহির্ম্মুখ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অন্তরস্থ শ্রীভগবানকে অবলোকন করিয়া থাকেন।

(৩) গোপবেশ, নির্ম্মল পদ্মপলাশলোচন, মেঘের ন্যায় শ্যাম-চিক্কণ আভাযুক্ত,

ব্র। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই চিজ্জগতের নিত্য-সিদ্ধস্বরূপ, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্, তিনিই স্বয়ং রসস্বরূপ এবং সর্ব্বরসাশ্রয়। ব্রহ্মজ্ঞানাদির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অষ্টাঙ্গযোগ তাঁহার অংশতত্ত্ব পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করে। নির্ব্বিশেষব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি। নিত্য চিৎ-সবিশেষ লইয়া তিনি জগতের আবশ্যকতম বস্তু; কিন্তু সহজে তাঁহাকে পাইবার উপায় দেখি না—তিনি চিন্তাতীত। মানবের চিন্তা বই কি উপায় আছে। ব্রাহ্মণই হই, বা চণ্ডালই হই, তাঁহার চিন্তা ব্যতীত আর কি উপায় আছে? তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবার উপায়কে দুরূহ বোধ হইতেছে।

বা। কঠে বলিয়াছেন, (২।২।১৩)—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" (১)

ব্র। তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া দেখিতে পারিলে শাশ্বতী শান্তি লাভ করা যায়। কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে দেখিব, তাহা ত' বুঝিতে পারি না!

বা। কঠে বলিয়াছেন, (১।২।২৩)—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" (২)

শ্রীমদ্ভাগবতে, (১০।১৪।২৮)—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ (৩)

বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, পীতবর্ণবসনপরিহিত দ্বিভুজ, সম্বেত্তা, গলদেশে বনমালা-লম্বিত, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে (চিত্তদ্বারা যিনি ধারণা করেন, তাঁহার সংসারমুক্তি লাভ হয়)।

(১) যে পণ্ডিতগণ সেই পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যানন্দ লাভ হয়, অপরের তাহা লাভ হয় না।

(২) ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) হে দেব, কেবলমাত্র তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদলেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিই তোমার

বাবা, আমার প্রভু বড় কৃপাময়; আত্মার আত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণ, অনেক শাস্ত্র পড়িলে বা শাস্ত্রার্থ বিচার করিলে, প্রাপ্য হন না; অনেক মেধা থাকিলে অথবা অনেক গুরুকরণ করিলেই যে তিনি লভ্য হইবেন, এরূপ নয়; যিনি 'আমার কৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহাকেই সেই আত্মার আত্মা কৃষ্ণ তাঁহার সচ্চিদানন্দ-ঘন স্বরূপ কৃপা করিয়া দেখান। এসব বিষয় অভিধেয়-বিচারে তুমি সহজে বুঝিবে।

ব্র। বেদে কি কৃষ্ণধামের উল্লেখ আছে ?

বা। অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। কোন স্থানে 'পরব্যোম'-শব্দ, কোনখানে 'সংব্যোম'-শব্দ, কোনস্থলে 'ব্রহ্মগোপালপুরী', কোনস্থানে 'গোকুল'—এ প্রকার উল্লেখ আছে; শ্বেতাশ্বতরে, (৪।৮)—

"ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥" (১)

মুণ্ডকে, (২।২।৭)—

"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।" (২)

'পুরুষবোধিনী'-শ্রুতিতে—

"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে দ্বেপার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ।" (৩)

গোপালোপনিষদে,—

মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন, কিন্তু যাহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহই সেই তত্ত্ব জানিতে পারে না।

(১) ঋক্ প্রতিপাদ্য অক্ষর, পরমধামকল্প যে পরমেশ্বরে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই পরমপুরুষকে যিনি অবগত না হন, তিনি ঋক্‌দ্বারা কি করিবেন ? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হন।

(২) যাঁহার মহিমা ভুবনে বিঘোষিত, সেই পরমাত্মা অপ্রাকৃতধাম পরব্যোমে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

(৩) 'গোকুল' নামক মাথুরমণ্ডলে ভগবানের দুই পার্শ্বে চন্দ্রাবলী ও শ্রীমতী রাধিকা বিরাজ করিতেছেন।

"তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপাল-পুরী হি।" (১)

ব্র। তান্ত্রিকব্রাহ্মণেরা শিবশক্তিকে 'আদ্যাশক্তি' বলেন—ইহার কারণ কি?

বা। শিবশক্তি মায়াশক্তি। মায়াতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটী গুণ আছে। যেসকল ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তাঁহারা সেই গুণের অধিষ্ঠাত্রী মায়াকে একটু শুদ্ধভাবে আরাধনা করেন; যেসকল রাজসিক, তাঁহারা রজোগুণাশ্রিতা সেই মায়াকে আরাধনা করেন; যাহারা তমোগুণাশ্রিত, তাহারা অন্ধকার-তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী মায়াকে 'বিদ্যা' বলিয়া আরাধনা করেন। বস্তুতঃ, মায়া ভগবচ্ছক্তির বিকারমাত্র—'মায়া' বলিয়া পৃথক্ শক্তি নাই—ভগবচ্ছক্তির ছায়া-বিকারই মায়া। মায়াই জীবের বন্ধ ও মুক্তির হেতু। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে মায়া জীবকে জড়বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া দণ্ড দেন; কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভ করিলে তিনি সত্ত্বগুণ প্রকাশ করিয়া জীবকে কৃষ্ণজ্ঞান দান করেন। এতন্নিবন্ধন মায়াগুণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মায়ার আদর্শ 'স্বরূপশক্তিকে দেখিতে না পাইয়া মায়াকে 'আদ্যাশক্তি' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ামোহিত জীবের উচ্চসিদ্ধান্ত কেবল সুকৃতক্রমেই হইয়া থাকে—সুকৃত না থাকিলে হয় না।

ব্র। গোকুল-উপাসনায় 'শ্রীদুর্গাদেবীকে পার্ষদমধ্যে গণনা করা হইয়াছে; গোকুলগত দুর্গা কে?

বা। তিনিই যোগমায়া। চিচ্ছক্তির বিকারবীজরূপে তাঁহার অবস্থিতি; এতন্নিবন্ধন তিনি যখন চিদ্ধামে থাকেন, তখন স্বরূপশক্তির সহিত নিজের অভেদ-বুদ্ধি রাখেন, তাঁহার বিকারই জড়মায়া। অতএব জড়মায়াস্থিত দুর্গা সেই দুর্গার পরিচারিকা; চিচ্ছক্তিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ-শক্তি। নিত্যধামে গোপীসকল যে পারকীয়-ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষ্ণের রস-বিলাস

(১) অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামসমূহের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালের পুরী বিরাজিত।

পুষ্টি করেন, তাহা যোগমায়া-প্রদত্ত। রাসলীলার 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" (ভা ১০।২৯।১০) (১) এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্বরূপশক্তির চিদ্বিলাসে অনেকগুলি কার্য্য হয়, যাহা অজ্ঞান কার্য্যের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ অজ্ঞান নয়। মহারসের পুষ্টির জন্য তদ্রূপ অজ্ঞান যোগমায়াকর্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। এই সমস্ত বিষয় রস-বিচারে জানিতে পারিবে।

ব্র। 'ধামতত্ত্ব' সম্বন্ধে আমার একটী কথা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কৃপা করিয়া বলুন। বৈষ্ণবগণ এই নবদ্বীপকে 'শ্রীধাম' বলেন কেন ?

বা। শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে অপৃথকতত্ত্ব ; তন্মধ্যে এই মায়াপুর সর্ব্বোপরি। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, শ্রীনবদ্বীপে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর—মায়াপুর শ্রীনবদ্বীপধামের মহাযোগপীঠ। "ছন্নঃ কলৌ" (ভা ৭।৯।৩৮) (২) এই ন্যায়ক্রমে ভগবানের পূর্ণাবতার যেরূপ প্রচ্ছন্ন, তাঁহার ধাম শ্রীনবদ্বীপও সেইরূপ প্রচ্ছন্নধাম। কলিকালে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় আর তীর্থ নাই ; এই ধামের চিন্ময়ত্ব যাঁহার জ্ঞানগোচর হয়, তিনিই যথার্থ ব্রজবাসের অধিকারী। ব্রজই বল, বা নবদ্বীপই বল, বহির্ম্মুখ-চক্ষে উভয়ই প্রপঞ্চময়। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহারাই ধাম দর্শন করিতে সমর্থ হন।

ব্র। এই নবদ্বীপধামের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি।

বা। 'গোলক', 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলকে কৃষ্ণের স্বকীয়-লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয়-লীলা, শ্বেতদ্বীপে সেই লীলার পরিশিষ্ট। গোলোক, বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ তত্ত্বভেদ নাই—শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ। শ্রীনবদ্বীপবাসিগণ

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রাসক্রীড়া করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

(২) কলিযুগে ছন্ন অবতার, এজন্য ভগবান্ 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত।

পরমসৌভাগ্যবান্—তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ। অনেক পুণ্যপুঞ্জক্রমে শ্রীনবদ্বীপবাস-লাভ হয়। শ্রীবৃন্দাবনে কোন রস অপ্রকাশ ছিল, তাহা শ্রীনবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছেন। সেই রসের অধিকারী হইলেই তাহার অনুভব হইবে।

ব্র। শ্রীনবদ্বীপধামের আয়তন কি?

বা। শ্রীনবদ্বীপধামের ষোলক্রোশ পরিধি। ধামটী অষ্টদল-পদ্মের আকার—অষ্টদলে অষ্টদ্বীপ ও মধ্যভাগে কর্ণিকার। সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ—এই আটটী দ্বীপে অষ্টদল; অন্তর্দ্বীপ মধ্যভাগে; অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থল শ্রীমায়াপুর। এই নবদ্বীপধামে, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে, সাধন করিলে জীব অচিরে প্রেমসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীমায়াপুরের মধ্যভাগে মহা-যোগপীঠরূপ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের মন্দির। সেই যোগপীঠে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যলীলা ভাগ্যবান্‌গণ দর্শন করেন।

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কি স্বরূপ-শক্তির কার্য্য?

বা। শ্রীকৃষ্ণলীলা যেরূপ স্বরূপ-শক্তির ক্রিয়া, গৌরাঙ্গলীলাও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণে ও গৌরাঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী স্বীয় কড়চায় বলিয়াছেন, (চৈঃ চঃ আদি ১।৫)—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ (১)

---

(১) রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মা হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ-নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্ব রূপে প্রকট, অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতিদ্বারা সুবলিত (যুক্ত) সেই কৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি।

বাবা, কৃষ্ণ ও চৈতন্য নিত্য প্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। আগে চৈতন্য ছিল, পরে রাধাকৃষ্ণ হইল; আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছে—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য। পরমতত্ত্বের সমস্ত লীলাই নিত্য। যে ব্যক্তি ঐ দুই লীলার কোন লীলাকে অবান্তর মনে করে, সে অতিশয় অতত্ত্বজ্ঞ ও নীরস।

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতত্ত্ব হইলেন, তবে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা কি ?

বা। গৌরাঙ্গ-নাম-মন্ত্রে গৌরপূজা করিলেও যাহা হয়, কৃষ্ণ-নাম-মন্ত্রে কৃষ্ণপূজা করিলেও তাহাই হয়। কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজা বা গৌরমন্ত্রে কৃষ্ণ-পূজা—সকলই এক। ইহাতে যে ভেদ-বুদ্ধি করে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কলির দাস।

ব্র। ছন্নাবতারের মন্ত্র কিরূপে পাওয়া যায় ?

বা। যে তন্ত্র প্রকাশ্য-অবতারগণের মন্ত্র প্রকাশরূপে বর্ণন করিয়াছেন, সেই তন্ত্রই ছন্নাবতারের মন্ত্র ছন্নরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহাদের বুদ্ধি কুটীল নয়, তাঁহারা বুঝিয়া লইতে পারেন।

ব্র। শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল কি প্রণালীতে হয় ?

বা। গৌরাঙ্গের যুগল দুই প্রকার—অর্চ্চনমার্গে এক প্রকার ও ভজনমার্গে অন্য প্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন; ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।

ব্র। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কোন্ শক্তি ?

বা। সাধারণতঃ তাঁহাকে 'ভূশক্তি' বলিয়া ভক্তগণ বলেন; তত্ত্বতঃ তিনি হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎশক্তি, অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরা-বতারে শ্রীনামপ্রচারের সহায়স্বরূপে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম

যেরূপ নববিধা ভক্তির স্বরূপ নয়টী দ্বীপ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ নবধা-ভক্তির স্বরূপ।

ব্র। তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বরূপশক্তি বলা যায় ?

বা। ইহাতে সন্দেহ কি ? স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিচ্ছক্তি কি স্বরূপশক্তি ন'ন ?

ব্র। প্রভো, সত্বরেই আমি অর্চ্চনসম্বন্ধে শ্রীগৌরার্চ্চন-পদ্ধতি শিক্ষা করিব। এখন আর একটী তত্ত্বকথা মনে পড়িল, জিজ্ঞাসা করিতেছি ; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—ইহাঁরা স্বরূপশক্তির প্রভাব ; আবার, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—ইঁহাদের প্রত্যেক প্রভাবের প্রবৃত্তি যত কিছু অনুভব হইতেছে, সকলই শক্তির কার্য্য। চিজ্জগৎ, চিৎশরীর, চিৎসম্বন্ধ, চিল্লীলা—সকলই শক্তির পরিচয়। শক্তিমান যে কৃষ্ণ, তাঁহার পরিচয় কোথায় ?

বা। বাবা, এ বড় বিষম সমস্যা। ন্যায়ের ফাঁকি-বাণ মারিয়া এই বৃদ্ধকে কি বধ করিবে ? প্রশ্নটী যেমন সহজ, উত্তরও তদ্রূপ বটে, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার অধিকারী পাওয়া কঠিন ; আমি বলি, তুমি বুঝিয়া লও। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—সকলই শক্তিপরিচয় বটে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাময়তা ত' শক্তির কার্য্য নয়—সেইটী কেবল পরমপুরুষের স্বরূপনিষ্ঠ কার্য্য। কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ও শক্তির আশ্রয়রূপ পুরুষবিশেষ—শক্তি ভোগ্যা, কৃষ্ণ ভোক্তা ; শক্তি অধীন, কৃষ্ণ স্বাধীন। শক্তি এই স্বাধীন পুরুষটীকে সর্ব্বপ্রকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে ; তথাপি স্বাধীন পুরুষ সর্ব্বদা পূর্ণরূপে অনুভূত—সেই স্বাধীন পুরুষটী শক্তিপিহিত হইলেও তিনি শক্তির অধ্যক্ষ। মনুষ্য তাঁহাকে অনুভব করিতে গেলে শক্তির আশ্রয়েই অনুভব করে, অতএব শক্তি-পরিচয়ের অতীত শক্তিমানের পরিচয় অনুভব করা যায় না ; কিন্তু ভক্তপুরুষ যখন তাঁহাতে প্রেম করেন,

তখন তাঁহার, শক্তির অতীত শক্তিমান্ নেতার সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তি শক্তিময়ী, অতএব স্ত্রীস্বরূপা—কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অনুগতা হইয়া কৃষ্ণের ইচ্ছাময়, পুরুষত্বপরিচায়ক পৌরুষ-বিলাস অনুভব করেন।

ব্র। যদি শক্তির অতীত কোন পরিচয়হীন তত্ত্ব হয়, তবে তাহা ত' উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম হইয়া পড়ে।

বা। উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম ইচ্ছাহীন, ঔপনিষদ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাময়; উভয়ে অনেক প্রভেদ—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ; কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি হইতে পৃথক্ হইলেও সবিশেষ, যেহেতু তাঁহাতে পুরুষত্ব, ভোক্তৃত্ব অধিকার ও স্বতন্ত্রতা আছে। বস্তুতঃ, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি অপৃথক্; শক্তি যে কৃষ্ণের পরিচয় দেন, তাহাও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ; কেননা, কৃষ্ণকামিনী শক্তি শ্রীরাধারূপে নিজের পরিচয় স্ত্রীভাবে দিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-সেব্য, পরমাশক্তি শ্রীমতী—তাঁহার সেবাদাসী; পরস্পরের অভিমানই পরস্পরের ভেদতত্ত্ব।

ব্র। কৃষ্ণের ইচ্ছা ও ভোক্তৃত্ব যদি পুরুষরূপী কৃষ্ণের পরিচয় হয়, তবে শ্রীমতীর ইচ্ছটা কি?

বা। শ্রীমতীর ইচ্ছা কৃষ্ণাধীনা—কৃষ্ণ হইতে কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা চেষ্টা তাঁহার নাই। ইচ্ছা কৃষ্ণের; সেই ইচ্ছার অধীন যে কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা, তাহা রাধিকার। রাধিকা—পূর্ণশক্তি বা আদ্যাশক্তি; কৃষ্ণ—পুরুষ বা শক্তির অধীশ্বর ও প্রবর্ত্তক।

এই পর্য্যন্ত কথোপকথনের পর বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণাম করতঃ ব্রজনাথ পরমাহ্লাদে বিল্বপুষ্করিণী-গ্রামে নিজবাটীতে গমন করিলেন। দিন দিন ব্রজনাথের ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার ঠাকুর-মা তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ সে সব কথায় কর্ণপাত করেন না; দিবানিশি বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষিত তত্ত্বগুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন। কথাগুলি সমস্ত

হৃদয়ঙ্গম হইলে আবার অমৃতময় নূতন উপদেশ লইব—এরূপ মনে করিয়া আনন্দের সহিত শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত জীববিচার)

জীবতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—জীবের স্বরূপ—তটস্থশক্তি ও জীবের তটস্থ স্বভাব—জীব মায়াশূন্য গঠন হইলেও মায়ার অভিভাব্য—জীব সম্বন্ধে বিচিত্র মায়াবাদ-খণ্ডন—চিচ্ছক্তি ও জীব—কৃষ্ণের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি হইতে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বের প্রকটন—জীবের নিত্যতা কিরূপ—জড়াতীত বোধোদয়ের পূর্ব্বে চিদ্ব্যাপার বোধযোগ্যতাভাব—হরিনামের অনুশীলনেই তদ্-বোধোদয়—চিদ্ব্যাপারে জড়ব্যাপারের উদাহরণ প্রাদেশিক মাত্র—চিদ্ধর্ম্ম ও জড়ধর্ম্মের ভেদ—উদাহরণ-বিচার—কৃষ্ণলীলার অধিকার-ভেদে প্রকৃতি-ভেদ—জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ—অভেদাংশ—ভেদাংশ বিচার—জীবের নিত্য স্বরূপ—জন্মান্তর—স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ ও অপ্রাকৃত দেহ—লিঙ্গপরিচয়—লিঙ্গশরীর—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—মুক্ত অবস্থাতেও পতনাশঙ্কা।

অদ্য ব্রজনাথ একটু শীঘ্রই শ্রীবাস-অঙ্গনে পৌঁছিলেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিক দেখিবার জন্য সে দিবস শ্রীগোদ্রুমবাসি-ভক্তগণ শ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস-বাবাজী, বৈষ্ণবদাস ও অদ্বৈতদাস প্রভৃতি সকলেই আরাত্রিকের মণ্ডপে বসিলেন। ব্রজনাথ শ্রীগোদ্রুমবাসি-বৈষ্ণবদিগের ভাব দেখিয়া মনে মনে করিলেন—'আমি সত্বরেই ইঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া চরিতার্থ হইব।' ব্রজনাথের সুনম্র মুখশ্রী ও ভক্তিময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে শ্রীগোদ্রুম যাত্রা

করিলে, বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে, ব্রজনাথের চক্ষু হইতে দর-দর ধারা পড়িতেছে। রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের কি এক অপূর্ব্ব স্নেহ ব্রজনাথের প্রতি হইয়াছে; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, তুমি কেন রোদন করিতেছ? ব্রজনাথ বিনীতভাবে বলিলেন,—প্রভো, আপনার উপদেশ ও সঙ্গবলে আমার চিত্ত বিকলিত হইয়াছে—এ সংসারকে অসার বলিয়া বোধ হইতেছে; শ্রীগৌর-পদ আশ্রয় করিতে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। অদ্য আমার মনে এই একটী জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে,— আমি তত্ত্বতঃ কে, এবং এই জগতেই বা আমি কেন আসিয়াছি?

বা। ভাল, তুমি এই প্রশ্ন করিয়া আমাকে ধন্য করিলে! যে জীবের শুভদিন উদিত হয়, তিনি এই প্রশ্নটী সর্ব্বাগ্রে করিয়া থাকেন। দশমূলের পঞ্চম শ্লোক ও শ্লোকার্থ শ্রবণ করিলে আর কিছু সন্দেহ থাকিবে না:—

স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নের্ ইব চিদণবো জীবনিচয়াঃ
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ॥ ৫ ॥

উজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপরমাণুস্বরূপ অনন্ত জীব। শ্রীহরি হইতে অপৃথক্ হইয়াও জীবসকল নিত্যপৃথক্। ঈশ্বর ও জীবের নিত্যভেদ এই যে, যে পুরুষের বিশেষ-ধর্ম্ম হইতে মায়াশক্তি তাঁহার নিত্যবশীভূতা দাসী আছেন, ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর তিনিই ঈশ্বর; যিনি মুক্ত অবস্থাতেও স্বভাবানুসারে মায়া-প্রকৃতির বশ-যোগ্য, তিনি জীব।

ব্র। সিদ্ধান্ত অপূর্ব্ব! বেদপ্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করি;—প্রভু-

বাক্যই বেদ বটে, কিন্তু উপনিষদে ইহা দেখাইলে লোকে ইহাকে প্রভুবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

বা। বহুতর বেদবাক্যে এই তত্ত্ব আছে—আমি দুই একটী বলি, শ্রবণ কর ; বৃহদারণ্যকে (২।২।২০ ও ৪।৩।৯)—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥" (১) "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।" (২)

এই বাক্যে জীবশক্তির তটস্থ-লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। পুনবায় বৃহদারণ্যক বলেন, (৪।৩।১৮)—

"তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভা-বন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।" (৩)

ব্র। 'তটস্থ' শব্দের বৈদান্তিক অর্থ কি ?

বা। নদীর জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে 'তট' বলে। জলের সংলগ্নস্থানেই ভূমি। 'তট' কোথায় ? 'তট' কেবল জল ও ভূমির মধ্য-বর্ত্তী বিভাগকারী সূত্রবিশেষ। 'তট' অতি সূক্ষ্মস্থান—স্থূলচক্ষে দেখা যায়

(১) অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহ উদিত হইতেছে।

(২) সেই জীবপুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়ের সন্ধিস্থল—তৃতীয়স্থানে অবস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব—উভয় স্থানই দেখিতে পান।

(৩) সেই তটস্থধর্ম্ম এইরূপ—যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব ও কখন পশ্চিম—এই দুইকূলে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়প্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও জাগরণান্ত-কূলে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।

না। চিজ্জগৎকে জলের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মায়িকজগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তদুভয়ের বিভাগকারী সূক্ষ্মসূত্রই 'তট'; সেই সন্ধি-স্থলে জীবশক্তির অবস্থিতি। সূর্য্যের কিরণে যেরূপ পরমাণু-সকল অবাস্থিতি করে, জীবসকল সেইরূপ জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন ও অপর দিকে মায়া-রচিত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি অসীম, মায়াশক্তিও প্রকাণ্ড, তদুভয়ের মধ্যস্থিত অনন্ত সূক্ষ্ম জীব। কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি হইতে জীব; অতএব জীবের স্বভাবও তটস্থ।

ব্র। 'তটস্থ' স্বভাব কিরূপ?

বা। তাহাতে উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দুইদিকেই দৃষ্টি চলে। উভয়শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই 'তটস্থ-স্বভাব'। 'তট' জলের জোরে কাটিয়া গিয়া নদী হয়, আবার ভূমির দৃঢ়তা লাভ করিলে ভূমি হইয়া পড়ে। জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বভাবই 'তটস্থস্বভাব'।

ব্র। জীবের গঠনে কি মায়ার কোন তত্ত্ব আছে?

বা। না,—জীব চিদ্বস্তুতে গঠিত; নিতান্ত অণুস্বরূপ হওয়ায় চিদ্-বলের অভাবে মায়ার অভিভাব্য অর্থাৎ মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য। জীবের সত্তায় মায়া-গন্ধ নাই।

ব্র। আমি আমার অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ব্রহ্মের চিৎখণ্ড মায়া-পরিবেষ্টিত হইয়া জীব হইয়াছে। আকাশ যেরূপ সর্ব্বদা মহাকাশ, কিন্তু আবৃত হইলে ঘটাকাশ হয়, জীবও সেইরূপ স্বভাবতঃ ব্রহ্ম, মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া জীব হইয়াছে। এ কথা কি?

বা। এ কথাটা মায়াবাদমাত্র। ব্রহ্ম-বস্তুকে মায়া কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে? ব্রহ্মকে যদি লুপ্তশক্তি বল, তবেই বা মায়াসান্নিধ্য

কিরূপে হয় ? মায়া-শক্তিই যেখানে লুপ্ত, সেখানে মায়ার ক্রিয়া কিরূপে সম্ভব হয় ? মায়ার আবরণে ব্রহ্মের দুর্দ্দশা কখনই সম্ভব হয় না। যদি ব্রহ্মের পরাশক্তিকে জাগরিত রাখ, তবে মায়া তুচ্ছ-শক্তি, সে কিরূপে চিচ্ছক্তিকে পরাজয় করিয়া ব্রহ্ম হইতে জীব সৃষ্টি করিবে ? ব্রহ্ম অপরিমেয় ; তাঁহাকেই বা কিরূপে ঘটাকাশের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করা যায় ? ব্রহ্মের উপর মায়ার ক্রিয়া স্বীকার করা যায় না। জীব-সৃষ্টিতে মায়ার অধিকার নাই—জীব অণু হইলেও মায়ার পরতত্ত্ব।

ব্র। কোন সময়ে একটী অধ্যাপক বলিয়াছিলেন যে, জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য যেরূপ জলে প্রতিবিম্বিত হন, ব্রহ্ম তদ্রূপ মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব হইয়াছেন। এ কথাই বা কি ?

বা। ইহাও মায়াবাদ। ব্রহ্মের সীমা নাই ; অসীম বস্তু কখনই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। ব্রহ্মকে সীমাবিশিষ্ট করা বেদসিদ্ধ মত নয় ; 'প্রতিবিম্ব-বাদ' নিতান্ত হেয়।

ব্র। আর একবার একজন দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে, জীব বস্তুতঃ কিছুই নয়, ভ্রমবশতঃ জীববুদ্ধি হইয়াছে ; ভ্রম দূর হইলে একমাত্র অখণ্ড-ব্রহ্মই থাকেন। একথা কি ?

বা। এ কথাও মায়াবাদ এবং অমূলক। "একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাঃ ৬।২।১) (১)—এই বেদবাক্যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি পাওয়া যায় ? ব্রহ্ম ব্যতীত আর যদি কিছুই নাই তবে ভ্রম কোথা হইতে আসিল ? কাহারই বা ভ্রম ? যদি বল, ব্রহ্মের ভ্রম, তবে তুমি ব্রহ্মকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া ব্রহ্ম রাখিলে না। 'ভ্রম' বলিয়া যদি একটা পৃথক্ তত্ত্ব মানা যায়, তবে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাঘাত হয়।

ব্র। একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কোন সময় এই নবদ্বীপে বিচার করিয়া

(১) এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র ছিলেন।

স্থাপন করেন যে, জীবই আছেন। তিনি স্বপ্নে সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন; স্বপ্নান্ত হইলে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ। এই বা কি কথা?

বা। ইহাও মায়াবাদ। ব্রহ্মাবস্থা হইতে জীবাবস্থা ও স্বপ্ন—এ সকল কিরূপে সিদ্ধ হয়? শুক্তিতে রজত-জ্ঞান ও রজ্জুতে সর্প জ্ঞান—এ সকল উদাহরণদ্বারা মায়াবাদী কখনই অদ্বয়জ্ঞানকে স্থিরতর রাখিতে পারিবেন না; এ সমস্ত ফাঁকি জীবকে মোহিত করিবার জন্য জালস্বরূপ প্রস্তুত হইয়াছে।

ব্র। জীবের স্বরূপে মায়ার কার্য্য নাই, ইহা অবশ্য স্বীকৃত হইবে; জীবের স্বভাবে মায়ার বিক্রম হইতে পারে, ইহাও বুঝিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, চিচ্ছক্তি কি জীবকে তটস্থ-স্বভাব দিয়া নিম্মাণ করিয়াছেন?

বা। না। চিচ্ছক্তি কৃষ্ণের পরিপূর্ণশক্তি—তিনি যাহা উদ্ভব করেন, সে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু। জীব নিত্যসিদ্ধ নয়; সাধনদ্বারা জীব সাধনসিদ্ধ হইয়া নিত্যসিদ্ধের সমান আনন্দ ভোগ করেন। শ্রীমতীর চতুর্ব্বিধ সখীগণ নিত্যসিদ্ধ এবং চিচ্ছক্তিস্বরূপ-শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। জীবসকল কৃষ্ণের জীব-শক্তি হইতে উদিত হইয়াছেন। চিচ্ছক্তি যেরূপ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, জীব-শক্তি সেরূপ কৃষ্ণের অপূর্ণ শক্তি। পূর্ণশক্তি হইতে সমস্ত পূর্ণতত্ত্বের পরিণতি; অপূর্ণশক্তি হইতে অণু-চৈতন্যস্বরূপ জীবসকলের পরিণতি। কৃষ্ণ এক এক শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তদনুরূপ স্বরূপ প্রকাশ করেন—চিৎস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ ও পরমব্যোমনাথ নারায়ণের স্বরূপ প্রকাশ করেন; জীবশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রজের স্বীয় বিলাস-মূর্ত্তিরূপ বলদেবস্বরূপ প্রকাশ করেন; মায়া শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া কারণোদক-শায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়িরূপ বিষ্ণুরস্বরূপত্রয় প্রকাশ করেন। ব্রজে কৃষ্ণস্বরূপে সমস্ত পূর্ণচিদ্ব্যাপার প্রকট করেন; বলদেবস্বরূপে শেষ-

তত্ত্ব হইয়া শেষিস্বরূপ কৃষ্ণের অষ্টপ্রকার সেবা-নির্ব্বাহের জন্য নিত্যমুক্ত পার্ষদজীবনিচয়কে প্রকট করেন; আবার পরমব্যোমে শেষরূপ-সঙ্কর্ষণ হইয়া শেষিরূপ নারায়ণের অষ্টপ্রকার সেবা-নির্ব্বাহের জন্য নিত্যপার্ষদরূপ অষ্টপ্রকার সেবক প্রকট করেন; সঙ্কর্ষণের অবতাররূপ মহাবিষ্ণু জীবশক্তির অধিষ্ঠান হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপে জগদ্গত জীবাত্মসকলকে প্রকট করেন। এই সমস্ত জীব মায়া-প্রবণ; যে পর্য্যন্ত ভগবৎকৃপাবলে চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীর আশ্রয় না পান, ততদিন তাঁহাদের মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইবার সম্ভাবনা। মায়াবদ্ধ অনন্তজীব মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মায়ার গুণত্রয়ের অনুগত। অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, জীবশক্তিই জীবকে প্রকট করেন,—চিচ্ছক্তি জীবকে প্রকট করেন না।

ব্র। পূর্ব্বে শুনিয়াছি, চিজ্জগৎ নিত্য এবং জীবও নিত্য, তাহা হইলে নিত্যবস্তুর উদ্ভব, সৃষ্টি ও প্রাকট্য কিরূপে সম্ভব হয়? কোন সময়ে যদি তাঁহারা প্রকট হন, অথচ পূর্ব্বে অপ্রকট ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিত্যতা কিরূপে সম্ভব হয়?

বা। জড়জগতে যে দেশ ও কাল অনুভব করিতেছ, তাহা চিজ্জগতের দেশ ও কাল হইতে বিলক্ষণ। জড়জগতের কাল—ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন বিভাগে বিভক্ত, চিজ্জগতের কাল অখণ্ডরূপে নিত্য-বর্ত্তমান। চিদ্ব্যাপারে যত কিছু ঘটনা আছে, সমস্তই নিত্যবর্ত্তমানকালে প্রতীত। আমরা যে কিছু বর্ণনা করি, সকলই জড়কাল ও দেশের অধিকৃত; সুতরাং আমরা যখন 'জীব সৃষ্ট হইয়াছিলেন', 'জীব পরে মায়া-বদ্ধ হইলেন', 'চিজ্জগৎ প্রকট হইল', 'জীবের গঠনে চিৎ বই মায়ার কার্য্য নাই' এইরূপ কথা বলি, তখন আমাদের বাক্যের উপর জড়ীয়-কালের বিক্রম হইয়া থাকে—আমাদের বদ্ধাবস্থায় এপ্রকার বর্ণন অনিবার্য্য; এইজন্য জীববিষয়ে, চিদ্বিষয়ে সমস্ত বর্ণনেই মায়িক-কালের অধিকার ছাড়ান

যায় না—ভূত, ভবিষ্যৎ ভাব সুতরাং আসিয়া পড়ে। এই বর্ণ-সকলের তাৎপর্য্য অনুভব-সময়ে শুদ্ধবিচারকগণ নিত্যবর্ত্তমান-কালপ্রয়োগের অনুভব করিয়া থাকেন। বাবা, এ বিষয়ের বিচারসময়ে একটু বিশেষ সতর্ক থাকিবে—অনিবার্য্য বাক্যের হেয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া চিদনুভব করিবে। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছেন, একথা সকলবৈষ্ণবেই বলিয়া থাকেন; কিন্তু সকলেই জানেন, জীব নিত্যবস্তু হইয়াও দুই প্রকার—নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। এ বিষয়ে মানববুদ্ধি প্রমাদের বশীভূত বলিয়া এরূপ উক্তি হয়; কিন্তু ধীরব্যক্তি চিৎসমাধি-দ্বারা অপ্রাকৃত-সত্যের অনুভব করেন। আমাদের বাক্য জড়ময়—যত কথা বলিব, ততই বাক্যমল আসিয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু বাবা, তুমি নির্ম্মল-সত্য অনুভব করিয়া লইবে। এ বিষয়ে তর্ক স্থান পায় না, কেননা, অচিন্ত্যভাবসকলে তর্ককে নিযুক্ত করা বৃথা। আমি জানিতেছি, তুমি এখনই এই ভাব হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; তোমার হৃদয়ে যত চিদনুশীলন-বৃদ্ধি হইবে, ততই জড় হইতে চিদের বৈলক্ষণ্য সহজে উদয় হইবে। তোমার শরীর জড়ময়, শরীরের সমস্ত ক্রিয়া জড়ময়; কিন্তু বস্তুতঃ, তুমি জড়ময় নও—তুমি অণুচৈতন্য বস্তু। আপনাকে আপনি যত জানিতে পারিবে, ততই নিজস্বরূপকে মায়িক জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। এ ফলটী আমি বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। এ ফলটী আমি বলিয়া দিলে তোমার লাভ হইবে না, অথবা তুমি শুনিয়া লইলেও লাভ হইবে না। তুমি হরিনামের অনুশীলনে নিজের চিন্ময়ত্ব যতই উদয় করাইবে, ততই তোমার চিজ্জগতের প্রতীতি হইবে। বাক্য ও মন, উভয়ই জড়সম্বন্ধে উৎপন্ন—তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না; যথা বেদ বলিয়াছেন (তৈঃ আঃ ২।৯ ও ব্রঃ ৪৪)—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (১)

আমার উপদেশ এই যে, তুমি এবিষয়ের সিদ্ধান্ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না; নিজে অনুভব করিবে। আমি প্রাদেশমাত্র বলিলাম।

ব্র। আপনি বলিলেন,—জ্বলিত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-পরমাণুস্থলীয় জীব। ইহাতে জীবশক্তির কার্য্য কি?

বা। কৃষ্ণ—জ্বলিত অগ্নি বা সূর্য্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ। জ্বলিত অগ্নির যতদূর স্বীয় সীমা, তন্মধ্যে সমস্তই পরিপূর্ণচিদ্ব্যাপার; তাহার বহির্মণ্ডলে সূর্য্যের কিরণ বিস্তৃত হইয়াছে। কিরণটী স্বরূপশক্তির অণুকার্য্য; সেই অণুকার্য্য-মধ্যস্থ কিরণসকল তাহার পরমাণু,—জীবসকল সেই পরমাণু-নিচয়। স্বরূপশক্তি সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিজগৎ প্রকটয়িত্রী; বহির্ম্মণ্ডলের ক্রিয়া—চিচ্ছক্তির অংশরূপ জীবশক্তি ক্রিয়া; অতএব জীববিষয়ে কেবল জীব-শক্তির ক্রিয়া আছে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮) এই শ্রুতিমতে পরাশক্তিস্বরূপ চিচ্ছক্তি নিজমণ্ডল-বহির্ভূত হইয়া জীবশক্তিরূপে চিন্মণ্ডল ও মায়ামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি-তটভূমিতে সূর্য্যকিরণরূপে নিত্যজীব-সকলের প্রকটয়িত্রী হইয়াছেন।

ব্র। জ্বলিত অগ্নি জড়বস্তু, সূর্য্য জড়বস্তু, বিস্ফুলিঙ্গও জড়দ্রব্য-বিশেষ; এই সকল জড়বস্তুর তুলনা কেন চিৎতত্ত্বে প্রয়োগ করা হইয়াছে?

বা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জড়বাক্যে চিদ্বিষয়ের কথা বলিতে গেলেই জড়মল সুতরাং আসিয়া পড়িবে; অতএব বাধ্য হইয়া এরূপ উদাহরণ দেওয়া যায়,—উপায়ন্তর নাই বলিয়া চিদ্বস্তুকে 'অগ্নি' 'সূর্য্য' এইসকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হই। বস্তুতঃ, কৃষ্ণ সূর্য্য হইতে অতিশ্রেষ্ঠ পদার্থ; কৃষ্ণের চিন্মণ্ডল সূর্য্যের তেজোমণ্ডল হইতে অতিশ্রেষ্ঠ; সূর্য্যের কিরণ ও তাহার কিরণকণসকল হইতে কৃষ্ণকিরণ ও

(১) যে পুরুষকে না পাইয়া বাক্য, মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম।

কৃষ্ণকিরণকণসকল অতিশয় শ্রেষ্ঠ। এরূপ হইলেও সৌসাদৃশ্যস্থল বিচার করিয়া ঐ সকল উদাহরণ ব্যবহার করা যায়। উদাহরণসকল প্রাদেশিক-গুণমাত্র ব্যক্ত করে—সার্ব্বদেশিক গুণ ব্যক্ত করে না। সূর্য্যের ও সূর্য্য-কিরণের স্বপ্রকাশ-সৌন্দর্য্যগুণ ও পরপ্রকাশ গুণ—এই দুইটী গুণই চিৎ-তত্ত্বের স্বপ্রকাশত্ব ও পরপ্রকাশত্ব গুণের উদ্দেশ করে। সূর্য্যের দাহকত্ব, জড়ত্ব ইত্যাদি গুণ চিদ্বিষয়ের উদাহরণস্থলায় নয়; দুগ্ধ জলের মত বলিলে জলের তারল্যমাত্রই গ্রহণীয় হয়, নতুবা জলের সর্ব্বগুণ যে দুগ্ধে পাওয়া যায়, তাহা কি দুগ্ধ হইতে পারে? অতএব উদাহরণসকল বস্তুর একপ্রদেশের গুণ ব্যাখ্যা করে, সম্পূর্ণ সত্তা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

ব্র। চিৎসূর্য্যকিরণ ও তন্মধ্যবর্ত্তি-পরমাণুসকল সূর্য্য হইতে অপৃথক্ হইয়াও তাহা হইতে নিত্যভিন্ন—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

বা। জড়জগতের কোন বস্তু হইতে কোন বস্তু নিঃসৃত হইলে, হয়, একেবারে পৃথক্ হইয়া যায়, নতুবা সেই বস্তুর সহিত একত্র থাকে—এইটী জড়ধর্ম্মের পরিচয়। খগাডিম্ব প্রসূত হইলে পর খগ হইতে ভিন্ন হয়, আর সেই খগের সহিত একত্র বর্ত্তমান থাকে না। মনুষ্যের নখ-লোমাদি যতদিন ছিন্ন না করা যায়, ততদিন প্রসূত হইয়াও মনুষ্যের সহিত একত্বে অবস্থিতি করে। চিদ্বিষয়ে এধর্ম্মের কিছু বিলক্ষণতা আছে। চিৎসূর্য্য হইতে যাহা যাহা নিঃসৃত হইয়াছে, সমুদয়ই যুগপৎ ভেদাভেদ-ব্যাপার; কিরণ ও কিরণকণ সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া যেরূপ এক থাকে, সেইরূপ জীবশক্তিরূপ কৃষ্ণকিরণ এবং কিরণপরমাণুরূপ জীবনিচয় কৃষ্ণসূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া কৃষ্ণ হইতে অপৃথক্ থাকে; আবার, অপৃথক্ হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাকণ লাভ করতঃ কৃষ্ণ হইতে নিত্যপৃথক্ থাকে। অতএব জীবের কৃষ্ণ হইতে অভেদ ও কৃষ্ণ হইতে ভেদ—এই তত্ত্ব নিত্য সিদ্ধ; ইহাই চিদ্ব্যাপারের বিলক্ষণ পরিচয়। জড়ে কেবল একটী প্রাদেশিক

উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন, তাহা এই—কনকের একটী বৃহৎ পিণ্ড আছে; সেই পিণ্ড হইতে একখণ্ড কনক লইয়া একটী বলয় গঠিত হইল; বলয়টী কনকাংশে কনকপিণ্ড হইতে অভেদ, কিন্তু বলয়-অংশে কনকপিণ্ড হইতে পৃথক্; এই উদাহরণটী সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া করে না; কিন্তু ইহার একদেশে ক্রিয়া আছে—চিৎ সূর্য্যের চিৎতত্ত্বে অভেদ এবং পূর্ণচিৎ ও অণুচিৎ, উভয়ের অবস্থাভেদে ভেদ। 'ঘটাকাশ মহাকাশ' এই উদাহরণটী চিৎতত্ত্বে নিতান্ত অসংলগ্ন।

ব্র। চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু, উভয়ই যদি জাতিতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উদাহরণ কিরূপে স্বষ্ঠ হইতে পারে ?

বা। জড়বস্তুতে যেরূপ পৃথক পৃথক জাতি আছে, যে জাতিকে নৈয়ায়িকগণ 'নিত্য' বলেন, সেরূপ জাতিভেদ চিজ্জড়ের মধ্যে নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'চিৎ'ই বস্তু এবং 'জড়' তাহার বিকার। বিকৃত-বস্তুতে ও শুদ্ধ বস্তুতে অনেক বিষয়ের সৌসাদৃশ্য থাকে; শুদ্ধবস্তু হইতে বিকৃতবস্তু ভিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য যায় না—করকা জলের বিকার হওয়ায় জল হইতে করকা পৃথক্ বস্তু হইয়া পড়ে, কিন্তু শৈত্যাদি-গুণের সাদৃশ্য থাকে; শীতলজল ও উষ্ণজলে শৈত্যাদি-গুণ-সাদৃশ্য থাকে না, কিন্তু তারল্যগুণের সাদৃশ্য থাকে; অতএব বিকৃতবস্তুতে শুদ্ধ-বস্তুর কোন না কোন বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা যায়। জড়জগৎ চিজ্জগতের বিকৃতি হইলেও জড়ে চিদ্গুণের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাহা অবলম্বন-পূর্ব্বক জড়ীয় উদাহরণে চিদ্বিষয়ের আলোচনা চলে। আবার, 'অরুন্ধতী-দর্শন'-ন্যায় অবলম্বন করিলে চিৎতত্ত্বের সূক্ষ্মধর্ম্মসকল জড়তত্ত্বের স্থূল ও বিপর্য্যস্ত তত্ত্বালোচনায় উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণলীলাটী সম্পূর্ণরূপে চিল্লীলা—ইহাতে জড়গন্ধ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত ব্রজলীলা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত, এবং বর্ণিত বিষয়সককল মানবমণ্ডলে যখন পঠিত হয়, তখন শ্রোতৃবর্গের

অধিকারভেদে ফলোদয় হয়—নিতান্ত জড়াসক্ত শ্রোতৃবর্গ জড়বিষয়ালঙ্কার অবলম্বনপূর্ব্বক সামান্য নায়ক-নায়িকার কথা শ্রবণ করেন, মধ্যমাধিকারিগণ "অরুন্ধতীদর্শন"-ন্যায় (১) অবলম্বনপূর্ব্বক জড়বর্ণনের সন্নিকটস্থিত চিদ্বিলাস দেখিতে থাকেন, উত্তমাধিকারিগণ জড়াতীত শুদ্ধচিদ্বিলাসরসে মগ্ন হন। এই সমস্ত ন্যায় অবলম্বন ব্যতীত জীবাশঙ্কার আর উপায় কি? যে বিষয়ে বাক্‌শক্তি চলে না, চিত্তবৃত্তি পরাভূত হয়, সে বিষয়ে বদ্ধজীবের কিরূপে সুন্দর গতি হইতে পারে? সৌসাদৃশ্যের উদাহরণ এবং "অরুন্ধতীদর্শন"-ন্যায় ব্যতীত আর কোন উপায় দেখি না। জড়বিষয়ে হয় ভেদ, নয় অভেদমাত্র লক্ষিত হইবে; পরমতত্ত্বের সেরূপ নয়। কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণের জীবশক্তি এবং তৎপ্রকটিত জীবনীচয়ের অচিন্ত্য, যুগপৎ ভেদাভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

ব্র। পরমেশ্বর ও জীবের ভেদ কোন্ স্থলে?

বা। জীব ও ঈশ্বরের নিত্য অভেদ অগ্রে বলিয়া পরে নিত্যভেদ দেখাইব। ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, মন্তৃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ; তিনি সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাময়। জীবও জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতৃস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, মন্তৃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ; তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ইচ্ছাবিশিষ্ট। পূর্ণশক্তিক্রমে ঈশ্বর সেই সমস্ত গুণের পরাকাষ্ঠা; অত্যন্ত অণুশক্তিক্রমে জীবের সেই সেই গুণ অণুমাত্রাতেই বর্ত্তমান; পূর্ণতা ও অণুতাপ্রযুক্ত স্বরূপ ও স্বভাবভেদ থাকিলেও

(১) অরুন্ধতীদর্শন-ন্যায়—অরুন্ধতী-নক্ষত্র দর্শন করিতে হইলে যেমন প্রথমে স্থূলদর্শনদ্বারা সেই স্থানটী নির্ণয় করিয়া সূক্ষ্মদর্শনদ্বারা অরুন্ধতীকে দর্শন করিতে হয়, সেইরূপ মধ্যমাধিকারী ভাগবতগণ অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-রাজ্যের কথা এই জগতের ভাষা ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রবণ করিয়াও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত সমাধিনেত্রে উহার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

সেই সেই গুণে ঈশ্বর ও জীবে ভেদাভাব। আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি—শক্তি তাঁহার বশীভূতা দাসী, তিনি শক্তির প্রভু, তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী—ইহাই ঈশ্বরের স্বরূপ। জীবে ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দুবিন্দুরূপ থাকিলেও জীব শক্তির অধীন। 'দশমূলে' মায়া-শব্দে কেবল 'জড়মায়া' নয়, 'মায়া'-শব্দে এখানে 'স্বরূপ'-শক্তি। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া" (১)—এই ব্যুৎপত্তি-ক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিজ্জগতে, জীবজগতে ও জড়জগতে পরিচয় দেয়, তাহারই নাম 'মায়া'; অতএব 'মায়া'-শব্দে এখানে 'স্বরূপশক্তি', কেবল 'জড়শক্তি' নয়। কৃষ্ণ মায়াব অধীশ্বর, জীব মায়াবশ, অতএব শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, (৪।৯-১০)—

"যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥" (২)

এই বেদবাক্যে 'মায়ী'-শব্দে মায়াধীশ কৃষ্ণ, 'প্রকৃতি'-শব্দে সম্পূর্ণ শক্তি। এই সর্ব্ববরেণ্য গুণ ও স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম্ম; ইহা জীবে নাই; জীব মুক্ত হইলেও এই গুণ লাভ করিতে পারে না। "জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জন" (৩) ব্রহ্মসূত্রের এই সিদ্ধান্তবাক্যে ঈশ্বর হইতে জীবের

---

(১) ইহার দ্বারা মাপা যায়, এই জন্য ইহা 'মায়া'।

(২) যে প্রপঞ্চ হইতে মায়াধীশ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং জীবগণ মায়া-নিরুদ্ধ হইয়া প্রবেশ করে। মায়াকেই প্রকৃতি ও মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মহেশ্বরের অবয়বদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত।

(৩) "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ" (৪।৪।১৭)—নিখিল চিৎ ও অচিদের সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার-কার্য্য একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষেই সম্ভব; তদ্ব্যতীত অন্য সকলকার্য্যই মুক্তজীবের পক্ষে সম্ভব। এই সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করে ও বিলীন হইয়া থাকে (তৈঃ-ভৃগু-১).

নিত্যপার্থক্য বিদ্বন্মগুলে স্বীকৃত হইয়াছে। এই নিত্যভেদ কাল্পনিক নয়, নিত্যসিদ্ধ—এ ভেদ জীবের কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট হইবে না। অতএব 'কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব' এ কথাটী মহাবাক্য বলিয়া জানিবে।

ব্র। নিত্যভেদ যদি সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অভেদ কখন মানা যায়? তবে কি 'নির্ব্বাণ' বলিয়া একটা অবস্থা আছে, স্বীকার করিতে হইবে?

বা। বাবা, তাহা নয়—কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণের সহিত জীব অভেদ নয়।

ব্র। তবে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' কেন বলিলেন?

বা। জীব ও কৃষ্ণে চিদ্ধর্ম্মবিষয়ে নিত্য-অভেদ এবং স্বরূপে নিত্য-ভেদ। নিত্য-অভেদসত্ত্বেও ভেদপ্রতীতি নিত্য। অভেদস্বরূপের সিদ্ধি থাকিলেও তাহার অবস্থাগত পরিচয় নাই। অবস্থাগত পরিচয়স্থলে নিত্যভেদ-প্রকাশই বলবান্। একটা গৃহকে যুগপৎ 'অ-দেবদত্ত' ও 'স-দেবদত্ত' যদি বলা যায়, তাহা হইলে কোন বিচারে 'অ-দেবদত্তত্ব' থাকিলেও 'স-দেবদত্তত্বে'র নিত্যপরিচয় থাকিবে। জড়জগতে আর একটী উদাহরণ দিব—'আকাশ' একটী জড়দ্রব্য বিশেষ; সেই আকাশেরও যদি কোন আধার থাকে, সে আধারসত্ত্বেও যেমন আকাশমাত্রের পরিচয়, তদ্রূপ অভেদসত্তায় যে নিত্যভেদের পরিচয়, তাহাই সে বস্তুর পরিচয়মাত্র।

ব্র। তাহা হইলে জীবের নিত্যস্বভাব আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বা। জীব অণুচৈতন্য, জ্ঞানগুণসম্পন্ন, 'অহং' শব্দবাচ্য, ভোক্তা মন্তা ও বোদ্ধা। জীবের একটী নিত্যস্বরূপ আছে; সেই স্বরূপটী সূক্ষ্ম; যেমন, এই স্থূলশরীরে হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি

অস্য) ইত্যাদি বাক্যেও ব্রহ্মপক্ষেই বর্ণিত; বহুযত্নেও জীবপক্ষে প্রযুক্ত হয় না, যেহেতু, মুক্তের উল্লেখ সেস্থলে নাই। শ্রুতিবাক্যাদিতে কেবল পরমপুরুষ ভগবানের সম্বন্ধেই জগৎ-শাসনাদি-কার্য্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; জীবপক্ষে প্রযুক্ত হইলে বহ্বীশ্বরবাদরূপ অনিষ্ট-পাত ঘটে। অতএব বুঝিতে হইবে, মুক্তপুরুষের জগৎশাসনাদি-কার্য্যে ক্ষমতা নাই।

অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইয়া স্থূলস্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ চিৎকণময় শরীরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে একটী চিৎকণস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে —তাহাই জীবের নিত্যস্বরূপ। মায়াবদ্ধ হইয়া সেই শরীরের উপর আর দুইটী ঔপাধিক শরীর আচ্ছাদন করিতেছে— একটীর নাম লিঙ্গশরীর, আর একটীর নাম স্থূলশরীর। চিৎকণস্বরূপ শরীরের উপর লিঙ্গশরীর উপাধি হইয়াছে; সেই লিঙ্গশরীর জীবের বদ্ধ হইবার সময় হইতে মুক্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য। জন্মান্তরসময়ে স্থূলদেহের পরিবর্ত্তন হয়, লিঙ্গদেহের পরিবর্ত্তন হয় না। লিঙ্গদেহ একটী স্থূলশরীর-পরিত্যাগের সময় সেই শরীরকৃত সমস্ত কর্ম্মবাসনা সঙ্গে লইয়া দেহান্তর লাভ করেন। বৈদিক-পঞ্চাগ্নিবিদ্যাক্রমে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি ও অবস্থান্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। 'চিতাগ্নি', 'বৃষ্ট্যগ্নি', 'ভোজনাগ্নি', 'রেতোহবনাগ্নি' ইত্যাদি পঞ্চাগ্নিপ্রণালী ছান্দোগ্যে ও ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের বাসনাসংস্কারক্রমে নূতনদেহপ্রাপ্ত জীবের স্বভাব গঠিত হয়; সেইস্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ হয়। বর্ণাশ্রমক্রমে পুনরায় কর্ম্ম হয়, এবং মরণান্তে পুনরায় সেইরূপ গতি হয়। নিত্যস্বরূপের প্রথম আবরণ লিঙ্গশরীর ও দ্বিতীয় আবরণ স্থূলশরীর।

ব্র। নিত্যশরীর ও লিঙ্গশরীরে প্রভেদ কি?

বা। নিত্যশরীর চিৎকণময়, নির্দ্দোষ ও 'অহং'পদার্থের প্রকৃত বাচ্য-বস্তু। লিঙ্গশরীর—জড়সম্বন্ধপ্রাপ্ত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই তিনটী বিকার দ্বারা গঠিত।

ব্র। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা কি 'প্রাকৃত' বস্তু? যদি 'প্রাকৃত' বলা যায়, তবে তাহাদের জ্ঞান-ক্রিয়া কিরূপে সিদ্ধ হয়?

বা। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহংকৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ (গীতা ৭।৪-৬) (১)

এই গীতোপনিষদ্‌বচনে দেখ যে, চিৎশক্তিপূর্ণ ভগবানের 'পরা' ও 'অপরা'-নামে দুইটী প্রকৃতি আছে; পরা-প্রকৃতির নাম 'জীবশক্তি' ও অপরা প্রকৃতির নাম জড়া বা 'মায়াশক্তি'। জীবশক্তি চিৎকণবিশিষ্টা, এইজন্য ইহার নাম 'পরা' বা শ্রেষ্ঠা; মায়াশক্তি জড়া, এইজন্য তাঁহার নাম 'অপরা'। অপরা শক্তি হইতে জীব পৃথক্। অপরা-শক্তিতে আটটী স্থূলতত্ত্ব আছে—পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। জড়া-প্রকৃতির অন্তর্ব্বর্ত্তী মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জড়দ্রব্যবিশেষ; তাহাদের একটু জ্ঞানাকার আছে, সে জ্ঞান চিৎস্বরূপ নয়, জড়স্বরূপ। 'মন' জড় হইতে যেসকল প্রতিচ্ছবি-গ্রহণ করেন, তাহারই উপর বিষয়-জ্ঞান-কাণ্ডরূপ একটি ব্যাপার স্থাপন করেন; এই ব্যাপারটী জড়মূলক, চিৎমূলক নয়। সেই জ্ঞানকাণ্ডের উপর সদসৎবিচার যিনি করেন, তাঁহার নাম 'বুদ্ধি'—তিনিও জড়মূলক। সেই জ্ঞানকে অঙ্গীকারপূর্ব্বক যে 'অহংতা'র উদয় হয়, তাহাও জড়মূলক, চিৎমূলক নয়। এই তিন ব্যাপার মিলিত হইয়া জীবের জড়সম্বন্ধমূলক একটি দ্বিতীয়স্বরূপ প্রকাশ করায়; সেই স্বরূপের ন্যায় 'লিঙ্গশরীর' জড়াভিভূত জীবের লিঙ্গশরীরের অহংতা প্রবল হইয়া

(১) ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এবং মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার—আমার প্রকৃতি এই আটপ্রকারে বিভক্ত। হে অর্জ্জুন, এই অষ্টবিধ প্রকৃতি 'অপরা' অর্থাৎ জড়-জননী; এতদ্ব্যতীত আমার অন্য একটি 'পরা'-প্রকৃতির বিষয় অবগত হও, যাহা চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমস্ত নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিতেছে।

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ—এই দুই প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূলহেতু।

নিত্যস্বরূপের অহংতাকে আচ্ছাদন করে। নিত্যস্বরূপে চিৎসূর্য্যের যে সম্বন্ধজনিত অহংতা, তাহাই নিত্য—মুক্তাবস্থায় সেই অহঙ্কার পুনরুদিত হয়। যে পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীরে নিত্যশরীর লুপ্তপ্রায় থাকে, সে পর্য্যন্ত জড়-সম্বন্ধাভিমান প্রবল থাকে; চিৎসম্বন্ধাভিমানও সুতরাং লুপ্তপ্রায়। লিঙ্গ-শরীর সূক্ষ্ম, তজ্জন্য লিঙ্গশরীরকে স্থূলশরীর আবরণ করিয়া কার্য্য করায়। স্থূলশরীর আসিয়া আবরণ করিতে করিতে স্থূলশরীরের বর্ণাদিঅহঙ্কার উদিত হয়। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রাকৃত বটে, কিন্তু আত্মবৃত্তির বিকার-স্বরূপ হইয়া তাহারা জ্ঞানের অভিমান করে।

ব্র। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, জীবের নিত্যস্বরূপ চিৎকণময় এবং সেই স্বরূপে চিৎকণ-গঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্য আছে। বদ্ধাবস্থার লিঙ্গশরীরদ্বারা আবৃত হইয়া সে সৌন্দর্য্যের আচ্ছাদন হয়, এবং স্থূলশরীরের আবরণের সহিত জীবস্বরূপের অত্যন্ত জড়বিকার উপস্থিত হয়। এখন আমার জিজ্ঞাসা এই যে, মুক্তাবস্থায় জীব কি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ?

বা। চিৎকণস্বরূপ নির্দ্দোষ হইলেও অসম্পূর্ণ, কেননা অত্যন্ত অণুস্বরূপ ও দুর্ব্বল। সে অবস্থায় এইমাত্র দোষ দেখা যায় যে, বলবতী মায়াশক্তি-সঙ্গক্রমে সেই স্বরূপ লুপ্ত লইবার যোগ্য থাকে। শ্রীভাগবত বলিয়াছেন, যথা (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥(১)

অতএব মুক্তজীব যতই উৎকর্ষলাভ করুন না কেন, তাঁহার গঠনের অসম্পূর্ণতা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে—ইহারই নাম জীবতত্ত্ব; এইজন্যই বেদ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব সর্ব্বাবস্থায় মায়া-বশযোগ্য।

(১) ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত মায়াকবলিত জীব-বিচার)

ব্রজনাথের গাঢ়চিন্তা ও জিজ্ঞাসা উদয়—শুদ্ধচিৎপদার্থ জীবের সংসার দুর্গতি কেন ?—শুদ্ধ জীবাদির বিবরণ—মুক্ত থাকা ও বদ্ধ হইবার কারণ—জীবের তাটস্থ্য ও কৃষ্ণের অপার করুণার সম্বন্ধ—জীবের অধোমান ও ঊর্দ্ধমান—জীবের ক্লেশ ভোগবিষয়ে কৃষ্ণের কর্ত্তৃত্ব, অতএব তাঁহাতে অকরুণতা আছে এরূপ সন্দেহ নিরসন—মায়া জীবসংস্কারের উপায়—জীবের কারাকর্ত্রী—তিন প্রকার নিগড়ে জীবের লিঙ্গশরীর বন্ধ—স্থূলদেহের ছয় অবস্থা—ভোগবাসনা কার্য্য—অভাব নিবৃত্তির কার্য্য—কর্ম্মফল ও কর্ম্মফলদাতা—জৈমিনীর মতের সিদ্ধান্তদোষ—কর্ম্মবাসনা—কর্ম্মের অনাদিত্য—মায়া ও অবিদ্যার ভেদ—সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—জীব ও ঈশ্বর—জীবদেহের ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হেতুকর্ত্তা—ঈশ্বর প্রয়োজককর্ত্তা—জীবের পঞ্চাবস্থা—মানবের তিন অবস্থা—সেই তিন অবস্থায় পাঁচ প্রকার বিভাগ।

ব্রজনাথ জীবতত্ত্ববিষয়ে দশমূলের উপদেশ শ্রবণ করতঃ স্বগৃহে শয়ন করিয়া গাঢ়রূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি কে ?' এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম ; আমি জানিতে পারিলাম যে, আমি শ্রীকৃষ্ণরূপ চিৎ-সূর্য্যের কিরণগত একটী কণামাত্র ; অণু হইলেও আমাতে অস্মদর্থ, জ্ঞান-গুণ ও চিদ্গত একবিন্দু আনন্দ আছে। আমার চিৎকণ-নির্ম্মিত একটী স্বরূপ আছে ; অত্যন্ত অণু হইলেও তাহা কৃষ্ণের মধ্যমাকার স্বরূপের অনুরূপ ; সেই স্বরূপ এখন যে প্রতীত হইতেছে না—ইহাই আমার দুর্ভাগ্য ! সেই স্বরূপের প্রতীতি হইবার উন্মুখ হইলে আমার সৌভাগ্য উদিত হয় ; কেন যে, এ দুর্ভাগ্য আমার উপর পড়িয়াছে, তাহা ভাল

করিয়া জানা আবশ্যক—শ্রীগুরুদেবের চরণে ইহা কল্য জিজ্ঞাসা করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বিপ্রহর-রাত্রে নিদ্রাদেবী চৌর্য্যবৃত্তিক্রমে তাঁহাকে অচেতন করিয়া ফেলিলেন। শেষরাত্রে ব্রজনাথ স্বপ্নে দেখিতেছেন যে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে, প্রভু বুঝি, আমাকে সংসার হইতে বাহির করিবেন। নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময় বিদ্যার্থিগণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করতঃ কহিতে লাগিল,—আমরা আপনার নিকট কত ন্যায়ের ফাঁকি শিক্ষা করিয়াছি; আমাদের আশা এই যে, আপনি আমাদিগকে কুসুমাঞ্জলি শিক্ষা দেন। ব্রজনাথ বিনয় করিয়া কহিলেন,—আমি শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ন্যায় পুস্তকে ডোর দিয়াছি। আমি অন্য পন্থা দেখিব, মানস করিয়াছি, তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকট গমন কর। বিদ্যার্থিগণ ক্রমশঃ প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীচতুর্ভুজ মিশ্র ঘটক আসিয়া ব্রজনাথের পিতামহীর নিকট ব্রজনাথের বিবাহের একটী সম্বন্ধ প্রস্তাব করিলেন; কহিলেন,—বিজয়নাথ ভট্টাচার্য্যের কৌলিন্য আছে, কন্যাটী সুরূপা, তোমাদের উপযুক্ত ঘরও বটে; ভট্টাচার্য্য ব্রজনাথকে কন্যা দিতে পারিলে কিছু পণ লইবেন না। ব্রজনাথের পিতামহী সম্বন্ধ-প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন—এ কি বিপদ্! কোথায় সংসার ছাড়িবার বাসনা করিতেছি, এমন সময় কি বিবাহের সংবাদ ভাল লাগে? জননী, পিতামহী এবং অন্যান্য কুলবৃদ্ধাগণ একদিকে এবং ব্রজনাথ আর একদিকে হইয়া নানাবিধ কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল; সে দিবসটা এইরূপেই গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে মেঘাড়ম্বর হইয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল; সে দিন ব্রজনাথের মায়াপুর যাওয়া হইল না; রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর দিবস বিবাহের কথা লইয়া নানা কুতর্ক

হওয়ায় ভালরূপ আহারাদিও হইল না। সন্ধ্যার পরই বৃদ্ধ বাবাজীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া ব্রজনাথ দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—গতরাত্রে বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে আসিতে পার নাই; অদ্য আসিয়াছ—বড় আহ্লাদিত হইলাম। ব্রজনাথ বলিলেন,—প্রভো, আমার অনেক দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয় আমি পরে জানাইতেছি; সম্প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, জীব যেরূপ শুদ্ধচিৎপদার্থ, তাহার সংসাররূপ দুর্গতি কেন হয়? বাবাজী মহাশয় সহাস্যবদনে বলিলেন,—

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহা-কর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ে ॥ ৬ ।

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগত দাস। সেই স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহে পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে পাতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।

গোলোক বৃন্দাবনস্থ এবং পরব্যোমস্থ বলদেব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্য পার্ষদ জীবসকল অনন্ত, তাঁহারা উপাস্যসেবায় রসিক; সর্ব্বদা স্বরূপার্থবিশিষ্ট; উপাস্য-সুখান্বেষী; উপাস্যের প্রতি সর্ব্বদা উন্মুখ, জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্, মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহা ও তাঁহারা অবগত নন; যেহেতু, তাঁহারা চিন্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী এবং মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে; তাঁহারা সর্ব্বদাই উপাস্যসেবাসুখে মগ্ন; দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁহারা নিত্যমুক্ত।

প্রেমই তাঁহাদের জীবন ; শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা জানেন না। কারণাব্ধিশায়িমহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অণুচৈতন্যগণও অনন্ত ; তাঁহারা মায়াপার্শ্বস্থিত বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাঁহাদের দর্শনপথারূঢ়। পূর্ব্বে যে জীব-সাধারণের লক্ষণ বলিয়াছি, সে সমস্ত লক্ষণ তাঁহাদের আছে, তথাপি অত্যন্ত অণুস্বভাবপ্রযুক্ত সর্ব্বদা তটস্থ-ভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়াজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্ব্বল, কেননা,—তুষ্ট বা সেব্যবস্তুর কৃপালাভ করতঃ চিদ্‌বল লাভ করেন নাই, ইহাদের মধ্যে যে সব জীব মায়াভোগ বাসনা করেন, তাঁহারা মায়িক-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াতে নিত্যবদ্ধ ; যাঁহারা সেব্যবস্তু চিদনুশীলন করেন, তাঁহারা সেব্যতত্ত্বের কৃপার সহিত চিদ্‌বল লাভ করতঃ চিদ্ধামে নীত হন ; বাবা, আমরা দুর্ভাগা, কৃষ্ণের নিত্যদাস্য ভুলিয়া মায়াভিনিবেশদ্বারা মায়াবদ্ধ আছি ; অতএব স্বরূপার্থ-হীন হইয়াই আমাদের এ দুর্দ্দশা !

ব্র। প্রভো, তটস্থস্বভাবস্থিত সন্দিহান হইতে কতকগুলি জীব কেন মায়াভিনিবিষ্ট হইল ? কতকগুলিই বা কেন চিজ্জগতে আরূঢ় হইলেন ?

বা। কৃষ্ণস্বরূপের লক্ষণগুলি জীবস্বরূপে অণুরূপে আছে ; কৃষ্ণের স্বেচ্ছাময়তার অণুলক্ষণ যে স্বতন্ত্র বাসনা, তাহা জীবের স্বতঃসিদ্ধ। সেই স্বতন্ত্র-বাসনার সুব্যবহার করিলে কৃষ্ণসাম্মুখ্য বজায় থাকে ; তাহার অপ-ব্যবহার করিলেই কৃষ্ণবৈমুখ্য হয় এবং সেই বৈমুখ্যক্রমে মায়াকে ভোগ করিতে চায় ; 'অহং জড়ভোক্তা' এই তুচ্ছ অভিমান আসিয়া তখন স্থান পায় ; 'অবিদ্যা', 'অস্মিতা' প্রভৃতি পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার গুণ (১) আসিয়া জীবের শুদ্ধচিৎকণস্বরূপকে আবরণ করে। স্বতন্ত্র বাসনার সুব্যবহার ও অপব্যবহারই আমাদের মুক্ত হওয়ার ও বদ্ধ হওয়ার একমাত্র হেতু।

(১) পঞ্চপর্ব্বা-অবিদ্যা—তমঃ, মোহঃ, মহামোহ (মহাতমঃ), তামিস্র ও অন্ধতামিস্র।

ব্র। কৃষ্ণ পরম-করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন, যে দুর্ব্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয় ?

বা। কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে—এই ইচ্ছায় তিনি জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ 'মহাভাবাদি' ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নত পদের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগিতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতিনিম্নে মায়িক জড়ের সহিত অভেদ—'অহঙ্কার' পর্য্যন্ত, পরমানন্দ-লাভের অনন্ত বাধাস্বরূপ মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন। অধোমানগত জীবসকল স্বরূপার্থহীন, নিজসুখরত ও কৃষ্ণবিমুখ ; এই অবস্থায় জীব যত অধোগমন করিতে থাকেন, পরমকারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া তত উচ্চগতির সুবিধা প্রদান করেন। যে জীব সেই সুবিধা গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চগতি স্বীকার করেন তাহার ক্রমশঃ চিদ্ধাম পর্য্যন্ত গমন ও নিত্যপার্ষদদিগের অবস্থাসাম্য সম্ভব হয়।

ব্র। ঈশ্বরের লীলার জন্য জীবসকল কেন কষ্ট পায় ?

বা। স্বতন্ত্র বাসনা-লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ-লাভ বলিতে হইবে ; কেননা, স্বতন্ত্রবাসনাহীন জড়বস্তু নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ ; জীব সেই স্বতন্ত্র বাসনা লাভ করিয়া জড়জগতের প্রভুতা লাভ করিয়াছে। 'ক্লেশ' ও 'সুখ' মনের গতি। যাহাকে আমরা 'ক্লেশ' বলি, তদাসক্ত ব্যক্তি তাহাকে 'সুখ' বলে। সমস্ত বিষয়সুখের উদর্কফল অর্থাৎ চরমফল দুঃখ বই আর কিছুই নয়। চরমে বিষয়াসক্ত পুরুষ দুঃখ পায় ; সেই দুঃখ কঠিনতর হইলেই অমিশ্র-সুখের বাসনা জন্মায় ; সেই বাসনা হইতে বিবেক, বিবেক হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসার সময় সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধোদয়, শ্রদ্ধোদয় হইলে উর্দ্ধমানে আরূঢ় হয় ; অতএব ক্লেশটী চরমে শুভপ্রদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ করিলে স্বর্ণ নির্ম্মল হয় ; জীবও সেইরূপ

মায়াভোগ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক-জগৎরূপ পীঠের উপর তাহাকে নিপীড়িত করিয়া সংস্কৃত করা হয়। অতএব বহির্ম্মুখ-জীবের যে ক্লেশ, তাহা সুখদ এবং করুণার ব্যবহার; এতন্নিবন্ধন কৃষ্ণ-লীলায় যে জীবের ক্লেশ, তাহা দূরদর্শীর নিকট মঙ্গলপ্রসূ, অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশমাত্র।

ব্র। জীবের বদ্ধাবস্থায় ক্লেশ যদিও চরমে শুভদ, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কষ্টদ; এই কষ্টপ্রদ পথ না করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ কি অন্য কোন পথ করিতে পারিতেন না?

বা। শ্রীকৃষ্ণলীলা বহুবিধ ও বিচিত্র; ইহাও একপ্রকার বিচিত্র লীলা। স্বেচ্ছাময় পুরুষ যখন সর্ব্বপ্রকার লীলা করিতেছেন, তখন এ প্রকার লীলাই বা কেন না হইবে? সর্ব্বপ্রকার বিচিত্রতা বজায় রাখিতে হইলে কোন প্রকার লীলা পরিত্যক্ত হইতে পারে না, আবার অন্যপ্রকার লীলা করিলেও লীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্টস্বীকার অবশ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণ পুরুষ ও কর্ত্তা; উপকরণ সকল পুরুষের ইচ্ছার অধীন এবং কর্ত্তারূপ পুরুষের কর্ম্মরূপ বিষয়। কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক; সে কষ্ট যদি চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই নয়, তাহাকে তুমি কষ্ট কেন বল? কৃষ্ণলীলা-পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। কৃষ্ণলীলার যে সৌখ্যাংশ, তাহা পরিহার করিয়া স্বতন্ত্রবাসনাময় জীব মায়াভিনিবেশজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে—ইহাতে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু দোষ নাই।

ব্র। জীবকে স্বতন্ত্র বাসনা না দিয়া থাকিলে কি ক্ষতি হইত? কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তিনি জানিতেন যে, জীবকে স্বতন্ত্রতা দিলেই সে কষ্ট পাইবে; এস্থলে জীবের কষ্টের দরুণ কৃষ্ণ দায়ী হন কিনা?

বা। স্বতন্ত্রতা একটী রত্নবিশেষ ; জড়জগতে অনেক বস্তু আছে, সে সকল বস্তুকে এ রত্ন দেন নাই ; এতন্নিবন্ধন তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে জীব জড়-বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে তাহা জীব সুতরাং লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না ; অতএব জীব সে-পরিমাণ অংশ, তাহার স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম প্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয়-সেবক। সেই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবেশ করে, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান—জীব কৃষ্ণের অমৃতময় লীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন ; আবার জীব সেই লীলাতত্ত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম-উপায়স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্ত-চরিত্রদ্বারা শিক্ষা দেন। বাবা, এমন দয়াময় কৃষ্ণকে কি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পার ? তাঁহার করুণা অগাধ, কিন্তু তোমার দুর্দ্দৈব অতিশয় শোচনীয়।

ব্র। তবে কি মায়াশক্তিই আমাদের দুর্দ্দৈব ও শত্রু ? সর্ব্বশক্তিময় সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দূর করিলে জীবের ত' কষ্ট হইত না ?

বা। মায়া—স্বরূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার ; অনুপযুক্ত জীবকে সংস্কার করিবার হাপর অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায়। মায়া কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণবিমুখ জনকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি'—এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণস্বরূপ জীবের

পক্ষে অনুচিত ও দোষ; সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়া-পিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়েন। মায়িক জগৎটী দণ্ড্যজীবের কারাগার; রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন, কৃষ্ণও তদ্রূপ জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড়জগৎরূপ কারাগার এবং জড় মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন।

ব্র। জড়জগৎ যদি কারাগার হইল, তবে তদুচিত নিগড় কাহাকে বলি?

বা। মায়ার নিগড় তিন প্রকার—সত্ত্বগুণনির্ম্মিত নিগড়, রজোগুণ-নির্ম্মিত নিগড ও তমোগুণনির্ম্মিত নিগড; দণ্ড্যজীবসকলকে যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন, রাজসিক হউন বা তামসই হউন, সকলেই নিগড়বদ্ধ। স্বর্ণনিগড়, রৌপ্যনিগড় ও লৌহনিগড় —ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও, সকলেই নিগড বই আর ভাল দ্রব্য নয়।

ব্র। চিৎকণবিশিষ্ট জীবকে মায়িকনিগড় কি প্রকারে বাঁধিতে পারে?

বা। মায়িকবস্তু চিদ্বস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। জীব 'আমি মায়া-ভোক্তা'—এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহঙ্কাররূপ লিঙ্গাবরণ হইয়া পড়ে; সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্বয়ে মায়িক নিগড প্রযুক্ত হয়। সাত্ত্বিক-অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্ত্বিক-বা স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত হয়; রাজস-জীবসকল দেবতা ও মনুষ্যভাবমিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস-নিগড়; তামস-জীবসকল পঞ্চ-মকারীয় জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ নিগড় প্রযুক্ত আছে। সেই নিগড়বদ্ধ-জীবসকল কারাগৃহের বাহিরে যাইতে পারে না—বহুপ্রকার ক্লেশনিকরদ্বারা আবদ্ধ থাকে।

ব্র। মায়ার কারাগারে বদ্ধজীব কি কি প্রকার কর্ম্ম করেন?

বা। আদৌ, জীবের মায়িক বিষয়-ভোগবাসনানুসারে সেই ফল-

লাভের উপযোগী যে সকল কর্ম্ম, তাহা করেন; দ্বিতীয়তঃ, নিগড়বদ্ধ হইলে যেসকল ক্লেশ উদিত হয়, তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন।

ব্র। যে দুইপ্রকার কর্ম্ম করেন, তন্মধ্যে প্রথম প্রকার কর্ম্ম একটু বিস্তৃতরূপে বলুন।

বা। স্থূল-আবরণটী জড়ীয় স্থূলশরীর; তাহার ছয়টী অবস্থা—জড়-শরীরের জন্ম, তাহার অস্তিত্ব, তাহার হ্রাস, তাহার বৃদ্ধি, তাহার পরিণাম ও তাহার অপক্ষয়—এই ছয়টী বিকার স্থূলদেহের ধর্ম্ম; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতি—জড়দেহের স্বভাব। জড়দেহস্থিত জীব ভোগবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত। বিষয় ভোগ করিবার জন্য তিনি নানাবিধ কাম্যকর্ম্ম করেন—দেহের জন্ম হইতে চিতা-রোহণ পর্য্যন্ত দশবিধ কর্ম্ম করেন; বেদবিহিত অষ্টাদশ প্রকার অবর-যজ্ঞস্বরূপ কর্ম্মাচরণ করেন; আশা করেন এই যে, 'এই স্থূলশরীরে কর্ম্ম-মার্গীয় পুণ্য সঞ্চয় করতঃ স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয়লাভ করিব, এবং মর্ত্তলোক-প্রবেশের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ করিব'; অথবা বদ্ধজীব অধর্ম্মাশ্রয় করতঃ পাপাচরণদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেন। প্রথমোক্ত-ধর্ম্মকার্য্যের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করতঃ তথায় ভোগসমাপ্তির পর পুনরায় মর্ত্ত্যদেহ লাভ করেন; শেষোক্ত পাপাচরণদ্বারা বহুবিধ নরকে প্রবেশ করতঃ ভোগান্তে মর্ত্ত্যদেহ লাভ করেন। এই প্রকার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া মায়াবদ্ধজীব অহরহঃ বিষয়ভোগযত্নে ও আস্বাদনে অনাদিকাল হইতে ভ্রমণ করিতেছেন; মধ্যে মধ্যে পুণ্যকর্ম্মফলে ক্ষণিকসুখ ও পাপ-কর্ম্মফলে ক্ষণিকদুঃখ ভোগ করিতেছেন।

ব্র। দ্বিতীয়প্রকার কর্ম্ম ভালরূপে বলুন।

বা। স্থূলদেহস্থিত জীব স্থূলদেহের অভাবজালে কষ্ট পাইয়া তন্নিবারণে অনেকপ্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন—ক্ষুত্তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য আহার্য্য ও

পেয়দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন; সেই সেই দ্রব্য সহজে সংগ্রহ করিবার জন্য বহুপরিশ্রমদ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন; শীত-নিবারণের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকেন; ইন্দ্রিয় সুখপিপাসা-নিবৃত্তির জন্য বিবাহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন; কুটুম্ব ও সন্তানাদির সুখসমৃদ্ধি ও অভাব-নিবৃত্তির জন্য বহুবিধ পরিশ্রম করেন; স্থূলদেহ রোগাক্রান্ত হইলে তন্নিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে ঔষধ পাচনাদি প্রয়োগ করেন; বিষয়-রক্ষার জন্য রাজদ্বারে বাদ-বিবাদে প্রবৃত্ত হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ষড়ূর্ম্মির বশীভূত হইয়া যুদ্ধ, বিবাদ, পরহিংসা, পরপীড়ন, পরধন-গ্রহণ, ক্রূরতা, বৃথাহঙ্কার প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন; স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য গৃহাদি-নির্ম্মাণকার্য্য করিয়া থাকেন—এই সমস্ত অভাব-নিবৃত্তির কার্য্য। ভোগ-প্রবৃত্তির কার্য্যে ও অভাব-নিবৃত্তির কার্য্যে মায়াবদ্ধ-জীবের দিবারাত্র অতিবাহিত হয়।

ব্র। মায়া যদি কেবল লিঙ্গ আবরণ দিয়া রাখিতেন, তাহা হইলেই কি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না?

বা। লিঙ্গদেহে কার্য্য হয় না, এইজন্য স্থূলাবরণের প্রয়োজনীয়তা। স্থূলদেহের কার্য্যফলে লিঙ্গদেহে বাসনা নির্ম্মিত হয়; সেই বাসনা-ক্রমে তদুপযোগী স্থূলদেহ পুনরায় হয়।

ব্র। কর্ম্ম ও ফল কিরূপে সংযুক্ত আছে? মীমাংসকেরা বলেন, ফল-দাতা ঈশ্বর কল্পিত; যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা 'অপূর্ব্ব'-নামে (১) একটী তত্ত্ব উৎপন্ন করে; সেই 'অপূর্ব্ব' কৃতকর্ম্মের ফলদান করেন—ইহা কি সত্য? .

বা। কর্ম্মমীমাংসক বেদের জ্ঞান-সিদ্ধান্ত অবগত ন'ন; তিনি কেবল মোটামুটি যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের ভাব দেখিয়া একটী যে-সে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন।

(১) পূর্ব্বমীমাংসা (১।১।২) সূত্রের শবরস্বামিকৃত ভাষ্য।

বস্তুতঃ, বেদ সিদ্ধান্তস্থলে তাহা স্বীকার করেন না। বেদ বলেন, (শ্বেঃ ৪।৬ ও মুণ্ডক ৩।১।১)—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ (১)

এই বেদবাক্যদ্বারা বুঝিতে হইবে, এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষে দুইটী পক্ষী—একটী বদ্ধজীব আর একটী তাঁহার সখা ঈশ্বর; বদ্ধজীব-পক্ষী সংসাররূপ পিপ্পল ফল আস্বাদন করিতেছেন এবং ঈশ্বররূপ পক্ষীটী পিপ্পল-ফল আস্বাদন না করিয়া অপর পক্ষীর আস্বাদন দেখিতেছেন; তাৎপর্য্য এই যে, জীব মায়াবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন এবং কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছেন। মায়াধীশ্বর তাঁহার কর্ম্মানুরূপ ফল দিয়া যে পর্য্যন্ত সে ভগবৎসান্মুখ্য লাভ না করে, তাবৎ তাহার সহিত তদ্রূপ লীলা করিতেছেন। মীমাংসকের 'অপূর্ব্ব' এস্থলে কোথায় গেল? নিরীশ্বর-সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব-লাভ হয় না।

ব্র। কর্ম্মকে অনাদি কেন বলিলেন?

বা। সমস্তকর্ম্মের মূল কর্ম্মবাসনা, কর্ম্মবাসনার মূল অবিদ্যা। 'কৃষ্ণের দাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নাম 'অবিদ্যা'; সেই সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—তটস্থ-সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম অনাদি।

ব্র। 'মায়া' ও 'অবিদ্যা'র ভেদ কি?

বা। 'মায়া'—কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তিদ্বারা তিনি এই জড়ব্রহ্মাণ্ড

---

(১) সর্ব্বদা সংযুক্ত সখিভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একদেহরূপ বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া আছে; তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) বহুস্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ পিপ্পল-ফল (কর্ম্ম-ফল) ভোগ করে, অন্য পক্ষীটী (পরমেশ্বর) ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করে।

সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহির্ম্মুখজীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়া-শক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন। মায়ার দুইটী বৃত্তি—'অবিদ্যা' ও 'প্রধান'; 'অবিদ্যা' বৃত্তি—জীবনিষ্ঠ এবং 'প্রধান'—জড়নিষ্ঠ; 'প্রধান' হইতে জড়জগৎ এবং 'অবিদ্যা' হইতে জীবের কর্ম্মবাসনা। মায়ার আর দুই প্রকার বিভাগ আছে—'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'; তদুভয়ই জীবনিষ্ঠ; 'অবিদ্যাবৃত্তি'-ক্রমে জীবের বন্ধন, 'বিদ্যাবৃত্তি'-ক্রমে জীবের মুক্তি। দণ্ড্য-জীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই বিদ্যা-বৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয এবং যে পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিদ্যার ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়াবিশেষ। বিবেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ও চরমাংশ জীবের সুজ্ঞান-লাভ; অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণমোচন।

ব্র। প্রধানের ক্রিয়া কিরূপ?

বা। মায়া-প্রকৃতি ঈশ্বরচেষ্টারূপ কালদ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে মহৎতত্ত্ব হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম 'প্রধান,' তাহাই ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। মহৎতত্ত্বের বিকার উৎপন্ন হইলে 'অহঙ্কার' হয়; অহঙ্কারের তামস বিকার হইতে 'আকাশ' হয়; আকাশ বিকৃত হইলে 'বায়ু' হয়; বায়ুর বিকারদ্বারা 'তেজ' উৎপন্ন হয়; তেজের বিকার—'জল' এবং জল বিকৃত হইয়া 'ক্ষিতি' হয়—জড়দ্রব্যসকল এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছে; ইহাদের নাম 'পঞ্চমহাভূত'। এখন পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া শুন;—'কাল,' প্রকৃতির অবিদ্যারূপবৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহৎতত্ত্বের 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম'ভাব উৎপন্ন করে; মহত্তত্ত্বের কর্ম্মভাব বিকৃত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে; মহৎতত্ত্ব সেইরূপে বিকৃত হইয়া 'অহঙ্কার' হয়; অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধি' হয়; বুদ্ধি বিকৃত হইয়া আকাশের 'শব্দ'গুণ উপলব্ধি করে; শব্দ-গুণবিকারে 'স্পর্শ'গুণ, তাহাতে বায়ু ও আকাশের স্পর্শ ও শব্দগুণ দুই থাকে; ইহাতে 'প্রাণ', 'ওজঃ' ও

'বল'-সৃষ্টি হয়; সেই গুণ বিকৃত হইলে তেজঃপদার্থে 'রূপ', স্পর্শ ও শব্দ-গুণ উদিত হয়; সেই গুণের কালবিকারদ্বারা জলের 'রস', রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ উদিত হয়; তাহার বিকারক্রমে পৃথিবীর 'গন্ধ' রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব হয়। এই সকল বিকার-ক্রিয়ায়, চৈতন্যরূপ পুরুষের ক্রমমত আনুকূল্য থাকে। অহঙ্কার তিন প্রকার—'বৈকারিক', 'তৈজস' ও 'তামস'। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যাদি জাত; তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটী 'ইন্দ্রিয়'। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—'জ্ঞানেন্দ্রিয়' ও 'কর্ম্মেন্দ্রিয়'। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই প্রকারে মহাভূত ও সূক্ষ্মভূতসকল সঙ্গত হইলেও যে পর্য্যন্ত চৈতন্যকণজীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্য চলিল না। ভগবদীক্ষণরূপ কিরণকণস্থিত জীব যখন মহাভূত ও স্থূলভূত-নির্ম্মিতদেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল। বৈকারিক তৈজসগুণ, 'প্রধান'-বিকৃত তামসবস্তুতে সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়; এইরূপে অবিদ্যা ও প্রধানের ক্রিয়া আলোচনা করিবে। মায়িকতত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি অর্থাৎ 'ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম' এই পাঁচটী পঞ্চমহাভূত, এবং গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী 'তন্মাত্র'; পূর্ব্বোক্ত দশটী জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চারিটী একত্র হইলে ২৪টী প্রাকৃত-তত্ত্ব হয়। জীবচৈতন্য এই শরীরে পঞ্চবিংশতি-তমতত্ত্ব এবং পরমাত্মা ঈশ্বরই ষড়্বিংশতিতমতত্ত্ব।

ব্র। এই সপ্তবিতস্তি-মানবদেহে লিঙ্গ ও স্থূলপদার্থ কতটা, এবং জীব-চৈতন্য এই দেহের কোন্ অংশে আছেন, ইহা বলুন।

বা। পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও দশটী ইন্দ্রিয়—এ সমস্ত স্থূল দেহ। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চারিটী লিঙ্গদেহ। যিনি এই দেহে 'আমি' ও 'আমার' এই মিথ্যা-অভিমান করেন এবং ঐ অভিমানবশতঃ

স্বরূপার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তিনি জীবচৈতন্য ; তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম—জড়ীয় দেশকাল ও গুণের অতীত ; এতন্নিবন্ধন তাঁহার সূক্ষ্মতাসত্ত্বেও সমস্ত দেহব্যাপী সত্তা আছে। "হরিচন্দনবিন্দু" (১) শরীরের একদেশে দিলে দেহের সর্ব্বদেশে সুখব্যাপ্তি হয়, তদ্রূপ অণুমাত্র জীব ও দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ ও সুখদুঃখের অনুভব-কর্ত্তা।

ব্র। জীব যদি কর্ম্মের ও সুখদুঃখানুভবের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব কোথায় থাকে ?

বা। জীব—হেতুকর্ত্তা, এবং ঈশ্বর—প্রয়োজক কর্ত্তা। জীব নিজ-কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া যে ফলভোগের অধিকারী হন এবং যে ভাবিকর্ম্মের উপযোগী হন, সেই সকল ফলভোগে ও কার্য্যকরণে প্রয়োজক-কর্ত্তা হইয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর—ফলদাতা, জীব—ফলভোক্তা।

ব্র। মায়াবদ্ধ জীবের কত প্রকার অবস্থা ?

বা। মায়াবদ্ধ জীবগণ পাঁচ প্রকার অবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ ঐ অবস্থা ক্রমে স্থলবিশেষে জীব 'আচ্ছাদিত-চেতন', 'সঙ্কুচিত-চেতন', 'মুকুলিত-চেতন', 'বিকচিত-চেতন' ও 'পূর্ণবিকচিত'-চেতন।

ব্র। কোন্ কোন্ জীব আচ্ছাদিত-চেতন ?

বা। বৃক্ষ, তৃণ ও প্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবসকল আচ্ছাদিত চেতন ইহা-দিগের চেতনধর্ম্মের পরিচয় লুপ্তপ্রায় ; কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়ার জড়গুণে এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, স্বীয় চিদ্ধর্ম্মের পরিচয়মাত্র নাই—ষড়্ বিকার (২) দ্বারা তাহাদের একটুমাত্র পূর্ব্বপরিচয় আছে ; ইহাই জীবের পতনের পরাকাষ্ঠা। অহল্যা, যমলার্জ্জুন ও সপ্ততাল প্রভৃতি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত

(১) অবিরোধশ্চন্দনবৎ (ব্র০ সূ০ ২.৩।২২)

(২) যাস্কোক্ত ষড়্ বিকার, গীতা ২।২০ শ্লোকের বলদেব ভাষ্য—(১) জন্ম, (২) অবস্থান, (৩) বর্দ্ধন, (৪) বিপরিণাম (৫) অপক্ষয় ও (৬) বিনাশ।

আলোচনা করিলে ইহা প্রতীত হইবে। বিশেষ অপরাধে সেরূপ গতি হয় এবং কৃষ্ণকৃপাক্রমেই তাহা হইতে পুনরুদ্ধার হয়।

ব্র। সঙ্কুচিত-চেতন কাহারা?

বা। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্যাদি, জলচর, কীট-পতঙ্গ—ইহারা সঙ্কুচিত-চেতন। আচ্ছাদিত চেতনের চেতনত্ব-পরিচয়ের প্রায়ই উপলব্ধি হয় না; সঙ্কুচিত-চেতনের কিয়ৎপরিমাণে চেতনত্ব আছে—আহার, নিদ্রা, ভয়, ইচ্ছাপূর্ব্বক গমনাগমন, নিজের স্বত্ববোধে পরের সহিত বিবাদ, অন্যায় দেখিলে ক্রোধ—এ সকল সঙ্কুচিত-চেতনে পাওয়া যায়; ইহাদের পরলোকজ্ঞান হয় না। বানরের দুষ্টবুদ্ধিতে স্বল্প পরিমাণে বিজ্ঞান-বিচারও আছে; পরে কি হইবে, না হইবে—এ সকল বিষয়ও তাহারা ভাবনা করে, কৃতজ্ঞতাদি-চিহ্নও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। দ্রব্যগুণজ্ঞানও কোন কোন জন্তুর বেশ আছে; কিন্তু ঈশ্বরকে তাহারা অনুসন্ধান করে না, অতএব চেতন ধর্ম্ম তাহাদের সঙ্কুচিত। ভক্ত ভরতের মৃগশরীর-প্রাপ্তিসত্বেও ভগবন্নাম-জ্ঞান-থাকা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা বিশেষস্থল—সাধারণ বিধি নয়; অপরাধক্রমেই ভরতের ও নৃগরাজের পশুত্ব-প্রাপ্তি; ভগবৎ-কৃপায় অপরাধ-ক্ষয় হইলে পুনরায় সদ্গতি হইয়াছিল।

ব্র। মুকুলিত-চেতন কাহারা?

বা। নরদেহে বদ্ধজীবের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়—মুকুলিত-চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনাবস্থা। মানবগণকে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে—'নীতিশূন্য' মানব, 'নিরীশ্বর-নৈতিক' মানব, 'সেশ্বর-নৈতিক' মানব, 'সাধনভক্ত' মানব ও 'ভাবভক্ত' মানব। যে সব মানব অজ্ঞানক্রমে বা জ্ঞান-বিকারক্রমে নিরীশ্বর, তাহারা হয় নীতিশূন্য, নয় নিরীশ্বরনৈতিক মানব; নীতির সহিত একটু ঈশ্বর-বিশ্বাস উপস্থিত হইলে সেশ্বর-নৈতিক হয়, শাস্ত্রবিধিক্রমে সাধনভক্তিতে যাহাদের মতি

হইয়াছে, তাহারা সাধনভক্ত; যাহারা ঈশ্বরসম্বন্ধে একটু রাগপ্রাপ্ত, তাঁহারা ভাবভক্ত। নীতিশূন্য ও নিরীশ্বর নৈতিক এই দুই প্রকার মানব —মুকুলিত-চেতন; সেশ্বর-নৈতিক ও সাধন-ভক্ত—বিকচিত চেতন; ভাবভক্ত মানবই পূর্ণবিকচিত-চেতন।

ব্র। ভাবভক্তের মায়াবদ্ধ থাকা কত দিন সম্ভব?

বা। সপ্তমশ্লোকবিচারে এ প্রশ্নের উত্তর হইবে। এখন রাত্র হইয়াছে, নিজ গৃহে গমন কর। ব্রজনাথ চিন্তা করিতে করিতে বাটী গেলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত মায়ামুক্ত-জীব-বিচার)

বাণীমাধবের আবির্ভাব—ব্রজনাথ ও বাণীনাথের কথোপকথন—বাণীমাধবের খেলা—চতুরতা—বাণীমাধবের ধূর্ত্ততা ব্যবহার—ব্রজনাথ ও রঘুনাথ দাস বাবাজী উভয়েরই বাণীমাধবের দুষ্ট স্বভাব অবগতি—মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণব সঙ্গলাভে মঙ্গলোদয়—মুক্তির স্বরূপ—মুক্তির পর রসোদয়—মুক্তজীবের অষ্টলক্ষণ—সাধুসঙ্গই কৃষ্ণলাভের উপায়—সাধুসঙ্গই নিঃসঙ্গ—অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও যথেষ্ট ফললাভ—সুকৃতি জিজ্ঞাসা—ভক্তিপ্রদ সুকৃতি—সাধুসঙ্গই সেই সুকৃতি—অন্য শুভকর্ম্ম গৌণসুকৃতি—প্রথম সাধুসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ, ভজন, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব-ক্রমে প্রেমরস—ইহাই ক্রম—চারিপ্রকার অনর্থ—মুক্ত কে—স্বরূপগত মায়ামুক্তি ও বস্তুগত মায়ামুক্তি—মুক্ত-সময়ে জীবের স্থিতি-বিচার—ব্রজনাথের পিতামহীর সহিত কথোপকথন।

ব্রজনাথের পিতামহী ব্রজনাথের বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ব্রজনাথকে রাত্রে সব কথা বলিলেন; ব্রজনাথ সে সব কথায় কোন

উত্তর না দিয়া আহারাদির পর শয়নপূর্ব্বক শুদ্ধজীবের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে একটু অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। বৃদ্ধা-পিতামহী চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ব্রজনাথকে কিসে বিবাহ-কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যায়; সেই সময় ব্রজনাথের মাসতুতো ভ্রাতা বাণীমাধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, সেটী বাণীমাধবের পিসতুতো ভগ্নী। বিজয় বিদ্যারত্ন বাণীমাধবকে কন্যার সম্বন্ধ পাকাইবার জন্য পাঠাইযাছেন। বাণীমাধব আসিয়া কহিলেন,—দিদি-মা আর বিলম্ব কেন? ব্রজ দাদার যাহাতে শীঘ্র বিবাহ হয়, তাহা করুন। ব্রজনাথের পিতামহী একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—ভাই, তুই কাযের লোক, ব্রজ-নাথকে বুঝাইয়া সুজাইয়া বিবাহটা দে'; আমি যত বলি, ব্রজ কথা কয় না।

বাণীমাধব একটু খর্ব্বাকৃতি, ঘাড ছোট, বঙ্ কাল, চোক্ মিট্‌মিটে; সকল কথায় থাকে, অথচ কোন কথায় থাকে না। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া কহিল,—'কুছ্ পর্‌ওয়া নাই', তুমি আমাকে আজ্ঞা করিলে আমি কি না করিতে পারি? আমার কর্ম্ম ত' জান?—'ঢেউও গুণে' পয়সা আদায় করি। ভাল, আমি একবার ব্রজনাথের সহিত কথাটা কহিয়া দেখি; কিন্তু দিদি-মা, কায করিয়া তুলিলে আমাকে পেট-ভ'রে লুচি দেবে-ত'? দিদি-মা বলিলেন,—ব্রজনাথ খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। তাহা শুনিয়া বাণীমাধব 'কল্য প্রাতে আসিয়া কার্য্য করিব'—এই বলিয়া প্রস্থান করিল। অতি প্রত্যুষে সে ঘটী হাতে করিয়া উপস্থিত। ব্রজনাথ বহির্দেশ হইতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিয়াছেন। বাণীমাধবকে দেখিয়া বলিলেন,—ভাই কি মনে ক'রে? বাণীমাধব বলিল,—দাদা, ন্যায়শাস্ত্র ত' অনেকদিন পড়িলে ও পড়াইলে; তুমি হরিনাথ চূড়ামণির পুত্র—তোমার নাম সর্ব্বদেশে প্রচারিত হইয়াছে; তোমার ঘরে তুমি একমাত্র পুরুষ—সন্তানসন্ততি না হইলে তোমার এত বড় ঘর কে বজায়

রাখিবে? দাদা, আমাদের সকলের অনুরোধ—তুমি বিবাহ কর। ব্রজনাথ বলিলেন,—ভাই, আমাকে তুমি কেন বৃথা জ্বালাও? আমি আজকাল গৌরসুন্দরের ভক্তগণের আশ্রয় লইতেছি, সংসার করিব বলিয়া ইচ্ছা নাই; শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণবদের নিকট বসিয়া বড় আনন্দ লাভ করি। সংসার আমার ভাল লাগে না—আমি হয় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিব, নয় বৈষ্ণবদিগের পদাশ্রিত হইয়া থাকিব; তোমাকে অন্তরঙ্গ জানিয়া একথা বলিলাম—তুমি কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করিবে না। বাণীমাধব ভাব দেখিয়া মনে মনে কবিল, ইহাকে সোজা-পথে পাওয়া যাইবে না,—ইহার সহিত একটা চাল চালিতে হইবে। ধূর্ত্ততাক্রমে মনের ভাব সমস্ত গোপন করিয়া বাণীমাধব কহিল,—আমি তোমার সমস্ত কার্য্যের সহায়; তুমি যখন টোলে পড়িতে, আমি তোমার পুঁথি বহিয়া যাইতাম; তুমি এখন সন্ন্যাস করিবে, আমি তোমার দণ্ড-করঙ্গ বহিব।

ধূর্ত্ত লোকের দুইটী জিহ্বা—একজনের কাছে একরকম বলে এবং অন্যের নিকট অন্য রকম বলিয়া অমঙ্গল উৎপাদন করে; তাহাদের হৃদয়ের কথা শীঘ্র পাওয়া যায় না; মুখটী মধুমাখা, হৃদয়টী বিষে ভরা। বাণীমাধবের মিষ্টকথা শুনিয়া ব্রজনাথ কহিলেন,—ভাই, চিরদিন তোমাকে হৃদয়-সুহৃদ্ বলিয়া জানি; ঠাকুর-মা স্ত্রীবুদ্ধি, গম্ভীর-বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; কন্যা জুটাইয়া আমাকে সংসার-নিরয়ে ফেলিবেন—এই মানসে অনেক ছন্দোবন্ধ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে পারিলে আমি তোমার নিকট চিরঋণী হই। বাণীমাধব বলিল,—শর্ম্মারাম থাকিতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; দাদা, একটা কথা আমাকে হৃদয় খুলিয়া বল, তবে আমি তোমার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করি; আমি জিজ্ঞাসা করি, সংসারে তোমার ঘৃণা কেন হইতেছে? কাহার পরামর্শে

তুমি এরূপ বিরক্তভাব ধারণ করিয়াছ? ব্রজনাথ আপনার বিরাগের সমস্ত ঘটনা বাণীমাধবকে বলিলেন; আরও কহিলেন,—মায়াপুরের বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজী আমার উপদেষ্টা—সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট গিয়া সংসার-জ্বালা হইতে শান্তি লাভ করি; তিনি আমাকে বিশেষ কৃপা করিতেছেন। দুরভিসন্ধিযুক্ত বাণীমাধব মনে মনে ভাবিল,—হাঁ, ব্রজ-দাদার যে বিষয়ে দৌর্ব্বল্য, তাহা পাইলাম; এখন ছলে-কৌশলে ইঁহার গতি ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রকাশ্যে বলিলেন,—দাদা, আজ আমি গোপনে দিদি-মা'র চিত্ত ফিরাইয়া দিব, এখন গৃহে চলিলাম। এই কথা বলিয়া প্রথমে নিজগৃহে গমন করিলেন; কিয়ৎকাল পরে অন্য পথ দিয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বকুল-তলায় বসিয়া মনে মনে করিতেছেন—এই বৈষ্ণব ব্যাটারাই জগতের মজা লুটিতেছে—কেমন ঘর, কেমন কুঞ্জ, কেমন চবুতরা, কেমন সুন্দর প্রাঙ্গণ! একটী একটী ভজন কুটীরে এক একটী বৈষ্ণব বসিয়া মালা জপ করিতেছে—ধর্ম্মের ষাঁড়ের ন্যায় ইহারা নিশ্চিন্ত! পল্লীর কুল-কামিনীগণ গঙ্গাস্নান করিয়া ইহাদিগকে জল, ফল ও নানাবিধ খাদ্য দিয়া যাইতেছে; ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া এইরূপ লাভের পন্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল বাবাজীর দলেই তাহার সার ভোগ করিতেছে। ধন্য কলিকাল! "রঘো, চতে, বলা,—তিন কলির চেলা,"—এ কথা আজ এইখানে আসিয়া ঠিক বুঝিতে পারিতেছি; হায়! আমার কুলীন-ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করা বৃথা হইয়াছে! আজ-কাল আমাদিগকে কেহ জলও দেয় না, ফলও দেয় না! বৈষ্ণব বেটারা নৈয়ায়িকদিগকে 'ঘটপটিয়া' মূর্খ বলে, সে কথাটা ব্রজদাদায় সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়—এত পড়ে, শুনে, এই লেঙ্গুটীয়া, দুষ্টলোকদিগের হাতে পড়ে গিয়েছেন। আমি বাণীমাধব—দাদাকেও দোরস্ত করিব, এ

ব্যাটাদিগকেও দোরস্ত করিব। এই কথা মনে করিতে করিতে তিনি একটী কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই কুটীরে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় কলার পোটোর আসনে বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন। মনুষ্যের যে স্বভাব, তাহা তাহাদের মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় দেখিলেন যে, কলি মূর্ত্তিমান হইয়া এই ব্রাহ্মণকুমারের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা স্বভাবতঃ আপনাদিগকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন, সমস্ত শত্রুপীড়ন সহ্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করেন, নিজে অমানী হইয়া অন্য সকলকে মান বিধান করেন, সুতরাং রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আদর করিয়া বাণীমাধবকে বসাইলেন। বাণীমাধব নিতান্ত অবৈষ্ণব—বৈষ্ণবের মর্য্যাদা না জানিয়া বৃদ্ধবাবাজীকে শূদ্র-বোধে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, তোমার নাম কি, এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছ? বৃদ্ধবাবাজী 'তুমি' 'আমি' বলিয়া কথা কহিলেন, তাহাতে বাণীমাধবের চক্ষে একটু রোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাণীমাধব একটু বক্রতার সহিত বলিতে লাগিলেন,—ওহে বাবাজী, কৌপীন পরিলেই কি ব্রাহ্মণের সমান হওয়া যায়? সে যাহা হউক্, একটা কথা তোমাকে বলি,—ব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে তোমরা জান?

বাবাজী। অপরাধ ক্ষমা করুন—বৃদ্ধলোকের বাগ্‌দোষ ধরিবেন না; ব্রজনাথ কখন কখন কৃপা করিয়া আসেন।

বাণী। সে লোকটী বড় সহজ নয়; দুই চারিদিন আসিলে বিনয়াদির দ্বারা তোমাকে বশীভূত করিয়া তোমার যাহা করিবার, তাহা করিবে। বেলপুকুরের ভট্টাচার্য্যেরা তোমাদের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত বিরোধী; তাহারা পরামর্শ করিয়া ব্রজনাথকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছে। তুমি বৃদ্ধলোক—একটু সাবধানে থাকিবে। আমি মাঝে মাঝে আসিয়া

তাহাদের কু-পরামর্শনকল তোমাদের বলিয়া যাইব। আমার বিষয় তাহাকে কিছু বলিবে না—বলিলে, তোমার আরও অনিষ্ট করিবে; আমি অদ্য চলিলাম। এই বলিয়া বাণীমাধব স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বাণীমাধব ব্রজনাথের কাছে গিয়া কথায় কথায় বলিলেন—দাদা, আমি কার্য্যগতিকে অদ্য প্রাতে মায়াপুর গিয়াছিলাম; সেখানে একটী বৃদ্ধবৈষ্ণব দেখিলাম—সেই বা রঘুনাথ দাস বাবাজী হয। তাহার সহিত একটু কথোপকথন করিতে করিতে তোমার প্রসঙ্গ হইল। তোমার সম্বন্ধে সে একটা এমন ঘৃণিত কথা বলিল যে, সেরূপ বাক্য কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযোগ করে না; অবশেষে বলিল,—ব্রজনাথকে ৩৬ জাতির পাত্রাবশিষ্ট খাওয়াইয়া তাহার বাম্‌নাই শেষ করিয়া দিব! ছি! তোমার মত পণ্ডিত-লোক সেরূপ লোকের নিকট গেলে আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মান থাকিবে না। বাণীমাধবের এইসকল কথা শুনিয়া ব্রজনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার যে দৃঢ়শ্রদ্ধা হইয়াছিল এবং বৃদ্ধবাবাজীর প্রতি তাঁহার যে ভক্তি হইয়াছিল, তাহা না জানি কি কারণে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। ব্রজনাথ বলিলেন,—ভায়া, আজ আমি একটু বিশেষ ব্যস্ত আছি, তুমি ঘরে যাও; কাল তোমার কথা শুনিয়া আলোচনা করিব। বাণীমাধব চলিয়া গেলেন।

বাণীমাধবের দ্বিহৃদয়-চরিত্র ব্রজনাথ ভালরূপ জানিতেন। ব্রজনাথ অনেক ন্যায় পড়িয়াছিলেন, তথাপি স্বভাবতঃ অসচ্চেষ্টা ভালবাসিতেন না। সন্ন্যাসের সহায়তা করিবে বলিয়া বাণীমাধবকে একটু বন্ধুত্ব-ভাব দেখাইয়াছিলেন; এখন বুঝিতে পারিলেন যে, বাণীমাধব কোন প্রকার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বৈরাগ্যের অনুকূলবাক্য বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে স্মরণ হইল যে, প্রস্তাবিত-বিবাহের সম্বন্ধে বাণীমাধবের লভ্য আছে; তজ্জন্যই শ্রীমায়াপুর গিয়া সে কোন

দুরভিসন্ধির ভিত্তি পত্তন করিয়া আসিয়া থাকিবেক। মনে মনে ভগবানকে বলিলেন,—হে ভগবন্, গুরু-বৈষ্ণবে যেন আমার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে, ধূর্ত্তলোকের দৌরাত্ম্যে যেন কোন প্রকারে লঘু না হয়। এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে দিনটীর অবশেষ হইল; সন্ধ্যার পরে ব্যাকুল-চিত্তে শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করিলেন।

এদিকে বাণীমাধব উঠিয়া গেলে বৃদ্ধবাবাজী মহাশয় মনে মনে করিলেন যে, এই লোকটা ঠিক ব্রহ্মরাক্ষস—"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু" (১) এই শাস্ত্রবাক্যটী এই লোকে ফলিয়াছে; ইহার বর্ণাহঙ্কার, বৃথাভিমান, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও ধর্ম্মধ্বজিত্ব ইহার মুখশ্রীতে চিত্রিত আছে; ইহার সঙ্কীর্ণ স্কন্ধ, মিট্‌মিটে চক্ষু ও কথার চালাকি ইহার অন্তরের পরিচয়। আহা! ব্রজনাথ কি মধুরস্বভাব ব্যক্তি, আর এ ব্যক্তিই বা কি অসুরস্বভাব পুরুষ! হে কৃষ্ণ, হে গৌরাঙ্গ, যেন এইরূপ লোকের সহিত সঙ্গ আর না করিতে হয়! অদ্য ব্রজনাথ আসিলে তাহাকেও সতর্ক করিয়া দিব।

ব্রজনাথ কুটীরে প্রবিষ্ট হইলে বৃদ্ধবাবাজী মহাশয় দ্বিগুণ-স্নেহাবিষ্ট হইয়া 'এস বাবা, এস' বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ব্রজনাথ চক্ষে দর-দর ভক্তি-ধারার সহিত বাবাজীর চরণ-রেণু চুম্বন করিয়া বসিলেন; তিনি লজ্জায় কোন কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না। বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—একটী কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ অদ্য প্রাতে আসিয়া কতকগুলি উদ্বেগ-দায়ক বাক্য বলিয়া গেলেন; তুমি কি তাহাকে চেন?

ব্র। প্রভো, জগতে জীব অনেক প্রকার, আপনিই বলিয়াছেন; তন্মধ্যে পূর্ণ মৎসরতা-নিবন্ধন কতকগুলি লোক অন্যজীবে উদ্বেগ জন্মাইয়া

১) ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুখী হয়। আমাদের বাণীমাধব-ভায়া ('ভায়া' বলিতে লজ্জাবোধ হয়) তন্মধ্যে একজন প্রধান; তাহার কথা আর যদি কিছুমাত্র উল্লেখ না হয়, তাহা হইলে আমি সুখী হই; আসল কথা এই যে, আমার নিন্দা আপনার কাছে ও আপনার নিন্দা আমার কাছে করা এবং মিথ্যা-দোষারোপ করিয়া সুহৃদ্‌ভেদ জন্মাইয়া দেওয়াই তাহার প্রকৃতি; তাহার কথা শুনিয়া আপনি ত' কিছুই মনে করেন নাই?

বা। হা কৃষ্ণ! হা গৌরাঙ্গ! আমি বহুকাল বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত—আমি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-ভেদ করিতে তাঁহাদের কৃপায় শক্তি লাভ করিয়াছি; আমি সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি—সে বিষয় তোমার আর কিছু বলিতে হইবে না।

ব্র। সে সব কথা বিস্মৃত হইয়া আমাকে বলুন, মায়াবদ্ধ জীব কিরূপে মুক্ত হয়?

বা। শ্রীদশমূলের সপ্তমশ্লোক শুনিলে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে,—

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্‌-বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্‌রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্ম্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৭ ॥

সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধজীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মিয়া পড়ে; কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্প অল্পে মায়িক-দশা দূর হইতে থাকে—জীব ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ করিতে যোগ্য হন।

ব্র। এ সম্বন্ধে দু-একটী বেদ-প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

বা। বেদ বলিয়াছেন, (মুণ্ডক ৩।১।২ শ্বেঃ ৪।৭)—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥" (১)

ব্র। যখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পান, তখন বীতশোক হইয়া জীব তাঁহার মহিমা লাভ করেন—এই বাক্যদ্বারা কি 'মুক্তি'কে বুঝিতে হইবে?

বা। মায়াবন্ধন-মোচনের নাম 'মুক্তি', তাহা সাধুসঙ্গ-প্রাপ্ত পুরুষের অবশ্যই লভ্য, কিন্তু মুক্তি হইলে জীবের যে মহিমা লাভ হয়, তাহাই অন্বেষণীয়। "মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—এইবাক্যে অন্যথা রূপ পরিত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপাবস্থিতিই প্রয়োজন। বন্ধন-মোচন যে মুহূর্ত্তে হয়, সেই মুহূর্ত্তে মুক্তির কার্য্য হইয়া গেল; কিন্তু স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের অনন্ত ক্রিয়া আরম্ভ হইল—তাহাই তাঁহার মূল প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখহানিকে 'মুক্তি' বলা যায়, কিন্তু মুক্তির পর চিৎসুখপ্রাপ্তিরূপ একটী অবস্থা আছে, তাহা ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন, (৮।১২।৩)—

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তম পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ।" (২)

ব্র। মায়ামুক্ত পুরুষদিগের লক্ষণ কি?

বা। তাঁহাদের আটটী লক্ষণ ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে, (৮।৭।১)—

(১) ৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) এই জীব মুক্তি লাভ করিয়া—এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া চিন্ময় জ্যোতিঃসম্পন্নস্বরূপে—নিজ চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন; তিনিই উত্তম পুরুষ; তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ সম্ভোগাদিতে মগ্ন হন।

"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প সোঽন্বেষ্টব্য ॥" (১)

ব্র। মূলে কথিত হইয়াছে যে, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যখন হরিরসরসিক-বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করেন, তখনই তাঁহার মঙ্গলোদয় হয়—একথায় আমার একটী পূর্ব্বপক্ষ এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান, অষ্টাঙ্গ-যোগ ইত্যাদি শুভকর্ম্মদ্বারা কি চরমে হরিভক্তিলাভ হয় না?

বা। ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন, (ভা ১১।১২।১-২)—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা।
ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ (২)

তাৎপর্য্য এই যে যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্মার্ত্তধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত দক্ষিণা, ব্রতসকল, যজ্ঞসকল, তীর্থভ্রমণ ও যম-নিয়ম আমাকে ততদূর বাধ্য করিতে পারে না, সর্ব্বসঙ্গবিনাশক সৎসঙ্গ যেরূপ অবরোধ করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগাদির দ্বারা আমাকে গৌণরূপে সন্তুষ্ট

(১) যিনি মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য, জরাধর্ম্মরহিত অর্থাৎ নিত্যনূতন, মৃত্যুশূন্য, শোকাতীত, প্রাকৃত ক্ষুধা বা পিপাসারহিত, অপ্রাকৃত ও নির্দ্দোষ কামনাযুক্ত, যাঁহার বাসনামাত্রই সিদ্ধ হয়, সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

(২) ভগবান কহিলেন,—সর্ব্ববিধ অনর্থনিবারক সাধুসঙ্গ যেমন আমাকে বশ করে, আসন-প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ত্ববিবেকরূপ সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাসাদি-ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কূপতড়াগাদি-নির্ম্মাণ, সামান্যতঃ দান, চাতুর্ম্মাস্যাদি-ব্রত, দেবপূজা, রহস্য-মন্ত্র, তীর্থ-পর্য্যটন, নিয়ম ও যম—এই সকল কিছুই আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

করিতে পারে, কিন্তু সাধুসঙ্গই আমাকে একান্ত অবরোধ করিবার একমাত্র হেতু ; যথা হরিভক্তিসুধোদয়ে (৮।৫১) বলিয়াছেন—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ॥

অর্থাৎ, যে পুরুষের যেরূপ সঙ্গ, তাহার সেইরূপ মণিস্পর্শের ন্যায় গুণ হয়, অতএব শুদ্ধসাধুলোকের সঙ্গদ্বারা শুদ্ধসাধু হওয়া যায়। সাধুসঙ্গই সকলপ্রকার শুভদ ; শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধুসঙ্গকেই বলে। সাধুসঙ্গ অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও তাহাতে বিশেষ উপকার ; যথা ভাগবতে, (৩।১৩।৫৫)—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অর্থাৎ, অজ্ঞানক্রমে অসাধুসঙ্গ করিলেও সংসাররূপ অসৎ ফললাভ হয়, সেই সঙ্গ অজ্ঞানেও যদি সাধুতে কৃত হয়, তাহাই নিঃসঙ্গী। যথা ভাগবতে, (৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

অর্থাৎ, যে পর্য্যন্ত জীব নিষ্কিঞ্চন, মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদরজোদ্বারা অভিষেক স্বীকার না করেন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ ভগবচ্চরণে তাঁহার মতি হয় না। (ভাঃ ১০।৪৮।৩১)—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

অর্থাৎ, গঙ্গাদি জলময় তীর্থসকল এবং মৃৎ-শিলাময় দেবতাসকলকে বহুদিন সেবা করিলে তাঁহারা পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। অতএব (ভাঃ ১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥ (১)

বাবা, এই সংসারে অনাদি-মায়াবদ্ধজীব কখনও দেবযোনিতে, কখনও পশুযোনিতে স্মরণাতীত-কাল হইতে কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। যদি কখনও সুকৃতিবলে সাধুসঙ্গ হয়, সেই সময় হইতেই পরাবরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মে।

ব্র। সুকৃতি হইতে সাধুসঙ্গ-লাভ হয়; সুকৃতি কি? তাহা কি কর্ম্ম, না জ্ঞান?

বা। শাস্ত্রে শুভকর্ম্মকে 'সুকৃতি' বলেন। সেই শুভকর্ম্ম দুই প্রকার—ভক্তিপ্রবর্ত্তক ও অবান্তরফলপ্রবর্ত্তক। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, সাংখ্যাদি-জ্ঞান—এ সমস্তই অবান্তরফলপ্রদ-সুকৃতি; সাধুসন্নিকর্ষ ও ভক্তিজনক দেশ, কাল ও দ্রব্যসংস্পর্শই ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি। ভক্তিপ্রদ সুকৃতি লাভ করিতে করিতে তাহা বলবান্ হইয়া কৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন করে; অবান্তরফলপ্রদ-সুকৃতিসকল সেই সেই ফল দিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে যতপ্রকার দানাদি শুভকর্ম্ম হইতেছে, তাহারা ভুক্তিফল দান করে। ব্রহ্মজ্ঞানাদি-সুকৃতি 'মুক্তিফল' দান করে; তাহারা 'ভক্তিফল' দান করিতে সমর্থ নয়। সাধু-ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গ, একাদশী, জন্মাষ্টমী, গৌর-পৌর্ণমাস্যাদি সাধুভাবজনক কাল, তুলসী, শ্রীমন্দির, মহাপ্রসাদ, তীর্থাদি সাধুবস্তুর দর্শন ও স্পর্শনরূপ ক্রিয়াসকল ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি।

ব্র। কোন ব্যক্তি সংসারের ক্লেশে অর্দ্দিত হইয়া যন্ত্রণা-দূরীকরণার্থ বিবেকক্রমে হরিচরণে যদি শরণাপত্তি গ্রহণ করেন, তাঁহার কি ভক্তিলাভ হইবে না?

---

(১) ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বা। যদি মায়া-যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া বিবেক দ্বারা জানিতে পারেন যে, সংসার-ধর্ম্ম—সকলই অসাধু, ভগবচ্চরণ ও তন্নিকটস্থ শুদ্ধভক্তগণই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়, এবং এরূপ অনন্যগতি হইয়া ভগবচ্চরণের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই চরণাশ্রিত-ভক্তদিগের পদাশ্রয় অগ্রেই গ্রহণ করেন; সেই পদাশ্রয়-গ্রহণেই তাঁহার ভক্তিপ্রদ, মুখ্য-সুকৃতি হয়—তাহাতেই তিনি ভগবচ্চরণ লাভ করেন। প্রথমে যে বৈরাগ্য ও বিবেক লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল গৌণরূপে ভক্তি-সাধক হইয়াছে; অতএব সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের মুখ্য উপায় আর নাই।

ব্র। গৌণভক্তিসাধক হইলেও কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেককে 'ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি' বলিবার আপত্তি কি?

বা। তাহাতে বিশেষ আপত্তি আছে; উহারা প্রায়ই জীবকে একটী অবান্তর-ফলে আবদ্ধ রাখিয়া সরিয়া পড়ে,—কর্ম্ম ভুক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়, বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদব্রহ্ম জ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে; এই জন্য ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তি-প্রদসুকৃতি বলা যায় না; কদাচ কাহারও পক্ষে উহারা ভক্তি-পর্য্যন্ত বাহক হয়—তাহা সাধারণ বিধি নয়। শুদ্ধভক্তসঙ্গের অবান্তর ফল নাই—তাহা অবশ্যই প্রেম পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে; যথা ভাগবতে, (৩.২৫।২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি। (১)

ব্র। 'সাধুসঙ্গ'ই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি; সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ ও পরে ভক্তিলাভ, ইহাকেই কি ক্রম বলিব?

---

(১) ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বা। ক্রম যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর,—সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের দৈবাৎ ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয়। শুদ্ধভক্তির যে সকল অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কোনটী না কোনটীর কার্য্য নবজীবনে দৈবাৎ কৃত হয়; যথা—ঘটনাক্রমে একাদশ্যাদি-দিবসে উপবাস, ভগবল্লীলাতীর্থের দর্শন ও সংস্পর্শ, অতিথিবোধে শুদ্ধভক্তের উপকার, নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের বদন-নির্গত হরিনামাদির কথা বা গীত-শ্রবণ। উক্ত সমস্ত কার্য্যে যাহাদের ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে উহারা ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয় না। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল ঘটনাক্রমে বা লোকদৃষ্টিতে যদি ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা রহিত হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্য করে, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্য ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয়; সেই ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বহু জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ হইলে বল লাভ করিয়া অনন্যভক্তিতে 'শ্রদ্ধা' উদয় করায়। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে 'শুদ্ধভক্ত-সাধুর সঙ্গ' করিবার স্পৃহা জন্মে; ভক্তসাধুগণের সঙ্গ হইলে 'সাধন ও ভজন' ক্রমে ক্রমে হয়; ভজন করিতে করিতে 'অনর্থসকল দূর' হয়; অনর্থ দূর হইলে পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নির্ম্মল হইয়া 'নিষ্ঠা' রূপে পরিণত হয়; নিষ্ঠা ক্রমশঃ অধিকতর নির্ম্মল হইয়া 'রুচি' হইয়া পড়ে, রুচি ভক্তির সৌন্দর্য্যে বদ্ধ হইয়া 'আসক্তি'-রূপে পরিণত হয়; আসক্তি ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিলে 'ভাব বা রতি' হয়; রতি সামগ্রীযোগে 'রস' হয়—ইহাই 'প্রেমোৎপত্তির' ক্রম। মূল কথা এই যে, শুদ্ধসাধু-দর্শনে সুকৃতপুরুষের সাধু-অনুগমনের প্রবৃত্তি জন্মে। সিদ্ধান্ত এই যে, ঘটনাক্রমে প্রথমে সাধুসঙ্গ, পরে শ্রদ্ধা ও পরে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ হয়। প্রথম সাধুসঙ্গের ফল শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপত্তি। হরিপ্রিয় দেশ, কাল, দ্রব্য ও পাত্র—এই সকলের সন্নিকর্ষই প্রথম সাধুসঙ্গ; প্রথম সাধু-সঙ্গের ফলে যে শরণাপত্তিরূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহার লক্ষণ গীতার (১৮।৬৬) চরম-শ্লোকে দেখিবে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (১)

অর্থাৎ, স্মার্ত্তধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি ধর্ম্মসকল 'সর্ব্বধর্ম্ম'-শব্দে উক্ত হইয়াছে; সেই সকল ধর্ম্মের দ্বারা জীবের প্রয়োজন-সাধন হইতে পাবে না, এইরূপ বুদ্ধির উদ্দেশে সেই সেই ধর্ম্মত্যাগের কথার উল্লেখ। সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ আমি ব্রজবিলাসী কৃষ্ণই জ'বের একমাত্র গতি, ইহা জানিয়া অনন্যভাবে ভোগমোক্ষাদিচিন্তা-রহিত হইয়া আমার শরণাগত হওয়াই প্রপত্তিরূপ শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা উদিত হইলে জীব কাঁদিতে কাঁদিতে বৈষ্ণব-সাধুব অনুগমনে রত হয়; এইবার যে সাধুব আশ্রয় কবেন, তিনিই গুরু।

ব্র। জীবেব অনর্থ কয প্রকাব?

অনর্থ চাবি প্রকার—১। স্ব-স্বরূপের 'অপ্রাপ্তি', ২। 'অসত্তৃষ্ণা', ৩। 'অপরাধ', ৪। 'হৃদয়-দৌর্ব্বল্য'। 'আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস' ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ; জড়বস্তুতে অহং-মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎবিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসত্তৃষ্ণা বলি, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসত্তৃষ্ণা। অপরাধ দশবিধ, তাহা পরে বলিব। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চাবিপ্রকার অনর্থ অবিদ্যাবদ্ধ-জীবের নৈসর্গিক ফল,—সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়। যোগাদি অন্যান্য পন্থায় প্রত্যাহার, যম, নিয়ম, বৈরাগ্যাদি সাধন-চতুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা উদ্বেগরহিত উপায় নয়; তাহাতে পতনের অনেক আশঙ্কা আছে এবং তদ্দ্বারা চরমে শুভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই উদ্বেগশূন্য উপায়। অনর্থগুলি যত যায়, মায়িক দশা ততই

(১) ৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তিরোহিত হয়; মায়িক দশা যে পরিমাণে তিরোহিত হয়, জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণে উদিত হইতে থাকে।

ব্র। অনর্থহীন ব্যক্তিদিগকে কি 'মুক্ত' বলা যায়?

বা। ভাগবতের (৬।১৪।৩-৫) এই পদ্যটী বিচার কর—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ (১)

অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্ত। ভক্ত অতি দুর্লভ—কোটি কোটি মুক্তলোকের মধ্যে অন্বেষণ করিলে একটী কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায়; অতএব কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা আর দুর্লভ সঙ্গ জগতে মিলিবে না।

ব্র। 'বৈষ্ণবজন' বলিলে কি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে?

বা। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তই বৈষ্ণব—গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগী হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, ধনিমানীই হউন বা দরিদ্রই হউন, তাঁহার যে পরিমাণে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত।

ব্র। মায়াকবলিত জীব পঞ্চপ্রকার, তাহা আপনি বলিয়াছেন। সাধনভক্ত ও ভাবভক্তগণকেও মায়াবদ্ধমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ভক্তগণ কি অবস্থা পর্য্যন্ত পৌছিলে 'মায়ামুক্ত' মধ্যে গণিত হন?

বা। ভক্তজীবন আরম্ভ হইলেই 'মায়ামুক্ত' বলিয়া জীব অভিহিত হন, কিন্তু 'বস্তুগত-মায়ামুক্তি' ভক্তিসাধনের পরিপক্ক অবস্থায় আসিলেই ঘটিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে কেবল 'স্বরূপগত-মায়ামুক্তি' ঘটিয়া থাকে।

(১) ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জীবের স্থূল ও লিঙ্গশরীর সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইলে বস্তুগত-মায়ামুক্তি হয়। সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। ভাবভক্তিতে জীব দৃঢ়রূপে অবস্থিত হইয়া জড়দেহ-পরিত্যাগানন্তর লিঙ্গদেহকে বিসর্জ্জন দিয়া চিচ্ছরীরে অবস্থিত হন। অতএব সাধনভক্তিকালে মায়িক দশা থাকে, ভাবভক্তির প্রারম্ভেও সে দশা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না—এই দুই অবস্থা বিচার করিয়া 'সাধনভক্ত' ও 'ভাবভক্ত'কে 'মায়াকবলিত' পঞ্চপ্রকার জীবের মধ্যে রাখা হইয়াছে। বিষয়ী ও মুমুক্ষুগণ এই পঞ্চপ্রকারের মধ্যে অবশ্য পরিগণিত। মুক্তগণের মধ্যে মায়ামুক্তি হরিভক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হয়। জীব অপরাধী হইয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছেন,—'আমি কৃষ্ণদাস' এই কথা বিস্মৃত হওয়াই মূল অপরাধ। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত অপরাধ যায় না, সুতরাং তদ্ব্যতীত মায়ামুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিসম্প্রদায় একরূপ বিশ্বাস করেন যে, কেবলজ্ঞানে মুক্তি হইবে—সেটী অমূলক বিশ্বাস; কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত মায়া-মোচন কখনই হইবে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাদিগের দুইটী সিদ্ধান্তযুক্ত শ্লোক (১০।২।৩২-৩৩) পাওয়া যায়—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (১)
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ (২)

ব্র। মায়ামুক্ত জীব কত প্রকার?

---

(১) ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনার স্নেহপাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছেন। সুতরাং তাঁহাদের, বিমুক্তমানী ব্যক্তিগণের ন্যায়, ভক্তিপথ হইতে পতনের আশঙ্কা নাই। হে প্রভো, তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নবিনাশনগণের মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

বা। মায়ামুক্ত জীব আদৌ দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত। যে সকল জীব মায়াবদ্ধ হন নাই, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। তাঁহারাও দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত-নিত্যমুক্তজীব ও মাধুর্য্যগত-নিত্যমুক্তজীব। ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবেরা পরব্যোমপতির পার্ষদ এবং পরব্যোমস্থ মূলসঙ্কর্ষণের কিরণকণ। মাধুর্য্যগত-নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক-বৃন্দাবননাথের পার্ষদ; তাঁহারা তদ্ধামস্থ বলদেবের কিরণকণ। বদ্ধমুক্তজীবগণ তিন প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত, মাধুর্য্যগত ও ব্রহ্মজ্যোতির্গত। যাঁহারা সাধনকালে ঐশ্বর্য্যপ্রিয়, তাঁহারা পরব্যোমনাথের নিত্যপার্ষদগণের সহিত সালোক্য লাভ করেন; সাধনকালে যাঁহারা মাধুর্য্যপ্রিয়, মোক্ষলাভের পর তাঁহারা নিত্য বৃন্দাবনাদিধামে সেবাসুখ ভোগ করেন; যাঁহারা সাধনকালে অভেদ-অনুসন্ধানে রত, তাঁহারা মোক্ষলাভের সহিত ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হন।

ব্র। যাঁহারা গৌরকিশোরের একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের চরমগতি কি?

বা। কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর—ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব ন'ন, উভয়ই মধুর-রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণ-স্বরূপ, এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ। মূল-বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণ-পীঠে যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। কোনস্থলে উভয়পীঠে স্বরূপব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান; আবার কোনস্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধন-কালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন

করেন। সাধনকালে যাঁহারা, কৃষ্ণ ও গৌর, উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌর-কৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদের পরম রহস্য।

এতাবৎ মায়ামুক্ত-অবস্থাবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করতঃ ব্রজনাথ থাকিতে না পারিয়া ভাবাবেশে বৃদ্ধবৈষ্ণবের চরণে পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিলেন। বাবাজী মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রজনাথকে তুলিয়া সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রাত্রি অনেক হইল, বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রজনাথ বাটী চলিলেন। পথে জীবের গতি-চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। গৃহে আসিয়া ভোজন করিবার সময় পিতামহীকে কহিলেন, —দিদিমা, তোমরা যদি আমাকে দেখিতে চাও, তবে আমার বিবাহের সম্বন্ধটা স্থগিত কর ও বাণীমাধবকে আর আশ্রয় দিবে না—সে আমার পরম শত্রু; কল্য হইতে আমি আর তাহার সহিত কথোপকথন করিব না, তোমরাও আর তাহার যত্ন করিও না।

ব্রজনাথের পিতামহী বড় বুদ্ধিমতী; দিবসে বাণীমাধবের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেইসব কথা ও ব্রজনাথের কথা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, বিবাহের প্রস্তাবটা এখন থাকুক; ব্রজনাথের যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে অধিক পীড়াপীড়ি করিলে সে হয় কাশী, না হয়, বৃন্দাবন চলিয়া যাইবে; ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হৌক।

অষ্টাদশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত ভেদাভেদ-বিচার)

বাণীমাধবের দুষ্টতা—হরিশ ডোম—বাণীমাধবের সর্পাঘাত—গৌরমতটী বেদান্তের কোন বাদমধ্যে পরিগণিত কি না?—ব্রহ্মসূত্র—শাঙ্করী পদ্ধতি—চারি প্রকার বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত—পরিণাম বাদ—বিকার—ব্রহ্মপরিণাম ও শক্তিপরিণাম—ব্রহ্মের ইচ্ছা বিকার নয় —ইচ্ছা হইলে শক্তির পরিণাম হয়—ভগবান্ নিত্য সবিশেষ—এক হইয়াও পরমতত্ত্ব নিত্য চতুর্দ্ধা—বিবর্ত্তবাদ—বিবর্ত্তবাদ কৌতুকাবহ—সুতরাং বেদবিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ—মায়াবাদ বিচারিত—মায়াবাদ বৌদ্ধমত—মহাদেবের ভগবদাজ্ঞায় জীবের কল্যাণ-সাধনের জন্যই মায়াবাদ কল্পনা—মায়াবাদ প্রচারের প্রমাণ—তৎপক্ষীয় মহাবাক্য চতুষ্টয়ের বিচার—মায়াবাদের বেদবিরুদ্ধতা—অচিন্ত্যভেদাভেদের সর্ব্ববেদসিদ্ধতা—অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তেই প্রীতির চরম প্রয়োজনত্ব সিদ্ধ—প্রীতিই সকলের তাৎপর্য্য—অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার না করিলে নিত্যপ্রীতিতত্ত্ব স্বীকৃত হয় না।

বাণীমাধব অতিশয় নষ্টপ্রকৃতি—ব্রজনাথের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে করিল, ব্রজনাথ ও বাবাজীদের উভয়ের অমঙ্গল সাধন করা চাই। আর কতকগুলি নষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তির সহিত জটলা করিয়া স্থির করিল যে, ব্রজনাথ রাত্রে যখন শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে আসিবে, তখন লক্ষণটিলার নিকট নির্জ্জন-প্রদেশে তাহাকে প্রহার করিতে হইবে। ব্রজনাথ সে কথা একটু বুঝিতে পারিয়া দিবাভাগে বৃদ্ধ বাবাজীমহাশয়ের সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতিদিন আসা হইবে না, এবং যখন আসিতে হইবে, তখন দিবাভাগেই আসিতে হইবে; আর, একটা মজবুদ্ লোক সঙ্গে সঙ্গে রাখা চাই। ব্রজনাথের কতকগুলি প্রজা ছিল; তন্মধ্যে

'হরিশ ডোম' বলিয়া একজন পাকা লাঠিয়াল ছিল। ব্রজনাথ হরিশকে বলিলেন—আমি আজকাল একটা বিষয়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, তুমি যদি আমার কিছু সহায়তা কর, তবে আমি রক্ষা পাই। হরিশ বলিল—ঠাকুর, তোমার জন্যে আমি পেরাণ দিতে পারি; আমাকে বলিলে আমি তোমার শত্রুকে মেরে ফ্যাল্‌বো। ব্রজনাথ বলিলেন—বাণীমাধব আমার অমঙ্গল-চেষ্টা করিতেছে; তাহার উৎপাতে আমি শ্রীবাস-অঙ্গনে বৈষ্ণবদিগের নিকট যাইতে সাহস করি না; পথে আমাকে মারিবে, এরূপ যুক্তি করিয়াছে। হরিশ উত্তর করিল—ঠাকুর, তোমার হ'র্‌শে থাক্‌তে পর্‌ওয়া কি? এই লাঠিগাছটা বাণীমাধব ঠাকুরের মুণ্ডে পড়িবে, বোধ হচ্চে। যা হোক্‌, ঠাকুর! যেখন যেখন তুমি ছিবিবাস-আঙ্গিনায় যাবা, তেখন তেখন মোরে সঙ্গে ন্যাবা; দেখ্‌বো, কোন্‌ ব্যাটা কি করে,—মুঞি একাই এক্‌শো জন।

হরিশ ডোমের সহিত এইরূপ স্থির করিয়াও ব্রজনাথ দুই চারি দিন অন্তর শ্রীবাস-অঙ্গনে যান; অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না; তত্ত্বকথা হয় না বলিয়া মনে অত্যন্ত দুঃখিত আছেন। ১০।২০ দিন এইরূপে অতিবাহিত হইতে না হইতে নষ্টপ্রকৃতি বাণীমাধবের সর্পাঘাত হইল। বাণীমাধবের মৃত্যুসংবাদে বৈষ্ণব ব্রজনাথ মনে মনে করিলেন, বৈষ্ণব-বিদ্বেষে কি তাহার এই ফল হইল? আবার মনে মনে করিলেন, (ভা ১০।১।৩৮) "অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্" (১) পরমায়ু নাই, মরিয়া গেল; এখন আমার প্রত্যহ শ্রীবাস-অঙ্গনে গমনের আর ব্যাঘাত কি? সেই দিন ব্রজনাথ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া বাবাজীমহাশয়কে দণ্ডবৎ করতঃ বলিলেন—আজ হইতে আমি আবার প্রত্যহ আপনার চরণে আসিব; প্রতিবন্ধক বাণীমাধব এ জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে। পরম

(১) অদ্যই হউক বা শতবৎসর পরেই হউক, প্রাণিদিগের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কারুণিক বাবাজীমহাশয় অনুদিত-বিবেক জীবের মৃত্যুসংবাদে প্রথমে দুঃখিত হইলেন ; একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন—"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ) (১) ; কৃষ্ণের জীব কৃষ্ণ যথায় পাঠাইবেন, তথায় যাইবে ; বাবা, তোমাব মনে আর কিছু ক্লেশ আছে ?

ব্র। আমার মনে এইমাত্র ক্লেশ যে, কয়েক দিবস আমি আপনার উপদেশামৃত পান কবিতে না পাইয়া ব্যাকুল-হৃদয় হইয়াছি। অদ্য শ্রীদশ-মূলের অবশিষ্ট উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি।

বা। আমি তোমার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি ; তুমি কি পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলে এবং তাহা শুনিযা তোমার কি প্রশ্ন মনে উদিত হইয়াছে, তাহা বল।

ব্র। শ্রীশ্রীগৌরকিশোর জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ-মতের নামটী কি ? অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এই সকল মত পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ শিখাইয়াছেন। শ্রীগৌবাঙ্গ দেব কি ঐ-সকল মতের মধ্যে কোন একটী মত স্বীকার করিয়াছেন, কি অন্য প্রকার মত শিক্ষা দিয়াছেন ? সম্প্রদায়-প্রণালীতে আপনি বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত ; তাহা হইলে তাঁহাকে কি শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রকাশিত দ্বৈতবাদের আচার্য্য বলিয়া মানিব, না আর কিছু ?

বা। বাবা, তুমি শ্রীদশমূলের অষ্টম শ্লোক শ্রবণ কর—

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে ॥ ৮ ॥

---

(১) পুরুষ স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করেন।

সমস্ত চিদচিজ্জগৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি ; বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়, তাহা কলিকালের মল ও শ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধ ; অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বই শ্রুতিসম্মত সুবিমলতত্ত্ব , অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব হইতে সর্ব্বদা নিত্যতত্ত্বে প্রেমসিদ্ধি হয়।

উপনিষদবাক্যগুলিকে 'বেদান্ত' বলা যায় , সেই বেদান্তকে সুন্দররূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়চতুষ্টয়সংযুক্ত 'ব্রহ্মসূত্র' নামে শ্রীবেদব্যাস যে যে সূত্রসকল রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই 'বেদান্তসূত্র' বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্তসূত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, ঐসকল বেদান্ত সূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মতাচার্য্যগণ বেদান্ত-সূত্র হইতে স্বীয় স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতে 'বিবর্ত্তবাদ' উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণতি করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না ; অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়, বিবর্ত্তবাদই ভাল। বিবর্ত্ত-বাদের অন্য নাম 'মায়াবাদ'। তিনি বেদমন্ত্রসকল আবশ্যকমত সংগ্রহ করতঃ বিবর্ত্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন ; ইহাতে বোধ হয়, পরিণাম-বাদ পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণাম-বাদকে কুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিবর্ত্তবাদ একটি মতবাদ ; তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'দ্বৈতবাদ' সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক বেদমন্ত্রসকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্য কতকগুলি বেদমন্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য অনেকগুলি শ্রুতিবচন অবলম্বনপূর্ব্বক 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতকগুলি শ্রুতিবচন অবলম্বনপূর্ব্বক সেই বেদান্তসূত্র হইতে 'শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ' প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত

হইয়াছে, তাহা ভক্তি-তত্ত্ববিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতিবচনের সম্মানপূর্ব্বক যেমন সিদ্ধ হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার নাম 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-তত্ত্ব—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সারমাত্র স্বীকার করিয়াছেন।

ব্র। পরিণামবাদ কি প্রকার?

বা। পরিণামবাদ দুই প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম-পরিণামবাদ ও তৎশক্তি-পরিণামবাদ। 'ব্রহ্ম-পরিণামবাদে'র শিক্ষা এই যে, অচিন্ত্য-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম পরিণত হইয়া এক অংশে জীবসকল ও অপরাংশে জড়জগৎ হইয়াছেন। সেইমতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' (ছাঃ ৬।২।১) (১) এই শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্ম বলিয়া 'একটীমাত্র' বস্তু স্বীকৃত আছে; অতএব ঐ মতকেও 'অদ্বৈতবাদ' বলা যায়—দেখ, বিকারকেই পরিণাম বলা হইল। শক্তি-পরিণামবাদিগণ বলেন, ব্রহ্মের বিকার সম্ভব নয়; ব্রহ্মের যে অবিচিন্ত্য শক্তি, তাহাই পরিণত হইয়া জীবশক্ত্যংশে, জীবনিচয়কে ও মায়াশক্ত্যংশে জড়জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন; এরূপ মানিলে পরিণামবাদেও ব্রহ্ম বিকৃত হন না।

সতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। (২)

বিকার কি? ইহা সত্যতত্ত্ব হইতে একটী অন্যথা-বুদ্ধিমাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে বিকৃত হয়; ইহাতে একটী দুগ্ধরূপকত্ব আছে; দধিরূপে তাহার অন্যথা হইলে সেই অন্যথা-বুদ্ধিকে তাহার 'বিকার' বলে। ব্রহ্মপরিণাম-

---

(১) ২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) একটী সত্যতত্ত্ব হইতে অন্য একটী সত্যতত্ত্ব উদিত হইলে, তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই বিকার অর্থাৎ পরিণাম।

বাদে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের বিকার; এই মতটী নিতান্ত অবিশুদ্ধ, ইহাতে সন্দেহ নাই। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম একমাত্র বস্তু—তাঁহার বিকারের স্থল পাওয়া যায় না; তাঁহাকে 'বিকারী' বলিলে বস্তুসিদ্ধি হয় না। অতএব ব্রহ্ম-পরিণামবাদ কোন মতেই ভাল নয়; শক্তি-পরিণামবাদে সেরূপ দোষ ঘটে না। ব্রহ্ম অবিকৃত আছেন, তাঁহার অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি কোনস্থলে অণুকল্পে জীবরূপে পরিণত হইতেছেন, কোন স্থলে ছায়াকল্পে জড়ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেছেন। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, জীবজগৎ হউক্, অমনি তাঁহার পরাশক্তিগত জীবশক্তি অনন্ত জীব প্রকট করিল। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, জড়জগৎ হউক্, অমনি পরাশক্তির ছায়ারূপ মায়াশক্তি এই অসীম জড়জগৎকে প্রকট করিল—ইহাতে ব্রহ্মেব নিজ-বিকার নাই। যদি বল, ইচ্ছাই তাঁগার বিকার; সে বিকার ব্রহ্মে কিরূপে থাকে? তাহার উত্তর এই, তুমি জীবের ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছাকে বিকার বলিতেছ; জীব ক্ষুদ্র, তাঁহার যে ইচ্ছা হয়, তাহা অন্যশক্তি-সংস্পর্শী; এই জন্য জীবের ইচ্ছাটা 'বিকার'। ব্রহ্মের ইচ্ছা সেরূপ নয়, ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ—ব্রহ্মের শক্তি হইতে অপৃথক্ হইয়াও তাহা পৃথক্। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছাই ব্রহ্মেরস্বরূপ, তাহাতে বিকারের স্থল নাই এবং তাহার পরিণতিও নাই; ইচ্ছা হইবা-মাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হন। শক্তিরই পরিণাম। এই সূক্ষ্মবিভাগ জীবের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অতীত—কেবল বেদ-প্রমাণদ্বারাই জানা যাইতেছে। এখন শক্তির পরিণাম কিরূপ, তাহাই বিচার্য্য; দুগ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহাই যে শক্তিপরিণামের একমাত্র পরিচয়, তাহা নয়; যদিও প্রাকৃতবস্তুদ্বারা অপ্রাকৃত-তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্নরাশি

প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে (১); অপ্রাকৃত-তত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে কর। অনন্তজীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দ্দশ-লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকারশূন্য থাকেন। 'বিকারশূন্য' শব্দদ্বারা এরূপ মনে করিও না যে, তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ—বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ, কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা তিনি নিত্য-সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ; কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অর্দ্ধস্বরূপ-মাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে 'অপাদান', 'করণ' ও 'অধিকরণ'রূপ তিনটী কারকত্ব শ্রুতিগণ-কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; (তৈঃ ভৃগু, ১অনু)—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ-প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" (২)

অর্থাৎ, 'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে'—এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়; 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'—এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়; 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে' এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণদ্বারা পরতত্ত্ব বিশিষ্ট হইয়াছেন—ইহাই তাঁহার বিশেষ; অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। শ্রীজীব গোস্বামী ভগবত্তত্ত্ব বিচারে বলিয়াছেন—

(১) চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ।

(২) বরুণনন্দন ভৃগু পিতা বরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। বরুণ তদুত্তরে বলিলেন,—যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে গমন ও সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর,—তিনিই ব্রহ্ম।

"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভবজীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।"

অর্থাৎ পরমতত্ত্ব এক—তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, তাহার বাহিরে স্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাঁহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ সচ্চিদানন্দমাত্র বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ; চিন্ময় ধাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপবৈভব; নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই অণুচিৎ আশ্রয়; এবং মায়াপ্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্মজগৎই 'প্রধান' শব্দবাচ্য। এই চতুর্দ্ধা-প্রকাশ যেরূপ নিত্য, পরমতত্ত্বের একত্বও সেইরূপ। নিত্যবিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব; কেননা, জীববুদ্ধি সসীম, পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

ব্র। 'বিবর্ত্তবাদ' কাহাকে বলি?

বা। বেদে যে বিবর্ত্তসম্বন্ধে বিচার আছে, তাহা বিবর্ত্তবাদ নয়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য 'বিবর্ত্ত' শব্দের যে প্রকার অর্থ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে 'বিবর্ত্তবাদ' ও 'মায়াবাদ' এক হইয়া গিয়াছে। 'বিবর্ত্ত' শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ এইরূপ—

অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।

অর্থাৎ, যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ত্ত'। জীব চিৎকণ বস্তু, জড়ীয় স্থূল-লিঙ্গ দেহে আবদ্ধ হইয়া তত্ত্বভ্রমে আপনাকে লিঙ্গ ও স্থূল-শরীরের সহিত এক মনে করিয়া দেহকে 'আমি' বলিয়া যে পরিচয় দেন, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানশূন্য অন্যথা-

বুদ্ধি—ইহাই বেদসম্মত একমাত্র বিবর্ত্তের উদাহরণ ; যথা—কেহ এরূপ বুদ্ধি করিতেছেন যে, আমি সনাতন ভট্টাচার্য্যের পুত্র রমানাথ ভট্টাচার্য্য ; কেহ বা মনে করিতেছেন, আমি বিশে চাঁড়ালের পুত্র সাধু চাঁড়াল। এই বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রম—চিৎকণ জীব রমানাথ ভট্টাচার্য্য বা সাধু চাঁড়াল ন'ন ; তথাপি দেহে আত্ম-বুদ্ধি করায় সেরূপ প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম ঐ প্রকার, অতএব এই সমস্ত উদাহরণদ্বারা মায়িক-দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তভ্রংকে দূর করিবার পরামর্শ বেদে দেখা যায়। মায়াবাদিগণ বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক এক প্রকার কৌতুকাবহ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 'আমি ব্রহ্ম' —ইহাই তাত্ত্বিক বুদ্ধি, তাহার অন্যথা 'আমি জীব' এই বুদ্ধিকে তাঁহারা 'বিবর্ত্ত' বলিয়াছেন ; বস্তুতঃ, ওরূপ বিবর্ত্তবাদে সত্যের নির্ণয় হয় না। বিবর্ত্তবাদ বস্তুতঃ শক্তিপরিণামবাদের বিরোধী নয়, কিন্তু মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদ নিতান্ত হাস্যাস্পদ। মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদ কয়েক প্রকার —তন্মধ্যে জীবভ্রমক্রমে ব্রহ্মের জীবত্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্রহ্মের জীবত্ব এবং স্বপ্নে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পৃথক্ জীব ও জড়জগতের ব্রহ্মেতর বুদ্ধি,— এই তিন প্রকার বিবর্ত্তবাদ বিশেষরূপে প্রচারিত আছে। এ প্রকার বিবর্ত্তবাদ সত্য নয়, বেদপ্রমাণ-বিরুদ্ধ।

ব্র। মায়াবাদ-ব্যাপারটা কি ? ইহা আমার বুদ্ধিতে আসে না।

বা। একটু স্থির হইয়া বুঝিয়া লও। মায়াশক্তি স্বরূপশক্তির ছায়া-মাত্র, তাহার চিজ্জগতে প্রবেশ নাই ; সেই মায়া জড়জগতেরই অধিকর্ত্রী। জীব অবিদ্যা-ভ্রমে জড়জগতে প্রবিষ্ট। চিদ্বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্রশক্তি অবশ্য আছে, মায়াবাদ তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে মানে না। মায়াবাদ বলে যে, জীবই ব্রহ্ম—মায়ার ক্রিয়াগতিকে তাহা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, মায়াসম্বন্ধ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব, মায়াসম্বন্ধশূন্য হইলেই জীবের ব্রহ্মত্ব ;

মায়া হইতে পৃথক্ হইয়া চিৎকণের অবস্থিতি নাই ; অতএব জীবের মোক্ষই ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বাণ। মায়াবাদ জীবকে ত' এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া শুদ্ধজীবের সত্তা স্বীকার করিলেন না; আবার বলেন যে, ভগবান্‌কে মায়াশ্রিত বলিয়া তাঁহাকে জড়জগতে আসিতে হইলে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—তিনি একটী মায়িকস্বরূপ গ্রহণ না করিলে প্রপঞ্চে উদিত হইতে পারেন না ; কেননা, ব্রহ্মাবস্থায় তাঁহার বিগ্রহ নাই, ঈশ্বরাবস্থায় তাঁহার মায়িক-বিগ্রহ হয় ; অবতারসকল মায়িক শরীরকে গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করেন, আবার মায়িক-শরীরকে এই জগতে রাখিয়া স্বধামে গমন করেন। মায়াবাদী ভগবানের প্রতি একটুকু অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, জীব ও ঈশ্বরের অবতারে একটী ভেদ আছে—সেই ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া স্থূলদেহ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে কর্ম্মের স্রোতবেগে জরা, মরণ ও জন্মপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য হন ; ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মায়িক গুণাদি গ্রহণ করেন ; তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তিনি সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্য হইতে পারেন ; ঈশ্বর কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু কর্ম্মফলের পরতন্ত্র ন'ন—এই সমস্ত মায়াবাদীর অসৎ সিদ্ধান্ত।

ব্র। বেদে কি কোন স্থলে এইরূপ মায়াবাদের উপদেশ আছে ?

বা। না ; বেদের কোনস্থলে মায়াবাদ নাই। মায়াবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন, (উত্তরখণ্ডে)

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥

উমাদেবীর জিজ্ঞাসা-মতে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—হে দেবি, মায়াবাদ অত্যন্ত অসৎ শাস্ত্র—বৌদ্ধমত, বৈদিক-বাক্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্য

দিগের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে; কলিকালে আমি ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে এই মায়াবাদ প্রচার করিব।

ব্র। প্রভো, দেবদেব মহাদেব বৈষ্ণবপ্রধান, তিনি কি জন্য এরূপ কদর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন?

বা। শ্রীমহাদেব ভগবানের গুণাবতার। অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করতঃ সকামভাবে ভগবদুপাসনা করিয়া নিজ নিজ দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান সরল-হৃদয়ে জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্যপ্রযুক্ত, ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তি-পথকে ভ্রষ্ট না করিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে শম্ভো, তামসপ্রবৃত্তি অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈবজগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটী শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশ হয়, অসুরপ্রবৃত্তিগণ শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন। পরমবৈষ্ণব শ্রীমহাদেব এরূপ দারুণ ভার গ্রহণ করিতে প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবদাজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ মায়াবাদ প্রচার করিলেন; অতএব জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাদেবের ইহাতে দোষ কি? যে পরমেশ্বরের কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে এবং যিনি জগতের সমষ্টি জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য কৌশলরূপ 'সুদর্শনচক্র' হস্তে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞায় যে, কি ভাবি-মঙ্গল আছে, তাহা তিনিই জানেন। অধিকৃত-দাসদিগের প্রভুর আজ্ঞা পালন করাই কার্য্য; এতন্নিবন্ধন শুদ্ধবৈষ্ণবগণ মায়াবাদ-প্রচারক শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের কোন দোষদৃষ্টি করেন না। ইহার শাস্ত্র-প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর,—

পাদ্মে,—ত্বামারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু॥ (১)
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

বারাহে,—এবং মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥ (২)

ব্র। মায়াবাদের বিরুদ্ধে বেদপ্রমাণ কিরূপ পাওয়া যায়?

বা। অখিল বেদশাস্ত্রই মায়াবাদ-বিরুদ্ধে প্রমাণ। অখিল বেদ অন্বেষণ করিয়া মায়াবাদী তাঁহার পক্ষপাতী চারিটী মহাবাক্য বাহির করিয়াছেন, যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১) (৩), "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" (বৃঃ

(১) হে শম্ভো, আমি যেপ্রকারে অসুর-মোহনার্থ অন্যান্য দেবতাবৃন্দকে আরাধনা করিয়াছি, তদ্রূপ তোমাকেও আরাধনা করিয়া সর্ব্বদা বর গ্রহণ করিব। তুমি কলিযুগে মানুষাদি জীবের মধ্যে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যানির্ম্মিত নিজতন্ত্রাদি শাস্ত্রদ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবৎ-স্বরূপের বিষয় গোপন করিও—তাহা দ্বারা জগতের বহির্ম্মুখ সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

(২) আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে; হে মহাবাহো রুদ্র, তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ, অন্যায় ও ভগবৎস্বরূপ-প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ-যুক্তিজাল প্রদর্শন কর; তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার-মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর, আমার নিত্য-ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর।

(৩) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মেরই বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত।

৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১১) (১) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐত ১।৫।৩) ২) "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭ ইত্যাদি) (৩) "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) (৪)

প্রথম মহাবাক্যে কি পাওয়া যায় ? এই জীব জড়াত্মক বিশ্ব—সমস্তই ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। সেই ব্রহ্মের কি পরিচয়, তাহা অন্যত্র দিয়াছেন (শ্বেঃ ৬।৮)—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" (৫)

সেই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি একত্র স্বীকৃত হইয়াছে ; সেই শক্তিকে স্বাভাবিকী শক্তি বলা হইয়াছে ; সেই শক্তিতে বিচিত্রতা আছে। শক্তি ও শক্তিমানকে একত্র বিচার করিলে ব্রহ্মের নানাত্ব হয় না ; কিন্তু যখন ব্রহ্মকে ও শক্তিকে পৃথক্ করিয়া জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তখন নানাত্ব কাজে কাজেই সিদ্ধ হয়—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" (কঠ ২।১৩ ও শ্বেঃ ৬।১০) (৬)—এই শ্রুতিবাক্যে বস্তুর নানাত্ব এবং অনেক নিত্যবস্তু স্বীকৃত হইয়াছে ; এইরূপ বাক্যে শক্তিকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া বিচারিত হইয়াছে। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐত ১।৫।৩) (৭)—এই বাক্যে যে প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মের ঐক্য করিলেন, সেই প্রজ্ঞাকে বৃহদারণ্যক-শ্রুতি (৪।৪।২১) "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" (৮)—এই বাক্যদ্বারা প্রজ্ঞা- শব্দে প্রেমভক্তির শিক্ষা দিয়াছেন ; "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"

---

(১) ব্রহ্মস্বরূপে কোনরূপ জড়ীয় ভেদ নাই। (২) ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ; (৩) ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৪) আমি জীবাত্মা ব্রহ্ম জাতীয় বস্তু। (৫) ২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ; (৬) ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ; যিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতনবস্তুসমূহের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন। (৭) ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ; (৮) ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ;

(ছাঃ ৬।৮।৭) (১)—এই বাক্য যে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য শিক্ষা দিলেন, তদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যক এইরূপ বলিয়াছেন, (৩।৮।১০)—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥" (২)

"তত্ত্বমসি" জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশেষে ভগবদ্ভক্তিলাভ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হন ; "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০)—এই বাক্যে যে বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, সেই বিদ্যা যদি চরমে ভক্তিরূপিণী না হয়, তাহা হইলে তাহার নিন্দা ঈশাবাস্যে (৯ম মঃ) এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥"

অর্থাৎ অবিদ্যার উপাসনাপূর্ব্বক যিনি আত্মার চিন্ময়ত্ব না জানেন, তিনি সুতরাং ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট ; যাঁহারা অবিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবকে চিৎকণ না জানিয়া ব্রহ্ম মনে করেন, তাঁহারা অতিবিদ্যায় পড়িয়া তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। বাবা, বেদশাস্ত্র অপার—প্রত্যেক উপনিষদের প্রত্যেক মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া সমষ্টি বিচার করিতে পারিলে বেদের যথার্থ অর্থ অবগত হওয়া যায় ; প্রাদেশিক বাক্য লইয়া টানাটানি করিতে গেলে সুতরাং একটা কদর্য্য মত বাহির হইয়া পড়ে। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচারপূর্ব্বক জীব ও জড়ের শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদাভেদরূপ অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন।

ব্র। অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব যে শ্রুতিবিহিত, তাহা আমাকে একটু ভাল করিয়া দেখাইয়া দিন।

---

(১) ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এই লোক হইতে করে, সেই ব্যক্তি কৃপণ অর্থাৎ শূদ্র ; আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া প্রয়াণ ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ।

বা। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১) (১), 'আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি' (ছাঃ ৭।২৫।২) (২), 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১) (৩), এবং দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ' (শ্বেঃ ৫।৪) (৪), ইত্যাদি বহুবিধ অভেদ পক্ষীয় শ্রুতি পাওয়া যায়; আবার 'ওঁ ব্রহ্মবিদ্মা-প্নোতি পরম্' (তৈঃ ২।১) (৫), "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি' (কঠ ১।২।২২, ২।১।৪) (৬), "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈঃ আঃ ১ অনু) (৭), "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।" * * "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" (শ্বেঃ ৩।৯) (৮), "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ" (শ্বেঃ ৬।১৬) (৯), "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ ২।২৩, মু ৩।২।৩) (১০), "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্"

---

(১) ৩২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই আত্মা। (৩) উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎস, এই পরিদৃশ্যমান জগৎসৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে একমাত্র নিত্যসত্তাবিশিষ্ট অদ্বয়তত্ত্বই বর্ত্তমান ছিলেন। (৪) যেরূপ সূর্য্যদেব উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ সকল দিক্‌কেই প্রকাশ করিয়া প্রদীপ্ত থাকেন, তদ্রূপ সর্ব্বারাধ্য সেই ভগবান্ একাকী কারণস্বভাব পৃথিব্যাদিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। (৫) ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। (৬) পণ্ডিতগণ অবিকারী আত্মাকে দেবপিতৃমনুষ্যাদি শরীরে অবস্থিত দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অতএব মহান্ ও সর্ব্বব্যাপী জানিয়া শোকে অভিভূত হন না। (৭) ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৮) যে পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু নাই, যাঁহা হইতে অণুতর বা মহত্তর কিছুই নাই, তিনি বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় মহিমপুরে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা-শক্তির সন্ধিনীপ্রভাব-প্রকটিত তদ্রূপবৈভব নিত্যধামেস্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, অথচ সেই পুরুষ অচিন্ত্য-শক্তিবলে যুগপৎ এই বিশ্বের অভ্যন্তরেও (পরমাত্মরূপে) বিরাজ করিতেছেন। (৯) ২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (১০) ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(শ্বে: ৩।১৯) (১), "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ" (ঈশ ৮ম) (২), "নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি" (কেন, ৩।৬, ১০) (৩), "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি" (তৈ: ২।৭) (৪), "নিত্যো নিত্যানাম্" (কঠ ২।১৩, শ্বে: ৬।১৩) (৫), "সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্মসোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ" (মা: ২য়) (৬), "অয়ং আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" (বৃ: ২।৫।১৪) (৭) ইত্যাদি অসংখ্য বেদবচনদ্বারা নিত্যভেদ সিদ্ধ হয়। বেদশাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—বেদের কোন অংশ পরিত্যাগ করা যায় না। নিত্যভেদ সত্য, নিত্য অভেদও সত্য—যুগপৎ উভয় তত্ত্বই সত্য হওয়ায়, ভেদ ও অভেদ উভয়নিষ্ঠ শ্রুতি-সকল বিদ্যমান। এই যুগপৎ ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ মানবচিন্তার অতীত; ইহাতে বিতর্ক করিতে গেলে প্রমাদ উপস্থিত হয়। বেদবাক্য যেখানে যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই সত্য—আমাদের বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলিয়া বেদার্থের অবমাননা করা উচিত নয়। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ ১।২।৯) (৮), "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ" (কেন ২।২) (৯)

---

(১) ২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) ২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (৩) ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৪) এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অব্যক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন, সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এই ব্যক্ত জগৎ (ব্রহ্মের বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণাম) উৎপন্ন হইয়াছে; সেই ব্রহ্ম আপনাকে পুরুষরূপে প্রকাশিত করিলেন; সেইজন্য সেই পুরুষরূপকে "সুকৃতি" বলা হয়। (৫) ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৬) এই সমস্তই অবর ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ; আত্মস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম; তিনিই চতুষ্পাদ অর্থাৎ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি-কার্য্যক্রমে নিত্যই চতুর্দ্ধা-স্বরূপে মহারসময়। (৭) "এই পরমাত্মাই সর্ব্বভূতের অমৃতস্বরূপ। (৮) ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৯) আমি ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি, ইহা মনে করি না; বস্তুতঃ আমি যে তাঁহাকে জানি না এমতও নহে, আবার জানি এমতও নহে অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই সেই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

—এই সকল শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরেরশক্তি অচিন্ত্য ; তাহাতে যুক্তি যোগ করিবে না। শ্রীমহাভারতে বলিয়াছেন—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গ-বেদং চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥ (১)

অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই শ্রুতিবিহিত সুবিমল তত্ত্ব। জীবের চরম-প্রয়োজন-বিচারস্থলেও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য সত্য সিদ্ধান্ত দেখা যায় না। অচিন্ত্যভেদাভেদ মানিলে ভেদ-প্রতীতি নিত্য হইবে। সেই প্রতীতি ব্যতীত জীবের চরম প্রয়োজন যে প্রীতি, তাহা কোনমতেই সিদ্ধ হইবে না।

ব্র। প্রীতিই যে চরম প্রয়োজন, ইহার যুক্তি ও প্রমাণ কি ?

বা। বেদ বলিয়াছেন (মুণ্ডক ৩।১।৪)—

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥" (২)

অর্থাৎ, ব্রহ্মবিদদিগের বরিষ্ঠ ব্যক্তি আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া প্রেমের ক্রিয়াদ্বারা লক্ষিত হন, সেই রতিই প্রীতি।

"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" (বৃঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬) (৩)

(১) সাত্বতপুরাণ, স্বায়ম্ভুব মনুর সঙ্কলিত ধর্ম্ম, ষড়ঙ্গের সহিত বেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র —এই চারিটী, ভগবানের সিদ্ধ আজ্ঞা অর্থাৎ আপ্তোপদেশবাক্য, তর্কপন্থায় এই চারিটীকে হনন করিবার প্রয়াস বিধেয় নহে। (২) যিনি প্রাণিদিগের মুখ্য প্রাণ, যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশিত আছেন, বিদ্বান ব্যক্তি প্রেমভক্তিরূপ বিজ্ঞানের সহিত সেই পরমপুরুষকে অবগত হইয়া অতিবাদী হন না অর্থাৎ ভগবানেগুণকীর্ত্তন ব্যতীত জীবন্মুক্তের আর অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয় বিষয় থাকে না, সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ ভগবানে রতিবিশিষ্ট ও তাঁহার প্রেমলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন—এইরূপ পুরুষই ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৩) যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—হে মৈত্রেয়ি। অপরের সুখোৎপাদনের জন্য কেহ কাহারও প্রিয় না, কেবল নিজকামনা-সিদ্ধির জন্যই সকলে লোকপ্রিয় হইয়া থাকে।

এই বৃহদারণ্যক-বাক্যে প্রীতিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা জানিতে পারা যায়। বাবা, এরূপ বেদ ও ভাগবতপুরাণ-প্রমাণ বহুতর আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ স্পষ্ট বলিয়াছেন (আঃ-৭ম অনু)—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি ॥" (১)

আনন্দ প্রীতি-পর্য্যায়। সকল জীবই আনন্দের জন্য চেষ্টা করেন—মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মোক্ষকেই আনন্দ মনে করেন, এইজন্যই তাঁহারা 'মোক্ষ' 'মোক্ষ' করিয়া উন্মত্ত ; বুভুক্ষু ব্যক্তিরা বিষয়ভোগকেই 'আনন্দ' বলেন। এই জন্যই তাঁহারা ভুক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত—আনন্দ-লাভের আশাই তাঁহাদিগকে সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দের জন্য চেষ্টাবান্, অতএব সর্ব্বপ্রকার লোকেই প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন ; এমন কি, প্রীতির জন্য দেহপরিত্যাগেও প্রস্তুত। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রীতিই সকলের মুখ্য প্রয়োজন—ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। নাস্তিকই হউন বা আস্তিকই হউন, কর্ম্মবাদীই হউন বা জ্ঞানবাদীই হউন, কামীই হউন বা নিষ্কামই হউন—সকলেই একমাত্র প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণ করিলেই যে প্রীতিকে পাওয়া যায়, এমন নয়। কর্ম্মবাদী স্বর্গলাভকে প্রীতিপ্রদ মনে করেন, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীঃ ৯।২১) (২)—এই ন্যায়ানুসারে যখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হন, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। মনুষ্যলোকে ধন, পুত্র, যশঃ ও বল লাভ করিয়াও তাহাতে প্রীতি না পাইয়া স্বর্গসুখ কল্পনা করেন ; স্বর্গচ্যুতিসময়ে তদুত্তর-লোক-সকলের সুখকে বহু সম্মান করিয়া থাকেন। যখন জানিতে পারেন

---

(১) ২৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) ২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে, মর্ত্ত্যলোকে, স্বর্গে বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখ অস্থায়ী ও অনিত্য, তখন বিরাগ লাভ করিয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করেন; ব্রহ্ম-নির্বৃতি লাভ করিয়া যখন আর সুখসম্ভোগ হয় না, তখন তটস্থ হইয়া পন্থান্তর অন্বেষণ করেন। নির্ভেদ-ব্রহ্মনির্ব্বাণে আনন্দ বা প্রীতি কিরূপে সম্ভব হয়? যখন আমিত্বের একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্তু এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা কোথায়? আনন্দের অনুভবই বা কে করিবে? আমার আমিত্ব গেলে ব্রহ্মকেই বা কে অনুভব করিবে? ব্রহ্ম আনন্দ হইলেও ভোক্তার অভাবে নিরর্থক; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ের সিদ্ধান্তই বা কি? আমিত্ব-নাশের সহিত আমার সর্ব্বনাশ; আমার আর তখন কি রহিল যে, আমার প্রয়োজন-লাভের অনুভব হইবে? আমি নাই ত' কিছুই নাই। যদি বল, ব্রহ্মরূপ আমি রহিলাম, তাহাও অকিঞ্চিৎকর, কেননা, ব্রহ্মরূপ আমি ত' নিত্য আছি, তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্ম্মণ্য ও অযুক্ত; অতএব ব্রহ্মনির্ব্বাণটা প্রীতিসিদ্ধি নয়—জীবের পক্ষে একটা ভাণ মাত্র; সত্য হইলেও খপুষ্পের ন্যায় অনুভূত। ভক্তিতেই কেবল প্রয়োজন-সিদ্ধি দেখা যায়, ভক্তির চরম অবস্থাই প্রীতি; সেই প্রীতিই নিত্য। শুদ্ধকৃষ্ণও নিত্য, শুদ্ধপ্রীতিও নিত্য, অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ-অঙ্গীকারে প্রেমের নিত্যতাই সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের চরম প্রয়োজন যে প্রীতি, তাহাতে অনিত্যতা আসিয়া তাহার সত্তাকে নাশ করে, এতন্নিবন্ধন সর্ব্বশাস্ত্রই অচিন্ত্যভেদাভেদ-রূপ সত্যসিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিতেছেন; আর সমস্ত বাদই মতবাদ।

ব্রজনাথ প্রেমতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার)

ব্রজনাথের মনে বিতর্ক—বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য—বিল্বপুষ্করিণী—শ্রীমায়াপুর-বৈভব দর্শন ইত্যাদি—ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ—শুদ্ধাভক্তি-ভক্তির বৈশিষ্ট্য—ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব, মোক্ষ-লঘুকারিত্ব, সুদুর্লভত্ব, সান্দ্রানন্দ বিশেষত্ব, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্ব—রুচিই ভক্তিপ্রদ—যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা—সাধনভক্তি—নিত্যসিদ্ধভাব—সাধন লক্ষণ—বৈধ ও রাগানুগ সাধন—বিধি-লক্ষণ—বিধিনিষেধের মূল লক্ষণ—ভক্তির অধিকার, শ্রদ্ধা—অধিকারী তিন প্রকার—মুক্তি ও ভক্তি—কৃষ্ণ ও নারায়ণ—নরমাত্রেই ভক্তির অধিকারী—ভক্তের কর্ম্মাঙ্গ শূন্যতা হেতু প্রায়শ্চিত্তাদির অপ্রয়োজন—শুদ্ধভক্ত দেব-ঋণাদি হইতে মুক্ত—শুদ্ধাভক্তির সাধনাঙ্গ বিচার আরম্ভ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন-বিচার—শ্রোতৃদৈন্য—বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য।

ব্রজনাথ আহারান্তে শয়ন করিলেন; তাঁহার হৃদয়ে অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচারের ঢেউ উঠিতে লাগিল—কখনও কখনও মনে করিতে লাগিলেন যে, অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বটীও একটী মতবাদ; আবার গম্ভীররূপে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, এই মতের বিরুদ্ধ শাস্ত্র নাই; সকল শাস্ত্রেরই মীমাংসা ইহাতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্গৌরকিশোর সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান্, তাঁহার গম্ভীর শিক্ষাতে কখনই দোষ থাকিতে পারে না; আমি আর সেই পরম-প্রেমময় গৌরকিশোরের চরণ পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু হায়, আমি কাজে কি লাভ করিয়াছি! অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বই যে সত্য, এইমাত্র জানিলাম এরূপ জ্ঞানেই বা আমার কি লাভ হইল? বাবাজী মহাশয় বলিলেন

যে, প্রীতিই জীব-জীবনের চরম তাৎপর্য্য। কর্ম্মীজ্ঞানীরাও প্রীতিকে অন্বেষণ করেন; কিন্তু সেই প্রীতির শুদ্ধাবস্থা যে কি, তাহা জানেন না, অতএব সেই প্রীতির শুদ্ধাবস্থাকে লাভ করা আবশ্যক; কি উপায়ে তাহা লাভ করা যায়, এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে তাঁহার চেতন অপহরণ করিলেন।

অধিক রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল বলিয়া ব্রজনাথের নিদ্রা একটু বেলা হইলে ভঙ্গ হইল। শয্যা পরিত্যাগ করতঃ শৌচক্রিয়াদি সমাপ্ত করিতে করিতে তাঁহার মাতুল বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পর শ্রীমোদদ্রুম হইতে মাতুল মহাশয় আসিয়াছেন দেখিয়া ব্রজনাথ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন; শ্রীমন্নারায়ণীর কৃপায় তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গে অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছিল—তিনি দেশে দেশে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া বেড়াইতেন। দেনুড়-গ্রামে শ্রীমদবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বিজয়কুমারকে শ্রীমায়াপুরের অচিন্ত্যযোগপীঠ-দর্শনের উপদেশ দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-স্থানসকল গুপ্তপ্রায় হইবে, আবার চারিশত বৎসরের পর সেই সব লীলাস্থান পুনঃ প্রকটিত হইবে। গৌরলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব এবং যাঁহারা শ্রীমায়াপুর আদিস্থানের চিন্ময়ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই কেবল ব্রজধাম দর্শন করেন। ব্যাসাবতার বৃন্দাবনঠাকুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিজয়কুমার শ্রীমায়াপুর-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলেন; মনে মনে করিলেন, বিল্বপুষ্করিণীতে স্বীয় ভগিনী ও ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীমায়াপুর যাইব। তখন বিল্বপুষ্করিণী ও ব্রাহ্মণপুষ্করিণী

পরস্পর সংলগ্ন-গ্রাম ছিল—এখনকার মত বিল্বপুষ্করিণী ব্রাহ্মণপুষ্করিণী হইতে সুদূরবস্থিত ছিল না; শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে অর্দ্ধক্রোশের মধ্যেই বিল্বপুষ্করিণীর সীমা পাওয়া যাইত। পরিত্যক্ত বিল্বপুষ্করিণী আজকাল 'টোটা' ও 'তারণবাস' নামে প্রচলিত।

বিজয়কুমার ভাগিনেয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বাবা, আমি শ্রীমায়াপুর দর্শন করিয়া আসিতেছি; দিদি-ঠাকুরাণীকে বলিবে যে, আমি প্রত্যাগমন করিয়া এই বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিব। ব্রজনাথ বলিলেন,—মামা, আপনি কেন শ্রীমায়াপুর দর্শন করিবেন? বিজয়কুমার ব্রজনাথের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতেন না; তিনি জানিতেন যে, ব্রজনাথ ন্যায়শাস্ত্রের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া আজকাল বেদান্ত আলোচনা করেন, অতএব নিজ ভজন-কথা ব্রজনাথকে সহসা বলা উচিত নহে, এই ভাবিয়া বলিলেন,—মায়াপুরে একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। ব্রজনাথ জানিতেন যে, তাঁহার মাতুল মহাশয় গৌরাঙ্গভক্ত ও ভাগবতে ব্যুৎপন্ন, তিনি চিন্তা করিলেন যে, মাতুলমহাশয় কোন পারমার্থিক অনুসন্ধানে শ্রীমায়াপুর যাইতেছেন; তখন বলিলেন—মামা, শ্রীমায়াপুরে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজীমহাশয়, পরম শ্রদ্ধাস্পদ বৈষ্ণব; তাঁহার সহিত একটু আলাপ করিয়া আসিবেন। বিজয়কুমার ব্রজনাথের এই কথা শ্রবণ করতঃ বলিলেন,—বাবা, তুমি কি এখন বৈষ্ণবদিগকে শ্রদ্ধা কর? আমি শুনিয়াছিলাম যে, তুমি ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তাদি দেখিতেছ; এখন বুঝিতেছি যে, তুমি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতেছ; অতএব তোমার নিকট আর আমার কিছু গোপন করার আবশ্যক নাই। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠ দর্শন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; আমি মানস করিয়াছি যে, শ্রীমায়াপুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীযোগপীঠ দর্শন

ও প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীবাস-অঙ্গনে বৈষ্ণবদিগের চরণ-রেণুতে একবার গড়াগড়ি দিব। ব্রজনাথ কহিলেন,—মামা, কৃপা করিয়া আমাকেও সঙ্গে গ্রহণ করুন; চলুন, একবার মা'র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমরা উভয়েই শ্রীমায়াপুরে গমন করি। এরূপ কথোপকথনানন্তর উভয়ে ব্রজনাথের জননীকে বলিয়া শ্রীমায়াপুরে গমন করিলেন। প্রথমে উভয়েই পরমানন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন; স্নানসময়ে বিজয়কুমার বলিলেন,—বাপু, আজ আমি ধন্য হইলাম; যে ঘাটে শ্রীশচীনন্দন জাহ্নবীদেবীর প্রতি অপার করুণা-প্রদর্শনপূৰ্ব্বক চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত জলক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই জলে আজ মজ্জন করিয়া পরমসুখ লাভ করিলাম। ব্রজনাথ সেই উদ্দীপনবাক্যে আর্দ্র হইয়া বলিলেন,—মামা, আজ আমি আপনার চরণানুগত হইয়া ধন্য হইলাম। উভয়ে স্নান সমাপন করতঃ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে উঠিয়া মহাপ্রেমে অশ্রুধারায় বিভূষিত হইলেন। বিজয়কুমার বলিলেন,—যিনি গৌরভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই মহাযোগপীঠ সংস্পর্শন না করিয়াছেন, তাঁহার জন্ম বৃথা গিয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; দেখ, এই ভূমি জড়চক্ষে সামান্য ভূমির ন্যায় পরিদৃশ্য হইতেছে এবং তার্ণ-কুটীরে আচ্ছাদিত, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকৃপায় আজ আমরা কি বৈভব দেখিতেছি!—বৃহৎ রত্নময় অট্টালিকা, পরম রমণীয় উদ্যান, তদুচিত তোরণ ইত্যাদি শোভা পাইতেছে! ঐ দেখ, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহাভ্যন্তরে দণ্ডায়মান! কি অপূৰ্ব্ব মূর্ত্তি! কি অপূৰ্ব্ব মূর্ত্তি!! বলিতে বলিতে মাতুল ও ও ভাগিনেয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণের পর অন্যান্য ভক্তদিগের সহায়তায়, তাঁহারা উঠিয়া অশ্রুধারা নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। উভয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হায় শ্রীবাস! হা অদ্বৈত! হা

নিত্যানন্দ! হা গদাধর-গৌরাঙ্গ! তোমরা আমাদিগকে দয়া কর —আমাদিগকে অভিমানশূন্য করিয়া তোমাদিগের চরণে গ্রহণ কর।

ব্রাহ্মণদ্বয়ের এরূপ ভাব দেখিয়া তত্রস্থ বৈষ্ণবগণ 'জয় মায়াপুরচন্দ্র!' 'জয় অজিত গৌরাঙ্গ!' 'জয় নিত্যানন্দ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে ব্রজনাথ স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীরঘুনাথদাসের চরণে দেহ সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ বাবাজীমহাশয় তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বাবা, আজ এ সময়ে কিরূপে আসিলে এবং তোমার সঙ্গী মহাজনই বা কে? ব্রজনাথ বিনীতভাবে সকল কথা জানাইলে বৈষ্ণবগণ বকুল চবুতরার উপর তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক বসাইলেন। বিজয়কুমার শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, কি প্রকারে 'প্রয়োজন' লাভ করিব।

বা। আপনারা পরমভক্ত, আপনারা সমস্ত লাভ করিয়াছেন; তথাপি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি যাহা জানি, তাহা বলি। জ্ঞানকর্ম্মাশূন্যা কৃষ্ণভক্তিই জীবনের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়; সাধনাবস্থায় তাহার নাম 'সাধন-ভক্তি' ও সিদ্ধাবস্থার তাহার নাম 'প্রেমভক্তি'।

বিজয়। বাবাজী মহাশয়, ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ কি?

বা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমদ্রূপগোস্বামী 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তাহাতে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে, যথা, (পূর্ব্ব-১ লঃ-৯)—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (১)

এই সূত্রে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বিদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

---

(১) ১৩৫ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য

'উত্তমা ভক্তি' শব্দে 'শুদ্ধভক্তি'। জ্ঞানবিদ্ধা ও কর্ম্মবিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নয়—কর্ম্মবিদ্ধা-ভক্তিতে ভুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; জ্ঞানবিদ্ধা-ভক্তিতে মুক্তি-ফলের উদ্দেশ্য আছে; ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্যা যে ভক্তি, তাহাই 'উত্তমা', তাহা অবলম্বন করিলে প্রীতি-ফল লাভ করা যায়। সেই ভক্তি কি? কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলনরূপ চেষ্টা ও প্রীতিময় মানসভাবই ভক্তির 'স্বরূপ লক্ষণ'; সেই চেষ্টা ও ভাব আনুকূল্যের সহিত নিয়ত ক্রিয়মাণ। জীবের যে নিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদিত হয়। জীবের শরীর, বাক্য ও মন—সকলই বর্ত্তমান অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন; স্বীয় বিবেকশক্তিদ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, তখন জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ কোন শুষ্ক ব্যবহার উদিত হয় মাত্র; ভক্তিবৃত্তির উদিত হইতে পারে না। কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তিবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার ইয়ত্তা, অতএব কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তিচেষ্টা; ব্রহ্মানুশীলন ও পরমাত্মানুশীলনরূপ চেষ্টা-সমূহ জ্ঞানকর্ম্মের অঙ্গবিশেষ,—ভক্তি নয়। চেষ্টা প্রাতিকূল্য-সম্বন্ধেও দেখা যায়, অতএব আনুকূল্য-ভাব ব্যতীত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। 'আনুকূল্য'-শব্দে কৃষ্ণোদ্দেশে একটী রোচমানা প্রবৃত্তি আছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থা, সাধনকালে কিছু স্থূল সম্বন্ধ রাখে; সিদ্ধি-কালে স্থূলজগতের সম্বন্ধরহিত হইয়া পরিষ্কৃত হয়—উভয় অবস্থায় ভক্তির লক্ষণ একই প্রকার; অতএব আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানু-শীলনই ভক্তির 'স্বরূপলক্ষণ'। 'স্বরূপলক্ষণ' বলিতে গেলে 'তটস্থলক্ষণ'ও বলিতে হয়; শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী ভক্তির দুইটী 'তটস্থলক্ষণ' বলিতেছেন, অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতা—একটী তটস্থলক্ষণ, এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা

অনাবৃতত্ব—দ্বিতীয় তটস্থলক্ষণ। ভক্তির উন্নতি-অভিলাষ ব্যতীত অন্য যে কোন অভিলাষ হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই ভক্তিবিরোধী—জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি প্রবলতা লাভ করিয়া হৃদয়কে আবৃত করিলে ভক্তির সহিত বিরোধ হয়, অতএব উক্ত দুইটী বিরোধ-লক্ষণশূন্য হইলেই আনুকূল্যভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই 'শুদ্ধভক্তি' (১) বলা যায়।

বিজয়। ভক্তির বৈশিষ্ট্য কি? অর্থাৎ ভক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় আছে?

বাবাজী। শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—শুদ্ধভক্তিতে ছয়টী বৈশিষ্ট্য দেখা যাইবে, যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ১ লঃ ১২)—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥

ভক্তি স্বভাবতঃ—(১) ক্লেশঘ্নী, (২) শুভদা, (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান, (৪) অতিশয় দুর্ল্লভা, (৫) সান্দ্রানন্দবিশেষ-স্বরূপা ও (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।

বিজয়। ভক্তি 'ক্লেশঘ্নী' কিরূপে?

বাবাজী। 'ক্লেশ' তিনপ্রকার—'পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসকল 'পাপ' যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি আবির্ভূতা হন, তাঁহার পাপকার্য্য স্বভাবতঃ থাকে না। পাপ করিবার বাসনাসকল 'পাপবীজ', ভক্তিপূত-হৃদয়ে সেসমস্ত বাসনা স্থানলাভ করে না। জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম 'অবিদ্যা'। শুদ্ধভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়; অতএব স্বরূপ-ভ্রমরূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তিদেবীর আলোক হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্রই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ অন্ধকার সুতরাং বিনষ্ট হয়, ভক্তির আগমনে ক্লেশের অদর্শন, সুতরাং ক্লেশঘ্নত্বই ভক্তির একটী বিশেষ ধর্ম্ম।

বিজয়। ভক্তি 'শুভদা' কিরূপে?

বাবাজী। সর্ব্বজগতের অনুরাগ, সমস্ত সদ্‌গুণ ও যত প্রকার সুখ আছে, এই সমস্তই 'শুভ' শব্দের অর্থ। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধ-ভক্তির উদয়, তিনি দৈন্য, দয়া, মানশূন্যতা ও সকলের সম্মানদাতৃত্ব—এই চারিটী গুণে অলঙ্কৃত; অতএব জগতের সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। জীবের যত প্রকার সদ্‌গুণ আছে, ভক্তিমান্ পুরুষের সে সকল অনায়াসে উদিত হয়। ভক্তি সর্ব্বপ্রকার সুখ দিতে পারেন—ইচ্ছা করিলে, বিষয়গত সুখ, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মগত সুখ, সমস্ত সিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি সকলই দিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত চতুর্ব্বর্গের কিছুই চান না বলিয়া নিত্য-পরমানন্দ ভক্তির নিকট হইতে পাইয়া থাকেন।

বিজয়। ভক্তি কিরূপে 'মোক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করান'?

বাবাজী। ভগবদ্‌রতিসুখ হৃদয়ে কিছুমাত্র উদিত হইলেই ধর্ম্ম-কাম-মোক্ষ সহজে লঘু হইয়া পড়ে।

বিজয়। ভক্তিকে 'সুদুর্ল্লভা' বলা হয় কেন?

বাবাজী। এই বিষয়টী একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সহস্র সহস্র সাধন করিলেও ভজনচাতুর্য্যাভাবে সহজে ভক্তিলাভ করা যায় না; হরি-ভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না—এই দুই প্রকারে ভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়াছেন। জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মুক্তি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে লাভ হয়, কিন্তু ভক্তিযোগ-সংযোগরূপ নৈপুণ্য যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সাধন করিলেও হরিভক্তি লাভ হয় না। (১)

---

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ৮।১৭ শ্লোক এবং ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১ লঃ ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিজয়। ভক্তি 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষস্বরূপা' কিরূপে ?

বাবাজী। ভক্তি চিৎসুখ, অতএব আনন্দসমুদ্র। জড়জগতের বা তাহার বিপরীত-চিন্তাময় জগতে যে ব্রহ্মানন্দ আছে, তাহা পরার্দ্ধ-গুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখসমুদ্রের একবিন্দুর সহিত তুলনার স্থল হয় না। জড়সুখ তুচ্ছ, জড়-বিপরীত সুখ নিতান্ত শুষ্ক—সেই দুই প্রকার সুখই চিৎসুখ হইতে বিজাতীয় ও বিলক্ষণ। বিজাতীয় বস্তুর পরস্পর তুলনা নাই ; এতন্নিবন্ধন যাঁহারা ভক্তিসুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ একটী গাঢ় আনন্দের স্বরূপ ভোগ করিতে পান যে, ব্রাহ্মাদিসুখ তাঁহাদের নিকট গোষ্পদ বলিয়া বোধ হয় ; সে সুখ যে অনুভব করিতেছে, সেই জানে, অপরে বলিতে পারে না।

বিজয়। ভক্তি কিরূপে 'শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী' ?

বাবাজী। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহার নিকটে সমস্তপ্রিয়বর্গ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদ্বারা বশীভূত হইয়া আকৃষ্ট হন, অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করা যায় না।

বিজয়। ভক্তি যদি এরূপ উপাদেয়, তাহা হইলে যে-সকল ব্যক্তি অধিক শাস্ত্র পড়েন, তাঁহারা কেন ভক্তিসংগ্রহে যত্ন পান না ?

বাবাজী। মূল কথা এই যে, মানবের যুক্তি সীমাবিশিষ্ট ; তাহার দ্বারা বুঝিয়া লইতে গেলে, 'ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব' স্বভাবতঃ জড়াতীতত্ব-নিবন্ধন, সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়েন ; কিন্তু পূর্ব্বসুকৃতিবলে যাঁহার বিন্দুমাত্র রুচির উদয় হয়, তিনি ভক্তিতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারেন—সৌভাগ্য-বান্ ব্যতীত ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কেহ লাভ করেন না।

বিজয়। যুক্তি কেন অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ?

বাবাজী। চিৎসুখবিষয়ে যুক্তির অধিকার নাই। এইজন্য "নৈষা তর্কেণ" (কঠ ১।২।৯) বেদবাক্যে এবং "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সঃ

২।১।১১) (১) ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে যুক্তিকে চিদ্বিষয়ে অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ব্রজনাথ। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তির মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার ভক্তি আছে কি না?

বাবাজী। হাঁ আছে; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—ইহারা ভক্তির অবস্থাভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। সাধনভক্তির বিশেষ লক্ষণ কি?

বাবাজী। যে ভক্তি সাধ্যভাবসম্পন্না, তাহাই প্রেমভক্তি; তাহাকে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যে কাল পর্য্যন্ত সাধন করা যায়, সেই কাল পর্য্যন্ত সেই ভক্তিকে সাধনভক্তি বলা যায়।

ব্রজনাথ। আপনি বলিয়াছেন, প্রেমভক্তি নিত্যসিদ্ধ-ভাব; তবে নিত্যসিদ্ধ-ভাবের সাধ্যতা কিরূপ?

বাবাজী। নিত্য-সিদ্ধভাব বস্তুতঃ সাধ্য নয়—হৃদয়ে তাহাকে প্রকট করার নাম 'সাধন'। হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই বলিয়া তটস্থভাবে কিয়দ্দিনের জন্য তাহার সাধ্যতা আছে—স্বরূপতঃ তাহা নিত্যসিদ্ধ ভাব (২)

ব্রজনাথ। এই সিদ্ধান্তটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বাবাজী। প্রেমভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ—তাহা অবশ্যই নিত্য-সিদ্ধ; জড়বদ্ধ-জীবের হৃদয়ে তাহা প্রকট হয় নাই। কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকট করিবার যে চেষ্টা করা যায়, তাহাই তাহার 'সাধনা',—যে কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধিত হইতেছে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহা সাধ্যভাবপ্রাপ্ত; প্রকট হইবামাত্র তাহার নিত্যসিদ্ধতা স্পষ্ট হয়।

ব্রজনাথ। সাধনার লক্ষণ কি?

---

(১) ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ২২।১০২ ও ভঃ রঃ সিঃ ২।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বাবাজী। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করান যায়, তাহাই সাধনভক্তির লক্ষণ।

ব্রজনাথ। সেই সাধনভক্তি কয় প্রকার?

বাবাজী। দুই প্রকার অর্থাৎ 'বৈধী' ও 'রাগানুগা'।

ব্রজনাথ। কাহাকে 'বৈধী-সাধনভক্তি' বলে?

বাবাজী। জীবের দুই প্রকারে প্রবৃত্তির উদয় হয়—বিধি অনুসারে যে প্রবৃত্তি উদিত হয়, তাহাকে বৈধীপ্রবৃত্তি বলে। শাস্ত্রই বিধি; শাস্ত্রশাসনক্রমে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা বৈধীপ্রবৃত্তি হইতে জাত হওয়ায় 'বৈধীভক্তি' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ব্রজনাথ। 'রাগে'র লক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিব; এখন আজ্ঞা করুন—বিধির লক্ষণ কি?

বাবাজী। শাস্ত্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই 'বিধি'; শাস্ত্র যাহাকে অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম 'নিষেধ'। বিধি-পালন ও নিষেধ-পরিহারই জীবের পক্ষে বৈধী ধর্ম্ম।

ব্রজনাথ। আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে বুঝিতেছি যে, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানই বৈধধর্ম্ম; সমস্ত বিধি ও নিষেধ পড়িয়া নির্ণয় করিতে হইলে, কলির জীবের অবসর থাকে না; অতএব সংক্ষেপে বিধিনিষেধ নির্ণয় করিবার শাস্ত্র-সঙ্কেত কি?

বাবাজী। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ (১)

(১) 'বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে'—ইহাই বিধি; 'কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না'—ইহাই নিষেধ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত মূল বিধি ও নিষেধদ্বয়ের অনুগামী কিঙ্কর

ভগবান্ বিষ্ণুকে জীবনের সর্ব্বসময়ে স্মরণ করিবে—ইহাই মূল বিধি; জীবের জীবনযাত্রায় বর্ণাশ্রমাদি-ব্যবস্থা এই বিধির অনুগত। ভগবান্‌কে কখনই বিস্মরণ করা যাইবে না,—ইহাই মূলবিধি। পাপ-নিষেধ ও বহির্ম্মুখতা-বর্জ্জন ও পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি ঐ নিষেধ-বিধির অনুগত; অতএব শাস্ত্রোক্ত সমস্তবিধি-নিষেধই ভগবৎস্মরণ-বিধি ও বিস্মরণ-নিষেধের চির কিঙ্কর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত বিধির মধ্যে ভগবৎস্মরণ-বিধিই নিত্য; যথা একাদশে (ভাঃ ১১।৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ (১)

ব্রজনাথ। বর্ণাশ্রমবিধিগত পুরুষেরা সকলেই কেন কৃষ্ণভক্তির সাধনা করেন না?

বাবাজী। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিধি-পরিচালিত নরগণের মধ্যে যাঁহার ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, তাঁহারই ভক্তিতে অধিকার হয; তিনি বৈধজীবনে আসক্তি করেন না এবং বৈরাগ্যও করেন না—জীবনযাত্রার জন্য সংসার-বিধি রাখেন এবং জাতশ্রদ্ধ হইয়া শুদ্ধভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ অধিকার বহুজন্মের সুকৃতি-ফলেই বৈধজীব-

(১) "অবিজিতাত্মা অশান্তকাম হরিভজনবিমুখ ব্যক্তিসকলের গতি কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে চমস বলিলেন,—বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে সত্ত্বাদি-গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে যেসকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজপিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

দিগের মধ্যে উদিত হয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত্যধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। গীতা-শাস্ত্রে 'আর্ত্ত,' 'জিজ্ঞাসু,' 'অর্থার্থী' ও 'জ্ঞানী'—এই চারিবিধ ব্যক্তি ভক্তি করিয়া থাকেন, এরূপ কথা আছে; তাঁহারা কি ভক্তির অধিকারী?

বাবাজী। আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থিতা ও জ্ঞান—এই চারিটী যখন সাধুসঙ্গবলে দূর হইয়া অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তখনই তাঁহারা ভক্তির অধিকারী হন; গজেন্দ্র, শৌনকাদি, ধ্রুব ও চতুঃসন ইহার উদাহরণ।

ব্রজনাথ। ভক্তদিগের কি 'মুক্তি' হয় না?

বাবাজী। 'সালোক্য,' 'সার্ষ্টি,' 'সামীপ্য,' 'সারূপ্য' ও 'সাযুজ্য'—এই পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সাযুজ্য-মুক্তিই ভক্তিতত্ত্বের নিতান্ত বিরোধী; অতএব কৃষ্ণভক্তগণ তাহা কখনই স্বীকার করেন না; 'সালোক্য,' 'সার্ষ্টি' 'সামীপ্য' ও 'সারূপ্য'—এই চারিবিধ মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী না হইলেও কোন অংশে তাহাদের প্রতিকূলতা আছে; কৃষ্ণভক্তগণ নারায়ণ-ধামগত ঐ চারি প্রকার মুক্তিও কদাচ স্বীকার করেন না। ঐ মুক্তিসকল কোন কোন স্থলে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং কোন কোন স্থলে প্রেমসেবোত্তরা—যে স্থলে সুখৈশ্বর্য্যই তাহাদের চরম ফল, সেই স্থলে তাহারা ভক্তদিগের ত্যজ্য, মুক্তির কথা দূরে থাকুক্, কৃষ্ণাকৃষ্ট-মানস ঐকান্তিক ভক্তদিগের পক্ষে শ্রীনারায়ণের প্রসাদও মন হরণ করিতে পারে না; কেননা, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে সিদ্ধান্তস্থলে কোন ভেদ না থাকিলেও কৃষ্ণ-রূপে রসের উৎকর্ষ আছে।

ব্রজনাথ। আর্য্যকুলজাত বর্ণাশ্রমবিধিব্যবস্থিত শিষ্টপুরুষেরাই কি ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন?

বাবাজী। ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার-লাভের যোগ্যতা আছে।

ব্রজনাথ। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের বর্ণাশ্রম-বিধিপালন ও শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের যাজন—এই দুইটী কর্ত্তব্য দেখিতেছি। যাহারা বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থিত নয়, তাহারা কেবল ভক্তির অঙ্গ পালন করিতে বাধ্য। এরূপ হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ব্যবস্থিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, কর্ম্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ উভয়ই পালনীয় হওয়ায় কষ্টাধিক্য দেখিতেছি। এরূপ কেন ?

বাবাজী। শুদ্ধভক্ত্যধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকিলেও কেবল-ভক্ত্যঙ্গ পালন করিতে বাধ্য। ভক্ত্যঙ্গ-পালনেই সুতরাং কর্ম্মাঙ্গ পালিত হয়। যে স্থলে কর্ম্মাঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ও বিরোধী হয় সেই স্থলে কর্ম্মাঙ্গের অননুষ্ঠানের জন্য কোন দোষ হইবে না। ভক্ত্যধিকারীর অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-স্পৃহা স্বভাবতঃ থাকে না, তবে যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মাঙ্গ তাঁহার পালনীয় নয়। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তাঁহার দৈবাৎকৃত কোন পাপ তাঁহার হৃদয়ে স্থির হইতে পারে না, শীঘ্রই সহজে বিনষ্ট হয় ; অতএব প্রায়শ্চিত্তের কোনই প্রয়োজন নাই।

ব্রজনাথ। ভক্ত্যধিকারীর দেবঋণ প্রভৃতি ঋণসকলের কিরূপে পরিশোধ হইবে ?

বাবাজী। বাবা, একাদশ-স্কন্ধের একটী শ্লোকার্থ বিচার কর—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ (১)

সমস্ত ভগবদ্গীতার চরম তাৎপর্য্য (১৮।৬৬) এই যে, যিনি সমস্ত ধর্ম্মের ভরসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হন, আমি তাঁহাকে সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত করি। গীতার তাৎপর্য্য এই যে, অনন্য-ভক্তিতে যখন অধিকার জন্মে, তখন তিনি জ্ঞানশাস্ত্র ও কর্ম্মশাস্ত্রের বিধির বাধ্য হন না,

(১) ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভক্তির অনুশীলনমাত্রেই তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি হয়। অতএব, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" (গীঃ ৯।৩১) (১) এই ভগবৎপ্রতিজ্ঞা সর্ব্বোপরি বলিয়া জানিবে।

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার, উভয়েই একবাক্যে কহিলেন,—আমাদের হৃদয়ে ভক্তিসম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই; জানিলাম, জ্ঞান ও কর্ম্ম অতি তুচ্ছবস্তু, ভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতীত জীবের কোন প্রকার মঙ্গল সাধন হয় না; প্রভো, কৃপা করিয়া শুদ্ধভক্তির অঙ্গসকল বর্ণন করুন—আমরা কৃতার্থ হই।

বাবাজী। ব্রজনাথ, তুমি শ্রীদশমূলের অষ্টমশ্লোক পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছ; সেই সকল তোমার পূজনীয় মাতুল-মহাশয়কে সময়ান্তরে বলিবে; উঁহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত প্রফুল্ল হইয়াছে। এখন নবম-শ্লোক শ্রবণ কর,—

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে ॥ ৯ ॥ (২)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা বৈধীভক্তি যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ গুণ ও লীলাসম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বর্ণনাদির শ্রোত্র-স্পর্শের নাম 'শ্রবণ'। শ্রবণের দুই অবস্থা—শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্ব্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণানুবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা এক প্রকার শ্রবণ, সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়; শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত

(১) আমার ভক্তের বিনাশ নাই।

(২) ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের ক্রম সন্দর্ভ এবং গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; তদনন্তর গুরুবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ। শ্রবণ শুদ্ধভক্তিরই একটী অঙ্গ। সাধন-কালে গুরুবৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধকালের শ্রবণ উদিত হয়; শ্রবণই ভক্তির প্রথমাঙ্গ।

ভগবন্নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্দসকলের জিহ্বা-স্পর্শের নাম কীর্ত্তন; কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম সামান্যতঃ বর্ণন, শাস্ত্রপাঠদ্বারা অপরকে শুনান ও গীতদ্বারা সকলকে আকর্ষণ, তথা দৈন্যোক্তি, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ ও প্রার্থনাদি—এই সকল কীর্ত্তনের প্রকার। অন্য সকলঅঙ্গ অপেক্ষা কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষতঃ কলিযুগে কীর্ত্তনই সকল জীবের মঙ্গল সম্পাদনে সমর্থ—ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে (পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৪২ অধ্যায়)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥ (১)

হরিকীর্ত্তনে যেরূপ চিত্তের নৈর্ম্মল্য সাধিত হয়, এরূপ আর কোন উপায়েই হয় না। অনেক ভক্ত একত্র হইয়া যখন কীর্ত্তন করেন, তখন 'সংকীর্ত্তন' হয়।

কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-স্মরণের নাম 'স্মরণ'। স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'; পূর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ সামান্যাকারে মনোধারণের নাম 'ধারণা'; বিশেষরূপে রূপাদি-চিন্তনের নাম 'ধ্যান'; অমৃত ধারার ন্যায় অনবিচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয়মাত্র স্ফূর্ত্তির নাম 'সমাধি'। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও

(১) কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিতে একমাত্র কৃষ্ণের সম্যক্ অর্থাৎ অপরাধশূন্য কীর্ত্তনদ্বারা সেই প্রয়োজন লাভ করা যায়।

স্মরণ,—এই তিনটী ভক্তির প্রধানাঙ্গ ; অন্য সকল অঙ্গ ইহার অন্তর্ভূত। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান ; যেহেতু, শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।

শ্রীভাগবতোক্ত (৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" (১) এই বচনানুসারে 'পাদসেবা' বা 'পরিচর্য্যা' ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্ত্তব্য। পাদসেবা-কার্য্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব ও সেবায় অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেব্য-বস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। পাদসেবা-কার্য্যে শ্রীমুখ দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনু-ব্রজন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদ্বীপাদি-তীর্থস্থান-দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তির ৬৪ অঙ্গবর্ণন-প্রসঙ্গে এই সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসীসেবা ও সাধুসেবা—এই অঙ্গের অন্তর্ভূত।

পঞ্চম অঙ্গ 'অর্চ্চন'। অর্চ্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া-বিচার অনেক —শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়পূর্ব্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চ্চন প্রক্রিয়া করিবে।

ব্রজনাথ। 'নাম' ও 'মন্ত্রে' ভেদ কি ?

বাবাজী। শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন—নামে 'নমঃ' শব্দাদি সংযোগ করতঃ ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনপূর্ব্বক ঋষিগণ কোন শক্তিবিশেষ নাম হইতে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। (২) নামই নিরপেক্ষ তত্ত্ব, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদর্য্যবিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত-সংকোচকরণাভিপ্রায়ে মর্য্যাদামার্গে স-মন্ত্রার্চ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে।

(১) ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আ ৭।৭২-৭৪ শ্লোকের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বিষয়িলোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে "সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি" বিচারের (১) প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর, জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল—সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চ্চনাঙ্গসকল বলিয়া থাকেন; সে সমস্ত এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণজন্ম, কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী-ব্রত, মাঘ-স্নানাদি অর্চ্চন-মার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চ্চন বিষয়ে একটী বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চ্চন নিতান্ত প্রয়োজন।

'বন্দন'ই বৈধ-ভক্তির ষষ্ঠাঙ্গ—পাদসেবা ও কীর্ত্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভূত থাকিলেও তাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন; সেই নমস্কার দ্বিবিধ—একাঙ্গ নমস্কার ও অষ্টাঙ্গ নমস্কার। নমস্কারে একহস্ত-কৃত নমস্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে পৃষ্ঠে ও বামভাগে এবং মন্দিরের অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার, অপরাধ-রূপে গণ্য হইয়াছে।

'দাস্য'ই সপ্তম অঙ্গ—'আমি কৃষ্ণদাস' এইরূপ অভিমানই দাস্য; দাস্য-সম্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই শ্রেষ্ঠ। নমঃ, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, আচরণ, স্মৃতি, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি দাস্যের অন্তর্ভাব্য।

'সখ্য'ই 'অষ্টমাঙ্গ'—কৃষ্ণের হিত-চেষ্টাময় বন্ধুভাব-লক্ষণই সখ্য। সখ্য দুই প্রকার—বৈধাঙ্গ-সখ্য ও রাগাঙ্গ-সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সখ্য গ্রহণ করিতে হইবে—অর্চ্চামূর্ত্তি-সেবায় যে সখ্য সম্ভব হয়, তাহাই বৈধ-সখ্য।

(১) হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ—সিদ্ধ-সাধ্যাদি-শোধনপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

'আত্মনিবেদন'কে নবমাঙ্গ বলা যায়—দেহাদি শুদ্ধাত্মপর্য্যন্ত কৃষ্ণে অর্পণ করার নাম আত্মনিবেদন। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ; বিক্রীত-গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ; বৈধ আত্মনিবেদনের উদাহরণ যথা, (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যাঃ রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ (১)

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবৎ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে বাবাজী-মহাশয়কে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া বলিলেন,—প্রভো, আপনি সাক্ষাৎ ভগবৎ-পার্ষদ, আপনার উপদেশামৃত পান করিয়া আমরা ধন্য হইলাম। বৃথা বর্ণাহঙ্কারে ও বিদ্যাহঙ্কারে আমাদের দিন যাপন হইতেছিল; বহু-জন্মের পুঞ্জ-পুঞ্জ-সুকৃতিবলে আপনার চরণাশ্রয়-লাভ করিয়াছি। বিজয়কুমার বলিলেন,—হে ভাগবতপ্রবর, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাকে শ্রীমায়াপুর-

---

(১) অম্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, করদ্বয় হরিমন্দিরমার্জ্জনাদিতে ও কর্ণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণে, চক্ষুর্দ্বয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে, অঙ্গ কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে, নাসা কৃষ্ণের পাদপদ্মসৌরভাঘ্রাণে, রসনা কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয়কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে, কাম-কামনা-রহিত বিষ্ণুদাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

যোগপীঠ-দর্শনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপাতে অদ্য ভগবদ্ধাম-দর্শন ও ভগবৎপার্ষদ-দর্শনরূপ সুফল লাভ হইল। কৃপা হয় ত' আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় এখানে পুনরায় আসিব।

বৃদ্ধ বাবাজী বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিবামাত্র দণ্ডবৎ পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন,—আমার শ্রীচৈতন্য লীলার যিনি ব্যাসাবতার, তাঁহাকে আমি বার বার প্রণাম করি।

বেলা অধিক হইল; ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ব্রজনাথের বাটীতে গমন করিলেন।

বিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার—বৈধ-সাধনভক্তি)

ব্রজনাথ ও বিজয়ের কথোপকথন—চতুঃষষ্টি অঙ্গ জিজ্ঞাসা—প্রারম্ভ দশ অঙ্গ—ব্যতিরেক ভাবে পালনীয় নিষেধরূপ দশ অঙ্গ—অবশিষ্ট ২১ হইতে ৬৪ পর্য্যন্ত অঙ্গ—শ্রদ্ধোদয়ে শরণাপত্তি—গুরুশিষ্য লক্ষণ—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু—দীক্ষাগুরু পরিত্যাগ ও অপরিত্যাগ সম্বন্ধে বিধি—কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা—বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা—সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন—মনোধর্ম্মপ্রসূত ঐকান্তিকী হরিভক্তির ছলনা উৎপাতের হেতু মাত্র—সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা কৃষ্ণ উদ্দেশে ভোগ ত্যাগ—ধামাদি বাস—যাবদর্থানুবর্ত্তিতা—হরিবাসর সম্মান—ধাত্রী অশ্বত্থাদির সম্মান—বহির্ম্মুখ সঙ্গত্যাগ—বহির্ম্মুখের সংজ্ঞা—শিষ্যাদির অনুবন্ধ, মহারম্ভ, কলাভ্যাস, ব্যাখ্যাবাদ, ব্যবহারে কার্পণ্য, শোক মোহাদি, অন্য দেবাবজ্ঞা, ভূতোদ্বেগদানে প্রবৃত্তি, সেবা-নামাপরাধ, কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের নিন্দা পরিত্যাগ—অন্যান্য অঙ্গের তাৎপর্য্য—আত্মনিবেদন—প্রিয়বস্তু সমর্পণ, অখিল চেষ্টা, সর্ব্বভাবে শরণ, তুলসী-সেবা, শাস্ত্র-সম্মান, মথুরাদি-সম্মান, বৈষ্ণব-সেবা,

মহোৎসব, উর্জ্জাদর, জন্মযাত্রা, শ্রীমূর্ত্তিসেবা, ভাগবতশ্রবণ-পাঠ, ভক্তসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন, মথুরাবাস—শেষোক্ত পাঁচ অঙ্গে নিরপরাধে স্বল্প সম্বন্ধও অধিক ফলপ্রদ—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেকাদি গুণগণ ভক্তির অঙ্গ নহে—যুক্ত বৈরাগ্য ও ফল্গু বৈরাগ্য—বহু অঙ্গ বা মুখ্য একাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠাই সিদ্ধিপ্রদ।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার দুই প্রহরের মধ্যে বাটীতে পৌঁছিলেন। ব্রজনাথের মাতা ভ্রাতাকে বিশেষ-যত্ন সহকারে সুসেব্য প্রসাদান্ন সেবন করাইলেন। আহারান্তে মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পর অনেক প্রকার প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ যে সকল উপদেশ পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছেন, সে সমস্তই ক্রমে ক্রমে মাতুল মহাশয়কে বলিলেন। বিজয়-কুমার তৎশ্রবণে আনন্দমগ্ন হইয়া ভাগিনেয়কে বলিলেন,—তোমার বড় সৌভাগ্য! এই সকল তত্ত্বকথা তুমি মহজ্জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছ; ভক্তিকথা ও হরিকথা-শ্রবণে মঙ্গল উদিত হয় বটে, কিন্তু মহৎমুখ-নিঃসৃত ঐ সকল কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে অতিশীঘ্র ফলদ হয়। বাবা, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, বিশেষতঃ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, বৈদিকব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন, নির্ধনও নও, এই সমস্ত সম্পত্তি এখন তোমার অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে; যেহেতু সাধু বৈষ্ণব-পদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকথায় তুমি রতিলাভ করিতেছ।

চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় পরমার্থবিষয়ে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ব্রজনাথের মাতা পার্শ্বগৃহে আসিয়া ধীরে ধীরে বিজয়কুমারকে বলিতে লাগিলেন,—ভাই, অনেকদিন পরে তুমি আসিয়াছ, তোমার ভাগিনেয়কে যত্ন করিয়া গৃহস্থ করিয়া দেও; ব্রজনাথের ব্যবহার দেখিয়া আমার বিশেষ ভয় হইয়াছে যে, ব্রজনাথ গৃহস্থ হইবে না। ঘটক ভট্টাচার্য্য অনেক সম্বন্ধ আনিতেছেন কিন্তু ব্রজনাথের ধনুর্ভঙ্গ-পণ এই যে, সে বিবাহ করিবে না; শাশুড়ী ঠাকুরাণীও এ বিষয়ে যত্ন করিলেন, কিছু

করিতে পারিলেন না। ভগ্নীর ঐসকল কথা শুনিয়া বিজয়কুমার কহিলেন,—আমি এখানে ১০।১২দিন থাকিব, ক্রমশঃ যুক্তি করিয়া তোমাকে এ বিষয়ে যাহা হয়, তাহা বলিব; এখন তুমি অন্দরে প্রবেশ কর।

ব্রজনাথের জননী অন্দবে প্রবেশ করিলে বিজয়কুমার পুনরায় পরমার্থ আলোচনা করিতে লাগিলেন; আলোচনা কবিতে করিতে সে দিবস অতিবাহিত হইল। পরদিন আহারান্তে বিজয়কুমাব ব্রজনাথকে কহিলেন,—অদ্য সন্ধ্যার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া পূজ্যপাদ বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে শ্রীরূপ গোস্বামীর চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গ-বিবরণ শ্রবণ করিতে হইবে। ব্রজনাথ, তোমার মত সাধু-সঙ্গ যেন আমার জন্মে জন্মে হয়; তোমার সঙ্গ না পাইলে, বোধ হয়, আমার উপদেশামৃত লাভ হইত না। দেখ, বাবাজীমহাশয় বলিয়াছেন যে, বৈধমার্গ ও রাগমার্গ—দুই প্রকার সাধন-ভক্তিব মার্গ আছে; আমবা প্রকৃত-প্রস্তাবে বৈধমার্গের অধিকারী, রাগমার্গসম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই বৈধমার্গ ভালরূপে বুঝিয়া লইয়া সাধনকার্য্য আরম্ভ করিব। গতকল্য বাবাজীমহাশয় যে নববিধ ভক্তির বিচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কিরূপে কার্য্যারম্ভ করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না—অদ্য সে সব কথা ভালরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় অংশুমালী অস্তাচলে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। আমাদের ভক্তযুগল ধীরে ধীরে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতে বলিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীকে দণ্ডবৎপ্রণাম কবণানন্তর বৃদ্ধ বাবাজীর কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

বাবাজীমহাশয় জিজ্ঞাসু ভক্তদিগকে দর্শন করতঃ পরমানন্দে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কলার পেটোর আসনের উপর বসাইলেন।

ভক্তগণ দণ্ডবৎপ্রণামানন্তর উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের অন্যান্য কথার পর অভীষ্ট প্রশ্ন করিলেন—

বিজয়। প্রভো, আমরা আপনাকে অনেক কষ্ট দিতেছি; আপনি ভক্তবৎসল—কৃপা করিয়া সে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। আমরা অদ্য আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীরূপ-গোস্বামীর লিখিত চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গ বুঝিয়া লইব; যদি কৃপা করিলেন, তবে ভাল করিয়া কৃপা করুন, যাহাতে আমরা অনায়াসে শুদ্ধভক্তি অনুভব করিতে পারি।

বাবাজীমহাশয় সহাস্য-বদনে বলিলেন—শ্রীরূপ-গোস্বামীর লিখিত ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বলিতেছি। চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটী প্রারম্ভরূপ—

১। গুরুপাদাশ্রয়, ২। গুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষা, ৩। বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা, ৪। সাধুবর্ত্মের অনুবর্ত্তন, ৫। সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, ৬। কৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি-পরিত্যাগ, ৭। দ্বারকা প্রভৃতি ধামে ও গঙ্গার সন্নিকটে বাস, ৮। ব্যবহার-বিষয়ে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা, ৯। হরিবাসর-সম্মান, ১০। ধাত্রী-অশ্বত্থাদির গৌরব।

ইহার পরে যে দশটী অঙ্গের কথা বলিতেছি, সেইগুলি ব্যতিরেক ভাবে নিষেধরূপে নিতান্ত পালনীয়।

১১। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে, ১২। শিষ্যাদির অনুবন্ধ-পরিত্যাগ, ১৩। মহারম্ভাদির উদ্যম-ত্যাগ, ১৪। বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ, ১৫। ব্যবহারে অকার্পণ্য, ১৬। শোকাদি-দ্বারা অবশ না হওয়া, ১৭। অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা না করা, ১৮। ভূত-গণকে উদ্বেগ না দেওয়া, ১৯। সেবা ও নামাপরাধের উদ্ভব না হয়, এরূপ সাবধান হওয়া, ২০। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা সহিতে না পারা।

এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তিপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ জানিবে; তন্মধ্যে 'গুরুপাদাশ্রয়াদি' প্রথম তিনটী প্রধান কার্য্য।

২১। বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, ২২। হরিনামাক্ষর ধারণ, ২৩। নির্ম্মাল্যাদি-ধারণ, ২৪। কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, ২৫। দণ্ডবন্নতি, ২৬। অভ্যুত্থান, ২৭। অনুব্রজ্যা, ২৮। কৃষ্ণস্থানে গমন, ২৯। পরিক্রমা, ৩০। অর্চ্চন, ৩১। পরিচর্য্যা, ৩২। গান, ৩৩। সংকীর্ত্তন, ৩৪। জপ, ৩৫। বিজ্ঞপ্তি, ৩৬। স্তবপাঠ, ৩৭। নৈবেদ্যাস্বাদন, ৩৮। পাদ্যের আস্বাদন, ৩৯। ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ, ৪০। শ্রীমূর্ত্তি-স্পর্শন, ৪১। শ্রীমূর্ত্তি-ঈক্ষণ ৪২। আরাত্রিকোৎসবাদি, ৪৩। শ্রবণ, ৪৪। কৃষ্ণের কৃপোন্মুখতা-দর্শন, ৪৫। স্মরণ, ৪৬। ধ্যান, ৪৭। দাস্য, ৪৮। সখ্য, ৪৯। আত্মনিবেদন, ৫০। প্রিয়বস্তু কৃষ্ণকে সমর্পণ, ৫১। কৃষ্ণোদ্দেশে অখিল চেষ্টা, ৫২। সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি, ৫৩। তদীয়জ্ঞানে তুলসী-সেবন, ৫৪। তদীয় জ্ঞানে ভাগবতশাস্ত্রাদি-সম্মান ৫৫। তদীয়জ্ঞানে জন্মস্থান অর্থাৎ মথুরাদি-সেবন, ৫৬। তদীয়-জ্ঞানে বৈষ্ণবসেবা, ৫৭। যথা-বৈভব সামগ্রীর সহিত সাধুগোষ্ঠী লইয়া মহোৎসব, ৫৮। কার্ত্তিক মাসের সমাদর, ৫৯। জন্ম দিনাদিতে যাত্রা, ৬০। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি-পরিচর্য্যা, ৬১। রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন, ৬২। স্বজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ, ৬৩। নাম-সংকীর্ত্তন, ৬৪। মথুরা অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে অবস্থিতি।

শেষ পাঁচটী যদিও পূর্ব্ব-পূর্ব্বাঙ্গে বর্ণিত আছে, তথাপি তাহারা অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ অঙ্গে নির্ণয় করা গেল। এই সমস্ত অঙ্গকে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা কৃষ্ণোপাসনা বলিয়া জানিবে। ২১ হইতে ৪৯—এই উনত্রিশটী অঙ্গ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণরূপ দ্বিতীয়াঙ্গের অন্তর্গত।

বিজয়। প্রভো, (১) 'শ্রীগুরুপদাশ্রয়' সম্বন্ধে আমাদিগকে একটু বিশেষ করিয়া উপদেশ করুন।

বাবাজী। শিষ্য অনন্যকৃষ্ণভক্তির অধিকারী হইয়া, উপযুক্ত গুরুদেবের

নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্ হইলেই জীব কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হন; পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে সাধু-দিগের মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানন্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই "শ্রদ্ধা"। 'শ্রদ্ধার' উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয় —শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি প্রায় একই তত্ত্ব। জগতে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি— 'কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা, তাহাই আমার কর্ত্তব্য; শ্রীকৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা, তাহাই আমাব বর্জ্জনীয়; কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; আমি কৃষ্ণকে একমাত্র পালন কর্ত্তা বলিয়া বরণ করিলাম; আমি অত্যন্ত দীন ও অকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভাল নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছার আনুগত্যই ভাল'—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনিই অনন্যভক্তির অধিকারী। অধিকার লাভ করিবামাত্রই ভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেখানে সদ্‌গুরু পান, তাঁহার চরণাশ্রয় করেন। বেদ বলিয়াছেন, (মুঃ ১।২।১২)

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (ছাঃ ৬।১৪।২) (১), "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" (২)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সদ্‌গুরু-লক্ষণ ও শিষ্য-লক্ষণ বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন মূল কথা এই যে, শুদ্ধচরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য এবং শুদ্ধভক্তিবিশিষ্ট, ভক্তিতত্ত্ব-অবগত, সাধু চরিত্র, সরল নির্লোভ, মায়াবাদশূন্য ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিই সদ্‌গুরু; এবম্ভূতগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বসমাজমান্য ব্রাহ্মণ হইলে অন্যবর্ণদিগের গুরু হইতে পারেন; ব্রাহ্মণাভাবে শিষ্য হইতে অন্যবর্ণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও গুরু হইতে পারেন। এই সমস্ত বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণাশ্রমবিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ-মধ্যে সেরূপ

---

(১) ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

পাইলে আর্য্যবংশজাত বর্ণাভিমানী সংসারে কিছু সুবিধা হয়, এই মাত্র; বস্তুতঃ উপযুক্ত ভক্তই গুরু। শাস্ত্রে গুরুশিষ্যপরীক্ষার নিয়ম ও কাল নির্ণয় করিয়াছেন; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু যখন শিষ্যকে অধিকারী বলিয়া জানিবেন এবং শিষ্য যখন গুরুকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন, তখনই গুরু শিষ্যকে কৃপা করিবেন।

গুরু দুই প্রকার,—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও অর্চ্চনপ্রণালী শিক্ষা করিবে। দীক্ষাগুরু একমাত্র, শিক্ষা-গুরু অনেক হইতে পারেন; দীক্ষাগুরুও শিক্ষাগুরুরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ।

বিজয়কুমার। দীক্ষাগুরু অপরিত্যজ্য; তিনি যদি সৎশিক্ষাদানে অপারক হ'ন, তবে কিরূপে শিক্ষা দিবেন?

বাবাজী। গুরুবরণ-কালে গুরুকে শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়; সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যজ্য বটে, কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যজ্য হইতে পারেন—শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র প্রমাণ আছে; যথা শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।

তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২) (১)

অন্যত্র, (মহাভাঃ উদ্যোগ-পঃ অম্বোপাখ্যানে ১৭৯।২৫)—

(১) যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ (১)

পুনশ্চ,—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)(২)

দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ-সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া যান ; এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গৃহীতগুরু যদি মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী বা পাপাসক্ত না হন, তবে তাঁহাকে অল্পজ্ঞানপ্রযুক্ত পরিত্যাগ করা উচিত নয়, সে স্থলে তাঁহাকে গুরু-সম্মানের সহিত তাঁহার অনুমতি লইয়া অন্য ভাগবত-জনের যথাযথ সেবাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বশিক্ষা করিবে।

বিজয়। (২) কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষা কিরূপ ?

বাবাজী। শ্রীগুরুর নিকট হইতে ভগবদর্চ্চন ও বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করতঃ সরলভাবে অনুবৃত্তির সহিত কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণানুশীলন করিবে। পরে অর্চ্চনের অঙ্গসকল পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট হইবে। সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-জ্ঞান ও প্রয়োজনজ্ঞান শ্রীগুরুচরণে শিক্ষা করার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিজয়। (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা কিরূপ ?

বাবাজী। শ্রীগুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ সামান্য-জীববুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদেবময় জানিবে ; তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না ; তাঁহাকে বৈকুণ্ঠতত্ত্বাস্বর্ব্বত্তা বলিয়া জানিবে।

বিজয়। (৪) সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন কিরূপ ?

---

(১) ভোগ্য-বিষয়লিপ্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং ভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি গুরু হইলেও পরিত্যাগ করিবে।

(২) স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

বাবাজী। যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করা যায়, তাহাই সাধনভক্তি বটে, কিন্তু পূর্ব্বমহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধেয়; যেহেতু, সেই পন্থা সর্ব্বদা সন্তাপশূন্য ও সমস্ত মঙ্গলের হেতু, অথচ বিনা-শ্রমে পাওয়া যায়; যথা স্কান্দে—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥ (১)

এক ব্যক্তিদ্বারা পন্থা সুন্দররূপে নির্ণীত হয় না; পূর্ব্বমহাজনগণ পরপর-ক্রমে সেই ভক্তিযোগরূপ পন্থাকে পরিষ্কার করিয়াছেন; তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে॥ (২)

বিজয়। হরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি কিরূপে উৎপাতের হেতু হয়, স্পষ্ট করিয়া আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। শুদ্ধভক্তির ঐকান্তিক ভাব পূর্ব্বমহাজনকৃত পন্থাবলম্বনেই লভ্য হয়—পন্থান্তর সৃষ্টি করিলে বস্তুতঃ তাহা পাওয়া যায় না। এই জন্যই দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ প্রভৃতি অর্ব্বাচীন প্রচারকগণ শুদ্ধভক্তি বুঝিতে না পারিয়া কিয়ৎপরিমাণ ভাবাভাসের সহিত কেহ মায়াবাদমিশ্র, কেহ নাস্তিকতা-মিশ্র এক এক প্রকার কদর্য্য পন্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতেই ঐকান্তিকী হরিভক্তি কল্পনা মাত্র করেন, তাহা বস্তুতঃ হরিভক্তি নয়—কিন্তু উৎপাত-বিশেষ। রাগমার্গের ভজনে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-বিধির অপেক্ষা

---

(১) প্রাচীন মহাজন সাধুগণ যে পথ অনায়াসে অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয়, যেহেতু তাহা চরমমঙ্গলপ্রদ এবং ক্লেশ-নির্ম্মুক্ত।

(২) শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের নিমিত্তই হইয়া থাকে।

নাই, কেবল ব্রজজনানুগমনের অপেক্ষা আছে, কিন্তু বিধিমার্গের অধিকারী-দিগকে ধ্রুব-প্রহ্লাদ-নারদ-ব্যাস-শুক প্রভৃতি পূর্ব্বমহাজন-নির্দ্দিষ্ট একমাত্র ভক্তিযোগরূপ পন্থা অবশ্য অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন ব্যতীত বৈধভক্তদিগের কোন উপায় নাই।

বিজয়। (৫) সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা কিরূপ?

বাবাজী। সদ্ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য যাঁহাদের নির্ব্বন্ধিনী মতি, তাঁহাদের অতি শীঘ্র সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। নির্ব্বন্ধিনী মতির অর্থ এই, —বিশেষ আগ্রহ-সহকারে সাধুদিগের ধর্ম্ম জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করা।

বিজয়। (৬) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি-পরিত্যাগ কিরূপ?

বাবাজী। আহার-বিহারাদ্বারা সুখভোগের নাম ভোগ, সেই সমস্ত ভোগ অনেকস্থলে ভজন-বিরোধী; কৃষ্ণভজনোদ্দেশে তাহা পরিত্যাগ করিলে ভজন সুলভ হয়। ভোগাসক্ত পুরুষের আসবাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় ভোগলিপ্সা প্রবল হইয়া শুদ্ধভজন করিতে দেয় না। অতএব ভগবৎ-প্রসাদমাত্র-সেবন ও সেবোপযোগি-শরীর সংরক্ষণ এবং হরিবাসরাদিতে সমস্তভোগ-ত্যাগ—এই সকল আকারে ভোগত্যাগ কর্ত্তব্য।

বিজয়। (৭) দ্বারকা প্রভৃতি ধামে ও গঙ্গার নিকট বাস কিরূপ?

বাবাজী। যে স্থানে ভগবানের জন্মলীলাদি হইয়াছে, সেই স্থানে এবং গঙ্গাদি পুণ্য-নদীর নিকট বাস করিলে ভক্তিনিষ্ঠা জন্মে।

বিজয়। শ্রীনবদ্বীপে নিবাস কেবল গঙ্গার সান্নিধ্যজন্য পবিত্র, না, আর কিছু আছে?

বাবাজী। আহা! শ্রীনবদ্বীপের ষোলক্রোশের মধ্যে যেখানেই বাস করা যায়, তাহাতে শ্রীবৃন্দাবন-বাস হয়, বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুরে। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী ও দ্বারাবতী—এই সাতটী মোক্ষদায়িকা পুরীর মধ্যে এই শ্রীমায়াপুর অতি প্রধান তীর্থ; বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভু

স্বীয় শ্বেতদ্বীপকে এই স্থানে প্রকটকালে অবতীর্ণ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর চতুর্থ শতাব্দীর পরে জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা এই শ্বেতদ্বীপ তীর্থসকলের প্রধান হইবে। এ স্থলে বাস করিলে সমস্ত অপরাধ দূর হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এই ধামকে বৃন্দাবন হইতে অভিন্ন বলিয়াও কোন বিষয়ে ইহার মাহাত্ম্য অধিক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

বিজয়। (৮) যাবদর্থানুবর্ত্তিতা কিরূপ ?

বাবাজী। নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াং চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥ (১)

বৈধী-ভক্তির অধিকারী সংসারে ধর্ম্মজীবনের সহিত বর্ণাশ্রমসম্মত সদুপায়দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করতঃ স্বনির্ব্বাহ করিবেন, আবশ্যকমত স্বীকার করিলে তাঁহার মঙ্গল হয়—অধিক গ্রহণ করিবার লালসা করিলে আসক্তি-ক্রমে ভজন খর্ব্ব হয়; আবশ্যকের ন্যূন স্বীকার করিলে অভাবক্রমেও সেই দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং যে পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ হইবার অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত যাবদর্থানুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মজীবনে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করিবে।

বিজয়। (৯) হরিবাসর-সম্মান কিরূপ ?

বাবাজী। শুদ্ধা-একাদশীর নাম হরিবাসর, বিদ্ধা একাদশী পরিত্যজ্য। মহাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া মহাদ্বাদশী করিবে। পূর্ব্বদিবসে ব্রহ্মচর্য্য, হরিবাসর-দিবসে নিরম্বু উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন ও পরদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ—ইহাই

(১) যে পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে নিজের প্রয়োজন-নির্ব্বাহ হয়, অর্থজ্ঞ পুরুষ তৎপরিমাণমাত্র স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাহার আধিক্য অথবা ন্যূনতাক্রমে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।'

হরিবাসরের সম্মান। মহাপ্রসাদ-পরিত্যাগ ব্যতীত নিরম্বু উপবাস হয় না; অশক্ত-স্থলে প্রতিনিধি ও অনুকল্পের ব্যবস্থা—"নক্তং হবিষ্যান্নং" (হঃ ভঃ বিঃ-বায়ুপুরাণধৃত-বচন) (১) প্রভৃতি বচনে অনুকল্পের ক্রম আছে।

বিজয়। (১০) ধাত্রী-অশ্বত্থাদির গৌরব কিরূপ?

বাবাজী। স্কান্দে লিখিত আছে—

অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমি-সুর-বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্॥ (২)

বৈধী-ভক্তির অধিকারী সংসারে অবস্থিত হইয়া জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী অশ্বত্থাদি ছায়াবৃক্ষ, ধাত্রীত্যাদি ফলবৃক্ষ, তুলসীত্যাদি ভজনীয় বৃক্ষ, গো প্রভৃতি জগদুপকারী পশু, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্ম্মশিক্ষক ও সমাজরক্ষক এবং ভক্ত-বৈষ্ণবদিগের পূজা, প্রণাম ও ধ্যান করিতে বাধ্য। এই সকল কার্য্যদ্বারা তিনি সংসার সংরক্ষণ করিবেন।

বিজয়। (১১) কৃষ্ণবহির্ম্মুখের সঙ্গত্যাগ কিরূপ?

বাবাজী। ভাব উদিত হইলে ভক্তি গাঢ় হয়। যে পর্য্যন্ত ভাবের উদয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত ভক্তির বিরোধী সঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। 'সঙ্গ'-শব্দে আসক্তি; কার্য্যগতিকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত যে সন্নিকর্ষ হয়, তাহাকে 'সঙ্গ' বলে না; অন্যের সন্নিকর্ষে স্পৃহা জন্মিলে 'সঙ্গ' হয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির সঙ্গ নিতান্ত বর্জ্জনীয়। ভাবোদয়ে বহির্ম্মুখসঙ্গ-স্পৃহা কখনই

(১) রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন, অন্নব্যতীত অন্য দ্রব্য, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য বা বায়ু এই সমস্ত বস্তু উত্তরোত্তর প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত। শ্রীমহাভারত উদ্যমপর্ব্বেও লিখিত আছে—"অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ। হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচনমৌষধম্॥"

(২) অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব—ইহাদিগকে পূজা, নমস্কার ও ধ্যান করিলে ইহারা মনুষ্যদিগের পাপ বিনষ্ট করেন।

জন্মে না ; বৈধীভক্তি-অধিকারীর পক্ষে সেরূপ সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করা চাই। বৃক্ষলতা যেরূপ মন্দ-বায়ুতে ও বিশেষ উত্তাপে বিনষ্ট হয়, কৃষ্ণ-বিমুখতাক্রমে সেইরূপ ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া পড়ে।

বিজয়। কৃষ্ণবিমুখ কাহারা ?

বাবাজী। কৃষ্ণে ভক্তিশূন্য ব্যক্তি, বিষয়ী ও স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ বিষয়ে ও স্ত্রীলোকসঙ্গে আসক্তি যাহাদের, মায়াবাদ ও নাস্তিক্যদোষে দূষিতহৃদয় এবং কর্ম্মজড়—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণবিমুখ ; ইহাদের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবে।

বিজয়। (১২) শিষ্যাদির অনুবন্ধ-পরিত্যাগ কিরূপ ?

বাবাজী। অর্থলোভে বহুশিষ্য-সংগ্রহ একটী প্রধান দোষ—বহুশিষ্য সংগ্রহ করিতে গেলে অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে হয়, তাহাতে একটী অপরাধ হইয়া উঠে। জাতশ্রদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আর কেহ শিষ্য হইবার যোগ্য হ'ন না।

বিজয়। (১৩) মহারম্ভাদির উদ্যম-ত্যাগ কিরূপ ?

বাবাজী। সংক্ষেপে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া ভগবদ্ভজন করিবে। বৃহদ্ব্যাপার আরম্ভ করিলে তাহাতে এরূপ আসক্তি হয় যে, ভজনে আর মন যায় না।

বিজয়। (১৪) বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ কিরূপ ?

বাবাজী। শাস্ত্র সমুদ্রবিশেষ। যে বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয়ের গ্রন্থগুলি আদ্যোপান্ত বিচারপূর্ব্বক পাঠ করা ভাল। বহুগ্রন্থের একটু একটু পাঠ করিলে কোন বিষয়েই ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না ; বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলি বিশেষ যত্নসহকারে সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে সম্বন্ধ-তত্ত্ববুদ্ধির উদয় হয় না। আবার গ্রন্থের সরল অর্থ করাই ভাল ; অর্থবাদ করিতে গেলে বিপরীত সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে।

বিজয়। (১৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য কাহাকে বলে ?

বাবাজী। শরীরযাত্রানির্ব্বাহের জন্য ভক্ষ্যাচ্ছাদনোপযোগি-দ্রব্য আবশ্যক। দ্রব্য না পাইলে কষ্ট,—পাইয়া বিনষ্ট হইলেও কষ্ট। এরূপ কষ্ট উপস্থিত হইলে ভক্তজন ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনে মনে হরিকে স্মরণ করিবেন।

বিজয়। (১৬) কিরূপে শোকাদির বশবর্ত্তী না হইয়া থাকা যায় ?

বাবাজী। শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ ও মাৎসর্য্য ইত্যাদিদ্বারা যে চিত্ত আক্রান্ত থাকে, সেই চিত্তে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে ? সাধকের আত্মীয়-বিচ্ছেদ, কামনা-বিরোধ প্রভৃতি কারণ হইতে শোক-মোহ ইত্যাদির উদয় হইতে পারে, কিন্তু সেই শোক, মোহ ইত্যাদিদ্বারা অবশ হইয়া পড়া ভাল নয়। পুত্রবিয়োগাদি উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং শোক অবশ্য হইবে ; কিন্তু হরিচিন্তাদ্বারা তাহাকে শীঘ্র দূর করা প্রয়োজন। এইরূপে চিত্তকে হরিপাদপদ্মে স্থির করিতে অভ্যাস করা উচিত।

বিজয়। (১৭) অন্য দেবতাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে—এই বাক্যদ্বারা সেই সেই অন্য দেবতার পূজা করা উচিত—ইহাই কি সিদ্ধান্ত ?

বাবাজী। কৃষ্ণে অনন্যভক্তির প্রয়োজন ; কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা করিবে না ; কিন্তু অপর লোকে অন্য দেবতার পূজা করিতেছে দেখিয়া সেই সেই দেবতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। সকল দেবতাকে সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদের উপাস্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। যতদিন জীবচিত্ত নির্গুণ না হয়, ততদিন অনন্যভক্তি উদিত হয় না। যাঁহাদের চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের বশীভূত, তাঁহারাই সমশীল দেবতার পূজা সুতরাং করিয়া থাকেন ; সেই সেই দেবতার নিষ্ঠা করায় তাঁহাদের পক্ষে অধিকার ; অতএব তাঁহাদের উপাস্য-ব্যাপারে

কোনপ্রকার অসম্মান প্রদর্শন করিবে না। সেই সেই দেবতার কৃপায় ক্রমোন্নতি-অবলম্বনে তাঁহাদের চিত্ত কোন সময়ে নির্গুণ হইবে।

বিজয়। (১৮) ভূতগণকে উদ্বেগ না দেওয়া কিরূপ ?

বাবাজী। অন্য জীবের প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া যিনি অন্য জীবের উদ্বেগদানে বিরত থাকেন, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র সন্তুষ্ট হন। দয়াই বৈষ্ণবের প্রধান ধর্ম্ম।

বিজয়। (১৯) সেবা ও নামাপরাধের বর্জ্জন কিরূপ ?

বাবাজী। অর্চ্চন বিষয়ে সেবাপরাধ ও সাধারণতঃ ভক্তিবিষয়ে নামাপরাধ বিশেষরূপে বর্জ্জনীয়। যানারোহণে, পাদুকা-গ্রহণে ভগবন্মন্দির-াদি প্রবেশ প্রভৃতি বত্রিশটী সেবাপরাধ। 'সাধুনিন্দা' প্রভৃতি দশটী নামাপরাধ অবশ্য বর্জ্জন করিবে।

বিজয়। (২০) কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সহ্য করিবে না—এই উপদেশদ্বারা কি তৎক্ষণাৎ বিবাদ করিবার বিধি হইয়াছে ?

বাবাজী। যাহারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহারা কৃষ্ণবিমুখ ; কোন উপরোধে তাহা সহ্য না করিয়া তাহাদের সঙ্গ দূরে বর্জ্জন করিবে।

বিজয়। প্রথম বিংশতি অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের কি সম্বন্ধ ?

বাবাজী। তাহার পর যে ৪৪টী অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয়ই এই বিংশতি অঙ্গের অন্তর্ভূত, বিস্তৃতরূপে বুঝিবার জন্য সেই সকলকে পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ হইতে প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ পর্য্যন্ত ত্রিশটী অঙ্গ অর্চ্চনমার্গের অন্তর্ভূত ;—(২১) সাধক কণ্ঠে ত্রিকণ্ঠিতুলসী-মালা ও দেহে দ্বাদশ তিলক ধারণ করিবেন—ইহারই নাম বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ। (২২) হরেকৃষ্ণাদি নাম অথবা পঞ্চতত্ত্বের নাম ইত্যাদি চন্দনের দ্বারা উত্তমাঙ্গে ধারণ করার নাম হরি-নামাক্ষর ধারণ।

(২৩) "ত্বয়োপযুক্ত-স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥" (ভাঃ ১১।৬।৩১) (১)

এই ভাগবত-শ্লোকে শ্রীউদ্ধববচনে নির্ম্মাল্যধারণের প্রক্রিয়া আছে। (২৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবন্নতি, (২৬) অভ্যুত্থান অর্থাৎ শ্রীপ্রতিমার আগমনদর্শনে উঠিয়া দণ্ডায়মান হওয়া, (২৭) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির পশ্চাৎ গমন, (২৮) কৃষ্ণমন্দিরে গমন, (২৯) পরিক্রমা অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণ করণ, (৩০) অর্চ্চন অর্থাৎ উপচারদ্বারা শ্রীমূর্ত্তির পূজাকরণ,—এই কয়েকটী অঙ্গের পৃথক্ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

(৩১) পরিচর্য্যা তু সেবোপকরণাদি-পরিষ্ক্রিয়া।
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা ॥" (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-২।৬১) (২)

এই শ্লোকে পরিচর্য্যার ব্যাখ্যা হইয়াছে। (৩২) গান, (৩৩) সঙ্কীর্ত্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ দৈন্যঘোষক বাক্যপ্রয়োগ, (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্যাস্বাদন, (৩৮) পাদ্যের আস্বাদন অর্থাৎ চরণামৃত-ধারণ, (৩৯) ধূপমাল্যাদির সৌরভগ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্ত্তিস্পর্শন, (৪১) শ্রীমূর্ত্তিনিরীক্ষণ, (৪২) আরাত্রিকোৎসবাদি, (৪৩) কৃষ্ণনামচরিতগুণাদি-শ্রবণ, (৪৪) কৃষ্ণকৃপা-দর্শন, (৪৫) স্মরণ, (৪৬) ধ্যান,—এই কয়েকটী অঙ্গ স্পষ্ট; (৪৭) কর্ম্মার্পণ ও কৈঙ্কর্য্য—এই দুই প্রকার দাস্য, (৪৮) বিশ্বাস ও মিত্রবৃত্তি—এই দুই

(১) হে ভগবন্, আপনার উপভুক্ত মালা, গন্ধ, বসন ও অলঙ্কারে চর্চ্চিত এবং আপনার উচ্ছিষ্টভোজি-দাসরূপে আমরা অনায়াসে আপনার দৈবীমায়াকে জয় করিতে পারিব।

(২) উপকরণাদিদ্বারা পরিষ্কারকরণ এবং চামর ও বাদ্যাদিদ্বারা রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যময়ী সেবার নাম পরিচর্য্যা।

প্রকার সখ্য ; (৪৯) 'আত্মনিবেদন'-শব্দের অর্থ এই যে, 'আত্ম'-শব্দে দেহিনিষ্ঠ 'অহংতা' ও দেহনিষ্ঠ 'মমতা'—এই দুইটী কৃষ্ণে নিবেদন করিবে।

বিজয়। 'দেহিনিষ্ঠ অহংতা' ও 'দেহনিষ্ঠ মমতা'—এই দুইটী আরও স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করুন্।

বাবাজী। দেহের মধ্যে যে জীব আছেন, তিনি দেহী ও 'অহং'-পদবাচ্য ; তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে 'আমি-বুদ্ধি,' তাহাই দেহিনিষ্ঠ অহংতা ; দেহেতে যে 'আমার' বলিয়া বুদ্ধি, তাহাই দেহনিষ্ঠ মমতা,—এই দুইটী শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবে। দেহী অর্থাৎ দেহিগত 'আমি' ও দেহগত 'আমার' এই বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক 'আমি কৃষ্ণপ্রসাদভোজী কৃষ্ণদাস, এই দেহ কৃষ্ণের দাস্যোপযোগী যন্ত্রবিশেষ' এইরূপ বুদ্ধির সহিত শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম আত্মনিবেদন।

বিজয়। প্রিয়বস্তু কিরূপে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে হয় ?

বাবাজী। (৫০) জগতে যে বস্তুতে প্রীতি জন্মে, তাহাই কৃষ্ণ-সম্বন্ধী করিয়া স্বীকার করার নাম প্রিয়োপহরণ।

বিজয়। (৫১) কৃষ্ণোদ্দেশে অখিল চেষ্টা কিরূপে করিতে হয় ?

বাবাজী। লৌকিকী ও বৈদিকী যত প্রকার ক্রিয়া আছে, সে সমস্ত ক্রিয়াকে হরিসেবানুকূল করিলে কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা হইয়া থাকে।

বিজয়। (৫২) সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি কিরূপ ?

বাবাজী। "হে ভগবন্, আমি তোমার" এরূপ মনোবাক্যের দ্বারা বলা এবং "হে ভগবন্, আমি তোমাতে প্রপন্ন হইলাম" এইরূপ ভাবকে 'শরণাপত্তি' বলে।

বিজয়। (৫৩) তুলসীসেবন কিরূপ ?

বাবাজী। তুলসীসেবা নয় প্রকার—তুলসীদর্শন, তুলসীস্পর্শন, তুলসীধ্যান, তুলসীকীর্ত্তন, তুলসীনমস্কার, তুলসী-মাহাত্ম্য-শ্রবণ, তুলসী-

রোপণ, তুলসীসেবন, ও তুলসীকে নিত্যপূজন—এই নয় প্রকার হরিসেবার উদ্দেশে তুলসীমাহাত্ম্য।

বিজয়। (৫৪) শাস্ত্রসম্মান কিরূপ?

বাবাজী। ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রই 'শাস্ত্র'; তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বোপরি—যেহেতু ইনি সর্ব্ব-বেদান্তসার; ইঁহার রসামৃত-তৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

বিজয়। (৫৫) হরিজন্মস্থান মথুরার কিরূপ মাহাত্ম্য?

বাবাজী। মথুরাবিষয়-শ্রবণ, স্মরণ, কীর্ত্তন, তথায় গমনবাসনা ও তীর্থ দর্শন, স্পর্শন, তথায় বাস ও তাঁহার সেবা—এই সকল ক্রিয়াদ্বারা অভীষ্ট লাভ হয়; শ্রীমায়াপুরকেও তদ্রূপ জানিবে।

বিজয়। (৫৬) বৈষ্ণবসেবা কিরূপ?

বাবাজী। বৈষ্ণব ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়—বৈষ্ণবসেবা করিলে ভগবানে ভক্তি হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সর্ব্বদেবের আরাধন অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধন শ্রেষ্ঠ; তাঁহার আরাধনা অপেক্ষাও তাঁহার দাস-বৈষ্ণবের সমর্চ্চন সমধিক শ্রেষ্ঠ।

বিজয়। (৫৭) যথা-বৈভব মহোৎসব কিরূপে করা যায়?

বাবাজী। হরিগৃহে যথাসাধ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভগবৎসেবাপূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবসেবার নাম মহোৎসব—ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎসব আর জগতে নাই।

বিজয়। (৫৮) কার্ত্তিকমাসের সমাদর কিরূপে হয়?

বাবাজী। কার্ত্তিকমাসের নাম ঊর্জ্জ; সেই মাসে নিয়মিতরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা শ্রীদামোদরের সেবা করার নাম 'ঊর্জ্জাদর'।

বিজয়। (৫৯) জন্মদিনযাত্রা কিরূপে পালনীয়?

বাবাজী। যে দিবসে কৃষ্ণের জন্ম, সেই ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী ও ফাল্গুনী

পৌর্ণমাসীতে যথাযথ উৎসব করার নাম 'শ্রীজন্মযাত্রা' ; প্রপন্নদিগের ইহা পালনীয়।

বিজয়। (৬০) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা কিরূপ ?

বাবাজী। শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা-কার্য্যে প্রীতিময় উৎসাহ সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখা আবশ্যক। যিনি এরূপ করেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে কেবল মুক্তিরূপ তুচ্ছফল না দিয়া, ভক্তিরূপ মহাফল পর্য্যন্ত দান করেন।

বিজয়। (৬১) কিরূপে রসিকজনের সহিত ভাগবতার্থ আস্বাদন করিতে হয়, তাহা বলুন।

বাবাজী। নিগম-কল্পতরুর সুমিষ্ট রসফ শ্রীভাগবত। রসবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সহিত ইহার আস্বাদনে রসোদয় হয় না, বরং অপরাধ হয়, যাহারা শ্রীভাগবত-রসজ্ঞ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়া কৃষ্ণলীলারসের পিপাসু, তাঁহাদের সহিত বসিয়া শ্রীভাগবতশ্লোক পাঠপূর্ব্বক রসাস্বাদন করিবে; সাধারণ-সভায় শ্রীভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করিলে শুদ্ধভক্তির কার্য্য হয় না।

বিজয়। (৬২) স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ-ভক্তসঙ্গ কিরূপে হয় ?

বাবাজী। ভক্তসঙ্গের নাম করিয়া অভক্ত-সঙ্গ করিলে ভক্তির উন্নতি হয় না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলায় সেবা-প্রাপ্ত হওয়াই ভক্তদিগের বাসনা, সেই জাতীয় বাসনা যে সকল লোকের আছে, তাহাদিগকে 'ভক্ত' বলা যায়; তন্মধ্যে যাঁহারা আমা হইতে শ্রেষ্ঠভক্ত, তাঁহাদের সঙ্গ করিলে আমার ভক্ত্যুন্নতি হয়, নতুবা ভক্তি স্তম্ভিত হইয়া যে শ্রেণীর লোকের সহিত সঙ্গ করা যায়, তাহার ন্যায় হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে (হরিভক্তি-সুধোদয়ে ৮।৫১ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথান্যেব সংশ্রয়েৎ ॥ (১)

---

(১) ৩০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিজয়। (৬৩) নামসঙ্কীর্ত্তন কিরূপ ?

বাবাজী। নাম—অপ্রাকৃত চৈতন্যরস, তাহাতে জড়গন্ধ নাই। ভক্ত-জীবের সেবাস্পৃহা হইতে ভক্তিশোধিত জিহ্বাদিতে নাম স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন—নাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এইরূপে সর্ব্বদা স্বয়ং ও অপরের সহিত মিলিত হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিবে।

বিজয়। (৬৪) মথুরা অর্থাৎ জন্মস্থানে অবস্থিতি-সম্বন্ধে আমরা আপনার কৃপায় বুঝিয়াছি ; এখন ইহার সার বলুন।

বাবাজী। শেষোক্ত পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বোপরি—ইহাতে অপরাধশূন্য হইয়া স্বল্পমাত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, ইহাদের অদ্ভুত বীর্য্যক্রমে ভাব-অবস্থার উদয় হয়।

বিজয়। এই সমস্ত সাধনসম্বন্ধে আর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। এই সকল ভক্ত্যঙ্গের কিছু কিছু অবান্তর ফল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা কেবল বহির্ম্মুখজনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য—কৃষ্ণরতিই এই সকল অঙ্গের মুখ্যফল। ভক্তিবিজ্ঞদিগের সকল কার্য্যের ভক্ত্যঙ্গত্বই সম্মত, কর্ম্মাঙ্গত্ব পরিত্যাজ্য। জ্ঞানবৈরাগ্যদ্বারা কাহারও ভক্তিমন্দির-প্রবেশের ঈষদুপযোগিতা হয় ; তথাপি জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হয় ; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে, কিন্তু ভক্তি সুকুমার-স্বভাবা। অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত ; জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির হেতু হইতে পারে না, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যাহা দিতে পারে না, ভক্তিদ্বারা তাহা অনায়াসে লব্ধ হয়। সাধনভক্তি হরিভজনে এরূপ রুচি উৎপন্ন করেন যে, অত্যন্ত গরিষ্ঠ বিষয়রাগও বিলীন হয়। সাধকের যুক্ত-বৈরাগ্যই প্রয়োজন, ফল্গু-বৈরাগ্য পরিত্যাজ্য—সকল

বিষয়ই কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিয়া অনাসক্তরূপে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করার নাম যুক্তবৈরাগ্য, হরিসম্বন্ধি-বস্তুসকলকে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মুক্তি-লোভে পরিত্যাগ করার নাম ফল্গু বৈরাগ্য ; অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ফল্গু বৈরাগ্য পরিত্যাগ করা উচিত। ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশে যে ভক্তি-প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরবর্ত্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে ; বিবেকাদি গুণগণ ভক্ত্যধিকারীর বিশেষণ, অতএব তাহারাও ভক্তির অঙ্গ নয় , যম, নিয়ম, শৌচাচার প্রভৃতি কৃষ্ণোন্মুখী পুরুষের স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারাও ভক্তির-অঙ্গ নয়। অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপ ও শমাদি যে গুণসকল, তাহা কৃষ্ণভক্তে স্বয়ং আশ্রয় করে, যত্ন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না। ভক্তির যে সকল অঙ্গ কথিত হইল, তাহাদের, মুখ্য একাঙ্গ-সাধনে বা অনেকাঙ্গ সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে সিদ্ধি লাভ হয়। আমি বৈধী-সাধনভক্তির সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলিলাম ; তোমরা হৃদয়ে ভাবনাপূর্ব্বক ভালরূপে বুঝিয়া লইবে এবং সাধ্যমত অনুষ্ঠান করিবে।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার এতাবদ্ উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে গুরুপাদপদ্মে পড়িয়া জানাইলেন—প্রভো, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন ; আমরা অভিমানগর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। বাবাজী বলিলেন,—কৃষ্ণ অবশ্যই তোমাদিগকে কৃপা করিবেন। রাত্রি অধিক হইলে মাতুল ও ভাগিনেয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত অভিধেয়-বিচার—রাগানুগা-সাধনভক্তি)

বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের অবৈষ্ণব কুলগুরু-পরিত্যাগ—বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র-গ্রহণ-সঙ্কল্প—রঘুনাথদাস বাবাজীর নিকট মন্ত্র-গ্রহণ—দীক্ষাবসরে উভয়ের শ্রীমায়াপুরে বৈষ্ণবসেবা ও মহোৎসব—প্রসাদ-সেবাকালে প্রসাদ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন—বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট লাভার্থ বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের আগ্রহ—বৈষ্ণবতা ভক্তির পরিমাণানুসারে, আশ্রমানুসারে নহে—বিষয়াশী বিজয় ও ব্রজনাথের ব্যবহার—বৈষ্ণবগণের মায়াপুরে গৌরসুন্দরের নিত্যলীলা অনুভব—বিজয় ও ব্রজনাথের প্রত্যহ গুরুপ্রণাম, ভগবদ্দর্শন ও তুলসী-পরিক্রমা—বাবাজী মহাশয়কে রাগানুগা ভক্তি বিষয়ে পরিপ্রশ্ন—রূপানুগ বাবাজী মহারাজের শিষ্যদ্বয়কে অধিকারী জ্ঞানে প্রথমে রাগ শব্দের তাৎপর্য্য কথন—ভয় ও শ্রদ্ধা বৈধী ভক্তিতে কার্য্যকরী, লোভই রাগাত্মিকা ভক্তিতে কার্য্যকারক—ব্রজবাসিগণের ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণ-ফলে তৎপ্রাপ্তির বাসনাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ—রাগানুগভক্তির সাধন-প্রণালী—রাগময়ী ভক্তির সহিত বৈধীভক্তির সম্বন্ধ—রাগময়ী ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তির পার্থক্য—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তির স্বরূপ—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী দ্বিবিধা কামানুগা ভক্তি—রাগানুগ সাধনভক্তির উদয় প্রকার—জীবের স্ব-স্বরূপগত পঞ্চবিধ রসে কৃষ্ণসেবা—মধুররসাশ্রিত ভক্ত সিদ্ধদেহে স্ত্রী-আকার বিশিষ্ট—রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ঋষিগণের ব্রজলীলায় স্ত্রীত্ব লাভ—নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে ব্রজবাসিনীদিগের বিবরণ—নিত্যসিদ্ধাগণের স্বরূপশক্তিত্ব—সাধনসিদ্ধাগণের জীবশক্তিত্ব—বৈধ সেবকের দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ—শৃঙ্গাররসে কাম ও প্রেমের সূক্ষ্ম পার্থক্য—প্রাকৃত কাম অপ্রাকৃত কামের বিকৃতি—সম্বন্ধরূপা রাগানুগ ভক্তির ব্যাখ্যা—ভাবচেষ্টিত মুদ্রার অর্থ—বিজয়কুমারের স্বীয় রুচি পরীক্ষা—বিজয়কুমার ও ব্রজনাথকে বাবাজীর সিদ্ধদেহের পরিচয় প্রদান—হরিনাম করিতে করিতে

বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের গৃহে প্রত্যাগমন —ও বিজয় ও ব্রজকুমারের নিজ কৃত্যবিষয়ক পরামর্শ।

বিজয়কুমার ও ব্রজনাথের চিত্তে একপ্রকার আশ্চর্য্য ভাব উদয় হইল—উভয়ই এক মনে স্থির করিলেন যে, সিদ্ধবাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক। বিজয়কুমার শিশুকালে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ব্রজনাথের গায়ত্রী-দীক্ষার পর অন্য কোন মন্ত্রদীক্ষা হয় নাই। বাবাজীমহাশয়ের উপদেশে জানিতে পারিলেন যে, অবৈষ্ণব প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীব নরক গমন করে; বিবেক হইলে পুনরায় সম্যক্ বিধি-অনুসারে বৈষ্ণবগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত; বিশেষতঃ সিদ্ধভক্তের শিষ্যতা লাভ করিলে অতিশীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধি হয়। এই বিবেচনায় উভয়েই স্থির করিলেন, 'কল্য প্রাতে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গাস্নান করতঃ পরমারাধ্য বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিব। এই বিষয় মনে মনে স্থির করিয়া উভয়ে পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান সমাপ্তি করতঃ পূর্ব্বোপদিষ্ট দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্ব্বক শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের চরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় সিদ্ধবৈষ্ণব; তাঁহাদের মনের কথা জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অদ্য প্রাতে কি মনে করিয়া আসিয়াছ? উভয়ে বলিলেন—প্রভো, আমাদিগকে দীন অকিঞ্চন জানিয়া কৃপা করুন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া কুটীরে লইয়া শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। মন্ত্র জপ করিতে করিতে উভয়ে মহাপ্রেমে মত্ত হইয়া "জয় গৌরাঙ্গ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গলদেশে তুলসী মালা ও সুন্দর যজ্ঞোপবীত, দ্বাদশতিলক, উজ্জ্বল মুখশ্রী, কিছু কিছু সাত্ত্বিক বিকার, চক্ষে দর দর ধারায় অশ্রু দেখিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—আজ তোমরা আমাকে পবিত্র করিলে।

তাঁহারা বারংবার বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি আস্বাদনপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথ বাটী হইতে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ-সামগ্রী আনিবার যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার গৃহভৃত্যদ্বয় অনেক সুখাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ করযোড়পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগকে জানাইলেন,—আমাদের আনীত ভোগ-দ্রব্যসকল মহাপ্রভুকে নিবেদন করুন। শ্রীবাস-অঙ্গনের অধিকারী মহাশয় পূজারীদ্বারা ভোগ পাক করাইয়া শ্রীপঞ্চতত্ত্বকে সমর্পণ করিলেন।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণ করতাল-মৃদঙ্গ লইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে ভোগারাত্রিক গান করিতে লাগিলেন; অনেক বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; মহাসমারোহে ভোগ হইয়া গেল। নাটমন্দিরে বৈষ্ণবদিগের প্রসাদ পাইবার স্থান হইল; "হরের্নাম" এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইল, সমস্ত বৈষ্ণব আপন আপন জলপাত্র লইয়া একত্র হইলেন। প্রসাদ-সেবাকালে কবিতাসকল পঠিত হইতে লাগিল; বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলেন। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার পরে অধরান্ন পাইব মনে করিয়া বসিতে চাহিলেন না, কিন্তু প্রধান প্রধান বাবাজীগণ তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক বসাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তোমরা গৃহস্থ বৈষ্ণব, তোমাদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারিলে ধন্য হই। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ বলিলেন,—আপনারা মহান্ত, ত্যাগিবৈষ্ণব। আপনাদের অধরামৃত পাওয়াই আমাদের সৌভাগ্য; আপনাদের সঙ্গে বসিলে আমাদের অপরাধ হয়। বৈষ্ণবগণ বলিলেন,—বৈষ্ণবতায় গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর কোন ভেদ নাই, কেবল ভক্তির পরিমাণ-অনুসারে বৈষ্ণবের তারতম্য। এরূপ কথাবার্ত্তার সঙ্গে সকলেই প্রসাদ সেবায় বসিলেন। গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করিবার আশায়, বিজয় ও ব্রজনাথ প্রসাদ কোলে

করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাইতে পাইতে তাহা দেখিতে পাইয়া শ্রীল রঘুনাথদাস বাবাজীকে কহিলেন—হে বৈষ্ণব-প্রবর, আপনার শিষ্যদ্বয়কে কৃপা করুন, নতুবা তাঁহারা প্রসাদসেবা করিতেছেন না। তচ্ছ্রবণে বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের হস্তে ভুক্তপ্রসাদ অর্পণ করিলে তাঁহারা পরমার্থজ্ঞানে তাহা প্রাপ্ত হইলেন; "শ্রীগুরুবে নমঃ" বলিয়া তাঁহারা প্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে "সাধু সাবধান" ও প্রসাদমাহাত্ম্য-সূচক বচনসকল উচ্চারিত হইতে লাগিল। আহা! তখন শ্রীবাসাঙ্গনের নাট মন্দিরে কি শোভা উদয় হইল। তখন ভক্তগণ দেখিতে লাগিলেন, যেন শ্রীশচী, সীতা, মালিনী দেবী প্রসাদ আনয়ন করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সপরিকরে প্রসাদ সেবা করিতেছেন।

"মায়াপুরে নিত্যলীলা করে গৌররায়।
সুকৃতির বলে ভক্ত দেখিবারে পায়॥"

এই শ্রীজগদানন্দকৃত 'প্রেমবিবর্ত্তের' পদ্য বৈষ্ণবগণের স্মরণপথে আসিল। যে পর্য্যন্ত সেই লীলা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, সে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের প্রসাদসেবা বন্ধ ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই লীলা অপ্রকট হইলে ভক্তগণ পরস্পরের মুখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন প্রসাদান্নের কি যে অপূর্ব্ব আস্বাদন হইল, তাহা ব্যক্ত করা যায় না; সকলেই বলিতে লাগিলেন,—এই দুই ব্রাহ্মণকুমার মহাপ্রভুর নিতান্ত কৃপাপাত্র; ইহাঁদের মহোৎসবে গৌরলীলা পুনঃপ্রকট হইল। ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—আমরা দীন, অকিঞ্চন, কিছুই জানিনা—এ সমস্তই শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা দেখিতে পাইলাম।

প্রসাদ-সেবান্তে বৈষ্ণবদিগের আজ্ঞা পাইয়া বিজয় ও ব্রজনাথ গৃহে গমন

করিলেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানানন্তর গুরুচরণে প্রণাম, ভগবদ্দর্শন ও তুলসী-পরিক্রমণ ইত্যাদি দৈনিক নিয়ম করিয়া তাঁহাবা পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রত্যহ কিছু না কিছু শিক্ষা করেন। ৪।৫ দিবস পরে সন্ধ্যার সময়ে উভয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত করিয়া আরাত্রিক-নামসংকীর্ত্তনের পর বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার কুটীরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো, আমরা আপনার কৃপায় বৈধীভক্তিসাধন ভালরূপে জানিতে পারিয়াছি, এখন আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি কৃপা করিয়া রাগানুগা-ভক্তির বিষয়টী এই নরাধমদিগকে বুঝাইয়া দেন। বাবাজী মহাশয় আনন্দের সহিত বলিলেন,—শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তোমাদিগকে অদেয় কিছুই নাই, বিশেষ যত্ন-সহকারে শ্রবণ কর, আমি রাগানুগা-ভক্তি ব্যাখ্যা করিতেছি—

যাঁহাকে সেই পরাৎপর প্রভু যবনসঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রয়াগক্ষেত্রে রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপগোস্বামীর চরণে আমি বারবার প্রণাম করি। যাঁহাকে সেই করুণাময় প্রভু বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করতঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রজরসভ্রমর গোস্বামী শ্রীরঘুনাথের চরণে আমি একান্ত শরণাপন্ন হইলাম।

রাগানুগা-ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে রাগাত্মিকা-ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিতে হয়।

ব্রজনাথ। 'রাগ' কাহাকে বলে, পূর্ব্বে জানিতে ইচ্ছা করি।

বাবাজী। বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয়-প্রেমাকারে 'রাগ' হয়—সৌন্দর্য্যাদি-দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থাকে, তদ্রূপ। এস্থলে বিষয়ে 'রঞ্জকতা' থাকে ও চিত্তে 'রাগ' থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে 'রাগভক্তি' বলা

যায়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী-পরমা-আবিষ্টতাকেই 'রাগ' বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে রাগাত্মিকা-ভক্তি বলে—স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। যে ব্যক্তিতে এরূপ রাগ উদিত হয় নাই, তাহার পক্ষে শাস্ত্রবিধিই ভক্তির প্রবর্ত্তক; সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী-ভক্তিতে ক্রিয়া করে; কৃষ্ণলীলায় লোভ রাগাত্মিকা-ভক্তিতে ক্রিয়া করে।

ব্রজনাথ। রাগময়ীভক্তির অধিকারী কে?

বাবাজী। বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকা-ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠা প্রবল; ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তিব জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা-ভক্তির অধিকারী।

ব্রজনাথ। এস্থলে সেই লোভের লক্ষণ কি?

বাবাজী। ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে, তাহাই তল্লোভোৎপত্তির লক্ষণ। বৈধভক্ত্যধিকারী কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে, কিন্তু রাগানুগমার্গে বুদ্ধি, শাস্ত্র ও যুক্তিকে অপেক্ষা করে না, কেবল সেই সেই ব্রজবাসীদিগের ভাবের প্রতি যে লোভ তাহাকেই অপেক্ষা করে।

ব্রজনাথ। রাগানুগা-ভক্তির প্রক্রিয়া কি?

বাবাজী। সাধক, ব্রজজনের মধ্যে যাঁহার সেবা-চেষ্টাতে তাঁহার লোভ হইয়াছে, তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করা এবং তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহাদের পরস্পর লীলাকথায় রত হইয়া স-শরীরে বা মানসে সর্ব্বদা

ব্রজে বাস করেন। সেই ভাব প্রাপ্ত হইবার লোভে ব্রজজনের অনুগত হইয়া সর্ব্বদা দুইপ্রকার সেবা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাহ্যে সাধকরূপে সেবা করেন, অন্তরে সিদ্ধদেহাভিমানে সেবা করেন।

ব্রজ। বৈধীভক্ত্যঙ্গ সকলের সহিত রাগানুগা-ভক্তির কি সম্বন্ধ?

বাবাজী। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাহা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই রাগানুগা-সাধকের সাধকরূপ ক্রিয়ায় বর্ত্তমান থাকে। অন্তরে ব্রজজনের অনুগত হইয়া যে সময়ে নিত্যসেবার আস্বাদন করিতে থাকেন, সেই সময়েই বাহ্যদেহে বৈধীভক্তির অঙ্গসকল লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। রাগানুগা-ভক্তির মাহাত্ম্য কি?

বাবাজী। বৈধীনিষ্ঠার সহিত বহুকাল সেবা করিলে যে ফল না হয়, রাগানুগা-ভক্তিতে স্বল্পকালেই সেই ফলের উদয় হয়। বৈধমার্গের ভক্তি বিধি-সাপেক্ষ হওয়ায় দুর্ব্বলা, রাগানুগা-ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি থাকায় স্বভাবতঃ প্রবলা; অতএব ব্রজজনের আনুগত্যাভিমান-লক্ষণ ভাববিশেষের দ্বারা যে রাগ উদিত হয়, তাহা হইতে শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্ম-নিবেদনাত্মক প্রক্রিয়া সর্ব্বদাই অবলম্বিত হয়। যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে; অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। রাগাত্মিকা-ভক্তি যতপ্রকার, রাগানুগা-ভক্তিও ততপ্রকার।

ব্রজনাথ। রাগাত্মিকা-ভক্তি কতপ্রকার।

বাবাজী। রাগাত্মিকা-ভক্তি দুই প্রকার—কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

ব্রজনাথ। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপার ভেদ বলুন।

বাবাজী। সপ্তম স্কন্ধে লিখিত আছে, (ভাঃ ৭।১।২৯-৩০)—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥

গোপ্যঃ কামাদ্ ভযাৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

ইহাব তাৎপর্য্য এই যে, কাম, দ্বেষ, ভয ও স্নেহক্রমে ঈশ্বরে মনকে ভক্ত্যাবিষ্ট কবিয়া তত্তদ্ভাবগত দোষ পবিত্যাগপূর্ব্বক অনেকেই ভগবদ্গতি লাভ কবিয়াছেন—কামদ্বারা গোপীসকল, ভয়দ্বাবা কংস, দ্বেষদ্বাবা শিশুপালাদি নৃপগণ, সম্বন্ধদ্বারা বৃষ্ণিবংশীয মহাত্মগণ, স্নেহদ্বাবা তোমবা পাণ্ডবাদি এবং আমবা ঋষিগণ ভক্তিদ্বাবা তদ্গতি লাভ কবিযাছি। কাম, ভয, দ্বেষ, সম্বন্ধ, স্নেহ ও ভক্তি—এই ছয়টীব মধ্যে আনুকূল্য-ভাবেব বিপবীত হওযায়, ভয় ও দ্বেষ অনুকবণযোগ্য হয না। স্নেহ একাংশে সখ্যভাবযুক্ত হওয়ায বৈধভক্তিব অনুবর্ত্তী; অপবাংশে প্রেমভাবযুক্ত হওয়ায সাধনপর্ব্বে তাহাব উপযোগিতা নাই। অতএব স্নেহ বাগমার্গীয় সাধনভক্তিতে স্থান পায না। "ভক্ত্যা বয়ং" (ভঃ বঃ সিঃ, পূর্ব্ব-২ ল-১৩৫)—এই ভক্তি শব্দে বৈধীভক্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ 'ভক্তি' শব্দে কোন স্থলে ঋষিদিগেব অবলম্বিত বৈধী ভক্তি, কোন স্থলে জ্ঞানামিশ্রা ভক্তি বুঝিতে হইবে। 'অনেকে তদ্গতি লাভ কবিয়াছেন' এই বাক্যদ্বাবা কিবণ ও অর্কস্থলীয় ব্রহ্ম ও কৃষ্ণেব একতা-নিবন্ধন, জ্ঞানি-ভক্তগণ ব্রহ্মে লযপ্রাপ্ত হন; কৃষ্ণশত্রুগণও ব্রহ্মে লয প্রাপ্ত হয়; তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাসপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসুখে মগ্ন থাকে—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেব মতে, মায়া-পাবে সিদ্ধলোকে বাস কবেন। সিদ্ধলোক দুইপ্রকাব—জ্ঞানসিদ্ধ লোক ব্রহ্মসুখে মগ্ন, হবিকর্ত্তৃক বিনষ্ট অসুরসকলও সেই সিদ্ধলোকে বাস করে; জ্ঞানসিদ্ধেব মধ্যে কেহ কেহ বাগবন্ধক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করিয়া তাঁহার প্রিয়জনরূপে প্রেমা লাভ করেন। কিরণ ও সূর্য্য যেরূপ একই বস্তু, সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ ব্রহ্ম ও কৃষ্ণে বস্তুতঃ ভেদ নাই। 'তদ্গতি' শব্দে কৃষ্ণগতি। সাযুজ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানী ও অসুরগণ

সেই বস্তুর কিরণরূপ ব্রহ্মকে লাভ করে ; প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তগণ সেই বস্তুর মূলসূর্য্যরূপ কৃষ্ণের পরিচর্য্যা লাভ করেন। ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তি— এই চারিটীকে পৃথক্ করিয়া দিলে কাম ও সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকে ; অতএব রাগমার্গে কাম ও সম্বন্ধ, এই দুইটী পৃথক্‌রূপে বলবান্,—রাগময়ীভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

ব্রজনাথ। কামরূপা-ভক্তির স্বরূপ কি ?

বাবাজী। 'কাম' শব্দে সম্ভোগতৃষ্ণাকে বুঝায় ; কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তিস্বরূপে সম্ভোগতৃষ্ণার স্বরূপ পরিণত হইয়া অহৈতুকী-প্রীতি-স্বভাবে নীত হয়, অর্থাৎ প্রীতিসম্ভোগ কৃষ্ণ-তৃষ্ণাময়ী হয়—কৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য সমস্ত চেষ্টার উদয় হয়—নিজসুখচেষ্টা রহিত হয় ; তবে যদি নিজসুখ-চেষ্টা থাকে, তাহাও কৃষ্ণসুখসমৃদ্ধির জন্য স্বীকৃত হয়। এই অপূর্ব্ব প্রেম ব্রজদেবীগণেই সুপ্রসিদ্ধরূপে বিরাজমান ; ব্রজগোপীদের এই প্রেম বিশেষ কোন একটী আশ্চর্য্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই সেই ক্রীড়াকে উৎপন্ন করে, তৎপ্রযুক্ত সেই প্রেম-বিশেষ-তত্ত্বকে পণ্ডিতগণ 'কাম' বলিয়া বলেন ; বস্তুতঃ ব্রজগোপীদিগের কাম অপ্রাকৃত ও দোষগন্ধরহিত, বদ্ধজীবের কাম সদোষ ও তুচ্ছ। এই ব্রজগোপীদিগের কাম দর্শন করিয়া ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদি তাহা পাইবার জন্য বাঞ্ছা করেন ; ব্রজগোপীদিগের কামের অন্য তুলনার-স্থল নাই—সেই কামই নিজ তুলনা-স্থল। সেই কামরূপা রাগাত্মিকা-ভক্তি ব্রজব্যতীত অন্য কোন স্থলে নাই ; মথুরায় কুব্জার যে কাম দেখা যায়, তাহা কামপ্রায় রতিমাত্র—যে কামের উল্লেখ করা হইল, সে কাম নয়।

ব্রজনাথ। সম্বন্ধরূপা রাগময়ী ভক্তি কিরূপ ?

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বাদি-অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপা রাগময়ী ভক্তি—'আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা' ইত্যাদি অভিমান হইতে

সম্বন্ধ-রূপা-ভক্তি। বৃষ্ণিবংশে মাতা-পিতার এইরূপ ভাব; উপলক্ষণে ব্রজেবল্লব নন্দযশোদাদিরও সম্বন্ধরূপা-ভক্তি। যাহা হউক্, কাম ও সম্বন্ধ-ভাবে শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ পাওয়া যায়, অতএব তাহা নিত্যসিদ্ধগণের আশ্রয়। রাগানুগা-ভক্তি-বিচারে তাহার উল্লেখমাত্র করা গেল। এখন দেখ, কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা—দুই প্রকার সাধনভক্তি।

ব্রজনাথ। কামানুগা রাগানুগা সাধন-ভক্তি কিরূপ?

বাবাজী। কামরূপা-ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহাই কামানুগা; তাহা দুই প্রকার—সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী।

ব্রজনাথ। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কিরূপ?

বাবাজী। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কেলিতাৎপর্য্যবতী; 'কেলি' অর্থে ক্রীড়া, ব্রজদেবীদের সহিত কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত ক্রীড়া, তাহাই 'সম্ভোগ' শব্দের তাৎপর্য্য।

ব্রজনাথ। তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কিরূপ?

বাবাজী। ব্রজযূথেশ্বরীদিগের কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবমাধুর্য্য, সেইরূপ ভাবমাধুর্য্যের কামনাকে তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা বলা যায়।

ব্রজনাথ। এই দুই প্রকার রাগানুগ-সাধনভক্তি কিরূপে উদিত হয়?

বাবাজী। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মাধুরী দর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করিয়া সেই সেই ভাবের আকাঙ্ক্ষা যাহাদের হয়, তাঁহারাই কামানুগা ও সম্বন্ধানুগারূপা রাগানুগা-ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হন।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ব্রজদেবীসকল প্রকৃতি—স্ত্রীলোকদিগেরই কেবল রাগানুগা-ভক্তিতে অধিকার দেখিতেছি, পুরুষদিগের কিরূপে এই ভাব হইতে পারে?

বাবাজী। জগতে বর্ত্তমান জীবসকল স্বীয় স্বীয় স্বভাবভেদে পঞ্চবিধ-রসের আশ্রয়; তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিবিধ রসের

আশ্রয় ব্রজজনের মধ্যে আছে। পুরুষব্যবহারে দাস্য, সখ্য, পিতৃত্বাভিমানী বাৎসল্য —এই তিন প্রকার রসে যাঁহাদের চিত্ত ধাবিত তাঁহারা পুরুষভাবে কৃষ্ণসেবা করেন ; যাঁহারা মাতৃত্বভাবাশ্রিত ও শৃঙ্গাররসে ভাবিত, তাঁহারা স্ত্রীভাবে কৃষ্ণসেবা করেন। সিদ্ধগণমধ্যে যেরূপ স্ত্রীপুরুষ-স্বভাব পৃথক্, তাঁহাদের অনুগত সাধকগণের মধ্যেও সেইরূপ।

ব্রজনাথ। যাঁহারা পুরুষাকারে বর্ত্তমান, তাঁহারা কিরূপে ব্রজদেবীর ভাবে সাধন করিবেন ?

বাবাজী। অধিকারভেদে যাঁহারা শৃঙ্গার-রসে রুচি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্থূলদেহে পুরুষাকারে বর্ত্তমান হইলেও সিদ্ধদেহে স্ত্রী-আকার-বিশিষ্ট। রুচি ও স্বভাব-অনুসারে যে ব্রজদেবীর অনুগত হইবার যাঁহারা উপযোগী, তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহারা সিদ্ধদেহে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে পুরুষদিগের এরূপ ভাব হইয়াছিল কথিত আছে ; যথা,—দণ্ডকারণ্যবাসি-মহর্ষিগণ শ্রীরামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন ; তাঁহারাই শ্রীগোকুল-লীলায় স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া কামরূপা-রাগময়ী ভক্তিতে হরিসেবা করিয়াছিলেন।

ব্রজনাথ। আমরা শুনিয়াছি যে, গোকুলবাসিনী স্ত্রীগণ নিত্যসিদ্ধা ; তাঁহারা কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্য ব্রজে অবতীর্ণ হন ; সেস্থলে গোকুলে সমুদ্ভূতা গোপীদিগের এরূপ বর্ণন পদ্মপুরাণে কেন হইল ?

বাবাজী। নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলায় সহজে গমন হইয়াছিল ; যাঁহারা সাধনসিদ্ধা হইলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কামরূপা-ভক্তির সহিত ভজন যোগ্যা হইয়া গোকুলে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা 'তা বার্য্যমানা পতিভিঃ' (১) ইত্যাদি শ্লোকানুসারে মানসে কৃষ্ণসেবা করিয়া অপ্রাকৃত

(১) পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের দ্বারা নিবারিত হইয়াও গোবিন্দাপহৃত-চিত্ত নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ কৃষ্ণসকাশে গমনে নিবৃত্ত হইলেন না।

স্বরূপ লাভ করিলেন; সেই গোপী সকলেই প্রায় দণ্ডকারণ্যবাসি-ঋষিগণ।

ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধা কাঁহারা? এবং সাধনসিদ্ধাই বা কাঁহাদিগকে বলা যায়?

বাবাজী। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকা; তাঁহার প্রথম কায়ব্যূহ—অষ্টসখী এবং অন্যান্য সখীগণকে তাঁহার পরপর কায়ব্যূহ-স্বরূপ জানিবে—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধা; ইঁহারা জীবশক্তিগত তত্ত্ব নহেন, স্বরূপশক্তিগত তত্ত্ববিশেষ। ব্রজের সামান্যা সখীসকল সাধনক্রমে সিদ্ধ হইয়া শ্রীমতীর পরিকরের অনুগতা হইয়াছেন—ইঁহারাই সাধন-সিদ্ধ জীব; হ্লাদিনীশক্তিবলে ব্রজদেবীর সহিত সালোক্য লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা রাগানুগমার্গে শৃঙ্গাররসে সাধনা করিবেন, তাঁহাদের সাধন সিদ্ধ হইলে সেই সখীদিগের শ্রেণী লাভ হইবে; ইহার মধ্যে যাঁহারা রিরংসা অর্থাৎ কৃষ্ণরমণেচ্ছাকে সুষ্ঠু করিবার অভিপ্রায়ে কেবল বিধিমার্গে সেবা করেন, তাঁহারা দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ করিবেন বিধিমার্গে ব্রজদেবীর অনুগত হওয়া যায় না; তবে যাঁহাদের অন্তরে রাগানুগমার্গ, বাহিরে মাত্র বিধিমার্গ, তাঁহাদের ব্রজসেবা লাভ হইবে।

ব্রজনাথ। রিরংসা অর্থাৎ রমণবাসনাকে কিরূপে সুষ্ঠু করা যায়?

বাবাজী। কৃষ্ণের প্রতি মহিষীবৎ ভাব যাঁহাদের ভাল লাগে, তাঁহারা ধৃষ্টতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবাকে গৃহিণীবৎ সেবার ন্যায় সুষ্ঠু করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাঁহারা ব্রজদেবীর ভাবেচ্ছা গ্রহণ করেন না।

ব্রজনাথ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। স্বকীয়পতি-জ্ঞানে কৃষ্ণসেবা-সাধনকে 'মহিষীভাব' বলে। সাধনকালে যাঁহাদের সেই ভাব, তাঁহারা ব্রজদেবীগণের পারকীয় অপার রসকে অনুভব করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের অনুগমন করিতে

অক্ষম ; অতএব পারকীয়ভাবে রাগানুগা-ভক্তির সাধন করাই ব্রজ-রস পাইবার হেতু।

ব্রজনাথ। এ পর্য্যন্ত আপনার কৃপায় বুঝিতে পারিলাম। এখন একটী বিষয় অনুগ্রহ করিয়া বলুন—'কাম' ও 'প্রেমে' ভেদ কি ? যদি ভেদ না থাকে, তবে 'প্রেমরূপা' বলিলেই কি হইত না ? 'কাম' শব্দটী শুনিতে কর্ণে কষ্টকর বোধ হয়।

বাবাজী। 'কাম' ও 'প্রেমে'র কিছু ভেদ আছে—কেবল প্রেম বলিলে সম্বন্ধরূপা রাগময়ীভক্তির সহিত ঐক্য হইয়া যায়, সম্বন্ধরূপা-ভক্তিতে কাম অর্থাৎ সম্ভোগেচ্ছা নাই ; সম্বন্ধরূপা ভক্তি কেলিতাৎপর্য্যবতী নহে, অথচ তাহা প্রেম। প্রেমসামান্যে সম্ভোগেচ্ছারূপ আর একটী প্রবৃত্তি সুন্দররূপে মিশ্রিত হইলে কামরূপা ভক্তি হয় ; অন্যান্য রসে কামরূপা ভক্তি নাই, কেবল শৃঙ্গাররসে আছে ; আবার, ব্রজদেবী ব্যতীত কাহারও কামরূপা ভক্তি নাই। জগতে ইন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ যে কাম আছে, সেই কাম এই কাম হইতে পৃথক্—সে কাম এই নির্দ্দোষ কামেরই বিকৃতি ; কৃষ্ণের প্রতি নিযুক্ত হইয়াও কুব্জার ভাব 'সাক্ষাৎ-কাম, বলিয়া আখ্যা লাভ করে না। ইন্দ্রিয়-তর্পণাঙ্গের কাম যেরূপ অকিঞ্চিৎ-কর ও অপকৃষ্ট, প্রেমাঙ্গের কাম সেইরূপ আনন্দপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। প্রাকৃত কাম অপকৃষ্ট বলিয়া 'অপ্রাকৃত কাম' শব্দের ব্যবহারে কেন বিরত হইবে ?

ব্রজনাথ। এখন সম্বন্ধরূপা রাগানুগা-ভক্তির ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। আপনাতে কৃষ্ণের পিতৃত্বাদি-সম্বন্ধ মনন ও আরোপ করার নাম সম্বন্ধানুগা-ভক্তি ; ইহাতে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিনটী রসের ক্রিয়া আছে। 'আমি দাস, কৃষ্ণ প্রভু ; আমি কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী, আমি কৃষ্ণের সখা, আমি কৃষ্ণের পিতা বা মাতা'—এই সকল মননে সম্বন্ধ ; সম্বন্ধানুগা-ভক্তি ব্রজবাসিজনের মধ্যেই সুনির্ম্মল।

ব্রজনাথ। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যে কিরূপে রাগানুগা-ভক্তির অনুশীলন হয় ?

বাবাজী। যিনি দাস্যরসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি রক্তক, পত্রক প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ দাসদিগের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ভাবমাধুর্য্যের অনুকরণপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা করিবেন ; যিনি সখ্যরসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি সুবল প্রভৃতি কোন কৃষ্ণসখার ভাব-চেষ্টিত মুদ্রার দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করিবেন, যিনি বাৎসল্যরসে রুচিবিশিষ্ট, তিনি নন্দ-যশোদার ভাবচেষ্টিত মুদ্রা অবলম্বনপূর্ব্বক সেবা করিবেন।

ব্রজনাথ। ভাবচেষ্টিত-মুদ্রা কিরূপ ?

বাবাজী। কৃষ্ণের প্রতি যাহার যে সিদ্ধভাব, তদনুসারে বিশেষ বিশেষ চেষ্টার উদয় হয় ; সেই চেষ্টাসকলের সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহার নাম 'মুদ্রা'। উদাহরণের স্থল এই যে, নন্দমহারাজ যেরূপ ভাবাবিষ্ট, সেই ভাব হইতে তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি যে সকল চেষ্টার উদয় হয়, তাহার অনুকরণ করিবে। 'আমি নন্দ, আমি সুবল, আমি রক্তক' এরূপ ভাব গ্রহণ করিবে না, সেই সেই মহাজনের অনুগত হইয়া তাঁহার ভাবের অনুকরণ করিবে, নতুবা অপরাধ হইবে।

ব্রজ। আমাদের কি প্রকার রাগানুগা-ভক্তির অধিকার আছে ?

বাবাজী। বাবা, নিজের স্বভাব বিচার করিয়া দেখ। যে স্বভাব হইতে যে রুচির উদয় হয়, তদনুসারে রসকে স্বীকার কর, সেই রসাবলম্বন-পূর্ব্বক তাহার নিত্যসিদ্ধাধিকারীর অনুগমন কর। ইহাতে কেবল নিজের রুচির পরীক্ষা করা আবশ্যক। যদি রাগমার্গে রুচি হইয়া থাকে, তবে সেই রুচি অনুসারে কার্য্য কর; যে পর্য্যন্ত রাগমার্গে রুচি হয় নাই, কেবল বিধিমার্গে নিষ্ঠা কর।

বিজয়কুমার। প্রভো, আমি বহুদিন হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করি

এবং যেখানে সেখানে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করি, যখন যখন কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করি, তখন তখনই আমার হৃদয়ে এরূপ একটী ভাব উদিত হয় যে, আমি শ্রীমতী ললিতা দেবীর ন্যায় যুগলসেবা করি।

বাবাজী। তোমার আর বলিতে হইবে না, তুমি শ্রীললিতাদেবীর অনুগতা মঞ্জরীবিশেষ। তোমার কোন্ সেবা ভাল লাগে ?

বিজয়। আমার মনে হয় যে, শ্রীললিতা দেবী আমাকে পুষ্পমালা গুম্ফন করিতে আজ্ঞা দেন—আমি সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গুম্ফন করিয়া তাঁহার শ্রীহস্তে দিব ; তিনি আমার প্রতি কৃপা-হাস্য করিয়া রাধা-কৃষ্ণের গলদেশে অর্পণ করিবেন।

বাবাজী। তোমার সেই সেবাসাধন সিদ্ধ হউক্—আমি আশীর্ব্বাদ করি।

বিজয়কুমার অমনি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পড়িয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন ; তাঁহার ভাব দেখিয়া বাবাজীমহাশয় তাঁহাকে কহিলেন —বাবা, তুমি নিরন্তর এই ভাবে রাগানুগা-ভক্তির সাধন কর, বাহ্যে নিরন্তর বৈধী-ভক্তির সাধন-অঙ্গসকল শোভা পাইতে থাকুক্। বিজয়-কুমারের সম্পত্তি দেখিয়া ব্রজনাথ গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিলেন,—প্রভো, আমি যখন যখন কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করি, তখন তখনই সুবলের অনুগত হইয়া থাকিতে বাসনা জন্মায়।

বাবাজী। তোমার কোন্ কার্য্যে রুচি হয় ?

ব্রজনাথ সুবলের সঙ্গে সঙ্গে সুদূরগত গাভীবৎসকে ফিরাইয়া আনিতে আমার বড় ভাল লাগে। কৃষ্ণ একস্থলে বসিয়া বাঁশী বাজাইবেন, আমি সুবলের অনুগ্রহে গোবৎসগণকে জল পান করাইয়া ভাই-কৃষ্ণের নিকট আনিয়া দিব—এইরূপ আমার সাধ হয়।

বাবাজী। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুবলের অনুগত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিতে থাক ; তুমি সখ্যরসের অধিকারী।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেইদিন হইতে বিজয়কুমারের চিত্তে শ্রীমতী ললিতার দাসীভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি বৃদ্ধবাবাজীকে শ্রীললিতা-রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। বিজয়কুমার বলিলেন,—প্রভো, এ সম্বন্ধে আপনকার কৃপায় আর কি বাকি রহিল? বাবাজীমহাশয় কহিলেন,—বাকি আর কিছুই নাই, কেবল তোমার সিদ্ধশরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি তোমার জানা আবশ্যক। তুমি একা আমার নিকট আসিলে আমি তাহা বলিয়া দিব। "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিজয়কুমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রজনাথ সেইদিন হইতে বৃদ্ধবাবাজীর স্বরূপে সুবলকে দেখিতে লাগিলেন বাবাজী আজ্ঞা করিলেন—তুমি কোন সময় একক আসিলে আমি তোমার সিদ্ধশরীরের নাম, রূপ, পরিচ্ছদাদি বলিয়া দিব। ব্রজনাথ "যে আজ্ঞা" বলিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন।

ব্রজনাথ ও বিজয় সেইদিন আপন-আপনকে কৃতকৃতার্থ জানিয়া পরমানন্দে রাগানুগ-মার্গের সেবায় নিযুক্ত হইলেন, বাহ্যে পূর্ব্ববৎ সমস্তই রহিল—পুরুষের ন্যায় সমস্ত ব্যবহারই রহিল, কিন্তু বিজয়কুমার অন্তরে স্ত্রীস্বভাব হইয়া পড়িলেন; ব্রজনাথ গোপবালকের স্বভাব লাভ করিলেন।

অনেক রাত্র হইল; হরিনামের মালায় "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই গুরুদত্ত নামরূপ মহামন্ত্র গান করিতে করিতে বিল্বপুষ্করিণীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধরাত্র; চন্দ্রোদয় হইয়াছে; কালোচিত ঋতু সর্ব্বদিকে সুখ বিস্তার করিতেছে। লক্ষ্মণটীলার নিকটবর্ত্তী হইয়া দুইজনে নিভৃতে আমলক-বৃক্ষের তলে বসিলেন। বিজয়কুমার ব্রজনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে ব্রজনাথ, আমাদের যাহা মানস ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল। বৈষ্ণবকৃপাক্রমে অবশ্যই কৃষ্ণকৃপা হইবে। যখন ভবিষ্যতে যাহা যাহা

করিতে হইবে, তাহা বিচার করিয়া লওয়া যাউক্। ব্রজনাথ, তুমি সরল চিত্তে আমাকে বল, তুমি কি করিতে চাও? বিবাহ করিবে, কি পরিব্রাজক হইবে? আমি তোমাকে কোন বিষয়ের অনুরোধ করি না; তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বুঝাইবার জন্য তোমার মনের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব্রজনাথ। মামা, আপনি আমার ভক্তির পাত্র, তাহাতে পণ্ডিত ও বৈষ্ণব; পিতার অভাবে আপনিই কর্ত্তা, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই পথ লইতে প্রস্তুত; পাছে আসক্ত হইয়া পরমার্থ ভুলিয়াই যাই, এই জন্য বিবাহ করিতে চাই না; আপনার মত কি?

বিজয়। আমি তোমাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করিব না, তুমি নিজে একটী সিদ্ধান্ত করিয়া বল।

ব্রজনাথ। আমার বিবেচনায় শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া কার্য্য করা ভাল।

বিজয়। ভাল, আগামী কল্য প্রভুপাদের নিকট হইতে এ বিষয়ের আজ্ঞা লইব।

ব্রজনাথ। মাতুল মহাশয়, আপনার ভাব কি? আপনি কি গৃহস্থ থাকিবেন, না পরিব্রাজক হইবেন?

বিজয়। বাবা তোমার ন্যায় আমিও অস্থির সিদ্ধান্ত—একবার মনে করিতেছি, এই যাত্রায় পরিব্রাজক হইয়া গৃহস্থধর্ম্মের অগ্নি নির্ব্বাণ করি; আবার ভাবিতেছি, তাহা করিলে, পাছে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিরস হইতে বঞ্চিত হয়। আমারও ইচ্ছা যে, শ্রীপ্রভুপাদের আজ্ঞা লইয়া এ বিষয়ে কার্য্য করি।

রাত্রি অনেক হইল—এখন ঘরে যাওয়া উচিত, ইহা স্থির করিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে হরিগুণ গান করিতে করিতে বাটীতে পৌঁছিলেন এবং প্রসাদান্ন সেবনপূর্ব্বক শয্যারূঢ় হইলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত প্রয়োজনবিচারারম্ভ)

বাবাজী মহারাজের ভাবোদয—বিজয় ও ব্রজনাথের বাবাজী সন্নিধানে আগমন—ভাবাবস্থা—দশমূলের শেষ শ্লোক দুইটীতে ভাব ও প্রেমাবস্থার বর্ণন—দশমূলের সংক্ষিপ্ত মাহাত্ম্য—ভাব ও প্রেমের বিস্তৃত ব্যাখ্যা—প্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ ভেদে দুই প্রকার ভাব—বাচিক আলোক দান ও হার্দভেদে ত্রিবিধ কৃষ্ণ-প্রসাদ—ভাবোদয়ের লক্ষণ—ভেক গ্রহণে অধিকার—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, গুণাখ্যানে আসক্তি, বসতিস্থলে প্রীতি—ভাবাভাস বা ভাব-দৌরাত্ম্য—প্রতিবিম্ব রত্যাভাস ও ছায়ারত্যাভাস—বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর প্রতিবিম্ব রত্যাভাস—তত্ত্বানভিজ্ঞদিগের ছায়ারত্যাভাস—সাধনভক্তের মুমুক্ষু সঙ্গ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা—প্রাকৃত চক্ষে ভক্তের দোষ দর্শন নামাপরাধ—ভাবতত্ত্ব-ব্যাখ্যা শ্রবণে বিজয় ও ব্রজনাথের ভাবাবেশ—গুরুসকাশে সন্দেহ নিবেদন—গুরুসন্নিধানে বিজয়কুমারের স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা—বাবাজীর বিজয় ও ব্রজনাথকে গৃহস্থ বৈষ্ণব হইতে আদেশ প্রদান—ব্রজনাথের বিবাহের উদ্যোগ।

আজ হরিবাসর; শ্রীবাস-অঙ্গনের বকুল-চবুতরার উপর বসিয়া বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিতেছেন। 'হা গৌরাঙ্গ! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া কেহ কেহ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। আমাদের বৃদ্ধ বাবাজীমহাশয় কি জানি কি ভাবে মগ্ন হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে 'হা ধিক্' এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। 'আহা! কোথা রূপ, কোথা সনাতন, কোথা দাসগোস্বামী, কোথা আমার প্রাণের সোদর কৃষ্ণদাস কবিরাজ! তাঁহাদের বিচ্ছেদে আজ আমি একক! আমার

কিছু ভাল লাগিতেছে না! শ্রীরাধাকুণ্ড-ধ্যান আমার কষ্টকর বোধ হইতেছে! প্রাণ যায়! রূপ-রঘুনাথ আমাকে দর্শন দিয়া প্রাণ রাখুন। তোমাদের বিচ্ছেদে আমার জীবন রহিল, আমার জীবনে ধিক্!' এইরূপ বলিতে বলিতে অঙ্গনের বালুকায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সকল বৈষ্ণবগণ বলিলেন,—বাবাজী, স্থির হউন; রূপ-রঘুনাথ তোমার হৃদয়ে, চৈতন্য-নিত্যানন্দ তোমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। 'কৈ কৈ' বলিয়া বাবাজী লম্ফ দিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে শ্রীপঞ্চতত্ত্বের মূর্ত্তি দর্শন করায় সকল শোক দূর হইল; বলিলেন,—ধন্য মায়াপুর! ব্রজের শোক কেবল মায়াপুরেই দূর হয়, এই বলিয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিতে করিতে নিজ কুটীরে বসিলেন। এমন সময়ে বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ আসিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বাবাজীর চিত্ত উৎফুল্ল হইল; বলিলেন,—তোমাদের ভজন কিরূপ হইতেছে? করযোড়ে বিনয়পূর্ব্বক শিষ্যদ্বয় বলিলেন,—প্রভো, আপনার কৃপাই আমাদের সর্ব্বস্ব; আমরা কত পুঞ্জ সুকৃতি করিয়াছি যে, আপনার অভয় চরণকমল অনায়াসে লাভ হইয়াছে। অদ্য শ্রীহরিবাসর, আপনার আজ্ঞাক্রমে আমরা নিরম্বু উপবাস করিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। বাবাজী বলিলেন,— তোমরা ধন্য, অতি শীঘ্রই ভাবাবস্থা লাভ করিবে। বিজয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, ভাবাবস্থা কি? আমাদের যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তদতিরিক্ত 'ভাব' বলিয়া কি আছে?

বাবাজী। এ পর্য্যন্ত আমি যে সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছি, সে সমস্তই সাধন। সেই সাধন করিতে করিতে সিদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সিদ্ধাবস্থার প্রাগ্‌ভাবই ভাব। শ্রীদশমূলে সিদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজনজনভাবং হৃদি বহন্।

পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎ সুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং স লভতে ॥ ১০ ॥

সাধনভক্তির পরিপাকাবস্থায় জীব যখন স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তিবলে মধুররসে ভাবোদয় হয—ব্রজে রাধাকৃষ্ণের স্বজনগণের অনুগত ভাব হৃদয়ে উদিত হয; ক্রমশঃ পরানন্দতত্ত্বে জগতের মধ্যে অতুল সম্পৎসুখ ও বিলাসাখ্যতত্ত্বে পরমপরিচর্য্যা লাভ হয—ইহাপেক্ষা জীবের আর লাভ নাই।

এই শ্লোকে প্রয়োজনরূপ প্রেমাবস্থারই বর্ণন। প্রেমাবস্থার প্রথমাবস্থাই ভাব; যথা দশমূল-শেষ শ্লোকে,—

প্রভুঃ কঃ কো জীবঃ কথমিদমচিদ্বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং পরিহরন্
হরের্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরিজনৈঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ কে? আমি জীবই বা কে? এই চিদচিৎ বিশ্বই বা কি? এই সকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক হরিভজনশীল শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সকলপ্রকার অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিদাস-স্বরূপে হরিনামানন্দ পান করিতে থাকেন।

এই দশমূল অপূর্ব্ব সংগ্রহ! শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য হইতে জীব যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা ইহাতেই আছে।

বিজয়। দশমূলের সংক্ষেপমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়।

বাবাজী। তবে শুন,—

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥

এই দশমূল সেবন করতঃ জীব অবিদ্যারূপ আময় ধ্বংসপূর্ব্বক সাধুসঙ্গদ্বারা ভাবপুষ্টি ও তুষ্টি লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো, এই অপূর্ব্ব দশমূল আমাদের সকলের কণ্ঠহার হউক্; প্রতিদিন আমরা এই দশমূল পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিব। এখন কৃপা করিয়া ভাবতত্ত্বটী বিশদরূপে বলুন।

বাবাজী। প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশতুল্য শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপতত্ত্বই ভাব। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপই ভাবের স্বরূপলক্ষণ। ভাবের অপর নাম 'রতি', তাহাকে কেহ কেহ 'প্রেমাঙ্কুর' বলেন। সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপ-শক্তির সম্বিদাখ্যা-বৃত্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়—তাহা মায়াবৃত্তি নয়। সেই সম্বিদাখ্যা-বৃত্তির সহিত হ্লাদিনীবৃত্তি সমবেত হইলে তাহার সারাংশই ভাব। সম্বিদ্‌বৃত্তিদ্বারা বস্তুজ্ঞান হয়, হ্লাদিনীবৃত্তিদ্বারা বস্তু আস্বাদিত হয়; কৃষ্ণরূপ পরমবস্তুর স্বরূপ শক্তির সর্ব্বপ্রকাশিকা-বৃত্তি হইতে জানা যায়, জীবশক্তির ক্ষুদ্র সম্বিদ্‌বৃত্তি হইতে জানা যায় না। ভগবানের কৃপা বা ভক্তকৃপাদ্বারা যখন জীবহৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই স্বরূপশক্তির সম্বিদ্‌বৃত্তি জীবহৃদয়ে কার্য্য করেন, তাহা হইলেই চিজ্জগতের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। চিজ্জগতের স্বরূপই শুদ্ধসত্ত্ব, মায়িক জগতের স্বরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণমিশ্রস্থূলতত্ত্ব। সেই চিজ্জগৎ-জ্ঞানে হ্লাদিনীর সার সমবেত হইলে চিজ্জগতের আস্বাদ উদিত হয়। সেই আস্বাদ পূর্ণরূপে হইলে তাহাকে 'প্রেম' বলি; সেই প্রেমকে সূর্য্য বলিলে তাহার কিরণকে 'ভাব' বলা যায়—ভাবের স্বরূপ-পরিচয় এই। ভাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, জীব-চিত্তকে রুচিদ্বারা মসৃণ করিয়া থাকে। 'রুচি'-শব্দে প্রাপ্ত্যভিলাষ, আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দাভিলাষ। ভাবকে প্রেমের প্রথমচ্ছবি বলা যায়। 'মসৃণ'-শব্দে চিত্তের আর্দ্রতা বুঝিতে হইবে। তন্ত্রে বলিয়াছেন, প্রেমের প্রথমাবস্থাকে 'ভাব' বলে; ভাবের

উদয়ে পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসকল অল্পমাত্রায় প্রকাশ পায়। নিত্য-সিদ্ধদিগের এই ভাব স্বতঃসিদ্ধ, বদ্ধজীবে ইহা মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে; অতএব স্বয়ংপ্রকাশরূপ হইয়াও প্রকাশ্যের ন্যায় ভাসমানা। ভাবের স্বাভাবিকী ক্রিয়াই কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণের লীলা-স্বরূপকে প্রকাশ করা, মনোবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াও তাহা অন্যজ্ঞানকর্তৃক প্রকাশ্যভাব ধারণ করিয়াছে। রতি বস্তুতঃ স্বয়ং আস্বাদস্বরূপা, তাহা হইয়াও বদ্ধজীবের পক্ষে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণলীলা-আস্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

ব্রজনাথ। ভাবের কি প্রকার-ভেদ আছে?

বাবাজী। হাঁ, ভাবের জন্মমূলভেদে ভাব দুই প্রকার অর্থাৎ সাধনাভি-নিবেশজ ভাব এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রসাদজ ভাব। সাধনাভি-নিবেশজ ভাবই প্রায় লক্ষিত হয়, প্রসাদজভাব বিরলোদয়।

ব্রজনাথ। সাধনাভিনিবেশজ ভাব কিরূপ?

বাবাজী। বৈধী ও রাগানুগ-মার্গ ভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দুইপ্রকার। সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রথমে রুচিকে উৎপন্ন করিয়া, পরে হরিতে 'আসক্তি' উৎপন্ন করে. অবশেষে 'রতি'কে উৎপন্ন করে। পুরাণে ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাবকে এক পদার্থ বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় আমিও তদুভয়কে ঐক্য করিয়া বলিতেছি। বৈধীভক্তি-সাধনাভি-নিবেশজ অবস্থায়, শ্রদ্ধা প্রথমে নিষ্ঠাকে এবং নিষ্ঠা রুচিকে উৎপন্ন করে, কিন্তু রাগানুগা-ভক্তির সাধনজভাবে একেবারেই রুচিকে উৎপন্ন করে।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তপ্রসাদজভাব কিরূপ?

বাবাজী। বৈধী বা রাগানুগা-ভক্তি-সাধন বিনা যে ভাব সহসা উদিত উদিত হয়, তাহাই কৃষ্ণ বা তদ্ভক্তপ্রসাদজ।

ব্রজনাথ। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব কি প্রকার?

বাবাজী। 'বাচিক,' 'আলোকদান' ও 'হার্দ'—এই তিন প্রকার কৃষ্ণ-প্রসাদ। কৃষ্ণ কোন ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্র, সর্ব্বমঙ্গলচূড়ামণি পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী মদ্ভক্তি তোমাতে উদিত হউক্। বলিবামাত্র সেই ব্রাহ্মণের ভাব উদিত হইল। জাঙ্গলবাসিগণ কৃষ্ণকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, দর্শন করিবামাত্র, তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকৃপাবলে ভাবের উদয় হইল, ইহার নাম 'আলোকদানজ ভাব'। অন্তঃকরণে যে প্রসাদ উদিত হয়, তাহা শুকাদির চরিত্রে দ্রষ্টব্য; তাহাকে 'হার্দভাব' বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারে এই তিন প্রকার প্রসাদজ ভাব অনেক স্থলে উদিত হইয়াছে—প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র অসংখ্য মানবের ভাবোদয় হইয়াছিল; জগাই-মাধাইকে প্রভৃতিকে বাচিক-প্রসাদজ ভাব দেওয়া হইয়াছিল; শ্রীজীবাদিকে 'আন্তরপ্রসাদজ' ভাব দেওয়া হইয়াছে।

ব্রজনাথ। 'তদ্ভক্তপ্রসাদজ ভাব' কিরূপ?

বাবাজী। শ্রীনারদগোস্বামীর প্রসাদে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের শুভবাসনা উদিত হয়। রূপসনাতনাদি পার্ষদগণের কৃপায় অসংখ্যলোকের ভক্তি-বাসনা উদিত হইয়াছে।

বিজয়। ভাবোদয় হওয়ার পরিচয় কি?

বাবাজী। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্ব্বদা নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতি-স্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাবদ্বারা ভাবজন্ম লক্ষিত হয়।

বিজয়। 'ক্ষান্তি' কাহাকে বলে?

বাবাজী। ক্ষোভ জন্মিবার কারণ হইয়াছে, তথাপি অক্ষুভিত থাকায় নাম 'ক্ষান্তি'; ক্ষান্তিকে 'ক্ষমা' বলা যায়।

বিজয়। 'অব্যর্থকালত্বে'র কি লক্ষণ?

বাবাজী। বৃথা কাল না যায়, এই জন্য সর্ব্বদা হরিভজনে রত থাকার নাম 'অব্যর্থকালত্ব'।

বিজয়। বিরক্তি কি ?

বাবাজী। ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকলের প্রতি স্বয়ং যে অরোচকতা জন্মে, তাহার নাম 'বিরক্তি'।

বিজয়। যিনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আপনাকে বিরক্ত বলিয়া কি পরিচয় দিতে পারেন ?

বাবাজী। 'ভেক' একটা লৌকিক ব্যাপারমাত্র। ভাব হৃদয়ে উদিত হইলে চিজ্জগতের রোচকতা প্রবল হয়, জড়জগতের রোচকতা সুতরাং খর্ব্ব হইতে হইতে শূন্যপ্রায় হয়—ইহারই নাম বিরক্তি। বিরক্তি লাভ করিয়া যিনি অভাব-সঙ্কোচের উদ্দেশে ভেক অবলম্বন করেন, তাঁহাকে 'বিরক্ত বৈষ্ণব' বলা যায়। যিনি ভাবোদয়ের পূর্ব্বেই ভেক গ্রহণ করেন, তাঁহার ভেক অবৈধ, অর্থাৎ তাহা ভেকই নয়। ছোট হরিদাসের দণ্ডসময়ে প্রভু এই কথা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বিজয়। 'মানশূন্যতা' কাহাকে বলে ?

বাবাজী। জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধন, বল, সৌন্দর্য্য, উচ্চপদ প্রভৃতি হইতে মানের উদয় হয়। সেই সমস্ত সত্ত্বেও যিনি তত্তদভিমানকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি 'মানশূন্য'। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কোন প্রধান রাজার কৃষ্ণভক্তি জন্মিলে, তিনি রাজ্য-সম্পদের অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রুকর্তৃক অধিকৃত নগরের মধ্যে মাধুকরী-বৃত্তিদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল—সকলকেই সর্ব্বদা বন্দনা করিতেন।

বিজয়। 'আশাবন্ধ' কাহাকে বলা যায় ?

বাবাজী। 'কৃষ্ণ আমাকে অবশ্য কৃপা করিবেন' এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত ভজনে মনোনিবেশ করার নাম আশাবন্ধ।

বিজয়। 'সমুৎকণ্ঠা' কাহাকে বলে ?

বাবাজী। স্বীয় অভীষ্ট লাভের জন্য, গুরুতর লোভকে 'সমুৎকণ্ঠা' বলে।

বিজয়। 'নাম গানে সদা রুচি' কাহাকে বলে ?

বাবাজী। ভজনের যত প্রকার আছে, সব প্রকারের মধ্যে শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ, এইরূপ বিশ্বাসের সহিত নিরন্তর হরিনাম উচ্চারণ করাকে 'নামগানে সদা রুচি' বলা যায়—এই নামরুচিই সর্ব্বার্থসাধিকা। নামতত্ত্ব পৃথক্‌রূপে কোন সময়ে বুঝিয়া লইবে।

বিজয়। 'তদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি' কিরূপ ?

বাবাজী। শ্রীকর্ণামৃতে লিখিত আছে, (৬৫ শ্লোক)—

মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ॥ (১)

কৃষ্ণগুণাখ্যান যতই শুনা যায় বা করা যায়, তথাপি আশা মিটে না, আরও আসক্তিবৃদ্ধি হয়।

বিজয়। 'তদ্বসতিস্থলে প্রীতি' কি প্রকার ?

বাবাজী। কোন ভক্ত যে সময়ে এই শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ করেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—হে ধামবাসিগণ, প্রভুর জন্ম কোথায় হইয়াছিল ? প্রভুর কীর্ত্তন কোন্ পথ দিয়া গিয়াছিল ? বল, প্রভু কোথায় গোপদিগের সহিত পূর্ব্বাহ্ণলীলা করিয়াছিলেন ? ধামবাসী বলেন,—এই শ্রীমায়াপুরের অমর-তুলসীকাননবেষ্টিত উচ্চভূমিতে প্রভু

---

(১) আহা! মাধুর্য্য অপেক্ষা মধুর, তাঁহার মন্মথতার অতি প্রাবল্যে কৈশোর কি আশ্চর্য্য! তাঁহার চপলতা চাপল্য অপেক্ষা অধিক। সেই সমস্ত আমার চিত্তকে হরণ করিতেছে। আমি এখন কি করি!

জন্ম হইয়াছিল। ঐ দেখ গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা প্রভৃতি গ্রাম দিয়া প্রথম সংকীর্ত্তন গিয়াছিল। গৌড়বাসীর মুখে এইরূপ পীযূষধারা কর্ণকুহরে পান করিতে করিতে, অশ্রু-পুলকের সহিত ভক্ত পরিক্রমা করিতে থাকেন—ইহাকে 'তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি' বলে।

ব্রজনাথ। এই প্রকার ভাব যেখানে দেখিব, সেই স্থানে কি কৃষ্ণরতি উদিত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিব ?

বাবাজী। তাহা নয় ; সবলভাবে চিত্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রতি যে ভাব উদিত হয়, তাহাই 'রতি'। এরূপ ভাব অন্যত্র লক্ষিত হইতে পারে, তাহা রতি নহে।

ব্রজ। দুই একটী উদাহরণদ্বারা কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দি'ন।

বাবাজী। কোন মুক্তিপিপাসু হরিনামাভাস করিতে করিতে সেই নামের মুক্তিদাতৃত্ব-শক্তি ও তাহার উদাহরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করতঃ অচেতনপ্রায় পড়িয়া গেলেন, তাঁহার ঐ ভাবকে কৃষ্ণরতি বলিবে না, যেহেতু তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি 'সবলভাব' নয় , নিজের ক্ষুদ্র অভীষ্টপ্রাপ্তি লোভে সেই ভাবাভাস দেখাইয়া থাকেন। কোন ভোগবাঞ্ছাকারী ব্যক্তি দেবীপূজা করিয়া "বরং দেহি, ধনং দেহি" ইত্যাদি প্রার্থনা করেন, দেবীর অভীষ্টদানের শক্তি মনে করিয়া ক্রন্দন করতঃ গড়াগড়ি দিয়া থাকেন, তাহাকেও 'ভাব' বলিবে না, স্থলবিশেষে 'ভাবাভাস বা ভাবদৌরাত্ম্য' বলিবে। শুদ্ধকৃষ্ণভজন ব্যতীত 'ভাব' উদিত হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধেও ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাজনিত যে ভাবাভাসের উদয় হয়, তাহাও দৌরাত্ম্যবিশেষ। মায়াবাদদূষিত-চিত্তে যে প্রকার ভাবই হউক না কেন, সমস্তই ভাবদৌরাত্ম্য। কৃষ্ণসম্মুখে সপ্তপ্রহর অচেতন থাকিলেও তাহাকে 'ভাব' বলিবে না। হায়! অখিলতৃষ্ণাবিমুক্ত ও নিত্যমুক্তগণও যাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং যাহা অতিগোপ্য বলিয়া অনেক ভজনেও কৃষ্ণ শীঘ্র দান করেন

না, সেই ভাগবতী রতি কি শুদ্ধভক্তিশূন্য ভুক্তি-মুক্তি-কাম-পিষ্টহৃদয়ে উদিত হইতে পারে ?

ব্রজনাথ। প্রভো, অনেক স্থানে দেখা যায় যে, ভুক্তিমুক্তি-পিপাসুগণ হরিনামসংকীর্ত্তনে পূর্ব্বকথিত ভাবচিহ্ন সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার নাম কি ?

বাবাজী। সে সকল লোকের ভাবচিহ্ন দেখিয়া কেবল মূঢ়লোকেই চমৎকৃত হয়, কিন্তু যাঁহারা ভাবতত্ত্ব জানেন, তাঁহারা তাহাকে 'রত্যাভাস' বলিয়া দূরে পরিত্যাগ করেন।

বিজয়। এই 'রত্যাভাস' কত প্রকার ?

বাবাজী। দুই প্রকার—প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস।

বিজয়। প্রতিবিম্ব-রত্যাভাসের স্বরূপ কি ?

বাবাজী। মুমুক্ষুব্যক্তির মুক্তিরূপ স্বীয় অভীষ্ট বিনাশ্রমে লভ্য হইবে, এরূপ বাসনা হইতে যে অপবর্গসুখপ্রতিপাদক রতিলক্ষণলক্ষিত ভাবাভাস, তাহাই প্রতিবিম্ব রত্যাভাস। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না; ব্রহ্মজ্ঞানের প্রক্রিয়া ক্লেশকর; কেবল হরিনাম করিয়া যদি সেই মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত সুলভে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, এই মনে করিয়া অক্লেশে অপবর্গ পাইবার আশাজনিত অশ্রুপুলকাদি-বিকারের আভাস-মাত্র উদিত হয়।

ব্রজনাথ। ইহাকে 'প্রতিবিম্ব' কেন বলা গেল ?

বাবাজী। কীর্ত্তনাদির অনুসারী, প্রসন্নচিত্তের ন্যায় লক্ষিত, ভোগ-মোক্ষাদিতে অনুরাগী ভুক্তি ও মুক্তি-পিপাসুদিগের দৈবাৎসদ্ভক্তসঙ্গ হইলে তাহাদের হৃদয়ে সেই ভক্তের হৃদয়াকাশে উদিত ভাবচন্দ্রের আভাস তাঁহার সংসর্গ-প্রভাব-হইতে কিয়ৎপরিমাণে উদিত হয়—ইহারই নাম 'প্রতিবিম্ব'। ভুক্তিমুক্তিপিপাসু ব্যক্তিদিগের শুদ্ধভাব কখনও উদিত হয় না; শুদ্ধভক্ত-

দিগের ভাব দেখিয়া ইহাদের ভাবাভাস উদিত হয়, সেই ভাবাভাসের নাম প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস। প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস প্রায়ই জীবের নিত্যমঙ্গল। উৎপত্তি করে না, কেবল তাহাদিগের কথিত ভুক্তিমুক্তি দিয়া নিরস্ত হয়, এরূপ ভাবাভাসকে একপ্রকার 'নামাপরাধ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্রজনাথ। ছায়া-ভাবাভাস কিরূপ?

বাবাজী। চিৎতত্ত্বে অনভিজ্ঞ সরল কনিষ্ঠভক্তদিগের হরিপ্রিয় ক্রিয়া, কাল, দেশ ও পাত্রাদির সঙ্গক্রমে রতির লক্ষণের ন্যায় ক্ষুদ্র, কৌতূহলময়ী, চঞ্চলা ও দুঃখহারিণী একপ্রকার রতিছায়ার উদিত হয়—তাহাকেই ছায়া-রত্যাভাস বলে। ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ হইলেও তাহা দৃঢ় হয় নাই, এই অবস্থাতেই এই প্রকার রত্যাভাসের উদয় হয়। যাহাহউক, এই ভাবচ্ছায়া জীবের অনেক সুকৃতিবলে হয়, যেহেতু, এই ছায়ার অভ্যুদয় হইতে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর মঙ্গল হইতে পারে। বিশুদ্ধ হরি-ভক্তের যথেষ্ট প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে তাঁহাদের এই ভাবাভাসও সহসা শুদ্ধভাবরূপে উদিত হয়। এই ভাবাভাস অতি উত্তম হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবে অপরাধ করিলে তাহা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। ভাবাভাসের ত কথাই নাই, শুদ্ধভাবেরও কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধে অভাব হইয়া পড়ে; অথবা ক্রমে ক্রমে ভাবাভাসত্বও ন্যূনজাতীয়ত্ব লাভ করে। সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষব্যক্তিতে গাঢ় আসঙ্গ করিলে ভাবও আভাসতা লাভ করে, অথবা আপনাতে ভজনীয় ঈশ্বরাভিমান করায়। এই জন্যই কোথাও কোথাও নৃত্যাদি-সময়ে নব্যভক্তগণে মুক্তিপক্ষগ ঈশ্বরভাব উদিত হইতে দেখা যায়। নব্যভক্তেরাই অবিচারপূর্ব্বক মুমুক্ষুসঙ্গ করিয়া থাকেন, সেই সঙ্গক্রমেই তাঁহাদিগের এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়; নব্যভক্তগণের পক্ষে সাবধানে মুমুক্ষুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। কোন কোন ব্যক্তির

বিনা সাধনেও অকস্মাৎ ভাব উদিত হয়; তাহাতে এই স্থির করিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সু-সাধন ছিল, বিঘ্নদ্বারা ফলোদয় হয় নাই; বিঘ্ন স্থগিত হওয়ায় সহসা ফলোদয় হইল। সর্ব্বলোকের পক্ষে চমৎকারকারক, সর্ব্বশক্তিপ্রদ যে শ্রেষ্ঠভাব সহসা উদিত হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদজ ভাব বলিতে হইবে। প্রকৃতভাব উদয় হইযাছে, বৈগুণ্যের ন্যায় কিছু কিছু দোষ সেই ভাবুকের চরিত্রে যদিও দেখা যায়, তথাপি তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না; কেননা, উদিতভাব পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থ। ভক্তের বৈগুণ্য অর্থাৎ পাপাচার কখনই সম্ভব নয়; যদি কখনও সেইরূপ আবাব দেখা যায়, তদ্বিষযে দুই প্রকার চিন্তা করা উচিত—মহাপুরুষ-ভক্তের দৈবক্রমে একটী পাপকার্য্য হইয়াছে, তাহা কখনই স্থায়ি হইবে না; অথবা পূর্ব্ব পাপাভাস ভাবোদয়ে বিনষ্ট হইতে কিছুকাল অতি-বাহিত হইতেছে। অতিশীঘ্রই তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ মনে করিয়া ভক্তেব সামান্যদোষ দর্শন করিবে না; সেই সেইস্থলে দোষ দর্শন করিলে নামাপরাধ হইবে। নৃসিংহপুবাণে লিখিয়াছেন—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ তিমিরপরো ভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥

অর্থাৎ যেরূপ চন্দ্র, শশাঙ্কযুক্ত হইলেও কখনই তিমিরাবৃত হন না, তদ্রূপ ভগবান হরিতে অনন্যচেতা মানব অতিশয় মলিন হইলেও অর্থাৎ সুদুরাচার হইলেও শোভা পাইতে থাকেন—এই উপদেশদ্বারা এরূপ বুঝিবে না যে, ভক্তগণ নিরন্তর পাপ করেন; বস্তুতঃ ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিলে পাপবাসনা থাকে না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত শরীর থাকে, সে পর্য্যন্ত ঘটনাক্রমে কোন পাপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে; ভজনবিগ্রহ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সেই পাপকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করেন এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ পাপের আর উৎপত্তি না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হন। অনন্যভক্তি উদিত

হইলে পাপক্রিয়া দূর হয়। যাহার পুনঃ পুনঃ পাপক্রিয়া দেখা যায়, তাহার অনন্যভক্তি হইয়াছে, এরূপ স্বীকার করা যায না ; কেননা, ভক্তির ভবসায় পাপাচরণরূপ অপরাধ ভক্তলোকের পক্ষে সম্ভব নয।

রতি স্বভাবতঃই নিরন্তর উত্তরোত্তরাভিলাষ-বৃদ্ধিহেতু অশান্ত-স্বভাব-প্রযুক্ত উষ্ণ ও প্রবলতর আনন্দপূর্ণরূপা এবং সঞ্চারি-ভাবরূপ উষ্ণতা বমন করিয়াও কোটীচন্দ্র অপেক্ষা অমৃতাস্বাদী।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার ভাবতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্টচিত্তে স্তম্ভিত হইয়া আছেন। বাবাজী মহাশয় শেষে নিস্তব্ধ হইলেও তাঁহারা কিয়ৎকাল তূষ্ণীভূত থাকিয়া বলিলেন,—প্রভো, আপনার উপদেশামৃত সঞ্চারিত হইয়া আমাদের দগ্ধহৃদয়ে প্রেমবন্যা আনিতেছে ; আহা ! আমরা কি করিব, কোথা যাইব, ইহা স্থির করিতে পারিতেছি না ! ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অভিমানে পূর্ণ—দৈন্যমাত্রও আমাদের হৃদয়ে নাই, ভাবপ্রাপ্তির আশা আমাদের পক্ষে সুদূরবর্ত্তী. তবে একমাত্র আশা এই যে, আপনি ভগবৎপার্ষদ—প্রেমময়, একবিন্দু প্রেম আমাদের হৃদয়ে দিলে আমরা কৃতকৃতার্থ হই ! আপনার সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাতেই আশাপক্ষী আমাদের হৃদয়ে বাসা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমরা দীনহীন অকিঞ্চন, আপনি ভক্তমহারাজ ও পরম দয়ালু—কৃপা করিয়া আমাদের একটী কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে উপদেশ করুন। আমাদের চিত্তে এরূপ হইতেছে যে, এই মুহূর্ত্তেই গৃহ-সংসারাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আপনার শ্রীচরণের সেবক হইয়া পড়িয়া থাকি। বিজয়কুমার অবসার পাইয়া বলিলেন—"প্রভো, ব্রজনাথ বালক ; ইঁহার মাতার বাসনা এই যে, ইনি গৃহস্থ হন, কিন্তু ইঁহার মনে সেরূপ দেখিতেছি না ; কৃপা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, আজ্ঞা করুন।"

বাবাজী। তোমরা কৃষ্ণকৃপাপাত্র, তোমাদের সংসারকে কৃষ্ণসংসার

করিয়া কৃষ্ণসেবা কর। আমার মহাপ্রভু জগৎকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, জগৎ সেই আজ্ঞানুসারে চলুক। জগতের দুই প্রকার অবস্থিতি—গৃহস্থরূপে অবস্থিত ও গৃহত্যাগ করিয়া অবস্থিতি। যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবের আদর্শ। গৃহস্থগণ তাঁহার গৃহস্থজীবন লক্ষ্য করিয়া আচার নির্ণয় করুন। আমার বিবেচনায় তোমাদেরও সম্প্রতি তাহাই কর্ত্তব্য। এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম-অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরকাষ্ঠা-লাভ হইতে পারে না—মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহস্থদিগের চরণ-ধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।

রাত্রি অধিক হইল; হরিগুণগান করিতে করিতে অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত বিজয় ও ব্রজনাথ সমস্ত রাত্রি শ্রীবাস-অঙ্গনে অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে শৌচাদি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া স্নানাদির পর বৈষ্ণবদিগের সহিত কীর্ত্তনান্তে তথায় মহাপ্রসাদান্ন লাভ করিলেন। অপরাহ্ণে ধীরে ধীরে বিল্ব-পুষ্করিণী গমন করিয়া মাতুল ও ভাগিনেয় পরস্পর বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহাদের উভয়েরই গৃহাশ্রমে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণসেবার প্রয়োজন। বিজয়কুমার স্বীয় ভগিনীকে কহিলেন,—ব্রজনাথ উদ্বাহ করিবেন, তুমি সকল বিষয় উদ্যোগ কর; আমি কয়েক দিবসের জন্য মোদদ্রুমে যাইতেছি, ব্রজনাথের উদ্বাহের সংবাদ পাইলে সপরিবারে এ বাটীতে আসিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিব; আমার কনিষ্ঠ হরিনাথকে এই সকল উদ্যোগ করিবার জন্য কল্যই এখানে পাঠাইব। ব্রজনাথের জননী ও দিদি-মা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া বস্ত্রাদি দিয়া বিজয়কুমারকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামতত্ত্ববিচারারম্ভ)

বিল্বপুষ্করিণী, ব্রাহ্মণপুষ্করিণী ও শিমুলিয়া গ্রাম—ব্রজনাথের গৃহে রামানুজীয় বৈষ্ণবদ্বয়ের আগমন—ব্রজনাথের মাতার অতিথি সেবা—শ্রীসম্প্রদায়ী বাবাজীদ্বয়ের সহিত ব্রজনাথের অর্থপঞ্চক ও তত্ত্বত্রয়-আলোচনা—শ্রীসম্প্রদায়সিদ্ধান্তে ব্রজনাথের চিত্তের অপ্রসাদ ও নামাশ্রয় করিবার সঙ্কল্প—গৌণ ও মুখ্যভেদে দ্বিবিধ ভগবন্নাম—নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন—নামের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব—নামোচ্চারণকারীর পংক্তি-পাবনত্ব—নাম পরায়ণ-জনের নিরাপদত্ব—নামশ্রবণে নারকারও বৈকুণ্ঠত্ব—নামের প্রারব্ধ কর্ম্মবিনাশকারীত্ব—নামের সর্ব্ববেদ ও তীর্থাধিকত্ব—সকল সৎকর্ম্মাপেক্ষা নামাভাসের শ্রেষ্ঠত্ব—নামের সর্ব্বার্থ-প্রদান সামর্থ্যত্ব—নামোচ্চারণকারীর জগৎপূজ্যত্ব—নামের মুক্তিপ্রদত্ব—নামের ভগবৎপ্রীতি উৎপাদন সামর্থ্যত্ব—নামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব—কর্ম্মের জড়ত্ব ও হরিনামের চিন্ময়ত্ব—নামের স্বরূপ—নামাক্ষর মায়িক শব্দের অতীত—ভগবানের অনন্ত নাম মধ্যে কৃষ্ণনাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—'হরে কৃষ্ণ'-নাম কীর্ত্তনই মহাপ্রভুর শিক্ষা—নামসাধনপ্রণালী—নিরন্তর নামকীর্ত্তন—নামকীর্ত্তনকারীই বৈষ্ণব—বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—নামসাধ্য ও সাধন—কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপের পরিচয় ভেদ।

বিল্বপুষ্করিণী একটী রমণীয় গ্রাম ; তাহার উত্তর ও পশ্চিমদিকে ভাগীরথী প্রবাহমানা। বিল্ববনবেষ্টিত পুষ্করিণীতীরে বিল্বপক্ষ মহাদেবের মন্দির ; তাহার অনতিদূরে ভবতারণ বিরাজমান। একদিকে বিল্বপুষ্করিণী অন্যদিকে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী—উভয় পল্লীর মধ্যে 'সিমুলিয়া' নামে গ্রাম শ্রীনবদ্বীপ-নগরের একান্তে অবস্থিত। সেই বিল্বপুষ্করিণীর মধ্যবর্ত্তী রাজপথের উত্তরে ব্রজনাথের গৃহ। বিজয়কুমার স্বীয় ভগিনীর নিকট

হইতে বিদায় হইয়া কিছু দূর গমন করতঃ মনে করিলেন যে 'নামতত্ত্ব না জানিয়া বাটী যাইব না'। বিল্বপুষ্করিণীতে পুনরাবর্ত্তন করতঃ আবার ভগিনী ও ভাগিনেয়কে দর্শন করিয়া বলিলেন—'আমি আর দুই একদিন থাকিয়া বাটী যাইব'। অপরাহ্ণে ব্রজনাথের চণ্ডীমণ্ডপে রামানুজীয় (রামানন্দীয় ?)-সম্প্রদায়ী শ্রী-তিলকধারী দুইটী বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রজনাথের বাটীর সম্মুখে দিব্য একটী পনসবৃক্ষের ছায়ায় উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় আসন করিয়া বসিলেন এবং পতিত কাষ্ঠসকল আহরণ করতঃ একটী ধুনী জ্বালাইয়া ইন্দ্রাশনের ধূম পান করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী অতিথিসেবায় আনন্দলাভ করিতেন। অভুক্ত অতিথি দেখিয়া তিনি গৃহ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিলেন ; তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া রোটিকা পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবদ্বয়ের প্রশান্ত মুখশ্রী দর্শন করিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার তাঁহাদিগের নিকট ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলেন। ব্রজনাথ ও বিজয়ের গলে তুলসীমালা এবং অঙ্গে দ্বাদশতিলক দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করতঃ বিস্তার্ণ কম্বলের উপর বসাইলেন। ব্রজনাথের প্রশ্নক্রমে একটী বাবাজী কহিলেন,—মহারাজ, আমরা অযোধ্যা দর্শন করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছি, চৈতন্যপ্রভুর লীলাস্থান দর্শন করিব—ইহাই আমাদের মানস। ব্রজনাথ কহিলেন,—আপনারা শ্রীনবদ্বীপেই পৌঁছিয়াছেন ; অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শন করুন। বাবাজীদ্বয় মহানন্দে শ্রীগীতা হইতে পাঠ করিলেন (১৫।৬)—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" আমরা আজ ধন্য হইলাম—সপ্তপুরীমধ্যে প্রধান শ্রীমায়াতীর্থ দর্শন করিলাম।

বাবাজীদ্বয় সেই পনসবৃক্ষতলে আসীন হইয়া 'অর্থপঞ্চক' (১) আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই অর্থপঞ্চকে 'স্ব-স্বরূপ', পর-স্বরূপ,

(১) কলিকাতা—শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'উপায়-স্বরূপ', 'পুরুষার্থ-স্বরূপ' এবং 'বিবোধি-স্বরূপ'—এই পাঁচটী বিষয়ের বিবরণ শ্রবণ করতঃ বিজয়কুমার শ্রীসম্প্রদায়ের তত্ত্বত্রয় লইয়া অনেক বিচার করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বিচার হইলে পর বিজয়কুমার বলিলেন,—আপনাদের সম্প্রদায়ে শ্রীনামতত্ত্বের কিরূপ সিদ্ধান্ত আছে, বলুন। উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় তদুত্তরে যাহা কিছু বলিলেন, তাহা শুনিয়া ব্রজনাথ ও বিজয়ের মনে কিছু- মাত্র সুখ হইল না। ব্রজনাথ কহিলেন,—মামা, অনেক বিচার করিয়া দেখিলাম যে, কৃষ্ণনামাশ্রয় ব্যতীত জীবের আর মঙ্গল নাই। শুদ্ধকৃষ্ণনাম জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গ এই মায়াতীর্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব গতকল্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রীনামই প্রধান; আরও বলিয়াছিলেন যে, নামতত্ত্ব পৃথগ্‌রূপে বুঝিয়া লইবে। মামা, চলুন অদ্যই সন্ধ্যাকালে এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিয়া লই। অতিথি-বৈষ্ণবদিগকে বিশেষ যত্ন করতঃ তাঁহারা নানাবিধ আলোচনায় অপরাহ্ণকালটী যাপন করিলেন।

সন্ধ্যা-আরাত্রিক সমাপ্ত করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীবাস-অঙ্গনে বকুল-চবুতরার উপর বসিয়া আছেন; বৃদ্ধ রঘুনাথদাস বাবাজীমহাশয় তন্মধ্যে বসিয়া তুলসীমালায় নামসংখ্যা করিতেছেন, এমন সময় ব্রজনাথ ও বিজয় আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বাবাজীমহাশয় তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন,—তোমাদের ভজনসুখ বৃদ্ধি পাইতেছে ত'? বিজয় করযোড়ে কহিলেন,—প্রভো, আপনার কৃপায় আমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল; কৃপা করিয়া অদ্য আমাদিগকে নামতত্ত্ব উপদেশ করুন। বাবাজীমহাশয় প্রফুল্লবদনে বলিতে লাগিলেন,—ভগবানের নাম দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ; জগৎসৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণসম্বন্ধীয়—'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'জগৎপাতা',

'বিশ্বনিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম; আবার মায়া গুণের ব্যতিরেকসম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটী নামও গৌণ-নাম মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণনামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্যবর্ত্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ময় ও মুখ্য— 'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দ্দন', 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', 'গোবিন্দ', 'গোপাল', 'রাম' ইত্যাদি সমস্তই মুখ্যনাম; এসমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্ত্তমান। এই নাম জড়জগতে মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন—মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্ত্তমান জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। অতএব বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। (১)

নামের অনন্তশক্তি। পাপানলদগ্ধ-জীবের পক্ষে হরিনাম অখিল-পাপের উন্মূলক; যথা গারুড়ে—

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥ (২)

(১) হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন; এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।

(২) সিংহরবে ভীত মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে নামোচ্চারণ করিলে সর্ব্বপাপ দূর হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্ত হন।

নানা প্রকার আধি ও ব্যাধি এই নামকভূক শমিত হয়; সর্ব্বব্যাধি-নাশ হয় নাম-কীর্ত্তনে, যথা স্কান্দে—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।

তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম॥ (১)

হরিনামকারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণসঙ্ঘাদি পংক্তি পবিত্র করেন, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিম।

শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ॥ (২)

নাম সর্ব্বারিষ্ট নাশ করিয়া মঙ্গলপ্রদ হয়, যথা বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—

সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম।

শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরে নামানুকীর্ত্তনম॥ (৩)

নামোচ্চারণকারীর উপর কলির বাধা থাকে না, যথা বৃহন্নারদীয়ে—

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।

ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান বাধতে কলিঃ॥ (৪)

নাম শ্রবণ করিলে নারকীর উদ্ধার হয়, যথা নারসিংহে—

যত্র যত্র হরেনাম কীর্ত্তিতং স্ম নারকৈঃ।

তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥ (৫)

---

(১) যাঁহার নামস্মরণ-কীর্ত্তন হইতে যাবতীয় আধিব্যাধিসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় সেই অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি।

(২) মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায় ও তিনি পংক্তিপাবন হন (অর্থাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)।

(৩) অনুক্ষণ হরির নামকীর্ত্তন সর্ব্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ননাশ করেন বলিয়া মঙ্গলপ্রদ।

(৪) যাঁহারা নিত্যকাল হরে, কেশব, গোবিন্দ, বাসুদেব, এই বলিয়া নামসমূহ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের উপর কলির আধিপত্য থাকে না।

(৫) নারকিগণ যে যে স্থানে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারব্ধকর্ম্ম বিনষ্ট হয় ; যথা ভাগবতে দেখা যায় (১২।৩।৪৪)—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ১)

হরিনাম সর্ব্ববেদের অধিক ; যথা স্কান্দে—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥ ২)

হরিনাম সর্ব্বতীর্থের অধিক ; যথা বামনপুরাণে—

তীর্থকোটীসহস্রাণি তীর্থকোটীশতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তনাৎ॥ (৩)

হরিনামের আভাসও সর্ব্বসৎকর্ম্মের অনন্তগুণে অধিক, যথা স্কান্দে—

গোকোটীদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥ (৪)

হরিনাম সর্ব্বার্থ দান করেন ; যথা স্কান্দে—

এতৎ ষড়্বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্॥ (৫)

---

(১) আহা ! যাঁহার প্রিয় নাম মুমূর্ষু ও আতুর অবস্থায় এবং পড়িতে পড়িতে,, স্খলিত হইতে হইতে বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ হয়। কলিকালে দুর্বুদ্ধি লোকই তাঁহার যজন করিতে অনিচ্ছুক হয়—ইহাই দুঃখের বিষয়।

(২) হে তাত, ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদপাঠে কিছুই প্রয়োজন নাই। গোবিন্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্ত্তনীয়, তুমি তাহাই সর্ব্বদা গান কর।

(৩) শত সহস্রকোটী তীর্থসেবার সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন হইতে লাভ করা যায়।

(৪) সূর্য্যগ্রহণে কোটী-গোদান, প্রয়াগ-গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্ব্বত-পরিমাণ সুবর্ণদান—এই সব গোবিন্দকীর্ত্তনাভাসের শতাংশের একাংশের সমও নহে।

(৫) অনুক্ষণ বিষ্ণুর এই নামকীর্ত্তনই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্বর্গের বিনাশ ও কামাদি রিপুসমূহের নিগ্রহকারী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের মূল।

ভাবনামে সর্ব্বশক্তি আছে, যথা স্কান্দে—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতা স্বেষু নামসু॥ (১)

হরিনাম সর্ব্বজগতের আনন্দকর, যথা ভগবদ্গীতায় (১১।৩৬)—

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।" (২)

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, নাম তাঁহাকে জগদ্বন্দ্য করেন। বৃহন্নারদীয়ে—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ॥ (৩)

নামই একমাত্র অগতির গতি ; যথা পাদ্মে—

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জ্জিতাঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতাঃ বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥ (৪)

(১) শ্রেষ্ঠদেবগণের সর্ব্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিসমূহ, যাহা দান, ব্রত, তপ, তীর্থক্ষেত্রাদিতে বর্ত্তমান এবং রাজসূয়াশ্বমেধাদি যজ্ঞে এবং অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে নিহিত আছে, ভগবান হরি সে সমুদয় শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন।

(২) হে হৃষীকেশ, তোমার গুণকীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে।

(৩) যাঁহারা নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দ্দন প্রভৃতি নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র বন্দিত হন।

(৪) যে-সকল মানবের আর অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয় ভোগী, পরদ্রোহী, জ্ঞান-বৈরাগ্যবিহীন, ব্রহ্মচর্য্যাদি তপোবর্জ্জিত, সর্ব্বধর্ম্মাচারবিহীন, তাহারা একমাত্র বিষ্ণুনামানুশীলনদ্বারা যে গতি লাভ করেন, সমুদায় ধার্ম্মিক মিলিত হইয়াও সেই গতি পান না।

হরিনাম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেব্য ; যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥ (১)

মুমুক্ষুদিগকে নাম অনায়াসে মুক্তি দান করে ; যথা বারাহে—

নারায়ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবেতি যো নরঃ।

সততং কীর্ত্তয়েদ্ভুবি যাতি মল্লয়তাং স হি॥ (২)

গারুড়ে—কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।

মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥ (৩)

হরিনাম জীবকে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি করায় ; যথা নন্দিপুরাণে—

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকম্।

নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ (৪)

হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি করায় ; বৃহন্নারদীয়ে—

নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রপীড়িতাদিষু।

করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ॥ (৫)

(১) হরিনাম লোভীর পক্ষে হরিনাম গ্রহণে দেশ কাল-নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিষয়ে নিষেধ নাই।

(২) জগতে যে মানব নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব প্রভৃতি নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন, তিনি ভক্তিযোগদ্বারা আমাতে যুক্ত হন।

(৩) হে রাজেন্দ্র, যদি (স্বরূপপ্রাপ্তি) মুক্তিবাসনা করেন, তবে গোবিন্দনাম কীর্ত্তন করুন, হে নরনাথ, সাংখ্য ও যোগাদির কি প্রয়োজন?

(৪) যিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে পাপ-কর্ম্মাদিতে রত, তিনিও সংকীর্ত্তন-প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

(৫) হে বিপ্রগণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিক্লিষ্ট অবস্থা সত্ত্বেও বিষ্ণুর নামকীর্ত্তন করিলে তাঁহার প্রতি অধোক্ষজ অত্যন্ত প্রীত হন।

হরিনাম ভগবানকে বশীকরণে সমর্থ , যথা মহাভারতে—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।

যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্ ॥ (১)

হরিনামই স্বভাবতঃ জীবের পরমপুরুষার্থ ; যথা স্কান্দে ও পাদ্মে—

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনম্।

জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্‌যদ্দামোদরকীর্ত্তনম্। (২)

ভক্তিসাধনের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে হরিনামকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ , যথা বৈষ্ণব চিন্তামণৌ—

অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।

ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনং তু ততো বরম্ ॥ (৩)

বিষ্ণুরহস্যে—যদভ্যর্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।

ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥ (৪)

ভাগবতে (১২।৩।৫২)—কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ (৫)

---

(১) দ্রৌপদী দূরবাসী আমাকে 'হে গোবিন্দ' বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ঋণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইতেছে না।

(২) এই দামোদর নামকীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গল একমাত্র নিত্যধন এবং জীবনের একমাত্র ফল।

(৩) বিপন্নাশন বিষ্ণুর নামস্মরণদ্বারা পাপ দূরীভূত হয বটে , কিন্তু তাহা বহু আয়াসে সাধিত হয আর ওষ্ঠস্পন্দন হইলেই (কৃষ্ণোচ্চারণ হইবা মাত্র) তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন হইয়া যায়।

(৪) সত্যযুগে ভক্তির সহিত হরির অর্চ্চন ও শতশতযজ্ঞ দিদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোবিন্দকীর্ত্তনদ্বারা তাহা সমস্তই পায।

(৫) সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্য্যাকারীর যাহা হয়, কলিকালে হরিকীর্ত্তনদ্বারা তৎসমুদয় লাভ হয।

বিজয়কুমার, এখন চিন্তা করিয়া দেখ, হরিনামের আভাসও সকল সৎকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা, সৎকর্ম্মমাত্রেই উপায়স্বরূপ হইয়া তদুদ্দিষ্ট ফল প্রদানপূর্ব্বক নিরস্ত হয়, বিশেষতঃ সৎকর্ম্ম যেরূপেই হউক, জড়ময়; কিন্তু হরিনাম চিন্ময়, সুতরাং উপায়স্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্বয়ং উপেয়-স্বরূপ। আবার বিচার করিয়া দেখ, ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই হরিনামকে আশ্রয় করিয়া আছে।

বিজয়। প্রভো, হরিনাম যে চিন্ময়, তাহা বেশ বিশ্বাস হইতেছে; তথাপি এই তত্ত্বটী নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে গেলে অক্ষরস্বরূপ নাম কিরূপে চিন্ময় হইতে পারেন, ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক—কৃপা করিয়া বলুন।

বাবাজী। শাস্ত্র (পাদ্মে) বলেন—নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ (১)

নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব, এতন্নিবন্ধন নামিরূপ কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময় গুণ তাঁহার নামে আছে; নাম সর্ব্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব; হরিনামে জড়-সংস্পর্শ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত, যেহেতু কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই; নাম স্বয়ং কৃষ্ণ, অতএব চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ; নাম চিন্তামণি-স্বরূপে যিনি যাহা চান, তাঁহাকে তাহা দিতে সমর্থ।

বিজয়। নামাক্ষর কিরূপে মায়িকশব্দের অতীত হইতে পাবে?

বাবাজী। জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণস্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাহার চিন্ময়শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী; জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না, কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব-স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নামোদয় হয়। সেই নামোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম

(১) কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ংকৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত; কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।

কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত-জিহ্বায় নৃত্য করেন। নাম অক্ষরাকৃতি ন'ন, কেবল জড়জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন—ইহাই নামের রহস্য।

বিজয়। মুখ্যনামসকলের মধ্যে কোন্ নাম অতিশয় মধুর ?

বাবাজী। শতনামস্তোত্রে বলিয়াছেন—

বিষ্ণোরেকৈকং নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃক্‌নামসহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতম্॥ (১)

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ (২)

কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই। অতএব আমার প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ যে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নাম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই নিরন্তর করিতে থাক।

বিজয়। হরিনাম সাধনের পদ্ধতি কি ?

বাবাজী। তুলসীমালায় বা তদভাবে করে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিবে। শুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, সাধকের ক্রমশঃ নামালোচনা-বৃদ্ধি হইতেছে কিনা, জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয় বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময়ে কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধিপূর্ব্বক নাম করিবে।

(১) বিষ্ণুর একটী নাম সর্ব্ববেদের অধিক, তাদৃশ সহস্র নাম একটী রামনামের তুল্য।

(২) অপ্রাকৃত সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল, কৃষ্ণনামের একবারমাত্র আবৃত্তিতে সেই ফল।

বিজয়। প্রভো, সাধনাঙ্গ নববিধ বা ৬৪ প্রকার। একাঙ্গ নাম নিরন্তর করিলে অন্য অঙ্গসাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যাইবে?

বাবাজী। ইহাতে কঠিন কি? চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ নববিধ ভক্তির অন্তর্গত। শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনেই হউক বা নির্জ্জনে নাম সাধনেই হউক, নববিধ ভক্তির সর্ব্বত্র আলোচনা হইতে পারে। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কৃষ্ণনাম শুদ্ধাভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি হইলেই নামসাধন হইল। যেখানে শ্রীমূর্ত্তি নাই, সেখানে শ্রীমূর্ত্তিস্মরণপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সমস্ত নববিধ অঙ্গের সাধন হইতে পারে। যাহাদের সুকৃতিক্রমে নাম-কীর্ত্তনে বিশেষ স্পৃহা জন্মে, তাঁহারা নিরন্তর নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সকল ভক্ত্যঙ্গের কার্য্য করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির মধ্যে শ্রীনামকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল সাধন—কীর্ত্তনানন্দ-সময়ে অন্য কোন সাধনাঙ্গের পরিচয় না আসিলেও তাহাই যথেষ্ট।

বিজয়। নিরন্তর নাম কিরূপে হয়?

বাবাজী। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্ব্বাহকালে এবং অন্যসময়ে সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করার নাম নিরন্তর নামকীর্ত্তন। নামসাধনে কোনপ্রকার দেশ, কাল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই।

বিজয়। আহা! যে পর্য্যন্ত আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নিরন্তর নামকরণে শক্তিদান না করেন, সে পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-পদবী লাভের কোন আশা দেখি না।

বাবাজী। বৈষ্ণবের প্রকার পূর্ব্বে বলিয়াছি। হৃদয়েশ্বর গৌরাঙ্গ সত্যরাজ খানকে বলিয়াছিলেন যে, যিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন তিনি বৈষ্ণব; যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণবতর; যাঁহাকে দেখিলে অন্যের মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম। সুতরাং তোমরা যখন শ্রদ্ধার সহিত কখন কখন কৃষ্ণনাম করিতেছ, তখন তোমরা বৈষ্ণবপদবী লাভ করিয়াছ।

বিজয়। শুদ্ধকৃষ্ণনাম ও তদিতর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহাও বলুন।

বাবাজী। সম্পূর্ণ-শ্রদ্ধোদিত অনন্যভক্তিতে যে কৃষ্ণনামের উদয় হয়, তাহাকেই 'কৃষ্ণনাম' বলে, তদিতর যে কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, তাহা, হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রভো, ঐ নামকে 'সাধ্য' বলিব, না 'সাধন' বলিব?

বাবাজী। 'সাধনভক্তি'র সহিত যখন নাম হইতে থাকে, নামকে 'সাধন' বলিতে পার; আবার যখন 'ভাব' ও 'প্রেমভক্তি'র সহিত নাম হয়, তখন নামকেই 'সাধ্যবস্তু' জানিবে। সাধকের ভক্তির অবস্থাক্রমে নামের সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রতীতি হয়।

বিজয়। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপের বিচার-ভেদ আছে কিনা?

বাবাজী। কিছুমাত্র বিচার-ভেদ নাই; কেবল একটী রহস্য আছে যে, 'স্বরূপ' অপেক্ষা 'নাম' অধিক কৃপালু। কারণ— স্বরূপের প্রতি যে অপরাধ কৃত হয়, তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণনাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন। তোমরা নামাপরাধ অবগত হইয়া তাহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করতঃ নাম করিবে; কেননা, নিরপরাধ না হইলে শুদ্ধনাম হয় না। আগামী কল্য 'নামাপরাধ' বুঝিয়া লইবে।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার নাম-মাহাত্ম্য ও নামের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া ধীরে ধীরে শ্রীগুরুদেবের পদধূলি লইয়া বিল্বপুষ্করিণী গমন করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধবিচার)

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমারের বাবাজীর নিকট নামাপরাধতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—নামাপরাধের গুরুত্ব—নামাপরাধ ক্ষয়ের উপায়—শুদ্ধনাম—দশবিধ নামাপরাধ—অপরাধগুলির সবিস্তার ব্যাখ্যা—(১) সাধুনিন্দা—(২) শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান—(৩) গুর্ব্ববজ্ঞা—(৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা—(৫) হরিনামে অর্থবাদ—(৬) হরিনামে অর্থকল্পনা—(৭) নামবলে পাপাচরণ—(৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের তুল্যজ্ঞান—(৯) অশ্রদ্দধানে নাম উপদেশ (১০) স্থূল-লিঙ্গ দেহে অহং মম ভাব।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার সে রাত্রে বিশুদ্ধভাবে তুলসীমালায় সংখ্যা রাখিয়া অর্দ্ধলক্ষ নাম করিয়া অধিক রাত্রে নিদ্রা গেলেন। উভয়েই শুদ্ধনামে কৃষ্ণকৃপা অনুভব করিয়া পরদিন প্রাতে পরস্পর সমস্ত কথা বলিয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণার্চ্চন, হরিনাম, দশমূলপাঠ, শ্রীভাগবত-আলোচনা, বৈষ্ণবসেবা ও ভগবৎপ্রসাদ-সেবা ইত্যাদি বিষয়ে দিবস যাপন করতঃ সন্ধ্যার পর শ্রীবাস-অঙ্গনে বৃদ্ধ বাবাজী-মহাশয়ের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ উভয়ে সমাসীন হইলে পূর্ব্বদিনের প্রস্তাব মত বিজয়কুমার নামাপরাধ-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বায় স্বাভাবিক প্রসন্নতার সহিত বাবাজী মহাশয় বলিতে লাগিলেন—নাম যেরূপ সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়-মাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় না। পাদ্মে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ (১)

অবিশ্রান্ত নাম করিতে পারিলে নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই হরণ করেন। দেখ বাবা, নামাপরাধক্ষয়ের উপায় কত কঠিন! সুতরাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক নাম করিয়া থাকেন। নামাপরাধ যাহাতে উৎপন্ন না হয়, এরূপ যত্ন করিতে পারিলে শুদ্ধনাম অতিশীঘ্র উদিত হন। কোন ব্যক্তি অশ্রুপুলকের সহিত নাম করিতেছেন, কিন্তু তথাপি অপরাধ-গতিকে উচ্চারিত নাম তাঁহার পক্ষে (শুদ্ধ) নাম হইতেছে না। সাধকগণ বিশেষ সতর্ক না হইলে শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন না।

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনাম কিরূপ?

বাবাজী। দশ অপরাধশূন্য হরিনামই শুদ্ধনাম। বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি বিচারে কোন কার্য্য নাই। যথা পাদ্মে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষাণমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, "হে বিপ্র, একটী হরিনামও যদি কাহারও জিহ্বায় উদিত হন, বা স্মরণপথগত হন, অথবা শ্রবণপথগত হন, তিনি (নাম) অবশ্য তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণশুদ্ধতা বা বর্ণের অশুদ্ধতা বা বিধিমত ছেদাদি-রহিততা এস্থলে কোন কার্য্য করে না; কিন্তু বিচার্য্য এই যে, সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নাম, দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণমধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হন না। এই

(১) নামাপরাধিগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরন্তর কীর্ত্তিত হইলেই কৃষ্ণনামে প্রয়োজন (প্রেম) লাভ হয়।

প্রতিবন্ধক দুই প্রকার অর্থাৎ সামান্য ও বৃহৎ—সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাভাস' হয়, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল দান করে; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাপরাধ' হয়, তাহা অবিশ্রান্ত-নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।"

বিজয়। এখন দেখিতেছি যে, সাধকব্যক্তিগণের পক্ষে নামাপরাধ-জ্ঞান ব্যতীত আর উপায় নাই। কৃপা করিয়া নামাপরাধগুলি বলুন।

বাবাজী। নামাপরাধ * দশ প্রকার; যথা পাদ্মে—

(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্।

(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥

(৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্ (৫) তথার্থবাদো (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্
(৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
(৮) ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।

(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধু-গণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—নামি-শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমান জ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি, (৪) বেদ ও সাত্বতপুরাণাদির নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি, (৬) ভগবন্নাম-সকলকে কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী এবং (৭) যাহার নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগপ্রক্রিয়াদ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না, (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত

(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ

(১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

বিজয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক এক একটী শ্লোকের পৃথক্ ব্যাখ্যা করিয়া অপরাধগুলি বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। প্রথমশ্লোকে দুইটী অপরাধের বিবরণ আছে। প্রথম অপরাধ এই যে, যে-সকল সাধু একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদপরাধ হয়, কেননা, যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই সর্ব্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।

বিজয়। প্রথম অপরাধ সুন্দররূপে বুঝিলাম; প্রভো, দ্বিতীয় অপরাধটী এইরূপে বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দ্বিতীয় অপরাধের ব্যাখ্যা আছে; ঐ ব্যাখ্যা দুইপ্রকার, প্রথম প্রকার এই যে, দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও শ্রীবিষ্ণু, ইঁহাদের গুণনামাদিসকল বুদ্ধিদ্বারা পৃথক্‌রূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়; তাৎপর্য্য এই যে, সদাশিব একটী পৃথক্ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটী পৃথক ঈশ্বর—এরূপ কল্পনা করিলে বহ্বীশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে ভগবানের প্রতি অনন্যভক্তির বাধা

নামকে সমান জ্ঞান করাও অনবধানতা, (৯) শ্রদ্ধাহীন, নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান—তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য; (১০) যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবোধযুক্ত হইয়া তাহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সেই সেই দেবতার পৃথক্ শক্তিসিদ্ধতা নাই, এইরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা—সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্, এরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণনাম করিবে, নতুবা নামাপরাধ হইবে। এইরূপে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করতঃ কৃষ্ণনাম করিবার বিধি।

বিজয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অপরাধ বুঝিলাম; যেহেতু, আপনি পূর্ব্বেই কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত চিন্ময়স্বরূপের গুণ-গুণী, নাম-নামী, অংশ-অংশী ইত্যাদি ভেদাভেদসম্বন্ধে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যাঁহারা নামাশ্রয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীগুরুচরণে চিদচিৎ তত্ত্বের পার্থক্য এবং পরস্পরের সম্বন্ধ জানিয়া লওয়া আবশ্যক। এখন তৃতীয় অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। নামতত্ত্বের সর্ব্বোত্তমতা যিনি শিক্ষা দেন, তিনিই নামগুরু, তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য। যিনি নামগুরুর প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা করেন যে, তিনি নাম-শাস্ত্রই অবগত আছেন মাত্র, কিন্তু যাঁহারা বেদান্ত-দর্শনাদি অধিক জানেন, তাঁহারা নামশাস্ত্রগুরু অপেক্ষা শাস্ত্রার্থ অধিক অবগত, তিনি নামাপরাধী। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ্ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চগুরু নাই, তাঁহাকে তদ্রূপ লঘু মনে করিলে নামাপরাধ হইবে।

বিজয়। প্রভো, আপনার প্রতি আমাদের যদি শুদ্ধভক্তি থাকে, তবেই আমাদের সুমঙ্গল। এখন কৃপা করিয়া চতুর্থ অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। শ্রুতিশাস্ত্র-বিশেষ পরমার্থশিক্ষার স্থলে নামকে সর্ব্বোপরি রাখিয়াছেন ; যথা (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৭৪-২৭৬)—

ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।
ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্ত শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ ॥
ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমিতং ভজামহে ॥ (১)

এইরূপ সকল বেদে ও সকল উপনিষদে নাম-মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয় ; এইসকল শ্রুতির নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রুতির অন্যান্য উপদেশকে অধিক সম্মান করতঃ নামার্থপ্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের নামাপরাধ ; সেই অপরাধক্রমে

১। হে বিষ্ণো, তোমার এই নাম চৈতন্যবিগ্রহ, সর্ব্বপ্রকাশক, যেহেতু তাহা হইতেই সকল বেদের আবির্ভাব ; অথবা ইহা পরমানন্দ এবং ব্রহ্মস্বরূপ, সুলভ অথবা পরাবিদ্যারূপ—আমরা সেই নাম বিচারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে ভজন করি।

হে বিষ্ণো, তোমাতে নিষ্ঠা হইবার পর তোমাকে সাক্ষাৎ দেখিবার জন্য ভক্তজনশোধন চিচ্ছক্তিবিলাসী তোমার পাদপদ্মদ্বয়ে বহু বহু প্রণতি বিস্তার করিতে করিতে, চতুর্দ্দিকে তোমার যশোরাশি শ্রবণ করিতে করিতে এবং পরস্পর কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা তোমার চৈতন্যস্বরূপ, সুভদ্র, অর্চ্চ্য নামসমূহ আশ্রয় করিয়া আছি।

অহো, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান্ পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ জান, সেই ভাবেই স্তব কর, তিনি বেদতাৎপর্য্যগোচর অথবা সচ্চিদানন্দঘন ; তাহা হইতে তোমাদের জন্ম সার্থক হউক ; অথবা বহু অবতারসমন্বিত তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে বর্ণন কর ; অথবা আমরা যে ভাবে জানি, সে ভাবে জানিয়া তোমার স্তব করিতে করিতে জন্মের সার্থকতা করিয়া তোমার এই চৈতন্যবিগ্রহ সর্ব্বপ্রকাশক পরমানন্দ সুলভ নামকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অবধারণপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে করিতে ভজনা করি।

তাহাদের নামে রুচি হয় না। তোমরা এই সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রুতি-বাক্যকে শ্রুতিশিরোমণি-জ্ঞানে হরিনাম করিবে।

বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখে যেন অমৃতবর্ষণ হইতেছে! এখন পঞ্চ নামাপরাধ জানিবার জন্য আমরা তৃষ্ণাযুক্ত।

বাবাজী। হরিনামে যে অর্থবাদ, তাহাই পঞ্চমাপরাধ; জৈমিনী-সংহিতায়—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু॥
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়॥ (১)

ব্রাহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিযাছেন—

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্॥(২)

শাস্ত্র কহিয়াছেন যে, ভগন্নামে ভগবানের সকল শক্তি আছে; নাম চিন্ময়, অতএব মায়িকজগৎকে সংহার করিতে সমর্থ।

বিষ্ণুধর্ম্মে—কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥ (৩)

বৃহন্নারদীয়ে—নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম॥ (৪)

---

(১) যাহারা নামমাহাত্ম্যবাচক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসমূহে অর্থবাদ আছে, এই কথা বলে, তাহারা অক্ষয় নরকে পতিত।

(২) যে নর নামকীর্ত্তনের বিবিধফল শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধাযুক্ত হয় না, অতিস্তুতিমাত্র মনে করেন, তাহাকে আমি বিবিধদুঃখনিপীড়িত করিয়া ক্লেশময় ঘোর সংসারমধ্যে নিক্ষেপ করি।

(৩) হে রাজেন্দ্র, কৃষ্ণ ইত্যাদি মঙ্গলময় নাম যাঁহার মুখে বর্ত্তমান, তাঁহার কোটি কোটি মহাপাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

(৪) হে দ্বিজোত্তম, যিনি সর্ব্বপাপপ্রশমনকারী হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে আমি পশুগণ হইতে ভিন্ন দর্শন করি না।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ (১)

এই সমস্ত নামমাহাত্ম্য পরম সত্য, ইহা শ্রবণ করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান-ব্যবসায়ী লোক নিজ নিজ ব্যবসায় রক্ষার নিমিত্ত ইহাতে অর্থবাদ করেন। অর্থবাদ এই যে, শাস্ত্র নামসম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদান করিবার জন্য এরূপ ফলশ্রুতি লিখিয়াছেন। এই নামাপরাধে সেই সকল লোকের নামে রুচি হয় না। তোমরা শাস্ত্রোক্ত-বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক হরিনাম করিবে; যাঁহারা অর্থবাদ করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবে না, এমন কি হঠাৎ তাঁহাদিগকে দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, এরূপ শিক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গ দিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো, গৃহস্থলোকের পক্ষে শুদ্ধনামগ্রহণ বড় সহজ নহে, কেননা, তাহারা সর্ব্বদা নামাপরাধী অসৎলোকে পরিবৃত। আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পক্ষে সৎসঙ্গ বড় কঠিন! হে প্রভো, আপনি কৃপা করিয়া সেই সকল কুসঙ্গ-পরিত্যাগে শক্তি প্রদান করুন। আপনার মুখে যতই শ্রবণ করিতেছি,ততই শুশ্রূষা বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন ষষ্ঠাপরাধ বলুন।

বাবাজী। ভগবানের নামসকলকে কল্পিত মনে করিলে ষষ্ঠা-পরাধ হয়। মায়াবাদিগণ এবং কর্ম্মজড়সকল মনে করেন যে, পরম-তত্ত্ব ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও নামরূপশূন্য। তাঁহার রামকৃষ্ণাদি-নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন—যাহাদের এরূপ সিদ্ধান্ত, তাহারা নামাপরাধী। হরিনাম নিত্যবস্তু ও চিন্ময়—ভক্তির সহিত চিদিন্দ্রিয়ে নাম উদিত হন, এই মাত্র। সদ্‌গুরু ও শ্রুতিশাস্ত্র হইতে

---

(১) হরিনামে যত পাপনাশিনী শক্তি বর্ত্তমান, পাতকী ব্যক্তিও তত পাপ করিতে সমর্থ নহে।

ইহাই শিক্ষা করিয়া হরিনামকে সত্য বলিয়া জানিবে, কল্পিত বলিয়া মনে করিলে কখনই নামের কৃপা হইবে না।

বিজয়। প্রভো, যে পর্য্যন্ত আপনার অভয় পদ আশ্রয় না করিয়া ছিলাম, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মজড় ও নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে আমাদের সেরূপ বুদ্ধি ছিল, আপনার কৃপায় সে বুদ্ধি দূর হইয়াছে। এখন কৃপা করিয়া সপ্তম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। যাহাদের নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তাহারা নামাপরাধী। নামের ভরসায় যেসকল পাপ করা যায়, তাহা যমনিয়ম-দ্বারা শুদ্ধ হয় না, কেন না, তাহা নামাপরাধের মধ্যে গণিত হওয়ায় নামাপরাধক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তাহাতেই তাহাদের ক্ষয় হয়।

বিজয়। প্রভো, জগতে যখন এরূপ পাপ নাই যাহা নামে বিনষ্ট হয় না, তখন নামোচ্চারণকারীর পাপ বিনষ্ট না হইয়া কেন অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হয় ?

বাবাজী। বাবা, জীব যেদিন শুদ্ধনামাশ্রয় করেন, সেদিন এক নামেই তাঁহার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়; পরে যে নাম করেন, তাহাতে নামে প্রেম হয়; সুতরাং শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির পাপবুদ্ধি দূরে থাকুক, পুণ্যাদিকার্য্যেও রুচি থাকে না; পাপপুণ্যের কথা দূরে থাকুক, মোক্ষেও রুচি থাকে না, নামাশ্রিত ব্যক্তি কখনই পাপ করিবেন না। তবে এই মাত্র ইহাতে বিবেচ্য যে, সাধক ব্যক্তি নাম উচ্চারণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল 'নামাভাস' হয়, (শুদ্ধ) নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্ব্বপাপক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাসক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে, কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ

হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়; কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করেন যে, নামের দ্বারা যখন সকলপাপক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে—এই ভরসায় তিনি যে পাপাচরণ করেন, সেই পাপ অপরাধ হইয়া পড়ে।

বিজয়। অষ্টমাপরাধ ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

বাবাজী। ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ও দানাদি-ধর্ম্ম, ব্রত অর্থাৎ সমস্ত শুভদ কর্ম্ম, ত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগরূপ ন্যাস-ধর্ম্ম, হুত অর্থাৎ বহুবিধ যজ্ঞ ও অষ্টাঙ্গযোগাদি—এই সকল সৎকর্ম্মমধ্যে পরিগণিত। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে যেসকল শুভক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই জড়ধর্ম্মান্তর্গত, সুতরাং প্রাকৃত; কিন্তু ভগবন্নাম প্রকৃতির অতীত। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সৎকর্ম্মই উপায়স্বরূপ হইয়া অপ্রাকৃত সুখরূপ উপেয় সংগ্রহ করিবার প্রতিজ্ঞা করে, সুতরাং সে সকল উপায় মাত্র—কেহই উপেয় নয়; কিন্তু হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফলকালে স্বয়ং উপেয়; অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সৎকর্ম্মের তুলনা নাই। যাহাদের মনে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের অনন্যবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা নামাপরাধী। সেই সেই কর্ম্মের যে সকল ক্ষুদ্রফল নির্ণীত আছে, তাহা নামের নিকট প্রার্থনা করিলে নামাপরাধ হয়; কেননা, তাহাতে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত নামের সাম্যবুদ্ধি হইয়া পড়ে। তোমরা সৎকর্ম্মের তুচ্ছফল জানিয়া হরি-নামকে অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে আশ্রয় করিবে— ইহাই অভিধেয়-জ্ঞান।

বিজয়। প্রভো, হরিনামের তুল্য আর কিছুই নাই, তাহা আমা-দের বোধ হইতেছে। এখন নবম অপরাধ ব্যাখ্যা করুন—আমাদের চিত্ত বড়ই সতৃষ্ণ হইয়াছে।

বাবাজী। বেদশাস্ত্রে যাহা কিছু উপদিষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা

হরিনামোপদেশ শ্রেষ্ঠ। অনন্যভক্তিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহারাই হরিনামের প্রকৃত অধিকারী। যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃতসেবায় বিমুখ এবং হরিনামশ্রবণে রুচিহীন, তাহাদিগকে হরিনাম উপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। হরিনাম সর্ব্বোপরি এবং সেই হরিনাম গ্রহণ করিলে সকলের মঙ্গল হইবে—এইরূপ উপদেশ কীর্ত্তন করাই ভাল; অধিকারী না দেখিয়া হরিনাম দান করিবে না। যখন তুমি পরমভাগবত হইবে, তখন তুমিও শক্তি সঞ্চার করিতে পারিবে; কৃপাপূর্ব্বক প্রথমে শক্তিসঞ্চার করিয়া যে জীবের নামে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিবে, তাঁহাকে হারনাম উপদেশ করিবে। যতদিন মধ্যম বৈষ্ণব থাক, ততদিন অশ্রদ্দধান, বহির্ম্মুখ ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে উপেক্ষা করিবে।

বিজয়। প্রভো, অনেকেই অর্থলোভে বা যশঃলোভে অনধিকারীকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন, তাঁহারা কিরূপ?

বাবাজী। তাঁহারা নামাপরাধী।

বিজয়। কৃপা করিয়া দশম অপরাধটী ব্যাখ্যা করুন।

বাবাজী। যিনি এই জড়ীয় সংসারে 'আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার' এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, কদাচিৎ কোন দিন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত তাহা করেন না, তিনিও নামাপরাধী। এই জন্যই শিক্ষাষ্টকে এরূপ কথিত হইয়াছে,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ (১)

---

(১) হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য তোমার

বাবা, এই দশ অপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর হরিনাম কর—নাম অতি শীঘ্র কৃপা করিয়া প্রেম দিয়া পরমভাগবত করিবেন।

বিজয়। প্রভো, দেখিতেছি যে, মায়াবাদী, কর্ম্মবাদী, যোগী, সকলেই নামাপরাধী। বহুজন মিলিত হইয়া যে নামসংকীর্ত্তন করেন, তাহাতে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের যোগ দেওয়া উচিত কি না?

বাবাজী। যে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্ত্তন করে, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু যে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলে শুদ্ধবৈষ্ণব বা সামান্য নামাভাসী প্রবল, তাহাতে যোগ দিলে দোষ হয় না; বরং নামসঙ্কীর্ত্তনের সুখলাভ হয়। অদ্য রাত্রি অধিক হইল, কল্য নামাভাস-তত্ত্ববিচার শ্রবণ করিবে।

বিজয় ও ব্রজনাথ নামপ্রেমে গদ্‌গদস্বরে বাবাজীমহাশয়কে স্তুতি করতঃ তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিল্বপুষ্করিণীর অভিমুখে 'হরি হরয়ে নমঃ' গান করিতে করিতে গমন করিলেন।

কৃষ্ণ গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ, স্বীয় সর্ব্বশক্তি সেই নামে তুমি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নামস্মরণে তুমি কালাদি-নিয়ম কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে কৃপা করিয়া নামকে তুমি সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিলে যে, তোমার এমন সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দিল না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

নিত্যধর্ম্ম ও সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন

(প্রমেয়ান্তর্গত নামাপরাধ-বিচার)

নামাভাস ব্যাখ্যা—'আভাস' শব্দের অর্থ ভক্ত্যাভাস—ভাবাভাস—নামাভাস—বৈষ্ণবাভাসের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার—শুদ্ধনামের লক্ষণ—নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য—নামাভাসে সাধুসঙ্গে শুদ্ধ-নামোদয়—চতুর্ব্বিধ নামাভাস—(১) সাঙ্কেত্য—(২) পরিহাস—(৩) স্তোভ—(৪) হেলন—নামাপরাধের ফল—অবিশ্রান্ত নাম-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা—বিজয় ও ব্রজনাথের নামতত্ত্বে জ্ঞানলাভ—উপসংহারে রূপানুগ বাবাজীর উপদেশ—নাম-মাহাত্ম্যসূচক কীর্ত্তন।

পরদিন সন্ধ্যার পরেই বিজয় ও ব্রজনাথ বৃদ্ধ বাবাজীমহোদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অবসর পাইয়া বিজয় বলিলেন,—প্রভো, কৃপা করিয়া নামাভাসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বলুন, আমাদের নামসম্বন্ধে তৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাবাজী বলিলেন, তোমরা ধন্য। শ্রীনামতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ—এই তিনটী বিষয় বুঝিতে হয়। নাম ও নামাপরাধবিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, সংপ্রতি নামাভাস ব্যাখ্যা করিতেছি। নামের আভাসকে 'নামাভাস' বলে।

বিজয়। আভাস কি ও কত প্রকার ?

বাবাজী। 'আভাস'-শব্দে কান্তি, ছায়া ও প্রতিবিম্বকে বুঝায়; কোন প্রকাশময় বস্তুর যে কান্তি বিস্তৃত হয়, তাহাকেই 'কান্তি' বা 'ছায়া' বলা যায়, সুতরাং নামরূপ সূর্য্যের দুই প্রকার আভাস অর্থাৎ নাম-ছায়া ও নাম-প্রতিবিম্ব। বিজ্ঞগণ 'ভক্ত্যাভাস', 'ভাবাভাস', 'নামাভাস',

'বৈষ্ণবাভাস' এই সকল শব্দ অনুক্ষণ ব্যবহার করেন। সর্ব্বপ্রকার আভাসই 'প্রতিবিম্ব' ও 'ছায়া'-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। ভক্ত্যাভাস, ভাবাভাস, নামাভাস ও বৈষ্ণবাভাস—এই সকলের পরস্পর সম্বন্ধ কি ?

বাবাজী। বৈষ্ণব হরিনাম আলোচনা করেন ; তিনি যখন ভক্ত্যাভাসের সহিত নামালোচনা করেন, তখন তাঁহার আলোচিত নাম 'নামাভাস'—তিনি স্বয়ং 'বৈষ্ণবাভাস'মাত্র। ভাব ও ভক্তি—একই বস্তু, কেবল সঙ্কোচ-বিকোচাবস্থাদ্বয়-ভেদে পৃথক্ নামে পরিচিত।

বিজয়। কোন্ অবস্থায় জীব 'বৈষ্ণবাভাস' হন ?

বাবাজী। শ্রীভাগবতে ১১।২।৪৭ বলিয়াছেন—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥" (১)

এই শ্লোকে যে শ্রদ্ধা-শব্দ আছে, তাহা 'শ্রদ্ধাভাস' মাত্র ; কেননা, ভগবদ্ভক্তকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব—তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী শ্রদ্ধা মাত্র, অনন্য-ভক্তিতে যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা তাহা নয় ; সেই ভক্ত্যাভাসের শ্রদ্ধা ও পূজা প্রাকৃত, অতএব তিনিও 'প্রাকৃত ভক্ত' বা 'বৈষ্ণবাভাস'। শ্রীমন্মহাপ্রভু হিরণ্য-গোর্দ্ধনকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলিয়াছিলেন। 'বৈষ্ণবপ্রায়' শব্দের অর্থ এই যে, প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় মালামুদ্রাদি-ধারণপূর্ব্বক 'নামাভাস' করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা 'শুদ্ধবৈষ্ণব' ন'ন।

বিজয়। মায়াবাদিগণ যদি বৈষ্ণবমুদ্রা ধারণপূর্ব্বক নাম উচ্চারণ করেন, তবে তাঁহাদিগকে কি 'বৈষ্ণবাভাস' বলা যাইবে ?

বাবাজী। না, তাহাদিগকে 'বৈষ্ণবাভাস'ও বলা যাইবে না ; তাঁহারা

(১) ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অপরাধী, অতএব তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবাপরাধী' বলা যায়। প্রতিবিম্ব-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-ভাবাভাস আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাভাস বলা যাইতে পারিত, কিন্তু অত্যন্ত অপরাধবশতঃ তাঁহারা বৈষ্ণবনামের যোগ্য না হওয়ায় তাঁহারা স্বয়ং পৃথক্ হইয়া পড়েন।

বিজয়। প্রভো, শুদ্ধনামের লক্ষণ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারি।

বাবাজী। অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্য-ভাবের সহিত নাম করিলে শুদ্ধনাম হয়। নামের চিন্ময়ভাব স্পষ্ট উদয় করিয়া পরমানন্দানুভবের যে অভিলাষ, তাহা অন্যাভিলাষ নয়। তদ্ব্যতীত নামদ্বারা পাপক্ষয় বা মোক্ষ-লাভের অভিলাষাদি যত প্রকার বাসনা আছে, তাহা সমস্তই 'অন্যাভিলাষ'; অন্যাভিলাষ থাকিলে নাম শুদ্ধ হন না। জ্ঞানকর্ম্মযোগাদির চেষ্টায় তত্তৎ বিষয়ের অবান্তর ফলকামনারহিত না হইলেও 'শুদ্ধনাম' হয় না। প্রাতিকূল্যভাবকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া কেবল নামের অনুকূল প্রবৃত্তির সহিত যে নামালোচনা, তাহাই 'শুদ্ধনাম'। এই লক্ষণ আলোচনাপূর্ব্বক দেখ যে, নামাপরাধ ও নামাভাস-শূন্য নামই শুদ্ধনাম। অতএব শ্রীকলিযুগ-পাবনাবতার গৌরচন্দ্র বলিয়াছেন যে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" (১)

বিজয়। প্রভো, নামাভাস ও নামাপরাধের স্বরূপ-ভেদ কি?

বাবাজী। শুদ্ধনাম না হইলেই নামাভাস হইল; সেই নামাভাস কোন অবস্থায় 'নামাভাস' বলিয়া উক্ত হয় এবং কোন অবস্থায় 'নামাপরাধ বলিয়া উক্ত হয়। যেস্থলে অজ্ঞতাবশতঃ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নামের

(১) ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সে স্থলে কেবল 'নামাভাস'; যে স্থলে মায়াবাদাদি-জনিত ধূর্ত্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগবাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়, সে স্থলে নামাপরাধ হয়। যে দশটী নামাপরাধ তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা যদি সরল অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে সমস্তই 'নামাভাস' মাত্র। জ্ঞাতব্য এই যে, নামাভাস যতদিন অপরাধলক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধনামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না। নামাপরাধক্ষয়েব যে পদ্ধতি বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর অন্য উপায়ে মঙ্গল উদিত হয় না।

বিজয়। নামাভাসী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন করিলে, নামাভাস (শুদ্ধ) নাম হইয়া উদিত হন?

বাবাজী। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে নামালোচনা করিতে করিতে অতি শীঘ্র শুদ্ধভক্তিতে রুচি হয়, তখন যে নাম জিহ্বায় আবির্ভূত হন, সে নাম 'শুদ্ধনাম' হন, সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধীর, সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যত্ন করা আবশ্যক, কেননা সেরূপ সঙ্গ থাকিলে শুদ্ধনামের উদয় হয় না। সৎসঙ্গই জীবের মঙ্গলের একমাত্র হেতু, এই জন্যই প্রাণেশ্বর গৌরচন্দ্র সনাতন-গোস্বামীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সৎসঙ্গই ভক্তিমূল, যোষিৎসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করতঃ সৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম কর।

বিজয়। প্রভো, তবে কি গৃহিণীসঙ্গ ত্যাগ না করিলে জীবের শুদ্ধনামের উদয় হইবে না?

বাবাজী। স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত অনাসক্তভাবে বৈষ্ণবসংসার সমৃদ্ধি করেন, তাহাকে 'স্ত্রীসঙ্গ' বলে না। স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ-লোক শুদ্ধকৃষ্ণনামের আলোচনায় পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।

বিজয়। প্রভো, নামাভাস কতপ্রকারে লক্ষিত হয়?

বাবাজী। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন (৬।২।১৪)—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ (১)

নামতত্ত্ব ও সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে নামাভাস করেন—কেহ কেহ সঙ্কেতদ্বারা, কেহ কেহ পরিহাসদ্বারা, কেহ কেহ স্তোভ-দ্বারা এবং কেহ কেহ হেলনদ্বারা নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন।

বিজয়। প্রভো, সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণ কিরূপ?

বাবাজী। অজামিল মরণসময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিল—কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নামগ্রণের ফললাভ হইয়াছিল। ম্লেচ্ছগণ শূকরকে "হারাম, হারাম" বলিয়া ঘৃণা করে। হারাম-শব্দে 'হা রাম এই দুইটী শব্দ থাকায় সাঙ্কেত্য-নামগ্রহণফলে তাহাদের যমযন্ত্রণা হইতে মুক্তি হয়। নামাভাসে যে মুক্তি হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। নামাক্ষরে মুকুন্দসম্বন্ধ দৃঢ়রূপে গ্রথিত থাকায় নামাক্ষরের উচ্চারণে মুকুন্দস্পর্শ ঘটিয়া পড়ে, এবং অনায়াসে মুক্তি হয়। বহুকষ্টে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি হইতে পারে, নামাভাসে অনায়াসে সেই মুক্তি সকলেরই হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রভো, পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষুগণ এবং অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ, এবং পরমার্থবিরোধী অসুরগণ পরিহাস করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমরা শাস্ত্রে অনেকস্থলে পাঠ করিয়াছি; স্তোভপূর্ব্বক নামগ্রহণ কিরূপ, তাহা বলুন।

বাবাজী। অসম্মানপূর্ব্বক অন্যকে কৃষ্ণনাম করিতে বাধা দিবার

(১) 'সঙ্কেত', 'পরিহাস', 'স্তোভ' ও 'হেলা'—এই চারিপ্রকারে ছায়ানামাভাস হয়। পণ্ডিতগণ তাদৃশ নামাভাসকে অশেষ পাপনাশকা বলিয়া জানেন।

সময় যে নামগ্রহণ হয়, তাহাই 'স্তোভ' একজন সুবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য্য-মুখভঙ্গি করতঃ বলিল, "হেঁঃ; তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে"—ইহাই স্তোভের উদাহরণ; তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তিপর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে,—নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল !

বিজয়। 'হেলন' কিরূপ ?

বাবাজী। অনাদরপূর্ব্বক নামগ্রহণ; যথা প্রভাসখণ্ডে—

মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥(১)

এই শ্লোকে 'শ্রদ্ধয়া' অর্থে আদরপূর্ব্বক, 'হেলয়া' অর্থাৎ অনাদরপূর্ব্বক ইহাই বুঝিতে হইবে। 'নরমাত্রং তারয়েৎ' এই বাক্যদ্বারা কৃষ্ণনাম যবনদিগকেও যে মুক্তি দেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। হেলন কি অপরাধ নয় ?

বাবাজী। ধূর্ত্ততার সহিত হেলন হইলে 'অপরাধ'; অজ্ঞতার সহিত হেলন হইলে 'নামাভাস'।

বিজয়। নামাভাস হইতে কি কি ফল হয় এবং কি কি ফল হইতে পারে না, তাহা আজ্ঞা করুন।

বাবাজী। ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়, কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না। যদি নামাভাসী শুদ্ধভক্তের সঙ্গক্রমে মধ্যম-বৈষ্ণবপদে উন্নত হইতে পারেন, তবেই শুদ্ধভক্তি লাভ করতঃ শুদ্ধনামের ফলে প্রেম লাভ করেন।

বিজয়। প্রভো, জগতে বহুতর বৈষ্ণবাভাস বৈষ্ণব-লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক

---

(১) ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিরন্তর নামাভাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা বহুদিনেও প্রেমলাভ করেন না, ইহার কারণ কি ?

বাবাজী। রহস্য এই যে, ভক্তাভাস ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তিলাভের যোগ্য হইতে পারিলেও অনন্যভক্তির অভাবে যাহাকে তাহাকে 'সাধু' বলিয়া সঙ্গ করে তাহাতে মায়াবাদী প্রভৃতির কুসঙ্গক্রমে শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি সহসা অপরাধী হইয়া স্বীয় উন্নতিপথ রোধ করতঃ তত্তৎসঙ্গক্রমে মায়াবাদাদি অপসিদ্ধান্তে অবনত হইয়া পড়ে ; সুতরাং শুদ্ধভক্তি হহইতে দূরে পাড়িয়া ক্রমশঃ অপরাধিশ্রেণীভুক্ত হয়। যদি তাহাদের পূর্ব্বসুকৃতি প্রবল হইয়া কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ রাখে এবং সৎসঙ্গ আনিয়া উপস্থিত করে, তবেই তাহাদিগের শুদ্ধবৈষ্ণবতা লাভ হয়।

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল কি?

বাবাজী। পঞ্চবিধ পাপ কোটীগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না ; নামাপরাধের ফল সহজেই বুঝিতে পারিবে।

বিজয়। প্রভো, নামাপরাধের ফল যেন তদ্রূপ, নামাপরাধসময়ে যে নামাক্ষর উচ্চারিত হয়, তাহার কি কোন সুফল নাই ?

বাবাজী। নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নামোচ্চারণ করেন, নাম সেই ফল তাহাকে দিয়া থাকেন ; কিন্তু কখনই তাহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়। নামাপরাধী শঠতাসহকারে যে নাম করে, তাহার ফল এইরূপ। অনেক সময়ে নামাপরাধী শঠতার অনবসরে নাম উচ্চারণ করেন; সেই নাম তাঁহার সুকৃতিমধ্যে সংগৃহীত হয়, ক্রমে ক্রমে সেই সুকৃতি পুষ্ট হইলে শুদ্ধনাম-পরায়ণ সাধুর সঙ্গ হয় ; তখন নামাপরাধী অবিশ্রান্ত নাম গ্রহণপূর্ব্বক নামাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন ; এই প্রণালীক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষু-গণও ক্রমশঃ হরিভক্ত হইয়াছেন।

বিজয়। এক নামে যখন সমস্ত পাপ হরণ করিতে পারে, তখন অবিশ্রান্ত নামের প্রযোজন কেন হইল ?

বাবাজী। নামাপরাধিগণের চিত্ত ও ব্যবহার সর্ব্বদা দূষিত ; স্বভাবতঃ তাহারা বহির্ম্মুখ, সুতরাং সাধুব্যক্তি বা সাধুবস্তু বা সৎকালে তাহাদের সর্ব্বদা অরুচি। অসৎপাত্রে, অসৎসিদ্ধান্তে ও অসৎকার্য্যে তাহাদের নৈসর্গিক রুচি। অবিশ্রান্ত নাম করিলে আর সেরূপ অসৎসঙ্গ ও অসৎ-কার্য্যে অবসর হয় না, সুতরাং অসৎসঙ্গাভাবে নাম ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সদ্‌বিষযে বল বিধান করেন।

বিজয়। প্রভো, আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রীনামতত্ত্বের অমৃতপ্রবাহ আমাদের কর্ণকুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে নামপ্রেমরসে উন্মত্ত করিতেছে। অদ্য আমরা নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলাম ; উপসংহারে যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা শুনিতে লালসা জন্মিতেছে।

বাবাজী। পণ্ডিত জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্তে' একটী উপদেশ আছে, তাহা শ্রবণ কর—

অসাধুসঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয় ॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ।
এ সব জানিবে, ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান-অভিমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম ॥

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহ-রঙ্গ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে, রক্ষে,—জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড়, জীবের জানিয়া।
সাধুভক্তরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বই সাধুগুরু কেবা আছে আন॥
বৈরাগী ভাই, গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, যবে মিলিবে আনে॥
স্বপনেও না কর, ভাই, স্ত্রীদরশন।
গৃহের স্ত্রী ছাড়িয়া, ভাই, আসিয়াছ বন॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।
হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে॥
হরিদাসের ন্যায় কৃষ্ণনাম বলিবে বদনে।
অষ্টকাল রাধাকৃষ্ণে সেবিবে কুঞ্জবনে॥
গৃহস্থ, বৈরাগী—দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ ভাই, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥
বহু অঙ্গ-সাধনে, ভাই, নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥

বদ্ধজীবে কৃপা করি, কৃষ্ণ হৈল নাম।
কলিজীবে দয়া করি' কৃষ্ণ হৈল গৌরধাম॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত' পাইবে, ভাই, শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণরাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥
অচিরে পাইবে ভাই নাম-প্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে' আগমন।

বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয়ের বদনে শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শ্রবণ করিয়া বিজয় ও ব্রজনাথ মহাপ্রেমে আকুল হইয়া পড়িলেন। বাবাজী মহোদয় অনেকক্ষণ অচেতনপ্রায় থাকিয়া বিজয় ও ব্রজনাথের গলদেশ দুই হাতে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই গান করিতে লাগিলেন,—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।

বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে, রবিতপ্ত মরুভূমি সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া, বরিষয় সুধা অনুপম॥ ১॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থরথর, স্থির হৈতে না পারে চরণ॥২
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম, বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন, ভাবে সর্ব্ব দেহ জরজর॥ ৩॥
করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব, মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল, মোর চিত্তবিত্ত সব হরে॥৪
লইনু আশ্রয় যাঁর, হেন ব্যবহার তাঁর, বর্ণিতে না পারি এসকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়, সেই মোর সুখের সম্বল॥ ৫॥

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজরূপগুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥ ৬ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা, দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া, এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥৭॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি, নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ, রসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত, তবে মোর সুখের উদয় ॥ ৮ ॥

এই নাম গান করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্র হইল। নাম সমাপ্ত হইলে বিজয় ও ব্রজনাথ গুরুদেবের আজ্ঞা লাভ করতঃ নামরসে মগ্ন হইয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

রসবিচার আরম্ভ

ব্রজনাথের বিবাহ—ব্রজনাথের গৃহে বিজয়কুমারের আগমন ও পুরীযাত্রা সঙ্কল্প—রূপানুগ বাবাজী মহারাজের নিকট আদেশ প্রার্থনা—বাবাজী মহারাজের সম্মতি ও গোপাল গুরুগোস্বামীর পরিচয় প্রদান—বিজয়কুমারের পুরুষোত্তম যাত্রা—ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন—বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়া-ক্রিয়া সমাপন—কটকে গোপাল ও একাম্র-কাননে শ্রীলিঙ্গরাজ দর্শন—শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীচরণ ও অঙ্গুলি-চিহ্ন দর্শন—গম্ভীরায় শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর ও তচ্ছিষ্য ধ্যানচন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ—বিজয়কুমারের সহিত গোস্বামীদ্বয়ের কথোপকথন—গোপালগুরুগোস্বামীর নিকট রসতত্ত্ব জিজ্ঞাসা—ভক্তিরস—স্থায়ীভাব—বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী নামক সামগ্রী চতুষ্টয়—আলম্বন-উদ্দীপন—বিষয়-আশ্রয়—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত—কৃষ্ণে বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য—তদ্বিষয়ক শাস্ত্র-প্রমাণ—অবতারি-স্বরূপে আটটী পৌরব-সম্বন্ধোকগুণ—বিত্তাবাক্ক-

র্গত আশ্রয়তত্ত্ব বিচার—সাধক ও সিদ্ধভেদে দ্বিবিধ আশ্রয়—সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ-ভেদে দ্বিবিধ সিদ্ধ—বিভাবান্তর্গত-উদ্দীপন বিচার—কৃষ্ণের কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ গুণের পরিচয়—আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে ত্রিবিধ কৈশোর—উদ্দীপন যোগে স্থায়িভাবের রসতা প্রাপ্তি।

প্রায় একমাস বিজয়কুমার অনুপস্থিত। ব্রজনাথের পিতামহী ব্রজনাথ ও বিজয়কুমারের অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইয়া ঘটকের দ্বারা একটী সুপাত্রী স্থির করিলেন। বিজয়কুমার সংবাদ পাইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে ভাগিনেয়ের শুভ-বিবাহ কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য বিল্বপুষ্করিণী-গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। শুভ-কার্য্য শুভদিনে নিষ্পন্ন হইল। বিবাহের সকল কথা মিটিয়া গেলে বিজয়-কুমার একদিবস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চিত্ত পরমার্থ-বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ায় তিনি আর বিষয়-কথা আলোচনা না করিয়া একটু অন্যমনা হইয়া বসিয়া আছেন। ব্রজনাথ বলিলেন,—মামা, আপনার চিত্ত আজকাল কেন স্থির নয়? আমাকে গোপনে বলুন। আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি সংসারশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব কি, তাহা আজ্ঞা করুন। বিজয় বলিলেন,—বাবা, আমি একবার শ্রীপুরুষোত্তম দর্শন করিবার মানস করিয়াছি। কয়েক দিন পরে যাত্রীদিগের সহিত ক্ষেত্র যাত্রা করিব। চল, একবার শ্রীগুরু-দেবের আজ্ঞা লইয়া আসি। আহারান্তে অপরাহ্নে ব্রজনাথ ও বিজয় উভয়ে শ্রীমায়াপুর গিয়া শ্রীল শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়কে সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া ক্ষেত্রযাত্রার প্রার্থনা করিলেন। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দের সহিত বলিলেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহা-প্রভুর গদিতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বিরাজমান। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। শ্রীস্বরূপগোস্বামীর শিক্ষা সম্প্রতি তাঁহারই কণ্ঠে আছে।

প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে ব্রজনাথ বিশেষ আগ্রহের সহিত নিজের শ্রীপুরুষোত্তম-গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে বিজয়কুমার আনন্দিত হইলেন। উভয়ে বাটীতে আসিয়া সে বিষয়ে প্রকাশ করায় ব্রজনাথের পিতামহীও সঙ্গে যাইবার কথা স্থির করিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস পড়িতে না পড়িতেই যাত্রিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমের পথ অবলম্বন করিলেন। কয়েকদিন চলিতে চলিতে তাঁহারা দাঁতন অতিক্রম করিয়া জলেশ্বরে পৌঁছিলেন। ক্রমশঃ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীবিরজাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় নাভিগয়া ক্রিয়া সমাপ্তিপূর্ব্বক বৈতরণী-স্নানান্তে কটকনগরে গিয়া শ্রীগোপাল দর্শন করিলেন। পরে একাম্রকাননে শ্রীলিঙ্গরাজ দর্শন করতঃ ক্রমশঃ শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যাত্রিগণ আপন আপন পাণ্ডাদিগের প্রদত্ত নিলয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইলেন। বিজয়কুমার, ব্রজনাথ ও তৎপিতামহী হরচণ্ডীসাহিতে বাসা করিলেন। রীতিমত তীর্থ-পরিক্রমণ, সমুদ্রস্নান, পঞ্চতীর্থ-দর্শন, ভোগপ্রসাদাদি সেবন করিতে লাগিলেন। তিন চারি দিবস অবস্থানের পর বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি, শ্রীচরণ-চিহ্ন ও অঙ্গুলী-চিহ্ন দর্শন করতঃ মহাপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই দিনেই কাশীমিশ্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন। কাশীমিশ্রের বাটীতে পাকা প্রস্তরময়-গৃহে শ্রীগম্ভীরা ও তত্রস্থিত খড়মাদি দর্শন করিলেন। একদিকে শ্রীরাধাকান্তের মন্দির ও অন্যদিকে শ্রীগোপালগুরু-গোস্বামীর আসন-ঘর। বিজয় ও ব্রজনাথ প্রেমানন্দে গদ্গদ হইয়া শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর পদতলে নিপতিত হইলেন। গুরুগোস্বামী কৃপা করিয়া তাঁহা-দের ভাব দর্শন করতঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন দিয়া বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের পরিচয় কি? বিজয় ও ব্রজনাথ স্ব-স্ব-পরিচয় দিলে গুরুগোস্বামীর চক্ষে দরদর ধারা বহিতে লাগিল। শ্রীনবদ্বীপের

নাম শ্রবণ করতঃ বলিলেন,—আজ আমি শ্রীধামবাসী দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। বল, শ্রীমায়াপুরে আজকাল রঘুনাথদাস ও গোরাচাঁদদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কেমন আছেন? আহা! রঘুনাথদাসকে মনে পড়িলে আমার শিক্ষাগুরু শ্রীদাসগোস্বামীকে মনে পড়ে। তখনই গুরুগোস্বামী স্বীয় শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, এই দুই মহাত্মা আজ এখানে প্রসাদ পাইবেন। ব্রজনাথ ও বিজয় শ্রীধ্যানচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে গিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রসাদ-সেবার পর তাঁহাদের তিন জনের অনেক কথোপকথন হইল। বিজয়কুমারের শ্রীভাগবতে পাণ্ডিত্য এবং ব্রজনাথের সর্ব্বশাস্ত্রের জ্ঞান জানিতে পারিয়া ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী পরমানন্দ লাভ করতঃ গুরুগোস্বামীর নিকট সমস্ত কথা জানাইলেন। গুরুগোস্বামী কৃপা করিয়া বলিলেন—তোমরা দুইজন আমার হৃদয়ের ধন, যে কয়দিন শ্রীপুরুষোত্তমে থাক, আমাকে দর্শন দিবে। বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ সেই সময় কহিলেন,—প্রভো, শ্রীমায়াপুরের রঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় আমাদিগকে অনেক কৃপা করিয়াছেন এবং আপনার শ্রীচরণে উপদেশ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। গুরুগোস্বামী বলিলেন,—রঘুনাথদাস বাবাজী পরমপণ্ডিত, তিনি যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। যদি আর কিছু জানিতে ইচ্ছা কর, কল্য মধ্যাহ্ন-ধূপের পর এখানে আসিয়া প্রসাদ সেবা করতঃ জিজ্ঞাসা করিবে। গুরুগোস্বামী এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা দুইজন হরচণ্ডীসাহি গমন করিলেন।

পরদিবস নির্ণীত সময়ে উভয়ে শ্রীরাধাকান্ত মঠে প্রসাদ সেবা করতঃ গুরুগোস্বামীর চরণে নিবেদন করিলেন,—প্রভো, আমরা রসতত্ত্ব জানিতে বাসনা করি। কৃষ্ণভক্তিরস আপনার শ্রীমুখে শ্রবণ করিলে আমরা চরিতার্থ হইব। আপনি শ্রীনিমানন্দ-সম্প্রদায়ে প্রধান-গুরু এবং শ্রীমহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর গদিতে জগদ্‌গুরুরূপে বিরাজমান। আপনার শ্রীমুখে

রসতত্ত্ব শুনিয়া আমাদের যে কিছু পাণ্ডিত্য আছে, তাহা সফল হউক। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী নির্জ্জনে উপযুক্ত শিষ্য লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

যিনি শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া গৌড়ীয় ও ওড্রীগণকে কৃপা করিয়া আত্মসাথ করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন নিমাঞী পণ্ডিত আমাদিগের আনন্দ বিধান করুন। যিনি মধুররসের সেবা সম্পাদন-পূর্ব্বক সেই শ্রীমহাপ্রভুকে নিরন্তর আনন্দিত করিতেন, সেই শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। যাঁহার নৃত্যে নিমাঞী পণ্ডিত একান্ত বশীভূত এবং যিনি কৃপা করিয়া দেবানন্দ-পণ্ডিতকে পরিশোধিত করিয়াছেন, সেই বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তোমাদের মঙ্গল সাধন করুন।

রস একটী অতুল্যতত্ত্ব—সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের লীলাবিকাশরূপ চন্দ্রোদয়। কৃষ্ণভক্তি বিশুদ্ধ হইয়া যখন ক্রিয়াকার লাভ করে, তখন তাহাকে 'ভক্তিরস' বলা যায়।

ব্রজনাথ। রস কি কোন পূর্ব্বসিদ্ধ তত্ত্ব?

গুরুগোস্বামী। আমি এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে পারি না। একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি, তুমি বুঝিয়া লও। তোমার গুরুদেবের নিকট যে কৃষ্ণরতির কথা শুনিয়াছ, তাহাকেই স্থায়ীভাব বলে, তৎপরি-পোষণে কৃষ্ণভক্তিরস হয়।

ব্রজনাথ। স্থায়ীভাব ও সামগ্রী ইহারা কি, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা করুন। আমরা 'ভাব' যে কি বস্তু, তাহা গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি। ভাবসকল মিলিত হইয়া কিরূপে রসকে উৎপন্ন করে, তাহা শুনি নাই।

গোস্বামী। হাঁ, সাধারণতঃ ভাবরূপা ভক্তিই কৃষ্ণরতি; তাহা

ভক্তদিগের পূর্ব্বতন ও আধুনিক সংস্কারক্রমে হৃদয়ে উদিত হইয়া স্বয়ং আনন্দরূপা সত্ত্বেও রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার—অর্থাৎ (১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারি বা সঞ্চারী, এই কয়েকটী সামগ্রীর ব্যাখ্যা প্রথমে করিতেছি। রত্যাস্বাদন-হেতুরূপ বিভাব দুই প্রকাব, অর্থাৎ 'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন দুইপ্রকার, 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। রতির বিষয় যিনি, তিনি বিষয়রূপ আলম্বন ; রতির আধার যিনি, তিনি আশ্রয়রূপ আলম্বন। যাঁহাতে রতি আছে, তিনি রতির আশ্রয় ; যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনিব রতির বিষয়। কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে রতি আছেন বলিয়া তিনি রতির আশ্রয় ; কৃষ্ণের প্রতি রতি ক্রিয়াবতী বলিয়া কৃষ্ণ রতির বিষয়।

ব্রজনাথ। আমরা বুঝিতেছি যে, বিভাব—আলম্বন ও উদ্দীপন, এই দুইভাগে বিভক্ত। আলম্বন আবার, বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে দুইপ্রকার—কৃষ্ণই বিষয় ও ভক্তই আশ্রয়। এখন জানিতে ইচ্ছা কবি, কৃষ্ণ কি কোন স্থলে রতিব আশ্রয় হ'ন ?

গোস্বামী। হাঁ, ভক্ত কৃষ্ণের প্রতি যে রতি করেন, তাহাতে কৃষ্ণ বিষয় ও ভক্ত আলম্বন। আবার কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি যে রতি করেন, তাহাতে কৃষ্ণ আশ্রয় ও ভক্ত বিষয়।

ব্রজনাথ। আমরা শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-ব্যাখ্যা শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত কৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলুন।

গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণে অখিলগুণ পূর্ণতমরূপে বিরাজমান হইলেও তাঁহার দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর ও গোকুলে পূর্ণতম, এই তারতম্য গুণ-প্রকাশের তারতম্য প্রযুক্ত সাধিত। সেই শ্রীকৃষ্ণ লীলাভেদে 'ধীরোদাত্ত' 'ধীরললিত' 'ধীরশান্ত' এবং 'ধীরোদ্ধত'—এই চতুর্ব্বিধ নায়করূপ।

ব্রজনাথ। ধীরোদাত্ত কিরূপ ?

গোস্বামী। গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, আত্মশ্লাঘাশূন্য ও অপ্রকাশিত-গর্ব্ব, এই সকল লক্ষণ ধীরোদাত্ত-নায়ক কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিবে।

ব্রজনাথ। ধীরললিত কিরূপ ?

গোস্বামী। রসিকতা, নব যৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা এই সকল গুণের দ্বারা প্রেয়সীদিগের বশীভূত হন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত-নায়ক।

ব্রজনাথ। ধীরশান্ত কিরূপ ?

গোস্বামী। শান্ত-প্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি গুণযুক্ত বলিয়া কৃষ্ণ ধীরশান্ত-নায়ক হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। ধীরোদ্ধত কিরূপ ?

গোস্বামী। কোন কোন লীলাভেদে মাৎসর্য্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী. ক্রোধপরবশ, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘী হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদ্ধত-নায়ক হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। অনেকগুলি বিরোধী গুণের উক্তি হইয়াছে, তাহা কিরূপে সম্ভবে ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ স্বভাবতঃ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যবান্। অতএব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাঁহাতে সমস্ত বিরোধি-গুণগণের সমঞ্জস অবস্থিতি সম্ভব হয়। যথা,

কৌর্ম্মে—অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ।

অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।

ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে॥

তথাপি দোষা পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন॥

গুণাবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমস্ততঃ॥ (১)

---

(১) ভগবানে বিরোধিগুণসমূহ একই সময়ে অতি সুন্দরভাবে বিরাজিত। তিনি

মহাবরাহে---সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ।
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥ (১)

বৈষ্ণবতন্ত্রে—অষ্টাদশমহাদোষৈঃ রহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্য-বিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥ (২)

অষ্টাদশ-মহাদোষ, যথা বিষ্ণুযামলে—
মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ।
লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ॥
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতা॥ (৩)

অস্থূল ও অণু হইয়াও সর্ব্বতঃ স্থূল ও অণু, তিনি সর্ব্বতঃ প্রাকৃতবর্ণরহিত হইয়াও অপ্রাকৃত শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচনবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। ঐশ্বর্য্যযোগহেতু ভগবান্ বিরুদ্ধার্থ বলিয়া অভিহিত হন। তথাপি পরমেশ্বরে কোনও প্রকারেই দোষ যোজনা করা যাইতে পারে না। ঐ সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ভগবানে সর্ব্বতোভাবে গুণ বলিয়াই যুক্ত হইবে।

(১) সেই পরমাত্মার দেহসকল সমস্তই নিত্য (অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের মত পরিবর্ত্তনশীল নহে), শাশ্বত (কখনও নষ্ট হয় না), 'হান' অর্থাৎ ত্যাগ, 'উপাদান' অর্থাৎ গ্রহণ এই উভয়ক্রিয়া-রহিত অর্থাৎ প্রাকৃত-দেহের মত (জীর্ণবস্ত্রের উদাহরণে) ভগবান্ দেহ পরিত্যাগ বা দেহান্তর গ্রহণ করেন না। ভগবানের দেহসকল কখনও প্রকৃতিসম্ভূত নহে—ঐ দেহ-সকল সর্ব্বপ্রকারে পরমানন্দস্বরূপ ও চিন্ময়; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সর্ব্ববিধ গুণদ্বারা পরিপূর্ণ ও সমস্ত দোষবর্জ্জিত।

(২) ভগবানের তনু অষ্টাদশ মহাদোষ-রহিত, তাহা সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সত্যবিজ্ঞান ও আনন্দরূপিণী।

(৩) মোহ, আলস্য, ভ্রম, রুক্ষরসত্ব, কামোগ্রতা, চাঞ্চল্য, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ,

অবতারমূর্ত্তিতে এই সমস্তই সিদ্ধ, আবার অবতারিরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই সমস্তই পরমসিদ্ধ। এতদ্ব্যতিরিক্ত শ্রীকৃষ্ণে শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য্য, তেজ, ললিত ও ঔদার্য্য—এই আটটী পৌরুষ সত্ত্বভেদক গুণ আছে। নীচের প্রতি দয়া, সমস্পর্দ্ধীর প্রতি স্পর্দ্ধা, শৌর্য্য, উৎসাহ, দক্ষতা এবং সত্যপ্রকাশ-স্থলে শোভা লক্ষিত হয়। গম্ভীরগতি, ধীরবীক্ষণ ও সহাস্যবাক্যদ্বারা বিলাস লক্ষিত হয়। যে স্থলে চেষ্টাদির স্পৃহণীয়তা সেস্থলে মাধুর্য্য। সমস্ত জগতের বিশ্বাসস্থলেই মাঙ্গল্য। কার্য্য হইতে বিচলিত না হওয়ার নাম স্থৈর্য্য। সর্ব্বচিত্তের অবগাহিত্বের নাম তেজ। যাঁহাতে প্রচুর শৃঙ্গার-চেষ্টা, তিনি ললিত। আত্মসমর্পণ-কার্য্যের নামই ঔদার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ নায়কশিরোমণি, অতএব তাঁহার সাধারণ লীলায় গর্গাদি ঋষিগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে, যুযুধানাদি ক্ষত্রিয় যুদ্ধে এবং উদ্ধবাদি মন্ত্রণায় সহায়রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণের রসনায়কত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিলাম। এখন রসোপযোগী বিভাবান্তর্গত কৃষ্ণভক্তদিগের কথা বলুন।

গোস্বামী। যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ কৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহারাই রসতত্ত্বে কৃষ্ণভক্ত। 'সত্যবাক্' হইতে 'হ্রীমান্' পর্য্যন্ত কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে ২৯টী গুণ কীর্ত্তিত আছে, সে সমস্ত কৃষ্ণভক্তে বর্ত্তমান।

ব্রজনাথ। রসোপযোগী কৃষ্ণভক্ত কতপ্রকার?

গোস্বামী। আদৌ সাধক ও সিদ্ধভেদে দুই প্রকার।

ব্রজনাথ। সাধক কাহারা?

গোস্বামী। যাঁহাদের কৃষ্ণবিষয়ে মতি উৎপন্ন হইয়াছে, অথচ সম্যক্-রূপে বিঘ্ননিবৃত্তি হয় নাই, এরূপ লক্ষণযুক্ত ভক্ত কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা

শ্রান্তি ও আরাম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, জগদ্ভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশবিধ বৃত্তি 'দোষ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

লাভ করতঃ সাধকরূপে পরিকীর্ত্তিত। 'ঈশ্বরে তদধীনেষু' (১) (ভাঃ ১১।২।৪৬) শ্লোকদ্বারা উদ্দিষ্ট মধ্যমভক্তগণ সাধক মধ্যে পরিগণিত।

ব্রজনাথ। প্রভো, 'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে' (২) (ভাঃ ১১।২।৪৭) শ্লোকে এই উদ্দিষ্ট ভক্তগণ কি রসযোগ্য হইতে পারেন না ?

গোস্বামী। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভক্ত না হন, সে পর্য্যন্ত সাধক হইতে পারেন না। বিল্বমঙ্গলাদির তুল্য ব্যক্তিরাই বস্তুতঃ সাধক।

ব্রজনাথ। সিদ্ধভক্ত কাঁহারা ?

গোস্বামী। যাহাদের অখিল ক্লেশ আর অনুভূত হয় না এবং যাঁহাদের সমস্ত ক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত, তাঁহারা সর্ব্বদা প্রেমসৌখ্যাস্বাদনপরায়ণ অতএব সিদ্ধ। সিদ্ধ দুই প্রকার, অর্থাৎ সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ।

ব্রজনাথ। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ কাঁহাবা ?

গোস্বামী। সম্প্রাপ্তসিদ্ধ পুরুষ দুই প্রকার—অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ।

ব্রজনাথ। নিত্যসিদ্ধ কাঁহারা ?

গোস্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয়াছেন—

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমানং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥ (৩)

পাদ্মোত্তর খণ্ডে—যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়স্তে নিজলোকাযদৃচ্ছয়া॥

---

(১) ১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) মুকুন্দের ন্যায় যাঁহাদের গুণ নিত্য ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহারই নিত্যসিদ্ধ। তাঁহাদের মুখ্য লক্ষণ এই যে, তাঁহারা আপন অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেমযুক্ত।

পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎ পদং শাশ্বতং পরং
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥ (১)

ব্রজনাথ। প্রভো, বিভাবান্তর্গত আলম্বন বুঝিতে পারিলাম। এখন কৃপা করিয়া উদ্দীপন কাহাকে বলেন, বলুন।

গোস্বামী। যাহারা ভাবকে উদ্দীপন করায়, তাহারাই উদ্দীপন। কৃষ্ণের গুণ-চেষ্টাসকল প্রসাধন, হাস্য, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত ও হরিবাসরাদি কাল—এই সকলই উদ্দীপন। কৃষ্ণের গুণসকল কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে ত্রিবিধ। কায়িকগুণের মধ্যে বয়স একটী প্রধান গুণ। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর—তিন প্রকার বয়স। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ১ লঃ-১৫৮)—

কৌমারং পঞ্চমাবদ্ধান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনঃ স্যাত্ততঃ পরম্॥

আদ্য, মধ্য ও শেষভেদে কৈশোর ত্রিবিধ। কায়িকগুণের মধ্যে সৌন্দর্য্য প্রধানরূপে বিচার্য্য। অঙ্গসকলের যথোচিত সন্নিবেশকে ‘সৌন্দর্য্য’ বলে। বসন, আকল্প বা সজ্জা ও মণ্ডনাদিকে ‘প্রসাধন’ বলে। শ্রীকৃষ্ণ-করে যে বংশী আছেন, তাহা বেণু, মুরলী ও বংশিকা-ভেদে ত্রিবিধ। দ্বাদশ অঙ্গুল দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থূল ও ছয়টী ছিদ্রযুক্ত পারিকাকে বেণু বলে;

(১) যেমন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত এবং যেমন সঙ্কর্ষণ বলরাম প্রভৃতি ভগবান্ রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভগবানের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন এবং পুনরায় ভগবানেরই সহিত নিত্য পরমাধামে গমন করেন, তদ্রূপ যাদবগণও ভগবানের প্রকট-লীলায় আবির্ভূত হইয়া অপ্রকট-লীলায় তাঁহারই সহিত গমন করেন। অতএব বৈষ্ণবের প্রাকৃত মানবের মত কর্ম্মবন্ধন বা জন্ম নাই।

(২) পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, একাদশ হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তৎপরে যৌবন।

দ্বিহস্ত-পরিমাণ, মুখমধ্যে রন্ধ্র এবং চারিটী স্বরের ছিদ্রযুক্তা চারুনাদিনী মুরলী, অর্দ্ধ-অঙ্গুলি অন্তরে অষ্টছিদ্র, সার্দ্ধাঙ্গুলব্যবধানে মুখরন্ধ্র, শিরোভাগ চারি অঙ্গুলি, পুচ্ছ তিন অঙ্গুলি, সমুদয়ে নয়টী রন্ধ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুলিযুক্ত বংশী; দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খের নাম কৃষ্ণহস্তস্থিত 'পাঞ্চজন্য'। এই সমস্ত উদ্দীপনদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া ভক্তের রতি তদীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রিয়াবতী হইয়া আস্বাদনরূপা হইয়া পড়ে। রতিই স্থায়ীভাব, তাহাই রস হয়। আগামী কল্য তোমরা এই সময়ে আসিলে আমি অনুভাবাদি ব্যাখ্যা করিব।

গোস্বামিপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় লাভ করিয়া রসবিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিজয় ও ব্রজনাথ সিদ্ধবকুল দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরে নানাপ্রকার আনন্দভোগ করতঃ স্বীয় বাসাবাটী গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

রসবিচার

অনুভাব বিচার—ত্রয়োদশ প্রকার অনুভাব—আত্মস্থ ভাবের বিকৃত প্রতিফলনই উদ্ভাস্বর—গীত ও ক্ষেপণভেদে দ্বিবিধ অনুভাব—সাত্ত্বিকভাব বিচার—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ সাত্ত্বিক ভাব—সাত্ত্বিক ভাবোদয় হেতু—অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব (১) স্তম্ভ—(২) অশ্রু—(৩) বৈবর্ণ—(৪) স্বেদ—(৫) প্রলয়—(৬) রোমাঞ্চ(৭) কম্প—(৮) স্বরভেদ—অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাবের পার্থক্য—স্তম্ভাদির হেতু—রত্যাভাস—সত্ত্বাভাস—নিঃসত্ত্বাভাবাভাস—প্রতীপ—ব্যভিচারিভাব বিচার—তেত্রিশটী ব্যভিচারিভাব—ব্যভিচারিভাব কতকগুলি স্বতন্ত্র ও কতকগুলি পরতন্ত্র—দ্বিবিধ পরতন্ত্র ব্যভিচারিভাব—ত্রিবিধ স্বতন্ত্র ব্যভিচারিভাব—ভাবোৎপত্তি—ভাবসন্ধি—ভাবশাবল্য—ভাবশান্তি—ভক্তভেদে ভাবোদয়ের তারতম্য।

পরদিবস মধ্যাহ্ন ধূপের পর প্রসাদ সেবন করতঃ রসতত্ত্বপিপাসুদ্বয়

শ্রীরাধাকান্ত-মঠে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী মহাপ্রসাদ পাইয়া জিজ্ঞাসুদিগের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার নিকটে বসিয়া উপাসনা-পদ্ধতি লিখিতেছিলেন, গুরুগোস্বামীর দর্শন অতি অপূর্ব্ব। সন্ন্যাসবেশ, কপালে তিলক-ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাক্ষর, গলদেশে মোটা-মোটা চারিকণ্ঠী তুলসীমালা, করে সর্ব্বদা জপমালা, চক্ষুর্দ্বয় ধ্যানাবেশে অর্দ্ধ মুদ্রিত, সময় সময় অশ্রুধারায় শোভিত, সময় সময় হা গৌরাঙ্গ ! হা নিত্যানন্দ !—এই ক্রোশন, একটু স্থূল শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কদলী-বল্কলাসনে উপবিষ্ট, কিছু দূরে কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়, নিকটে জলপূর্ণ করঙ্গ। বিজয় ও ব্রজনাথের বহুশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা, সবৈষ্ণবতা এবং শ্রীনবদ্বীপনিবাস—এই কয়টী কারণবশতঃ মঠের সকলেই তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলে গুরু-গোস্বামী তাঁহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করতঃ বসাইলেন। ক্রমে ক্রমে ব্রজনাথ বিনয়পূর্ব্বক রসকথা উঠাইলেন। গোস্বামী যত্নসহকারে বলিলেন,—অদ্য তোমাদিগকে অনুভাবাদি বুঝাইয়া রসতত্ত্বে প্রবেশ করাইব। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিপ্রকার সামগ্রীমধ্যে গতকল্য বিভাবতত্ত্ব বুঝাইয়াছি। অদ্য প্রথমেই অনুভাব ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাতে এবং যৎকর্ত্তৃক রতি বিভাবিত হয়, তাহারই নাম বিভাব বলিয়াছি। এখন যদ্দ্বারা সেই রতির অবোবোধক চিত্তস্থ ভাবসকলের অনুভূতি হয়, সেই সকল উদ্ভাস্বরনামা লক্ষণগুলিকে অনুভাব বলিয়া জানিও। তাহারা বাহ্যবিকারের ন্যায় প্রকাশিত হইলেও চিত্তস্থভাবের অববোধক। নৃত্য, বিলুণ্ঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি), গান, ক্রোশন (উচ্চরব), গাত্রমোটন (গা-মোড়া), হুঙ্কার, জৃম্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা এবং হিক্কাদি—এই সকল বাহ্যবিকারদ্বারা চিত্তের ভাবসকল প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এই বাহ্যবিকারগুলি কি প্রকারে স্থায়ীভাবের রসাস্বাদনের পুষ্টি করিতে পারে? রসাস্বাদন ভিতরে হইলে এই সকল অনুভাব বহিঃশরীরে প্রকাশ পায়,—তাহারা স্বয়ং পৃথক্ সামগ্রী কিরূপে হইল?

গোস্বামী। বাবা, তুমি যথার্থ ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছ—তোমার ন্যায় সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিতে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখি নাই। এ বিষয়ে আমি যখন শ্রীল পণ্ডিতগোস্বামীর নিকট রসতত্ত্ব অধ্যয়ন করি, তখন আমার মনেও এইরূপ একটী বিতর্ক হইয়াছিল, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেই সন্দেহ দূর হয়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, জীবের শুদ্ধসত্ত্বে যে চিত্তের ক্রিয়া আছে, তাহা যখন বিভাবিত হইয়া ক্রিয়ার সহায়তা করে, তখন তাহাতে স্বাভাবিক কোন বৈচিত্র্য উদিত হয়, সেই বৈচিত্র্য চিত্তকে বিবিধরূপে উৎফুল্ল করে। চিত্ত উৎফুল্ল হইলে শরীরে তাহার বিকৃতি-ফলের যাহা উদয় হয়, তাহাই উদ্ভাস্বর। সেই বিকৃতি-ফল (নৃত্যাদি) বহুবিধ—চিত্ত নৃত্য করিলে দেহ নৃত্য করে, চিত্ত গান করিলে জিহ্বা গান করে, এইরূপ জানিবে। উদ্ভাস্বর-ক্রিয়াই যে মূলক্রিয়া তাহা নয়, চিত্তের বিভাবের পোষক যে অনুভাব উদিত হয়, তাহাই উদ্ভাস্বররূপে দেহে ব্যাপ্ত হয়। চিত্তে স্থায়ীভাব বিভাবের দ্বারা ভাবিত হইবামাত্র চিত্তের দ্বিতীয় ক্রিয়া অনুভাবরূপে কার্য্য করিতে থাকে, সুতরাং অনুভাব একটী পৃথক্ সামগ্রী বটে ; যখন তাহা গীত-জৃম্ভাদিদ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহা শীত এবং যখন তাহা নৃত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তখন তাহাদিগকে 'ক্ষেপণ' বলে। শরীরের উৎফুল্লতা, রক্তোদ্গম, অস্থিসন্ধিবিয়োগ, সন্ধিকর্ষণ ইত্যাদি আরও কয়েক প্রকার অনুভাব-লক্ষণ আছে, তাহা অতি বিরল বলিয়া বলিলাম না। প্রাণেশ্বর নিমানন্দের কূর্ম্মাকার প্রভৃতি যে সকল অত্যাশ্চর্য্য অনুভাব দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধক-ভক্তে দ্রষ্টব্য নয়।

গুরুগোস্বামীর এই সকল গূঢ় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসুদ্বয়

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তূষ্ণীভূত থাকিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো, সাত্ত্বিকবিকার কাহাকে বলে ?

গোস্বামী। চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী কোন ভাবের দ্বারা সাক্ষাৎ বা কিছু ব্যবধানক্রমে যখন আক্রান্ত হন, তখন সেই চিত্তকেই 'সত্ত্ব' বলা যায়। সেই সত্ত্ব হইতে যে সকল ভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিকভাব বলি ; তাহা স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ-ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব কিরূপ ?

গোস্বামী। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। যেস্থলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধে মুখ্যরতি চিত্তকে আক্রমণ করে, সেই স্থলে মুখ্যস্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব,—স্তম্ভ-স্বেদাদি মুখ্যসাত্ত্বিকভাবের মধ্যে পরিগণিত। যেস্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধিনী রতি কিঞ্চিদ্ব্যবধানক্রমে গৌণরূপে চিত্তকে আক্রমণ করে, সেস্থলে গৌণ-স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব,—বৈবর্ণ ও স্বরভেদ, এই দুইটী গৌণ-সাত্ত্বিক ভাব। মুখ্য ও গৌণরতির ক্রিয়া ব্যতীত কোনভাব চিত্তকে আক্রমণ করিলে রতির অনুগামী দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব উদিত হয়—কম্পই দিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব। কোন রতিশূন্য ভক্তসদৃশ ব্যক্তিতে কৃষ্ণের মধুর আশ্চর্য্য বার্ত্তা শ্রবণের পর বিস্ময় হইতে কখন কখন যে আনন্দ উৎপন্ন হয় তাহাই রুক্ষ,—রোমাঞ্চই রুক্ষ সাত্ত্বিকভাব।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক ভাব কিরূপে উদিত হয় ?

গোস্বামী। যখন সাধকের চিত্ত সত্ত্বভাবের সহিত একতা লাভ করিয়া আপনাকে প্রাণের নিকট সমর্পণ করে, তখন প্রাণ বিকারযুক্ত হইয়া শরীরের যথেষ্ট ক্ষোভ উৎপাদন করে, তখনই স্তম্ভাদি বিকার উদিত হয়।

ব্রজনাথ। সাত্ত্বিক বিকার কত প্রকার ?

গোস্বামী। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয়—এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিকবিকার। প্রাণ কোন অবস্থায়

আর চারিটী ভূতের সহিত পঞ্চম ভূত হইয়া অবস্থিতি করেন, কখন বা স্বপ্রধান হইয়া জীবদেহে বিচরণ করিতে থাকেন। প্রাণ যখন ভূমিস্থিত, তখন 'স্তম্ভ'; যখন জলাশ্রিত, তখন 'অশ্রু', যখন তেজস্থ, তখন 'বৈবর্ণ' এবং স্বেদ বা ঘর্ম্ম; যখন আকাশাশ্রিত, তখন 'প্রলয়' বা মূর্চ্ছা, এবং যখন স্বপ্রধান বাতাশ্রিত, তখন মন্দ-মধ্য-তীব্র-ভেদে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ—এই সকল বিকার প্রকাশ করেন। এই অষ্টপ্রকার বিকার বহিঃ ও অন্ত, উভয় বিক্ষোপপ্রযুক্ত ইহাদিগকে অনুভাবও বলা যায়, ভাবও বলা যায়। অনুভাবসকল কেবল বহির্বিক্ষোভপ্রযুক্ত সাত্ত্বিকভাব নামে উক্ত হয় না; যথা,—নৃত্যাদিতে সত্ত্বোৎপন্ন ভাব সাক্ষৎ ক্রিয়া করে না, বুদ্ধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ক্রিয়া করে; কিন্তু স্তম্ভাদিতে বুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া সাত্ত্বিকভাব সাক্ষাৎ ক্রিয়া করে, এই কারণেই অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাবকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

ব্রজনাথ। স্তম্ভাদির হেতু একটু জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। স্তম্ভ, হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ হইতে বাগাদি-রহিত শূন্যতারূপ নৈশ্চল্যকে স্তম্ভ বলা যায়। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরের ক্লেদকর আর্দ্রতারূপ স্বেদ। আশ্চর্য্য, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমোদ্গমের নাম রোমাঞ্চ। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ, ভয়াদি হইতে গদ্গদ-বচনরূপ স্বরভেদ উদিত হয়। ভয়, ক্রোধ ও হর্ষাদি হইতে যে লৌল্য উদিত হয়, তাহার নাম বেপথু। বিষাদ, রোষ ও ভয়াদি হইতে বৈবর্ণরূপ বর্ণবিক্রিয়া জন্মে। হর্ষ, রোষ, বিষাদাদিদ্বারা চক্ষে যে জলোদ্গম হয়, তাহার নাম অশ্রু; হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব হয়। সুখ ও দুঃখের দ্বারা চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যতা এবং ভূমিতে নিপতনাদি হইলে তাহাকে প্রলয় বলে। সাত্ত্বিকভাবসকল সত্ত্বতারতম্য-প্রযুক্ত উত্তরোত্তর ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত—এই চারিপ্রকার।

রুক্ষ সাত্ত্বিক প্রায ধূমায়িত হইয়া থাকে ; স্নিগ্ধ ভাবসকল ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ অবস্থা লাভ করে রতিই সর্ব্বানন্দচমৎকারের হেতু, রত্যাভাবে রুক্ষাদি চমৎকারিত্ব নাই ।

ব্রজনাথ। প্রভো, সাত্ত্বিকভাবসকল বহুভাগ্যে উদিত হয়, কিন্তু নাট্যক্রিযায় এবং জগতের ব্যাপার-সিদ্ধির জন্য বহু বহু ব্যক্তি এই সমস্ত ভাব প্রদর্শন করে, তাহাদের অবস্থিতি কোথায ?

গোস্বামী। সবল শুদ্ধভক্তি হইতে স্বভাবতঃ সাধনক্রমে যে সকল সাত্ত্বিকভাব উদিত হয়, সেই সকলই বৈষ্ণবভাব। তদিতর যে সকল ভাব দেখিতে পাও, সে সকল রত্যাভাস, সত্ত্বাভাস, নিঃসত্ত্ব ও প্রতীপ—এই চারিভাগে বিভাগ করিয়া লইবে।

ব্রজনাথ। রত্যাভাস কিরূপ ?

গোস্বামী। মুমুক্ষুপ্রমুখ ব্যক্তিদিগের যে রত্যাভাস হয়, শাঙ্কর সন্ন্যাসিদিগের কৃষ্ণকথা শুনিয়া যে ভাব হয়, তদ্বৎ।

ব্রজনাথ। সত্ত্বাভাস কি ?

গোস্বামী। স্বভাবতঃ শিথিল-হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শুনিয়া আনন্দ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হইলে সত্ত্বাভাসের উদয় হয়। জরন্মীমাংসক ও সাধারণ স্ত্রীলোকের কৃষ্ণকথা শুনিলে যেরূপ হয়, তদ্বৎ।

ব্রজনাথ। নিঃসত্ত্ব-ভাবাভাস কিরূপ ?

গোস্বামী। নিসর্গবশতঃ পিচ্ছিল অন্তঃকরণ এবং নাট্যাভিনয় ও অন্য কার্য্যসিদ্ধির জন্য যাহারা অভ্যাস করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রুর উদয় হয়, তাহাকেই নিঃসত্ত্ব বলে। যাহারা বস্তুতঃ কঠিনহৃদয়, মায়া করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বভাবের ন্যায় ক্রন্দনকে নিসর্গ করিয়াছে, তাহারাই নিসর্গদ্বারা পিচ্ছিলান্তঃকরণ।

ব্রজনাথ। প্রতীপ কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের প্রতিকূল-চেষ্টা হইতে ক্রোধভয়াদিদ্বারা যে সকল ভাবাভাসাদি উদিত হয়, তাহাই প্রতীপ-ভাবাভাস; ইহার উদাহরণ সহজ।

ব্রজনাথ। প্রভো, বিভাব, অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাবসকল বুঝিতে পারিলাম এবং সাত্ত্বিকভাব ও অনুভাবে যে প্রভেদ, তাহাও বুঝিলাম। এখন ব্যভিচারী ভাবসকল বর্ণন করুন।

গোস্বামী। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। স্থায়িভাবের প্রতি বিশেষরূপে অভিমুখী হইয়া এই তেত্রিশটী ভাব বিচরণ করে বলিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারী বলে। ইহারা বাক্, অঙ্গ ও সত্ত্বদ্বারা সূচিত হইয়া সঞ্চারিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে সঞ্চারিত-ভাবও বলে। তাহারা স্থায়িভাবরূপ অমৃতসাগরে উর্ম্মির ন্যায় উত্থিত হইয়া সমুদ্রকে পরিবর্দ্ধন করতঃ তাহাতে মগ্ন হয়। তেত্রিশটী ভাব, যথা :—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ (উদ্বেগ), উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা (ভাবগোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ। সঞ্চারী ভাব কতকগুলি স্বতন্ত্র ও আর কতকগুলি পরতন্ত্র। পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব সকল বর ও অবর-ভেদে দুইপ্রকার। বর আবার সাক্ষাৎ ও ব্যবহিত ভেদে দুইপ্রকার। স্বতন্ত্র সঞ্চারী ভাবসকল রতিশূন্য, রত্যনুস্পর্শ এবং রতিগন্ধ-ভেদে তিন প্রকার। ঐ সমুদয় ভাব অস্থানে প্রযুক্ত হইলে প্রাতিকূল্য ও অনৌচিত্য-ভেদে দুই প্রকার। এই সমস্ত ভাবের উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তিরূপ চারিটী দশা আছে।

ব্রজ। ভাবোৎপত্তি সহজে বুঝা যায়। ভাবসন্ধি কাহাকে বলে?

গোস্বামী। সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি। ইষ্টজাত জড়তা ও অনিষ্টজাত জড়তা একই কালে উদিত হইয়া

সমানরূপ ভাব-সন্ধিব স্থল ; হর্ষ ও আশঙ্কা একত্রোদিত হইয়া ভিন্ন ভাবদ্বয়ের সন্ধির স্থল হয়।

ব্রজনাথ। ভাব-শাবল্য কিরূপ ?

গোস্বামী। ভাবদিগের পরস্পর সংমর্দ্দকে ভাবশাবল্য বলে। 'কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া কংসেব যে ক্রোধ ও ত্রাস হয, তাহা ভাবশাবল্য।

ব্রজনাথ। ভাব-শান্তি কিরূপ ?

গোস্বামী। অত্যারূঢ়-ভাবের বিলয়কে শান্তি বলে। কৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজশিশুগণ চিন্তাকুল হইলে দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিশ্রবণে তাঁহাদের চিন্তার শান্তি হইল—ইহাই বিষাদের শান্তি-দশা।

ব্রজ। এসম্বন্ধে যদি আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। এই তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব এবং একটী মুখ্য স্থায়ী-ভাব এবং সাতটী গৌণ স্থায়ীভাব (যাহা পরে বলিব)—সমুদয়ে একচল্লিশটী ভাবই শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার বিধান করে, সুতরাং ইহারা ভাবজনক চিত্তবৃত্তি।

ব্রজনাথ। ইহারা কোন কোন ভাবের জনক ?

গোস্বামী। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ও বিভাবগত অনুভাবগণের জনক।

ব্রজনাথ। ইহারা কি সকলেই স্বাভাবিক ?

গোস্বামী। না; কতকগুলি স্বাভাবিক ও কতকগুলি আগন্তুক। যে ভক্তের যে স্থায়িভাব, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক; ব্যভিচারী-ভাব-গুলি প্রায়ই আগন্তুক।

ব্রজনাথ। সকল ভক্তেরই কি ভাব সমান ?

গোস্বামী। না; ভক্তগণ বিবিধ, সুতরাং তাঁহাদের মনোভাবও বিবিধ; মনানুসারে ভাবোদয়ের তারতম্য—মনের গরিষ্ঠত্ব ও লঘিষ্ঠত্ব ও গাম্ভীর্য্য-ভেদে ভাবোদয়ের ভেদ আছে। কিন্তু অমৃত স্বভাবতঃ

সর্ব্বদাই দ্রবীভূত ; কৃষ্ণভক্তের চিত্ত স্বভাবতঃ অমৃতসদৃশ। অদ্য এই পর্য্যন্ত, কল্য স্থায়িভাব ব্যাখ্যা করিব।

বিজয় ও ব্রজনাথ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ বিদায় লইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

রসবিচার

স্থায়িভাব বিচার—মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ স্থায়িভাব—স্বার্থা ও পরার্থা-ভেদে দ্বিবিধা মুখ্যা রতি—সামান্য, স্বচ্ছ, শান্তভেদে ত্রিবিধা শুদ্ধারতি—কেবলা ও সঙ্কুলা-ভেদে দ্বিবিধা শান্তরতি—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতির লক্ষণ—গৌণ রতির বিচার—হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা রতির বিচার—ভক্তিরসে ভাবের সংখ্যা—কৃষ্ণরতি ও বিষয়রতির পার্থক্য—অপ্রাকৃত রস অখণ্ড ও অচিন্ত্য—চিন্ময় রসে 'ভাব' শব্দের প্রকৃত অর্থ—চিন্ত্য ও অচিন্ত্য ভাব—অচিন্ত্য রসতত্ত্বের অধিকার বিচার—ভাগবত-ব্যবসা অপরাধ—গুরুগোস্বামীর বিজয়কুমারকে ভাগবতব্যবসারূপ অপরাধ হইতে উদ্ধার।

ব্রজনাথ। প্রভো, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-বর্ণনে দেখিতেছি যে, এই সমস্তই ভাব। ইহার মধ্যে স্থায়ী ভাব কোথায় ?

গোস্বামী। সকলই ভাব বটে, কিন্তু ভাবসমূহের মধ্যে যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করিয়া অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবসকলকে নিজের বশে আনিয়া স্বয়ং ভাবগণের রাজস্বরূপে বিরাজিত হয়, তাহারই নাম স্থায়ী ভাব। ভক্তের হৃদয়ে আশ্রয়গত কৃষ্ণরতি সেই স্থায়ীভাব। দেখ, সেই আশ্রয়কে সামগ্রীমধ্যে পরিগণনের সময় বিভাবান্তর্গত আলম্বনমধ্যে আলোচনা করা হইয়াছিল। সেই ভাব অন্য সকল ভাবকে নিজপরতন্ত্র করিয়া

কতকগুলিকে রসের হেতুরূপে এবং কতকগুলিকে রসের সহায়রূপে আনিয়া আপনি আস্বাদনরূপা হইয়াও আস্বাদ্যভাব ধারণ করিয়াছে। বিশেষ নিগূঢ়ভাবে আলোচনা করতঃ স্থায়িভাবকে অন্যান্য ভাব হইতে পৃথক্ করিয়া বিচার কর। স্থায়িভাবরূপ রতি, মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধা।

ব্রজনাথ। মুখ্যরতি কাহাকে বলি?

গোস্বামী। ভাবভক্তির ব্যাখ্যায় যে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ রতির কথা শুনিয়াছ, সেই রতি মুখ্য।

ব্রজনাথ। আমরা যখন সামন্য অলঙ্কারশাস্ত্র পড়িয়াছিলাম, তখন যে রতির ভাব মনে আসিয়াছিল, তাহা এখন শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্ম-বিচারে আমাদের চিত্ত হইতে দূর হইল। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, জীবের শুদ্ধস্বরূপে যে আত্মগত মনোবৃত্তি আছে, তাহাতেই ভাগবতরস উদিত হয়। আলঙ্কারিকেরা যে রতির উল্লেখ করেন, তাহা কেবল বদ্ধজীবের জড়শরীর ও লিঙ্গস্বরূপগত মন ও চিত্তকে আশ্রয় করিয়া আস্বাদিত হয়। এখন আরও জানিতে পারিতেছি যে, আপনি যে রসের ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাই শুদ্ধজীবের সর্ব্বস্ব-ধন এবং বদ্ধজীবের হ্লাদিনীকৃপায় কথঞ্চিৎ অনুভূত হন। এখন সেই শুদ্ধারতির প্রকারসকল জানিতে বাসনা করি।

ব্রজনাথের তত্ত্ববোধ দেখিয়া গুরুগোস্বামী পরমানন্দে চক্ষুর্দ্বয়ে দর-দর ধারার সহিত ব্রজনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—তোমার ন্যায় শিষ্য লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। এক্ষণে আরও বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুখ্যরতি স্বার্থা ও পরার্থা-ভেদে দ্বিবিধা।

ব্রজনাথ। স্বার্থা-মুখ্যারতি কি প্রকার?

গোস্বামী। স্বার্থা-রতি অবিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা আপনাকে পুষ্ট করেন এবং বিরুদ্ধভাবদ্বারা তাহার গ্লানির উৎপত্তি হয়।

ব্রজনাথ। পরার্থা রতি কিরূপ?

গোস্বামী। যে রতি স্বয়ং সঙ্কুচিতভাবে অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবকে গ্রহণ করে, তাহা পরার্থা-মুখ্যরতি। আর একপ্রকার মুখ্যতর বিভাগ আছে।

ব্রজনাথ। সে কিরূপ বলুন?

গোস্বামী। মুখ্যরতি শুদ্ধ, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাগে বিভক্ত হয। যেরূপ প্রতিবিম্বিত সূর্য্য স্ফাটিকাদি পাত্র-বিশেষে পার্থক্যবিশেষ লাভ করে, তদ্রূপ স্থায়িভাবের পাত্র-ভেদে বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। শুদ্ধরতি ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। শুদ্ধরতি সামান্য, স্বচ্ছ ও শান্ত-ভেদে তিন প্রকার। সামান্যরতি সাধারণজনের এবং কৃষ্ণের প্রতি বালিকাদিগের হইয়া থাকে। মুখ্যরতি নানাবিধ ভক্তপ্রসঙ্গে এবং তাঁহাদের সম্মত পৃথক্ পৃথক্ সাধন হইতে স্ফটিকবৎ ধর্ম্মবশতঃ স্বচ্ছ-নাম লাভ করে। এই-রূপ রতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে কখনও 'প্রভু' বলিয়া স্তব করেন, কখনও 'মিত্র' বলিয়া পরিহাস করেন, কখনও 'তনয়' বলিয়া প্রতিপালন করেন, কখনও 'কান্ত' বলিয়া উল্লাস লাভ করেন এবং কখনও 'পরমাত্মা' বলিয়া ভাবনা করেন। শান্ত-রতি-লব্ধ পুরুষ সমগুণপ্রযুক্ত মনে যে নির্ব্বি-কল্পত্ব স্থাপন করেন, তাহাই তাঁহার শান্তরতি। এই শুদ্ধরতি কেবলা ও সঙ্কুলা-ভেদে দ্বিবিধা। ব্রজানুগ রসাল ও শ্রীদামাদি পাত্রবিশেষে রত্যন্তরগন্ধশূন্য হইয়া শুদ্ধরতি কেবলা-নামে পরিচিত; আর উদ্ধব, ভীম ও মুখরাদিতে রত্যন্তর-সম্মিলনে শুদ্ধরতি সঙ্কুলা-নাম প্রাপ্ত।

ব্রজনাথ। আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম যে, শুদ্ধরতি ব্রজানুগ ভক্তগণের নাই। এখন দেখিতেছি যে, শান্তরতিও কিয়ৎপরিমাণে ব্রজে আছে। জড়ালঙ্কারগত রতিবিচারে শান্তধর্ম্মে রতিত্ব স্বীকৃত হয়

নাই ; পরব্রহ্ম-রতিতে তাহা অবশ্য লক্ষিত হইতেছে। এখন দাস্যরতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। 'কৃষ্ণ প্রভু' ও 'আমি দাস' এই বুদ্ধি হইতে যে আরাধ্যত্বাত্মিক রতির উদয় হয়, তাহাই দাস্যরতি বা প্রীতি। ইহাতে যাঁহাদের আসক্তি, তাঁহাদের অন্য বস্তুতে প্রীতি থাকে না।

ব্রজনাথ। সখ্য-রতির লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। যাঁহারা কৃষ্ণকে নিজতুল্য বোধ করিয়া তাঁহাতে দৃঢ়-বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের রতি সখ্য-রতি। এই সখ্যরতিতে পরিহাস প্রহাসাদি থাকে।

ব্রজনাথ। বাৎসল্যরতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণের গুরুজনের শ্রীকৃষ্ণে যে অনুগ্রহময়ী রতি আছে, তাহার নাম বাৎসল্য। ইহাতে লালন, মাঙ্গল্যক্রিয়া, আশীর্ব্বাদ ও চিবুক-স্পর্শ প্রভৃতি থাকে।

ব্রজনাথ। কৃপা করিয়া মধুররতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। ব্রজমৃগাক্ষী এবং কৃষ্ণের মধ্যে স্মরণ-দর্শনাদি অষ্টবিধ সম্ভোগকারণরূপ যে রতি, তাহাকে প্রিয়তা বা মধুর-রতি বলা যায়। ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রুক্ষেপ, প্রিয়বাণী ও হাস্যাদি কার্য্য আছে। এই রতি শান্ত হইতে মধুর পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষরূপ উল্লাসময়ী হইয়া ভক্তভেদে নিত্য বিরাজমান। সংক্ষেপে পাঁচপ্রকার মুখ্যরতির লক্ষণ বলিলাম।

ব্রজনাথ। অপ্রাকৃত-রসসম্বন্ধিনী গৌণীরতি ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। আলম্বনগত উৎকর্ষজ ভাববিশেষকে যে সঙ্কোচময়ী রতি গ্রহণ করেন, তিনি গৌণরতি—হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা (নিন্দা)—এই সাতটী গৌণভাব। প্রথম ছয়টিতে কৃষ্ণভাবের সর্ব্বদা সম্ভাবনা। শুদ্ধরতির উদয় হইলে ভক্তদিগের জড়দেহে এবং জড়-

দেহানুগ-কার্য্যে যে জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দার উদয় হয়, তাহাই রসবিচারে সপ্তম রতি। হাস্যাদি হইতে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষরূপ রতির স্বাভাবিক পার্থক্য থাকিলেও সেই সেই ভাবে পরার্থা-মুখ্যরতির যোগবশতঃ হাস্যাদিতে রতি-শব্দ প্রযুক্ত হয়। হাস্যাদি গৌণীরতি কোন কোন ভক্তে স্থায়িত্ব লাভ করে, সর্ব্বত্র নয়; সুতরাং ইহারা অনিয়তধারা এবং সাময়িক—এই নামে ব্যক্ত। কোন কোন স্থলে বলিষ্ঠ হইয়া শুদ্ধ সহজ-রতিকে তিরস্কার-পূর্ব্বক নিজে প্রভুত্ব অধিকার করিয়া লয়।

ব্রজনাথ। জড়ীয় অলঙ্কারে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ—ইত্যাদিক্রমে আটটী ভাব গণিত হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি যে, সেরূপ বিভাগ কেবল তুচ্ছ নায়ক-নায়িকার রসেই শোভা পায়। চিন্ময় ব্রজরসে তাহার স্থিতি নাই—এ রসে শুদ্ধ আত্মার ক্রিয়া, প্রাকৃত মনের ক্রিয়া নাই। সুতরাং মহাজনগণ যে রতিকে স্থায়িভাব রাখিয়া তাহার মুখ্যভাবকে পঞ্চবিধ মুখ্যরস ও গৌণভাবকে সপ্তবিধ গৌণরসরূপে বিভাগ করিয়াছেন, ইহা সমীচীন। এখন কৃপা করিয়া হাস্যরতির লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিক্রমে চিত্তের বিকাশকারী হাস্যরতির উদয় হয়, তাহাতে নেত্রবিকাশ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি হইয়া থাকে। ইহাও স্বয়ং সঙ্কোচভাবে রতি কৃষ্ণসম্বন্ধি চেষ্টা হইতে উত্থিত হয়।

ব্রজনাথ। বিস্ময়রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। অলৌকিক বিষয় দেখিয়া চিত্তের যে বিস্তৃতি হয়, তাহাই বিস্ময়—নেত্রবিস্ফারণ, সাধুবাদ ও পুলকাদি ইহার অনুভাব।

ব্রজনাথ। উৎসাহরতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। সাধুজনপ্রশংসিত বৃহৎকার্য্যে দৃঢ়মনের যে ত্বরিত আসক্তি, তাহাই উৎসাহ—ইহাতে শৈঘ্র্য, ধৈর্য্যত্যাগ ও উদ্যমাদি লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। ক্রোধরতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। প্রতিকূলভাবদ্বারা চিত্তের জ্বলনকে ক্রোধ বলে—ইহাতে কঠোরতা, ভ্রুকুটী ও নেত্রের রক্তিমাদি বিকার অনুভূত হয়।

ব্রজনাথ। ভয়-রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। ঘোর-দর্শনদ্বারা চিত্তের অতি চাঞ্চল্যই ভয়, ইহাতে আত্মগোপন, হৃদয়শুষ্কতা ও পলায়নাদি হয়।

ব্রজনাথ। জুগুপ্সা-রতির লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নিন্দিতবিষয় হইতে যে সঙ্কোচ হয়, তাহা জুগুপ্সা—নিষ্ঠীবন, মুখ বাঁকা করা এবং কুৎসন, ইহার লক্ষণ; এ সমস্তই কৃষ্ণানুকূল হইলে রতি হয়, নতুবা সামান্য নরচিত্তবিকারমাত্র।

ব্রজনাথ। ভক্তিরসে ভাবের সংখ্যা কত?

গোস্বামী। স্থায়ী আট, সঞ্চারী তেত্রিশ ও সাত্ত্বিক আট মিলিত হইয়া উনপঞ্চাশৎ হয়। এই সকল ভাব প্রাকৃত হইলে ত্রিগুণোৎপন্ন সুখদুঃখময়, কৃষ্ণস্ফুরণময় হইলে অপ্রাকৃত এবং ত্রিগুণাতীত প্রৌঢ়ানন্দময় হয়, এমন কি, বিষাদও পরম সুখময় হইয়া থাকে। শ্রীমদ্রূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াদি আলম্বনরূপে রতির কারণ। স্তম্ভাদি রতির কার্য্য, নির্ব্বেদাদি রতির সহায়। রসোদ্বোধন-সময়ে ইহারা কারণ, কার্য্য ও সহায় শব্দবাচ্য না হইয়া বিভাবাদিপদদ্বারা উক্ত হয়। রতির সেই সেই আস্বাদবিশেষের যোগ্যতা বিভাব করে বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে 'বিভাব' বলেন। সেই বিভাবিত রতিকে বিস্তৃত করিয়া অনুভাব করায় বলিয়া নৃত্যাদিকে 'অনুভাব' বলা হইয়াছে। সাত্ত্বিক ভাবসকলও তদ্রূপ সত্ত্ববোধক কার্য্য করায় বলিয়া তাহাদের সেই নাম হইয়াছে। সেই বিভাবিত ও অনুভাবিত রতিকে যে নির্ব্বেদাদি ভাব সঞ্চার করাইয়া বিচিত্র করে, তাহাদিগকে 'সঞ্চারি'ভাব বলে। ভগবৎ-কাব্যনাট্যশাস্ত্রানু-

রাগিগণ বিভাবাদিতে সেবাই একমাত্র কারণ বলিয়া জানেন। বস্তুতঃ এই রত্যাখ্য ভাব অচিন্ত্যস্বরূপবিশিষ্ট মহাভক্তিবিলাসরূপ। ভারতাদি শাস্ত্রে ইহাকে তর্কাতীত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যে সকল ভাব চিন্তাতীত তাহাদিগকে তর্কে যোজন করিবে না, প্রকৃতির অতীত তত্ত্বই অচিন্ত্যলক্ষণ-তত্ত্ব। অচিন্ত্যরসতত্ত্বে মনোহরা রতিই কৃষ্ণরূপাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া ঐ সমস্ত বিভাবাদির সহিত আপনাকে পুষ্ট করেন। মাধুর্য্যাদির আশ্রয়স্বরূপ কৃষ্ণরূপাদিকে রতি প্রকাশ করে এবং পক্ষান্তরে কৃষ্ণরূপাদি অনুভূত হইয়া রতিকে বিস্তার করে। অতএব বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবসকল রতির সহায় এবং রতি ও তাহাদের সহায়।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণরতি ও বিষয়রতিতে কি কোন বিষয়-ভেদ আছে? অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গোস্বামী। বিষয়রতি লৌকিকী। কৃষ্ণরতি অলৌকিকী—সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার হইতে অদ্ভুত। লৌকিকী রতি সংযোগে সুখময়ী এবং বিয়োগে নিতান্ত অসুখময়ী। কৃষ্ণরতি হরিপ্রিয় ব্যক্তিতে যোগ হইলে রসবিশেষ উদয় করে এবং সম্ভোগ-সুখ উদয় করায়। বিয়োগ অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে অদ্ভুত আনন্দ-বিবর্ত্ত ধারণ করে। মহাপ্রভুর প্রশ্নক্রমে রামানন্দ রায় স্ব-কৃত "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" (১) এই পদ্যে বিয়োগের অদ্ভুতানন্দ 'বিবর্ত্ত' ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে আর্ত্তিভাবের আভাসমাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পরম সুখবিশেষ।

ব্রজনাথ। তার্কিকগণ রসকে প্রকাশ্য খণ্ডবস্তু বলেন, তাহার উত্তর কি?

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য।

গোস্বামী। জড়রস বস্তুতঃ প্রকাশ্য খণ্ডবস্তু; কেননা, সামগ্রী পরিপোষণে স্থায়ীভাব তাহাতে রসরূপে ব্যক্ত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস সেরূপ নয়। সিদ্ধাবস্থায় তাহা নিত্য, অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ। সাধনাবস্থায় সেই রস প্রকাশিতরূপে প্রাকৃতজগতে অনুভূত হয়। লৌকিকী রস বিয়োগে আর থাকে না। অলৌকিকরস সংসারবিয়োগে অধিক শোভা পায়। হ্লাদিনী-মহাশক্তির বিলাসরূপ এই রস পরমানন্দ-তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছে; অর্থাৎ যাহাকে 'পরমানন্দ' বলি তাহাই এই রস—ইহা তর্কাতীত, যেহেতু অচিন্ত্য।

ব্রজনাথ। অপ্রাকৃত-তত্ত্বে রস কতপ্রকার?

গোস্বামী। রতি মুখ্যরূপে এক ও গৌণরূপে সাত; সুতরাং রতি আট প্রকার। তদ্রূপ মুখ্যরস পঞ্চবিধ হইয়া এক এবং গৌণরস সপ্তবিধ সুতরাং রসও আটপ্রকার।

ব্রজনাথ। অষ্টপ্রকার নামোল্লেখ করুন। যত শুনিতেছি, ততই শুনিতে স্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে।

গোস্বামী। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ। দঃ ৫লঃ-৬৪)।

"মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্ব্বমনুত্তমাঃ॥
হাস্যাদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥" (১)

ব্রজনাথ। চিন্ময়রসে ভাবশব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

(১) মুখ্যভক্তিরস পাঁচপ্রকার যথা—শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বৎসল ও মধুর। এই পাঁচটী রসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসকে ক্রমশঃ কনিষ্ঠ জানিতে হইবে। গৌণভক্তিরস সাতপ্রকার; যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।

গোস্বামী। চিদ্বিষয়ে অনন্যবুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ ভাবনা-বিষয়ে গাঢ় চিৎসংস্কারদ্বারা স্বীয় চিত্তে যে ভাবকে উদয় করান, তাহাই এই রসতন্ত্রে ভাব-শব্দবাচ্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাব দুইপ্রকার—চিন্ত্যভাব ও অচিন্ত্যভাব। চিন্ত্যভাবের বিষয়ে তর্ক চলে, কেননা বদ্ধজীবের বদ্ধমনে যে সমস্ত ভাব উদয় হয়, সকলই জড়ধর্ম্ম-প্রসূত। ঈশ্বর বিষয়েও জড়ভাব-সকল চিন্ত্যভাব। ঈশ্বর-সম্বন্ধে বস্তুতঃ চিন্ত্যভাব হয় না, কেননা, ঈশ্বরতত্ত্ব জড়াতীত। চিন্ত্যভাব হয় না বলিয়াই ঈশ্বরতত্ত্বে কোন ভাব নাই এরূপ স্থির করা ভাল নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে সমস্তভাবই আছে। তাহা অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্যভাব হৃদয়ে আনিয়া অনন্ত বুদ্ধির সহিত আলোচনা করিতে করিতে সেই অচিন্ত্য ভাবগণের মধ্যে একটীকে স্থায়ীভাব জানিয়া অন্যান্য অচিন্ত্যভাবগণকে সামগ্রীরূপে স্থায়ীভাবকে স্বাস্থে বরণ কর। তবেই তোমার নিত্যসিদ্ধ অখণ্ডরস উদয় হইবে।

ব্রজনাথ। প্রভো, এ বিষযে গাঢ় সংস্কার কাহাকে বলি ?

গোস্বামী। বাবা, বিষয় লিপ্ত হইয়া বহুজন্মকর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাক্তনী ও আধুনিকা দুই প্রকার সংস্কারে তোমার চিত্ত গঠিত হইয়াছে। তোমার বিশুদ্ধ আত্মায় যে শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি ছিল, তাহা বিকৃত হইয়াছে। আবার সুকৃতি বলে সাধু সঙ্গে ভজন প্রক্রিয়াদ্বারা যে সংস্কার হইতেছে তদ্দ্বারা তোমার বিকৃত সংস্কার দূর হইলে প্রকৃত সংস্কার উদয় হয়। সেই সংস্কার যত গাঢ় হয়, ততই অচিন্ত্যতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়। তাহাকেই গাঢ় সংস্কার বলা যায়।

ব্রজ। এখন জানিতে ইচ্ছা করি, এই রসতত্ত্বে কাহার অধিকার ?

গোস্বামী। যিনি পূর্ব্বোক্ত ক্রমে গাঢ়সংস্কারদ্বারা অচিন্ত্যভাব হৃদয়ে আনিতে পারেন, কেবল তাঁহারই এই রসতত্ত্বে অধিকার। অন্যের ইহাতে অধিকার নাই। শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ। দঃ ৫ লঃ। ৭৯) (১)

ব্রজনাথ। এই রসের অনধিকারী কে? অনধিকারীকে হরিনাম দান করা যেরূপ অপরাধ এই রস বিষয় তাহার নিকট ব্যাখ্যা করাও তদ্রূপ অপরাধ। প্রভো, কৃপা করিয়া এই অকিঞ্চনদিগকে এ বিষয় সতর্ক করুন।

গোস্বামী। শুদ্ধভক্তির প্রতি উদাসীন যে বৈরাগ্য, তাহাকে ফল্গু-বৈরাগ্য বলা যায়। শুদ্ধভক্তির প্রতি উদাসীন যে জ্ঞান, তাহাকে শুষ্ক জ্ঞান বলা যায়। সেই বৈরাগ্য নির্দ্দগ্ধচিত্ত ও শুষ্ক জ্ঞানী এবং তর্কমাত্রনিষ্ঠ হৈতুক পুরুষ এবং কর্ম্মমীমাংসা ও শুষ্কজ্ঞানপর্ব্বীয় উত্তরমীমাংসাপ্রিয় পুরুষ এবং বিশেষতঃ ভক্ত্যাস্বাদ বহির্ম্মুখ পুরুষ এবং কেবলাদ্বৈতবাদিরূপ জড়মীমাংসক ব্যক্তিগণ হইতে ভক্তি-রসিকগণ, চৌরগণ হইতে যেরূপ মহানিধি রক্ষা করেন, সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিরসকে গোপন রাখিবেন।

ব্রজনাথ। আমরা ধন্য হইলাম। আপনার শ্রীমুখ-আজ্ঞা সর্ব্বত্র পালন করিব।

বিজয়কুমার। প্রভো, আমি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি। শ্রীমদ্ভাগবত রসগ্রন্থ। সাধারণে পাঠ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে কি অপরাধ হয়?

গোস্বামী। আহা, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি, নিগম-শাস্ত্রের ফলস্বরূপ। প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় শ্লোকে যাহা কথিত আছে তাহাই

(১) ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্বপরিমার্জ্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত হয়।

করিবে। "মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" (ভা ১।১।৩) (১) এই বাক্যে কেবল ভাবুক বা রসিক ব্যতীত আর কেহই শ্রীমদ্ভাগবত-রস পানের অধিকারী নন। বাবা, এ ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রসপিপাসু। রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈঃ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭) (২) এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণস্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিকশ্রোতা পাও তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে।

বিজয়। প্রভো, অদ্য আমাকে একটী মহাপরাধ হইতে রক্ষা করিলেন। আমি যে পূর্ব্বে অপরাধ করিয়াছি, তাহার কি হইবে ?

গোস্বামী। সে অপরাধ আর থাকিবে না। তুমি সরল হৃদয়ে রসের শরণাপন্ন হইলে, রস তোমাকে অবশ্য ক্ষমা করিবেন। তুমি সে বিষয়ে আর চিন্তা করিও না।

বিজয়। প্রভো, আমি বরং নীচবৃত্তিদ্বারা শরীর পোষণ করিব। তথাপি অনধিকারীর নিকট রসকীর্ত্তন করিব না এবং তাহার নিকট অর্থ লইয়া রসকীর্ত্তন করিব না।

গোস্বামী। বাবা, তোমরা ধন্য! কৃষ্ণ তোমাদিগকে আত্মসাথ করিয়াছেন, নতুবা কি এত দৃঢ়তা ভক্তিবিষয়ে হয়? তোমরা শ্রীনবদ্বীপ ধামবাসী। গৌর তোমাদিগকে সর্ব্বশক্তি প্রদান করিয়াছেন।

---

(১) হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ—ভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ, শ্রীমদ্ভাগবতনামক বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।

(২) ১৮১-৮২ ও ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়

রসবিচার

ব্রজনাথ ও বিজয়ের শ্রীক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য বাসসঙ্কল্প—শান্তরস বিচার—শান্তরসের উদ্দীপন—শান্তরসের অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাব—সমা ও সান্দ্রা ভেদে দ্বিবিধা শান্তিরতি—অলঙ্কারে শান্তরসবিচারাভাব—দাস্যরসবিচার—সম্ভ্রম ও গৌরবপ্রীতি-ভেদে দ্বিবিধ দাস্যরস—দাস্যরসের বিষয় কৃষ্ণেরস্বরূপ—চতুর্ব্বিধদাস—(১) অধিকৃত দাস—(২) আশ্রিতদাস—(৩) পারিষদ—(৪) অনুগ—দাস্যরসের উদ্দীপন—দাস্যরসের অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব—দাস্যরসের স্থায়িভাব—গৌরবপ্রীতিরস-ব্যাখ্যা—গৌরবপ্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ গৌরবপ্রীতির আশ্রয়—গৌরবপ্রীতির উদ্দীপন—গৌরবপ্রীতির অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাব—গৌরবপ্রীতির স্থায়িভাব—প্রেয় বা সখ্যরস বিচার—সখ্যরসের আলম্বন, উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব—সখ্যরসের স্থায়িভাব—বিশ্রম্ভ ও প্রণয় লক্ষণ।

ব্রজনাথ ও বিজয়কুমার স্থির করিলেন আমরা শ্রীপুরুষোত্তমে চাতুর্ম্মাস্য কাটাইব। শ্রীগুরুগোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে সর্ব্বপ্রকার রসের বিচার শ্রবণ করিয়া রসোপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ করিব। ব্রজনাথের পিতামহী ক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্যবাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ করতঃ ব্রজনাথের প্রস্তাবে স্বীকার হইলেন। সকলেই প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন। নরেন্দ্র স্নান ও তীর্থের যেখানে যাহা আছে তাহা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের যে সময়ে যে সেবা ও বেশাদি হয়, তাহা বিশেষ ভক্তি সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীগুরুগোস্বামীকে তাঁহাদের মনের ভাব জানাইলে গোস্বামী মহারাজ আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—হে ব্রজনাথ, হে বিজয়, তোমাদের প্রতি আমার একপ্রকার বাৎসল্য এরূপ গাঢ় হইতেছে, যে তোমাদের বিচ্ছেদে আমার বিশেষ কষ্ট হইবে

বলিয়া বোধ হয়। তোমরা যতদিন এখানে থাক, আমি সুখী হইব। সদ্‌গুরু সহজে মিলিলেও সৎশিষ্য সহজে পাওয়া যায় না।

ব্রজনাথ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, ভিন্ন ভিন্ন রসের বিভাবাদি দেখাইয়া রসব্যাখ্যা করুন, শুনিয়া ধন্য হই।

গোস্বামী। উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। শ্রীগৌরচন্দ্র আমার মুখে যাহা বলাইবেন তাহা শ্রবণ কর। আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি রতিই স্থায়ীভাব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগূঢ়। ঈশ স্বরূপানুভবই সেই সুখের হেতু। শান্তরসের আলম্বন চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি বিভূতা, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণান্বিত। আলম্বনান্তর্গত বিষয় ও অনুভাব এইরূপ। শান্ত পুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগবদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শান্তপুরুষ। সনক সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বালসন্ন্যাসীবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে রতি ছিল। ভগবন্মূর্ত্তি মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্ঘন-মূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নতা হইতে যুক্ত বৈরাগ্যদ্বারা বিষয় বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি বাঞ্ছা দূর হয় নাই এইরূপ তাপস সকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন। প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ, বিজনস্থান সেবন, অন্তর্বৃত্তি বিশেষের স্ফূর্ত্তি, তত্ত্ববিবেচন, বিদ্যাশক্তি-প্রধানত্ব, বিশ্বরূপ-দর্শনে আদর, জ্ঞানমিশ্র ভক্তদের সংসর্গ, সমবিদ্য ব্যক্তিদের সহিত উপনিষদ্বিচার, এই সকল এই রসের উদ্দীপন। আবার ভগবৎপাদপদ্মের তুলসীর সৌরভ, শঙ্খের ধ্বনি, পুণ্য পর্ব্বত, পবিত্র বন, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়ক্ষয় বাসনা, কালই সকল নাশ করে—এইরূপ বুদ্ধি, এ সকল উদ্দীপন। শান্তরসের বিভাব এই প্রকার।

ব্রজনাথ। এ রসের অনুভাব কিরূপ?

গোস্বামী। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, চতুর্হস্ত প্রমাণ দর্শন কার্য্য ও গতি, জ্ঞান মুদ্রা প্রদর্শন (তর্জ্জনি ও অঙ্গুষ্ঠ যোগ) ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরহিত, ভগবৎপ্রিয় ভক্তে ভক্তির অল্পতা, সংসার ধ্বংস ও জীবন্মুক্তির প্রতি আদর, নৈরপেক্ষ্য, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কার ও মৌন ইত্যাদি শীতারতির অসাধারণ ক্রিয়া, এই সকল শান্তরসের অনুভাব। জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, ভক্তি উপদেশ, হরির প্রতি নমস্কার ও স্তবাদি ক্রিয়া অনুভব।

ব্রজনাথ। শান্ত রসের সাত্ত্বিক বিকার কিরূপ?

গোস্বামী। প্রলয় অর্থাৎ ভূপতন ব্যতীত স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক বিকার, এ রসে অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। দীপ্ত লক্ষণ সাত্ত্বিক বিকার ইহাতে হয না।

ব্রজনাথ। এ রসের সঞ্চারিভাব কি কি?

গোস্বামী। নির্ব্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি বিষাদ, উৎসুকতা, আবেগ ও বিতর্ক ইত্যাদি সঞ্চারিভাব সকল শান্তরসে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রজনাথ। শান্তি রতি কত প্রকার?

গোস্বামী। স্থায়ীভাবরূপ শান্তিরতি সমা ও সান্দ্রা-ভেদে দুই প্রকার। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে ভগবৎস্ফূর্ত্তিজনিত শরীর কর্ম্ম লক্ষণ সমা শান্তিরতি উপলব্ধ হয়। সর্ব্ব অবিদ্যা ধ্বংস-হেতু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎসাক্ষাৎ-কাররূপ সান্দ্রানন্দ সান্দ্রা শান্তিরতিতে লক্ষিত হয়। উক্ত দুইপ্রকার রতি-ভেদে পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকাররূপ দুই প্রকার শান্তরস আছে। শুকদেব ও বিল্বমঙ্গল জ্ঞানসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিরসানন্দে নিপুণ হইয়াছিলন। বিবুধর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যেরও তদ্রূপ অবস্থা।

ব্রজনাথ। জড়ালঙ্কারে শান্তরসের স্বীকার নাই কেন?

গোস্বামী। জড় ব্যাপারে শান্তি আসিলেই বিচিত্রতা দূর হইল।

চিদ্ব্যাপারে শান্তিরসের আবির্ভাবে উত্তরোত্তর অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিকে শম বলা যায়। দেখ শান্তি-রতি ব্যতীত তন্নিষ্ঠতাবুদ্ধি কিরূপে ঘটে? অতএব চিত্তত্ত্বে শান্তরস অবশ্যই স্বীকৃত হইবে।

ব্রজনাথ। শান্ত ভক্তিরস উত্তমরূপে বুঝিলাম। এখন কৃপা করিয়া দাস্যরসের বিভাবাদি ক্রমে ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। দাস্যরসকে পণ্ডিতগণ প্রীতভক্তিরস বলেন। অনুগ্রাহ্য পাত্রদাস্য ও লাল্যত্ব-ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং প্রীতরসও সম্ভ্রম প্রীত ও গৌরব প্রীত-ভেদে দুই প্রকার।

ব্রজনাথ। সম্ভ্রম প্রীত কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণে দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ভ্রম বিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়; তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্রীত' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আলম্বন।

ব্রজনাথ। এ রসে কৃষ্ণের স্বরূপ কি?

গোস্বামী। গোকুলে সম্ভ্রম-প্রীত রসে কৃষ্ণ দ্বিভুজ। অন্যত্র কোথাও দ্বিভুজ এবং কোথাও চতুর্ভুজ। গোকুলে দ্বিভুজ মুরলীধর ময়ূর পুচ্ছাদি-দ্বারা গোপবেশ। অন্যত্র দ্বিভুজ হইয়াও মণিমণ্ডিত ঐশ্বর্য্য বেশ। শ্রীরূপ বলিয়াছেন—(ভঃ রঃ সি পঃ ২ লঃ ৩)

"ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈকরোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥
অবতারাবলীবীজং সদাত্মারামহৃদ্‌গুণঃ।
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ॥
সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগতপালকঃ।
দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥

প্রতাপী ধার্ম্মিকঃ শাস্ত্রচক্ষুর্ভক্তসুহৃত্তমঃ।
বদান্যস্তেজসাযুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ত্তিসংশ্রয়ঃ॥
বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভিগুণৈঃ।
যুতশ্চতুর্ব্বিধেষ্বেষ দাসেষ্বালম্বনোহরিঃ॥" (১)

ব্রজনাথ। চতুর্ব্বিধ দাস কি কি রূপ ?

গোস্বামী। প্রশ্রিত (সর্ব্বদা নত দৃষ্টিভাবে অবস্থিত), আজ্ঞানুবর্ত্তী, বিশ্বস্ত এবং প্রভু জ্ঞানে নম্রবুদ্ধি এই চারি প্রকার দাসগণ দাস্যরতির আশ্রয়রূপ আলম্বন। তাঁহাদের তাত্ত্বিক নাম,—(১) অধিকৃত, (২) আশ্রিত, (৩) পারিষদ ও (৪) অনুগত।

ব্রজনাথ। অধিকৃত দাস কাহারা ?

গোস্বামী। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবদেবীগণ অধিকৃত দাস-দাসী, জগদ্ব্যাপারে অধিকার লাভ করিয়া ভগবান্‌কে সেবা করেন।

ব্রজনাথ। আশ্রিত দাস কাহারা ?

গোস্বামী। শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার আশ্রিত-দাস। কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপাদি শরণাগত দাস মধ্যে পরিগণিত। শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ মুমুক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিকে আশ্রয় করায়

(১) যাঁহার এক একটী রোমবিবরে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, যিনি করুণার সাগরস্বরূপ, যাঁহার মহাশক্তিসমূহ জীববুদ্ধিতে সামঞ্জস্য করা যায় না, যিনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিদ্বারা অনুসৃত গুণাবতার-লীলাবতার-শক্ত্যাবেশাবতার প্রভৃতি অবতার-গণের আদি কারণ, যিনি (শুকদেবাদির ন্যায়) আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বজীব ও দেবগণের পরমপূজ্য, সর্ব্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, সমৃদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, শরণাগত জনের রক্ষাকর্ত্তা, উদারবিগ্রহ, সত্যবাক্, দক্ষ, সর্ব্বশুভকারী প্রতাপবান, ধার্ম্মিক, যিনি শাস্ত্রের চক্ষুস্বরূপ, ভক্তবন্ধু, বদান্য, তেজোযুক্ত, কৃতজ্ঞ, কীর্ত্তিসমূহের সম্যক আশ্রয়স্বরূপ, বরীয়ান্, বলবান্, প্রেমবশ্য ইত্যাদি গুণবান্ শ্রীহরি ঐ সকল বহুগুণযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ দাসভক্তের আলম্বন-স্বরূপ।

তাঁহারা জ্ঞানিচর দাস মধ্যে পরিগণিত। যাঁহারা প্রথমাবধি ভজন বিষয়ে আসক্ত সেই চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু ও পুণ্ডরীকাদি সেবানিষ্ঠ শরণাগত।

ব্রজনাথ। প্রভো, পারিষদ কাহারা?

গোস্বামী। উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ দাস। ইঁহারা মন্ত্রণাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অবসরক্রমে পরিচর্য্যা করেন। কৌরবদিগের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ, বিদুরাদিও পারিষদ। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রেমবিপ্লব উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ।

ব্রজনাথ। অনুগ ভক্ত কাঁহারা?

গোস্বামী। সর্ব্বদা পরিচর্য্যাকার্য্যে আসক্তচিত্ত দাসগণ পুরস্থিত ও ব্রজস্থিত-ভেদে অনুগভক্ত দুইপ্রকার। সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ, সুতম্ব প্রভৃতি দ্বারকাপুরস্থ অনুগভক্ত। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ, এবং শারদ এই সকল ব্রজস্থ অনুগদাস। ব্রজানুগদাসের মধ্যে রক্তক সর্ব্বপ্রধান। ধূর্য্য, ধীর, বীর-ভেদে পারিষদাদি ত্রিবিধ। আশ্রিতাদি ত্রিবিধ দাসগণ নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ ও সাধক-ভেদে ত্রিবিধ।

ব্রজনাথ। দাস্যরসের উদ্দীপন কি কি?

গোস্বামী। মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোকন, গুণশ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নবীন মেঘ এবং অঙ্গ সৌরভ, এই সকল।

ব্রজনাথ। এই রসের অনুভাব কি কি?

গোস্বামী। সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দিষ্ট স্বকার্য্যকরণ, আজ্ঞা প্রতিপালন, ঈর্ষাভাব, কৃষ্ণের প্রণতজনের সহিত মৈত্রী, কৃষ্ণনিষ্ঠতাদি এই রসের অসাধারণ অনুভাব। নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর সকল, কৃষ্ণসুহৃদ্বর্গের প্রতি আদর এবং অন্যত্র বিরাগাদি অনুভাব।

ব্রজনাথ। প্রীতরসাদি তিনটী রসে সাত্ত্বিক বিকার কিরূপ ?

গোস্বামী। এই রসে স্তম্ভাদি সমস্ত সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এই রসে ব্যভিচারী ভাব কি কি ?

গোস্বামী। হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল, বিতর্ক, আবেগ, হ্রী, জাড্য, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি ও মৃতি এই সকল এ রসের ব্যভিচারী। মদ, শ্রম, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, উগ্রতা, ক্রোধ, অসূয়া ও নিদ্রা ইহাদের বিশেষ উদয় হয় না। মিলনে হর্ষ, গর্ব্ব ও ধৈর্য্য এবং অমিলনে গ্লানি, ব্যাধি ও মৃতি ঘটিয়া থাকে। আর নির্ব্বেদাদি অষ্টাদশ ভাব মিলন ও অমিলনে সর্ব্বদাই দেখা যায়।

ব্রজনাথ। এই প্রীত রসে স্থায়ীভাব জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। সম্ভ্রম, প্রভুতাজ্ঞান হইতে চিত্তে কম্প ও আদবের সহিত যে প্রীতি একতা লাভ করে, সেই প্রীতিই এই রসের স্থাযী ভাব। শান্ত-রসে রতিমাত্রই স্থায়ীভাব, এই রসে রতি মমতাযুক্ত ভাবে প্রীতি হইয়া স্থায়ী ভাব হয়। এই সম্ভ্রমপ্রীতি উত্তবোত্তর বৃদ্ধিলাভ কবিয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগাবস্থা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। এই সম্ভ্রমপ্রীতি হ্রাসশঙ্কাশূন্য হইয়া বদ্ধমূল হইলে, ইহাই প্রেম হয়। প্রেম যখন গাঢ় চিত্তদ্রবতা উৎপন্ন করে, তখন তাহা স্নেহ নামে পরিচিত। স্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। স্নেহে যখন দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে হয়, তখন তাহা রাগ হয়। তখন কৃষ্ণের জন্য প্রাণ নাশ বাঞ্ছা উদয় হয়। অধিকৃত ও আশ্রিত দাসদিগের প্রেম পর্য্যন্ত হয়। পারিষদ সকলে স্নেহ পর্য্যন্ত হয়। পরীক্ষিৎ, দারুক, উদ্ধব এবং ব্রজানুগদাসদিগের রাগ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। রাগ উদিত হইলে সখ্যভাবের লেশ উদয় হয়। পণ্ডিতগণ এই রসে কৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ এবং বিচ্ছেদকে অযোগ বলেন। উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগ-ভেদে অযোগ

দুই প্রকার। যোগ তিন প্রকার,—সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি। উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়াব নাম সিদ্ধি। বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণকে পাওয়ার নাম তুষ্টি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করার নাম স্থিতি।

ব্রজনাথ। সম্ভ্রমপ্রীতি বুঝিলাম। গৌরব-প্রীতি ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যাঁহাদের লাল্যাভিমান, তাঁহাদের প্রীতি গৌরবময়ী। সেই প্রীতি বিভাবাদিদ্বারা পুষ্ট হইলে গৌরব প্রীতি হয়। হরি এবং হরির লাল্যদাস সকল ইহার আলম্বন। গৌরব প্রীতিতে মহাগুরু, মহা-কীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক ও লালকরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপ আলম্বন। লাল্যগণ কনিষ্ঠত্ব ও পুত্রত্ব অভিমান-ভেদে দুই প্রকার। সারণ, গদ ও সুভদ্র প্রভৃতি কনিষ্ঠত্ব অভিমানী। প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও সাম্ব প্রভৃতি পুত্রত্বাভিমানী। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হাস্যাদি ইহাতে উদ্দীপন। লাল্যগণ নীচাসনে উপবেশন, গুরুপথের অনুগমন এবং স্বেচ্ছাচারের পরিত্যাগ এই সকল অনুভাব। সঞ্চারি ও ব্যভিচারী পূর্ব্ববৎ জানিবে।

ব্রজনাথ। গৌবব শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

গোস্বামী। দেহ সম্বন্ধাভিমানে কৃষ্ণ আমার পিতা বা গুরু এইরূপ বুদ্ধিকে গৌরব বলে। লালকের প্রতি তন্ময়ী যে প্রীতি তাহাই গৌরব প্রীতি। ইহাই এই রসের স্থায়ীভাব।

ব্রজনাথ। প্রভো, প্রীতরস জানিতে পারিলাম। এখন প্রেয় ভক্তরস বা সখ্যরস বলুন।

গোস্বামী। এই রসে কৃষ্ণ কৃষ্ণবয়স্যগণই আলম্বন। দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দনই ইহার বিষয়। কৃষ্ণের বয়স্যগণই আশ্রয়।

ব্রজনাথ। কৃষ্ণবয়স্যদিগের লক্ষণ ও প্রকার জানিতে বাসনা করি।

গোস্বামী। রূপ, গুণ ও বেশে দাসদিগের সহিত সমান, কিন্তু দাসদিগের ন্যায় সম্ভ্রমযন্ত্রণাশূন্য বিশ্রম্ভযুক্ত তাঁহারাই কৃষ্ণবয়স্য। ইহারা পুরসম্বন্ধ ও

ব্রজসম্বন্ধ-ভেদে দুই প্রকার। অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম বিপ্র ইহাঁরা পুরসম্বন্ধি সখা। তন্মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজসখাগণ সর্ব্বদা সহচর দর্শন লালস এবং কৃষ্ণৈকজীবন। সুতরাং তাঁহারাই প্রধান সখা।' ব্রজে সুহৃদ্, সখা, প্রিয়সখা, প্রিয়নর্ম্ম বয়স্য এইরূপ চতুর্ব্বিধ সখা। সুহৃদ্গণের বাৎসল্য গন্ধবিশিষ্ট সখ্য, কৃষ্ণাপেক্ষা তাঁহারা কিঞ্চিৎ বয়োঽধিক, অস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদা দুষ্টগণ হইতে কৃষ্ণকে রক্ষা করেন। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্র-বর্দ্ধন গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি সুহৃদ্গণ। তন্মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র সর্ব্বপ্রধান। কনিষ্ঠ-তুল্য দাস্যগন্ধি সখ্যরসশালী বয়স্যগণকে সখা বলে। বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড, মণিবন্ধ, করন্ধম ইত্যাদি সখাসকল কৃষ্ণানুরাগী। তন্মধ্যে দেবপ্রস্থ সর্ব্বপ্রধান। তুল্য বয়স এবং কেবল সখ্যভাবাশ্রিত শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি কৃষ্ণের প্রিয়সখা। সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা হইতে শ্রেষ্ঠ, আত্যন্তিক রহস্য কার্য্য নিপুণ সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বলাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখা। উজ্জ্বল সর্ব্বদা নর্ম্মোক্তি লালস। সখাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যপ্রিয়, কেহ কেহ সুরচর ও কেহ কেহ সাধক। বহুবিধ সখ্যসেবায় ইহারা নানা কার্য্যে বিচিত্রতা সম্পাদন করেন।

ব্রজনাথ। এ রসের উদ্দীপন কি কি ?

গোস্বামী। কৃষ্ণবয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম ও লীলাচেষ্টায় সখ্যরসের উদ্দীপন। গোষ্ঠে কৌমার ও পৌগণ্ড এবং পুরে ও গোকুলে কৈশোর।

ব্রজনাথ। সাধারণ সখাদিগের অনুভাব জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া, স্কন্ধ্যারোহণ, যষ্টিক্রীড়া,

কৃষ্ণতোষণ, পর্য্যঙ্ক, আসন ও দোলা, শয়ন, উপবেশন ও পরিহাস, জল-বিহার, বানরাদির সহিত খেলা, নৃত্যগানাদি এই সকল সাধারণ সখা-দিগের অনুভাব। সদুপদেশ ও সকল কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সুহৃদ্গণের বিশেষ কার্য্য। তাম্বুল অর্পণ তিলকনির্ম্মাণ ও চন্দনলেপনাদি সখাদিগের বিশেষ কার্য্য। যুদ্ধে পরাজয় করা, কাড়াকাড়ি, কৃষ্ণকর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হওয়া প্রিয়সখাদিগের বিশেষ কার্য্য। মধুর লীলার সহায়তা করা প্রিয়নর্ম্মসখা-দিগের বিশেষ কার্য্য। ইহারা দাসদিগের ন্যায় বন্যপুষ্পদ্বারা কৃষ্ণকে অলঙ্কৃত করেন। বীজনাদিও করেন।

ব্রজনাথ। এই রসের সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাবের বিচার কি ?

গোস্বামী। দাস্যের ন্যায়, কিছু অধিক।

ব্রজনাথ। এই রসের স্থায়ীভাব কিরূপ ?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিয়াছেন যথা,—(ভঃ রঃ সিঃ। পঃ ৩লঃ। ৪৫)

"বিমুক্তসংভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্॥" (১)

ব্রজনাথ। বিশ্রম্ভ কি ?

গোস্বামী। 'বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিতঃ'। (ভঃ রঃ সিঃ। পঃ ৩লঃ। ৪৬) (২)

ব্রজনাথ। ইহার বৃদ্ধি-ক্রম কি ?

গোস্বামী। সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, রাগকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া প্রণয় পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

---

(১) প্রায় সমান পরস্পর দুই জনের যে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভাত্মক রতি তাহাকে সখ্য কহে—উহাই 'স্থায়ী' শব্দ বাচ্য।

(২) পরস্পর সর্ব্বপ্রকারে নিজের সহিত অভেদপ্রতীতিরূপ গাঢ় বিশ্বাস বিশেষের নাম বিশ্রম্ভ।

ব্রজনাথ। প্রণয়ের লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। সম্ভ্রমাদির যোগ্যতা স্পষ্ট থাকিলেও, সম্ভ্রমগন্ধশূন্যরতিই প্রণয়। এই সখ্যরস অতি অপূর্ব্ব। প্রীত ও বৎসলরসে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-ভক্তের পরস্পর ভাব ভিন্ন জাতীয়। সকল রসের মধ্যে প্রেয়রস অর্থাৎ সখ্যরসই প্রিয়। কেননা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পরস্পর এক জাতীয় মাধুর্য্য-ভাব ইহাতেই লক্ষিত হয়।

ত্রিংশৎ অধ্যায়

রসবিচার

বৎসল রসবিচার—বৎসল রসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—বৎসল রসের আশ্রয়—বৎসল রসের উদ্দীপন—বৎসল রসের অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব—বৎসল রসের স্থায়ি-ভাব—বলদেবের প্রীতি ও বাৎসল্যরস মিশ্রভাব—যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য প্রীতি ও সখ্যরসান্বিত ভাব—উগ্রসেনের সখ্য মিশ্রিত বাৎসল্য—নকুল-সহদেব-নারদাদির দাস্যরসযুক্ত সখ্য—রুদ্র গরুড় ও উদ্ধবাদির দাস্য সখ্যরসমিশ্রিত—মধুর রস ব্যাখ্যা—মধুর রসের নামান্তর মুখ্য-ভক্তিরস—মধুর রস সুগোপ্য—প্রিয়নর্ম্ম সখাগণের কিয়ৎপরিমাণে শৃঙ্গার রসে অধিকার—মধুর রসের আলম্বন ও স্থায়ীভাব—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—পূর্ব্বরাগ মান প্রবাস—সম্ভোগ—গৌনভক্তিরসসমূহের স্থিতি—মুখ্যরসের সহিত গৌণ রসের সম্বন্ধ বিচার—রসসমূহের পরস্পর শত্রুতা ও মিত্রতা বিচার—মিত্র রসসংযোগের ফল—মিত্র রসের অঙ্গঅঙ্গী ভেদ-নিরূপণ—গৌণ রস অঙ্গী হইবার যোগ্য—রসাভাস—রসবিরোধ—অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধভাবের সম্মিলন—উপরস, অনুরস ও অপরস—সাধুসঙ্গে বিজয় ও ব্রজনাথের ভজনোন্নতি—

বিজয় ও ব্রজনাথ অদ্য খিচুরিভোগের প্রসাদ পাইয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করিলেন। পরে টোটায় শ্রীগোপীনাথ দর্শনপূর্ব্বক

শ্রীরাধাকান্তমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীগুরুগোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামীর সহিত তাঁহাদের নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। শ্রীগুরুগোস্বামী সেই অবসরে প্রসাদ পাইয়া আপন গদিতে বসিলেন। ব্রজনাথ বিনীতভাবে বৎসল-ভক্তিরসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগুরুগোস্বামী বলিতে লাগিলেন।

বৎসলরসে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার গুরুবর্গ বিষয় ও আশ্রয়রূপে আলম্বন। কৃষ্ণ সুন্দর, শ্যামাঙ্গ, সর্ব্ব সল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল লজ্জাবান্, বিনয়ী, মান্যমানকারী ও দাতা। ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, মান্যা গোপীগণ, তথা দেবকী, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি ইত্যাদি গুরুজন মধ্যে নন্দ ও যশোদা সর্ব্বপ্রধান। এই রসে কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব, চাপল, জল্পনা, হাস্য, লীলা ইত্যাদি উদ্দীপন।

ব্রজনাথ। এই রসের অনুভাব সকল কি কি ?

গোস্বামী। মস্তকঘ্রাণগ্রহণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞা-দান, লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ-দান ইত্যাদি কার্য্যসকল অনুভাব। চুম্বন, আলিঙ্গন, নাম ধরিয়া ডাকা এবং উপযুক্ত সময়ে তিরস্কার এই রসের সাধারণ কার্য্য।

ব্রজনাথ। এ রসের সাত্ত্বিকবিকার কি কি ?

গোস্বামী। স্তম্ভাদি আট প্রকার এবং স্তনদুগ্ধস্রাব এই নয়টী এ রসের সাত্ত্বিক বিকার।

ব্রজনাথ। এ রসের ব্যভিচারিভাব কি কি ?

গোস্বামী। বৎসলরসে প্রীতরসোক্ত সমস্ত ব্যভিচারিভাব তথা অপস্মার প্রকাশ পায়।

ব্রজনাথ। এ রসের স্থায়ীভাব কিরূপ ?

গোস্বামী। অনুকম্পাকারীর অনুকম্পার পাত্রের প্রতি যে সম্ভ্রম-

শৃঙ্গা রতি তাহাই ইহাতে স্থায়ীভাব। যশোদাদির বাৎসল্য রতি স্বভাবতঃ প্রৌঢ়া। প্রেম, স্নেহ এবং রাগ পর্য্যন্ত এই রসের স্থায়ী-ভাবের গতি। বলদেবের ভাব প্রীতি ও বাৎসল্যরসমিশ্র। যুধিষ্ঠিরের ভাব বাৎসল্য, প্রীতি ও সখ্যরসান্বিত। উগ্রসেনের প্রীতি বাৎসল্য-সখ্যরস-মিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির ভাব সখ্য-দাস্যরসযুক্ত। রুদ্র, গরুড় ও উদ্ধবাদির ভাব দাস্য ও সখ্যরস মিশ্রিত।

ব্রজনাথ। প্রভো, বাৎসল্য রসের ব্যাখ্যা শুনিলাম। কৃপা করিয়া চরমরসরূপ মধুররসের কথা বলুন, আমরা শুনিয়া ধন্য হই।

গোস্বামী। মধুর ভক্তিরসকে মুখ্য ভক্তিরস বলেন। জড়রস-আশ্রিত বুদ্ধি ঈশ্বরপরায়ণ হইলে নিবৃত্তিধর্ম্ম লাভ করে, আবার যে পর্য্যন্ত চিদ্রসের অধিকারী না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের প্রবৃত্তি সম্ভবে না। সেই সকল লোকের এই রসে উপযোগীতা নাই। মধুর রস স্বভাবতঃ দুরূহ। অধিকারী সহজে পাওয়া যায় না বলিয়া ঐ রস গূঢ় রহস্যরূপে গুপ্ত রাখা উচিত। এতন্নিবন্ধন এই স্থলে মধুর রস স্বভাবতঃ বিস্তৃতাঙ্গ হইলেও সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

ব্রজনাথ। প্রভো, আমি শ্রীসুবলের অনুগত, আমার পক্ষে মধুর রস শ্রবণের কতদূর অধিকার তাহা বিবেচনা করিয়া বলিবেন।

গোস্বামী। প্রিয়নর্ম্মসখাগণ কিয়ৎপরিমাণে শৃঙ্গার রসে অধিকার পাইয়াছে। এস্থলে আমি তোমার উপযোগী কথাই বলিব, যাহা অনুপযোগী তাহা বলিব না।

ব্রজনাথ। এ রসের আলম্বন কিরূপ?

গোস্বামী। বিষয়রূপ আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ এই রসে অসমানোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী নাগর বিশেষ—লীলারসিকতার পরমাশ্রয়। ব্রজগোপীগণ এই রসের আশ্রয়। সকল প্রেয়সীর মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা। মুরলী-ধ্বনি

ইত্যাদি এ রসের উদ্দীপন। নয়নকোণে নিরীক্ষণ ও হাস্য প্রভৃতি এ রসের অনুভাব। সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই এ রসে সুদীপ্ত। আলস্য ও ঔগ্র্য ব্যতীত অন্য সকল ব্যভিচারী ভাবই এই রসে লক্ষিত হয়।

ব্রজনাথ। এই রসের স্থায়ীভাব কিরূপ ?

গোস্বামী। মধুর রতি আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া মধুর ভক্তিরস হন। এই রাধামাধবের রতি কোন প্রকার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভাবদ্বারা বিচ্ছেদদশা লাভ করে না।

ব্রজনাথ। মধুর রস কত প্রকার ?

গোস্বামী। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ-ভেদে মধুর রস দ্বিবিধ।

ব্রজনাথ। বিপ্রলম্ভ কি ?

গোস্বামী। পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাসাদি-ভেদে বিপ্রলম্ভ বহুবিধ।

ব্রজনাথ। পূর্ব্বরাগ কি ?

গোস্বামী। মিলনের পূর্ব্বে যে ভাব হয়, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলা যায়।

ব্রজনাথ। মান ও প্রবাস কি প্রকার ?

গোস্বামী। মান প্রসিদ্ধ। প্রবাসের অর্থ সঙ্গ-বিচ্যুতি।

ব্রজনাথ। সম্ভোগ কি ?

গোস্বামী। উভয়ে মিলিত হইয়া যে ভোগ তাহার নাম সম্ভোগ। এস্থলে মধুর রস সম্বন্ধে আর বলিব না। যাঁহারা মধুর রসের অধিকারী তাঁহারা এ বিষয়ের রহস্য শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে আলোচনা করিবেন।

ব্রজনাথ। গৌণভক্তিরসসমূহের স্থিতি সংক্ষেপরূপে বলুন।

গোস্বামী। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রস—এই সাতটী গৌণরস। ইহারা প্রবল হইয়া যখন মুখ্যরসের স্থানকে আত্মসাৎ করে তখন ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রসরূপে লক্ষিত হয়। যখন স্বাধীন রসরূপে ক্রিয়া করে, তখন স্থায়ীভাব হইয়া নিজোচিত বিভাবাদি-

দ্বারা পুষ্ট হইয়া রস হয়। বস্তুতঃ শান্তাদি পাঁচটীই রস হাস্যাদি সাতটীরস, প্রায়ই ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে পরিগণিত।

ব্রজনাথ। অলঙ্কার শাস্ত্রে আমরা যে সকল রসবিচার শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতে হাস্যাদির সমস্ত ব্যাপার অবগত আছি। এক্ষণে মুখ্য ভক্তিরসের সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া বলুন।

গোস্বামী। শান্ত প্রভৃতি রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা বলিতেছি। শান্তরসের মিত্র দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুতরস। অদ্ভুতরস আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের মিত্র। শান্তরসের শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রস। দাস্যরসের মিত্র বীভৎস, শান্ত, ধর্ম্মবীর ও দানবীর রস; আর তাহার শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্ররস। সখ্যরসের মিত্র মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীররস। সখ্যরসের শত্রু বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। বৎসলরসের মিত্র হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস। বৎসলের শত্রু মধুর, যুদ্ধবীর, দাস্য ও রৌদ্ররস। মধুররসের মিত্র হাস্য ও সখ্যরস। মধুরের শত্রু বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানকরস। হাস্যরসের মিত্র বীভৎস, মধুর ও বৎনল-রস। হাস্যরসের শত্রু করুণ ও ভয়ানকরস। অদ্ভুতরসের মিত্র বীর শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। অদ্ভুতরসের শত্রু হাস্য, সখ্য ও দাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস। বীররসের মিত্র অদ্ভুতরস। বীররসের শত্রু ভয়ানক রস। কাহারও মতে শান্তও বীররসের শত্রু। করুণ-রসের মিত্র রৌদ্ররস ও বৎসল রস। করুণরসের শত্রু বীররস, হাস্যরস, সম্ভোগ নাম শৃঙ্গাররস ও অদ্ভুতরস। রৌদ্ররসের মিত্র করুণরস ও বীররস। রৌদ্ররসের শত্রু হাস্যরস, শৃঙ্গার রস ও ভয়ানক রস। ভয়ানক রসের মিত্র বীভৎস রস ও করুণরস। ভয়ানকরসের শত্রু বীররস,

শৃঙ্গাররস, হাস্যরস ও রৌদ্ররস। বীভৎস রসের মিত্র শান্তরস, হাস্যরস, ও দাস্যরস। বীভৎস রসের শত্রু শৃঙ্গাররস ও সখ্যরস। আর সকল পরস্পর তটস্থ।

ব্রজনাথ। পরস্পর মিলনের ফল ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। মিত্ররসের পরস্পর মিলনের রস অতিশয় আস্বাদনীয় হয়। অঙ্গাঙ্গীভাবে রস মিলন করাই ভাল। মুখ্য বা গৌণ হউক, অঙ্গীরসের মিত্ররসকে অঙ্গ করিবে।

ব্রজনাথ। অঙ্গী ও অঙ্গের ভেদ নিরূপণ করুন।

গোস্বামী। মুখ্য বা গৌণ হউক যে রস অন্য রসকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান হয় তাহাই অঙ্গী আর যে রস অঙ্গীনামক রসের পুষ্টি করে সে অঙ্গরূপে সঞ্চারীভাব গ্রহণ করে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন যথা,—

"রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ীশেষাঃ সঞ্চারিণোমতাঃ॥" (১)

ব্রজনাথ। গৌণরস কিরূপে অঙ্গী হইতে পারে?

গোস্বামী। শ্রীরূপ কহিয়াছেন,—(ভঃ রঃ সিঃ। উঃ ৮ ল: ৩৫-৩৮)

"প্রোদ্যন্ বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ।
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌণোপ্যঙ্গিত্বমশ্নুতে॥
মুখ্যস্বঙ্গত্বমাসাদ্য পুষ্ণন্নিন্দ্রমুপেন্দ্রবৎ।
গৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগূঢ়নিজবৈভবঃ॥
অনাদিবাসনোদ্ভাসবাসিতে ভক্তচেতসি।
ভাত্যেব ন তু লীনঃ স্যাদেষ সঞ্চারি গৌণবৎ॥

(১) একত্র সম্মিলিত রসসমূহের মধ্যে যাহার স্বরূপ অধিক হইবে সেই রসকে 'স্থায়ী' রস ও অবশিষ্ট রসসমূহকে 'সঞ্চারী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

অঙ্গী-মুখ্যঃ স্বমত্রাঙ্গৈর্ভাবৈস্তৈরভিবর্দ্ধয়ন্।
স্বজাতীয়ৈঃ বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ বিরাজতে॥
যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ভবেন্নিত্যনিজাশ্রয়ঃ।
অঙ্গী স এব তত্র স্যান্মুখ্যোঽপ্যন্যোঽঙ্গতাং ব্রজেৎ॥" (১)

আরও দেখ যদি অঙ্গীরসে অঙ্গরস অধিক আস্বাদের হেতু হয় তবেই সে অঙ্গ, নতুবা তাহার মিলন বিফল।

ব্রজনাথ। রসের সহিত শত্রু রস মিলিলে কি হয়?

গোস্বামী। সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যে ক্ষারাম্লাদি সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত রসাভাস বলা যায়।

ব্রজনাথ। রসবিরোধ কি কোন অবস্থায় ভাল নয়?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিতেছেন,—(ভঃ রঃ সিঃ। উঃ ৮লঃ ৪৩)

"দ্বয়োরেকতরস্যেহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে।
স্মর্য্যমাণতয়াপ্যুক্তৌ সাম্যেন বচনেঽপি চ।

(১) সঙ্কোচ ভাবপ্রাপ্ত নিজপ্রভু মুখ্যরসের দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া এবং বিভাবের উৎকর্ষ বশতঃ প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিমান হইয়া গৌণরসও অঙ্গিত্ব লাভ করেন। মুখ্যরস অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিজবৈভব গোপনপূর্ব্বক উপেন্দ্র অর্থাৎ বামন যেরূপ ইন্দ্রকে পোষণ করেন সেইরূপ অঙ্গিভাবপ্রাপ্ত গৌণরসকে পোষণ করিয়া থাকেন। ভক্তের অনাদি অপ্রাকৃত সেবাবাসনার শোভন গন্ধবিশিষ্টচিত্তে এই মুখ্যরস গৌণ সঞ্চারীর ন্যায় লীন হয় না অর্থাৎ গৌণরস যেরূপ ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হইয়া মুখ্য রসে লীন হয় সেইরূপ না হইয়া প্রকাশমান থাকেন। মুখ্য অঙ্গিরস অঙ্গস্বরূপ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাবসমূহদ্বারা আপনাকে পরিপুষ্ট করিয়া স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হন। যিনি যে মুখ্যরসের রসিক তিনি সেই স্বীয় রসেরই নিত্য আশ্রিত হন। সেই রসই তাঁহার সম্বন্ধে অঙ্গিরূপে প্রকাশমান হন। মুখ্য হইলেও অন্য রস-সমূহ সেই অঙ্গিরসের অঙ্গতা লাভ করেন।

বসান্তবেণ ব্যবধৌ তটস্থেন প্রিয়েণ বা।
বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতাসহ।
ইত্যাদিষু ন বৈবস্যং বৈবিণো জনয়েদ্যুতিঃ॥" (১)

আবও দেখ যুধিষ্ঠিবাদিতে দাস্য ও বাৎসল্য পৃথক্ পৃথক্ সময়ে প্রকাশ পায়। পবস্পব শত্রুবস যুগপৎ প্রকাশ পায না। আবাব অধিরূঢমহাভাবে বিরুদ্ধ ভাবসকলেব মিলন হইলে বিরুদ্ধ হয না। শ্রীরূপ আবও বলিযাছেন,—(ভঃ বঃ সিঃ। উঃ ৮লঃ। ৫৭)

"কাপ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ মহাপুরুষশেখবে।
বসাবলিসমাবেশঃ স্বাদায়ৈবোপজাযতে॥" (২)

ব্রজনাথ। আমি বিজ্ঞ বৈষ্ণবদিগেব নিকট শুনিয়াছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বসাভাসকে এতদূব অনাদব কবিতেন যে, তদ্দোষাক্রান্ত কোন গীত বা পদ্য শ্রবণ কবিতেন না। অদ্য বসাভাসের দোষ জানিতে পাবিলাম। এখন কৃপাপূর্ব্বক বসাভাসেব প্রকার সকল আমাদিগকে বলুন।

গোস্বামী। বস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে বসাভাস বলা যায। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে বসাভাসকে উপবস, অনুবস ও অপরস বলা যায়।

ব্রজনাথ। উপবস কি?

গোস্বামী। স্থায়ী, বিভাব, অনুভাবাদিদ্বাবা শান্তাদি দ্বাদশ বসই উপবস হয়। স্থায়ীবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপ্য, অনুভাববৈরূপ্য উপবসেব হেতু।

(১) দুইটীর মধ্যে একটীর বাধ্যত্বরূপে উপবর্ণন অর্থাৎ যুক্তিসম্বলিত বাক্যের দ্বারা একেব উৎকর্ষ বর্ণনে অন্যের নিকৃষ্টত্ব নিরূপণ, স্মরণের যোগ্যতারূপে উক্তি, সাম্যবচন, রসান্তর তটস্থ বা প্রিয়জনের দ্বারা ব্যবধান, গৌণশত্রুর সহিত বিষয় ও আশ্রয়-ভেদ প্রভৃতি স্থলে শত্রুর রসসমূহ মিলিত হইয়া বৈরস্য উৎপাদন করে না।

(২) কোন কোন স্থলে অচিন্ত্য মহাশক্তিযুক্ত মহাপুরুষশিরোমণিতে বিরুদ্ধ রস-সমূহের সমাবেশ আস্বাদন চমৎকারিতার জন্যই হইয়া থাকে।

ব্রজনাথ। অনুরস কাহাকে বলে ?

গোস্বামী। কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত হাস্যাদি রসসমূহ অনুরস হয়। তটস্থ ব্যক্তিতে বীরাদি রসের উদয়ও অনুরস।

ব্রজনাথ। যাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই সে সকল রসই নয়, জড়রস মধ্যে পরিগণিত। তবে অনুরসের সেরূপ লক্ষণ কেন হইল ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমত কক্খটী নৃত্যে গোপদিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয় তদ্রূপ। কোন প্রকার দূরসম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধে দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না—এস্থলে অনুরস।

ব্রজনাথ। অপরস কি ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি অপরস। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারম্বার হাস্য করিয়াছিল তাহা অপরস। শ্রীরূপ বলিয়াছেন— (ভঃ রঃ সিঃ। উঃ ৯ লঃ ২১)

"ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন।
অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ॥" (১)

এই সমস্ত শ্রবণপূর্ব্বক বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদ বচনের সহিত শ্রীগুরুর পাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

(১) ভাব সকলকে কেহ তদাভাস, কেহ কেহ বা রসাভাস বলিয়া থাকেন। কিন্তু রসাভিজ্ঞ পণ্ডিতসকল যাহা যাহা অপ্রাকৃত আনন্দপ্রদ সেই সকলকেই রস বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (১)

শ্রীগুরুগোস্বামী প্রেমানন্দের সহিত শিষ্যদ্বয়কে দুই হস্তে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সরল হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—তোমার রসতত্ত্বে স্ফূর্ত্তি হউক।

বিজয় ও ব্রজনাথ প্রতিদিন শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর সহিত পরমার্থের আলোচনা করেন। শ্রীগুরুগোস্বামীর চরণামৃত ও অধরামৃত গ্রহণ করেন। কোনদিন ভজনকুটীরে, কোনদিন শ্রীহরিদাসের সমাধিতে, কোনদিন শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে, কোনদিন সিদ্ধবকুলে বহু বহু শুদ্ধবৈষ্ণবের ভজন-মুদ্রা দর্শন করিয়া আপন আপন ভজনাভিনিবেশে মগ্ন থাকেন। 'স্তবাবলী' ও 'স্তবমালা' লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশের স্থানগুলি দর্শন করেন। যেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করেন, সেখানে নামকীর্ত্তনে যোগ দেন। এইরূপ করিতে করিতে বিজয় ও ব্রজনাথের ক্রমশঃ ভজনোন্নতি হইতে লাগিল। বিজয়কুমার মনে করিলেন যে, শ্রীগুরুগোস্বামী আমাদিগকে সংক্ষেপে মধুর রস বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঐ রসের বিশেষ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিব। ব্রজনাথ সখ্যরসে মগ্ন থাকুন। আমি একক মধুররসের সমস্ত তত্ত্ব লাভ করিব। এই মনে করিয়া তিনি শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর কৃপায় একখানি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ সংগ্রহ

---

(১) যিনি দিব্যজ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা জীবের (১) স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা, (২) জড়দেহে আমি-বুদ্ধি, (৩) বিপর্য্যাস বা জড় ভোক্তাভিমান, (৪) ভেদ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ, (৫) ভয় ও বিরূপগ্রহণ—এই পঞ্চবিধ অজ্ঞান ও তদুত্থিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ অজ্ঞানান্ধকার রাশিকে বিদূরিত করিয়া দিব্য হরিসেবোন্মুখ নেত্র উন্মীলিত করিয়াছেন সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।

করিলেন। সেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করেন।

একদিন বিজয় ও ব্রজনাথ অপরাহ্ণে সমুদ্রতীরে বসিয়া সমুদ্রের লহরী দেখিতে দেখিতে মনে করিলেন যে জীবনও উর্ম্মীময়। কখন কি ঘটে বলা যায় না। রাগমার্গের ভজনপদ্ধতি শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। ব্রজনাথ বলিলেন, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। বোধ হয়, কিছু গুরূপদেশ পাইলে তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে। ভাল, আমি ঐ পদ্ধতি নকল করিয়া লইব। এই কথা স্থির করিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্রের নিকট সেই পদ্ধতির প্রতিলিপি পাইবার প্রার্থনা করিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র বলিলেন, আমি ঐ পদ্ধতি দিতে পারিব না। শ্রীগুরুগোস্বামীর অনুমতি গ্রহণ করুন।

উভয়ে শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট সে বিষয় প্রস্তাব করিলে, তিনি বলিলেন,—ভাল, প্রতিলিপি লইয়া আমার নিকট আসিবে। সেই অনুমতিক্রমে বিজয় ও ব্রজনাথ উভয়ে পদ্ধতির প্রতিলিপি লইলেন। মনে করিলেন যে, অবকাশক্রমে শ্রীগুরুগোস্বামীর নিকট ঐ পদ্ধতি আলোচনা করিয়া বুঝিয়া লইব।

শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ হরিভজন-তন্ত্রে তাঁহার তুল্য পারদর্শী আর কেহ ছিল না। শ্রীগোপাল গুরুগোস্বামীর শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। বিজয় ও ব্রজনাথকে ভজনবিষয়ে পরম যোগ্য জ্ঞান করিয়া ভজনপদ্ধতির সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিজয় ও ব্রজনাথ মধ্যে মধ্যে গুরুগোস্বামীর শ্রীচরণ হইতে তৎসম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়া লইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈনন্দিন চরিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন লীলার পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া অষ্টকালীন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

সুন্দরাচলদর্শনে বিজয়ের ব্রজভাব স্ফূর্ত্তি—উজ্জ্বল রস সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা—স্ত্রী পুরুষগত জড়রস অপ্রাকৃত মধুররসের বিকৃতি—কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা—ভোক্তৃভোগ্যের রসগত ব্যবহার অত্যন্ত উপাদেয়—মধুররসের আলম্বন—কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তগণের রসতত্ত্বে অধিকার—রস কাহাকে বলে—শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্বের সম্বন্ধ—শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বাক্যের অর্থ—মধুররসে কৃষ্ণ পতি ও উপপতি-ভেদে দ্বিবিধ—পরকীয়ভাব বা উপপতি সম্বন্ধ জ্ঞানের নিগূঢ় তাৎপর্য্য—পরকীয়ভাবের শ্রেষ্ঠতা—পতি, উপপতি, স্বকীয়া ও পরকীয়ার লক্ষণ—পুরবনিতাগণ স্বকীয়া ও ব্রজবনিতাগণ পরকীয়া—কৃষ্ণবনিতাদিগের অপ্রকট লীলায় স্থিতি—প্রকট লীলায় প্রপঞ্চান্তর্গত মথুরাই অপ্রকট লীলায় গোলোক—কৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট লীলার যুগপৎ নিত্যত্ব—গোলোক দর্শনের অধিকারী—ঐশ্বর্য্যপর ভক্তগণ গোলোক দর্শনের অনধিকারী—গোলোক ও ব্রজের পার্থক্য—গোলোকে ভৌম-বৃন্দাবনগত মায়া প্রত্যায়িত অংশের অভাব।

শরৎকাল উপস্থিত। একদিন রাত্রি দশ দণ্ডের পর জ্যোৎস্না উদিত হইলে বিজয় মনে করিলেন, এই সময় আমি একবার শ্রদ্ধাবালি হইয়া সুন্দরাচল দর্শন করিব। বিজয় এখন শুদ্ধ মধুর রসে ভজন শিক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণের ব্রজলীলা ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। আবার ব্রজলীলার মধ্যে শ্রীগোপিকাগণের সহিত কৃষ্ণলীলায় তিনি সর্ব্বদা মগ্ন। শুনিয়াছেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুন্দরাচল দর্শনে ব্রজধামের স্ফূর্ত্তি হইত। তন্নিবন্ধন বিজয় একাই সুন্দরাচলের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। বলগণ্ডী পার হইয়া শ্রদ্ধাবালিতে চলিতে লাগিলেন। দুই

পার্শ্বের উপবনসকল দেখিয়া ক্রমশঃ বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। বিজয় প্রেমসাগরে মগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! আজ আমার কি সৌভাগ্য! আমি ব্রহ্মাদি দেবতার দুর্ল্লভ ব্রজপুরী দর্শন করিতেছি। ঐ যে কুঞ্জবন! মালতী লতাকীর্ণ মাধবী মণ্ডপে আমাদের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া শ্রীগোপিকাদিগের সহিত পরিহাস করিতেছেন। ভয়, সম্ভ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজয়কুমার ব্যাকুল হইয়া দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। যাইতে যাইতে বিজয়ের মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয় স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া গেলেন। মন্দ মন্দ সমীরণ আসিয়া বিজয়কে সেবা করিতে লাগিল। স্বল্পকালের মধ্যেই বিজয় সংজ্ঞালাভ করিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। আর সে লীলা দেখিতে না পাইয়া চিত্ত অবসন্ন হইতে লাগিল। বিজয় ক্রমে ক্রমে নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া শয়ন করিলেন।

ব্রজলীলা স্ফূর্ত্তি হওয়ায় বিজয়ের চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল। বিজয় মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি অদ্য যে রহস্য দেখিলাম, তাহা কল্য গুরুদেবকে বিজ্ঞাপন করিব। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আবার স্মরণ করিলেন যে, অপ্রাকৃত লীলারহস্য যিনি ভাগ্যক্রমে দেখিতে পান, তাহা কাহার ও নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। অনেক প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাবির্ভাব হইল। প্রাতে উঠিয়া তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। প্রসাদ পাইয়া কাশীমিশ্রভবনে গমনপূর্ব্বক গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম করিয়া বসিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, বিজয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনে একটু সুস্থির চিত্ত হইয়া মধুর রসের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিজয় কহিলেন,—প্রভো, আপনার অসীম কৃপাবলে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এখন শ্রীউজ্জ্বলরস সম্বন্ধে কিছু নিগূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে

ইচ্ছা করি। আমি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি পাঠ করিতে করিতে কোন কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। গুরুদেব তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—শ্রীবাবা তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব।

বিজয়কুমার কহিতেছেন,—প্রভো, মধুর রসকে মুখ্যরসের মধ্যে অতি রহস্যোৎপাদক রস বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। কেনই না বলা হইবে? যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে নিত্য আছে এবং সেই সেই রসে আর যে কিছু চমৎকারিতার অভাব আছে, তাহাও মধুর রসে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে মধুর রস সর্ব্বোপরি ইহাতে আর সন্দেহ কি? মধুররস নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তি-দিগের শুষ্কতানিবন্ধন তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আবার জড়-প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্ম দুরূহ হয়। ব্রজের মধুর রস যখন জড়ধর্ম্মের শৃঙ্গার রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, তখন সহসা তাহা সাধ্য নয়। এবম্ভূত অপূর্ব্ব রস কিরূপে অত্যন্ত হেয়, স্ত্রীপুরুষগত জড় রসের সদৃশ হইয়াছে?

গোস্বামী। বাবা বিজয়, জড়ের যত বিচিত্রতা সে সমুদয়ই যে চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন তাহা তুমি ভালরূপে জান। জড় জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলন। ইহাতে গূঢ়তত্ত্ব এই যে, প্রতিফলিত প্রতীতি স্বভাবতঃ বিপর্য্যয়ধর্ম্ম-প্রাপ্ত অর্থাৎ আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম। আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়ভাব বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরম বস্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় প্রতিফলিত হইয়া জড়সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং পরম বস্তুর ধর্ম্মগুলি জড়ে বিপর্য্যস্তভাবে লক্ষিত হয়। পরম বস্তুগত রস সেইরূপে

জড়ের হেয় রসে বিপর্য্যস্তধর্ম্মপ্রাপ্ত। পরম বস্তুতে যে অপূর্ব্ব অদ্ভুত-বিচিত্রতাগত সুখ আছে, তাহাই পরম বস্তুর রস। সেই রস জড়ে প্রতিফলিত হওয়ায় জড়বদ্ধজীব চিন্তাক্রমে একটী ঔপাধিক তত্ত্ব কল্পনা করে। নিবৃত্ত নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মকেই পরম বস্তুর সহিত ঐক্য করিয়া সমস্ত বিচিত্রতাকে জড়ধর্ম্ম মনে করিয়া নিরুপাধিক সত্ত্বা ও সত্ত্বাধর্ম্মকে জানিতে পারে না। যাঁহারা যুক্তিকে আশ্রয় করে তাঁহাদের এইরূপ গতি সহজে হয়। বস্তুতঃ পরম বস্তু রসরূপ তত্ত্ব। সুতরাং তাহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। জড়রসেও সেই সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত হওয়ায়, জড়রসের বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় রসের অনুভব হয়। চিদ্বস্তুতে যে রসবিচিত্রতা আছে তাহা এইরূপে সমাহিত। চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্ত ধর্ম্মগত শান্ত রস। তাহার উপরে দাস্যরস, তাহার উপরে সখ্য রস, তাহার উপরে বাৎসল্য রস, সর্ব্বোপরি মধুর রস। জড়ে মধুর রস বিপর্য্যস্ত হইয়া সকলের নীচে অবস্থিত। তাহার উপর বৎসল রস, তাহার উপর সখ্য রস, তাহার উপর দাস্য রস এবং সর্ব্বোপরি শান্ত রস। জড়ধর্ম্মের স্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহারা ভাবনা করে তাহারা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া মধুররসকে হীন মনে করে। মধুর রসের যে স্থিতি ও ক্রিয়া তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাকর। চিজ্জগতে ঐ সকল শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্য্যপরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধ শক্তির পুরুষপ্রকৃতিভাবে সম্মিলন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ত্বমূলক। জড়-জগতের যে জড়প্রত্যয়িত ব্যবহার তাহাই লজ্জাকর। বিশেষতঃ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্ত্বগণ ঐ রসে প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম্ম-বিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। তত্ত্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।

সুতরাং জীবের নিত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার যে অবশ্যই লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি? দেখ, আদর্শপ্রতিফলনবিচারে, জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষব্যবহারে এবং নির্ম্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। তথাপি একটী অত্যন্ত হেয় এবং অপরটী নিতান্ত উপাদেয়।

বিজয়। প্রভো, কৃতার্থ করিলেন। আপনার মধুমাখা সিদ্ধান্ত আমার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া সংশয় বিনাশ করিল। আমি চিজ্জগতের মধুর রসের স্থিতি বুঝিতে পারিলাম। আহা! 'মধুর রস'—এ শব্দটী যেরূপ মধুর, ইহার অপ্রাকৃত ভাবও তদ্রূপ পরমানন্দজনক, এমন মধুর রস থাকিতে যাহারা শান্তরসে সুখ পায়, তাঁহাদের ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে? প্রভো, আমি নিগূঢ় মধুররসের সংস্থাপন বুঝিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি! কৃপা করুন।

গুরুগোস্বামী। বাবা, শুন বলি। কৃষ্ণই মধুর রসের বিষয় এবং তাঁহার বল্লভাগণ ঐ রসের আশ্রয়, এতদুভয় মিলিয়া এ রসের আলম্বন হইয়াছেন।

বিজয়। মধুর রসের বিষয়—কৃষ্ণ কিরূপ?

গোস্বামী। আহা! বড়ই মধুর প্রশ্ন। নবজলধরবর্ণ, সুরম্য, মধুর সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, বলিষ্ঠ, নবযৌবন, সুবক্তা, প্রিয়ভাষী, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গম্ভীর, শ্রেষ্ঠ, কীর্ত্তিমান, রমণীজনমনোহারী, নিত্যনূতন, অতুল্যকেলি, সৌন্দর্য্যশালী, প্রিয়তম, বংশীবাদনশীল এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট পুরুষই—কৃষ্ণ; তাঁহার পদদ্যুতিসন্দর্শনে নিখিলকন্দর্পগরিমা দূর হয়। তাঁহার কটাক্ষ সকলেরই চিত্ত বিমোহিত করে। তিনিই যুবতীগণের ভাগ্যফলরূপ দিব্য লীলানিধি।

বিজয়। অপ্রাকৃত পরম বিচিত্র মধুররসে অপ্রাকৃতরূপগুণবিশিষ্ট

কৃষ্ণই একমাত্র নায়ক তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছি। পূর্ব্বে যখন আমরা বহুবিধ শাস্ত্র পড়িয়া কেবল যুক্তির মাহাত্ম্য স্বীকার করিতাম, তখন কৃষ্ণরূপটী গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়াও তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস হইত না। কিন্তু যখন হৃদয়ে রুচিমূলা ভক্তি কিছুমাত্র আপনার কৃপায় উদিত হইলেন, তখন হইতে আমি ভক্তিপূতচিত্তে অহরহ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছি। আমি ছাড়িলেও কৃষ্ণ আমার হৃদয় ছাড়েন না। আহা! কত কৃপা! আমি এখন জানিয়াছি যে,—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদিসত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

—(ভঃ রঃ সিঃ। দঃ ৫ল ৭৮।৭৯)

যাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মকে সর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন, সেই শুদ্ধ ভক্তগণই এ রস অনুভব করিতে পারেন। হৃদয়ে যাঁহাদের ভক্তিগন্ধ নাই অর্থাৎ হৃদয় জড়োদিতভাবে পরিপূর্ণ ও স্বভাবতঃ নিজ কুসংস্কারানুরূপ তর্কপ্রিয়, তাঁহারা কখনই এ রস অনুভব করিতে পারেন না। প্রভো, আমি অনুভব করিয়াছি যে মানবের ভাবনা পথ অতিক্রম করিয়া কোন চমৎকার ভাব, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদিত হন, তাহাই রস। রস জড় জগতে নাই—চিজ্জগতের বস্তু; জীবকে চিৎকণ বলিয়া জৈব সত্তায় উদিত হইতে স্বীকার করেন। ভক্তিসমাধিতে সেই রস লক্ষিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্বের ভেদ যাঁহার হৃদয়ে গুরুকৃপায় উদয় হয়, তাঁহার আর সংশয় থাকে না।

গোস্বামী। ভাল বিজয়, তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য। অনেক সংশয় দূর করিবার জন্য আমি তোমার বাক্যেই একটী পরমতত্ত্ব

স্থির করিয়া লইব। বল দেখি, শুদ্ধ সত্ত্ব ও মিশ্রতত্ত্বে পরস্পর সম্বন্ধ কি ?

বিজয়। শ্রীগুরুচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রভো, আপনার কৃপায় আমি যথাসাধ্য বলিতেছি। দোষ থাকিলে কৃপা করিয়া সংশোধন করিবেন। যাঁহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়, তাহাই সত্তা। স্থিতিসত্তা, রূপসত্তা, গুণসত্তা ও ক্রিয়াসত্তাবিশিষ্ট বস্তুকে সত্ত্ব বলা যায়। যে সত্তা অনাদি, অনন্ত, নিত্যনূতনরূপে বর্ত্তমান, ভূতভবিষ্যৎ-রূপ খণ্ডকালের দ্বারা দূষিত হন না এবং চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ, তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধচিৎশক্তিপ্রসূত সত্তা মাত্রই শুদ্ধসত্ত্ব। চিৎশক্তির ছায়া-রূপা মায়ায় কালের ভূতভবিষ্যৎ বিকার আছে। সেই মায়ায় যে সকল সত্ত্ব দেখা যায়, সকলই আদিবিশিষ্ট ; সুতরাং মায়ার রজধর্ম্মা-শ্রিত। সকলই অন্তবিশিষ্ট ; সুতরাং মায়ার তমোধর্ম্মাশ্রিত। এইরূপ সত্ত্বকে মিশ্রসত্ত্ব বলি। শুদ্ধজীবও—শুদ্ধসত্ত্ব। তাঁহার রূপ, গুণ ও ক্রিয়াও শুদ্ধসত্ত্বময়। মায়ায় শুদ্ধ জীব বদ্ধ হইলে পর মায়ার রজস্তম গুণদ্বয় তাহার সত্ত্বে মিশ্রিত হইয়াছে।

গোস্বামী। বাবা, অতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত বলিলে। এখন বল দেখি, জীবের হৃদয় কিরূপে শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয় ?

বিজয়। জড় জগতে বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের শুদ্ধসত্ত্ব পরিষ্কার-রূপে উদিত হয় না। যে পরিমাণে উদিত হয়, সেই পরিমাণে জীবের স্বস্বরূপ লাভ হয়। কোনও জ্ঞানচেষ্টায় বা জড় কর্ম্মচেষ্টায় সে ফল হয় না। অঙ্গে মল লাগিয়াছে, কোন্ অন্য মলদ্বারা সে মল পরিষ্কৃত হয় ? জড়কর্ম্ম নিজে মল, কিরূপে মল পরিষ্কার করিবে ? জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ, মল দূষিত সত্তায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্তা পর্য্যন্ত নাশ করিবে। কিরূপে মলপরিষ্কারজনিত সুখ দিতে পারে ? সুতরাং শুরু,

কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের কৃপামূলক ভক্তিতেই শুদ্ধসত্ত্ব উদিত হয়। তাহা উদিত হইলে শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জ্বল করে।

গোস্বামী। বাবা, তোমার মত অধিকারীকে উপদেশ দিয়া সুখ হয়। এখন তোমার আর কি জিজ্ঞাসা আছে?

বিজয়। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে নায়ক চারি প্রকার অর্থাৎ ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত। কৃষ্ণ কোন্ প্রকার নায়ক?

গোস্বামী। কৃষ্ণে উক্ত চারিপ্রকার নায়কত্ব আছে। যে কিছু কিছু বিরুদ্ধভাব নায়ক পরস্পরে দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণরূপ নায়কের নিখিল রসধারত্ব এবং অচিন্ত্যশক্তিমত্তাপ্রযুক্ত সমঞ্জসভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছানুগত কার্য্য করে। এই চারি প্রকার নায়কধৰ্ম্মবিশিষ্ট কৃষ্ণে আর একটী নিগূঢ় বৈচিত্র্য আছে, তাহা অসাধারণ অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞাতব্য।

বিজয়। যদি সকল বিষয়ে কৃপা করিলেন, তবে কৃপা করিয়া তাহাও বলিতে আজ্ঞা করুন। এই কথা বলিতে বলিতে বিজয় সাশ্রু-নয়নে পদতলে পতিত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বয়ং সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন।

গোস্বামী। মধুর রসে কৃষ্ণ (নায়কত্বে) পতি ও উপপতি-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। প্রভো, কৃষ্ণ আমাদের নিত্যপতি। পতি সম্বন্ধ বলিলেই হয়। তবে উপপতি সম্বন্ধ কেন?

গোস্বামী। বড় গূঢ় রহস্য। একে চিদ্ব্যাপার একটী রহস্যমণি, তাহাতে পারকীয় মধুর রস সেই মণির মধ্যে কৌস্তুভ বিশেষ।

বিজয়। মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে ভজন করেন। কৃষ্ণকে উপপতি জ্ঞান করায় গূঢ় তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। পরতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ ভাব যোজনা করিলে কোন রসই

থাকে না। রসো বৈ সঃ (ছাঃ ৮।১৩।১) (১) ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে। তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্ব্বিশেষ ভাব অনুপাদেয়, সবিশেষ ভাব যত প্রকার হয়, ততই রসের বিকাশ। রসকে মুখ্যতত্ত্ব মনে করিবে। নির্ব্বিশেষ ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বর সবিশেষ ভাবের উৎকর্ষ হয়। শান্তরসের ঈশ্বরভাবাপেক্ষা দাস্যরসের প্রভুভাব উৎকৃষ্ট। সখ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক উৎকর্ষ। মধুর রসে বাৎসল্য অপেক্ষা উৎকর্ষ যেমত ঐ সকল রসে পর পর উৎকর্ষ দেখা যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় মধুর রস অধিক উৎকৃষ্ট; আত্ম ও পর—এই দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম—আত্মারামতা; তাহাতে রসের পৃথক্ সহায় নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতা ধর্ম্ম নিত্য হইলেও পরারামতা-ধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম্ম সামঞ্জস্যময় পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণলীলার এক কেন্দ্রে আত্মারামতা। তদ্বিপরীত কেন্দ্রে পরারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পরকীয়তা। নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয় তাহাই পরকীয় রস। আত্মারামতা হইতে পরকীয় মধুর রস পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। আত্মারামতাবদিকে টানিলে রসের শুষ্কতা ক্রমশঃ হইয়া পড়ে। পরকীয়ের দিকে যত টানিতে পারা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যেস্থলে নায়ক, সেস্থলে পরকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরকীয়ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়। এই জন্যই পরকীয় পুরুষ ও পরোঢ়া রমণীর সংযোগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া কবিগণ স্থির করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, সামান্য অলঙ্কার শাস্ত্রে উপপতিতে যে লঘুত্ব নির্ণীত হয়, তাহা

(১) ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্ম সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত অবতারী কৃষ্ণের সম্বন্ধে কথিত হইতে পারে না।

বিজয়। পতি ও উপপতির লক্ষণ বলিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিলে চরিতার্থ হই। প্রথমে পতি-লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। যিনি কন্যার পাণি গ্রহণ করেন—তিনি পতি।

বিজয়। উপপতি ও পরকীয়ার লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। তদীয় প্রেমসর্ব্বস্বস্বরূপ পরকীয়া অবলা-সংগ্রহেচ্ছায় যিনি রাগের দ্বারা ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেন—তিনি উপপতি। যে স্ত্রী ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহবিধি হেলনপূর্ব্বক পর পুরুষে আত্মসমর্পণ করেন—তিনি পরকীয়া। কন্যা ও পরোঢ়া-ভেদে পরকীয়া দুই প্রকার।

বিজয়। স্বকীয়া-লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। পাণিগ্রহণ বিধিদ্বারা সংগৃহীত, পতির আদেশ প্রতি-পালনে তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম হইতে অবিচলিতা স্ত্রীই—স্বকীয়া।

বিজয়। শ্রীকৃষ্ণে স্বকীয়া ও পরকীয়া কাহারা ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ—স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই—পরকীয়া।

বিজয়। সেই দুইপ্রকার বনিতাদিগের অপ্রকট-লীলায় স্থিতি কিরূপ ?

গোস্বামী। বড় গূঢ় কথা। তুমি জান যে, কৃষ্ণের বিভূতি-চতুষ্পাদ। তন্মধ্যে চিজ্জগতে তিনপাদ বিভূতি এবং জড়জগতে একপাদ বিভূতি। একপাদ বিভূতিতে চৌদ্দভুবনাত্মক মায়িক বিশ্ব। মায়িক বিশ্ব এবং চিজ্জগতের মধ্যে বিরজা নদী। বিরজার পারে চিজ্জগৎ। সেই জগতের বেষ্টন-প্রাকারই ব্রহ্মধাম জ্যোতির্ম্ময়। তাহা ভেদ করিয়া গেলে পরব্যোম সংব্যোমরূপ বৈকুণ্ঠ দেখা যায়। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য প্রবল।

নারায়ণচন্দ্রই তথায় রাজরাজেশ্বর, অনন্ত চিদ্বিভূতিদ্বারা পরিসেবিত। বৈকুণ্ঠে ভগবানের স্বকীয় রস। শ্রী-ভূ-নীলা শক্তিগণ স্বকীয় স্ত্রীরূপে তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধদেশে গোলোক। বৈকুণ্ঠে স্বকীয়া পুরবনিতাগণ যথাস্থানে সেবা-তৎপর। গোলোকে ব্রজবনিতাগণ নিজরসে কৃষ্ণসেবা করেন।

বিজয়। গোলোকই যদি কৃষ্ণের সর্ব্বোচ্চধাম হয়, তবে ব্রজের এত অদ্ভুত মাহাত্ম্য কি জন্য বর্ণিত হয়?

গোস্বামী। ব্রজ, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান শ্রীমাথুরমণ্ডলের অন্তর্গত। মাথুরমণ্ডল ও গোলোক অভেদতত্ত্ব। একই বস্তু সর্ব্বোচ্চ স্থানস্থিত হইয়া গোলোকে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত হইয়া মাথুরমণ্ডল—যুগপৎ এই দুই স্বরূপে প্রসিদ্ধ।

বিজয়। কিরূপে একথা সম্ভব হয় তাহা বুঝিতে পারি না।

গোস্বামী। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে এইরূপ স্থিতি। অচিন্ত্যশক্তির বিষয়গুলি চিন্তা ও যুক্তির অতীত। যাহাকে গোলোক বলা যায়, তাহাই প্রকট-লীলায় প্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী মাথুরধাম, অপ্রকট-লীলায় গোলোক। কৃষ্ণের চিন্ময়ী লীলা নিত্য। যাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়বস্তু দর্শনে অধিকার হইয়াছে, তিনি গোলোক দর্শন করেন, এমত কি, এই গোকুলেই গোলোক দর্শন করেন। যাঁহার বুদ্ধি প্রপঞ্চপীড়ায় পীড়িত তিনি গোলোক দর্শন পান না। গোকুল গোলোক হইলেও গোকুলে প্রাপঞ্চিক বিশ্ব দর্শন করেন।

বিজয়। গোলোক দর্শনের অধিকার কিরূপ?

গোস্বামী। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে,—(ভাঃ ১০।২৮।১৪-১৫)

"ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস স্বং লোকং গোপানাং তমসঃ পরম্॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥" (১)

বাবা, কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত গোলোক দর্শন হয় না। কৃপা করিয়া কৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগকে গোলোক দেখাইয়াছিলেন। সেই গোলোক প্রকৃতির অতীত পরম ধাম বিশেষ; তাঁহাতে যে সকল বিচিত্রতা আছে তাহা নিত্যসত্য-স্বরূপ, অনন্ত চিদ্বিলাস। ব্রহ্ম যে চিন্ময় জ্যোতিঃ তাহাই সনাতনরূপে তথায় প্রভারূপে বর্ত্তমান। জড়নিবৃত্ত ভক্ত সকল সমাহিত অর্থাৎ জড় সম্বন্ধশূন্য হইলে সেই বিশেষ তত্ত্ব দেখিতে পান।

বিজয়। যত প্রকার মুক্ত পুরুষ আছেন তাঁহারা কি সকলেই গোলোক দর্শন করিতে সমর্থ?

গোস্বামী। কোটী কোটী মুক্তগণের মধ্যে একটী ভগদ্ভক্ত দুর্ল্লভ। অষ্টাঙ্গযোগপথে এবং নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানপথে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মধামেই আত্মবিস্মৃতি ভোগ করিতে থাকেন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যপর ভক্ত তাঁহারাও গোলোক দেখিতে পান না; তাঁহারা বৈকুণ্ঠে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের ভাবানুরূপ ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি সেবা করেন। যাঁহারা ব্রজরসে কৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অশেষ মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তিনিই গোলোক দেখিতে পান।

(১) গোপগণ নিত্যসিদ্ধ কিন্তু কৃষ্ণলীলার সহায়স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তাঁহাদের অনুগত সাধনসিদ্ধ গোপগণ পাছে এইরূপ মনে করেন যে, এই লোকে সকলেই অবিদ্যা কামকর্ম্মদ্বারা উচ্চাবচগতিতে যেরূপ ভ্রমণ করে—আমরাও তাহাই করিতেছি)—এই মনে করিয়া অচিন্ত্যবৈভবযুক্ত মহাকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপদিগকে প্রকৃতির পরতত্ত্বে যে গোপসম্বন্ধী স্বীয় লোক—গোলোক বিরাজমান, তাহা প্রদর্শন করাইলেন। সেই ধাম নিত্যসত্য ও সনাতন, অপরিচ্ছিন্ন জড়সম্বন্ধ-রহিত, সর্ব্বব্যাপক ও স্বপ্রকাশ। গুণাতীত অবস্থায় সমাহিত চিত্তে মুনিগণ (ভক্তগণ) সেই ধাম দর্শন করিয়া থাকেন।

বিজয়। ভাল, যদি এরূপ মুক্ত ভক্ত ব্যতীত গোলোকের দর্শন না পান, তবে শ্রীব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কেন গোলোক বর্ণন করিয়াছেন? ব্রজভজনেই কৃষ্ণ কৃপা হয়। গোলোকের উল্লেখ করার কি প্রযোজন হইয়াছিল?

গোস্বামী। প্রপঞ্চ হইতে যে ব্রজরসের রসিককে কৃষ্ণ উঠাইয়া গোলোকে লইয়া থাকেন, তিনি গোলোককে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পান। আবার বিশুদ্ধ ব্রজভক্তদিগের মধ্যে কিছু কিছু গোলোক দর্শন হয়। ভক্তগণ দুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধক। সাধকগণ গোলোক দর্শনের অধিকার পান নাই। সিদ্ধগণ আবার দুই প্রকার অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধ ও স্বরূপসিদ্ধ। তাঁহারাই বস্তুসিদ্ধ ভক্ত, যাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় সাক্ষাৎ গোলোকে নীত হন। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণ গোলোকের স্বরূপ দেখিতেছেন, অথচ স্বয়ং প্রপঞ্চ হইতে কৃষ্ণকৃপাক্রমে গোলোকে নীত হন নাই। কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের ভক্তিচক্ষু ক্রমশঃ উন্মীলিত হইতেছে, সুতরাং তাঁহাদের অধিকার বহুবিধ। কেহ অল্প দেখিতেছেন, কেহ কিছু অধিক, কেহ কেহ বা অধিক পরিমাণে দেখিতে পান। যাঁহার প্রতি কৃষ্ণকৃপা যে পরিমাণে হইতেছে, তিনি সেই পরিমাণে গোলোক দর্শন করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত ভক্তির সাধনাবস্থা সে পর্য্যন্ত গোকুলে যাহা দর্শন হইতেছে, তাহাই কিঞ্চিৎ মায়িকভাবে উদিত হয়। সাধনাবস্থা ছাড়িয়া ভাবাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই কিয়ৎপরিমাণে গোলোক দর্শন হইতে থাকে। প্রেমাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দর্শন হয়।

বিজয়। প্রভো, গোলোকে ও ব্রজে কি কি বিষয়ে ভেদ আছে?

গোস্বামী। ব্রজে যাহা দেখিতে পাও, সমস্তই গোলোকে আছে। দর্শকগণের নিষ্ঠাভেদে সেই সেই বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্ন দর্শন হয়। বস্তুতঃ গোলোকে ও বৃন্দাবনে ভেদ নাই। দর্শকের চক্ষুভেদে দৃশ্যভেদ মাত্র।

অত্যন্ত তমোগুণী ব্যক্তি ব্রজে সমস্তই জড়ময় বলিয়া দেখেন। রজোগুণী ব্যক্তিগণ তদপেক্ষা কিছু শুভ দর্শন করেন। সত্ত্বানুগামী ব্যক্তিগণ, যতদূর দর্শনশক্তি হইয়াছে ততদূর শুদ্ধসত্ত্বের দর্শন করেন। সকল মানুষেরই অধিকার পৃথক্, সুতরাং দর্শন পৃথক্।

বিজয়। প্রভো, একটু একটু অনুভব হয় কিন্তু দুই একটী উদাহরণ দিয়া বলুন। জড় জগতের বিষয়সকল চিজ্জগতের বিষয়ের সম্পূর্ণ উদাহরণ হইতে পারে না বটে, তথাপি একদেশীয় ইঙ্গিত পাইলে অনেকটা সর্ব্বদেশীয় অনুভূতি উদয় হয়।

গোস্বামী। বড় কঠিন কথা। রহস্যানুভূতি প্রকাশ করা নিষেধ। কৃষ্ণকৃপায় তুমি যাহা দেখিতে পাইবে তাহা সর্ব্বদা গোপন রাখিবে। আমি তোমাকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ যতদূর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলিব। অধিক যাহা আছে, তুমি অচিরে কৃষ্ণকৃপায় দেখিতে পাইবে। গোলোকে শুদ্ধ চিৎ-প্রতীতি। তথায় জড় প্রতীতি মাত্র নাই। রসপুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যে সকল বিচিত্র ভাব উদয় করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে অভিমান বলিয়া একটী সত্তা আছে। গোলোকে কৃষ্ণ অনাদি, জন্মরহিত। তথাপি তথায় নন্দযশোদারূপ লীলাসহায় সত্ত্বসকল, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব অভিমানদ্বারা বৎসলরসকে মূর্ত্তিমান করিয়াছেন। শৃঙ্গার রসে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাদি বিচিত্রতা অভিমানরূপে বর্ত্তমান। আবার পরকীয় ভাবে শুদ্ধস্বকীয়ত্ব সত্ত্বেও পরকীয় অভিমান এবং ঔপপত্য অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। দেখ ব্রজে সেই সেই অভিমান মায়া-প্রত্যয়িত স্থূল হইয়া লক্ষিত হইতেছে। যশোদার প্রসব, কৃষ্ণের সূতিকাগৃহ, অভিমন্যু গোবর্দ্ধনাদির সহিত নিত্য সিদ্ধাদিগের উদ্বাহমূলক পরকীয় অভিমান অত্যন্ত স্থূলরূপে লক্ষিত হয়। এসমস্তই যোগমায়াকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অতি সূক্ষ্ম মূলতত্ত্বে সংযোজিত, কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং

গোলোকের সম্পূর্ণ অনুরূপ। কেবল দ্রষ্টাগণের প্রপঞ্চবাধা অনুসারে দর্শনভেদ মাত্র।

বিজয়। তবে কি অষ্টকালীন লীলায় যথাযথ শোধিত করিয়া বিষয়গুলিকে ভাবনা করিতে হইবে?

গোস্বামী। তাহা নয়। ব্রজলীলায় যাহার যেরূপ দর্শন হইতেছে, তিনি সেইরূপে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিবেন। ভজনবলে যেরূপ কৃষ্ণকৃপা উদিত হইবে সেইরূপ সেইরূপ স্ফূর্ত্তি আপনা হইতেই হইতে থাকিবে। নিজের চেষ্টায় লীলার ভাব শোধনের প্রয়োজন নাই।

বিজয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" (১) এই ন্যায়ানুসারে সাধনকালে যেরূপ ধ্যান থাকিবে, সিদ্ধিকালেও সেইরূপ লাভ হইবে, সুতরাং শোধিত নির্ম্মল গোলোকধ্যানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া অনুসন্ধান হয়।

গোস্বামী। সত্য বলিয়াছ। ব্রজে যে সমস্ত প্রতীতি, সে সকলই শুদ্ধতত্ত্বমূলক, কিছুই তদ্বিপরীত নয়। বিপরীতধর্ম্ম হইলে দোষ হইত। সাধনই শুদ্ধ হইলে সিদ্ধি হয়। সাধন ধ্যান যত শোধিত হয়, ততই সিদ্ধিসময়ের দর্শন হয়। সাধন কার্য্যটী সুন্দররূপে যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা কর। শোধন করিবার চেষ্টা করিও না। শোধন করা তোমার ক্ষমতার অতীত। অচিন্ত্যশক্তিময় কৃষ্ণই তাহা করিবেন। নিজে করিতে গেলেই বহির্ম্মুখ জ্ঞানকণ্টক প্রবেশ করিবে। কৃষ্ণ কৃপা করিলে আর সেরূপ মন্দ ফল হইবে না।

বিজয়। আজ আমি ধন্য হইলাম। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। পুরবনিতাগণের কি বৈকুণ্ঠে আশ্রয়, না গোলোকেও তাঁহাদের আশ্রয় আছে?

গোস্বামী। চিজ্জগতের বৈকুণ্ঠে অশেষ আনন্দ লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ

অপেক্ষা আর উচ্চতর প্রাপ্তি নাই। তথায় দ্বারকা প্রভৃতি পুরসকল বর্ত্তমান। পুরবনিতা সকলেই স্বীয় স্বীয় পুরপ্রকোষ্ঠে সেবা করেন। ব্রজরমণী ব্যতীত মধুররসে আর কাহারও গোলোকে স্থিতি নাই। ব্রজে যে যে প্রকার লীলাপ্রকরণ, সেই সমস্ত প্রকারই গোলোকে আছে। গোলোকান্তর্গত মাথুরপুরলীলায় রুক্মিণীর স্বকীয় রস গোপালতাপনীতে দেখা যায়।

বিজয়। প্রভো, পরকীয় রস ব্যাপার যেরূপ ব্রজে দেখিতেছি সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কি গোলোকে আছে?

গোস্বামী। আনুপূর্ব্বিক সে সকলই আছে, কেবল মায়াপ্রত্যয়িত অংশ নাই। তাহা না থাকিলেও সে প্রত্যয়ের একটী একটী চিন্ময় বিশুদ্ধ মূল আছে। তাহা আমি আর আমি বলিতে পারিব না। তুমি ভজন-বলে জানিতে পারিবে।

বিজয়। প্রপঞ্চ জগতে যাহা আছে তাহা মহাপ্রলয়ে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং ব্রজলীলার সাম্প্রতভাব কিরূপে নিত্য হয়?

গোস্বামী। ব্রজলীলা দুই প্রকারে নিত্য। সাম্প্রত-প্রতীতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলায় কোথাও হইতেছে বলিয়া চক্রবৎ বর্ত্তমান। সেইরূপ সমস্ত প্রকটলীলার নিত্যতা। অপ্রকট অবস্থায় সমস্ত লীলাই নিত্য বর্ত্তমান।

বিজয়। যদি প্রকটলীলা সকল ব্রহ্মাণ্ডে হয় তবে কি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একটী ব্রজধাম আছে?

গোস্বামী। হাঁ আছে। গোলোক স্ব-প্রকাশ বস্তু। সকল ব্রহ্মাণ্ডেই লীলাধামরূপে বর্ত্তমান। আবার সকল ভক্তহৃদয়ে গোলোক প্রকটিত।

বিজয়। যে ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট, তথাকার মাথুরমণ্ডল কেন প্রকট থাকেন?

গোস্বামী। সেই স্থানে অপ্রকট লীলা নিত্য বর্ত্তমান তত্রস্থ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া ধাম বর্ত্তমান থাকে।

সেদিন সেই পর্য্যন্ত কথা হইল। বিজয়কুমার অষ্টকালীয় সেবা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন।

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

বিজয়কুমারের কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি তথা স্বকীয়া ও পরকীয়া বিষয়ে সন্দেহ—স্বপ্নাবস্থায় শুকদেবকর্ত্তৃক বিজয়কুমারের সন্দেহ ভঞ্জন—বিজয়কুমারের শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নায়কত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন—ধীরোদাত্তানুকূল—ধীরললিতানুকূল—ধীরশান্তানুকূল—দক্ষিণ—শঠ—ধৃষ্ট—নায়কের সংখ্যা—নায়কের পঞ্চপ্রকার সহায়—চেট—বিট—বিদূষক—পীঠমর্দ্দক—প্রিয়নর্ম্ম সখা—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী-ভেদে দুই প্রকার দূতী—গোপীভাব—পুরুষে পরোঢ়া অভিমানের আরোপ—পরোঢ়ার মহিমা—সাধনপরা দেবী ও নিত্যপ্রিয়া-ভেদে ব্রজসুন্দরীগণ ত্রিবিধা—যৌথিকী ও অযৌথিকী—কামগায়ত্রীর নিত্যতা—উপনিষদাদির ব্রজে জন্মলাভ—নিত্য প্রিয়াগণের নিত্য পারকীয়ভাব—নিত্যপ্রিয়াদিগের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব—নিত্যপ্রিয়াগণের নাম ও পরস্পর সম্বন্ধ—শ্রীমদ্ভাগবতে গোপিকাগণের নামোল্লেখ না থাকার কারণ—

বিজয়কুমার প্রসাদ পাইয়া রাত্রে শয়ন করিলেন। ব্রজনাথ আপন ভজন সমাপ্ত করিয়া হরিনামের মালা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। বিজয়কুমারের নিদ্রা নাই। তিনি পূর্ব্বে জানিতেন যে, গোলোক একটী পৃথক্ স্থান। এখন জানিতে পারিয়াছেন যে গোলোক ও গোকুল অভেদ। গোলোকেও পরকীয়রসের মূল আছে; কিন্তু কিরূপে কৃষ্ণ উপপতি হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে একটী চিন্তা উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ পরম পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। শক্তিকে পৃথক্ করিলেও শক্তিকে

কিরূপে পরোঢ়া ও কৃষ্ণকে উপপতি বলা যায় ? একবার মনে করিলেন, কল্য প্রভুপাদে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লইব, আবার মনে করিলেন, গোলোকের বিষয় আর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করা ভাল নয়। তথাপি সন্দেহ দূর করা আবশ্যক। এই প্রকার কঠিন চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা উপস্থিত হইল। বিজয় গাঢ় নিদ্রাকালে স্বীয় বিচার্য্য বিষয় স্বীয় গুরুদেবকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বপ্নেই গুরুদেব, সেই সন্দেহ মিটাইয়া দিলেন। গুরুদেব বলিলেন,—বাবা বিজয়, কৃষ্ণের ইচ্ছা নিরঙ্কুশ। তাঁহার নিত্য ইচ্ছা এই যে, স্বকীয় ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া মাধুর্য্য প্রকাশ করেন। তখন আপনি স্বীয় শক্তিকে পৃথক্ সত্তা দেন। তন্নিবন্ধন কোটী কোটী ললনা রূপধারণ করতঃ শক্তি সেবা করিতে যত্ন করেন। কৃষ্ণ আবার শক্তির ঐশ্বর্য্যগত সেবাকে আদর না করিয়া, সেই শক্তির কোন বিচিত্রপ্রভাবদ্বারা ললনাগণকে পৃথক্ গৃহস্থ অভিমান প্রদান করেন। স্বয়ংও সেইরূপ একপ্রকার উপপতিসম্বন্ধ ধারণ করেন। নিজের আত্মারামধর্ম্মকে পরকীয় রসের লোভে উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই সকল পরোঢ়ামানিনীদিগের সহিত রাসাদি বিচিত্রলীলা করেন। বংশী ঐ সকল কার্য্যে প্রিয় সখী হন। এই সকল লক্ষণদ্বারা গোলোকে নিত্য পরকীয়ভাব সিদ্ধ হয়। এই জন্যই গোলোকের লীলাবনসকল এবং কেলি বৃন্দাবনাদি নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে যে রাসমণ্ডপ, যমুনা নদী, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি লীলাস্থান সে সমস্তই গোলোকে আছে। গোলোকের স্বকীয়ত্ব ও দাম্পত্য এইরূপেই বর্ত্তমান। শুদ্ধস্বকীয়ত্ব বৈকুণ্ঠে বিরাজমান। স্বকীয়ত্ব পরকীয়ত্ব অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে গোলোকে লক্ষিত হয়। আবার দেখ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রজে পরকীয়ভাব স্থূল হইয়া পরদার ঘটনার ন্যায় দেখা গেলেও তাহাতে পরদারত্ব নাই। কেননা কৃষ্ণশক্তিগণ কৃষ্ণের নিজশক্তি। অনাদি কাল হইতে তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সংযোগ থাকায় স্বকীয়ত্ব ও

দাম্পত্যই সিদ্ধ হয়। অভিমন্যাদি কেবল তত্তদভিমানের অবতার বিশেষ; কৃষ্ণের লীলাপুষ্টির জন্য পতি হইয়া কৃষ্ণকে উপপতি ভাবে ব্রজরসের নেতা করিয়াছেন। প্রপঞ্চাতীত গোলোকে অভিমান মাত্রেই রসের সম্পূর্ণ পুষ্টি হয়। প্রপঞ্চান্তর্গত গোকুলে বিবাহধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মলঙ্ঘন প্রতীতির জন্য পৃথক্ সত্ত্বরূপে তত্তদভিমানের প্রকটতা যোগমায়াকর্ত্তৃক সিদ্ধ।

স্বপ্নে এই তত্ত্বের পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়া বিজয়কুমারের সমস্ত সংশয় দূর হইল। প্রপঞ্চাতীত গোলোকেই যে ভৌমগোকুল ইহা প্রত্যয় হইল। ব্রজরসের পরমানন্দ তাদাত্ম্যস্বরূপতা হৃদয়ে উদিত হইল। অষ্টকালীন ব্রজের নিত্যলীলায় দৃঢ়তা জন্মিল। তখন প্রাতে উঠিয়া মনে করিলেন যে, গুরুদেব আমায় অসীম কৃপা করেন। এখন রসের উপকরণগুলি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণপূর্ব্বক ভজনে নিষ্ঠা লাভ করি।

প্রসাদ পাইয়া বিজয়কুমার উপযুক্ত সময়ে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে পড়িয়া অনেক প্রেমক্রন্দন করিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন,—বাবা, তোমাতে যথার্থ কৃষ্ণকৃপা হইয়াছে। 'তোমাকে দেখিলে আমি ধন্য হই'—বলিতে বলিতে গুরুদেবের প্রেমাবেশ হইতে লাগিল। বিজয়কে কোলে করিয়া 'প্রেমবিবর্ত্তের' এই পদ্যটী গান করিতে লাগিলেন—

'প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ যারে কৃপা করে।
সেই জন ধন্য এই সংসার ভিতরে॥
গোলোকের পরমভাব তার চিত্তে স্ফুরে।
গোকুলে গোলোক পায় মায়া পড়ে দূরে॥'

অনেকক্ষণ এই পদ গান করিতে করিতে গুরুদেবের বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। বিজয় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন।

বিজয়। প্রভো, আমি কৃষ্ণকৃপা জানিনা। আপনার কৃপাই আমার সাফল্যপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া জানি। গোলোকানুভূতির চেষ্টা পরিত্যাগ

করিয়া আমি ব্রজানুভূতি লইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এখন ব্রজের রস-বৈচিত্র্য ভাল করিয়া জানিয়া লইব। প্রকৃত বিষয়ে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম। গুরো, যে সকল গোকুলকন্যা কৃষ্ণে পতিভাব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কি স্বকীয়া বলা যায়?

গোস্বামী। যে সকল গোকুলকন্যা কৃষ্ণে পতিভাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পতিভাবনিষ্ঠত্বপ্রযুক্ত তাৎকালিক স্বকীয়ত্ব হইয়াছিল। কিন্তু গোকুলবনিতাগণ স্বরূপতঃ পরকীয়া, তাঁহাদের স্বকীয়ত্ব-স্বভাব না হইলেও গন্ধর্ব্ববিবাহ-রীতিক্রমে তাঁহারা স্বীকৃত হওয়ায় স্বকীয়ত্ব (সাম্প্রত অবস্থায়) অর্থাৎ গোকুললীলায় সিদ্ধ হইয়াছিল।

বিজয়। প্রভো, ক্রমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির ক্রম ধরিয়া সকল কথা বুঝিব। নায়ক সম্বন্ধে সকল কথা বুঝিয়া লই। নায়ক অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে অনুকূল কি প্রকার?

গোস্বামী। যিনি অন্যললনাস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক এক নায়িকায় অতিশয় আসক্ত, তিনি অনুকূল নায়ক। সীতার প্রতি রামের সেই প্রকার ভাব ছিল, রাধিকায় কৃষ্ণের সেইরূপ অনুকূল ভাব।

বিজয়। ধীরোদাত্তাদি চারি প্রকার নায়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অনুকূলাদি ভাবের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া ধীরোদাত্তানুকূল নায়কের লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। ধীরোদাত্তানুকূল নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব্বী ও উদারচিত্ত হইয়াও তত্তৎ গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় নায়িকার অভিসরণ করেন।

বিজয়। ধীরললিতানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা, নিশ্চিন্ততাদি,

ধীরললিতের গুণ। তাহাতে অবিচ্ছেদ বিহার-লক্ষণ সংযুক্তি হইলে ধীরললিতানুকূল নায়ক হয়।

বিজয়। ধীরশান্তানুকূল নায়ক কি প্রকার?

গোস্বামী। শান্তপ্রকৃতি, সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিবেকাদি গুণযুক্ত-নায়ক ধীরশান্তানুকূল।

বিজয়। ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক কিরূপ?

গোস্বামী। মৎসর, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধান্বিত এবং আত্মশ্লাঘী নায়ক অনুকূল হইলে ধীরোদ্ধতানুকূল নায়ক হন।

বিজয়। নায়ক কি প্রকারে দক্ষিণ হন?

গোস্বামী। 'দক্ষিণ' শব্দের অর্থ সরল। পূর্ব্বনায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেমদাক্ষিণ্য অপরিত্যাগে অন্য নায়িকার প্রতি যিনি চিত্ত সংলগ্ন করেন তিনি দক্ষিণ নায়ক। অনেক নায়কাতে তুল্যভাব রাখিলেও দক্ষিণ নায়ক বলা যায়।

বিজয়। শঠ কিরূপ?

গোস্বামী। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়াচরণ এবং অন্যত্র বিপ্রিয়াচরণ করিয়া নিগূঢ় অপরাধ করেন তিনি শঠ।

বিজয়। ধৃষ্ট লক্ষণ কি?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অভিব্যক্ত থাকিলেও যিনি নির্ভয়রূপে মিথ্যাবচনে দক্ষ, তিনি ধৃষ্ট।

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়ক কত প্রকার হয়?

গোস্বামী। আমাদের কৃষ্ণ বৈ আর কেহ নায়ক নাই। সেই কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। সেই কৃষ্ণ পতিত্ব ও উপপতিত্ব-ভেদে দুই প্রকার বলিয়া ছয় প্রকার হয়। ধীরোদাত্তাদি চারিপ্রকার-ভেদে চব্বিশ প্রকার। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট-ভেদে

চব্বিশকে চতুর্গুণ করিয়া ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক হন। এখন বুঝিতে হইবে যে, স্বকীয় রসে চব্বিশ প্রকার এবং পরকীয় রসে চব্বিশ প্রকার নায়ক। স্বকীয় রসের সঙ্কোচভাব এবং পরকীয় রসের প্রাধান্য প্রযুক্ত ব্রজরসলীলায় পরকীয়রসের চব্বিশ প্রকার নায়কত্ব শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বর্ত্তমান। লীলার যে প্রকারে ও যে অংশে যে প্রকার নায়কত্বের প্রয়োজন সেই প্রকারের নায়ক অনুভূত হন।

বিজয়। প্রভো, আমি নায়ক ও নায়কের গুণবিচিত্রতা অনুভব করিতে পারিতেছি। এখন নায়কের সহায় কত প্রকার তাহা জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। নায়কের পঞ্চপ্রকার সহায়। চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দক ও প্রিয়নর্ম্মসখা—এই পাঁচপ্রকার। তাঁহাদের সকলেরই নর্ম্ম-বাক্য প্রয়োগে নিপুণতা, সদা গাঢ় অনুরাগিতা, দেশকালজ্ঞতা, দক্ষতা, গোপী রুষ্ট হইলে তাঁহাকে প্রসন্ন করা এবং নিগূঢ় মন্ত্রণা দেওয়াই গুণগণ।

বিজয়। চেট কাহাকে বলি ?

গোস্বামী। সন্ধানচতুর গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্‌ভবুদ্ধিবিশিষ্ট ভঙ্গুর ভৃঙ্গরাদি গোকুলে কৃষ্ণের চেট কার্য্য করেন।

বিজয়। বিট কাহাকে বলি ?

গোস্বামী। বেশ রচনাদি কার্য্যে পরিপাটী, ধূর্ত্ত, কথোপকথনে পরিপাটী, বশীকরণাদিক্রিয়াপটু, কড়ার ও ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের বিট।

বিজয়। বিদূষক কাহাকে বলেন ?

গোস্বামী। ভোজনপ্রিয়, কলহপ্রিয়, অঙ্গবিকৃতি ও বাক্‌চাতুরী ও বেশদ্বারা হাস্যকারী; বসন্তাদি গোপ ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি কৃষ্ণের বিদূষক।

বিজয়। কে কে পীঠমর্দ্দ।

গোস্বামী। নায়কের ন্যায় গুণবান্ হইয়াও নায়কের অনুবৃত্তিকারী শ্রীদামই কৃষ্ণের পীঠমর্দ্দ।

বিজয়। প্রিয়নর্ম্মসখার লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞ, সখীভাবাশ্রিত সুবল ও অর্জ্জুনাদি কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা। সুতরাং তাঁহারা অন্য সকল প্রণয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ ও প্রিয়নর্ম্মসখা, এই পাঁচের মধ্যে চেটগণের দাস্যরস, পীঠমর্দ্দের বীররস, অন্য সকলের সখ্যরস। চেটগণ কিঙ্কর, আর চারিজন সখা।

বিজয়। সহায়গণের মধ্যে কি স্ত্রীলোক নাই ?

গোস্বামী। হাঁ আছেন। তাঁহারা দূতী।

বিজয়। দূতী কয় প্রকার ?

গোস্বামী। দূতী দুই প্রকার, স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী। কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি স্বয়ংদূতী।

বিজয়। আহা! আপ্তদূতী কাহারা ?

গোস্বামী। প্রগল্‌ভ-বচনচতুরা 'বীরা' এবং চাটু-উক্তিচতুরা 'বৃন্দা' এই দুই জন কৃষ্ণের আপ্তদূতী। স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী ইঁহারা অসাধারণী। ইঁহারা ব্যতীত লিঙ্গিনী, দৈবজ্ঞা ও শিল্পকারিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের অনেক সাধরণী দূতী আছেন। তাঁহাদের কথা নায়িকা দূতী-বিচারে বলিলেই সুষ্ঠু হয়।

বিজয়। আমি শ্রীকৃষ্ণরূপ নায়কের ভাব, গুণ ইত্যাদি অনুভব করিয়াছি। ইহাও জানিয়াছি যে কৃষ্ণ, পতি ও উপপতিভাবে নিত্য-লীলা করেন। পতিভাবে দ্বারকাপুরে এবং উপপতিভাবে ব্রজপুরে লীলা করেন। আমাদের কৃষ্ণ উপপতি, অতএব ব্রজের রমণীগণের বিবরণ জানাই আবশ্যক।

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে সকল ব্রজবাসিনী ললনা, তাঁহারা প্রায়ই পরকীয়া; কেননা পরকীয়া ব্যতীত মধুররসের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিকাশ হয় না। সম্বন্ধযোগে পুরবনিতাদিগের রস কুণ্ঠিত। শুদ্ধ কাম-যোগে ব্রজবাসিনীদিগের রস অকুণ্ঠ এবং কৃষ্ণের অধিক সুখ বিধান করে।

বিজয়। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

গোস্বামী। শৃঙ্গার রসজ্ঞ রুদ্র বলেন, স্ত্রীলোকের বামতা ও দুর্ল্লভত্ব নিবন্ধন যে নিবারণাদি প্রতিবন্ধকতা, তাহাই কন্দর্পের পরম আয়ুধ-স্বরূপ। বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়াছেন যে, যে স্থলে নিষেধ বিশেষ আছে এবং মৃগাক্ষি ললনা দুল্লভ হইয়া পড়ে, সেই স্থলেই নাগরের হৃদয় বিশেষ আসক্ত হয়। দেখ, রাসলীলায় কৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও যতগুলি গোপী ততগুলি স্বরূপে তাঁহাদের সহিত লীলা করিয়াছিলেন; সাধক মাত্রেরই রাসলীলায় অনুগত হওয়া উচিত। ইহাতে একটী উপদেশ এই যে, সাধক যদি সুমঙ্গল পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ভক্তের ন্যায় সেই লীলায় প্রবেশ করিবেন। কৃষ্ণবৎ আচরণ করিবেন না। তাৎপর্য্য এই যে, গোপীভাবে গোপীর অনুগত হইবেন।

বিজয়। গোপীভাবটী একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। নন্দনন্দন কৃষ্ণ—গোপ। তিনি গোপী ব্যতীত কাহারও সহিত রমণ করেন না। গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণের ভজনসেবা করিয়াছেন, শৃঙ্গাররসাধিকারী সাধকও সেই ভাবে কৃষ্ণভজন করিবেন। আপনাকে ভাবনামার্গে ব্রজগোপী মনে করিয়া কোন সৌভাগ্যবতী ব্রজবাসিনীর পরিচারিকাবোধে তাঁহার নিদেশ মত রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন। আপনাকে 'পরোঢ়া' বলিয়া না জানিলে রসোদয় করিতে পারিবেন না। এই পরোঢ়াভিমানই—ব্রজগোপীত্ব ধর্ম্ম। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—(উজ্জ্বল, কৃষ্ণবল্লভা প্রঃ ১৯)

"মায়াকলিততাদৃক্-স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥ (১)

মায়াকল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয় মাত্র—পরদারত্ব নাই। তথাপি পরোঢ়াত্ব অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। তাহা না থাকিলে বামতা, দুর্ল্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধভয়জনিত অপূর্ব্ব রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ।

বিজয়। আপনাকে পরোঢ়া বলিয়া জানা কিরূপ?

গোস্বামী। 'আমি ব্রজে কোন গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; প্রাপ্তকাল হইলে কোন গোপবিশেষের সহিত আমার উদ্বাহ হয়' এইরূপ বিশ্বাস হইলেই কৃষ্ণসম্ভোগের লালসা বলবতী হয়। এবম্ভূত অপ্রসূতিকা গোপনারীভাব আপনাতে আরোপ করার নাম গোপীভাব।

বিজয়। পুরুষের আরোপ কেমনে সিদ্ধ হইবে?

গোস্বামী। মায়িকস্বভাববশতঃ লোকে আপনাকে পুরুষ জ্ঞান করে। শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষপরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদ্গঠনে বস্তুতঃ স্ত্রীপুরুষ চিহ্ন না থাকিলেও স্বভাব ও দৃঢ়-অভিমানবশতঃ যে কেহ ব্রজবাসিনী হইতে অধিকার লাভ করিতে

(১) পরোঢ়া অভিমানযুক্তা ব্রজদেবীগণের যোগমায়াকল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত কখনই সঙ্গম হয় নাই। অভিসারাদিসময়ে যোগমায়াকল্পিত সেইরূপ গোপীমূর্ত্তি গৃহমধ্যে দর্শন করিয়া গোপগণ মনে ভাবিতেন যে আমাদের পত্নীগণ গৃহেই আছে সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবার অবসর হয় নাই।

পারেন। যাঁহার মধুর রসে স্পৃহা, তিনিই ব্রজবাসিনী হইবার অধিকারিণী। স্পৃহা অনুসারে সাধন করিতে করিতে অনুরূপ সিদ্ধি উদিত হয়।

বিজয়। পরোঢ়ার মহিমা কি ?

গোস্বামী। পরোঢ়া ব্রজবাসিনীগণ যখন কৃষ্ণসম্ভোগলালসা করেন, তখন তাঁহারা স্বভাবতঃ সর্ব্বাতিশায়িনী শোভা ও সদ্‌গুণবৈভবের দ্বারা প্রেমসৌন্দর্য্যভর ভূষিত হন। রমাদিশক্তি অপেক্ষা তাহাদের রস-মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়।

বিজয়। সেই ব্রজসুন্দরাগণ কত প্রকার ?

গোস্বামী। তাহারা তিন প্রকার অর্থাৎ সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া।

বিজয়। সাধনপরাদিগের কি প্রকার ভেদ আছে ?

গোস্বামী। সাধনপরাগণ দুই প্রকার অর্থাৎ যৌথিকী ও অযৌথিকী।

বিজয়। যৌথিকী কাহারা ?

গোস্বামী। ব্রজরস সাধনে রত হইয়া গণে গণে ব্রজে জন্ম লাভ করেন, তাঁহারা যৌথিকী অর্থাৎ যুথসংযুক্তা। যৌথিকীগণ দুই প্রকার অর্থাৎ মুনিগণ এবং উপনিষদ্গণ।

বিজয়। কোন্ মুনিগণ ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ?

গোস্বামী। যে সকল মুনিগণ গোপালোপাসক হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন নাই, রামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখিয়া নিজাভীষ্ট সাধনে যত্ন করেন—তাঁহারাই লব্ধভাব হইয়া ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা পদ্মপুরাণে কথিত আছে। বৃহদ্বামন পুরাণে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাসারম্ভে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি আছে।

বিজয়। উপনিষদ্গণ কিরূপে ব্রজে গোপীজন্ম গ্রহণ করেন ?

গোস্বামী। সূক্ষ্মদর্শী মহোপনিষদ্গণ গোপীগণের ভাগ্য দেখিয়া

বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিয়া প্রেমবতী গোপী হইয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন।

বিজয়। অযোথিকী কাহারা ?

গোস্বামী। গোপীদিগের ভাবে বদ্ধরাগ হইয়া যাঁহারা উৎকণ্ঠানুসারে তদ্যোগ্য অনুরাগ ক্রমে সাধনে রত হন তাঁহারাই প্রাচীন ও নবীনভেদে দুই প্রকারের অযৌথিকী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ একক এবং কেহ কেহ দুইজনে বা তিনজনে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রাচীনাগণ নিত্য প্রিয়াদিগের সহিত সালোক্য লাভ করেন। দেবমানবাদি যোনি হইতে নবীনাগণ আসিয়া ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমশঃ প্রাচীনা হইয়া পূর্ব্বোক্তমত সালোক্য প্রাপ্ত হন।

বিজয়। আমি সাধনপরাদিগের কথা বুঝিলাম। এখন দেবীগণের কথা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। যখন কৃষ্ণ স্বর্গে দেবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিত্যপ্রিয়াগণ স্বীয় স্বীয় অংশে তাঁহার তুষ্টির জন্য দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার যখন কৃষ্ণ পূর্ণরূপে গোকুলে উদিত হন, তখন তাঁহারা গোপকন্যা হইয়া তাঁহাদের অংশী নিত্যপ্রিয়াদিগের প্রাণসখী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

বিজয়। প্রভো, কৃষ্ণ কোন্ কোন্ সময়ে দেবযোনিতে অংশে জন্মগ্রহণ করেন ?

গোস্বামী। স্বাংশরূপে কৃষ্ণ অদিতির গর্ভে বামন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, আবার বিভিন্নাংশে অন্যান্য দেবতা হন। শিব ও ব্রহ্মার মাতৃগর্ভজন্ম নাই। ব্রহ্মা ও শিব সামান্য পঞ্চাশগুণের বিন্দু বিন্দু লইয়া যে জীবনিচয় হয়, তন্মধ্যে গণ্য না হইলেও বিভিন্নাংশ। ঐ পঞ্চাশটী গুণ তাঁহাদের অধিক পরিমাণে থাকায় এবং ততোধিক আর পাঁচটী গুণের

অংশ থাকায়, তাঁহারা প্রধান দেবতা বলিয়া উক্ত। গণেশ ও সূর্য্যও তদ্রূপ বলিয়া ব্রহ্মকোটী মধ্যে উপাসিত হন। অন্য সকল দেবতাই জীবকোটীমধ্যে গণ্য। দেবতাগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। তাঁহাদের গৃহিণীসকলও চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ। কৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বেই ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণতুষ্টির জন্য জন্মগ্রহণ করিতে আজ্ঞা দেন। তদনুসারে তাঁহারা রুচি ও সাধন-ভেদে কেহ কেহ ব্রজে এবং কেহ কেহ পুরে জন্মগ্রহণকরেন। ব্রজজন্ম দেবীগণই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় নিত্যপ্রিয়াদিগের প্রাণসখী হইয়াছিলেন।

বিজয়। প্রভো, উপনিষদ্গণ গোপীজন্ম লাভ করিয়াছিলেন; বেদের অন্য কোন অংশাধিষ্ঠাত্রী দেবী কি ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন ?

গোস্বামী। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, বেদমাতা গায়ত্রীও গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি কামগায়ত্রীরূপ ধারণ করেন।

বিজয়। কামগায়ত্রী কি অনাদি নয় ?

গোস্বামী। কামগায়ত্রী অবশ্য অনাদি। সেই অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে সাধনবলে এবং অন্যান্য উপনিষদ্গণের সৌভাগ্য আলোচনা করতঃ গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতাগায়ত্রী-রূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।

বিজয়। উপনিষদাদি সকলেই ব্রজে জন্মলাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় গোপকন্যাত্ব অভিমানে এবং কৃষ্ণকে গোপনায়ক অভিমানে পতি বলিয়া বরণ করিলেন। গান্ধর্ব্ববিবাহরীতিতে কৃষ্ণ তাঁহাদের তাৎকালিক পতি হইলেন—এ কথা বুঝিলাম; কিন্তু কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াগণ অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণসঙ্গিনী হইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ উপপতি হন, তাহা কি কেবল মায়াকল্পিত ?

গোস্বামী। মায়াকল্পিত বটে, কিন্তু জড়মায়াকল্পিত নয়। জড়-মায়া কৃষ্ণলীলাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রপঞ্চমধ্যগত হইয়াও ব্রজলীলা সম্পূর্ণরূপে জড়মায়ার অতীত। চিচ্ছক্তির অন্য নাম—যোগমায়া। তিনিই কৃষ্ণলীলায় এমত কোন ব্যাপার প্রকট করেন যাহা দেখিয়া জড়মায়াবিষ্ট দ্রষ্টাগণের চক্ষে অন্যতর প্রত্যয় হইয়া উঠে। তিনিই গোলোকস্থ পরোঢ়া অভিমানকে নিত্যপ্রিয়াগণের সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া ব্রজে সেই সেই অভিমানকে পৃথক্ সত্ত্বরূপে স্থিত করেন। তাঁহাদের সহিত নিত্যপ্রিয়াদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে উপপতি করেন। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ও সর্ব্বজ্ঞা শক্তিগণ নিজ নিজ রসাবেশে সেই সেই প্রত্যয় স্বীকার করেন। ইহাতে রসের উৎকর্ষ এবং স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির পরমোৎকর্ষ লক্ষিত হয়। এরূপ উৎকর্ষ বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকাদিতে হয় না। প্রাণসখীগণের নিত্যপ্রিয়াদের সহিত সালোক্য লাভ হইলে কৃষ্ণে সঙ্কুচিত পতিভাব উদার হইয়া উপপতিভাব হইয়া পড়ে। তাহাই তাহাদের চরম লাভ।

বিজয়। অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত। প্রাণ জুড়াইল, এখন প্রভো, নিত্য-প্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ করুন।

গোস্বামী। তোমার মত অধিকারী না পাইলে কি এত গূঢ়তত্ত্ব শ্রীগৌরচন্দ্র আমার মুখে প্রকাশ করিতেন? দেখ, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীজীব এবিষয়ে কতই যে হৃদয় গোপন করিয়া স্থানে স্থানে বিচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার টীকাসকল ও কৃষ্ণসন্দর্ভাদি গ্রন্থ পড়িলে জানিতে পার। পাছে, অনধিকারিগণ এত গূঢ়তত্ত্ব জানিয়া বিকৃতধর্ম্ম আশ্রয় করে, সেই ভয়ে শ্রীজীবাচার্য্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এখনকার রসবিকৃতি ও রসাভাসাদি যাহা বৈষ্ণবপ্রায় লোকে দেখিতেছ তাহাই শ্রীজীব আশঙ্কা করিতেন। এত সাবধান হইয়াও, অনিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন নাই।

তুমি এ সিদ্ধান্ত উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত প্রকাশ করিবে না। এখন নিত্যপ্রিয়াদিগের কথা বলি।

বিজয়। নিত্যপ্রিয়া কাহারা? যদিও আমি বহুশাস্ত্র পড়িয়াছি তথাপি শ্রীগুরুর মুখচন্দ্র হইতে এই সুধা পাইতে বাসনা করি।

গোস্বামী। রাধা ও চন্দ্রাবলী যাহাদের মধ্যে মুখ্য, সেই নিত্য-প্রিয়াগণ ব্রজে কৃষ্ণের ন্যায় সৌন্দর্য্যবিদগ্ধাদি গুণের আশ্রয়। তাঁহারা ব্রহ্মসংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন—(ব্রঃ সং ৫।৩৭)

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়াকলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

সচ্চিদানন্দরূপ পরমতত্ত্বের আনন্দাংশ যখন চিদংশকে ক্ষোভিত করেন, তখন তাহাতে পৃথক্কৃত হ্লাদিনীপ্রতিভাদ্বারা ভাবিত হইয়া শ্রীরাধা প্রভৃতি যে সকল ললনা উদিতা হন, তাঁহাদের সহিত এবং নিজরূপ অর্থাৎ চিৎস্বরূপদ্বারা সিদ্ধ হয় যে চতুঃষষ্টি কলা সেই সকলের সহিত অখিলাত্মভূত হইয়াও নিত্য গোলোকধামে বাস করেন, সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এই বেদসার ব্রহ্মবাক্যে নিত্যপ্রিয়া-দিগের উল্লেখমাত্র আছে। তাঁহারা যে নিত্য অর্থাৎ দেশকালাতীত চিচ্ছক্তি প্রকাশ, ইহা সত্য। চতুঃষষ্টিকলাই তাঁহাদের নিত্যলীলা। "কলাভিঃ স্বাংশরূপাভিঃ শক্তিভিঃ" এই টীকায় অন্য কোনরূপ পৃথক্ অর্থ হইলেও আমি যে শ্রীলস্বরূপগোস্বামীসম্মত অর্থ বলিলাম, তাহাই নিতান্ত গূঢ় এবং শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীজীবের হৃদয়সম্পুটগত ধন বলিয়া জানিবে।

বিজয়। নিত্যপ্রিয়াগণের নামগুলি পৃথক্ পৃথক্ শুনিবার জন্য কর্ণের স্পৃহা জন্মিতেছে।

গোস্বামী। স্কন্দপুরাণে, প্রহ্লাদসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে রাধা,

চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রিকা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলীর অন্য নাম সোমাভা। রাধিকার নামান্তর গান্ধর্ব্বা। খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুঙ্কুমাদি ব্রজাঙ্গনাগণও লোকপ্রসিদ্ধ।

বিজয়। ইহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ ?

গোস্বামী। এই সকল গোপীগণ যূথেশ্বরী। যূথও শত শত। বরাঙ্গনাসকল যূথে যূথে লক্ষ সংখ্যা। রাধা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত সকলেই যূথাধিপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ইহাদিগকে প্রোচ্চভাবে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। যূথেশ্বরি-গণের মধ্যে রাধা প্রভৃতি অষ্ট গোপী সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত 'প্রধানা' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

বিজয়। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ইহারা প্রধানা গোপী এবং কৃষ্ণের লীলাপুষ্টিকরণে বিশেষ পটু। তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে যূথেশ্বরী কেন বলা হয় নাই ?

গোস্বামী। তাঁহারা যেরূপ গুণবতী তাহাতে তাঁহাদিগকে যূথাধিপত্যে গ্রহণ করা যোগ্যই বটে। কিন্তু শ্রীমতী রাধার পরমানন্দময়ভাবে ললিতা ও বিশাখা এত মুগ্ধ যে, তাঁহারা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র যূথেশ্বরী বলিতে ইচ্ছা করেন না। তন্মধ্যে কেহ কেহ শ্রীমতীর অনুগত সখী এবং কেহ কেহ চন্দ্রাবলীর অনুগত, এরূপ শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

বিজয়। আমরা শুনিয়াছি যে, ললিতার গণ আছে, সে কিরূপ ?

গোস্বামী। শ্রীমতী সর্ব্বযূথেশ্বরীর প্রধানা। তাঁহার যূথগতগণ কেহ কেহ ভাববিশেষের আদরে ক্রমে ললিতার গণ বলিয়া পরিচিত এবং কেহ কেহ বিশাখাদির গণ। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্ট সখী

শ্রীমতী রাধিকার পৃথক্ পৃথক্ গণনায়িকা বলিয়া পরিগণিত। বহু ভাগ্যক্রমে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ হয়।

বিজয়। প্রভো, কোন্ কোন্ শাস্ত্রে ঐসকল গোপীদিগের নাম পাওয়া যায়?

গোস্বামী। পদ্মপুরাণে, স্কন্দপুরাণে, ভবিষ্যোত্তরে ঐসকল নাম পাইবে। সাত্বততন্ত্রেও অনেক নাম পাইবে।

বিজয়। শ্রীমদ্ভাগবত জগতের সকল শাস্ত্রশিরোমণি। তাহাতে যদি ঐ সকল নাম থাকিত, তাহা হইলে বড়ই আনন্দ হইত।

গোস্বামী। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ তত্ত্বশাস্ত্র হইয়াও রসসমুদ্র। রসিক লোকের বিচারে রসতত্ত্ব সকলই তাহাতে আছে। শ্রীরাধানাম এবং সকল গোপীগণের ভাব ও পরিচয় ভাগবতে গূঢ়রূপে আছে। তুমি এখন যদি দশমস্কন্ধ পদ্যগুলি ভাল করিয়া বিচার কর, সকলই তাঁহাতে পাইবে। অনধিকারী লোককে দূরে রাখিবার জন্য গূঢ়রূপে ঐ সমস্ত কথা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন। বাবা বিজয়, একটী নামের মালিকা ও গুটিকতক কথা সাজাইয়া যাহার তাহার কাছে দিলে কি ফল হয়? পাঠক যত উন্নত হয়, ততই গূঢ় কথা বুঝিতে পারে। সুতরাং যে বিষয় সর্ব্বজনের নিকট প্রকাশ্য নয়, তাহা গূঢ়রূপে বলাই পাণ্ডিত্য। যে যাহার অধিকারী সে আপন অধিকারের কথা বুঝিয়া লয়। বস্তুতত্ত্ব শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যতীত জানা যায় না। জানিলেও কার্য্য হয় না। তুমি 'উজ্জ্বলনীলমণি' ভালরূপে বুঝিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেই সমস্ত রস পাইবে।

এই সব কথা হইতে হইতে অনেক কাল অতীত হওয়ায় সে দিনের ইষ্টগোষ্ঠী ভঙ্গ হইল। বিজয় চিজ্জগতের নায়ক-নায়িকা তত্ত্বের রস ধ্যান করিতে করিতে হরচণ্ডীসাহীর দিকে যাত্রা করিলেন। এক একবার তাঁহার মনে বিদূষক, পীঠমর্দ্দাদি ভাব আসিয়া নানা সুখসঞ্চার

করিতে লাগিল। আবার বংশীরূপ স্বয়ংদূতীর কথা বিচার করিয়া অনর্গল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ব্রজের পরম ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়া বিজয়কে আনন্দে নাচাইতে লাগিল। বিগত রাত্রে সুন্দরাচলের দিকে যাইতে যাইতে উপবনে যে লীলা দেখিয়াছিলেন, তাহাই জাজ্বল্যমান হইয়া তাঁহার চিত্তে উদিত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব—রাধার স্বরূপ—ষোড়শ শৃঙ্গার—দ্বাদশ আভরণ—শ্রীমতীর পঞ্চবিংশতি গুণাবলী—চারুসৌভাগ্য রেখা—রাধার পঞ্চপ্রকার সখী—সখী—নিত্যসখী—প্রাণসখী—প্রিয়সখী—পরম প্রেষ্ঠ সখী—গোকুল ললনাগণের প্রেমের উৎকৃষ্ট চিহ্ন—নায়িকাভেদ—ভাবযোগ্যতা—মুগ্ধা—মধ্যা—প্রগল্ভা—সাকল্যে নায়িকার সংখ্যা—নায়িকাদিগের অষ্টপ্রকার অবস্থা—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা, (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিত ভর্তৃকা, (৮) স্বাধীন-ভর্তৃকা—কৃষ্ণপ্রেম-সন্তাপ—উত্তমা-মধ্যমা-কনিষ্ঠা-ভেদে নায়িকাগণের প্রেম-তারতম্য—উত্তমার লক্ষণ—মধ্যমার লক্ষণ—কনিষ্ঠার লক্ষণ—নায়িকা-সংখ্যা—যূথেশ্বরীদিগের স্বপক্ষ বিপক্ষ ও তটস্থ-ভেদ—অধিকা-সমা ও লঘ্বী—প্রখরা মধ্যা ও মৃদ্বী—আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী-ভেদে দ্বিবিধা অধিকা—আপেক্ষিকাধিকা—আত্যন্তিকী লঘু—সমালঘু—কায়িক বাচিক ও চাক্ষুষ ভেদে ত্রিবিধ অভিযোগ—সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ—আক্ষেপ ব্যঙ্গ—আঙ্গিক অভিযোগ—চাক্ষুষ অভিযোগ—অমিতার্থা-নিসৃষ্টার্থা-পত্র-হারী-ভেদে আপ্তদূতী ত্রিবিধা—আপ্তদূতীগণের নাম—

অদ্য বিজয়কুমার ও ব্রজনাথ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানপূর্ব্বক বাসায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। ভোজনান্তে ব্রজনাথ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের

সমাধি দেখিতে গেলেন। বিজয়কুমার শ্রীরাধাকান্ত মঠে আসিয়া শ্রীগুরু-দেবকে প্রণাম করিলেন। সময় বুঝিয়া বিজয় শ্রীরাধিকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় বলিলেন,—প্রভো, শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই আমাদের প্রাণ-সর্ব্বস্ব। কেন বলিতে পারিনা, রাধিকার নাম শুনিলে আমার হৃদয় গলিত হয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র গতি তথাপি শ্রীরাধার সহিত যে লীলাবিলাস, তাহাই মাত্র আস্বাদন করিতে ভালবাসি। যাহাতে শ্রীরাধিকার কথা নাই, এরূপ কৃষ্ণ কথাও আর ভাল লাগে না। প্রভো, বলিতে কি, আমি আর বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিনা। শ্রীরাধিকার পাল্যদাসী বলিয়া আমার পরিচয় দিতে ভাল লাগে। আমার আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহির্ম্মুখ লোকের নিকট ব্রজকথাপ্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয় না। অরসিক লোকে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, সে সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

গোস্বামী। তুমি ধন্য! আপনাকে যতদিন সম্পূর্ণরূপে ব্রজাঙ্গনা বলিয়া বিশ্বাস না হয়, ততদিন রাধাকৃষ্ণের বিলাস কথায় অধিকার জন্মে না। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, কোন দেবীরও রাধাকৃষ্ণ কথায় অধিকার নাই। বিজয়, যে সকল হরিবল্লভাদিগের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তন্মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী সকলের মুখ্যা। তাঁহাদের উভয়েরই কোটি কোটী সংখ্যা ললনাযূথ আছে। মহারাসের সময় প্রমদাশতকোটী আসিয়া রাসমণ্ডল শোভা করিয়াছিলেন।

বিজয়। প্রভো, চন্দ্রাবলীরও কোটী কোটী যূথ থাকুক, কিন্তু শ্রীরাধার মাহাত্ম্য শুনাইয়া আমার দূষিত কর্ণকে শোধিত ও রসপূরিত করুন। আমি আপনার শরণাগত।

গোস্বামী। আহা বিজয়, রাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধা—মহাভাব

স্বরূপা, সুতরাং সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠা এবং সকল বিষয়েই চন্দ্রাবলী অপেক্ষা অধিক। দেখ, তাপনীশ্রুতিতে তিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ঋক্ পরিশিষ্টে রাধার সহিত মাধবের অধিক উজ্জ্বলতা বর্ণন করেন। সুতরাং পদ্মপুরাণে নারদের উক্তি এই—রাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয় তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ। সকল গোপী অপেক্ষা রাধিকা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। হইবেই বা না কেন? রাধাতত্ত্বটী কেমন? হ্লাদিনীনামা মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। রাধিকা সেই হ্লাদিনীসারভাব।

বিজয়। অপূর্ব্বতত্ত্ব! রাধার স্বরূপ কি প্রকার?

গোস্বামী। রাধিকা আমার সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা—বৃষভানুনন্দিনী। তাঁহার স্বরূপে ষোলপ্রকার শৃঙ্গার দেদীপ্যমান এবং দ্বাদশপ্রকার অলঙ্কার শোভা করিতেছে।

বিজয়। সুষ্ঠু কান্তস্বরূপ কাহাকে বলা যায়?

গোস্বামী। স্বরূপের শোভা এত যে, শৃঙ্গার ও অলঙ্কার তাহার কাছে লাগে না। সুকুঞ্চিত কেশ, চঞ্চল বদনকমল, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে কুচদ্বয় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদ্বয় শোভিত, করে নখরত্ন বিরাজমান। ত্রিজগতে একপ রূপোৎসব নাই।

বিজয়। ষোড়শ শৃঙ্গার কি কি?

গোস্বামী। স্নান, নাসাগ্রে মণির উজ্জ্বলতা, নীলবসন পরিধান, কটিতটে নিবী, বেণী, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দন লেপন, কেশমধ্যে পুষ্পবিন্যাস, গলে মালা, হস্তে পদ্ম, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরিবিন্দু, কজ্জলাক্ষী, চিত্রিত গণ্ডদেশ, চরণে অলক্তক রাগ এবং ললাটফলকে তিলক, এই ষোলটী শৃঙ্গার অর্থাৎ দেহশোভা।

বিজয়। দ্বাদশ আভরণ কি কি?

গোস্বামী। চূড়ায় অপূর্ব্ব মণি, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলে

সুবর্ণপদক, কর্ণোর্দ্ধছিদ্রে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠভূষা, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী, গলে তারাহার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ননূপুর এবং পদাঙ্গুলিগুলিতে অঙ্গুরী, এইরূপ দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙ্গ শোভা করে।

বিজয়। শ্রীরাধার প্রধান প্রধান গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃষ্ণের ন্যায় অসংখ্য গুণ। তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণ প্রধান যথা—

১। তিনি মধুরা অর্থাৎ চারুদর্শনা।

২। নববয়া অর্থাৎ কিশোর বয়স বিশিষ্টা।

৩। চপলাঙ্গী অর্থাৎ চঞ্চল অপাঙ্গ (দৃষ্টি)।

৪। উজ্জ্বলস্মিতা অর্থাৎ আনন্দময় হাস্যযুক্তা।

৫। চারুসৌভাগ্যের রেখাযুক্তা অর্থাৎ পাদাদিস্থিত চন্দ্ররেখাযুক্তা।

৬। গন্ধে মাধবকে উন্মাদিত করেন।

৭। সঙ্গীতবিস্তারে অভিজ্ঞ।

৮। রম্যবাক্ অর্থাৎ রমণীয় বাক্যপটু।

৯। নর্ম্মপণ্ডিতা অর্থাৎ পরিহাসপটু।

১০। বিনীতা।

১১। করুণাপূর্ণা।

১২। বিদগ্ধা অর্থাৎ চতুরা।

১৩। পাটবান্বিতা, সর্ব্বকার্য্যে পটুতাযুক্তা।

১৪। লজ্জাশীলা।

১৫। সুমর্য্যাদা অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা।

১৬। ধৈর্য্যশালিনী অর্থাৎ দুঃখ সহিষ্ণু।

১৭। গাম্ভীর্য্যশালিনী।

১৮। সুবিলাসা অর্থাৎ সুবিলাসপ্রিয়।

১৯। মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী অর্থাৎ মহাভাবের পরমোৎকর্ষ বিষয়ে তৃষ্ণাযুক্তা।

২০। গোকুলপ্রেমবসতি অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিলে গোকুলবাসীদিগের সহজ প্রেম হয়।

২১। জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ অর্থাৎ যাঁহার যশ সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত।

২২। গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহাস্পদা।

২৩। সখীগণের প্রণয়াধীনা।

২৪। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা।

২৫। সন্ততাশ্রবকেশবা অর্থাৎ কেশব সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাধীন।

বিজয়। চারুসৌভাগ্য রেখাগুলি বিস্তারক্রমে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

গোস্বামী। বরাহসংহিতা, জ্যোতিঃশাস্ত্র, কাশীখণ্ড ও মাৎস্য-গারুড়াদিপুরাণ অনুসারে সৌভাগ্য রেখা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ১। বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যবরেখা, ২। তাহার তলে চক্র, ৩। মধ্যমার তলে কমল, ৪। কমলতলে ধ্বজ, ৫। তথা পতাকা, ৬। মধ্যমার দক্ষিণ হইতে আগত মধ্যচরণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, ৭। কনিষ্ঠ তলে অঙ্কুশ। পুনরায় ১। দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, ২। পার্ষ্ণিতে মৎস্য, ৩। কনিষ্ঠা তলে বেদি, ৪। মৎস্যোপরি রথ, ৫। শৈল, ৬। কুণ্ডল, ৭। গদা, ৮। শক্তি চিহ্ন। বামকরে—১। তর্জ্জনী মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার তল পর্য্যন্ত পরমায়ু রেখা, ২। তাহার তলে কর হইতে আরম্ভ হইয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ মধ্যদেশগত অন্যরেখা, ৩। অঙ্গুষ্ঠের তলে মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া বক্রগতিতে মধ্য রেখাতে মিলিত হইয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ গত অন্য রেখা অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগে নন্দ্যাবর্ত্তরূপ অর্থাৎ পাঁচটী চক্রাকার চিহ্ন একত্রে আট হইল, ৯। অনামিকা তলে কুঞ্জর, ১০। পরমায়ু রেখা তলে বাজী, ১১। মধ্যরেখাতলে বৃষ, ১২। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, ১৩। ব্যজন,

১৪। শ্রীবৃক্ষ, ১৫। যূপ, ১৬। বাণ, ১৭। তোমর, ১৮। মালা; দক্ষিণ হস্তে বামহস্তের ন্যায় পরমায়ু রেখাদিত্রয়। অঙ্গুলীগুলির অগ্রে শঙ্খ পাঁচটী। তর্জ্জনীতলে চামর, ১০। কনিষ্ঠা তলে অঙ্কুশ, ১১। প্রাসাদ, ১২। দুন্দুভি, ১৩। বজ্র, ১৪। শকটযুগ, ১৫। কোদণ্ড, ১৬। অসি, ১৭। ভৃঙ্গার। বাম চরণে সপ্ত, দক্ষিণ চরণে অষ্ট, বাম করে অষ্টাদশ, দক্ষিণ করে সপ্তদশ, একত্রে পঞ্চাশ চিহ্ন সৌভাগ্যরেখা।

বিজয়। এই সমস্ত গুণ অন্যে কি সম্ভব হয় না?

গোস্বামী। জীবে বিন্দু বিন্দু রূপে এই সকল গুণ আছে। শ্রীরাধিকায় এই সমস্ত গুণ পূর্ণরূপে থাকে। দেবী প্রভৃতিতে অন্য জীব অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক পরিমাণে আছে। শ্রীরাধার সমস্ত গুণই অপ্রাকৃত, কেননা প্রাকৃত জগতে কাহাতেও এসকল বিশুদ্ধ ও পূর্ণরূপে নাই। গৌরী প্রভৃতিতেও এসব গুণের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা নাই।

বিজয়। আহা! শ্রীমতী রাধিকার রূপ-গুণ অবিচিন্ত্য। তাঁহার কৃপাতেই কেবল তাহা অনুভব করা যায়।

গোস্বামী। সেরূপ গুণের কথা আর কি বলিব, স্বয়ং কৃষ্ণও যে রূপ ও গুণ দেখিয়া সর্ব্বদা মোহিত হইয়া থাকেন, তাহার আর তুলনা কোথায়?

বিজয়। প্রভো, কৃপা করিয়া শ্রীমতী রাধিকার সখিগণের বিষয় বলুন।

গোস্বামী। শ্রীরাধার যূথই সর্ব্বোত্তম। সেই যূথে যে-সকল ললনা আছেন তাঁহারা সর্ব্বসদ্‌গুণভূষিত। তাঁহাদের বিলাসবিভ্রমে সর্ব্বদা মাধবকে আকর্ষণ করে।

বিজয়। শ্রীরাধার সখীগণ কয় প্রকার?

গোস্বামী। পঞ্চ প্রকার যথা :—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং পরম প্রেষ্ঠসখী।

বিজয়। কাহারা সখী?

গোস্বামী। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠাদি, সখীমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

বিজয়। নিত্যসখী কাহারা?

গোস্বামী। কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী।

বিজয়। প্রাণসখী কে কে?

গোস্বামী। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী। ইঁহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতাপ্রাপ্ত।

বিজয়। প্রিয়সখী কাহারা?

গোস্বামী। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী।

বিজয়। কে কে পরম প্রেষ্ঠসখী?

গোস্বামী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী, সুদেবী—এই আটজন সব সখীগণের প্রধানা পরমপ্রেষ্ঠ সখী বলিয়া উক্ত। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরাকাষ্ঠাপ্রযুক্ত স্থল বিশেষে কখন কৃষ্ণের প্রতি এবং কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন।

বিজয়। যূথাদি বুঝিলাম, 'গণ' কাহাকে বলে?

গোস্বামী। প্রত্যেক যূথে যে অবান্তর বিভাগ আছে, তাহার নাম গণ। যথা—শ্রীমতীর যূথে ললিতার অনুগত সখীসকল ললিতার গণ বলিয়া পরিচিত।

বিজয়। ব্রজাঙ্গনাদিগের পরোঢ়াত্ব একটী মহদ্‌গুণ বিশেষ। পরোঢ়া কোন স্থলে ইষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।

গোস্বামী। এই জড় জগতে যে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব—ইহা ঔপাধিক। মায়িক কর্ম্মফলানুরোধে কেহ স্ত্রী, কেহ পুরুষ। মায়াতে বহুতর অধর্ম্ম ও তুচ্ছ স্পৃহা থাকে, এই জন্যই ঋষিগণ বিবাহবিধি ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গ

নিষেধ করিয়াছেন। রসকে ধর্ম্মাশ্রিত করিবার জন্য কবিগণ জড়ালঙ্কারে পরোঢ়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। চিদ্বিলাস রসই নিত্যরস। সেই রসের হেয়-প্রতিফলন মায়িক স্ত্রী পুরুষগত শৃঙ্গার রস। সুতরাং জড়ীয় শৃঙ্গার রস অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিধিপরবশ। এই কারণেই প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকাসম্বন্ধে পরোঢ়া পরিত্যক্তা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ অর্থাৎ নায়ক, সেখানে রসপুষ্টির জন্য যে পরোঢ়ামিলন, তাহা নিন্দার বিষয় নয়। এ তত্ত্বে অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহবিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পরকীয়-রসকে প্রপঞ্চমধ্যে গোকুলের সহিত আনয়ন করিয়াছেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের সম্বন্ধে জড়ালঙ্কারগত পরোঢ়ানিন্দা স্থান পায় না।

বিজয়। গোকুল-ললনাপ্রেমের উৎকৃষ্ট চিহ্ন কি কি প্রকাশ আছে?

গোস্বামী। গোকুলললনাদিগের কৃষ্ণে কেবল নন্দ-নন্দনত্ব স্ফূর্ত্তি। সেই নিষ্ঠাক্রমে যে সমস্ত ভাবমুদ্রা উদিত হয়, তাহা অভক্ত তার্কিকগণ দূরে থাকুক, ভক্তগণের পক্ষেও দুর্গম। নন্দনন্দনে ঐশ্বর্য্যভাব মাধুর্য্যাধিক্য-ক্রমে প্রায়ই অলক্ষিত, কৃষ্ণ পরিহাস করিয়া নিজ চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ করায় গোপীগণ তাহা আদর করেন নাই। আবার শ্রীরাধার সন্নিকর্ষে সে চতুর্ভুজত্ব লুপ্ত হইল। দ্বিভুজ কৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন। এ সমস্তই শ্রীরাধার নিগূঢ় পরকীয় রসভাবের ফল।

বিজয়। চরিতার্থ হইলাম। প্রভো, এখন নায়িকাভেদ ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। নায়িকা তিন প্রকার অর্থৎ স্বকীয়া, পরকীয়া ও সামান্যা। চিদ্রসের স্বকীয়া পরকীয়াদিগেব কথা বলিয়াছি। এখন সামান্যার কথা বলিব। জড়ালঙ্কারিক পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, 'সামান্যা' নায়িকাগণ বেশ্যা, তাহারা কেবল অর্থলোভী। গুণহীন নায়কে দ্বেষ এবং গুণবান্ নায়কে অনুরাগ করে না। সুতরাং তাহাদের শৃঙ্গার কেবল

শৃঙ্গারাভাস মাত্র, শৃঙ্গার নয়। কিন্তু মথুরায় যে সৈরিন্ধ্রী কুব্জা, তাহাকে সামান্যা বলিয়া তাহার কৃষ্ণবিষয়ক শৃঙ্গাররসাভাব প্রসঙ্গ হইলেও কোন প্রকার ভাবযোগ্য হওয়ায় তাহাকেও আমরা পরকীয়া মধ্যে পরিগণিত করি।

বিজয়। সে ভাবযোগ্যতা কি ?

গোস্বামী। কুব্জা যখন কুরূপা ছিল, তখন তাহার অন্যত্র রতি হয় নাই। কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণাঙ্গে যে চন্দন-দান-স্পৃহা হইল, তাহাই তাহার প্রিয়ত্ব ভাব, এই জন্য তাহাকে পরকীয় বলা যায়। কিন্তু পট্ট-মহিষীগণের যে কৃষ্ণে সুখদান-বাঞ্ছা তাহা কুব্জায় উদিত হয় নাই। সুতরাং তাহার রতি মহিষীদিগের রতি অপেক্ষা ন্যূন জাতীয়। এই জন্যই সে কৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণপূর্ব্বক রতি প্রার্থনা করিয়াছিল। প্রিয়ত্বভাবের সহিত স্বার্থ প্রার্থনা থাকায় তাহার রতি সাধারণী।

বিজয়। কুব্জাকে পরকীয়া মধ্যে গণিত করায় কৃষ্ণপ্রেমে স্বকীয়া ও পরকীয়া এই দুইপ্রকার নায়িকা-ভেদ দেখিতেছি। ইহাদের মধ্যে আর কি প্রকার ভেদ আছে বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। চিদ্রসে স্বকীয়া পরকীয়া উভয়বিধ নায়িকাই মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা-ভেদে তিনপ্রকার।

বিজয়। প্রভো, আপনার অপার কৃপায় এখন চিদ্রস মনে হইলেই, আমি আপনাকে ব্রজাঙ্গনা বলিয়া মনে করি। তখন মায়িক পুরুষভাব কোথায় যায় তাহার উদ্দেশ পাই না। আমি এখন নায়িকাদিগের ভাব-ভেদ জানিতে নিতান্ত ব্যাকুল ; কেননা, রমণীভাব লাভ করিয়াও উপযুক্ত ক্রিয়াপর হইতে পারি না। অতএব আপনাতে সেই ভাব অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য আপনার শ্রীচরণে জিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছি। বলুন, মুগ্ধা কি প্রকার।

গোস্বামী। মুগ্ধার লক্ষণ এই—তিনি নবযৌবনা, কামিনী, রতিদানে

বামা, সখীদিগের বশীভূতা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জিতা, অথচ গোপনে সুন্দররূপে যত্নশীলা। নায়ক অপরাধী হইলে তিনি সজল নয়নে তাঁহাকে দেখেন। প্রিয়াপ্রিয় কথা বলেন না ও মান করেন না।

বিজয়। মধ্যা কি প্রকার ?

গোস্বামী। মধ্যার লক্ষণ এই—তাহার মদন ও লজ্জা সমান সমান। তিনি নবযৌবনা, তাঁহার উক্তিসকল কিয়ৎপরিমাণে প্রগল্‌ভযুক্ত। তাঁহার সুরতক্রিয়ায় মোহ পর্য্যন্ত অনুভব। মানে কখন কোমলা, কখন কর্কশা। মানবতী মধ্যা কখন ধীরা, কখন অধীরা এবং কখন বা ধীরাধীরা হন। যে নায়িকা সাপরাধী প্রিয়ব্যক্তিকে উপহাসের সহিত বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরা মধ্যা। যে নায়িকা রোষপূর্ব্বক বল্লভকে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি অধীরা মধ্যা। যে নায়িকা সাশ্রুনয়নে প্রিয়ব্যক্তির প্রতি বক্রোক্তি করেন, তিনি ধীরাধীরা মধ্যা। মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধা ও প্রগল-ভার মিশ্রভাব থাকায় মধ্যাতেই সর্ব্বরসোৎকর্ষ লক্ষিত হয়।

বিজয়। প্রগল্‌ভা কি প্রকার ?

গোস্বামী। প্রগল্‌ভার লক্ষণ এই—তিনি নবযৌবনা, মদান্ধ, রতি-বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুকা। তিনি ভূরি ভূরি ভাবোদ্গম করিতে জানেন। রসদ্বারা বল্লভকে আক্রমণ করেন। তাঁহার উক্তি ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ়া। মানক্রিয়ায় তিনি অত্যন্ত কর্কশ। মানবতী প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে তিন প্রকার। ধীর প্রগল্‌ভা সম্ভোগ বিষয়ে উদাসীন, ভাবগোপনশীলা এবং আদরকারিণী। অধীর প্রগল্‌ভা নিষ্ঠুররূপে কান্তকে তাড়না করেন। ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা, ধীরাধীরা নায়িকার ন্যায় গুণবিশিষ্টা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা-ভেদে মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা জ্যেষ্ঠমধ্যা ও কনিষ্ঠমধ্যা এবং জ্যেষ্ঠপ্রগল্‌ভা ও কনিষ্ঠপ্রগল্‌ভা প্রভেদ। নায়কের প্রণয় অনুসারেই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ভেদ উদিত হয়।

বিজয়। প্রভো, সাকল্যে নায়িকা কত প্রকার ?

গোস্বামী। নায়িকা পঞ্চদশ প্রকার। কন্যা—কেবলমুগ্ধা সুতরাং একপ্রকার। মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা-ভেদে তিনি আবার মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে ছয়, এইরূপে স্বকীয়া সাত প্রকার। পরকীয়াও সেইরূপে সাতপ্রকার, সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার।

বিজয়। নায়িকাদিগের অবস্থা-ভেদ কতপ্রকার ?

গোস্বামী। অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা এইরূপ আট প্রকার অবস্থা। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকারই এই আট প্রকার অবস্থা আছে।

বিজয়। অভিসারিকা কি প্রকার ?

গোস্বামী। যিনি কান্তকে অভিসার করান অথবা স্বয়ং অভিসার করেন, তিনি অভিসারিকা। যিনি শুক্লপক্ষে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গমন করেন, তিনি জ্যোৎস্নাভিসারিকা। যিনি কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বসনাদি পরিধানপূর্ব্বক যাত্রা করেন, তিনি তমোভিসারিকা। লজ্জায় তিনি স্বীয় অঙ্গে লীন, নিঃশব্দ, অলঙ্কৃত কৃতাবগুণ্ঠা হইয়া একটী স্নিগ্ধসখী সঙ্গে গমন করেন।

বিজয়। বাসকসজ্জা কি প্রকার ?

গোস্বামী। স্বীয় অবসরক্রমে কান্ত আসিবেন, এই আশায় যে নায়িকা নিজ দেহ-সজ্জা ও গৃহ-সজ্জা করেন, তিনি 'বাসক-সজ্জিকা' বলিয়া উক্তা হন। স্মরক্রীড়াসঙ্কল্প, কান্তের পথনিরীক্ষণ, সখীসহ লীলাকথা, পুনঃ পুনঃ দূতীকে প্রতীক্ষা করাই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। উৎকণ্ঠিতা কি প্রকার ?

গোস্বামী। নিরপরাধ নায়ক আসিতে বিলম্ব করিলে, যে নায়িকা

উৎসুকা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা হন, তাঁহাকে ভাবজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'উৎকণ্ঠিতা' বলেন। হৃত্তাপ, কম্প, অনাগমনের হেতু বিতর্ক, বিরক্তি, বাষ্পমোচন এবং স্বীয় অবস্থাবর্ণন, এই সকল তাঁহার চেষ্টা। বাসকসজ্জার দশা শেষে মান যে স্থলে না হয়, নায়কের পারবশ্য বিচারে এবং সঙ্গাভাবে উৎকণ্ঠা হয়।

বিজয়। খণ্ডিতা কিরূপ ?

গোস্বামী। সময় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া নায়ক রাত্র শেষ করিয়া আসিলে নায়িকা 'খণ্ডিতা' হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস ও তূষ্ণীভাবই তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। বিপ্রলব্ধা কি প্রকার ?

গোস্বামী। প্রাণবল্লভ সঙ্কেত করিয়াও দৈবাৎ না আসিলে ব্যথাকুলা নায়িকা 'বিপ্রলব্ধা' হন। নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিশ্বাসাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। কলহান্তরিতা কিরূপ ?

গোস্বামী। বল্লভ সখিদিগের সম্মুখে পাদপতিত হইলেও, যে নায়িকা ক্রোধভরে তাঁহাকে নিরাশ করেন, তিনি প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘ-নিশ্বাসাদি-চেষ্টা-লক্ষিত 'কলহান্তরিতা' বলিয়া উক্ত হন।

বিজয়। প্রোষিতভর্ত্তৃকা কে ?

গোস্বামী। কান্ত দূরদেশে গেলে নায়িকা প্রোষিতভর্ত্তৃকা হন। বল্লভের গুণকীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অনবস্থান, জড়তা এবং চিন্তাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীনভর্ত্তৃকা কে ?

গোস্বামী। বল্লভ যাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া সর্ব্বদা নিকটে থাকেন তিনি স্বাধীনভর্ত্তৃকা। বনলীলা, জলক্রীড়া, কুসুমচয়নাদি তাঁহার চেষ্টা।

বিজয়। স্বাধীনভর্ত্তৃকা অবস্থা বড় আনন্দজনক।

গোস্বামী। নায়ক যদি প্রেমবশ্য হইয়া ক্ষণকাল ত্যাগ করিতে সমর্থ না হন, তবে স্বাধীনভর্ত্তৃকাকে 'মাধবী' বলা যায়। অষ্টনায়িকার মধ্যে স্বাধীনভর্ত্তৃকা, বাসক-সজ্জা, অভিসারিকা—এই তিন প্রকার নায়িকা হৃষ্টচিত্ত হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা ও কলহান্তরিতা—এই পাঁচ প্রকার নায়িকা ভূষণশূন্যা হইয়া বামগণ্ডে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন।

বিজয়। কৃষ্ণপ্রেমসন্তাপ! ইহার তাৎপর্য্য কি?

গোস্বামী। কৃষ্ণপ্রেম চিন্ময় সুতরাং পরমানন্দস্বরূপ সন্তাপাদি সেই পরমানন্দের বিচিত্রতা। জড় জগতে যে সন্তাপ তাহা প্রকৃত ক্লেশদ কিন্তু চিজ্জগতে তাহা আনন্দবিকারবিশেষ। আস্বাদনে চিন্ময়রস সুখ বুঝিবে, কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বিজয়। এই সকল নায়িকার মধ্যে প্রেমতারতম্য কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমতারতম্যক্রমে সেই নায়িকগণ উত্তমা মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকার কৃষ্ণে যে পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণেরও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণে ভাব, ইহা বুঝিতে হইবে।

বিজয়। উত্তমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। উত্তমানায়িকা নায়কের ক্ষণকালের সুখবিধান করিবার জন্য অখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। নায়ক তাঁহাকে খেদান্বিত করিলেও অসূয়ার উদ্গম হয় না। যদি কেহ নায়কের ক্লেশের কথা মিথ্যা করিয়াও বলে, তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বিজয়। মধ্যমার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের ক্লেশবার্ত্তায় চিত্ত খিন্ন হয় এইমাত্র।

বিজয়। কনিষ্ঠার লক্ষণ কি?

গোস্বামী। নায়কের সহিত মিলন করিতে যিনি প্রতিবন্ধককে আশঙ্কা করেন তিনি কনিষ্ঠা।

বিজয়। নায়িকাসংখ্যা কত হইল ?

গোস্বামী। একত্র করিলে নায়িকা-সংখ্যা তিনশতষষ্টি হয়। যথা—প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বলা হইয়াছে, তাহাকে অষ্টগুণ করিলে একশতবিংশতি হয়। তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করিলে তিনশতষষ্টি হয়।

বিজয়। আমি নায়িকাদিগের বিবরণ শুনিলাম। এখন যূথেশ্বরী-দিগের পরস্পর ভেদ কি আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। যূথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবহার অর্থাৎ স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও তটস্থ ভেদ আছে। সৌভাগ্যতারতম্যবশতঃ তাঁহারা অধিকা, সমা ও লঘ্বী—এই প্রকার-ভেদে লক্ষিত হন। প্রখরা, মধ্যা মৃদ্বী-ভেদে তাঁহারা আবার তিনভাগে বিভক্ত। যাঁহাদের প্রগল্ভ বাক্য, তাঁহারা প্রখরা বলিয়া খ্যাত। যাঁহাদের বাক্যে প্রখরা অত্যল্প তাঁহারা মৃদ্বী এবং যাঁহারা তদুভয়ের মধ্যগত, তাঁহারা মধ্যা। আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী-ভেদে অধিকাগণ দ্বিবিধ। যিনি সর্ব্বথা অসমোর্দ্ধ, তিনিই আত্যন্তিকাধিকা—তিনিই রাধা, তিনিই মধ্যা। তাঁহার সমান আর কেহ ব্রজে নাই।

বিজয়। আপেক্ষিকাধিকা কে কে ?

গোস্বামী। যূথেশ্বরীগণের মধ্যে এককে অপেক্ষা করিয়া অন্য যিনি শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই 'আপেক্ষিকাধিকা' বলিয়া উক্ত।

বিজয়। আত্যন্তিকী লঘু কে ?

গোস্বামী। অন্য নায়িকাগণ যাহা অপেক্ষা ন্যূন নন, তিনিই আত্যন্তিকী লঘু। আত্যন্তিকী অধিকা অপেক্ষা সকল নায়িকাই লঘু।

আত্যন্তিকী ।্যতীত সকল যূথেশ্বরীই অধিকা। সুতরাং আত্যন্তিকী-অধিকা যূথেশ্বরীর সমত্ব ও লঘুত্বের সম্ভাবনা নাই। আত্যন্তিকী লঘুর অধিকত্ব সম্ভাবনা নাই। সমালঘু একই প্রকার। মধ্যাগণের অধিক-প্রখরাদি-ভেদে নয় প্রকার ভেদ আছে। অতএব যূথেশ্বরীগণের দ্বাদশ প্রকার ভেদ। যথা :—১। আত্যন্তিকা।ধিকা, ২। সমা।ঘু, ৩। অধিক-মধ্যা, ৪। সমমধ্যা, ৫। লঘুমধ্যা, ৬। অধিকপ্রখরা, ৭। সমপ্রখরা, ৮। লঘুপ্রখরা, ৯। অধিকমৃদ্বী, ১০, ১১। লঘুমৃদ্বী, ১২। আত্যন্তিক লঘু।

বিজয়। আমি এখন দূতী ভেদ জানিতে বাসনা করি।

গোস্বামী। কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণাপ্রযুক্ত নায়িকাগণের সহায়স্বরূপ দূতীর প্রয়োজন। দূতী—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। স্বয়ংদূতী কিরূপ ?

গোস্বামী। অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ লজ্জার ত্রুটী হয়। অনুরাগে মোহিত হইয়া, স্বয়ং নায়কের প্রতি ভাব প্রকাশ করেন, তাহাই স্বয়ংদূতী। এই অভিযোগ কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুষ-ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। বাচিক অভিযোগ কিরূপ ?

গোস্বামী। ব্যঙ্গই বাচিক অভিযোগ, তাহা শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ-ভেদে দুই প্রকার। ব্যঙ্গ আবার কৃষ্ণকে বিষয় করিয়া এবং অগ্রবর্ত্তী দ্রব্যকে বিষয় করিয়া নিজ কার্য্য করে।

বিজয়। কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশদ্বারা ব্যঙ্গ দুই প্রকার কার্য্য করে।

বিজয়। সাক্ষাৎ কিরূপ ?

গোস্বামী। গর্ব্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞাদি-ভেদে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গরূপ অভিযোগ বহুবিধ।

বিজয়। আক্ষেপব্যঙ্গ কিরূপ ?

গোস্বামী। আক্ষেপের দ্বারা শব্দোত্থব্যঙ্গ একপ্রকার ও অর্থোত্থব্যঙ্গ আর একপ্রকার। তোমরা আলঙ্কারিক, তোমাদিগকে ইহার উদাহরণ দিতে হইবে না।

বিজয়। আচ্ছা, তাহাই বটে। যাজ্ঞাদ্বারা ব্যঙ্গ কিরূপ ?

গোস্বামী। স্বার্থ ও পরার্থ-ভেদে যাজ্ঞা দুই প্রকার। দুই প্রকার যাজ্ঞাতেই শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ। এ সমস্ত শব্দে ভাব যোগপূর্ব্বক সাঙ্কেতিক যাজ্ঞা মাত্র। স্বার্থযাজ্ঞা নিজের কথা নিজে বলা। পরার্থ-যাজ্ঞায় অন্যের কথা অন্যে বলা।

বিজয়। সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ বুঝিলাম। নায়িকাদিগের বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি যে সাক্ষাৎ অভিযোগ-বাক্য, তাহাতে শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ আছে। তাহা অনেক নাটক-নাটিকায় দেখা যায় এবং শব্দচাতুরীতে কবিগণ প্রকাশ করিয়াছেন। এখন 'ব্যপদেশ' কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। অলঙ্কারশাস্ত্রের 'অপদেশ' শব্দ হইতেই 'ব্যপদেশ' শব্দটিকে পারিভাষিকী সংজ্ঞা বলিয়া জান। অপদেশ ব্যাজ অর্থাৎ অন্য কিছু বর্ণনের দ্বারা অভীষ্ট-বোধন। তাৎপর্য্য এই যে কোন এক বাক্যদ্বারা স্পষ্টার্থ এক হয় কিন্তু ব্যঙ্গার্থে কৃষ্ণের নিকট সেবা-যাজ্ঞা বুঝায় ইহারই নাম 'ব্যপদেশ'। সেই ব্যপদেশ দূতীরূপে কার্য্য করে।

বিজয়। ব্যপদেশ এক প্রকার ছলবাক্য, যাজ্ঞা তাহার গূঢ় অর্থ হয়। এখন পুরস্থ অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী বিষয় একটু ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। হরি সম্মুখে শুনিতেছেন, তথাপি শুনেন নাই এরূপ মনে করিয়া অগ্রস্থিত কোন জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে জল্প ব্যবহার করা যায় তাহাই পুরস্থ-বিষয়-গত ব্যঙ্গ। তাহাও শব্দোত্থ ও অর্থোত্থ-ভেদে দুই প্রকার।

। আপনার কৃপায় এ সব বুঝিলাম। এখন আঙ্গিক অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। অঙ্গুলিস্ফোটন, ছল করিয়া সম্ভ্রম অর্থাৎ ত্বরা, ভয় ও লজ্জাবশতঃ গাত্রাবরণ, চরণদ্বারা ভূমিতে লিখন, কর্ণকণ্ডূয়ন, তিলকক্রিয়া, বেশধারণ, ভ্রূবিক্ষেপ, সখীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়না, অধরদংশন, হারগুম্ফন, অলঙ্কারের শব্দ করা, বাহুমূল উদ্ঘাটন, কৃষ্ণনাম লিখন, তরুতে লতাসংযোগ, এইরূপ ক্রিয়া সকল কৃষ্ণের অগ্রে কৃত হইলে 'আঙ্গিক-অভিযোগ' হয়।

বিজয়। চাক্ষুষ-অভিযোগ বলুন।

গোস্বামী। নেত্রের হাস্য, নেত্রকে অর্দ্ধ মুদিত করা, নেত্রান্ত ঘূর্ণন, নেত্রান্তের সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বাম চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত এবং কটাক্ষাদি 'চাক্ষুষ-অভিযোগ'।

বিজয়। স্বয়ংদূতী বুঝিয়াছি। সঙ্কেত মাত্র কথিত হইয়াছে বটে, তাহা অনন্ত প্রকার হইতে পারে। এখন আপ্তদূতীর কথা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না—স্নেহবতী ও বাগ্মিনী, সেইরূপ ব্রজসুন্দরীদিগের দূতী।

বিজয়। আপ্তদূতী কয় প্রকার?

গোস্বামী। অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী-ভেদে দূতী তিন প্রকার। ইঙ্গিতের অভিপ্রায় জানিয়া মিলনসংযোগকারিণীকে 'অমিতার্থা' দূতী বলেন। যুক্তিদ্বারা মিলনকারিণীকে 'নিসৃষ্টার্থা' দূতী বলেন। যিনি সন্দেশমাত্র বহন করেন, তিনি পত্রহারী।

বিজয়। আর কেহ আপ্তদূতী আছেন?

গোস্বামী। শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদিও দূতীমধ্যে পরিগণিত। চিত্রকারিণী

প্রভৃতি শিল্পকারী চিত্রদ্বারা মিলন করান। দৈবজ্ঞা দূতীরাশিফলাদি বলিয়া মিলন করান। পৌর্ণমাসীর ন্যায় তাপসাদি বেশধারিণী লিঙ্গিনী দূতী, লবঙ্গমঞ্জরী, ভানুমতী প্রভৃতি কতিপয় সখী পরিচারিকা• দূতী রাধিকাদির 'ধাত্রেয়ী' দূতী হন। বনদেবী বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ব্বোক্ত সখীগণও দূতী হন। তাঁহারা বাচ্যদূত্য অর্থাৎ স্পষ্টবাক্যে দৌত্য এবং ব্যঙ্গদূত্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তবৎ শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গদ্বারা দৌত্য করেন। তাহাতে ব্যপদেশ শব্দমূল, অর্থমূল, প্রশংসা, আক্ষেপাদি সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ আছে।

এই সমস্ত শ্রবণপূর্ব্বক বিজয় প্রভুপদে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ বিদায় লইলেন। এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে বাসায় গেলেন।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

বিজয়কুমারের সমুদ্র দর্শনে ভাবাবেশ—সখীগণের বিশেষ পরিচয় ও ভেদ—বামা ও দক্ষিণা ভেদে লঘুপ্রখরাগণ—দ্বিবিধা—বামা ও দক্ষিণার লক্ষণ—সখীদিগের দৌত্য—সখীদিগের নায়িকাত্ব—সাঙ্কেতিক ও বাচিক-ভেদে কৃষ্ণসমক্ষ দৌত্য দুই প্রকার—পরোক্ষ দূত্য—নায়িকাপ্রায় দূত্য—সখীপ্রায় দূত্য—নিত্য সখী—সখীগণের ক্রিয়া—অসমস্নেহসখী ও সমস্নেহ সখী—তদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব—স্বপক্ষ, সুহৃদ্‌পক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ ভেদে-চতুর্ব্বিধা গোপী—বিপক্ষ—গর্ব্ব অহঙ্কার অভিমান দর্প—উদ্ধসিত-মদ-ঔদ্ধত্য—ব্রজলীলায় যূথেশ্বরীগণের মধ্যে ঈর্ষাভাবের কারণ—পক্ষ-বিপক্ষতার কারণ—প্রেম পুষ্টির নিমিত্ত চন্দ্রাবলীতে রাধাসাম্যভাবারোপ—বিজয়কুমারের পূর্ব্ব বিষয়ের পুনরালোচনা—

অদ্য বিজয়কুমার অতি শীঘ্র প্রসাদ পাইয়া সমুদ্রতীরপথে ভ্রমণ

করিতে করিতে কাশীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। সমুদ্রের উর্ম্মি ও লহরী ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার মনে রসসমুদ্রের ভাবের উদিত হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, আহা! এই সমুদ্রই আমার ভাব উদয় করিতেছে। জড়বস্তু হইয়াও আমার অতি গুপ্ত চিন্তাবকে উদ্ঘাটন করিতেছে। প্রভু আমাকে যে রসসমুদ্রের কথা বলেন সে এইরূপ। আমার জড়দেহ ও লিঙ্গদেহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে আমি রসসমুদ্রের তীরে নিজ মঞ্জরীস্বরূপে বসিয়া রসাস্বাদন করিতেছি। নবাম্বুদবর্ণ কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র প্রাণনাথ। তাঁহার পার্শ্বস্থিতা বৃষভানুনন্দিনীই আমাদের ঈশ্বরী অর্থাৎ জীবিতেশ্বরী। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকারই এই সমুদ্র। রসভাবসমূহই এই উর্ম্মিমালা। যখন যে ভাব উঠিতেছে তাহাই বিচিত্র লহরী হইয়া তটস্থ সখী যে আমি আমাকে প্রেমরসে ভাসাইতেছে। রসসমুদ্রই—কৃষ্ণ সুতরাং সমুদ্র তদ্বর্ণবিশিষ্ট, তাহাতে প্রেমতরঙ্গ বাধা সুতরাং তাহাতে বর্ণলাবণ্যগত গৌরীত্ব। বৃহদ্‌বৃহদূর্ম্মিগণ সখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগণ সখীর পরিচারিকা। আমি একজন তন্মধ্য হইতে দূরতটে নিক্ষিপ্তা অনুপরিচারিকা বিশেষ। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বিজয় মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সম্বিৎ লাভ করিয়া, ধীরে ধীরে শ্রীগুরুর চরণে গিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া দীনভাবে বসিলেন। গোস্বামিপাদ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বিজয়, তুমি স্বচ্ছন্দে আসিয়াছ ত'? বিজয় কহিলেন,—প্রভো, আপনার কৃপাই আমার সকল মঙ্গলের মূল। আমি সখীর অনুগত হইবার জন্য সখীদিগের ভেদ ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। বিজয়, সখীদিগের মাহাত্ম্য বর্ণন করা জীবের সাধ্যাতীত। তবে আমরা শ্রীরূপের অনুগত হইয়া ইহাই অনুভব করিয়াছি। ব্রজসুন্দরী সখীগণই প্রেমলীলা বিহারের সম্যক্ বিস্তারকারিণী। তাঁহারাই

ব্রজযুবযুগলের বিশ্বাস-ভাণ্ডার-স্বরূপ। অতি ভাগ্যবান লোকই তাঁহাদের সম্বন্ধে সুষ্ঠুরূপে বিচার অবগত হইতে স্পৃহা করেন। এক যূথানুরক্ত সখীদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মত অধিকা, সমা, লঘ্বী-ভেদ এবং প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী-ভেদ আছে। সে সমস্ত ভেদ আমি গতকল্য তোমাকে বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে শ্রীরূপের প্রমাণবাক্য সর্ব্বদা স্মরণীয়। তাহাই এই— (উজ্জ্বল-সখী প্রঃ, ১)

"প্রেম-সৌভাগ্যসাদগুণ্যাদ্যাধিক্যাদধিকা সখী।
সমা তৎসাম্যতো জ্ঞেয়া তল্লঘুত্বাত্তথা লঘুঃ॥
দুর্ল্লঙ্ঘ্যবাক্যপ্রখরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা।
তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা॥
আত্যন্তিকাধিকত্বাদিভেদঃ পূর্ব্ববদত্র সঃ।
স্বযূথে যূথনাথৈব স্যাদত্রাত্যন্তিকাধিকা।
সা কাপি প্রখরা যূথে কাপি মধ্যা মৃদুঃ কচিৎ॥" (১)

বিজয়। আত্যন্তিকাধিকা যূথেশ্বরী—যূথমধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানা। তাঁহার আত্যন্তিকাধিকা স্বভাব ও উক্ত প্রখরা, মধ্যা ও মৃদু-ভেদে ভেদত্রয় আছে। আত্যন্তিকাধিক প্রখরা, আত্যন্তিকাধিক মধ্যা ও আত্যন্তিকাধিক মৃদ্বী স্বভাবের কথা আপনি পূর্ব্বেই কহিয়াছেন। এখন সখীদিগের সেরূপ ভেদ কি প্রকার, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

---

(১) সখীগণের মধ্যে প্রেমসৌভাগ্য ও সাদগুণ্যের আধিক্যহেতু কেহ 'অধিকা'; ঐ সকল গুণের সমতাপ্রযুক্ত কেহ 'সমা' ও লঘুত্বনিবন্ধন কেহ বা 'লঘু' বলিয়া বিদিত। যে সখীর বাক্য সহজে লঙ্ঘন করা যায় না, সেই সখী 'প্রখরা' নামে বিখ্যাত; সেই প্রখরা সখী গৌরবযুক্তা। গৌরবের ন্যূনতা হইলে 'মৃদ্বী' এবং সমতা হইলে 'মধ্যা' নামে উক্ত হয়। ঐ সকল সখীতে আত্যন্তিকাধিকাত্বাদি ভেদও জানিতে হইবে। এই স্থানে স্বীয় যূথমধ্যে যূথেশ্বরীই 'আত্যন্তিকাধিকা', তিনি কোনও যূথে 'প্রখরা' কোথাও বা 'মৃদু'।

গোস্বামী। যূথেশ্বরীই কেবল আত্যন্তিকাধিকা। যূথমধ্যে যত সখী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে আপেক্ষিকাধিকা, আপেক্ষিক-সমা এবং আপেক্ষিকলঘ্বী এরূপ ভেদ আছে। আবার প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী-ভেদে—নয়। ঐ তিন তিন গুণে নয় প্রকার। যথা—

১। আপেক্ষিকাধিকা প্রখরা, ৪। আপেক্ষিকসমা প্রখরা, ৭। আপেক্ষিক লঘু প্রখরা।

২। আপেক্ষিকাধিকা মধ্যা, ৫। আপেক্ষিকসমা মধ্যা, ৮। আপেক্ষিক-লঘু-মধ্যা।

৩। আপেক্ষিকাধিক-মৃদ্বী, ৬। আপেক্ষিক-সমা-মৃদ্বী, ৯। আপেক্ষিক-লঘু-মৃদ্বী।

আত্যন্তিক লঘুও দুই প্রকার—আত্যন্তিকলঘু ও সমালঘু। নয় ও এই দুই মিলিত হইয়া এগার হইল। যূথেশ্বরীকে লইয়া দ্বাদশ প্রকার নায়িকা এক এক যূথে আছেন।

বিজয়। প্রভো, প্রসিদ্ধ কোন্ কোন্ সখী কোন্ প্রকার-ভেদে গণিত হন?

গোস্বামী। ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধার যূথে আপেক্ষিকাধিক-প্রখরাশ্রেণীভুক্তা। তাঁহারই যূথে বিশাখাদি সখীগণ আপেক্ষিকাধিক মধ্যা মধ্যে পরিগণিত। সেই যূথে আপেক্ষিকাধিক মৃদ্বীশ্রেণীতে চিত্রা ও মধুরিকা প্রভৃতি সখীগণ পরিগণিত। শ্রীরাধার তুলনা অপেক্ষায় শ্রীললিতাদি অষ্টসখীই আপেক্ষিক লঘু মধ্যে গণিত।

বিজয়। সেই আপেক্ষিকলঘু প্রখরাদিগের মধ্যে কি প্রকার ভেদ?

গোস্বামী। লঘুপ্রখরাগণ বামা ও দক্ষিণা-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। বামা লক্ষণ কি?

গোস্বামী। মানগ্রহণে সর্ব্বদা উদ্‌যুক্তা, মানের শৈথিল্যে কোপনা

এবং সহজে নায়কের বশীভূতা হন না এরূপ সখী 'বামা'। রাধিকার যূথে ললিতাদি 'বামা' প্রখরা কীর্ত্তিত হন।

বিজয়। দক্ষিণার লক্ষণ কি ?

গোস্বামী। যে নায়িকা মান নির্ব্বন্ধ সহিতে পারেন না, নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য প্রয়োগ করেন এবং নায়কের মিষ্টবাক্যে বশীভূতা হন, তিনি 'দক্ষিণা'। তুঙ্গবিদ্যাদি সখী রাধিকার যূথে দক্ষিণ প্রখরা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

বিজয়। আত্যন্তিক লঘু কাহারা ?

গোস্বামী। সর্ব্বথা মৃদু এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিতান্তলঘু বলিয়া কুসুমিকাদি সখীগণকে আত্যন্তিক লঘু বলা যায়।

বিজয়। সখীদিগের দৌত্য কিরূপ ?

গোস্বামী। দূরবর্ত্তী নায়ক নায়িকাকে মিলনার্থ অভিসার করানই সখীদিগের দৌত্য।

বিজয়। সখীদিগের কি নায়িকাত্ব আছে ?

গোস্বামী। যূথেশ্বরী নিত্যনায়িকা। আপেক্ষিকাধিকা প্রখরা, আপেক্ষিকাধিক-মধ্যা এবং আপেক্ষিকাধিক-মৃদ্বী, ইহাদের নায়িকাত্ব ও সখীত্ব দুই ধর্ম্মই আছে। আপনা অপেক্ষা লঘুদিগের সম্বন্ধে নায়িকাত্ব, আপনা অপেক্ষা অধিকা সম্বন্ধে সখীত্ব বলিয়া তাঁহাদিগকে নায়িকাপ্রায় বলা যায়। আপেক্ষিকসমা প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বাগণ দ্বিসমা অর্থাৎ অধিক সম্বন্ধে সখী এবং লঘু সম্বন্ধে নায়িকা। আপেক্ষিকী লঘু, প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বীগণ প্রায়ই সখী। আত্যন্তিকী লঘুগণ যূথেশ্বরী ও উপরোক্ত তিন প্রকার সখীর গণনায় পঞ্চম শ্রেণী। তাঁহারা নিত্যসখী। যূথেশ্বরী সম্বন্ধে আপেক্ষিকী সখীগণ সকলেই সখী ও দূতী হন, নায়িকা হন না। আত্যন্তিকী লঘু অর্থাৎ নিত্যসখীর পক্ষে সকলেই নায়িকা হন, দূতী হন না।

বিজয়। সখীদিগের দূতী কে ?

গোস্বামী। যূথেশ্বরী নিত্যনায়িকা, সকলের আদরের পাত্রী বলিয়া তাঁহার মুখ্য দৌত্য নাই। স্বীয় যূথমধ্যে যিনি যাঁহার বিশেষ অনুরাগিণী সখী, তাঁহাকে যূথেশ্বরী তাঁহার দূত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেন। নিজেও কখন সেই সখীর প্রণয়ক্রমে গৌণ দৌত্যও সম্পাদন করেন। দূরে গমনাগমন ব্যতীত যে দূত্য হয়—তাহা গৌণ। তাহা কৃষ্ণের সমক্ষ ও পরোক্ষ-ভেদে দুই প্রকার।

বিজয়। কৃষ্ণসমক্ষ দূত্য কত প্রকার ?

গোস্বামী। সাঙ্কেতিক ও বাচিক-ভেদে সেই দূত্য দুই প্রকার।

বিজয়। সাঙ্কেতিক কিরূপ ?

গোস্বামী। চক্ষুপ্রান্ত, ভ্রূ ও তর্জ্জন্যাদি চালনদ্বারা সখীর নিকট কৃষ্ণকে প্রেরণ করেন—তাহাই 'সাঙ্কেতিক'।

বিজয়। বাচিক কিরূপ ?

গোস্বামী। পরস্পর সম্মুখে বা পশ্চাতে বাক্য প্রয়োগদ্বারা যে দূত্য করা যায়, তাহা 'বাচিক'।

বিজয়। পরোক্ষ দূত্য কি প্রকার ?

গোস্বামী। সখীদ্বারা হরির সন্নিধানে সখীকে অর্পণ করা, বাহুল্য পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সখীকে পাঠান—এই সকল 'পরোক্ষ দূত্য'।

বিজয়। নায়িকাপ্রায়া দূত্য কি প্রকার ?

গোস্বামী। আপেক্ষিকাধিকপ্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী এই তিন প্রকার সখী স্বীয় লঘু সখীর জন্য যখন দূত্যকার্য্য করেন, তখন তাঁহার 'নায়িকা-প্রায়া' দূত্য করা হয়। তন্মধ্যে সম, মধ্যা সখীদ্বয়ের পরস্পর সৌহার্দ্দ অতীব মধুর ও অভেদ প্রায়। প্রেম-বিশেষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণই তাহা বুঝিতে পারেন।

বিজয়। সখীপ্রায় দূত্য কি প্রকার ?

গোস্বামী। লঘুপ্রখরা, লঘুমধ্যা ও লঘুমৃদ্বী ইহাদের প্রায়ই দূত্য ঘটে ; এই জন্যই তাঁহাদের দূত্যকে 'সখীপ্রায়' দূত্য বলা যায।

বিজয়। তবে নিত্যসখী কিরূপ ?

গোস্বামী। নায়িকাত্ব অপেক্ষা না করিয়া সখীত্বেই যাঁহাদের প্রীতি তাঁহারা 'নিত্যসখী'। নিত্যসখী আত্যন্তিকী লঘু ও আপেক্ষিক লঘু-ভেদে দুইপ্রকার।

বিজয়। প্রাখর্য্যাদি স্বভাব কি সখী বিশেষের নিত্য স্বভাব ?

গোস্বামী। স্বভাব হইলেও দেশকাল বিশেষে তাহাদের বিপর্য্যয় হয় ; যথা, রাধিকার মানভঙ্গে ললিতার যত্ন।

বিজয়। সখীদিগের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম, রাধিকার যত্নে সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, এরূপ বোধ হইল।

গোস্বামী। বিজয়, ইহাতে একটু কথা আছে। দূত্যে নিযুক্ত হইয়া সখী নির্জ্জনে কৃষ্ণকে মিলন করিলে, কৃষ্ণ সঙ্গম প্রার্থনা করিলেও সখী তাহাতে সম্মত হন না। সম্মত হইলে প্রিয়সখীর দূত্যবিশ্বাস রক্ষিত হয় না।

বিজয়। সখীগণেব ক্রিয়া কি ?

গোস্বামী। সখীগণের ষোড়শ প্রকার ক্রিয়া আছে যথা :—১। নায়ক-নায়িকার পরস্পরের নিকট পরস্পরের গুণ-বর্ণন, ২। পরস্পরের আসক্তি করান, ৩। পরস্পরের অভিসার করান, ৪। কৃষ্ণের নিকট সখী-সমর্পণ, ৫। পরিহাস, ৬। আশ্বাস-প্রদান, ৭। নেপথ্য অর্থাৎ বেশরচনা, ৮। মনোগত পরস্পরের ভাব উদ্ঘাটনে পটুতা, ৯। দোষছিদ্রগোপন, ১০। পত্যাদিকে বঞ্চনা-করান শিক্ষাপ্রদান, ১১। উচিতকালে নায়ক-নায়িকাকে মিলন, ১২। চামরব্যজনাদির সেবন, ১৩। নায়কপ্রতি

স্থলবিশেষে তিরস্কার, নায়িকার প্রতি স্থলবিশেষে তিরস্কার, ১৪। সংবাদ প্রেরণ, ১৫। নায়িকার প্রাণরক্ষা, ১৬। সর্ব্ববিষয়ে প্রযত্ন। এই সকল বিষয়ে প্রত্যেক কার্য্যের উদাহরণ আছে, তাহা কি বলিব?

বিজয়। প্রভো, সঙ্কেত পাইলাম এখন 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে উদাহরণ দেখিয়া লইব। অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি। প্রভো, আমি এখন পরস্পর সখীদিগের এবং কৃষ্ণে যে প্রেমনিষ্ঠা তাহা জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। স্বপক্ষ সখীগণ কৃষ্ণে এবং নিজ যূথেশ্বরীতে অসম ও সমস্নেহ বহনপূর্ব্বক দুই প্রকার হন।

বিজয়। 'অসমস্নেহ' সখীগণ কি প্রকার?

গোস্বামী। 'অসমস্নেহ' সখী দুই প্রকার। কেহ কেহ কৃষ্ণ অপেক্ষা নিজযূথেশ্বরীতে অধিক স্নেহ করেন। যিনি 'আমি হরিদাসী' মনে করিয়া অন্য যূথে মিলিত না হইয়া কেবল আপনার যূথেশ্বরীর প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহবতী থাকিয়াও তদপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্নেহ করেন, তিনি হরিতে অধিক স্নেহ-বতী বলিয়া পরিচিত। যিনি সখীর তদীয়তাভিমানিনী হইয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা সখীতে অধিক স্নেহ করেন, তিনি সখী-স্নেহাধিকা বলিয়া পরিচিত।

বিজয়। তাঁহারা কাহারা?

গোস্বামী। যাঁহাদিগকে পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে কেবল সখী বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে, তাঁহারাই কৃষ্ণস্নেহাধিকা। যাঁহাদিগকে প্রাণসখী ও নিত্যসখী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাঁহারাই সখীস্নেহাধিকা।

বিজয়। সমস্নেহ কাহারা?

গোস্বামী। কৃষ্ণে ও যূথেশ্বরীতে যাঁহাদের সমান স্নেহ, তাঁহারা 'সম-স্নেহা'।

বিজয়। সখীগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাহারা ?

গোস্বামী। যে সকল সখী রাধা ও কৃষ্ণে তুল্য পরিমাণ প্রেম বহন করিয়াও আমরা রাধিকার নিজজন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং তাঁহাদিগকে প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী বলা যায়।

বিজয়। প্রভো, সখীদিগের পক্ষ প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে যে ভেদ থাকে—তাহা বলুন।

গোস্বামী। সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণকে স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতি-পক্ষ-ভেদে চতুর্ব্বিধ বলা যায়। সুহৃৎপক্ষ ও তটস্থ—ইহারা প্রাসঙ্গিক স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ ভেদই রসপ্রদ।

বিজয়। স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষাদির বিশেষ বর্ণনা করুন।

গোস্বামী। স্বপক্ষ সম্বন্ধে আমি প্রায়ই সকল কথা বলিয়াছি। এখন সুহৃৎপক্ষাদির ভেদ বর্ণন করিতে হইবে। ইষ্টসাধক ও অনিষ্ট-সাধক-ভেদে সুহৃদ্পক্ষ দুই প্রকার। যিনি বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষ তিনিই তটস্থ।

বিজয়। এখন বিপক্ষ বর্ণন করুন।

গোস্বামী। যাহারা ইষ্টহানি ও অনিষ্টকরতঃ বিপক্ষতাচরণ করেন, তাঁহারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ বিপক্ষ হন। ছদ্ম, ঈর্ষা, চাপল, অসূয়া, মৎসর, অমর্ষ, গর্ব্ব প্রভৃতি ভাবসকল বিপক্ষ সখীদিগের অভিব্যক্তি হয়।

বিজয়। গর্ব্ব কিরূপে ব্যক্ত হয় ?

গোস্বামী। অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, উদ্ধসিত, মদ ও ঔদ্ধত্য ইত্যাদি ভেদে গর্ব্ব ছয়প্রকারে ব্যক্ত হয়।

বিজয়। এস্থলে অহঙ্কার কিরূপ ?

গোস্বামী। স্বপক্ষের গুণবর্ণনে পরপক্ষের প্রতি যে আক্ষেপ তাহাই 'অহঙ্কার'।

বিজয়। এস্থলে অভিমান কিরূপ ?

গোস্বামী। ভঙ্গিপূর্ব্বক স্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষাখ্যানই অভিমান।

বিজয়। দর্প-লক্ষণ আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। বিহারোৎকর্ষসূচক গর্ব্বই 'দর্প'।

বিজয়। 'উদ্ধসিত কিরূপ ?

গোস্বামী। বিপক্ষের প্রতি যে সাক্ষাৎ উপহাস তাহাই—'উদ্ধসিত'।

বিজয়। মদ কি ?

গোস্বামী। যে গর্ব্ব সেবাদির উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই এস্থলে 'মদ'।

বিজয়। ঔদ্ধত্য কি ?

গোস্বামী। স্পষ্টরূপে নিজের উৎকৃষ্টতার আখ্যান করাকে ঔদ্ধত্য বলা যায়। সখীগণের শ্লিষ্ট উক্তি ও নিন্দা গর্ব্ব হয়।

বিজয়। যূথেশ্বরীগণও কি সাক্ষাৎ ঈর্ষা প্রকাশ করেন ?

গোস্বামী। না, যূথেশ্বরীগণ স্বীয় স্বীয় গাম্ভীর্য্যমর্য্যাদার উদয় নিবন্ধন সাক্ষাৎ স্পষ্টরূপে বিপক্ষোদ্দেশে ঈর্ষা প্রকাশ করেন না। এমন কি, সখীগণ প্রগল্‌ভা হইলেও বিপক্ষ যূথেশ্বরীগণের সম্মুখে প্রায়ই লঘুবাক্য প্রয়োগ করেন না।

বিজয়। প্রভো, ব্রজলীলায় যূথেশ্বরীগণ নিত্যসিদ্ধ ভগবচ্ছক্তি-বিশেষ। তাঁহাদের মধ্যে এরূপ দ্বেষ্যাদিভাবের তাৎপর্য্য কি ? এই সব দেখিয়া বহির্ম্মুখ তার্কিকগণ ব্রজলীলার পরমতত্ত্বের প্রতি হেলা করে। তাহারা বলে যে, যদি পরমতত্ত্বে এইরূপ দ্বেষ্যাদি ভাব থাকে তবে জগতের কার্য্যের প্রতি অবজ্ঞার বা বৈরাগ্যের কারণ কি ? প্রভো, আমরা শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করি, তথায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইচ্ছায় সর্ব্বপ্রকার বহির্ম্মুখকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ

নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডী, কেহ কেহ বন্ধ্যা তর্কপ্রিয়, কেহ কেহ জ্ঞানবাদী এবং অনেকেই নিন্দক। কৃষ্ণলীলায় যে কোন দোষাভাস আছে, তাহাকে দোষ বলিয়া এমন অপূর্ব্ব লীলাকে মায়িক বলিয়া অবজ্ঞা করেন। কৃপা করিয়া এ তত্ত্বটী ব্যাখ্যা করুন। আমাদের চিত্ত দৃঢ় হউক।

গোস্বামী। যাহারা নিতান্ত অরসিক, তাঁহারাই বলেন যে হরিপ্রিয়জনে দ্বেষ্যাদিভাব প্রয়োগ করা অনুচিত। এই কথাটী বিশেষরূপে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, কন্দর্পবৃন্দ-সম্মোহন স্বরূপ অঘনাশক কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা শৃঙ্গাররস ব্রজে মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনিই বিজাতীয় ভাবময় পক্ষদিগের সম্বন্ধে পরস্পর সপরিবার ঈর্ষাদিকে মিলনকালে কৃষ্ণতুষ্টির জন্য নিক্ষেপ করিয়া থাকেন এতন্নিবন্ধন বিশ্লেষকালে তাঁহাদেরর পরস্পর বিপক্ষতা থাকে না, স্নেহমাত্রই প্রকাশ হয়।

বিজয়। প্রভো, আমরা ক্ষুদ্রজীব এত গূঢ় বিষয় আমাদের হৃদয়ে সহসা উদিত হয় না। আপনি কৃপা করিয়া এই তত্ত্বটী একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে আমাদের মঙ্গল হয়।

গোস্বামী। প্রেমরস দুগ্ধসমুদ্র। তাহাতে বিতর্করূপ গোমূত্র ফেলিলে বৈরস্য উদয় হয়। এ সব বিষয়ে তত্ত্ববিচার করা ভাল নয়, কেননা বহু সুকৃতিফলে ভক্তিদেবী যাঁহার হৃদয়ে চিদাহ্লাদিনীর ফলক প্রদান করেন, তিনি বিনাতর্কে সারসিদ্ধান্ত লাভ করেন। পক্ষান্তরে যুক্তিদ্বারা যতই বিচার করা যায়, অচিন্ত্যভাবে সিদ্ধান্ত উদিত হয় না, বরং কুতর্কের ফলরূপ কুতর্কেরই উদয় হয়। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান জীব—ভক্তিদেবীর কৃপায় সকলই জানিতে পারিয়াছ, তথাপি সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্য আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি অবশ্য বলিব। তুমি তার্কিক নও, কর্ম্মকাণ্ডী নও, জ্ঞানকাণ্ডী

নও, সংশয়ী নও, নিতান্ত বৈধী ভক্তির উপাসকও নও। তোমাকে কোন সিদ্ধান্ত বলিতে আমার আপত্তি নাই। জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—একপ্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্ক যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন; অন্যপ্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করেন। শুষ্ক যুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিবে না, কেন না তাহার সত্য বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবেনা। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাব-বিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত। অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস-পরিত্যাগই তাহার চরম ফল। ভক্তিপক্ষ বিচারকগণ এ অধিকার-ভেদে বহুবিধ। শৃঙ্গার রসে যাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহারাই এ তত্ত্ব সদ্‌গুরু পাইলে বুঝিতে পারেন। বিজয়, বৃন্দাবন-লীলারস কি অপূর্ব্ব! ইহা জড়জগতের শৃঙ্গাররসের সদৃশ তত্ত্ব হইলেও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ। রাসপঞ্চাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই লীলা যিনি আলোচনা করেন, তাঁহার হৃদ্রোগ সমূলে দূর হয়। (১) বদ্ধজীবের হৃদ্রোগ কি? জড়ীয় কাম। রক্তমাংসাদি সপ্তধাতুময় যে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষাভিমানী দেহ এবং মনবুদ্ধিঅহঙ্কারগত বাসনাময় অভিমানরূপ লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়া যে কাম থাকে তাহাকে অনায়াসে দূর করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। কেবল ব্রজলীলানুশীলনে ঐ অপকৃষ্ট কাম বিদূরিত হয়। এই সিদ্ধান্তেই বৃন্দাবন লীলার শৃঙ্গাররসের এক অপূর্ব্ব চমৎকারিতা দেখিতে পাইবে। আবার আত্মারাম-লক্ষণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বকে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই অপ্রাকৃত শৃঙ্গার নিত্য বিরাজমান। পুনশ্চ ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগৎ অর্থাৎ পরব্যোম বৈকুণ্ঠের রসকে অতি লঘু করিয়া নিত্য দেদীপ্যমান। এ রসের

(১) ভা ১০।৩৩।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মহিমা সর্ব্বোচ্চ। ইহাতে সান্দ্রানন্দ আছে ; শুষ্কানন্দ, জড়ানন্দ, সঙ্কু-চিতানন্দ কিছুই নাই। ইহা পূর্ণানন্দস্বরূপ। এই পূর্ণানন্দে যে অনন্ত বিচিত্রভাব সকল আছে, তাহারা রসের পূর্ণতা সাধন করিবার জন্য অনেক স্থলে পরস্পর বিজাতীয় ভাবাপন্ন। সেই বিজাতীয় ভাবসমূহ কোন স্থলে স্নেহাত্মক, কোনস্থলে দ্বেষাদি-ভাবাত্মক। জড়ীয় দ্বেষাদিভাব যেরূপ হেয়, ইহারা সেরূপ নয়। ইহারা পরমানন্দের বিকারবৈচিত্র্যমাত্র। রসসমুদ্রের ঊর্ম্মির ন্যায় উঠিয়া, সমুদ্রকে স্ফীত করে। সুতরাং শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত এই যে, ভাব—বিচিত্র। যে সকল ভাব সর্ব্বপ্রকারে সমান জাতিত্ব স্বীকার করে, তাহারা স্বপক্ষগত ভাব। ঈষৎ বৈজাত্য থাকিলে সুহৃৎপক্ষগত ভাব হয়। যে স্থলে সাজাত্যের অল্পতা—সেইস্থলে ভাব তটস্থ। যে স্থলে সম্পূর্ণরূপে বৈজাত্য থাকে, সে স্থলে ভাব বিপক্ষগত। আবার দেখ, ভাব যখন বিজাতীয় তখন পরস্পরের রুচিকর হয় না, সুতরাং সেই পরমানন্দ-রসগত কোনপ্রকার ঈর্ষাদির উৎপত্তি সাধন করে।

বিজয়। পক্ষ বিপক্ষতাভাব কেন স্থান পায় ?

গোস্বামী। পরস্পর দুই নায়িকার ভাব যখন তুল্য প্রমাণ হয় তখনই পক্ষ বিপক্ষভাবের উদয় হয়। সুতরাং মৈত্রভাব ও বিদ্বেষভাব রসবিকার রূপে ক্রিয়া করে। তাহাও অখণ্ড শৃঙ্গাররসের পরমমাধুর্য্য সমৃদ্ধির জন্য বলিয়া জানিবে।

বিজয়। শ্রীরাধা ও চন্দ্রবলী কি তত্ত্বে দুইটী সমান শক্তি ?

গোস্বামী। না না। শ্রীরাধাই মহাভাবময়ী, হ্লাদিনীসার। চন্দ্রাবলী তাঁহারই কায়ব্যূহ এবং অনন্ত অংশে লঘু। তথাপি শৃঙ্গাররসে শ্রীরাধার প্রেমরস পুষ্টি করিবার জন্য চন্দ্রাবলীতে রাধার সাম্য একটী ভাব অর্পণ-করতঃ বিপক্ষতা উৎপন্ন করিয়াছেন। আবার দেখ, দুই যূথেশ্বরীতে ভাবের সম্পূর্ণ সাজাত্যও হইতে পারে না। কোন অংশে যদি হয়, সে

কেবল ঘুণেকাটা অক্ষর সদৃশ দৈবাৎ হয়। বস্তুতঃ রসের স্বভাববশতঃই স্বভাবতঃ স্বপক্ষবিপক্ষভাবের উদয় হয়।

বিজয়। প্রভো, আর সংশয় হইতে পারে না। আপনার মধুমাখা কথাগুলি আমার কর্ণকুহর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ সমস্ত কটুতা ধ্বংস করিতেছে। আমি হৃদয়ে মধুর-রসের বিভাবগত আলম্বন সম্পূর্ণরূপে বুঝিলাম। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই—একমাত্র নায়ক। তাঁহার রূপ, গুণ ও চেষ্টা ধ্যান করিতেছি। ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত স্বভাববিশিষ্ট সেই নায়ক, পতি ও উপপতিরূপে রসে নিত্যলীলাময়। তত্তদ্ভাবেই তিনি অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট। চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দক ও প্রিয়নর্ম্মসখাদ্বারা সর্ব্বদা সেবিত, বংশীবাদনপ্রিয়। মধুর রসের বিষয়রূপ কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে উদিত হইলেন। আবার মধুর রসের আশ্রয় ব্রজললনাগণের কথাও বুঝিতে পারিলাম, তাঁহারাই নায়িকা। স্বকীয়া পরকীয়া-ভেদে নায়িকা দুই প্রকার। ব্রজে পরকীয়া নায়িকাগণই এই রসের প্রধান আশ্রয়। তাঁহারা সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া-ভেদে তিনপ্রকার। ব্রজললনাগণ যূথে যূথে বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করেন। কোটী কোটি সংখ্যক ব্রজললনা বহু বহু যূথেশ্বরীর অধীন। সকল যূথেশ্বরীর মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী প্রধানা। সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ সখী, এই পঞ্চপ্রকার-ভেদে শ্রীরাধার যূথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ললিতাদি অষ্টসখী পরমপ্রেষ্ঠসখী। ললিতাদি যূথেশ্বরী হইবার যোগ্য হইলেও শ্রীরাধার অনুগত সখী হইবার লালসায় পৃথক্ যূথ রচনা করেন না। তাঁহাদের অনুগতাগণ তাঁহাদের গণ বলিয়া পরিচিত। নায়িকাগণ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা-ভেদে আবার প্রত্যেকে ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদে এবং কন্যা, স্বকীয়া, পরকীয়া-ভেদে সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার। নায়িকাদিগের অভিসারিকা প্রভৃতি অষ্ট অবস্থা। আবার উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-ভেদে

গুণিত করিয়া একত্রে নায়িকা সাকল্যে তিনশত ষষ্টি হয়। যূথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবহার ও তাহার তাৎপর্য্যও হৃদয়ে উদিত হইয়াছে। দূত্যকার্য্য ও সখীকার্য্য হৃদয়ঙ্গম হইল। এই সমস্ত জানিতে পারিয়া আমি এখন রসের আশ্রয়তত্ত্ব বুঝিলাম। রসের বিষয় ও আশ্রয় একত্র করিয়া বিভাবের অন্তর্গত আলম্বনতত্ত্ব প্রতীত হইল। কল্য শ্রীচরণে আসিয়া উদ্দীপন সকল জানিয়া লইব। শ্রীকৃষ্ণ অপার করুণা করিয়া আপনাকে আমার লালক করিয়া দিয়াছেন। আপনার শ্রীমুখক্ষরিত সুধাপানেই আমি পুষ্ট হইব।

গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বাবা, তোমার মত শিষ্য পাইয়া আমিও কৃতকৃতার্থ হইলাম। তুমি যত জিজ্ঞাসা করিতেছ, শ্রীনিমানন্দ আমার মুখে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। উভয়ে অনেক প্রেমক্রন্দনের পর নিস্তব্ধ হইলেন।

বিজয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মবর্গ পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। সেই সময়ে শ্রীরাধাকান্তমঠে কয়েকটী শুদ্ধ বৈষ্ণব আসিয়া চণ্ডীদাসের এই পদটী গান করিতে লাগিলেন।

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়।
পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুলনাশে, আপনার যৌবন যাচায়॥"

খোল করতালের সহিত অর্দ্ধপ্রহর এই গান হইলে সকলেই এই প্রেমে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। আবেশ কথঞ্চিৎ ভগ্ন হইলে বিজয়

শ্রীগুরু গোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গকরতঃ এবং অন্য বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক সম্ভাষণকরতঃ হরচণ্ডীসাহী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুর রসবিচার

মধুর রসের উদ্দীপন—কায়িক, বাচিক ও মানসিক-ভেদে ত্রিবিধ গুণ—মানস গুণ—বাচিকগুণ—কায়িকগুণ—বয়ঃসন্ধি—নব্যবয়স—ব্যক্ত বয়স—পূর্ণবয়স—রূপ—লাবণ্য—সৌন্দর্য্য—অভিরূপতা—মাধুর্য্য—মার্দ্দব—নাম—অনুভাব ও লীলা-ভেদে দুইপ্রকার কৃষ্ণ চরিত—চারুক্রীড়া—মণ্ডল—সম্বন্ধী—লগ্ন—বংশীরব—সন্নিহিত সম্বন্ধী—তটস্থ—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক-ভেদে তিন প্রকার অনুভাব—অঙ্গজ, অযত্নজ, স্বভাবজ-ভেদে বিংশতি-প্রকার অলঙ্কার—(১) ভাব—(২) হাব—(৩) হেলা—(৪) শোভা—(৫) কান্তি—(৬) দীপ্তি—(৭) মাধুর্য্য—(৮) প্রগল্ভতা—(৯) ঔদার্য্য—(১০) ধৈর্য্য—(১১) লীলা—(১২) বিলাস—(১৩) বিচ্ছিত্তি—(১৪) বিভ্রম—(১৫) কিলকিঞ্চিত—(১৬) মোট্টায়িত—(১৭) কুট্টমিত—(১৮) বিব্বোক—(১৯) ললিত—(২০) বিকৃত—এতদতিরিক্ত মৌগ্ধ্য ও চকিত নামে দুইটী অলঙ্কার—আলাপ বিলাপ সংলাপ প্রলাপ অনুলাপ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার বাচিক অনুভাব—মধুর রসে সাত্ত্বিক ও সঞ্চারি ভাব—সঞ্চারিভাব সকলের উৎপত্তিহেতু—উৎপত্তি সন্ধি-শাবল্য ও শান্তি-ভেদে চারিটী দশা—

আলম্বনতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদিত হইতেছে। তাহাতেই বিজয়ের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিষয়ব্যাপারে সময়ে সময়ে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। যাহা কিছু পাইলেন, তাহা ভোজন করিয়া বিজয় অগ্র প্রভু চরণে কিছু উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া পতিত হইলেন। গোস্বামী তাঁহাকে যত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলে বিজয় কহিলেন—প্রভো, আমি মধুর রসের উদ্দীপনগুলিকে বুঝিতে ইচ্ছা করি। তখন গোস্বামিমহোদয় সযত্নে বলিতে লাগিলেন।

গোস্বামী। মধুর-রসে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণবল্লভাদিগের গুণ, নাম, চরিত, মণ্ডন, সম্বন্ধী ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন-বিভাব।

বিজয়। গুণগুলি বলিতে আজ্ঞা হউক।

গোস্বামী। গুণ তিন প্রকার; মানস, বাচিক ও কায়িক।

বিজয়। এ রসে মানস গুণ কতপ্রকার?

গোস্বামী। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা এবং করুণাদি বহুবিধ মানস গুণ।

বিজয়। বাচিক গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। কর্ণের আনন্দজনক বাক্যেই বাচিক গুণ সকল আছে।

বিজয়। কায়িক গুণ কত প্রকার?

গোস্বামী। বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য, মার্দ্দব ইত্যাদি কায়িক গুণ। এ রসে বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণবয়স এই চারি প্রকার মধুর-রসাশ্রিত বয়স।

বিজয়। বয়ঃসন্ধি কি?

গোস্বামী। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসন্ধি বলা যায়। তাহারই নাম প্রথম কৈশোর। কৈশোর বয়স সমুদয়ই বয়ঃসন্ধি। পৌগণ্ডকে বাল্য বলা যায়। কৃষ্ণের এবং প্রেয়াগণের বয়ঃসন্ধি-মাধুর্য্যই—উদ্দীপন।

বিজয়। নব্যবয়স কিরূপ?

গোস্বামী। নবযৌবন, স্তনের ঈষৎ উদয়, চক্ষের চঞ্চলতা, মন্দ হাস্য এবং মনের স্বল্প বিক্রিয়াদ্বারা লক্ষিত হয়।

বিজয়। ব্যক্তবয়স কিরূপ?

এই প্রশ্ন করিতে করিতে তথায় একজন শ্রীবৈষ্ণব ও একজন শঙ্করমঠের পণ্ডিত সন্ন্যাসী দেবদর্শনার্থে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবৈষ্ণবের আপনাতে পুরুষরূপ দাসাভিমান আছে এবং শঙ্কর সন্ন্যাসী শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন। সুতরাং তন্মধ্যে কাহারও ব্রজগোপী অভিমান ছিল না। পুরুষাভি-

মানী ব্যক্তির নিকট রসকথার আলোচনা নিষেধ থাকায়, গোস্বামী ও বিজয় উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত সাধারণ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তাঁহারা সিদ্ধবকুলাভিমুখে গমন করিলে, বিজয় একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের কৃত প্রশ্নটী পুনরায় বলিলেন।

গোস্বামী। স্তনের স্পষ্ট উদ্গম হয়, মধ্যদেশে ত্রিবলি এবং সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বলতা প্রকাশ হয়—এই অবস্থাকে ব্যক্ত-যৌবন বলেন।

বিজয়। পূর্ণ বয়স কিরূপ ?

গোস্বামী। যে বয়সে নিতম্ব বিপুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ, অঙ্গসকল উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট, স্তনদ্বয় স্থূল এবং উরুযুগল রম্ভাবৃক্ষসদৃশ হয়, সেই বয়সই—পূর্ণ যৌবন। কোন কোন ব্রজসুন্দরীর অল্পতারুণ্যস্থলেও শোভার পূর্ত্তিবিশেষ ক্রমে পূর্ণ-যৌবন প্রকাশ পায়।

বিজয়। বয়সের বিষয় অবগত হইলাম। এখন রূপ কি বলুন।

গোস্বামী। অভূষিত হইলেও যেন ভূষিতের ন্যায় দীপ্তিলাভ করে, তাহাই রূপ। অঙ্গসকল সুন্দররূপে ন্যস্ত হইলেই রূপ হয়।

বিজয়। লাবণ্য কি ?

গোস্বামী। মুক্তার ভিতর হইতে যেরূপ একটী ছটা বাহির হয়, তদ্রূপ অঙ্গসকল হইতে যে ছটা বাহির হয়, তাহাকে 'লাবণ্য' বলে।

বিজয়। সৌন্দর্য্য কি ?

গোস্বামী। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিবন্ধগুলি সুন্দররূপে সংযুক্ত থাকিলে 'সৌন্দর্য্য' হয়।

বিজয়। অভিরূপতা কি ?

গোস্বামী। স্বীয় আশ্চর্য্যগুণের দ্বারা নিকটস্থিত অন্য বস্তুকে স্বীয় সারূপ্য প্রাপ্ত করায় তাহার নাম—অভিরূপ্য বা অভিরূপতা।

বিজয়। মাধুর্য্য কি ?

গোস্বামী। শরীরের কোন অনির্ব্বচনীয় রূপকে 'মাধুর্য্য' বলে।

বিজয়। মার্দ্দব কি ?

গোস্বামী। কোমল বস্তুর সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা ধর্ম্মকে 'মার্দ্দব' বলা যায়। মার্দ্দব উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ-ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। প্রভো, গুণসকল বুঝিতে পারিলাম। এখন নাম কি তাহাও আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। রসভাবগর্ভ রাধাকৃষ্ণাদি নামই নাম।

বিজয়। তাহাও বুঝিলাম ; এখন চরিত কিরূপ বলুন।

গোস্বামী। চরিত দুই প্রকার ; অনুভাব ও লীলা। বিভাব সমাপ্ত হইলে অনুভাব বর্ণিত হইবে।

বিজয়। তবে এখন লীলাই বর্ণন করুন।

গোস্বামী। চারুক্রীড়া, নৃত্য, বেণুবাদন, গো-দোহন, পর্ব্বত হইতে গো-গণকে ডাকা, এবং গমনাদিকে 'লীলা' বলা যায়।

বিজয়। চারুক্রীড়া কিরূপ ?

গোস্বামী। রাসলীলা, কন্দুক-খেলা ইত্যাদি অনন্ত মনোহর ক্রীড়া।

বিজয়। মণ্ডন কতপ্রকার।

গোস্বামী। বস্ত্র, ভূষণ, মাল্য এবং অনুলেপন, এই চারিপ্রকার 'মণ্ডন'

বিজয়। সম্বন্ধী কি ?

গোস্বামী। লগ্ন অর্থাৎ সংযুক্ত এবং সন্নিহিত ভেদে সম্বন্ধি দ্রব্য দুই প্রকার।

বিজয়। লগ্ন কি কি ?

গোস্বামী। বংশীরব, শৃঙ্গধ্বনি, গীত, সৌরভ, ভূষণশব্দ, চরণচিহ্ন, বীণারব ও শিল্পকৌশল ইত্যাদি 'লগ্ন' 'সম্বন্ধী'।

বিজয়। বংশীরব কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণবক্ত্র হইতে যে মুরলীনাদামৃত উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই সকল উদ্দীপনের মধ্যে প্রধান।

বিজয়। এখন কৃপা করিয়া সন্নিহিত-সম্বন্ধী বলুন।

গোস্বামী। নির্ম্মাল্যাদি, ময়ূরপুচ্ছ, পর্ব্বতোৎপন্ন গৈরিকাদি অদ্রিধাতু, নৈচিকী অর্থাৎ গাভীগণ, লগুড়ী (পাচন), বেণু, শৃঙ্গী, কৃষ্ণের প্রিয়-ব্যক্তি দর্শন, গোধূলি, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত বস্তু ও ব্যক্তি নিচয়, গোবর্দ্ধন যমুনা, রাসস্থলাদিকে 'সন্নিহিত-সম্বন্ধী' বলা যায়।

বিজয়। বৃন্দাবনাশ্রিত কি কি?

গোস্বামী। পক্ষিগণ, ভ্রমর, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকারপুষ্প-বিশেষ, কদম্বাদি—বৃন্দাবনাশ্রিত।

বিজয়। তটস্থ কি?

গোস্বামী। চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু ও খগাদিই—তটস্থ।

সম্যক্‌রূপে উদ্দীপন সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিজয় ক্ষণকাল তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। আলম্বনের সহিত উদ্দীপন ভাব সমস্ত হৃদয়ে একত্র হইয়া একটী পরম ভাবের উদয় হইল। তখন বিজয়ের দেহে অনুভাব প্রকাশ হইতে লাগিল। বিজয় গদ্গদস্বরে কহিলেন,—প্রভো, এখন আমাকে অনুভাব সমুদয় ভাল করিয়া বলুন। কৃষ্ণ-চরিত্রের এক অংশ লীলার বিষয় বলিয়াছেন। অনুভাব জানিতে পারিলে কৃষ্ণচরিত সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারিব।

গোস্বামী। অনুভাব—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক-ভেদে তিন প্রকার।

বিজয়। অলঙ্কার কি?

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের যৌবনকালে বিংশতিপ্রকার অলঙ্কার

সত্ত্বজ বলিয়া উক্ত। কান্তে সর্ব্বদা অভিনিবেশবশতঃ সেই সব অদ্ভুতরূপে উদিত হয়। যথা,—

অঙ্গজ—১। ভাব, ২। হাব, ৩। হেলা।

অযত্নজ—৪। শোভা, ৫। কান্তি, ৬। দীপ্তি, ৭। মাধুর্য্য, ৮। প্রগল্‌ভতা, ৯। ঔদার্য্য, ১০। ধৈর্য্য।

স্বভাবজ—১১। লীলা, ১২। বিলাস, ১৩। বিচ্ছিত্তি, ১৪। বিভ্রম, ১৫। কিলকিঞ্চিত, ১৬। মোট্টায়িত, ১৭। কুট্টুমিত, ১৮। বিব্বোক, ১৯। ললিত, ২০। বিকৃত।

বিজয়। এস্থলে ভাব কি ?

গোস্বামী। উজ্জ্বল-রসে নির্ব্বিকার চিত্তে রতি বলিয়া ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার প্রথম বিক্রিয়াই এই স্থলে ভাব বলিয়া উক্ত। চিত্তের অবিকৃতির নাম সত্ত্ব। বিকৃতির কারণ উপস্থিত হইলে বীজের আদি বিকারের ন্যায় যে আদি বিকার উদিত হয়, তাহাই—'ভাব'।

বিজয়। প্রভো, হাব কি প্রকার ?

গোস্বামী। গ্রীবাকে তির্য্যক্ করিয়া ভাবক্রমে ঈষৎ প্রকাশরূপ ভ্রূনেত্রাদি বিকাশ করাকে 'হাব' বলা যায়।

বিজয়। হেলা কি ?

গোস্বামী। হাব যখন স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তখন তাহাকে 'হেলা' বলে।

বিজয়। শোভা কি ?

গোস্বামী। রূপ ও সম্ভোগাদিদ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ তাহাই 'শোভা'।

বিজয়। কান্তি কি ?

গোস্বামী। মন্মথতর্পণদ্বারা যে উজ্জ্বল শোভা হয়, তাহাই 'কান্তি'।

বিজয়। দীপ্তি কি ?

গোস্বামী। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া কান্তি অতিশয় বিস্তৃতা হইলে 'দীপ্তি' নাম প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। মাধুর্য্য কি ?

গোস্বামী। চেষ্টাসমূহের সর্ব্বাবস্থায় যে চারুতা তাহাই এস্থলে—মাধুর্য্য।

বিজয়। প্রগল্ভতা কি ?

গোস্বামী। প্রয়োগে নিঃশঙ্কত্বকে 'প্রগল্ভতা' বলেন। কান্তের অঙ্গে অঙ্গ প্রয়োগাদিই এস্থলে—প্রয়োগ।

বিজয়। ঔদার্য্য কি ?

গোস্বামী। সর্ব্বাবস্থগত বিনয়কে 'ঔদার্য্য' বলে।

বিজয়। ধৈর্য্য কিরূপ ?

গোস্বামী। চিত্তোন্নতির স্থির ভাবই—'ধৈর্য্য'।

বিজয়। এস্থলে লীলা কিরূপ ?

গোস্বামী। রম্যবেশ ও ক্রিয়াদিদ্বারা প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণই 'লীলা'।

বিজয়। বিলাস কিরূপ ?

গোস্বামী। গমন, স্থিতি, আসন, মুখ ও নেত্রাদির প্রিয়-সঙ্গম-জন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য তাহাই—'বিলাস'।

বিজয়। বিচ্ছিত্তি কি ?

গোস্বামী। অল্প বেশ রচনাতেও যদি কান্তির পুষ্টি করে, তাহাকে 'বিচ্ছিত্তি' বলে। কোন কোন রসজ্ঞের মতে, অপরাধী কান্ত আসিলে সখীদিগের প্রযত্নে ভূষাদি ধারণ করিয়াছি, এরূপ ঈর্ষা-অবজ্ঞাবতী স্ত্রীর ভাবকেও বিচ্ছিত্তি বলা যায়।

বিজয়। বিভ্রম কি ?

গোস্বামী। স্বীয় বল্লভপ্রাপ্তিসময়ে মদনাবেশজনিত ভ্রমবশতঃ হারমাল্যাদির অযথাস্থানে ধারণ-কার্য্যই 'বিভ্রম'।

বিজয়। কিলকিঞ্চিত কি ?

গোস্বামী। গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সকলকে হর্ষক্রমে অযথা মিলন করার নাম 'কিলকিঞ্চিত'।

বিজয়। মোট্টায়িত কি ?

গোস্বামী। কান্তস্মরণ ও তদীয় বার্ত্তা-প্রাপ্তি-সময়ে হৃদয়ে যে ভাব, সেই ভাব হইতে যে অভিলাষ প্রকটিত হয়, তাহাই 'মোট্টায়িত'।

বিজয়। কুট্টমিত কি ?

গোস্বামী। স্তন-অধরাদি গ্রহণসময়ে হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সম্ভ্রম হইতে যে বাহ্য ক্রোধ ব্যথার ন্যায় উদিত হয়, তাহাই 'কুট্টমিত'।

বিজয়। বিব্বোক কি ?

গোস্বামী। গর্ব্ব ও মান হইতে ইষ্ট বস্তু অর্থাৎ কান্ত প্রতি যে অনাদর-প্রকাশ হয়, তাহাই 'বিব্বোক'।

বিজয়। 'ললিত' কি ?

গোস্বামী। অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গি ও ভ্রূবিলাসের মনোহারিতা হইতে যে সৌকুমার্য্য-প্রকাশ হয়, তাহাই 'ললিত'।

বিজয়। বিকৃত কি ?

গোস্বামী। লজ্জা, মান, ঈর্ষাদিদ্বারা বিবক্ষিত বিষয় বাক্যের দ্বারা না বলিয়া চেষ্টা প্রকাশ করা হয়, তাহাই 'বিকৃত'। এই বিংশতি প্রকার আঙ্গিক ও চিত্তজ। এতদতিরিক্ত রসজ্ঞগণ মৌগ্ধ্য ও চকিত নামে আর দুইটী অলঙ্কার স্বীকার করেন।

বিজয়। মৌগ্ধ্য কি ?

গোস্বামী। প্রিয়জনের অগ্রে জ্ঞাত বিষয়েও অজ্ঞাত বিষয়ের ন্যায় যে প্রশ্ন হয়, তাহাই 'মৌগ্ধ্য'।

বিজয়। চকিত কি ?

গোস্বামী। ভয়ের স্থান নাই অথচ প্রিয়জনের নিকট মহৎ ভয় প্রকাশ করার নাম 'চকিত'।

বিজয়। প্রভো, অলঙ্কার সমস্তই শুনিলাম; এখন উদ্ভাস্বর বিষয়ে শিক্ষা পদান করুন।

গোস্বামী। হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার নাম 'উদ্ভাস্বর'। মধুররসে নীবি, উত্তরীয় বসন ও ধম্মিল্লের ভ্রংশন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের ফুল্লতা এবং নিঃশ্বাস ইত্যাদি 'উদ্ভাস্বর'।

বিজয়। এই সমস্ত যাহাকে উদ্ভাস্বর বলিয়া নামকরণ করিলেন, সে সমুদায়ই মোট্টায়িত ও বিলাসের অন্তর্গত করিলে তত্ত্বের লাঘব হইত।

গোস্বামী। তথাপি এই সকলদ্বারা কোন বিশেষ শোভার পোষণ হয়। এইজন্যই ইহাদিগকে পৃথগ্‌রূপে সংগৃহীত করা হইয়াছে।

বিজয়। প্রভো, এখন বাচিক অনুভাব ব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ-ভেদে 'বাচিক অনুভাব' দ্বাদশপ্রকার।

বিজয়। 'আলাপ' কি?

গোস্বামী। চাটুপ্রিয়বাক্যের উক্তির নাম 'আলাপ'।

বিজয়। 'বিলাপ' কি?

গোস্বামী। দুঃখজনিত বাক্‌প্রয়োগের নাম 'বিলাপ'।

বিজয়। 'সংলাপ' কি?

গোস্বামী। উক্তি ও প্রত্যুক্তিবিশিষ্ট বাক্যালাপকে 'সংলাপ' বলে।

বিজয়। 'প্রলাপ' কি?

গোস্বামী। বৃথা আলাপকে 'প্রলাপ' বলা যায়।

বিজয়। 'অনুলাপ' কি?

গোস্বামী। মুহুর্মুহুঃ এক কথা আলাপের নাম 'অনুলাপ'।

বিজয়। 'অপলাপ' কি ?

গোস্বামী। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ যোজনার 'নাম 'অপলাপ'।

বিজয়। 'সন্দেশ' কি ?

গোস্বামী। প্রোষিত কান্তার নিকট স্বীয় বার্ত্তা-প্রেরণই 'সন্দেশ'।

বিজয়। 'অতিদেশ' কি ?

গোস্বামী। তাহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ যে বাক্য তাহাই 'অতিদেশ'।

বিজয়। 'অপদেশ' কি ?

গোস্বামী। অন্য বাক্যের দ্বারা যে কথা সূচিত হয়, তাহাই 'অপদেশ'।

বিজয়। 'উপদেশ' কি ?

গোস্বামী। শিক্ষার জন্য যে বচন বলা যায়, তাহাই 'উপদেশ'।

বিজয়। 'নির্দ্দেশ' কি ?

গোস্বামী। আমি সেই ব্যক্তিই বটে, এরূপ কথাই 'নির্দ্দেশ'।

বিজয়। 'ব্যপদেশ' কি ?

গোস্বামী। ছল করিয়া আত্মাভিলাষ প্রকাশ করার নাম 'ব্যপদেশ'। এই সমস্ত অনুভাব সকল রসেই আছে। কিন্তু অধিক মাধুর্য্যপোষক বলিয়া উজ্জ্বল রসেও কীর্ত্তিত হইল।

বিজয়। প্রভো, রসবিষয়ে অনুভাব বলিয়া একটী পৃথক্ ব্যাপার করিবার তাৎপর্য্য কি ?

গোস্বামী। আলম্বন উদ্দীপনের সংযোগে হৃদয়ে যে ভাব হয়, তাহাই অঙ্গে প্রকটিত হইলে 'অনুভাব' নাম প্রাপ্ত হয়। পৃথক্ করিয়া না দেখাইলে তত্ত্বের পরিস্ফুর্তি হয় না।

বিজয়। মধুররসে সাত্ত্বিকভাব ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। স্তম্ভ স্বেদাদি অষ্টসাত্ত্বিকভাব, যাহা পূর্ব্বে সাধারণ রসতত্ত্ববিচারে বলিয়াছি, তাহাই এ রসের সাত্ত্বিকভাব। এই রসে সেই সকল ভাবের উদাহরণ পৃথক্ পৃথক্ প্রকার।

বিজয়। সে কিরূপ ?

গোস্বামী। ব্রজলীলায় দেখিবে। হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ, অমর্ষ হইতে স্তম্ভ-ভাবের উদয় হয়। হর্ষ, ভয়, ক্রোধ হইতে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম হয়। আশ্চর্য্য, হর্ষ, ভয় হইতে রোমাঞ্চ হয়। বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, ভয় হইতে স্বরভঙ্গ হয়। ভয়, হর্ষ, অমর্ষ হইতে বেপথু বা কম্প হয়। বিষাদ, ক্রোধ, ভয় হইতে বৈবর্ণ্য হয়। হর্ষ, রোষ, বিষাদ হইতে অশ্রু হয়। সুখ, দুঃখ হইতে প্রলয় হয়।

বিজয়। সাত্ত্বিক বিকারগণের কিছু জাতিভেদ এ রসে আছে কি ?

গোস্বামী। হাঁ আছে। আমি সাধারণ রসবিচারে সাত্ত্বিকভাব সকলকে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত বলিয়া বিচার করিয়াছি। এ রসে উদ্দীপ্ত ও সুদ্দীপ্তরূপ সাত্ত্বিক ভাবের একপ্রকার ভেদ আছে।

বিজয়। প্রভো, আমার প্রতি আপনার কৃপা অপার। এখন ব্যভিচারী ভাব এ রসে যেরূপ স্থিত, তাহা বলিয়া পরম সুখ প্রদান করুন।

গোস্বামী। নির্ব্বেদাদি যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, যাহা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, তাহা সকলই এই রসে আছে। ঔগ্র্য ও আলস্য এ রসে নাই। মধুর রসের সঞ্চারী ভাবে কয়টী আশ্চর্য্য কথা আছে।

বিজয়। তাহার মধ্যে প্রথম আশ্চর্য্য কথা কি ?

গোস্বামী। সখ্যাদি রসে সখা ও গুরুজনের যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও এই মধুর রসের সঞ্চারী ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই সেই রসে যে স্থায়ী ভাব, তাহাই এ রসে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবে কার্য্য করে।

বিজয়। অন্য আশ্চর্য্য কথা কি ?

গোস্বামী। ব্যভিচারী ভাবসকল রসেব সাক্ষাৎ অঙ্গরূপে জ্ঞান করা যায় না। সুতরাং তন্মধ্যগত মরণাদিও রসের অঙ্গ নয়। তাহারা যুক্তি-দ্বারা এই রসে গুণমধ্যে পরিগণিত। রসই গুণী এবং তাহারই গুণ, এই এক সিদ্ধান্ত।

বিজয়। সঞ্চারী ভাবসকল কিরূপে উৎপত্তি লাভ করে ?

গোস্বামী। আর্ত্তি, বিপ্রিয়, ঈর্ষা, বিষাদ, বিপত্তি, অপরাধ হইতে 'নির্ব্বেদ' জন্মে।

বিজয়। দৈন্য কাহা হইতে জন্মে ?

গোস্বামী। দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধ হইতে 'দৈন্য' জন্মে।

বিজয়। গ্লানি কি হইতে জন্মে ?

গোস্বামী। শ্রম, আধি, রতি হইতে 'গ্লানি' জন্মে।

বিজয়। শ্রম কি হইতে জন্মে ?

গোস্বামী। পথভ্রমণ, নৃত্য, রতি হইতে 'শ্রম' উৎপত্তি হয়।

বিজয়। মদ কি হইতে জন্মে ?

গোস্বামী। মধুপান হইতেই বিবেকহরোল্লাসরূপ 'মদ' জন্মে।

বিজয়। গর্ব্ব কি হইতে জন্মে ?

গোস্বামী। সৌভাগ্য, রূপ, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয়, ইষ্ট লাভ হইতে 'গর্ব্ব' জন্মে।

বিজয়। শঙ্কা কি হইতে জন্মে ?

গোস্বামী। চৌর্য্য, অপরাধ, অন্যের ক্রূরতা, বিদ্যুৎ, ভয়ানক জন্তু ও ভয়জনক শব্দ হইতে 'শঙ্কা' হয়।

বিজয়। আবেগ কি হইতে জন্মে ?

গোস্বামী। প্রিয়দর্শন, প্রিয়শ্রবণ, অপ্রিয়দর্শন, অপ্রিয়শ্রবণ হইতে 'আবেগ' অর্থাৎ চিত্তের বিভ্রমজনিত ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা জন্মে।

বিজয়। উন্মাদ কি হইতে জন্মে?

গোস্বামী। প্রৌঢ়ানন্দ ও বিরহ হইতে 'উন্মাদ' জন্মে।

বিজয়। অপস্মার কিরূপ?

গোস্বামী। দুঃখজনিত ধাতুবৈষম্য হইতে উৎপন্ন চিত্তবিপ্লবই 'অপস্মার'।

বিজয়। ব্যাধি কিরূপে জন্মে?

গোস্বামী। জ্বরাদি প্রতিরূপ বিকারই 'ব্যাধি'। চিন্তা উদ্বেগাদি হইতে তাহা জন্মে।

বিজয়। মোহ কি?

গোস্বামী। হৃন্মূঢ়তাই 'মোহ'। তাহা হর্ষ, বিশ্লেষ, বিষাদ হইতে জন্মে।

বিজয়। মৃতি কিরূপ?

গোস্বামী। এ রসে মৃত্যু সাক্ষাৎ নাই। মৃত্যুর উদ্যমমাত্রই ঘটিয়া থাকে।

বিজয়। আলস্য কিরূপ?

গোস্বামী। এ রসে আলস্য সাক্ষাৎ নাই। শক্তি থাকিতেও অশক্তি ছল করার নাম 'আলস্য'। তাহা কৃষ্ণসেবাদিতে নাই। তাহা গৌণরূপে প্রতিপক্ষে আছে।

বিজয়। জাড্য কি হইতে হয়?

গোস্বামী। ইষ্টশ্রবণ, ইষ্টদর্শন, অনিষ্টদর্শন ও বিরহ হইতে 'জাড্য' হয়।

বিজয়। ব্রীড়া অর্থাৎ লজ্জা কি হইতে হয়?

গোস্বামী। নবীন সঙ্গম, অকার্য্য, স্তব, অবজ্ঞা হইতে ‘ব্রীড়া’ হয়।

বিজয়। অবহিত্থা কি হইতে জন্মে ?

গোস্বামী। ‘অবহিত্থা’ বা আকার গোপন করা, কাপট্য, লজ্জা, দাক্ষিণ্য, ভয় ও গৌরব হইতে হয়।

বিজয়। স্মৃতি কি হইতে হয় ?

গোস্বামী। পূর্ব্বানুভূত অর্থ প্রতীতিরূপ স্মৃতিসদৃশ দর্শন ও দৃঢ়াভ্যাস হইতে হয়।

বিজয়। বিতর্ক কি হইতে হয় ?

গোস্বামী। বিমর্শ ও সংশয় হইতে ‘বিতর্ক’ জন্মে।

বিজয়। চিন্তা কি ?

গোস্বামী। ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের আশা হইতে ‘চিন্তা’ হয়।

বিজয়। মতি কি ?

গোস্বামী। বিচারোদিত অর্থনির্দ্ধারণই ‘মতি’।

বিজয়। ধৃতি কি ?

গোস্বামী। মনের স্থৈর্য্যই ‘ধৃতি’। তাহা দুঃখাভাব ও উত্তম লাভ হইতে জন্মে।

বিজয়। হর্ষ কি ?

গোস্বামী। অভীষ্ট দর্শন ও অভীষ্ট লাভ হইতে যে প্রসন্নতা হয়, তাহাই ‘হর্ষ’।

বিজয়। ঔৎসুক্য কি ?

গোস্বামী। ইষ্টদর্শনের স্পৃহা ও ইষ্টপ্রাপ্তিস্পৃহা হইতে ‘ঔৎসুক্য’ হয়।

বিজয়। ঔগ্র্য কি ?

গোস্বামী। চণ্ডতার নাম ‘ঔগ্র্য’। তাহা তোমাকে বলিয়াছি—এ রসে নাই।

বিজয়। অমর্ষ কি ?

গোস্বামী। অধিক্ষেপ ও অপমানজনিত অসহিষ্ণুতাই 'অমর্ষ'।

বিজয়। অসূয়া কি ?

গোস্বামী। পরের সৌভাগ্যে বিদ্বেষ। তাহা সৌভাগ্য ও গুণ হইতে হয়।

বিজয়। চাপল কি হইতে হয় ?

গোস্বামী। চিত্তলাঘবকে 'চাপল' বলে। তাহা রাগ ও দ্বেষ হইতে হয়।

বিজয়। নিদ্রা কিসে হয় ?

গোস্বামী। ক্লম হইতেই 'নিদ্রা'।

বিজয়। সুপ্তি কি ?

গোস্বামী। স্বপ্নই 'সুপ্তি'।

বিজয়। বোধ কি ?

গোস্বামী। নিদ্রা-নিবৃত্তিই 'বোধ'।

বাবা বিজয, এই সকল ব্যভিচারী ভাব ছাড়া উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি চারিটী দশা আছে। ভাবসম্ভবই উৎপত্তি। দুই ভাবের একত্রীকরণই 'ভাবসন্ধি'। একই প্রকার দুই স্বরূপের সন্ধির নাম 'স্বরূপসন্ধি'। পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপের সন্ধির নাম 'ভিন্নসন্ধি'। বহুভাব মিশ্রিত হইলে 'ভাবশাবল্য' হয়। ভাবের লয় হইলে 'ভাবশান্তি' হয়।

বিজয় এখন মধুর রসের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারী ভাব শ্রবণ করিয়া রসের সামগ্রী সমস্তই অবগত হইলেন। চিত্ত প্রেমে মগ্ন হইয়াছে। প্রেম অস্ফুট। তাহা বুঝিতে পারিয়া গুরুদেবের চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—প্রভো, আমার চিত্তে প্রেম এখন কি অস্ফুট রহিয়াছে ? কৃপা করিয়া বলুন। গোস্বামী কহিলেন,—আগামী কল্য তুমি প্রেমতত্ত্ব জানিতে পারিবে। প্রেমসামগ্রী

জানিতে পারিয়াছ বটে, কিন্তু প্রেম এখনও তোমার হৃদয়ে স্পষ্ট উদিত হন নাই। স্থায়ী ভাবই প্রেম। তাহা তুমি সাধারণতঃ পূর্ব্বে শুনিয়াছ। এখন উজ্জ্বলরসে বিশেষ করিয়া শুনিলে তোমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। 'এই বলিয়া গোস্বামী বিজয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বিজয় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া নিজ বাসায় গমন করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়

মধুররসবিচার

মধুরারতির স্থায়িভাব—রতি আবির্ভাবের হেতু—অভিযোগ—বিষয়—সম্বন্ধ—অভিমান—তদীয় বিশেষ—উপমা—স্বভাব—নিসর্গ—স্বরূপ—নিত্যসিদ্ধাদিগের রতি স্বভাবজ—সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গজ—সাধারণী সমঞ্জসা সমর্থা-ভেদে ত্রিবিধা রতি—ত্রিবিধা রতির বিশেষত্ব—সমর্থারতির বিশেষ মাহাত্ম্য—সমর্থারতির চরম মহাভাব—সমর্থারতির উন্নতির ক্রম—প্রেমলক্ষণ ও প্রকার-ভেদ—প্রৌঢ় প্রেম—মধ্য প্রেম—মন্দ প্রেম—স্নেহের লক্ষণ—ঘৃত স্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে দ্বিবিধ স্নেহ—আদর ও গৌরব—মদীয়ত্ব—উদাত্ত ও ললিত-ভেদে দুই প্রকার মান—কৌটিল্য ললিত ও নর্ম্মললিত-ভেদে দ্বিবিধ ললিত মান—প্রণয়—বিশ্রম্ভ—মৈত্ররূপ বিশ্রম্ভ—সখ্যরূপ বিশ্রম্ভ—প্রণয়, স্নেহ ও মানের সম্বন্ধ—রাগের লক্ষণ—নীলিমা রাগ—শ্যামা রাগ—কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা রাগ—অনুরাগ—প্রেমবৈচিত্ত্য—মহাভাব—মহাভাবের উদাহরণ, স্থিতি ও ভেদ—রূঢ় মহাভাব—মহাভাবের অনুভাব ও তাহার বিবরণ—অধিরূঢ় মহাভাব—মোদন ও মাদন—মোহন অবস্থার অনুভাব—দশবিধ দশা—উদ্‌ঘূর্ণা—চিত্রজল্প ও ইহার দশবিধ অঙ্গ—(১) প্রজল্প, (২) পরিজল্প, (৩) বিজল্প, (৪) উজ্জল্প, (৫) সংজল্প, (৬) অবজল্প, (৭) অভিজল্প, (৮) আজল্প, (৯) প্রতিজল্প ও (১০) সুজল্প—মাদনের লক্ষণ—সংক্ষেপে সর্ব্ব প্রকার মধুর রসের বিন্যাস—সখ্যরসে রতির গতি—স্বকীয় ও পারকীয় ভাব-ভেদে দ্বিত্যাব—।

অদ্য উপযুক্ত সময়ে বিজয় আসিয়া শ্রীগোপাল গুরুগোস্বামীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অদ্য বিজয়কে স্থায়ী ভাব বুঝিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন।

গোস্বামী। মধুরা-রতিই মধুর-রসের স্থায়ী ভাব।

বিজয়। রতি-আবির্ভাবের হেতু কি?

গোস্বামী। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব হইতে রতি উদিত হয়। হেতুগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বভাব হইতে যে রতির উদয় হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'রতি'।

বিজয়। অভিযোগ কি?

গোস্বামী। ভাবব্যক্তিই অভিযোগ, তাহা স্বকর্ত্তৃক ও পরকর্ত্তৃক রূপে দ্বিবিধ।

বিজয়। বিষয় কি?

গোস্বামী। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়।

বিজয়। সম্বন্ধ কি?

গোস্বামী। কুল, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটী সামগ্রীর গৌরবকে 'সম্বন্ধ' বলেন।

বিজয়। অভিমান কি?

গোস্বামী। অনেক রম্য বস্তু থাকিলেও কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আমি এইটীই চাই, এইরূপ নির্ণয়কে 'অভিমান' বলে।

বিজয়। তদীয় বিশেষ কি?

গোস্বামী। পদাঙ্ক, গোষ্ঠ ও তদীয় প্রিয়জনই 'তদীয় বিশেষ' এস্থলে বৃন্দাবনাশ্রিত গোষ্ঠকেই গোষ্ঠ বলা যায়। কৃষ্ণের প্রতি প্রৌঢ়-ভাবানুবিদ্ধ ব্যক্তিগণই 'প্রিয়জন'।

বিজয়। উপমা কি?

গোস্বামী। এক বস্তু অন্য বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যধারণ করিলে, সে তাহার 'উপমা' হয়।

বিজয়। স্বভাব কি ?

গোস্বামী। যে ধর্ম্ম অন্য হেতু অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাই 'স্বভাব'। স্বভাব দুই প্রকার—নিসর্গ ও স্বরূপ।

বিজয়। নিসর্গ কি ?

গোস্বামী। সুদৃঢ় অভ্যাস জন্য সংস্কারকে 'নিসর্গ' বলা যায়। গুণ, রূপ, শ্রবণাদি তাহাব উদ্বোধনের ঈষৎ হেতু মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের বহুজন্মসিদ্ধ সুদৃঢ়রত্যাভ্যাস। তাহাতে যে সংস্কার হয়, তাহাই নিসর্গ। কৃষ্ণগুণরূপশ্রবণ হইতে সেই ভাবের যে হঠাৎ উদ্বোধ, তাহাই সম্যক্ কারণ নয়।

বিজয়। স্বরূপ কিরূপ ?

গোস্বামী। অজন্য, অনাদি স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে 'স্বরূপ' বলা যায়। সেই স্বরূপ কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ ও উভয়নিষ্ঠ-ভেদে ত্রিবিধ। কৃষ্ণনিষ্ঠ-স্বরূপ দৈত্যপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের অপ্রাপ্য। সুতরাং অদৈত্য-প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে সুলভ। ললনানিষ্ঠ স্বরূপ স্বয়ং উদ্‌বুদ্ধতা লাভ করে। কৃষ্ণরূপাদি অদৃষ্ট অশ্রুত হইলেও কৃষ্ণের প্রতি বেগে রতি প্রকাশ করে। কৃষ্ণ ও গোপললনানিষ্ঠ স্বরূপই উভয়নিষ্ঠ।

বিজয়। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ উপমা ও স্বভাব এই সাতটী হেতু হইতে কি সর্ব্বপ্রকার মধুররতি উদিত হয় ?

গোস্বামী। গোকুলললনাদিগের কৃষ্ণ-রতি স্বভাবজ অর্থাৎ স্বরূপ-সিদ্ধ, তাহা অভিযোগাদিদ্বারা উদিত হয় না। কিন্তু বহুবিধ বিলাসে ঐ সকল হেতুও কার্য্য করে। সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গসিদ্ধসাধক-দিগের রতি অভিযোগাদিদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়।

বিজয়। দুই একটী উদাহরণ দিলে হৃদয়ঙ্গম হয়।

গোস্বামী। এই উদ্দিষ্ট রতি রাগানুগা ভক্তিতেই লভ্য হয়। বৈধী-ভক্তি যত দিন ভাবময়ী না হয়, তাহা হইতে এই রতি বড় দূরে থাকে। সাধনদশায় ব্রজললনাদিগের কৃষ্ণসেবার ভাবচেষ্টা দেখিয়া যাহাদের লোভ হয়, তাঁহারা স্বভাব ব্যতীত আর ছয়টী কারণ হইতে বিশেষতঃ প্রিয়জন হইতে, ক্রমশঃ রতি লাভ করেন। সাধনসিদ্ধ-হইলে ললনানিষ্ঠ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

বিজয়। রতি কত প্রকার?

গোস্বামী। রতি তিন প্রকার, সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জায় সাধারণী রতি। তাহা সম্ভোগেচ্ছামূলা হওয়ায়, তাহা তিরস্কৃত হইয়াছে। মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা, কেন না লোকধর্ম্ম অপেক্ষায় বিবাহবিধিদ্বারা উদ্‌বুদ্ধ। গোকুলদেবীদিগের রতি সমর্থা, যেহেতু তাহা লোক ও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান। সমর্থা যে অসমঞ্জসা তাহা নয়। পরম পারমার্থিক বিচারে সমর্থাই অতি সমঞ্জসা। সাধারণী রতি মণির ন্যায়, সমঞ্জসারতি চিন্তামণির ন্যায় এবং সমর্থারতি জগদ্দুর্লভ কৌস্তুভের ন্যায় অনন্যলভ্যা।

বিজয়। ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, কি অপূর্ব্ব কথা হইতেছে। আমি সাধারণী রতির লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া সম্ভোগেচ্ছা হইতে যে অতি গাঢ় নয় এরূপ রতি উদিত হয়, তাহা সাধারণী। এই রতি গাঢ়ত্ব অভাবে সম্ভোগেচ্ছা ইহার নিদান। সম্ভোগেচ্ছা-হ্রাস হইলে এ রতির হ্রাস হইয়া পড়ে।

বিজয়। সমঞ্জসা রতি কিপ্রকার?

গোস্বামী। গুণাদি শ্রবণ হইতে উৎপন্ন পত্নীভাবাভিমানস্বরূপা

গাঢ়রতিই সমঞ্জসা। কখন কখন তাহাতে সম্ভোগেচ্ছা উদিত হয়, সমঞ্জসা রতি সম্ভোগেচ্ছা হইতে পৃথক্ হইলে তদুত্থিত ভাবদ্বারা কৃষ্ণ-বশ করা দুর্ঘট হয়।

বিজয়। সমর্থারতি কিপ্রকার?

গোস্বামী। রতিমাত্রেরই সম্ভোগেচ্ছা আছে। সাধারণী ও সমঞ্জসা-রতির সম্ভোগেচ্ছা স্বার্থপরা। সেই সম্ভোগেচ্ছা হইতে নিঃস্বার্থ লক্ষণ কোন বিশেষ ভাবপ্রাপ্ত সম্ভোগেচ্ছার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ একই ভাবপ্রাপ্ত রতিই 'সমর্থা'।

বিজয়। সে বিশেষ কিরূপ? একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। সম্ভোগেচ্ছা দুইপ্রকার—প্রিয়জনদ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখময়ী ইচ্ছা একপ্রকার এবং আপনার দ্বারা প্রিয়জন ইন্দ্রিয়-তর্পণসুখ-ভাবনাময়ী ইচ্ছা অন্যপ্রকার। প্রথমোক্ত ইচ্ছাকে কাম বলা যায়, কেন না, তাহা স্বসুখোন্মুখী। দ্বিতীয়োক্ত ইচ্ছা প্রিয়জন-হিতোন্মুখী হওযায় প্রেমোন্মুখী। সাধারণী রতিতে প্রথমোক্ত ইচ্ছাই প্রবল। সমঞ্জসাতে তাহা প্রবল নয়। শেষোক্ত লক্ষণই সমর্থারতির সম্ভোগেচ্ছার বিশেষ ধর্ম্ম।

বিজয়। সম্ভোগে প্রিয়জন-স্পর্শসুখ অবশ্য ঘটিযা থাকে। সেই সুখের ইচ্ছা কি সমর্থার থাকে না?

গোস্বামী। অবশ্য সে ইচ্ছা দুর্ব্বার, তথাপি সমর্থার হৃদয়ে সে ইচ্ছা নিতান্ত দুর্ব্বল। এই বিশেষ ক্রমে রতিই বলবতী হইয়া তদ্রূপ বিশিষ্ট সম্ভোগেচ্ছাকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া রতি ও সম্ভোগেচ্ছার একাত্মতা লাভ করেন। সেই রতি সর্ব্বাতিক্রমে সামর্থ্যপ্রযুক্ত 'সমর্থা' নাম প্রাপ্ত হন।

বিজয়। সমর্থারতির বিশেষ মাহাত্ম্য কি?

গোস্বামী। পূর্ব্বোক্ত অভিযোগাদির মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ

অথবা তদীয় হইতেই হউক বা রতির স্বাভাবিক স্বরূপ হইতেই হউক এই সমর্থারতি জাত হইবামাত্র সকল বিস্মরণ করণ ক্ষমতাযুক্ত হইয়া অতি গাঢ়রূপে প্রতীয়মান হন।

বিজয়। সম্ভোগেচ্ছা শুদ্ধারতিতে কিরূপে মিলিত হইয়া একাত্মতা লাভ করে?

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের সমর্থারতি কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য। সম্ভোগে যে নিজ সুখ আছে, তাহাও কৃষ্ণসুখের অনুকূল বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং সম্ভোগেচ্ছা ও কৃষ্ণসুখময়ী রতি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত বিলসোর্ম্মি চমৎকারী শ্রীধারণপূর্ব্বক আপনা হইতে সম্ভোগেচ্ছাকে পৃথক্ সত্তায় থাকিতে দেন না। সমঞ্জসাতে স্বীয় সুখে ঐ রতি কখন কখন পর্য্যবসিত হইতে পারে।

বিজয়। আহা! এ কি অপূর্ব্ব রতি! ইহার চরম মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা হয়।

গোস্বামী। এই রতি প্রৌঢ়া ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব দশাকে লাভ করেন। সমস্ত বিমুক্ত পুরুষেরা ইহার অন্বেষণ করেন এবং পঞ্চবিধ ভক্ত, যাহার যতদূর সাধ্য পাইয়া থাকেন।

বিজয়। প্রভো, এই রতির ক্রমোন্নতি জানিতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। "স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥"

(উজ্জ্বল, স্থায়ী ভাব প্রঃ, ৪৪)

তাৎপর্য্য এই মধুরাখ্যা রতি বিরুদ্ধ ভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হয়। তখন তাহার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে নিজ মাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করেন।

বিজয়। প্রভো, ইহার একটী সাধারণ উদাহরণ বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। ইক্ষুদণ্ডের বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোৎপল হয়। তদ্রূপ রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব এক বস্তুরই ক্রমোন্নতি। ভাব শব্দে এস্থলে মহাভাব।

বিজয়। এই সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম থাকিতেও এক প্রেম শব্দে সমস্ত ভাবকে কেন বলা হয়?

গোস্বামী। স্নেহাদি ছয়টি প্রেমের বিলাসক্রম। এতন্নিবন্ধন পণ্ডিতগণ প্রেম শব্দদ্বারা সেই সকলকে উদ্দেশ করেন। যাহার যে জাতীয় কৃষ্ণপ্রেম উদিত, তাঁহাতে কৃষ্ণেরও সেইজাতীয় প্রেম উদিত হইয়া থাকে।

বিজয়। প্রেমলক্ষণ কি?

গোস্বামী। মধুর রসে যুবক যুবতীর মধ্যে ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যে ধ্বংসরহিত ভাববন্ধন হয়, তাহাই 'প্রেম'।

বিজয়। প্রেমের কি কি প্রকার-ভেদ আছে?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ-ভেদে প্রেম তিনপ্রকার।

বিজয়। প্রৌঢ় প্রেম কি প্রকার?

গোস্বামী। যে প্রেম মিলনের বিলম্বের দ্বারা প্রিয়জনের-চিত্তবৃত্তিতে যে কষ্ট হইবে, তাহা নিবারণের জন্য প্রেমী ব্যক্তির চিত্তে ক্লেশদায়ী হয়, তাহাই—প্রৌঢ়প্রেম।

বিজয়। মধ্যপ্রেম কি লক্ষণ?

গোস্বামী। যে প্রেম প্রিয়ব্যক্তির ক্লেশানুভব সহিয়া থাকে, সেই প্রেম—'মধ্যম'।

বিজয়। মন্দপ্রেম কিরূপ?

গোস্বামী। আত্যন্তিক হইলেও পরিচিত্ততাদির অপেক্ষা বা উপেক্ষা না করেন, এরূপ প্রেম 'মন্দ'। ইহাতে অন্যের প্রতি উৎকৃষ্ট প্রেম বাধকরূপে কার্য্য করে।

বিজয়, প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দজাতীয় প্রেমের পরস্পর ভেদক আর একপ্রকার লক্ষণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে স্থলে বিশ্লেষের অসহিষ্ণুতা, সে স্থলে প্রৌঢ়প্রেম। যে স্থলে বিশ্লেষকে কষ্টে সহা যায়, সে স্থলে মধ্য প্রেম। যে স্থলে কখন কখন বিস্মরণ হয়, সেই স্থলে মন্দ-প্রেম।

বিজয়। প্রেম বুঝিলাম। স্নেহলক্ষণ কি ?

গোস্বামী। পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপদীপন লক্ষণ প্রাপ্ত হন। চিৎ শব্দে প্রেম বিষয়োপলব্ধি। সেই দীপের দীপন স্বরূপ হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমাই স্নেহ। স্নেহের তটস্থ লক্ষণ এই যে, প্রিয়বিষয়কে অনুক্ষণ দর্শন করিয়াও তাহাতে তৃপ্তি জন্মে না।

বিজয়। স্নেহে পরিমাণের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ-ভেদ কি আছে ?

গোস্বামী। কনিষ্ঠস্নেহীর প্রিয়ব্যক্তি অঙ্গ-সঙ্গে মনের দ্রবতা হয়। মধ্যম স্নেহীর প্রিয়বিলোকনেই দ্রবতা হয়। শ্রেষ্ঠস্নেহীর প্রিয় বিষয় শ্রবণেই চিত্তদ্রব হয়।

বিজয়। স্নেহ কতপ্রকার।

গোস্বামী। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ-ভেদে স্নেহ স্বরূপতঃ দুইপ্রকার।

বিজয়। ঘৃত-স্নেহ কিরূপ ?

গোস্বামী। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই 'ঘৃতস্নেহ'। মধুস্নেহ মিশ্রিত হইয়া স্বাদোদ্রেক প্রাপ্ত হন। ঘৃতস্নেহ নিসর্গতঃ শীতল। তৎপ্রযুক্ত পরস্পর আদরে ঘনীভূত হইয়া গাঢ়াদরময় হন। ঘৃতলক্ষণবশতঃ ইহাকে ঘৃতস্নেহ বলা যায়।

বিজয়। আদর কি ?

গোস্বামী। গৌরব হইতে আদরের জন্ম। সুতরাং আদর ও গৌরব পরস্পর অন্যোন্যাশ্রিত। রত্যাদিতে তাহা থাকিলেও স্নেহে তাহা সুব্যক্ত বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত।

বিজয়। গৌরব কি ?

গোস্বামী। ইনি গুরু এই বুদ্ধির নাম 'গৌরব'। তাহা হইতে উদিত হয় যে ভাব, তাহাই 'সম্ভ্রম'। তাহাকেই আদর বলে। আদর ও গৌরব পরস্পর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং আদর বলিলেই গৌরব আছে।

বিজয়। মধুস্নেহ কিরূপ ?

গোস্বামী। প্রিয় ব্যক্তিতে মদীয়ত্বাতিশয়রূপ স্নেহ হইলে তাহাকে মধুস্নেহ বলেন। সেই স্নেহ স্বয়ং মাধুর্য্যময় এবং তাহাতে নানা রসের সমাহার বা মিলন আছে। তাহাতে উন্মাদকতা-ধর্ম্মবশতঃ উষ্ণতা আছে। এই জন্য মধুর সমান বলিয়া মধুস্নেহ বলা যায়।

বিজয়। মদীয়ত্ব কিরূপ ?

গোস্বামী। রতির উদ্ভব দুইপ্রকার। তাহার আমি, এই একপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। তিনি আমার, এইটী অন্যপ্রকার ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহে আমি তাঁহার, এই ভাব বলবান্। মধুস্নেহে তিনি আমার, এই ভাব বলবান্। চন্দ্রাবলীতে ঘৃতস্নেহ। শ্রীরাধায় মধুস্নেহ।

বিজয়। (গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া) মান কিরূপ ?

গোস্বামী। যে স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তিপূর্ব্বক এক নূতনপ্রকার মাধুর্য্য প্রকট করেন এবং প্রিয়ের প্রতি অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ কৌটিল্য ধারণ করেন, তিনি 'মান'।

বিজয়। মান কয়প্রকার ?

গোস্বামী। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুইপ্রকার।

বিজয়। উদাত্তমান কি প্রকার ?

গোস্বামী। দুইপ্রকার। এক প্রকারে দুর্ব্বোধ রীতিক্রমে সরল

অর্থাৎ দাক্ষিণ্যভাবযুক্ত। অন্য প্রকারে অদাক্ষিণ্য অর্থাৎ বাম্যগন্ধযুক্ত মনের ভাব গোপনপূর্ব্বক গাম্ভীর্য্যলক্ষণ মান হয়। ঘৃতস্নেহই উদাত্তমান হয়।

বিজয়। ললিতমান কিরূপ? ইহাতে আমার অধিক লালসা কেন হয় বলিতে পারি না।

গোস্বামী। ললিতমান দুইপ্রকার। স্বাতন্ত্র্যরূপে হৃদয়গত কৌটিল্য ধারণপূর্ব্বক যে মান, তাহা কৌটিল্যললিত। নর্ম্মবিশেষ যে মান, তাহা নর্ম্মললিত। উভয়বিধ ললিতমানই মধুস্নেহ হইতে উদিত হয়।

বিজয়। প্রণয় কি?

গোস্বামী। প্রিয়জনের সহিত অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই 'প্রণয়'।

বিজয়। এস্থলে বিশ্রম্ভের অর্থ কি?

গোস্বামী। প্রণয়ের স্বরূপই 'বিশ্রম্ভ'। মৈত্র ও সখ্য-ভেদে বিশ্রম্ভ দুইপ্রকার। দৃঢ় বিশ্বাসই বিশ্রম্ভ। বিশ্রম্ভ প্রণয়ের নিমিত্ত-কারণ নয়, কিন্তু উপাদান-কারণ।

বিজয়। মৈত্ররূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ?

গোস্বামী। বিনয়ান্বিত বিশ্রম্ভই 'মৈত্র'।

বিজয়। সখ্যরূপ বিশ্রম্ভ কিরূপ?

গোস্বামী। সর্ব্বপ্রকার ভয়োন্মুক্ত স্ববশতাময় বিশ্রম্ভই এখানে সখ্য।

বিজয়। প্রণয়, স্নেহ ও মান ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আর একটু স্ফুট করিয়া বলুন।

গোস্বামী। কোন স্থলে স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া মান-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মান ও প্রণয়ের অন্যোন্য কার্য্যকারণতা আছে। বিশ্রম্ভকে পৃথগ্‌রূপে

উদাহরণ এই জন্যই করা হয়। উদাত্ত ও ললিত-ভেদে মৈত্র ও সখ্য সুসঙ্গত হইতেছে। আবার তাহাদিগকে সুমৈত্র ও সুসখ্য বলিয়া প্রণয়ে বিচারিত হয়।

বিজয়। রাগ কি লক্ষণ?

গোস্বামী। প্রণয়ের উৎকর্ষপ্রযুক্ত অতিশয় দুঃখও সুখরূপে প্রতীত হয়। সেইরূপ প্রণয়ই 'রাগ'।

বিজয়। রাগ কতপ্রকার?

গোস্বামী। নীলিমা-রাগ ও রক্তিমা-রাগ, এই দুইপ্রকার।

বিজয়। নীলিমা-রাগ কয়-প্রকার?

গোস্বামী। নীলী-রাগ ও শ্যামা-রাগ-ভেদে নীলিমা দুইপ্রকার।

বিজয়। নীলীরাগ কি প্রকার?

গোস্বামী। যে রাগের ব্যয়-সম্ভাবনা নাই এবং যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশমান হইয়া স্বলগ্নভাবসকলকে আবরণ করে, তাহাই নীলী রাগ। সেই রাগ চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষিত হয়।

বিজয়। শ্যামারাগ কি?

গোস্বামী। নীলীরাগ হইতে ভীরুতার ঔষধসেকাদিদ্বারা প্রকাশশীল এবং বিলম্ব্যসাধ্য যে রাগ, তাহাই শ্যামারাগ।

বিজয়। রক্তিমা-রাগ কতপ্রকার?

গোস্বামী। কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাসম্ভব রাগ-ভেদে রক্তিমা দুইপ্রকার।

বিজয়। কুসুম্ভরাগ কি প্রকার?

গোস্বামী। যে রাগ অন্য রাগের কান্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং চিত্তে সংসক্ত হইয়া শোভা পায়, তাহাই কুসুম্ভরাগ। আধারবিশেষে কৌসুম্ভরাগ স্থির হয়। কৃষ্ণপ্রণয়ী জনে ইহা মঞ্জিষ্ঠমিশ্র হওয়ায় কখনও ম্লান হয়।

বিজয়। মাঞ্জিষ্ঠরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। নিত্য স্থিরতর নিরপেক্ষ স্বীয় অনন্যসাপেক্ষ কান্তিদ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তাহাই রাধামাধবের পরস্পর মাঞ্জিষ্ঠরাগ। সিদ্ধান্ত এই যে, ঘৃত, স্নেহ, উদাত্ত, মৈত্র, সুমৈত্র, নীলিমা ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত ভাবসকল চন্দ্রাবলী, রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণে প্রকাশ আছে। মধু, স্নেহ, ললিত, সখ্য, সুসখ্য, রক্তিমা ইত্যাদি উত্তর উত্তর ভাবসকল রাধিকাদিতে প্রকাশ আছে। সত্যভামায় লক্ষণদ্বারা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। এইপ্রকার ভাব-ভেদে গোকুলরমণীদিগের আত্মপক্ষ বিপক্ষাদি ভেদ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ভাবান্তর সম্বন্ধে যে ভেদ জন্মে, এবং ভাবসকলের যে অন্যান্য প্রকার ভেদ আছে, সে সমস্ত প্রজ্ঞাদ্বারা পণ্ডিতগণ বুঝিয়া থাকেন অর্থাৎ সে সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করা গেল না।

বিজয়। ভাবান্তর শব্দে কোন্ কোন্ ভাব বুঝিতে হইবে?

গোস্বামী। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ। ইহারাই এস্থলে ভাবান্তর।

বিজয়। রাগ বুঝিলাম। এখন অনুরাগ ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যে রাগ স্বয়ং নব নবভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব নব করিয়া দেয়, তাহাই 'অনুরাগ'।

বিজয়। এই অনুরাগ আর কি কি বিচিত্রতা প্রকাশ করে?

গোস্বামী। পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণিমধ্যে জন্মলালসাভর হইয়া অনুরাগ অনন্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি করায়।

বিজয়। পরস্পর বশীভাব ও অপ্রাণী বৃক্ষাদিতে জন্মগ্রহণ লালসা সহজে বুঝিলাম। প্রভো, প্রেমবৈচিত্ত্য কি?

গোস্বামী। বিপ্রলম্ভকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। তাহা পরে জানিবে।

বিজয়। এখন মহাভাব কি তাহা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। বিজয়, ব্রজরসচিত্রবিষয়ে আমি অতিশয় ক্ষুদ্র। আমি কোথায় এবং মহাভাব বর্ণনই বা কোথায়! তবে শ্রীরূপ গোস্বামী এবং পণ্ডিত গোস্বামীর কৃপাশিক্ষাক্রমে এবং শ্রীরূপের নির্দ্দেশমতে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাঁহাদের কৃপায় তাহা অনুভব কর। যাবদাশ্রয়-বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্যদশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই ভাব বা মহাভাব হন।

বিজয়। প্রভো, আমি অতিশয় দীন ও অজ্ঞ জিজ্ঞাসু। আমি যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, সেইরূপে মহাভাবের লক্ষণ করুন।

গোস্বামী। শ্রীরাধিকা অনুরাগের আশ্রয় এবং কৃষ্ণ তাহার বিষয়। শ্রীনন্দনন্দন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। শ্রীরাধা আশ্রয়-তত্ত্বের ইয়ত্তা। তাঁহার অনুরাগই স্থায়ী ভাব; সেই অনুরাগ তাহার ইয়ত্তা বা চরম সীমা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয় এবং সেই অবস্থায় স্বয়ং বেদ্যদশা অর্থাৎ তৎপ্রেয়সীজনবিশেষের সংবেদ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া যথাবসর সুদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাবের দ্বারা প্রকাশমান হয়। তৎ অবস্থাগত অনুরাগ মহাভাব হয়।

বিজয়। আহা! মহাভাব! মহাভাব! আজ মহাভাব কি তাহা একটু অনুভব করিলাম। সকল ভাবের চরম সীমাই মহাভাব। এই মহাভাবের উদাহরণ কিছু আজ্ঞা হয়ত কর্ণ জুড়ায়।

গোস্বামী। ধন্য বিজয়!

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূ‌ত-ভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী॥

এই শ্লোকটীই মহাভাবের উদাহরণ। বৃন্দাদেবী কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে, তোমার নিত্য অপ্রকট লীলায় তোমার ও তোমার রাধিকার চিত্তজতু মহাসাত্ত্বিক বিকারদ্বারা আর্দ্রীভূত হইয়া পৃথক্‌তা বিলাপপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ভেদভ্রমশূন্য হইয়াছে। আবার সেই শৃঙ্গারকারুকৃতী সেই ব্যাপারকে এই ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে চিত্র করিবার জন্য স্বয়ং নবরাগহিঙ্গুলভরের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের অপ্রকটলীলাগত মহাভাববৈচিত্র্য যোগমায়াদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে যথাবৎ অনুচিত্রিত হইযাছে।

বিজয়। এই মহাভাবের স্থিতি কোথায় ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের পুরবনিতাবর্গের পক্ষে এই মহাভাব দুর্লভ। কেবল ব্রজদেবীদিগের পক্ষে ইহা একমাত্র সংবিদ্য।

বিজয়। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

গোস্বামী। বিবাহবিধিবন্ধনদ্বারা যেখানে স্বকীয়াত্ব, সেখানে রতি সমঞ্জসা অর্থাৎ মহাভাবাদি লাভে সমর্থা নয়। ব্রজে কাহার কাহার একটু স্বকীয় ভাব আছে, কিন্তু তথায় পরকীয় ভাবই বলবান্। তথায় রতি সমর্থা বলিয়া চরমসীমাপ্রাপ্তিস্থলে মহাভাব হয়।

বিজয়। মহাভাবের ভেদ কি কি ?

গোস্বামী। পরমামৃতস্বরূপ শ্রীমহাভাব চিত্তকে স্বস্বরূপতাপ্রাপ্তি করান। রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে মহাভাব দুইপ্রকার।

বিজয়। রূঢ়-মহাভাব কিরূপ ?

গোস্বামী। সাত্ত্বিকভাবসকল যাহাতে উদ্দীপ্ত, সেই মহাভাব রূঢ়।

বিজয়। মহাভাবের অনুভাব বলুন।

গোস্বামী। নিমেষমাত্রেও অসহিষ্ণুতা, উপস্থিত জনগণের হৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, কৃষ্ণসৌখ্যেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব, মোহাদির অভাবেও আত্মাদি

সর্ব্ববিস্মরণ, ক্ষণকল্পত্ব এই সকল অনুভাব কতকগুলি সম্ভোগ এবং কতক-গুলি বিপ্রলম্ভে অনুভূত হয়।

বিজয়। নিমেষাসহত্ব কি প্রকার?

গোস্বামী। এই ভাবটী বৈচিত্ত্য বিপ্রলম্ভ। সংযোগেও বিয়োগ স্ফূর্ত্তি। অল্পকালবিচ্ছেদও অসহ্য হয়। কুরুক্ষেত্রে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া চক্ষের পক্ষ্মকৃৎ বিধাতাকে শাপ দিয়াছিলেন, কেননা কৃষ্ণদর্শন-কারীর চক্ষে পক্ষ্ম ক্ষণকালও দর্শনবাধ করে।

বিজয়। আসন্নজনতা হৃদ্বিলোড়ন কিরূপ?

গোস্বামী। গোপীদিগের ভাব দেখিয়া, কুরুক্ষেত্রগত রাজগণ ও মহিষীগণের চিত্ত যেরূপ বিলোড়িত হইয়াছিল, তদ্রূপ।

বিজয়। কল্পক্ষণত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। রাসরাত্রি ব্রহ্মরাত্রি হইলেও গোপীগণের নিকট নিমেষ অপেক্ষা অল্প হইয়াছিল তদ্বৎ।

বিজয়। সৌখ্যেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নত্ব কিরূপ?

গোস্বামী। "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহ" শ্লোকে গোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণ-পদকমল স্তনে রাখিয়াও কর্কশ স্তনে তাহাতে ব্যথা হইবে, এইরূপ খেদ করেন তদ্রূপ।

বিজয়। মোহাদির অভাবেও সর্ব্ব বিস্মরণ কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি অবিচ্ছেদে মোহাদির অভাব। কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি থাকে অথচ দেহাদি সমস্ত জগতের বিস্মৃতি হয়।

বিজয়। ক্ষণকল্পতা কিরূপ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন যে, ব্রজবাসিনীদিগের সহিত যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন তাঁহাদের রাত্রিসকল ক্ষণার্দ্ধের মত যাইত। আমার অভাবে তাঁহাদের রাত্রি কল্পসম হইয়াছিল। এইভাবেই ক্ষণকে কল্পজ্ঞান হয়।

বিজয়। রূঢ়ভাব বুঝিলাম। এখন অধিরূঢ় ভাব ব্যাখ্যা করুন।

গোস্বামী। যাহাদ্বারা রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাবসকল আরও আশ্চর্য্য বিশেষতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই অধিরূঢ় ভাব।

বিজয়। অধিরূঢ় কতপ্রকার ?

গোস্বামী। মোদন ও মাদন-ভেদে তাহা দ্বিবিধ।

বিজয়। মোদন কিরূপ?

গোস্বামী। রাধাকৃষ্ণ উভয়ের অধিরূঢ ভাবে যখন সাত্ত্বিক ভাব সকল উদ্দীপ্তিসৌষ্ঠব ধারণ করে, তখন তাহাকে 'মোদন' বলেন। সেই মোদন-ভাবে কৃষ্ণ ও রাধিকার বিক্ষোভ-ভর হয়। প্রেমসম্পত্তিতে বিখ্যাত কান্তাগণ অপেক্ষা অতিশয়িতা উদিত হয়।

বিজয়। মোদনের স্থল কি ?

গোস্বামী। শ্রীরাধিকার যূথ বিনা মোদন আর কোথায়ও নাই। মোদনই একমাত্র হ্লাদিনী শক্তির প্রিয়বর সুবিলাস। বিশ্লেষ দশায় মোদনই মোহন হয়। বিরহবিবশতাপ্রযুক্ত সেই দশায় সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসকল উদিত হয়।

বিজয়। মোহন অবস্থার অনুভাব বর্ণন করুন ?

গোস্বামী। কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ্য দুঃখস্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসুখকামনা, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভোদয়, তির্য্যগ্ জাতির রোদন, মৃত্যুস্বীকারপূর্ব্বক নিজ দেহস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা ও দিব্যোন্মাদাদি অনু-ভাব হয়। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীতে এই মোহনভাব উদিত হয়। সঞ্চারিভাব-গত মোহেও রাধিকার কার্য্য অন্যের বিলক্ষণ।

বিজয়। প্রভো, যদি উচিত বোধ করেন, তবে দিব্যোন্মাদ-লক্ষণ বলুন।

গোস্বামী। কোন অনির্ব্বচনীয় গতিবিশেষে মোহনভাব ভ্রমের ন্যায়

কোন বিচিত্র দশা প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মাদ হয়। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি তাহারই বহুভেদমাত্র।

বিজয়। উদ্‌ঘূর্ণা কি ?

গোস্বামী। বহুবিধ বিবশতারূপ চেষ্টাকে বিলক্ষিত করিয়া 'উদ্‌ঘূর্ণা' হয়। কৃষ্ণ মথুরা গেলে রাধিকার উদ্‌ঘূর্ণা হইয়াছিল।

বিজয়। চিত্রজল্প কি ?

গোস্বামী। প্রেষ্ঠ ব্যক্তির কোন সুহৃদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে গূঢ় রোষোদ্ভূত অনেক ভাবময় তীব্র উৎকণ্ঠা পর্য্যন্ত জল্পনাকে 'চিত্রজল্প' কহা যায়।

বিজয়। চিত্রজল্পের কতগুলি অঙ্গ ?

গোস্বামী। প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প-ভেদে চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ। ইহা দশম স্কন্ধে ভ্রমরগীতায় (১) প্রকাশিত হইয়াছে।

বিজয়। প্রজল্প কি ?

গোস্বামী। চিত্রজল্প অসংখ্যভাব-বিচিত্রতার চমৎকৃতিজনিত সুদুস্তর হইলেও তাহার কিছু অঙ্গ বলা যায়। অসূয়া, ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞা-মুদ্রাদ্বারা প্রিয়ব্যক্তির অকৌশল প্রকাশ করার নাম 'প্রজল্প'।

বিজয়। পরিজল্পিত কি ?

গোস্বামী। হৃদয়নাথের নির্দ্দয়তা শঠতা ও চাপল্যাদি দোষ প্রতিপাদন পূর্ব্বক ভঙ্গিক্রমে স্বীয় বিচক্ষণতা প্রকাশ করার নাম 'পরিজল্পিত'।

বিজয়। বিজল্প কি ?

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৪৭ অধ্যায় ও বৈষ্ণবতোষণী দ্রষ্টব্য। তৎসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৯শ অধ্যায় ও অনুভাষ্য আলোচ্য।

গোস্বামী। গূঢ় মানমুদ্রা অন্তঃকরণে আছে, বাহ্যে কৃষ্ণের প্রতি অসূয়াকটাক্ষোক্তি করাব নাম 'বিজল্প'।

বিজয়। উজ্জল্প কি ?

গোস্বামী। গর্ব্বমূলক ঈর্ষাদ্বারা কৃষ্ণেব শঠতা কীর্ত্তন ও অসূয়ার সহিত সর্ব্বদা আক্ষেপ, তাহাই 'উজ্জল্প'।

বিজয়। সংজল্প কি ?

গোস্বামী। দুর্গম সোল্লুণ্ঠ অর্থাৎ গূঢ় পরিহাস আক্ষেপদ্বারা কৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা স্থাপনই 'সংজল্প'।

বিজয়। অবজল্প কি ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের প্রতি কাঠিন্য, কামত্ব ও ধৌর্ত্ত্যবশতঃ আসক্তির অযোগ্যতা ভয় প্রায় ঈর্ষাদ্বাবা ব্যক্ত হয়, তাহাই 'অবজল্প'।

বিজয়। অভিজল্প কি ?

গোস্বামী। কৃষ্ণ যখন পক্ষিগণকেও খেদান্বিত করেন তখন তাঁহার প্রতি আসক্তি বৃথা, এইরূপ ভঙ্গিক্রমে অনুতাপ-বচনকে 'অভিজল্প' বলেন।

বিজয়। আজল্প কি ?

গোস্বামী। নির্ব্বেদক্রমে কৃষ্ণের কপটতা, দুঃখপ্রদত্ব এবং কৃষ্ণকথা ত্যাগ করিযা অন্য কথার সুখদত্ব কীর্ত্তনই 'আজল্প'।

বিজয়। প্রতিজল্প কি ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের মিথুনীভাব দস্ত্যাজ সুতরাং তাঁহার অন্য স্ত্রীগণের সহিত বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার নিকটতাপ্রাপ্তি অযুক্ত, এই কথা বলা এবং প্রেরিত দূতকে সম্মানবাক্য বলাই 'প্রতিজল্প'।

বিজয়। সুজল্প কি ?

গোস্বামী। ঋজুতায় নিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্য ও চপলতার সহিত উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসাকে সুজল্প বলেন।

বিজয়। প্রভো, আমি কি মাদনের লক্ষণ জানিবার যোগ্য ?

গোস্বামী। হ্লাদিনীসারপ্রেমা যখন সর্ব্বভাবোদ্গমদ্বারা উল্লাসযুক্ত হন, তখনই তিনি পরাৎপরভাবরূপ মাদন নামে খ্যাত হন। শ্রীরাধিকার সেই মাদনভাব নিত্য।

বিজয়। মাদনভাবে কি ঈর্ষা আছে ?

গোস্বামী। মাদনভাবে ঈর্ষাভাব অত্যন্ত প্রবল। ঈর্ষার অযোগ্য চেতনাশূন্য বস্তুর প্রতিও ঈর্ষা দেখা যায়। আবার সর্ব্বদা সংযোগেও কৃষ্ণসম্বন্ধগন্ধ যে সকল পাত্রে আছে, তাহাদের প্রতি স্তবাদিও প্রসিদ্ধ। বনমালার প্রতি ঈর্ষাবাক্য এবং পুলিন্দীগণের স্তবই ইহার উদাহরণ।

বিজয়। কি অবস্থায় মাদন দেখা যায় ?

গোস্বামী। এই মাদনরূপ বিচিত্রভাব সংযোগলীলায়ই উদিত হয়। এই মাদনের বিলাসস্বরূপ নিত্যলীলা সহস্র সহস্র হইয়া বিরাজ করেন।

বিজয়। প্রভো, কোন মুনিবাক্যে এরূপ মাদনেব নির্ণয় আছে কি ?

গোস্বামী। মাদনবস অনন্ত। সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ গতি অপ্রাকৃত মদনরূপ কৃষ্ণের পক্ষেও দুর্গম। সেই কারণেই শ্রীশুক মুনিও তাহা সম্যগ্ বর্ণন করিতে শক্ত হন নাই। বসবিচারক ভরতমুনি প্রভৃতির ত কথাই নাই।

বিজয়। একটি আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। রসস্বরূপ এবং রসেব ভোক্তৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণরূপে মাদনের গতি জানিতে পারেন না। এ কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণই রস। তিনি অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। কিছুই তাঁহার অগোচর, অপ্রাপ্য বা অঘটনীয় নাই। তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদধর্ম্মবশতঃ নিত্যই একরস ও বহুরস। এক রসে তিনি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া আত্মারাম! তখন আর তাহা হইতে কিছু

পৃথক্ রসরূপে থাকে না। আবার তিনি যুগপৎ বহুরস। সুতরাং আত্মগতরস ব্যতীত সে অবস্থায় পরগতরস ও আত্মপর যোগগত বিচিত্র রস হয়। শেষ দুই রসের অনুভবেই তাঁহার লীলাসুখ। পরগত রসই চরম বিস্তৃতি লাভ করিয়া পারকীয় রস। বৃন্দাবনে এই চরম বিস্তৃতি অত্যন্ত প্রস্ফুটিত। অতএব আত্মগত রসের অপরিজ্ঞাত পরম সুখবিশিষ্ট পারকীয় রসেই মাদনসীমা। ইহা বিশুদ্ধরূপে অপ্রকট লীলায় গোলোকে বর্ত্তমান। কিঞ্চিৎ মায়িক প্রত্যায়িত অবস্থায় ব্রজে বর্ত্তমান।

বিজয়। প্রভো, আমাতে আপনার যে কৃপা, তাহা অসীম। এখন সংক্ষেপে সর্ব্বপ্রকার মধুর রসের নির্য্যাস পাইতে প্রার্থনা করি।

গোস্বামী। ব্রজদেবীগণে যেসকল ভাবভেদ তাহা প্রায়ই অলৌকিক। তর্কের অগোচব, সুতরাং বিচারপূর্ব্বক বলা যায় না। শাস্ত্রে শুনিয়া থাকি যে, শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগে রাগ প্রকট হইয়াছিল। সেই রাগ স্থলবিশেষে অনুরাগ হইয়া স্নেহ। তাহা হইতে মান ও প্রণয় ক্রমশঃ প্রকাশ। সে সকল কথা স্থির হয় না; কিন্তু ইহা স্থির আছে যে, সাধারণী রতিতে ধূমায়িত অবস্থাই অবধি। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ পর্য্যন্ত সমঞ্জসার গতি। তাহাতে জ্বলিতারূপে দীপ্তারতি। রূঢ়ে উদ্দীপ্তা এবং মোদনাদিতে সুদ্দীপ্তা রতি। ইহাও প্রায়িক বলিয়া জানিবে, কেন না দেশকালপাত্রাদিভেদে বিপর্য্যয়ও দেখিতে পাইবে। সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত যায়। সমঞ্জসা রতির অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা। সমর্থা রতির মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা।

বিজয়। সখ্যরসে রতির গতি কতদূর?

গোস্বামী। নর্ম্মবয়স্যদিগের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। কিন্তু তন্মধ্যে সুবলাদির রতি মহাভাব পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। স্থায়ী ভাবের লক্ষণ যাহা পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই লক্ষণ স্থায়ী ভাব মহাভাব পর্য্যন্ত দেখিতেছি। স্থায়ী ভাব যদ্যপি একই তত্ত্ব তবে কেন রসভেদ দেখা যায়?

গোস্বামী। স্থায়ী ভাবের জাতিভেদে রসভেদ জন্মে। স্থায়ী ভাবে গূঢ় ব্যাপার লক্ষিত হয় না। যখন সামগ্রীসংযোগে রস হয়, তখনই তাহার জাতিভেদ লক্ষিত হয়। স্থায়ী ভাব নিজ গূঢ়জাতি অনুসারে তদুপযোগী সামগ্রী সংগ্রহপূর্ব্বক তদনুরূপ রসতা প্রাপ্ত হয়।

বিজয়। মধুরাখ্য রতিতে কি নিত্যরূপে স্বকীয় ও পরকীয় জাতি-ভেদ আছে?

গোস্বামী। হাঁ, তাহাতে নিত্য স্বকীয় ও পারকীয় জাতিভেদ আছে। সেরূপ ভেদ ঔপাধিক নয়। যদি সে ভেদকে ঔপাধিক বলা যায়, তবে মধুর রস প্রভৃতি রসকেও ঔপাধিক বলিতে হয়। যাঁহার যে নিত্য স্বভাবজ রস, তাহাই তাঁহার নিত্য জাতিগত রস। তদনুরূপ তাঁহার রুচি, ভজন ও প্রাপ্তি। ব্রজেও স্বকীয় রস আছে। যাঁহারা কৃষ্ণে-পতি অভিমান করেন, তাঁহাদের রুচি, সাধন, ভজন এবং প্রাপ্তি তদনু-রূপ। দ্বারকায় স্বকীয়তা বৈকুণ্ঠগত তত্ত্ব। ব্রজের স্বকীয়তা গোলোক-গত তত্ত্বভেদ এরূপ জানিবে। অথবা ব্রজনাথের অন্তঃস্থিত বাসুদেবপক্ষ সেই তত্ত্ব চরমে বৈকুণ্ঠেই যায় এরূপ জানিবে।

মহাপ্রেমে বিজয় দণ্ডবৎ করিয়া বাসায় গেলেন।

সপ্তত্রিংশদধ্যায়

শৃঙ্গার রসবিচার

শৃঙ্গারের স্বরূপ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—পূর্ব্বরাগ—পূর্ব্বরাগের হেতু—বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে প্রথমে আশ্রয় তত্ত্বের পূর্ব্বরাগ—পূর্ব্বরাগে সঞ্চারী ভাব—ত্রিবিধ পূর্ব্বরাগ—লালসা উদ্বেগ জাগর্য্যা তানবজড়তা ব্যগ্রতা ব্যাধি উন্মাদ মোহ মৃত্যু—সমঞ্জস পূর্ব্বরাগের লক্ষণ—গুণ কীর্ত্তন—সাধারণ পূর্ব্বরাগ লক্ষণ—নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে দ্বিবিধ কামলেখ—পূর্ব্বরাগের ক্রম—মান ও উহার আশ্রয়—সহেতু ও নির্হেতুমান—ত্রিবিধ বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যানুভব—অনুমিত বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য—সহেতুমানের উপশমনের উপায়—মানভঙ্গের অন্য উপায়—মানে কৃষ্ণের প্রতি উক্তি—প্রেম বৈচিত্ত্য—প্রবাস—বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস—প্রবাসে দশদশা—বিজয়কুমারের বিপ্রলম্ভ রসবিষয়িণী চিন্তা।

বিজয় অন্য ভাবের আস্বাদন করিতে করিতে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো, আমি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব বুঝিয়া লইয়াছি। স্থায়ী ভাবের স্বরূপ বুঝিলাম। পূর্ব্বোক্ত সামগ্রীচতুষ্টয়কে স্থায়ী ভাবে মিলিত করিয়াও রসোদয় করিতে পারি না। ইহার কারণ কি?

গোস্বামী। বিজয়, শৃঙ্গারনামা রসের স্বরূপ জানিলেই স্থায়ী ভাবে রসতা বুঝিতে পারিবে।

বিজয়। শৃঙ্গার কি?

গোস্বামী। অত্যন্ত শোভনময় মধুর রসের নাম 'শৃঙ্গার'। তাহা দুইপ্রকার অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। সংযুক্তই হউন বা অযুক্তই হউন যূনযুবতীর অভীষ্ট যে

আলিঙ্গনাদি, তাহার অভাবে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়, তাহাই সম্ভোগের উন্নতিকারক বিপ্রলম্ভ নামক ভাববিশেষ। বিপ্রলম্ভের অর্থ বিরহ বা বিয়োগ।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কিরূপে সম্ভোগের উন্নতি করেন?

গোস্বামী। রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহদ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।

বিজয়। বিপ্রলম্ভ কতপ্রকার।

গোস্বামী। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভ।

বিজয়। পূর্ব্বরাগ কি?

গোস্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর সঙ্গমের পূর্ব্বে যে দর্শন ও শ্রবণাদি-জাত রতি উন্মীলিত হয়, তাহাই পূর্ব্বরাগ।

বিজয়। দর্শন কতপ্রকার?

গোস্বামী। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করা, চিত্রপটে তাঁহার রূপ দেখা এবং স্বপ্নে তাঁহাকে দেখাকে 'দর্শন' বলা যায়।

বিজয়। শ্রবণ কতপ্রকার?

গোস্বামী। স্তুতিপাঠকবন্দী, সখী ও দূতী ইহাদের মুখে এবং গীতাদি হইতে যাহা শুনা যায়, তাহাই শ্রবণ।

বিজয়। এই রতির উৎপত্তি কি হইতে হয়?

গোস্বামী। পূর্ব্বে অভিযোগাদি কয়েকটী রতি জন্মের হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পূর্ব্বরাগেও সেইসকলকে হেতু বলা যায়।

বিজয়। ব্রজনায়কনায়িকার মধ্যে কাহার পূর্ব্বরাগ প্রথমে হয়?

গোস্বামী। ইহাতে অনেক বিচার। সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে

স্ত্রীলোকের লজ্জাদি অধিক থাকায় পুরুষই প্রথমে স্ত্রীকে অন্বেষণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রেম অধিক বলিয়া মৃগাক্ষীদিগের পূর্ব্বরাগ অগ্রসর। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের প্রথমে পূর্ব্বরাগ জন্মে। ভগবানের রাগ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। ব্রজদেবীসকল ভক্তের অবধি বলিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বরাগ অধিক চারুরূপে প্রথমে বর্ণিত হয়।

বিজয়। পূর্ব্বরাগের সঞ্চারী ভাব কি কি?

গোস্বামী। ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধন, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যাদি ব্যভিচারী ভাব।

বিজয়। পূর্ব্বরাগ কয়প্রকার?

গোস্বামী। প্রৌঢ়, সামঞ্জস ও সাধারণ-ভেদে পূর্ব্বরাগ ত্রিবিধ।

বিজয়। প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগ কিরূপ?

গোস্বামী। সমর্থ রতিরূপ পূর্ব্বরাগই প্রৌঢ়। এই রাগে লালসাদি মরণ পর্য্যন্ত দশা হয়। সেই সেই সঞ্চারিভাবের উৎকটতা প্রযুক্ত ঐ সকল দশা হয়।

বিজয়। দশাগুলি বলুন?

গোস্বামী। "লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুদশা দশ॥

(উজ্জ্বল, পূর্ব্বরাগ প্রঃ।৯)

অর্থাৎ লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ মোহ, ও মৃত্যু—এই দশ দশা। প্রৌঢ়রাগে দশাসকলও প্রৌঢ়।

বিজয়। লালসা কিরূপ?

গোস্বামী। অভীষ্টপ্রাপ্তির গাঢ় আকাঙ্ক্ষাই লালসা। তাহাতে ঔৎসুক্য, চাপল, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি হয়।

বিজয়। উদ্বেগ কি ?

গোস্বামী। মনের চঞ্চলতাই উদ্বেগ। ইহাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস, চপলতা স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ ও স্বেদাদি উদিত হয়।

বিজয়। জাগর্য্যার অর্থ নিদ্রাক্ষয়। তাহাতে স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি উৎপন্ন হয়।

বিজয়। তানব কি ?

গোস্বামী। শরীরের কৃশতাই তানব। ইহাতে দৌর্ব্বল্য ও শিরো-ভ্রমাদি হয়। কোন কোন ব্যক্তি তানবস্থানে 'বিলাপ' পাঠ আছে বলেন।

বিজয়। জড়িমা কি ?

গোস্বামী। ইষ্টানিষ্ট পরিজ্ঞানের অভাব, প্রশ্ন করিলে অনুত্তর এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তির অভাব হইলে 'জড়িমা' হয়।

বিজয়। বৈয়গ্র্য কি ?

গোস্বামী। ভাবগাম্ভীর্য্যের বিক্ষোভ এবং অসহতাকে 'বৈয়গ্র্য' বলা যায়। ইহাতে বিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া থাকে।

বিজয়। ব্যাধি কি ?

গোস্বামী। অভীষ্টের অলাভে দেহের পাণ্ডুতা ও উত্তাপ-লক্ষণ ব্যাধি। শীতস্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাস-পাতনাদি ইহাতে থাকে।

বিজয়। উন্মাদ কি ?

গোস্বামী। সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে তন্মনস্কত্বনিবন্ধন-অন্য বস্তুতে সেই বস্তু বলিয়া যে ভ্রান্তি, তাহাই 'উন্মাদ'। ইষ্টদ্বেষ, নিঃশ্বাস নিমেষ এবং বিরহাদি ইহাতে সম্ভব হয়।

বিজয়। মোহ কিরূপ ?

গোস্বামী। চিত্তের বিপরীত গতিকে 'মোহ' বলেন। নিশ্চলতা ও পতন ইহাতে ঘটে।

বিজয়। মৃত্যু কিরূপ ?

গোস্বামী। সেই সেই প্রতিকারের দ্বারা যদি কান্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলে মদনপীড়া প্রযুক্ত মরণের উদ্যম ঘটিয়া থাকে। মৃতিতে স্বীয় প্রিয়বস্তুসকল বয়স্যাব প্রতি সমর্পিত হয় এবং ভৃঙ্গ, মন্দবায়ু, জ্যোৎস্না কদম্ব ইহাদেব অনুভব হয়।

বিজয়। সমঞ্জস-পূর্ব্ববাগ কিরূপ ?

গোস্বামী। সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগ সমঞ্জসা-রতির স্বরূপ। তাহাতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ, সঙ্কীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি থাকে।

বিজয়। এস্থলে অভিলাষের আকার কি ?

গোস্বামী। প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গলিপ্সায় যে চেষ্টা, তাহাই 'অভিলাষ'। এই অভিলাষ নিজের ভূষণগ্রহণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করতঃ রাগ প্রকটনাদি করেন।

বিজয়। এস্থলে চিন্তার আকার কি ?

গোস্বামী। অভীষ্টপ্রাপ্তির উপায়সকলের ধ্যানই 'চিন্তা'। শয্যা, বিবৃতি অর্থাৎ বিবরণ, নিঃশ্বাস ও নির্লক্ষ্য দর্শনাদি ইহাতে লক্ষণরূপ।

বিজয়। এস্থলে স্মৃতির আকার কি।

গোস্বামী। অনুভূত প্রিয়ব্যক্তি ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়চিন্তাই 'স্মৃতি'। কম্প, অঙ্গ, বৈবর্ণ্য, বাষ্প ও নিঃশ্বাসাদি ইহাতে লক্ষিত হয়।

বিজয়। গুণকীর্ত্তন কিরূপ ?

গোস্বামী। সৌন্দর্য্যাদি গুণের শ্লাঘা করাকে 'গুণকীর্ত্তন' বলে। কম্প, রোমাঞ্চ, কণ্ঠগদ্‌গদাদি ইহার অনুভাব। উদ্বেগ, বিলাপের সহিত উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি এই ছয়টি সমঞ্জসা-রতিতে যতটুকু সম্ভব হয়, তাহাই সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগে পাওয়া যায়।

বিজয়। প্রভো, সাধারণ পূর্ব্বারাগলক্ষণ বলুন ?

গোস্বামী। যেরূপ সাধারণী রতি, সেইরূপ সাধারণ সমঞ্জস-রাগ। ইহাতে বিলাপ পর্য্যন্ত ছয়টী দশা কোমলভাবে উদিত হয়। তাহার উদাহরণ সহজ বলিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখিনা। পূর্ব্বরাগে পরস্পর বয়স্তের হস্তে কামলেখপত্র ও মাল্যাদি প্রেরিত হইয়া থাকে।

বিজয়। কামলেখ কিপ্রকার ?

গোস্বামী। কামলেখ নিরক্ষর ও সাক্ষর-ভেদে দুইপ্রকার। প্রেম-প্রকাশক হইলেই 'কামলেখ' হয়।

বিজয়। নিরক্ষর কামলেখ কিরূপ ?

গোস্বামী। বর্ণবিন্যাসশূন্য রক্তবর্ণ পল্লবে অর্দ্ধচন্দ্ররূপ নখাঙ্কই 'নিরক্ষর কামলেখা'।

বিজয়। সাক্ষর কি প্রকার ?

গোস্বামী। প্রাকৃত ভাষায় গাথাময়ী লিপি স্বহস্তে লিখিত হইলে 'সাক্ষর কামলেখ' হয়। কামলেখ হিঙ্গুলদ্রব, কস্তুরি ও মসীদ্বারা লিখিত হয়। তাহাতে বড় বড় পুষ্পদলকে পত্র করা হয়, কুঙ্কুমদ্রবদ্বারা মুদ্রাঙ্কণ হয়, পদ্মতন্তুদ্বারা বাঁধা হয়।

বিজয়। পূর্ব্বরাগের ক্রম কি ?

গোস্বামী। কেহ কেহ বলেন যে প্রথমে নয়নপ্রীতি, পরে চিন্তা, পরে আসক্তি, পরে সঙ্কল্প, পরে নিদ্রাচ্ছেদ, পরে কৃশতা, পরে অন্য বিষয়নিবৃত্তি, পরে লজ্জানাশ, পরে উন্মাদ, পরে মূর্চ্ছা; অবশেষে মৃত্যু। এইরূপ কামদশা হইয়া থাকে। পূর্ব্বরাগ নায়ক ও নায়িকা, উভয়ের হইয়া থাকে। প্রথমে নায়িকার এবং পরে কৃষ্ণের।

বিজয়। মান কি ?

গোস্বামী। পরস্পর অনুরক্ত দম্পতির একত্র অবস্থিতিকালে যাহা

অভীষ্টরূপের আলিঙ্গন-বীক্ষণাদি-রোধক ভাবকে 'মান' বলে। মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চাপল্য, গর্ব্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব আছে।

বিজয়। মানের আশ্রয় কি?

গোস্বামী। মানের আশ্রয় প্রণয়। প্রণয়ের পূর্ব্বে 'মান' নামক রস হয় না। হইলে সঙ্কোচ হয়। সেই মান সহেতু ও নির্হেতু-ভেদে দ্বিবিধ।

বিজয়। সহেতু মান কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয়ব্যক্তি বিপক্ষের বিশেষ আদর করিলে যে ঈর্ষা উদিত হয়, সেই ঈর্ষা প্রণয়মুখ্য হইয়া সহেতুমান হয়। প্রাচীন লোক বলিয়াছেন যে, স্নেহ ব্যতীত ভয় হয় না। প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা হয় না; সুতরাং মানপ্রকারমাত্রই নায়কনায়িকার প্রেমপ্রকাশক। যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্যাদি বিরাজমান, বিপক্ষবৈশিষ্ট্য অনুমান করিয়া তাঁহারই হৃদয়ে অসহিষ্ণুতা জন্মে। দ্বারকায় পারিজাতপুষ্পদান শুনিয়াও সত্যভামা ব্যতীত আর কোন মহিষীর হৃদয়ে মান উৎপন্ন হয় নাই।

বিজয়। বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যানুভব কতপ্রকার?

গোস্বামী। শ্রুত, অনুমিত ও দৃষ্ট-ভেদে তাহা তিনপ্রকার।

বিজয়। শ্রুত কিরূপ?

গোস্বামী। প্রিয়সখী ও শুকপক্ষী প্রভৃতির মুখ হইতে শ্রবণকে শ্রুত—বিপক্ষবৈশিষ্ট্য বলা যায়।

বিজয়। অনুমিত-বিপক্ষবৈশিষ্ট্য কি প্রকার?

গোস্বামী। ভোগাঙ্ক, গোত্রস্খলন এবং স্বপ্নে দর্শন হইতে অনুমিত হয়। প্রিয়ব্যক্তি এবং বিপক্ষের গাত্রে কামভোগের যে অঙ্ক (চিহ্ন) দেখা যায়, তাহাই 'ভোগাঙ্ক'। বিপক্ষের নামোচ্চারণে নায়িকাকে

আহ্বান করার নাম 'গোত্রস্খলন'। ইহাতে নায়িকার মরণাপেক্ষা দুঃখ হয়। কৃষ্ণ এবং বিদূষকের স্বপ্নে যে বিপক্ষবৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় তাহাই 'স্বপ্নদৃষ্ট'।

বিজয়। দর্শন কিরূপ ?

গোস্বামী। অন্য নায়িকার সহিত নায়ক ক্রীড়া করিতেছেন এরূপ দেখাকে 'দর্শন' বলেন।

বিজয়। নির্হেতুক-মান কিরূপ ?

গোস্বামী। বস্তুতঃ কারণ নাই, কিন্তু কোনপ্রকার কারণাভাসই প্রণয়কে আশ্রয় করিলে তাহা নির্হেতু-মানাবস্থা প্রাপ্ত হয। প্রণয়ের পরিণামই সহেতুক-মান। প্রণয়ের বিলাসোদিত বৈভবই নির্হেতুকমান। ইহাকেই প্রণয়-মান বলা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন, সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব-কুটিলগতি। এই কারণেই নায়কনায়িকার অহেতু ও সহেতু দুইপ্রকার মান উদিত হয়। অবহিত্থাদিই এ রসের ব্যভিচারিভাব।

বিজয়। নির্হেতুক-মানের কিরূপে উপশম হয় ?

গোস্বামী। নির্হেতুক-মানের স্বয়ংই উপশম হয়, কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। আপনিই হাস্যাদি-উদয়ের সহিত নিবৃত্ত হয় ; কিন্তু সহেতুক-মান সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি ও রসান্তরাশ্রয়ে উপেক্ষাদ্বারা উপশান্ত হইয়া থাকে। বাষ্পমোক্ষণ ও হাস্যাদিই উপশমের লক্ষণ।

বিজয়। সাম কি ?

গোস্বামী। প্রিয়বাক্যরচনের নাম 'সাম'।

বিজয়। ভেদ কি ?

গোস্বামী। ভেদ দুইপ্রকার অর্থাৎ ভঙ্গিক্রমে নিজের মাহাত্ম্য-প্রকাশ এবং সখিদিগের দ্বারা উপালম্ভ অর্থাৎ তিরস্কার-প্রয়োগ।

বিজয়। দান কিরূপ ?

গোস্বামী। ছলপূর্ব্বক ভূষণাদি প্রদানকে 'দান' বলা যায়।

বিজয়। নতি কিরূপ?

গোস্বামী। দৈন্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পদে পতিত হওয়ার নাম 'নতি'।

বিজয়। উপেক্ষা কিরূপ?

গোস্বামী। সামাদিদ্বারা মানভঙ্গ হইলে না দেখিয়া তূষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করার নাম 'উপেক্ষা'। অন্যার্থসূচক বাক্যদ্বারা প্রসন্নকারক উক্তিক্রমে ললনাদিগকে প্রসন্ন করানকেও কেহ কেহ 'উপেক্ষা' বলেন।

বিজয়। আপনি যে রসান্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কি অর্থ?

গোস্বামী। আকস্মিকভয়াদির দ্বারা প্রস্তুত করার নাম 'রসান্তর'। ঐ রসান্তর যাদৃচ্ছিক ও বুদ্ধিপূর্ব্বিক দুই প্রকার হয়। আপনি যাহা ঘটে, তাহা 'যাদৃচ্ছিক' এবং প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিদ্বারা যাহা করা যায়, তাহা 'বুদ্ধিপূর্ব্বক'।

বিজয়। আর কোন্ উপায়ে মানভঙ্গ হয়?

গোস্বামী। দেশ-কাল-বলে এবং মুরলীরবে। অন্য উপায় ব্যতীতও ব্রজললনাদিগের মানভঙ্গ হয়। লঘুমান অল্পায়াসসাধ্য। মধ্যমমান যত্নসাধ্য। দুর্জ্জয়মান উপায়ের দ্বারা প্রশমিত করা দুঃসাধ্য। মানে কৃষ্ণের প্রতি এইসকল উক্তি হয় যথা—বাম, দুঃশীলশিরোমণি, কপটরাজ, কিতবরাজ, খলশ্রেষ্ঠ, মহাধূর্ত্ত, কঠোর, নির্লজ্জ, অতি-দুর্ললিত, গোপীকামুক, রমণীচোর, গোপীধর্ম্মনাশক, গোপসাধ্বীবিড়ম্বক, কামুকেশ্বর, গাঢ়তিমির, জার, বস্ত্রচোর, গোবর্দ্ধন, উপত্যকার তস্কর।

বিজয়। প্রেমবৈচিত্ত্য কিপ্রকার?

গোস্বামী। প্রিয়সন্নিধানে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ বিচ্ছেদ-বুদ্ধিস্ফুরিত যে আর্ত্তি, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। প্রেমোৎকর্ষদ্বারা এক

প্রকার ঘূর্ণার উদয় হয়, তাহাই ভ্রান্তিরূপে বিয়োগবুদ্ধি আনিয়া ফেলে, চিত্তের অস্বাভাবিক ভাবই 'বৈচিত্ত্য'।

বিজয়। প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পূর্ব্বে সঙ্গম ছিল, সম্প্রতি নায়ক ও নায়িকার যে দেশান্তর, গ্রামান্তর, রসান্তর ও স্থানান্তররূপ ব্যবধান উপস্থিত হয়, তাহাকে 'প্রবাস' বলেন। এই প্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভে হর্ষ, গর্ব্ব, মদ, ব্রীড়া ত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত শৃঙ্গারযোগ্য ব্যভিচারী ভাব হয়। বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রবাস, অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস-ভেদে তাহা দুইপ্রকার।

বিজয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কিপ্রকার?

গোস্বামী। কার্য্যানুরোধে দূরে গমনের নাম 'বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস'। স্বভক্ত প্রীণনই কৃষ্ণের কার্য্য। কিঞ্চিদ্দূরে এবং সুদূরে গমন-ভেদে প্রবাস দুইপ্রকার। সুদূর প্রবাস ভাবী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ, ভবন অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং ভূত-ভেদে ত্রিবিধ। সুদূর প্রবাসে পরস্পর সম্বাদ-প্রেরণ হয়।

বিজয়। অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস কিরূপ?

গোস্বামী। পারতন্ত্র্যবশতঃ যে প্রবাস হয়, তাহাই অবুদ্ধিপূর্ব্বক। দিব্য ও অদিব্যাদি ঘটনাজনিত পারতন্ত্র্য অনেকপ্রকার। প্রবাসে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু—এই দশদশা হয়। কৃষ্ণের প্রবাসবিপ্রলম্ভে ঐ সকল দশা উপলক্ষণ-রূপে উদিত হয়। বিজয়, প্রেম-ভেদে ও দশা-ভেদে তত্তৎপ্রেমের অনুভাব-রূপে সম্ভব হয়। করুণাবিষয়ক বিপ্রলম্ভ সমস্তই প্রবাসবিশেষ বলিয়া করুণালক্ষণ পৃথগ্‌রূপে করা যায় নাই।

বিজয়। বিপ্রলম্ভবিষয়ে সকল কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, বিপ্রলম্ভরস স্বতঃসিদ্ধ নয়, তাহা কেবল সম্ভোগরসের পুষ্টি করে। যদিও জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে বিপ্রলম্ভরস বিশেষরূপে উদিত

হইয়া অবশেষে সম্ভোগরসের অনুকূল হয়, তথাপি নিত্যরসে কিছু কিছু বিপ্রলম্ভ অবস্থিত থাকিবে ; নতুবা বিচিত্রলীলা সম্ভব হইবে না।

অষ্টত্রিংশদধ্যায়

শৃঙ্গার রসবিচার

সম্ভোগ রস জিজ্ঞাসা—অপ্রকট লীলায় দূর প্রবাসগত বিপ্রলম্ভের অভাব—মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ সম্ভোগ—চতুর্ব্বিধ মুখ্য সম্ভোগ—(১) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ—(২) সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ—(৩) সংকীর্ণ সম্ভোগ—(৪) সম্পন্ন সম্ভোগ—ছন্ন ও প্রকাশ-ভেদে দ্বিবিধ সম্ভোগ—গৌণ সম্ভোগ—সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ—সম্প্রয়োগ ও লীলাবিলাসের বিশেষত্ব—নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দ্বিবিধ প্রকট লীলা—নিশান্তলীলা—প্রাতর্লীলা—পূর্ব্বাহ্নলীলা—মধ্যাহ্নলীলা—অপরাহ্ণ লীলা—সায়ংলীলা—প্রদোষলীলা—রাত্রিলীলা—

করযোড়পূর্ব্বক বিজয় শ্রীগুরুদেবকে সম্ভোগরসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতে লাগিলেন—

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দুইপ্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকটলীলা অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদিবিভ্রমের সহিত বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরামাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, গোপগোপীকাসঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়া নিত্য, ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকটলীলায় কৃষ্ণলীলার দূরপ্রবাসগত বিরহত্ব নাই। সম্ভোগই নিত্য। দর্শন আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যভাব নিষেবণদ্বারা যুবতীর উল্লাস আরোহণপূর্ব্বক যে বিচিত্রভাব হয়, তাহাই সম্ভোগ। মুখ্য ও গৌণ-ভেদে সেই সম্ভোগ দ্বিবিধ।

বিজয়। মুখ্য সম্ভোগ কিরূপ ?

গোস্বামী। জাগ্রদবস্থায় যে সম্ভোগ, তাহাই মুখ্য। সেই মুখ্য সম্ভোগ চতুর্ব্বিধ। পূর্ব্বরাগের পর যে সম্ভোগ, তাহা সংক্ষিপ্ত। মানের পর যে সম্ভোগ, তাহা সংকীর্ণ। কিয়দ্দূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ, তাহা সমৃদ্ধিমান্।

বিজয়। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ কিরূপ ?

গোস্বামী। ভয়, লজ্জা ইত্যাদি দ্বারা যুবকযুবতী যে সংক্ষিপ্ত উপচার অর্থাৎ পরিপাটী নিষেবণ করেন, তাহাই 'সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ'।

বিজয়। সংকীর্ণ সম্ভোগ কি ?

গোস্বামী। যে স্থলে অপ্রিয় প্রতিবন্ধাদির স্মরণাদিক্রমে সংকীর্য্যমাণ উপচার হয়, কিঞ্চিৎতপ্তেক্ষুচর্ব্বণের ন্যায়, সেস্থলে সঙ্কীর্ণ 'সম্ভোগ'

বিজয়। সম্পন্ন সম্ভোগ কি ?

গোস্বামী। প্রবাস হইতে কান্ত আসিলে যে মিলিত সম্ভোগ হয় তাহাই 'সম্পন্ন সম্ভোগ'। তাহাও আগতি ও প্রাদুর্ভাব-ভেদে দুই-প্রকার। লৌকিক ব্যবহারে যে আগমন, তাহাই 'আগতি'। প্রেমসংরম্ভ বিহ্বল প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে কৃষ্ণের অকস্মাৎ যে আবির্ভাব, তাহাই 'প্রাদুর্ভাব'। প্রাদুর্ভাবেই সর্ব্বাভীষ্ট-সুখোৎসব হয়।

বিজয়। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ কি ?

গোস্বামী। যুবকযুবতীর পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ কেননা পারতন্ত্র্যবশতঃ তাহা সর্ব্বদা সংঘটনীয় হয় না। সেই পারতন্ত্র্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অতিরিক্ত উপভোগকে 'সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ' বলা যায়। সম্ভোগরস ছন্ন ও প্রকাশ-ভেদে দুইপ্রকার। সেই ভেদ এখানে আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিজয়। গৌণ সম্ভোগ কিরূপ ?

গোস্বামী। কৃষ্ণের লীলাবিশেষ যাহা স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গৌণ। সামান্য ও বিশেষ-ভেদে স্বপ্ন দুইপ্রকার; সুতরাং গৌণ সম্ভোগও দুইপ্রকার। ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে যে স্বপ্ন, তাহাই সামান্য। বিশেষস্বপ্নসম্ভোগ জাগর্য্যা হইতে অদ্ভুতরূপে নির্ব্বিশেষ। অর্থাৎ জাগর্য্যাসম্ভোগ যেরূপ সেইরূপ। এই রস ভাবোৎকণ্ঠাময় পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত, স্বপ্ন সংকীর্ণ, স্বপ্ন সম্পন্ন ও স্বপ্ন সমৃদ্ধিমান্ রূপ চারিপ্রকার ভেদ ইহাতেও আছে।

বিজয়। স্বপ্নে বস্তুতঃ কোন ঘটনা হয় না। তাহাতে কিরূপে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের সম্ভোগ হয়?

গোস্বামী। জাগর ও স্বপ্নের স্বরূপ একই প্রকার। ঊষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ অবাধিত স্বপ্ন, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়দিগেরও অবাধিত স্বপ্ন আছে। সুতরাং সিদ্ধভক্তদিগের পরমাদ্ভুত স্বপ্নে জাগরের ন্যায় ভূষণাদিপ্রাপ্তি দেখা যায়। স্বপ্নও দুইপ্রকার। জাগরায়মান স্বপ্ন এবং স্বপ্নায়মান জাগর। সমাধিরূপ চতুর্থ অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রেমময়ী পঞ্চমাবস্থাপ্রাপ্ত গোপীদিগের যে স্বপ্ন, তাহা রজোগুণজনিত স্বপ্নের ন্যায় নয়; অর্থাৎ তাহাদের স্বপ্ন অপ্রাকৃত, নির্গুণ ও পরম সত্য। অতএব কৃষ্ণের বিলাস এইরূপ অদ্ভুত বিচিত্র স্বপ্নবিলাসে প্রিয়াদিগকে স্বপ্ন সম্ভোগ করান।

বিজয়। সম্ভোগের বিশেষ নিরূপণ করুন।

গোস্বামী। সম্ভোগের বিশেষ এই সকল। সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ত্মরোধন, পথ বন্ধ করা, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাজলকেলি, নৌকা-খেলা, পুষ্পচৌর্য্যলীলা ঘট্ট (দানলীলা), কুঞ্জে লুকাচুরি-খেলা, মধুপান, কৃষ্ণের স্ত্রীবেশধারণ, কপট নিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ চুম্বন, আলিঙ্গন, নখার্পণ, বিম্বাধর-সুধাপান ও নিধুবনরমণাদি-সম্প্রয়োগ।

বিজয়। প্রভো, লীলাবিলাস একপ্রকার এবং সম্প্রয়োগ অন্য প্রকার। এই দুইয়ের মধ্যে কিসে অধিক সুখ?

গোস্বামী। সম্প্রয়োগ অপেক্ষা লীলাবিলাসে অধিক সুখ।

বিজয়। প্রেয়সীদিগের কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়োক্তি কিপ্রকার।

গোস্বামী। সখীগণ কৃষ্ণকে এইরূপে প্রণয়-সম্বোধন করেন—হে গোকুলানন্দ, হে গোবিন্দ, হে গোষ্ঠেন্দ্রকুলচন্দ্র, হে প্রাণেশ্বর, হে সুন্দরোত্তংস, হে নাগরশিরোমণি, হে বৃন্দাবনচন্দ্র, হে গোকুলরাজ, হে মনোহর, ইত্যাদি।

বিজয়। প্রভো, কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দুইপ্রকার হইলেও একই তত্ত্ব; কিন্তু প্রকট ব্রজলীলা কয়প্রকার।

গোস্বামী। প্রকটব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে দুইপ্রকার। ব্রজে অষ্টকালীয়া লীলাই নিত্য। পূতনাবধাদি ও দূরপ্রবাসাদি নৈমিত্তিক লীলা।

বিজয়। প্রভো, আমি নিত্যলীলা নির্দ্দেশ জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। বিজয়, তুমি সেই লীলা ঋষিগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা শুনিবে, কি শ্রীমদগোস্বামিগণ যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শুনিবে?

বিজয়। ঋষিদিগের সংস্কৃত বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমম্॥
মধ্যাহ্নো যামিনী চোভৌ ষন্মুহূর্ত্তমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্ত্তমিতো জ্ঞেয়া নিশান্তপ্রমুখাঽপরে॥

অর্থাৎ, নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিলীলা-ভেদে লীলা অষ্টকালীন। রাত্রিলীলা ও মধ্যাহ্নলীলা ছয় ছয়

মুহূর্ত ; অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত। সনৎকুমার-সংহিতায় (১) সদাশিব এই অষ্টকালীয় লীলা অনুসারে যে সেবা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা হইতেই লীলা বোধ করা যায়।

বিজয়। প্রভো, আমি কি সেই জগদ্গুরু সদাশিবের বাক্যগুলি (২) শুনিতে পারি ?

গোস্বামী। শুন, সদাশিব উবাচ—পারকীয়াভিমানিন্যস্তথাস্য চ প্রিয়াঃ জনাঃ। প্রচুরেণৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম। আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকৃতিম্। নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্। প্রার্থিতামপি

(১) সাত্বতপাঞ্চরাত্রান্তর্গত তন্ত্রবিশেষ। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৫২ অধ্যায় কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ আলোচ্য।

(২) সদাশিব কহিলেন,—শ্রীহরির প্রিয়পাত্রী পারকীয়াভিমানিনী রমণীগণ প্রচুর অপ্রাকৃত ভাবের দ্বারা নিজ প্রিয় বল্লভকে আনন্দপ্রদান করাইয়া থাকেন। হে নারদ, তুমি নিজ স্বরূপকে সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে পরকীয়াভিমানিনী কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে এইরূপে ভাবনা করিবে, যথা—আমি অতি মনোজ্ঞা রূপযৌবনশালিনী, আনন্দরূপিণী, কিশোরবয়স্কা রমণী, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুকূল নানাবিধ শিল্প ও কলাভিজ্ঞা শ্রীরাধার নিত্য অনুচরী-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা শ্রীমতী রাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম করাইয়া নিত্য সুখী হইব, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সম্ভোগার্থ প্রার্থনা করিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি না হইয়া আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিতেই পর্য্যবসিত হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সম্ভোগপরাঙ্মুখী হইব ; অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধিকার অনুচরী ও নিত্যকাল সেবাপরায়ণা হইয়া কৃষ্ণ হইতেও শ্রীমতীতে অধিকতর প্রেমযুক্তা, প্রতিদিন প্রীতি ও যত্নসহকারে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনবিধানকারিণী এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনদ্বারা উভয়ের সুখোৎপাদক সেবানন্দেই অতিশয় নিবিষ্টা থাকিব। এইরূপে বিশেষভাবে স্ব-স্বরূপ ভাবনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত মহানিশা উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যুক্তরূপে মানসসেবা করিবে।

কৃষ্ণেণ ততো ভোগপরাঙ্মুখীম্। রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্। প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্। তৎসেবনসুখাহ্লাদভাবেনাতিসুনির্বৃতাম্। ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ। ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবত্তু স্যান্মহানিশি।

বিজয়। নিশান্তলীলা (১) কিরূপ ?

গোস্বামী। শ্রীবৃন্দা উবাচ—মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎকুঞ্জমণ্ডিতে। কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেষু দিব্যরত্নময়ে গৃহে। নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ। মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্বোধিতাবপি। গাঢ়ালিঙ্গননির্ভেদমাপ্তৌ তদ্ভঙ্গকাতরৌ। নো মতিং কুর্ব্বতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি। ততশ্চ শারিকা-শব্দৈঃ শুকশব্দৈশ্চ তৌ মুহুঃ। বোধিতৌ বিবিধৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্। উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ। প্রবিশ্য কুর্ব্বন্তি সেবাং তৎকালস্যোচিতাং তয়োঃ। পুনশ্চ

---

(১) শ্রীবৃন্দাদেবী কহিলেন,—শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে চতুষ্পার্শ্বে পঞ্চাশটী কুঞ্জদ্বারা সুশোভিত রমণীয় একটী কল্পতরুর নিকুঞ্জে অপ্রাকৃত রত্নময় গৃহে পরস্পর গাঢ়ভাবে আলিঙ্গনপূর্ব্বক একত্রে এক শয্যায় নিদ্রিত থাকেন। তাঁহারা গাঢ়ালিঙ্গনসুখে এইরূপ নির্ভেদ প্রাপ্ত হন যে, তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত নিদ্রার পরে আমার আজ্ঞাকারী বিহঙ্গকুল সুমধুর কূজনদ্বারা তাঁহাদিগকে জাগরিত করিলেও, তাঁহারা গাঢ় আলিঙ্গনোত্থ আনন্দভঙ্গের ভয়ে কাতর হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা করেন না। তদনন্তর সারিকাগণের সহিত শুকাদি পক্ষিগণ বিবিধবাক্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে প্রতিবোধিত করিলে তাঁহারা স্বীয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন। অনন্তর সখীগণ, শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শয্যোপরি সুখে উপবিষ্ট আছেন, দর্শন করিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের তৎকালোচিত সেবা করিয়া থাকেন; পুনর্ব্বার তাঁহারা উভয়েই সারিকাবাক্য শুনিতে শুনিতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর অপ্রাকৃত ভয় ও উৎকণ্ঠারসে আকুল হইয়া স্ব-স্ব-গৃহে আগমন করেন।

শারিকা-বাক্যেরুত্থায় তৌ স্বতল্পতঃ। আগতৌ স্ব-স্ব-ভবনং ভীত্যুৎ-কণ্ঠাকুলৌ মিথঃ।

বিজয়। প্রাতর্লীলা (১) কিরূপ ?

(১) প্রাতঃকাল মা-যশোদা জাগরিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বর দন্তধাবন করিয়া থাকেন, পরে মাতা অনুমতি প্রদান করিলে বলদেবের সহিত গোদোহনোৎসুক হইয়া গোশালায় গমন করেন। হে বিপ্রবর নারদ, এদিকে পরদিন প্রাতঃকালে সখীগণের দ্বারা শ্রীমতী রাধারাণীও জাগরিত ও স্বীয় শয্যা হইতে উত্থিত হন এবং পরে দন্তধাবনাদি করিয়া গাত্রে তৈলমর্দ্দন করেন। তদনন্তর ললিতাদি সখীগণ তাঁহাকে স্নানবেদীতে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া দেন এবং পরে বিবিধভূষণ ও দিব্য গন্ধদ্রব্য অনুলেপন ও মাল্যাদিদ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করেন। অতঃপর শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার সখীগণের দ্বারা যত্নসহকারে শুশ্রূষা-প্রাপ্ত হইলে যশোদাকর্ত্তৃক উত্তম অন্ন পাক করিবার জন্য আহূত হইলেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রীমতী রোহিণী প্রমুখ পাচিকা বর্ত্তমান থাকিতেও যশোদা শ্রীমতী রাধিকাদেবীকে পাক করিবার জন্য আহ্বান করিলেন কেন ? বৃন্দা বলিলেন,—হে মুনে, আমি পূর্ব্বে ভগবতী কাত্যায়নীর মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, দুর্ব্বাসা-ঋষি রাধিকাকে এই বর দিয়াছিলেন—'হে দেবি, আপনি যে অন্ন পাক করিবেন, সেই অন্নই আমার বরে আয়ুর্বর্দ্ধক হইবে। এইজন্যই নিত্য পুত্রবৎসলা যশোমতি 'আমার পুত্র রাধিকার হস্তপাচিত অন্ন ভোজন করিয়া আয়ুষ্মানহইবে' এইরূপ মনে করিয়া শ্রীরাধিকাকে আহ্বান করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধিকাও শ্বশ্রূর অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া সখীগণ সহ আনন্দভরে নন্দালয়ে গমন করিয়া পাক করেন। কৃষ্ণও পিতার আদেশে অপর লোকের দ্বারা কতকগুলি গাভী দোহন করাইয়া সখাগণ-পরিবৃত হইয়া স্বগৃহে আগমন করেন। তিনি গৃহে আসিলে, ভৃত্যগণ তাঁহাকে তৈল মর্দ্দন করাইয়া স্নান করাইয়া দেন; পরে ধৌতবস্ত্র পরিধান, মাল্যধারণ ও গাত্রে চন্দন লেপন করেন। তিনি দ্বিবস্ত্রধারণ ও কেশবন্ধন করেন, কেশকলাপ গ্রীবা ও ললাটের উপর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। তাঁহার সেবকগণ তাঁহার ললাটে চন্দ্রাকৃতি পরমশোভাযুক্ত অলক-তিলক রচনা করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ করে কঙ্কণ ও রত্নকেয়ূর, বক্ষঃস্থলে মুক্তার হার এবং কর্ণযুগলে মকরাকৃতি কুণ্ডলধারণ করেন। তৎপরে মাতা যশোমতির পুনঃপুনঃ আহ্বানে

গোস্বামী। প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরঃ। কৃত্বা কৃষ্ণো দন্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্বিতঃ। মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালং দোহনোৎসুকঃ। রাধাপি বোধিতা বিপ্রবয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ। উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি কৃত্বাঽভ্যঙ্গং সমাচরেৎ। স্নানবেদীং ততো গত্বা স্নাপিতা ললিতাদিভিঃ। ভূষগৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। ততশ্চ স্বজনৈ-স্তস্যাঃ শুশ্রূষাং প্রাপ্য যত্নতঃ। পক্তুমাহূয়তে স্বন্নং সা সখী সা যশোদয়া। নারদ উবাচ,—কথমাহূয়তে দেবি পাকার্থং সা যশোদয়া। সতীষু পাকত্রীষু রোহিণী প্রমুখাস্বপি। শ্রীবৃন্দা উবাচ,—দুর্ব্বাসসা স্বয়ং দত্তো বরস্তস্য মুদা মুনে। ইতি কাত্যায়নীবক্ত্রাৎ শ্রুতমাসীন্ময়া পুরা। ত্বয়া যৎপচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ। মিষ্টং স্বাদ্বমৃতস্পর্দ্ধিভোক্তু-রায়ুস্করং তথা। ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা। আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাদুলোভাত্তয়া ইতি। শ্বশ্র্বানুমোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ। স্বসখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাকং করোতি চ। কৃষ্ণোঽপি দুগ্ধং গাঃ কাশ্চিৎ দোহয়িত্বা জনৈঃ পরা। আগচ্ছতি পিতুর্ব্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ। অভ্যঙ্গমর্দ্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংপ্লাবিতো মুদা। ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ। দ্বিবস্ত্রো বদ্ধকেশশ্চ গ্রীবা-ভালপরিস্ফুরম্। চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভালস্তিলকালোকরঞ্জিতঃ। কঙ্কনাঙ্গদ-কেয়ূররত্নমুদ্রা-লসৎকরঃ। মুদ্রাহারস্ফুবদ্বক্ষঃ মকরাকৃতি-কুণ্ডলঃ। মুহুরাকা-

সখার হস্তধারণ করিয়া বলদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভোজনগৃহে প্রবেশ করেন। তথায় ভ্রাতা বলদেব ও সখাগণ সঙ্গে উপবেশন করিয়া বিবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া থাকেন এবং সখাগণকে বিবিধ পরিহাসের দ্বারা হাসাইয়া স্বয়ংও হাসিতে থাকেন। এইরূপে ভোজন সমাপন এবং পরে আচমন করিয়া সেবকগণ-প্রদত্ত তাম্বূল সখাগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া তাম্বূল চর্ব্বন করিতে করিতে ক্ষণকাল দিব্য পালঙ্কের উপর বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

রিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভোজনালয়ম্। অবলম্ব্য করং সখ্যুর্বলদেবমনুব্রতঃ। ভুক্ত্বা চ বিবিধান্নানি মাত্রা চ সখিভির্বৃতঃ। হাসয়ন্ বিবিধৈর্হাসৈ সখীংস্তৈর্হসতি স্বয়ম্। ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্যখট্টোপরি ক্ষণম্। বিশ্রমেৎ সেবকৈর্দত্তং তাম্বুলং বিভজন্নদন্।

বিজয়। পূর্ব্বাহ্নলীলা (১) বলুন।

গোস্বামী। গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দপুরঃসরঃ। ব্রজবাসিজনৈঃ প্রীত্যা সর্ব্বৈরনুগতঃ পথি। পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেন প্রিয়াগণম্। যথাযোগ্যং তথা চান্যন্ স নিবর্ত্ত্য বনং ব্রজেৎ। বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ। বঞ্চয়িত্বা চ তান্ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্বৃতঃ। সাঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়া সন্দর্শনোৎসুকঃ।

বিজয়। মধ্যাহ্নলীলা (২) বর্ণন করুন।

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক ধেনুগণকে পুরোভাগে লইয়া গোচারণে বহির্গত হন; সেইকালে ব্রজবাসিগণ সকলেই প্রীতিবশতঃ পথে তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ, পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া ও প্রিয়াগণকে নেত্রান্ত-দৃষ্টিদ্বারা প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক এবং অন্যান্য অনুগামিবর্গকে যথাযোগ্য সম্ভাবণদ্বারা বিদায় দিয়া বয়স্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া বনে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল সখাগণের সহিত ক্রীড়া করেন; পরে তিনি বয়স্যগণের সকলকেই বঞ্চনা করিবা-মাত্র দুই তিনটী প্রিয়সখার সহিত প্রিয়া-সন্দর্শনোৎসুক হইয়া আনন্দভরে সঙ্কেত-স্থানে গমন করেন।

(২) এদিকে সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী (রাধিকাও) শ্রীকৃষ্ণ বনে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য সেই বনে আগমন করেন। সূর্য্যাদির পূজা বা কুসুমচয়নের ছল করিয়া গুরুবর্গকে বঞ্চনাপূর্ব্বক প্রিয়ের সঙ্গলাভের জন্য শ্রীমতী রাধিকা বনে গমন করেন। এইরূপ রাধাকৃষ্ণ উভয়ে বহুযত্নে বনমধ্যে মিলিত হইয়া পরমানন্দে নানাবিধ বিহারাদি দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন—সখাগণও তাঁহাদের সঙ্গেই থাকেন। কখনও রাধাকৃষ্ণ হিন্দোলিকায় আরোহণ করেন, সখাগণ তাঁহাদিগকে দোলাইতে থাকেন। কখনও বা শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের করচ্যুত বেণু লুকাইয়া রাখেন; কৃষ্ণ, বেণু কোথায় রাখিয়াছেন

গোস্বামী। সাপি কৃষ্ণে বনং যাতে দ্রষ্টুং তং বনমাগতা। সূর্য্যাদি-পূজা-ব্যাজেন কুসুমাগ্যাহৃতিচ্ছলাৎ। বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছয়া বনম্। ইত্থং তৌ বহুযত্নেন মিলিত্বা সগণং ততঃ। বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা। হিন্দোলিকা সমারূঢ়ৌ সখিভির্দোলিতৌ কচিৎ।

ঠিক করিতে না পারিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করেন, কিন্তু শ্রীমতী তাঁহার প্রিয়াগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণও বেণুর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না, প্রিয়াগণ তখন বঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কারপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বেণু অর্পণ করেন, কৃষ্ণও প্রিয়াগণের সহিত বহুপ্রকারে হাস্যপরিহাস করিয়া অবস্থান করেন। কখনও বা শ্রীমতীর সহিত বসন্তঋতুসেবিত বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া পরস্পর গাত্রে পিচকারীদ্বারা চন্দন ও কুঙ্কুমাদিজল বিশেষরূপে সেচন করেন, কখনও বা চন্দন ও কুঙ্কুমাদিপঙ্ক গাত্রে লেপন করেন। তাঁহাদেব সখীগণও এইরূপে রাধাকৃষ্ণের ও আপনাদের গাত্রে পরস্পর উক্ত চন্দন ও কুঙ্কুমজল সেচন করেন। হে দ্বিজ, তাঁহারা বসন্তবায়ুসেবিত বনমধ্যে এইরূপে সখীগণসহ তৎকালোচিত নানাপ্রকার বিহার করিয়া থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এইরূপে বিহার করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে রাধাকৃষ্ণ কোন বৃক্ষতলপ্রাপ্ত হইয়া দিব্য আসনে আসীন হন এবং মধুপান করিতে আরম্ভ করেন। তদনন্তর মধুমদে উন্মত্ত হইয়া উভয়ে কিয়ৎকাল নিদ্রার আবেশে চক্ষু নীমিলন করিয়া থাকেন, পরে উভয়ে কামবাণে প্রকৃষ্টরূপে আর্ত্ত হইয়া রমণাভিলাষে পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক কামাপ্লুতচিত্তে স্খলিতবাক্যে কথা কহিতে কহিতে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করেন। কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা হস্তিনী ও হস্তিরাজের ন্যায় ক্রীড়া করিতে থাকেন, সখীগণও মধুপান-মত্ত নিদ্রালসনেত্রে সেই কুঞ্জপুঞ্জের চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-বলে প্রস্থানোদ্যত যাবতীয় সখীগণের প্রত্যেকের নিকটে একই শরীরে যুগপৎ পৃথক্‌ভাবে গমন করিয়া থাকেন। মদমত্ত গজরাজ যে প্রকার বহু হস্তিনীর সহিত অক্লান্তভাবে বিহার করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়াগণের সহিত বিহার করিয়া প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকা ও অন্যান্য সখীগণের সহিতজলকেলির জন্য সরোবরে গমন করেন।

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে বৃন্দে, শ্রীনন্দনন্দনের মাধুর্য্যক্রীড়াতে কি প্রকারে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হইল—আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

কচিদ্বেণুং করভ্রষ্টং প্রিয়য়াপহৃতং হরিঃ। অন্বেষয়ন্ন পালব্ধো বিপ্রলব্ধো প্রিয়াগণৈঃ। হাসিতো বহুধা তাভির্হৃসত্য ইব তিষ্ঠতি। বসন্তঋতুনা জুষ্টং বনখণ্ডং কচিন্মুদা। প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ কুঙ্কুমাদি-জলৈরপি। বিসিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈস্তৎপঙ্কৈর্লিম্পতো মিথঃ। সখ্যোঽপ্যেবং বিসিঞ্চন্তি

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদমুনি, হরিতে পরিপূর্ণ মাধুর্য্যও বর্ত্তমান, তাহাই তাঁহার লীলাশক্তি ; শ্রীহরি সেই মাধুর্য্যলীলাশক্তিদ্বারাই পৃথক্‌ভাবে গোপগোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সরোবরে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর জলসেকদ্বারা প্রিয়াগণের সহিত ক্রীড়া সমাপন করেন, তৎপরে সুন্দ, মাল্যচন্দন ও দিব্য আভরণদ্বারা বিভূষিত শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ সেই সরসীর তটদেশেই অবস্থিত ম ণময় দিব্যগৃহে আমাকর্ত্তৃক সংগৃহীত ফলমূলাদি ভোজন করেন। শ্রীমতী রাধিকার দ্বারা পরিসেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণই প্রথমে ভোজন করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পবিনির্ম্মিত ছায়াতে গমন করেন, তৎকালে মাত্র দুই তিনটী সখী শ্রীকৃষ্ণকে তাম্বুলপ্রদান, ব্যজন ও পাদসম্বাহনাদিদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণও প্রেয়সী শ্রীমতী রাধিকাকে স্মরণ করতঃ সমস্ত সখীগণের দ্বারা সেবিত হইয়া আমোদে কালাতিপাত করেন। শ্রীহরি নিদ্রিত হইলে শ্রীমতী রাধিকাও সখীগণের সহিত আনন্দিতচিত্ত হন। তদনন্তর প্রীতিভরে কান্তপ্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। কিঞ্চিন্মাত্র ভোজন করিয়াই চকোরী যেমন নিশাকরের মুখপদ্ম দর্শন করিবার জন্ত উদ্‌গ্রীব হয়, শ্রীরাধিকাও প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মদর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া শয্যাগৃহে গমন করেন। শ্রীমতী রাধিকা তথায় গমন করিয়া সখীগণনিবেদিত তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত প্রাণবল্লভের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করেন এবং প্রিয় সখীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া নিজে তাম্বুল ভক্ষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণও সখীগণের পরস্পর স্বচ্ছন্দ আলাপ শুনিবার জন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে জাগরিত থাকিয়াও গাঢ় নিদ্রিতের ন্যায় (ভাণ করিয়া) শুইয়া থাকেন। সখীগণও কৃষ্ণ নিদ্রিত হইয়াছে মনে করিয়া ক্ষণকাল প্রাণবল্লভের কথা আশ্রয় করিয়া পরস্পর বিশ্রব্ধভাবে হাস্য পরিহাস করেন ; পরে কোনওরূপ অনুমানে শ্রীকৃষ্ণ কপট-নিদ্রায় শুইয়া আছেন জানিতে পারিয়া লজ্জায় জিব্ কাটিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করতঃ জড়সড় হইয়া পড়েন, এবং কিছুকাল আর কিছু বলিতে পারেন না। ক্ষণকাল পরেই আবার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গাবরণী

তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ। বসন্তবায়ুজুষ্টেষু বনখণ্ডেষু সর্ব্বতঃ। তত্তদ্বালোচিতৈর্নানাবিহারৈঃ সগণৌ দ্বিজ। শ্রান্তৌ কাচিদ্‌বৃক্ষমূলমাসাদ্য মুনিসত্তম। উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ। ততো মধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রয়া মিলিতেক্ষণৌ মিথঃ পাণি সমালম্ব্য কামবাণ-প্রসঙ্গতৌ রিরংসুবিশতঃ

অঙ্গ হইতে দূরে অপসারিত করিয়া "বেশ ঘুমাইতেছ" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইতে ও নিজেরা হাসিতে থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এইরূপ রাধাকৃষ্ণ সখীগণের সহিত বিবিধ হাস্যপরিহাসে ক্রীড়া করিয়া কিছুকাল নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন। তদনন্তর সখীগণসহ বিস্তৃত দিব্য আসনে আনন্দভরে উপবেশন করেন এবং পরস্পর হার, পরিচ্ছদ, চুম্বন ও আলিঙ্গন-পণ রাখিয়া প্রেমভরে পরিহাসালাপ করিতে করিতে পাশাক্রীড়া করিতে থাকেন; ক্রীড়ায় পরাজিত হইলেও 'আমিই জিতিয়াছি' এই বলিয়া প্রিয়ার হারাদিগ্রহণে উদ্যত হইলে প্রিয়াদ্বারা তাড়িত হন। হে নারদ, রাধিকার করপদ্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাড়িত হইয়া বিষন্ন বদনে সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার ন্যায় উদ্যম প্রকাশ করেন এবং বলেন,—"হে দেবি, যদি সত্য সত্যই তুমি জিতিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে যে চুম্বনাদি প্রদান করিব বলিয়া পূর্ব্বেই পণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর, ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে চুম্বনাদি করিয়া থাকেন। ভ্রূভঙ্গী-দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর ভর্ৎসনাবাক্য শ্রবণ করিবার জন্য শুকসারী পক্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া আবার তাহারাও বাক্‌যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ শুকসারীর পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া গৃহে যাইবার জন্য অভিলাষী হইয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ-বল্লভা শ্রীমতীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া গাভীগণের অভিমুখে গমন করেন। শ্রীমতী রাধিকাও সখীগণসমভিব্যাহারে সূর্য্যপূজার্থ সূর্য্যগৃহে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূরে গমন করিয়াই তথা হইতে ফিরিয়া পুনরায় পূজক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক সূর্য্যগৃহের দিকে গমন করেন, শ্রীমতীর সখীগণও শ্রীকৃষ্ণকে পূজক ব্রাহ্মণজ্ঞানে সূর্য্যপূজা করিয়া দিবার জন্য নিবেদন জানাইলে, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসপ্রবণ-কল্পিত বেদমন্ত্রে সূর্য্যপূজা করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ সখীগণ কল্পিত বেদমন্ত্র শুনিয়াই—'ইনি রাধিকাবিরহব্যথিত কান্ত শ্রীকৃষ্ণ'—ইহা বুঝিতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহারা প্রেমানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলে তখন তাঁহাদের আত্মপর-জ্ঞান থাকে না। হে মুনে, এইরূপে তাঁহারা বিবিধ বিহার-

কুঞ্জে স্খলৎপাদাজকৌ পথি। বিক্রীড়তুস্তত্র তত্র করিণ্যো যূথপো যথা। সখ্যোঽপি মধুভিমত্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ। অভিতঃ কুঞ্জপুঞ্জেষু সর্ব্বতঃ পরিতস্থিরে। পৃথগেন চ বপুষা কৃষ্ণোঽপি যুগপদ্বিভুঃ। সর্ব্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রয়াণাং পরিতো মুহুঃ। রময়িত্বা চ তাঃ সর্ব্বাঃ করিণী গজরাড়িব। প্রিয়য়া চ তথা তাভিঃ ক্রীড়ার্থঞ্চ সরো ব্রজেৎ। শ্রীনারদ উবাচ,— বৃন্দে শ্রীনন্দপুত্রস্য মাধুর্য্যক্রীড়নে কথম্। ঐশ্বর্য্যস্য প্রকাশোঽভূৎ ইতি মে ছিন্দি সংশয়ম্। শ্রীবৃন্দা উবাচ,—মুনে, মাধুর্য্যমপ্যস্তি লীলাশক্তিঃ হরেস্তু সা। তয়া পৃথক্ ক্রীড়দ্গোপা-গোপিকাভিঃ সমং হরিঃ। রাধয়া সহ রূপেণ নিজেন রমতে স্বয়ম্। ইতি মাধুর্য্যলীলায়াঃ শক্তির্নত্বাশতা হরেঃ। জলসেকৈর্মিথস্তত্র ক্রীড়িত্বা স্বগণৈস্ততঃ। বাসঃ স্রক্‌চন্দনৈর্দিব্যৈভূষণৈরপি ভূষিতৌ। তত্রৈব সরসস্তীরে দিব্যমণি-ময়ে গৃহে। অশ্নতঃ ফলমূলানি কল্পিতানি ময়ৈরপি। হরিস্তু প্রথমং ভুক্তঃ কান্তয়া পরিসেবিতম্। দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছায়াং পুষ্পবিনির্ম্মিতান্। তাম্বুলৈর্ব্যজনৈস্তত্র পাদসম্বাহনাদিভিঃ। সেব্যমান-সমস্তাভির্মোদিতঃ প্রেয়সীং স্মরন্। শ্রীরাধাপি হরৌ সুপ্তে সঙ্গিনী মোদিতান্তরা। কান্তদত্তং প্রীতমনা উচ্ছিষ্টং বুভুজে ততঃ। কিঞ্চিদেব ততো ভুক্ত্বা ব্রজেৎ শয্যা নিকেতনম্। দ্রষ্টুং কান্তমুখাম্ভোজং চকোরীব নিশাকরম্। তাম্বুলচর্ব্বিতং তস্য তত্র তাভির্নিবেদিতম্। তাম্বুলমপি চাশ্নস্তি বিভজে তৎপ্রিয়ালিভিঃ। কৃষ্ণোঽপি তাসাং শুশ্রূষুঃ স্বচ্ছন্দ-ভাষিতং মিথঃ। প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোঽপি পটাবৃতঃ। তাশ্চ কেলীক্ষণং কৃত্বা মিথঃ কান্তকথাশ্রয়াঃ। ব্যাজনীদ্রাং হরের্জ্ঞাত্বা কুতশ্চিদমনুমানতঃ। ব্যদস্য রসনাং দন্তিঃ পশ্যন্ত্যো-ঽন্যোন্যমাননম্। লীনা ইব লজ্জয়া স্যুঃ ক্ষণমপূর্ণাঃ কিঞ্চন। ক্ষণাদেব

রায় আড়াই প্রহর কাল অতিবাহিত করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করেন; শ্রীকৃষ্ণও ব্রজে গাভীগণের দিকে গমন করিয়া থাকেন।

ততো বস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ সাধুনিদ্রাং গতোঽসীতি হাসয়ন্তঃ হসন্তি তাঃ। এবং তৌ বিবিধৈর্হাসৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ। অনুভূয়ঃ ক্ষণং নিদ্রা সুখঞ্চ মুনিসত্তম। উপবিশ্যাসনে দিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা। পণীকৃত্বা মিথো হারং চুম্বশ্লেষ-পরিচ্ছদান্। অক্ষৈর্বিক্রীড়িতং প্রেম্না নর্ম্মালাপ-পুরঃসরম্। পরাজিতোঽপি প্রিয়য়া জিতমিত্যবদন্মৃষা। হারাদিগ্রহণে তস্যাঃ প্রবৃত্তস্তাড্যতে তয়া। তয়ৈব তাড়িতঃ কৃষ্ণঃ করোৎপলসরোরুহৈঃ। বিষণ্ণবদনো ভূত্বা গতশ্চইব নারদঃ। জিতোঽস্মি চ ত্বয়া দেবি গৃহ্যতাং মৎপণীকৃতম্। চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্ত্বা চ তথাচরৎ। কৌটিল্যং তদ্ভ্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুঞ্চ ভৎর্সনং বচঃ। ততঃ শারী শুকানাঞ্চ শ্রুত্বা রাগাদিকং মিথঃ। নির্গচ্ছতস্ততস্থানাদ্গন্তুকামৌ গৃহং প্রতি। কৃষ্ণ কান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ। সা তু সূর্য্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংযুতা। কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্য হরিঃ পুনঃ। বিপ্রবেষং সমাস্থায় যাতি সূর্য্যগৃহং প্রতি। সূর্য্যঞ্চ পূজয়েত্তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজনৈঃ। তথৈব কল্পিতৈর্বেদৈঃ পরিহাসবিশারদৈঃ। ততস্তাং ব্যথিতং কান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণা। আনন্দসাগরে লীনা ন বিদুঃ স্বং পরাপরম্। বিহারৈর্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধযামদ্বয়ং মুনে। নীত্বা গৃহং ব্রজেয়ুস্তাঃ স চ কৃষ্ণো গবাং ব্রজেৎ।

বিজয়। অপরাহ্ণলীলা (১) কিরূপ?

---

(১) হে নারদ, কৃষ্ণ সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে গাভীবৃন্দ সংগ্রহপূর্ব্বক এবং ব্রজবাসিগণকে মুরলী-রবদ্বারা আকর্ষণ করিয়া ব্রজে আগমন করেন। তদনন্তর নন্দাদি ব্রজবাসী সকলেই শ্রীহরির বেণুধ্বনি শুনিতে পাইয়া এবং আকাশ-পথ গোধূলিসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণ আগমন করিতেছেন বুঝিতে পারেন ও কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য উদ্গ্রীবচিত্তে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীমতী রাধিকাও গৃহে আগমনপূর্ব্বক স্নান ও ভূষা সমাপন করেন, এবং তৎপরে প্রাণবল্লভের ভোগের জন্য বিবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রাণনাথের

গোস্বামী। সংগম্য সসখঃ কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাঃ সমন্ততঃ। আগচ্ছতি ব্রজং কর্ষন্ তত্রত্যান্ মুরলীরবৈঃ। ততো নন্দাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা বেণুরবং হরেঃ। গোধূলি-পটলব্যাপ্তং দৃষ্ট্বা বাপি নভস্থলম্। কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি তদ্দর্শন-সমুৎসুকাঃ। রাধিকাপি সমাগত্য গৃহে স্নাত্বা বিভূষিতা। সম্পাদ্য কান্তভোগার্থং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ। সখীসঙ্ঘযুতা যাতি কান্তং দ্রষ্টুং সমুৎসুকা। রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্ব্বব্রজৌকসঃ। কৃষ্ণোঽপি তান্ সমাগম্য যথাবদনুপূর্ব্বশঃ। দর্শনৈঃ স্পর্শনৈর্ব্বাচা স্মিতপূর্ব্বাবলোকনৈঃ। গোপবৃদ্ধান্ নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্ব্বাচিকৈরপি। সাষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদঃ। নেত্রান্তসূচিতেনৈব বিনয়েন প্রিয়াং তথা। এবং তৈশ্চ যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ। গবালয়ং তথা গাশ্চ সংপ্রবিশ্য সমন্ততঃ। পিতৃভ্যাং মথিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ম্। স্নাত্বা ভুক্ত্বা কিঞ্চিদত্র পিত্রা মাত্রানুমোদিতঃ। গবালয়ং পুনর্যাতি দোগ্ধুকামো গবাং পয়ঃ।

বিজয়। সায়ংলীলা (১) কি ?

দর্শনার্থ গমন করেন। কৃষ্ণও আগমন করিতে করিতে রাজপথে ব্রজদ্বারে সেই সকল ব্রজবাসিগণের নিকট গমনপূর্ব্বক কাহাকেও দর্শন, কাহাকেও স্পর্শন, কাহাকেও বা মধুর সম্ভাষণ ব ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক দৃষ্টি এবং গোপবৃদ্ধগণকে কায়িক বা বাচিক নমস্কারাদি দ্বারা এবং নন্দ, যশোদা ও রোহিণীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতিদ্বারা এবং প্রিয়াকে কটাক্ষসূচিত বিনয়দ্বারা সম্মান ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনিও পুনরায় ব্রজবাসিগণের নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্ভাষণ-পূজাদি প্রাপ্ত হইয়া গোষ্ঠে গিয়া গো রক্ষণ করেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার আদেশে বলরামের সহিত নিজগৃহে গমন করেন এবং তথায় মাতার অনুরোধে স্নান ও কিঞ্চিৎ ভোজন সমাপনপূর্ব্বক গোদোহনোৎসুক হইয়া পুনরায় গোষ্ঠে গমন করেন।

(১) শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক নিজে কতকগুলি গাভী দোহন করিয়া এবং অপরের দ্বারা অবশিষ্ট গাভীগুলিকে দোহন করাইয়া শত শত দুগ্ধভারবাহীদিগের অগ্রগামী হইয়া

গোস্বামী। তাশ্চ দুগ্ধ্বা পুনঃ কৃষ্ণঃ দোহয়িত্বা চ কাশ্চন। পিত্রা সার্দ্ধং গৃহং যাতি পয়োভারশতানুগঃ। তত্রাপি মাতৃবৃন্দৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ। সংভুক্তে বিবিধান্নানি চর্ব্যচোষ্যাদিকানি চ।

বিজয়। প্রদোষলীলা (১) কিরূপ ?

গোস্বামী। তন্মাতুঃ প্রার্থনাৎ পূর্ব্বং রাধয়াপি তদৈবহি। প্রস্থাপ্যন্তে সখীদ্বারা পক্কান্নানি তদালয়ম্। শ্লাঘয়ংশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ। সভাগৃহং ব্রজেত্তৈশ্চ জুষ্টং বন্ধুজনাদিভিঃ। পক্কান্নানি গৃহীত্বা তাঃ সখ্যস্তত্র সমাগতাঃ। বহূন্যেব পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া। সখ্যা তত্র তয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং তথা রহঃ। সর্ব্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যতে সাপি ভুক্ত্বা সখীবর্গযুতা তদনুপূর্ব্বশঃ। সখীভির্ম্মণ্ডিতা তিষ্ঠেৎ-অভিসর্ত্তুং সমুদ্যতা।

বিজয়। প্রভো, রাত্রিলীলা (২) শুনিতে লালসা হইতেছে।

পিতার সহিত গৃহে গমন করেন। তথায় মাতৃবৃন্দ, তৎপুত্রগণ ও বলরামের সহিত একত্র বসিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বিবিধ অন্ন ভোজন করেন।

(১) শ্রীরাধিকাও শ্বশ্রূমাতঠাকুরাণীর প্রার্থনার পূর্ব্বেই সখীদ্বারা পক্ক অন্নব্যঞ্জনাদি কৃষ্ণভবনে প্রেরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ পিত্রাদির সহিত উপবেশন করিয়া রাধিকার পক্ক অন্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিতে করিতে ভোজন করেন এবং তৎপরে পিত্রাদির সহিত স্তাবক জনসেবিত সভাগৃহে গমন করিয়া থাকেন। সখীগণ কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট লইয়া গিয়া রাধিকাকে সমস্ত নিবেদন করেন। রাধিকাও সখীগণকে পর পর ক্রমে উহা ভাগ করিয়া দিয়া সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণাবশেষ ভোজন করেন। তৎপরে সখীগণদ্বারা ভূষিত হইয়া অভিসারে গমনের জন্য উদ্যত হন।

(২) বৃন্দাদেবী বলেন,—আমিও তখন এই স্থান হইতে কোন সখীকে রাধিকার সমীপে প্রেরণ করিয়া থাকি। শ্রীমতী রাধিকা সেই সখীর সঙ্কেতানুযায়ী, সেদিন শুক্ল বা কৃষ্ণ যেরূপ পক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ নিশাযোগ্য অভিসারিকা-বেষ পরিধানপূর্ব্বক সখীর সহিত যমুনার সমীপে কল্পবৃক্ষযুক্ত নিকুঞ্জের দিব্য রত্নময় গৃহে আগমন করেন।

গোস্বামী। বৃন্দা বদতি। প্রস্থাপ্যতে ময়া কাচিদতএব ততঃ সখী। তথাভিসারিতাভিশ্চ যমুনায়াঃ সমীপতঃ। কল্পবৃক্ষে নিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্য-রত্নময়ে গৃহে। সিতকৃষ্ণ-নিশাযোগ্যা বেশয়িত্বা সখীযুতা। কৃষ্ণোঽপি বিবিধস্তত্র দৃষ্ট্বা কৌতূহলং ততঃ। কাত্যায়ন্যা মনোজ্ঞানি শ্রুত্বাপি গীতকান্যপি। ধনধান্যাদিভিস্তাংশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ। জনৈরারাধিতো মাত্রা যাতি শয্যানিকেতনম্। মাতরি প্রস্থিতায়ান্তু বহির্গত্বা ততো গৃহাৎ। সাঙ্কেতিতং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ। তৌ মিলিত্বা ভুবাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিষু। বিহারৈর্বিবিধৈঃ রাসলাস্যগীতপুরঃসরৈঃ। সার্দ্ধং যামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রাবেব বিধানতঃ। বিশেৎ সুষুপ্তুঃ কুঞ্জে পক্ষিভিস্তাবলক্ষিতৌ। একান্তে কুসুমৈঃ ক্লিপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে। সুপ্তাবতিষ্ঠতাং তত্র সেব্যমানৌ নিজালিভিঃ।

বিজয়! এই প্রকার অষ্টকালীন লীলা। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার রস সামগ্রী আছে। পূর্ব্বে যত প্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছি, সে সমস্তই

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সভায় উপবেশন করিয়া বিবিধ কৌতুক দর্শন করেন এবং মনোমোহনকর কাত্যায়নী সঙ্গীত শ্রবণ করেন। তৎপরে গায়িকাগণকে ধনধান্যাদিদ্বারা যথানিয়মে সন্তুষ্ট করিয়া জনগণের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হন এবং মাতার সহিত শয্যাগৃহে গমন করেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ গৃহ হইতে বাহিরে গমন করেন এবং অলক্ষিতভাবে সঙ্কেতগৃহে আসিয়া কান্তার সহিত মিলিত হন। সেই স্থানে উভয়ে মিলিত হইয়া বনশ্রেণী মধ্যে ক্রীড়া করেন। সখীগণের নৃত্যগীত প্রভৃতি বিবিধ বিহারদ্বারা রাসলীলায় রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর গত হইলে উভয়ে নিদ্রার জন্য অলক্ষিতভাবে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করেন। রাধা ও কৃষ্ণ কুঞ্জ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একান্তে কুসুম-পরিব্যাপ্ত মনোহর কেলি-শয্যায় শয়ন করেন; অন্তরঙ্গ সখীবর্গ রাধাকৃষ্ণকে সেবা করিতে থাকেন।

এই লীলায় আছে। যথা-স্থান, যথা-কাল, যথা-দেশ এবং যথা-সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া তুমি তোমার স্বীয় সেবা-কার্য্য করিতে থাকে।

পরম পণ্ডিত বিজয় এই পর্য্যন্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভাবে নিতান্ত মগ্ন হইলেন—চক্ষে দরদর জলধারা, রোমাঞ্চ কলেবর, গদ্গদস্বরে দুই একটী কথা বলিয়া অনেকক্ষণ শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর চরণতলে পড়িয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাসায় গেলেন। রাত্রিদিন তাঁহার হৃদয়ে রসকথা জাগিতে লাগিল।

ঊনচত্বারিংশদধ্যায়

লীলাপ্রবেশ-বিচার

ব্রজনাথের কৃষ্ণলীলায় প্রবেশের জন্য ব্যাকুলতা—লীলা প্রবেশের উপায়—নবদ্বীপ-নাগরীভাব পরিত্যাগ করিয়া গৌরানুগত্যে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ—চিত্ত স্থির করিবার উপায়—উপাসক-পরিস্ফূর্তি ও উপাস্য-পরিস্ফূর্তি—উপাসক-পরিস্ফূর্তি সম্বন্ধে একাদশভাব—(১) সম্বন্ধ, (২) নাম, (৩) বয়স, (৪) রূপ, (৫) যূথ, (৬) গুণ, (৭) আজ্ঞা, (৮) বাস, (৯) সেবা, (১০) পরাকাষ্ঠাশ্বাস, (১১) পাল্যদাসী—প্রধান সখী ও বিপক্ষ পক্ষের প্রতি সাধকের ভাব—গোস্বামিগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ ভার অর্পণ—।

বিজয়কুমার এখন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—আর কোন কথা ভাল লাগে না; শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ-দর্শনে গিয়া চিত্ত স্থির করিতে পারেন না। সাধারণ রস ত' অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন; মধুর-রসের স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাবও এখন বুঝিয়াছেন। এক একবার এক এক ভাব হৃদয়ে উঠিয়া অনেকক্ষণ তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে, আবার সত্বরেই আর একটী ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে

আক্রমণ করে। এইরূপ কয়েক দিন হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং কিছুতেই ভাবের উদয়, ক্রিয়া ও অন্যাকারে পরিণতি—এ সকলের নিয়ম করিতে না পারিয়া আর এক দিবস সজলনেত্রে প্রভুর' পদে গিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—প্রভো, আপনার অপার কৃপায় সমস্ত অবগত হইয়াও আমি আমার উপর প্রভুতা করিতে পারিতেছি না এবং স্থির-ভাবে কৃষ্ণলীলায় অবস্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না। আমাকে যে সদুপদেশ দিতে হয়, তাহা এখন দিন'। গোস্বামী তাঁহার ভাব দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, মনে মনে কহিলেন—কৃষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে, সুখকে দুঃখ করে এবং দুঃখকে সুখ করে; প্রকাশ্যরূপে বলিলেন যে, কৃষ্ণলীলায় প্রবেশোপায় অবলম্বন কর।

বিজয়। প্রবেশের উপায় কি?

গোস্বামী। শ্রীদাসগোস্বামী এই শ্লোকে প্রবেশের উপায় বলিয়াছেন।

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥" (মনঃশিক্ষা, ২)

ওহে, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার লইয়া দিনপাত করিবে না, অর্থাৎ শাস্ত্রযুক্তি ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় লোভক্রমে রাগানুগা-ভক্তি সাধন কর; ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা কর; ব্রজরসের ভজন কর। যদি বল ব্রজরস ভজনের উদ্দেশ কে বলিবে? তবে বলি, শুন—বৃন্দাবনের প্রকটান্তর-ধামরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীগর্ভে যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই প্রাণ-নাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান—কৃষ্ণ হইতে কোন ক্রমেই তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজনলীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ-নাগর

মনে করিয়া ব্রজভজন পরিত্যাগ করিও না। তিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সুতরাং অর্চ্চনমার্গে যাঁহারা তাঁহার পৃথক্ ধ্যান মন্ত্রাদির আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকেও তাহা হইতে নিরস্ত করিও না; কিন্তু রসমার্গে তিনি শ্রীরাধাবল্লভরূপে একমাত্র ভজনীয় এবং শচীনন্দনরূপে সেই ব্রজরসের একমাত্র গুরুরূপে উদিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভজন কর। অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলার উদ্বোধক ভাবস্বরূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর এবং ভজন-গুরুদেবকে ব্রজযূথেশ্বরী বা সখী হইতে পৃথক্ মনে করিও না। এইরূপ ভাবে ভজন করিতে পারিলে ব্রজলীলায় প্রবেশ করিবে।

বিজয়। প্রভো, আমি এখন এই বুঝিতেছি যে, অন্যশাস্ত্র-যুক্তি ও সমস্ত অন্য পথ ছাড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উদিত তত্তৎকালের কৃষ্ণলীলায় স্বীয় গুরুরূপা সখীর অনুগত হইয়া উচিত সেবা করিবে। ইহা করিতে হইলে এই বিষয়ে কি প্রকারে মনঃস্থির করিতে হইবে?

গোস্বামী। এই কার্য্যে দুইটী বিষয়ের পরিস্ফুর্ত্তির আবশ্যক—উপাসক-পরিস্ফুর্ত্তি ও উপাস্য-পরিস্ফুর্ত্তি। তুমি রসতত্ত্ব জানিয়াছ, সুতরাং তোমার উপাস্য-পরিস্ফুর্ত্তি হইয়াছে। উপাসক-পরিস্ফুর্ত্তি সম্বন্ধে এগারটী ভাব আছে, তাহার মধ্যে তুমি প্রায় সকলই পাইয়াছ; কেবল তাহাতে একটু স্থিতির প্রয়োজন।

বিজয়। সেই এগারটী ভাব আমাকে আর একবার ভাল করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। এগারটী ভাব এই—১। সম্বন্ধ, ২। বয়স, ৩। নাম, ৪। রূপ, ৫। যূথ, ৬। বেশ, ৭। আজ্ঞা, ৮। বাস, ৯। সেবা, ১০। পরাকাষ্ঠা-শ্বাস এবং ১১। পাল্যদাসীভাব।

বিজয়। সম্বন্ধ কিরূপ?

গোস্বামী। সম্বন্ধ-ভাবই প্রাপ্তির ভিত্তিপত্তন। সম্বন্ধকালে কৃষ্ণের

প্রতি যে ভাব যাঁহার হয়, তদনুরূপই তাঁহার চরম লাভ। কৃষ্ণকে ‘প্রভু’ বলিয়া সম্বন্ধ করিলে দাস হওয়া যায়; ‘সখা’ বলিয়া সম্বন্ধ করিলে সখা এবং ‘পুত্র’ বলিয়া সম্বন্ধ করিলে ‘পিতা-মাতা’। ‘স্বকীয়পতি’ বলিয়া সম্বন্ধ করিলে পুরবনিতা হওয়া যায়। ব্রজে শান্ত নাই; দাস্য সঙ্কুচিত; উপাসকের স্বাভাবিক রুচি অনুসারে সম্বন্ধ-পত্তন হয়। তুমি স্ত্রীস্বভাব, আবার তোমার রুচি পারকীয়-রসে, সুতরাং তুমি ব্রজবনেশ্বরীর অনুগত। তোমার সম্বন্ধ এই যে, ‘আমি শ্রীরাধিকার পরিচারিকার পরিচারিকা, শ্রীরাধা আমার জীবিতেশ্বরী, কৃষ্ণ তাঁহার জীবিতেশ্বর; সুতরাং রাধা-বল্লভই আমার প্রাণেশ্বর’।

বিজয়। শুনিয়াছি, আমাদের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীচরণ স্বকীয়-ভাবের সম্বন্ধকে ভাল মনে করিতেন, তাহা কি সত্য?

গোস্বামী। শ্রীমহাপ্রভুর কোন অনুচরই শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শূন্য ন'ন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ব্যতীত এ রসের আর গুরু কে? তিনি শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শিক্ষা দিয়াছেন—শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীরূপ-সনাতনেরও সেই মত। শ্রীজীবের নিজের কোন প্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়ভাব-গন্ধ ছিল। সমর্থা-রতি যেস্থলে সমঞ্জসা-রতি গন্ধ প্রাপ্ত হয়, সেস্থলে ব্রজের স্বকীয়ভাব। সেই ভাব হইতে যাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপন-কালে কিঞ্চিৎ স্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে, তাঁহারাই স্বকীয় উপাসক। শ্রীজীব গোস্বামীর দুই প্রকারই শিষ্য ছিল, অর্থাৎ শুদ্ধপারকীয়-উপাসক এবং স্বকীয় মিশ্রিতভাবের উপাসক। এই কারণেই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রুচি-প্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। “স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ” ইত্যাদি লোচনরোচনী-গত তদীয় শ্লোকে সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

বিজয়। তবে আমাদের বিশুদ্ধ-গৌড়ীয়মতে বিশুদ্ধ-পারকীয় ভজনই স্বীকৃত, ইহা আমি জানিতে পারিলাম। এখন সম্বন্ধ বুঝিয়াছি; কৃপা করিয়া বয়সের কথা বলুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ হইল, তাহাতে একটি অপূর্ব্ব স্বরূপও উদিত হইল—সেই স্বরূপটী ব্রজললনা-স্বরূপ; সুতরাং তাহাতে সেবার উপযুক্ত বয়সের অবশ্য প্রয়োজন। কৈশোর বয়সই বয়স—দশ বৎসর হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর। ইহাকেই বয়ঃ-সন্ধি বলে। তোমার বয়স দশ হইতে সেবোন্নতিক্রমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। বাল্য, পৌগণ্ড ও বৃদ্ধ বয়স ব্রজললনাদিগের হয় না। আপনাকে আপনি কিশোরী বলিয়া অভিমান করিবে।

বিজয়। প্রভো, নাম কিরূপ? যদিও পূর্ব্বে নামাদিপ্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি তৎসম্বন্ধে দৃঢ় শিক্ষা প্রদান করুন।

গোস্বামী। ব্রজললনাদিগের বর্ণনাতে তোমার রুচিগত সেবার অনুরূপ যে রাধিকা—সখীর পরিচারিকা, তাঁহার নামই তোমার নাম। তোমার রুচি পরীক্ষা করিয়া তোমার গুরু যে নাম দিয়াছেন, সেই নামকে তোমার নিত্য নাম বলিয়া জানিবে। ব্রজললনাদিগের মধ্যে নামদ্বারা মনোরমা হইবে।

বিজয়। প্রভো, রূপবিষয়ে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। তুমি যখন রূপযৌবনসম্পন্না কিশোরী, তখন তোমার সিদ্ধরূপ রুচি-অনুসারেই শ্রীগুরুদেব নির্ণয় করিয়াছেন। অচিন্ত্য-চিন্ময়-রূপ-বিশিষ্টা না হইলে শ্রীরাধিকার পরিচারিকা কে হইতে পারে?

বিজয়। যূথবিষয়ে দৃঢ় করিতে আজ্ঞা হয়।

গোস্বামী। শ্রীমতী রাধিকাই যূথেশ্বরী; রাধিকার অষ্টসখীর মধ্যে কাহারও গণে থাকিতে হইবে। তোমার রুচিক্রমে শ্রীগুরুদেব তোমাকে

শ্রীললিতার গণে রাখিয়াছেন। শ্রীললিতার আজ্ঞাক্রমে শ্রীযূথেশ্বরীর সহিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবে।

বিজয়। প্রভো, কিরূপ সাধকগণ শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীর অনুগত?

গোস্বামী। অনেক জন্মের ভাগ্যক্রমে যূথেশ্বরীর অনুগত হইতে বাসনা জন্মে, সুতরাং শ্রীরাধিকার যূথেই সমস্ত ভাগ্যবান সাধক প্রবেশ করেন। শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীও শ্রীরাধামাধবের লীলা সম্পাদনের জন্য যত্নবতী—বিপক্ষ-পক্ষ হইয়া রস পুষ্টি করিবার জন্য তত্তদ্ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র যূথেশ্বরী। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলা-অভিমানময়ী। যাঁহার যে সেবা, তাহাতেই তাঁহার অভিমান।

বিজয়। গুণবিষয়ে দৃঢ় হইতে চাই।

গোস্বামী। যে সেবা করিবে, সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ শিল্প-কলায় তুমি অভিজ্ঞ, তদনুরূপ গুণ ও বেশ তোমার গুরুদেব নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিজয়। আজ্ঞা-বিষয়ে নির্ণয় করুন।

গোস্বামী। আজ্ঞা দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। করুণাময়ী সখী যে নিত্যসেবা তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমি নিরপেক্ষ হইয়া অষ্টকালের মধ্যে যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে। আবার উপস্থিত অন্য কোন সেবা প্রয়োজনমত আজ্ঞা করেন, তাহা নৈমিত্তিক আজ্ঞা; তাহাও বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিবে।

বিজয়। বাস কিরূপ?

গোস্বামী। ব্রজে নিত্যবাসই বাস। ব্রজের মধ্যে কোন গ্রামে তোমার গোপী হইয়া জন্ম হয়, আবার গ্রামান্তরের কোন গোপের সহিত

তোমার বিবাহ হয়; কিন্তু কৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া, তুমি সখীর অনুগত হইয়া তাঁহার রাধাকুণ্ডস্থ কুঞ্জে একটী কুটীরে বাস করিতেছ—এই অভিমান-সিদ্ধ বাসই তোমার বাস। তোমার পরকীয় ভাবই নিত্যসিদ্ধভাব।

বিজয়। সেবা নির্ণয় করুন।

গোস্বামী। তুমি রাধিকার অনুচরী—তাঁহার সেবাই তোমার সেবা। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণসন্নিধানে গেলে, কৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি রতি প্রকাশ করেন, তুমি তাহা স্বীকার করিবে না—তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ রাখিয়াও, রাধিকার দাস্য-প্রেমে কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে—ইহারই নাম 'সেবা'। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা। শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কড়চা অনুসারে শ্রীদাস গোস্বামী 'বিলাপ-কুসুমমাঞ্জলি' গ্রন্থে তোমার সেবার আকার নির্ণয় করিয়াছেন।

বিজয়। পরাকাষ্ঠাশ্বাস কিরূপে নির্ণীত হয়?

গোস্বামী। শ্রীদাস-গোস্বামীর এই দুই শ্লোকই পরাকাষ্ঠার ব্যাখ্যা করে (বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, ১০২, ১০০ শ্লোকই)—

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরুবকারিণাপি॥

হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন-
বক্ত্রারবিন্দমধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ারা-
ত্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায়॥

অর্থাৎ, হে বরোরু রাধে, অমৃত-সমুদ্রময় আশাভরে অতিকষ্টে আমি কালাতিপাত করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে কৃপাবিধান কর। তোমার কৃপা ব্যতীত আমার প্রাণ, বা ব্রজবাস বা কৃষ্ণদাস্যেই বা কি আছে? হা গোকুলচন্দ্র! কৃষ্ণ! হা মধুরস্মিত সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ! হা কৃপার্দ্র! তুমি যেখানে প্রণয়ের সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া নিত্য বিহার কর, আমাকে প্রিয়-সেবার জন্য তথায় লইয়া রাখ।

বিজয়। এখন পাল্য-দাসীর স্বভাব বলুন।

গোস্বামী। ব্রজবিলাস-স্তোত্রে শ্রীদাস গোস্বামী এই শ্লোকে পাল্য-দাসীর ভাব নিরূপণ করিয়াছেন—(ব্রজবিলাস-স্তব, ২৯ শ্লোক)—

সান্দ্রপ্রেমরসৈঃ প্লুতা প্রিয়তয়া প্রাগল্‌ভ্যমাপ্তা তয়োঃ
প্রাণ-প্রেষ্ঠবয়স্যয়োরনুদিনং লীলাভিসারং ক্রমৈঃ।
বৈদগ্ধ্যেন তথা সখীং প্রতি সদা মানস্য শিক্ষাং রসৈঃ
যেয়ং কারয়তীহ হন্ত ললিতা গৃহ্লাতু সা মাং গণৈঃ॥

অর্থাৎ যিনি গাঢ়প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া প্রিয়তাদ্বারা প্রাগল্‌ভ্য লাভ করতঃ প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদগ্ধ্যক্রমে স্বীয় সখী শ্রীরাধিকাকে রসের সহিত মান শিক্ষা দেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণে গ্রহণ করুন অর্থাৎ আমাকে পাল্য-দাসী বলিয়া স্বীকার করুন।

বিজয়। শ্রীললিতার অন্য সহচরীদিগের সহিত পাল্য-দাসী কিরূপ ব্যবহার করিবেন?

গোস্বামী। শ্রীদাস গোস্বামীর সমস্ত রসগ্রন্থই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষা। তিনি লিখিয়াছেন, যথা (ব্রজবিলাসস্তব, ৩৮ শ্লোক)—

তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দ্দনপয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।

প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলিভূমিষু রূপমঞ্জরীমুখাস্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥

অর্থাৎ, যাহারা তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দ্দন, জলদান ও অভিসারাদি-কার্য্যদ্বারা প্রিয়তার সহিত শ্রীমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ অপেক্ষা সেবাকার্য্যে অসঙ্কোচ-ভাবপ্রাপ্তা সেই বৃষভানু-নন্দিনীর রূপমঞ্জরী-প্রমুখ দাসীগণকে আমি আশ্রয় করি; অর্থাৎ আমার সেবাকার্য্যে তাঁহাদিগকে শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিমান করি।

বিজয়। অন্য প্রধান সখীদের প্রতি কি ভাব হইবে?

গোস্বামী। তাহার ইঙ্গিত শ্রীদাস গোস্বামী এই শ্লোকে দিয়াছেন (ব্রজবিলাস-স্তব, ৩০ শ্লোক)—

প্রণয়ললিতনর্ম্মস্ফারভূমিস্তয়োর্যা
ব্রজপুর-নবযুনোর্যা চ কণ্ঠান্ পিকানাম্।
নয়তি পরমধস্তাদ্দিব্যগানেন তুষ্ট্যা
প্রথয়তু মম দীক্ষাং হন্ত সেয়ং বিশাখা ॥

যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-ললিত-কৌতুকের পাত্রী এবং যিনি সুদিব্য গানদ্বারা কোকিলের স্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই বিশাখা কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন। অন্যান্য সকল সখীদিগের প্রতি এইরূপ ভাব তোমার হইবে।

বিজয়। বিপক্ষপক্ষের প্রতি কি ভাব হইবে?

গোস্বামী। শ্রীদাস গোস্বামী যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা শুন (ব্রজ-বিলাসস্তব, ৪১ শ্লোক)

সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বলরসস্যোচ্চৈঃ সমুদ্বৃদ্ধয়ে
সৌভাগ্যোদ্ভটগর্ব্ববিভ্রমভৃতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্ফুটম্।

গোবিন্দঃ স্মরফুল্লবল্লববধূবর্গেণ যেন ক্ষণং
ক্রীড়ত্যেষ তমত্র বিস্তৃতমহাপুণ্যাঞ্চ বন্দমহে ॥

. অর্থাৎ রাধিকার শৃঙ্গারপুষ্টির নিমিত্ত সাপত্ন্যভাবে স্থিত সৌভাগ্য, উদ্ভট, গর্ব্ব, বিভ্রম প্রভৃতি গুণে গুণবতীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল ক্রীড়া করেন, সেই ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলীপ্রমুখ ব্রজরমণীগণকে আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। বিপক্ষ-পক্ষের প্রতি এইরূপ ভাব চিত্তে থাকিবে, অথচ সেবাকালে যথোচিত পাত্রবিশেষে রস-পরিহাস করিতে পারিবে। তাৎপর্য্য এই যে, 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী'তে যেরূপ 'সেবার ব্যবস্থা' আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং 'ব্রজবিলাস'-স্তোত্রে যেরূপ 'ব্যবহার' লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে ; 'বিশখানন্দাদি'-স্তোত্রে যেরূপ 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলা-চেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিবে ; 'মনঃশিক্ষা'য় যে 'পদ্ধতি' দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিবে ; 'স্বনিয়মে' যে 'ভাব' প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিবে। শ্রীরূপ গোস্বামী রসতত্ত্ব বিস্তৃত করিয়াছেন, প্রভু নিমানন্দ তাঁহাকে সেই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি উপাসনায় সেই রসের কিরূপে ক্রিয়া হইবে, তাহা লিখেন নাই—শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর কড়চা অনুসারে তাহা লিখিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে যে ভার দিয়াছিলেন, তিনি তাহাই করিয়াছেন।

বিজয়। বলুন, শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকে কোন্ ভার দিয়াছিলেন।

গোস্বামী। শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে রসময়ী উপাসনা প্রচার করিতে আজ্ঞা করেন ; সেই আজ্ঞাক্রমে তিনি দুই ভাগে কড়চা রচনা করেন—এক ভাগে রসোপসনার অন্তঃপন্থা ও অন্য ভাগে রসোপাসনার বহিঃপন্থা লিখিয়াছেন। অন্তঃপন্থা শ্রীদাস গোস্বামীর কণ্ঠে অর্পণ করেন, তাহা

শ্রীদাস-গোস্বামীর গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে; বহিঃপন্থা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর গোস্বামীকে অর্পণ করেন, তাহা এই গাদির বিশেষ ধন। সেই পন্থা আমি শ্রীমান্ ধ্যানচন্দ্রকে দিয়াছি; তিনি যে পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহা তুমি পাইয়াছ। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আজ্ঞা ও শক্তিদান করেন; শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতে আজ্ঞা ও শক্তি দান করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বৈধীভক্তি এবং বৈধভক্তি ও রাগভক্তির পরস্পর সম্বন্ধ প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; গোকুলের প্রকটাপ্রকট-সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আজ্ঞা দেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীসনাতনের দ্বারা শ্রীজীবকে সম্বধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার শক্তি দেন। যাঁহাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তিনি তাহাই মাত্র করিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো, শ্রীরায় রামানন্দে কি ভার অর্পিত হইয়াছিল?

গোস্বামী। শ্রীমন্মহাপ্রভু, রায় রামানন্দকে যে রসবিস্তারের ভার দিয়াছিলেন, তিনি সে কার্য্য শ্রীরূপের দ্বারাই করিয়াছেন।

বিজয়। প্রভো, শ্রীসার্ব্বভৌমের প্রতি কি ভার ছিল?

গোস্বামী। তত্ত্বপ্রচার-ভার সার্ব্বভৌমের উপর ছিল; তিনি সে কার্য্য নিজ কোন শিষ্যের দ্বারা শ্রীজীবে অর্পণ করেন।

বিজয়। গৌড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি কি ভার ছিল?

গোস্বামী। শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রকাশপূর্ব্বক জীবগণকে শ্রীগৌরোদিত কৃষ্ণ-রসে শ্রদ্ধা জন্মাইবার ভার গৌড়ীয়-মহান্তদিগের প্রতি ছিল। কতকগুলি মহাত্মাকে রসকীর্ত্তন পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়া প্রচার করিবার ভারও অর্পণ করিয়াছিলেন।

বিজয়। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল?

গোস্বামী। শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যপ্রচার করাই তাঁহার প্রতি ভার ছিল।

বিজয়। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল?

গোস্বামী। শুদ্ধ-শৃঙ্গার-রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী-ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীভট্টগোস্বামীর প্রতি ছিল।

বিজয়। শ্রীভট্টগোস্বামীর গুরু এবং খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ গোস্বামীর প্রতি কি ভার ছিল?

গোস্বামী। ব্রজরসানুরাগমার্গ যে সর্ব্বোপরি, তাহা জগৎকে বুঝাইবার ভার শ্রীসরস্বতী গোস্বামীর উপর ছিল।

বিজয় এই সব শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন!

চত্বারিংশদধ্যায়

সম্পত্তি-বিচার

শ্রবণ-দশা হইতে সম্পত্তি-দশা পর্য্যন্ত ভক্তের পাঁচটী দশা—(১) শ্রবণ-দশা, (ক) ক্রমহীন শ্রবণ দশা, (খ) ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ দশা—(২) বরণ-দশা, (৩) স্মরণ-দশা, (ক) স্মরণ ক্রম, ভাবের সহিত নাম স্মরণ (খ) উপাস্যনিষ্ঠ ক্রম—(৪) ভাবাপন-দশা (ক) ভাবাপন-দশাই স্বরূপ সিদ্ধ্যবস্থা—(৫) সম্পত্তি-দশা (ক) সম্পত্তি-দশাই বস্তু সিদ্ধ্যবস্থা —ফলশ্রুতি।

বিজয় বিচার করিলেন যে, ব্রজলীলা শ্রবণ করিয়া তাহাতে লোভ উৎপত্তি হইলে ক্রমশঃ সম্পত্তি-দশা লাভ হয়; এই বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

বিজয়। প্রভো, শ্রবণ-সময় হইতে সম্পত্তি-লাভ পর্য্যন্ত ভক্তের কয়েটী অবস্থা বা দশা হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গোস্বামী। পাঁচটী দশা—১। শ্রবণ-দশা, ২। বরণ-দশা, ৩। স্মরণ-দশা, ৪। ভাবাপন-দশা, ৫। প্রেমসম্পত্তি-দশা।

বিজয়। শ্রবণ-দশা বর্ণন করুন।

গোস্বামী। কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হইলেই জীবের বহির্ম্মুখ দশা দূর হইয়াছে, বলিতে হইবে ; তখন কৃষ্ণকথা শ্রবণ-লালসা হইয়াছে। আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ভক্তের নিকটই কৃষ্ণকথা-শ্রবণ হয়, যথা ভাগবতে চতুর্থে (ভাঃ ৪।২৯।৪০)—

> তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
> পীযূষ-শেষ-সরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
> তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
> স্তান্নস্পৃশন্ত্যশনতৃড্ ভয়শোকমোহাঃ॥

অর্থাৎ, হে নৃপ, মহজ্জনের মুখ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতসার নদী বহিতে থাকে ; যাঁহারা একান্ত-চিত্তানুগত-কর্ণে বিতৃষ্ণাশূন্য হইয়া সেই অমৃতসার পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, মোহ প্রভৃতি অনর্থ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না।

বিজয়। বহির্ম্মুখ লোকেরা যে কোন কোন সময় কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তাহা কি ?

গোস্বামী। বহির্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণ এবং অন্তর্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, এ দুয়ে অনেক ভেদ আছে। বহির্ম্মুখদিগের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কোন ঘটনাক্রমে হয়, শ্রদ্ধাক্রমে হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত্যর্ম্মুখী সুকৃতি হইয়া কোন জন্মে শ্রদ্ধা উদিত করায়। সেই শ্রদ্ধা হইলে, যে কৃষ্ণকথা মহজ্জনের মুখে শ্রবণ হয়, তাহাই মাত্র এই পর্ব্বের শ্রবণ-দশা। এ পর্ব্বের শ্রবণ-দশাও দুই প্রকার অর্থাৎ ক্রমশুদ্ধ-শ্রবণদশা এবং ক্রমহীন-শ্রবণদশা।

বিজয়। ক্রমহীন শ্রবণ-দশা কিরূপ ?

. গোস্বামী। কৃষ্ণলীলা অসংলগ্নরূপে শ্রবণ করার নাম 'ক্রমহীন'; অব্যবসায়ি-বুদ্ধিতে কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়—লীলা-সকলের পরস্পর সম্বন্ধ উদিত হয় না, সুতরাং রসোদয় হয় না।

বিজয়। ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ-দশা কিরূপ ?

গোস্বামী। ব্যবসায়াত্মকা বুদ্ধির সহিত যখন সংলগ্নরূপে কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ হয়, তখনই রসোদয়ের উপযোগী হয়। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা এবং জন্মাদি নৈমিত্তিক লীলা পৃথক্ করিয়া শ্রুত হইলে, ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ হয়। এই ক্রমশুদ্ধ শ্রবণই এই ভজনপর্ব্বে প্রয়োজন। ক্রমশুদ্ধ লীলা শ্রবণ করিতে করিতে লীলার মাধুর্য্য প্রকটিত হয় এবং শ্রোতার হৃদয়ে রাগানুগা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। তখন শ্রোতা মনে করেন—আহা! সুবলের কি আশ্চার্য্য সখ্যভাব! আমি তাঁহার ন্যায় সখ্যরসে কৃষ্ণসেবা করিব—এই প্রবৃত্তির নাম 'লোভ'। লোভের সহিত ব্রজবাসীর ভাবে অনুগত হইয়া কৃষ্ণভজন করাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলিয়াছেন। সখ্যরসের উদাহরণ দিলাম। দাস্যাদি চারি রসেই এই প্রকার রাগানুগা ভক্তি আছে। তুমি আমার প্রাণেশ্বর নিমানন্দের কৃপায় শৃঙ্গার-রসের অধিকারী, সুতরাং তোমার ব্রজসুন্দরীদিগের সেবা দেখিয়া লোভ হইয়াছিল, সেই লোভেই তোমাকে প্রাপ্তি-পথ দিয়াছে। বস্তুতঃ গুরুশিষ্য-সংবাদই এ পর্ব্বের শ্রবণ-দশা।

বিজয়। শ্রবণ-দশা কি হইলে পূর্ণ হয় ?

গোস্বামী। কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব অনুভব হইলে; তাহা শুদ্ধ অপ্রাকৃত বলিয়া মনোহর হয়; তাহাতে প্রবেশ করিতে ব্যাকুলতা জন্মে। শুরুদেব শিষ্যকে সাধকগত পূর্ব্বোল্লিখিত একাদশটী ভাব দেখাইয়া দেন। শিষ্যের মনোভাব ও লীলার রঞ্জকতা লগ্ন হইলেই শ্রবণ-দশা পূর্ণ হইল; শিষ্য ব্যাকুল হইয়া বরণ-দশা লাভ করেন

বিজয়। প্রভো, বরণ-দশা কিরূপ ?

গোস্বামী। চিত্তের রাগ উক্ত একাদশ ভাবরূপ শৃঙ্খলদ্বারা লীলায় লগ্ন হইয়াছে ; শিষ্য ক্রন্দন করিয়া গুরুপাদপদ্মে পতিত হন, তখন গুরু সখীরূপে উদিত হন এবং শিষ্য তাঁহার পরিচারিকা। গোপবধূ কৃষ্ণ সেবার জন্য ব্যাকুল, গুরু সেই সেবায় পরাকাষ্ঠালব্ধা ব্রজললনা ; তখন শিষ্যের মুখে এইরূপ ভাবের কথা হয় (প্রেমাম্ভোজ মকরন্দাখ্য স্তবরাজ, ১১-১২ শ্লোক)—

ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো রাধালিকে ! হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্॥

অর্থাৎ, হে রাধিকালিকে, তোমার নিকট পতিত হইয়া দন্তে তৃণধারণ-পূর্ব্বক এই অধমজন যাচ্ঞা করিতেছে—তোমার দাস্যামৃত সেচনপূর্ব্বক এই সুদুঃখিত জনকে জীবিত কর ; যিনি দয়াময় তিনি শরণাগতকে ত্যাগ করেন না—এই শরণাগতকে তুমিও দয়া কর, ত্যাগ করিও না, আমি তোমার চরণানুগত হইয়া ব্রজযুগলের সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। এইরূপই 'বরণ-দশা'। গুরুরূপা সখী তখন তাঁহাকে ব্রজবাস করিয়া কৃষ্ণনামাশ্রয়পূর্ব্বক লীলা স্মরণ করিতে আজ্ঞা দেন এবং শীঘ্রই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন।

বিজয়। স্মরণ-দশা কিরূপ ?

গোস্বামী। শ্রীরূপ বলিয়াছেন (ভঃ-রঃ-সিঃ, পূর্ব্ব ২ লঃ, ১৫০-১৫২ শ্লোক)—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু ।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥" (১)

এই শ্লোক-দুইটীর অর্থ বলিবার পূর্ব্বেই বিজয় কহিলেন,—'কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা' ইহার অর্থ কি ?

গোস্বামী। শ্রীজীব বলিয়াছেন,—এই দেহের সহিত ব্রজমণ্ডলে অর্থাৎ লীলামণ্ডলে বাস করিবে ; দেহের সহিত না পারিলে মনে মনে ব্রজে বাস করিবে—মনে মনে বাস করিলেও একই ফল হয়। যিনি যে সখীর অনুগত, ব্রজে আপনাকে সেই সখীর কুঞ্জসেবিকা স্থির করিয়া, কৃষ্ণ ও নিজভাবের সখীকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন। সাধকরূপে এই স্থূলদেহে বৈধ ভক্ত্যঙ্গরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবে এবং প্রাপ্ত একাদশভাবের মধ্যে সিদ্ধ-ব্রজগোপীদেহে সখীর কার্য্যানুরোধে লীলাধ্যান ও নির্দ্দিষ্ট সেবা করিবে। দেহযাত্রা বিধি-অনুসারে করিবে এবং সিদ্ধদেহের পুষ্টি ভাবানুসারে করিবে—এরূপ করিলে অবশ্যই ব্রজেতর বিষয়ে বিতৃষ্ণা হইবে।

বিজয়। এই প্রণালীটি একটু স্পষ্টরূপে আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। 'ব্রজবাসের' অর্থ এই যে, অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জ্জন-বাসই ব্রজবাস। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা

---

(১) কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ অভীষ্ট প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন, শরীরে ব্রজবাস করিতে অসমর্থ হইলে, মনে মনে ব্রজবাস করিবেন ; রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্যে এবং সিদ্ধরূপে অন্তরে-সেবা করিবেন। বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ ও উচ্চকীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্ত্যঙ্গ বর্ত্তমান, তত্ত্ববিদ্‌গণ এই রাগানুগা ভক্তিতেও সেই সেই অঙ্গের উপযোগিতা আছে বলিয়া জানিবেন।

করিবে; সমস্ত দেহযাত্রা বিরোধী না হয়, এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়া সেবানুকূলভাবে যথানুরূপ করিবে।

বিজয়। (একটু গম্ভীররূপে অনুভব করিয়া) প্রভো, এ কথা হৃদয়ঙ্গম হইল, কিন্তু মনকে কিরূপে স্থির করিব?

গোস্বামী। চিত্ত রাগানুগা ভক্তিলাভ করিবার সময়েই স্থির হইয়া থাকে, কেননা, চিত্ত রাগগন্ধে যদি ব্রজাভিমুখ হয়, তবে রাগাভাবে আর তাহার বিষয়ের প্রতি গতি থাকিবে না; তবে যদি উৎপাতের আশঙ্কা থাকে, তবে প্রথমেই ক্রম অবলম্বন করিবে। স্থির হইয়া গেলে আর উৎপাত কিছু করিতে পারিবে না।

বিজয়। ক্রমটা আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। প্রতিদিন নির্জ্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগপূর্ব্বক ভাবের সহিত নাম করিবে। ক্রমে ক্রমে ঐ কার্য্যের সময়-পরিমাণকে বৃদ্ধি করিবে। অবশেষে সকল সময়েই এক অদ্ভুতভাব উদিত হইবে, তখন উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে।

বিজয়। এরূপ কতদিন করিতে হয়?

গোস্বামী। যে পর্য্যন্ত উৎপাতশূন্য বা উৎপাতের অতীত অবস্থার সম্ভাবনা উদিত না হয়।

বিজয়। ভাবের সহিত নাম স্মরণ কিরূপ?—একটু স্পষ্ট আজ্ঞা করুন।

গোস্বামী। প্রথমে চিত্তের উল্লাসের সহিত নাম কর, উল্লাসে মমতা যোগ কর। মমতায় বিশ্রম্ভ যোগ কর; ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভাব উদিত হইতে হইতে ভাবাপন দশা আসিবে। স্মরণকালে ভাবের আরোপমাত্র। ভাবাপনকালে শুদ্ধভাবের উদয় হয়—তাহাই 'প্রেম'—উপাসক-নিষ্ঠাক্রম এই। এই ব্যাপারে উপাস্য-নিষ্ঠ একটি ক্রম আছে।

বিজয়। উপাস্য-নিষ্ঠ ক্রম কিরূপ ?

গোস্বামী। যদি অসঙ্কুচিত প্রেমদশালাভের ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রীদাস গোস্বামীর উপদেশ মান (মনঃশিক্ষা, ৩ শ্লোক)—

"যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরতু মারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নমঃ তদা ত্বং শৃণু মনঃ॥

অর্থাৎ যদি রাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে ইচ্ছা কর এবং জন্মে জন্মে ব্রজযুগলের সাক্ষাৎ অর্থাৎ বিবাদ-বিধি বন্ধন সহিত পারকীয়-পরিচর্য্যা করিতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীস্বরূপ ও গণসহিত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে স্পষ্টপ্রেমের সহিত নিত্য স্মরণ কর ও গুরুরূপা-সখী বলিয়া প্রণতি কর; তাৎপর্য্য এই যে, স্বকীয়-রসে সাধন করিয়া ফলকালে সমঞ্জস-রস হয়। তাহাতে যুগলসেবার সঙ্কুচিত ভাব হইয়া পড়ে; সুতরাং শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মতানুসারে শুদ্ধ-পরকীয়-অভিমানে ভজন কর। আরোপকালেও শুদ্ধপরকীয় ভাবমাত্র অবলম্বন করিবে। পরকীয়-আরোপে পরকীয়-রতি এবং পরকীয়-রতিতে পরকীয়-রস হইবে। তাহাই ব্রজে অপ্রকটলীলার নিত্যরস।

বিজয়। অষ্টকালীয় লীলায় কি শুদ্ধিক্রম আছে ?

গোস্বামী। অষ্টকালীয় লীলায় সকল প্রকার রস-বিচিত্রতা বর্ণন করিয়া শ্রীরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া দেখ (উঃ নিঃ-গৌণসম্ভোগে প্রঃ ২৩)

অতলত্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্ব্বিগাহতাম্।
স্পৃষ্টং পরং তটস্থেন রসাব্ধিমধুরো যথা॥

অর্থাৎ, কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ চিন্ময়, সুতরাং অতল ও অপার—প্রপঞ্চগত ব্যক্তির পক্ষে অতল, কেননা, প্রপঞ্চ ভেদ করিয়া শুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্বে

প্রবেশ অসাধ্য ; অপার, কেননা, অপ্রাকৃত রস এত বিচিত্র ও সর্ব্বব্যাপী যে, পার হওয়া যায় না। আবার যদি কেহ অপ্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সিদ্ধতত্ত্বমধ্যে থাকিয়া তাহা বর্ণন করেন, তবুও তাহা শব্দ-মলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না। যদিও ভগবান্ স্বয়ংও বলেন, তথাপি শ্রোতা ও পাঠকদিগের প্রপঞ্চদোষে তাহাদের পক্ষে প্রতীতি দোষযুক্ত হইয়া পড়ে ; এমতাবস্থায় এই রসসমুদ্র দুর্ব্বিগাহ, কেবল তটস্থ হইয়া তাহার কণামাত্র প্রকাশ করা যায়।

বিজয়। তবে কি হইল, প্রভো, অপ্রাকৃত-রসলাভে আমাদের কিরূপ সম্ভাবনা হয় ?

গোস্বামী। মধুর রস অপার,—অতুল ও দুর্ব্বিগাহ। কৃষ্ণলীলাই তদ্রূপ ; কিন্তু আমাদের কৃষ্ণে দুইটী অসীম গুণ আছে, তাহাই আমাদের ভরসার স্থল—তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও ইচ্ছাময়। যাহা অতল, অপার ও দুর্ব্বিগাহ, তাহাও তিনি সঙ্কীর্ণ প্রাপঞ্চিক জগতে হেলায় আনিতে পারেন। প্রপঞ্চ অতিশয় তুচ্ছ হইলেও তিনি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব প্রপঞ্চে আনিতে ইচ্ছা করেন ; সুতরাং অপ্রাকৃত নিত্য মধুর-রসময়ী লীলা তাঁহার কৃপায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মাথুরমণ্ডল অপ্রাকৃত প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে আসিয়া অবতীর্ণ—কিরূপে আসিলেন এবং কিরূপে আছেন, তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না, কেননা, অবিচিন্ত্য-শক্তি-ক্রিয়াকে মানবের বা দেবাদির পরিমিত-বুদ্ধি কখনই বুঝিতে সমর্থ নয়। ব্রজলীলাই প্রপঞ্চাতীত সর্ব্বোচ্চ লীলার প্রকট ভাব—তাহা আমরা পাইয়াছি, আমাদের কোন শোকের বিষয় নাই।

বিজয়। যদি প্রকটলীলাই অপ্রকটলীলার সহিত এক বস্তু, তবে আবার তাহার ক্রমোন্নতি কিরূপ ?

গোস্বামী। এক বস্তু—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; যাহা এখানে

প্রকট, তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চাতীতবাজ্যে আছে। কিন্তু প্রপঞ্চ বদ্ধ-জীবের তদনুভব, তটস্থ স্মরণের প্রথম অবস্থায় লীলা যেরূপ অনুভূত হয়, আবার ক্রমে যত পরিপাক হইতে থাকে, ততই অনুভূতি পরিষ্কার হয়—ভাবাপন-অবস্থায় অনুভূতি নির্ম্মল হয়।

বিজয়! তোমাকে বলিতে পারি, কেননা, তুমি অধিকারী। স্মরণ দশায় বহু সাধন করিলে এবং ঐ সাধনকালে ভাবাপন যোগ্য চেষ্টা থাকিলে স্মরণ-অবস্থায় ভাবাপন-অবস্থা হয়। স্মরণ-অবস্থায় যে অনুভব-গত প্রাপঞ্চিক দুষ্টভাব থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপ বিগত হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। সুযোগ্যরূপে স্মরণদশায় যত শুদ্ধ-ভক্তির সাধন হইতে থাকে, শুদ্ধভক্তি ততই কৃপা করিয়া সাধকচিত্তে উদিত হইতে থাকেন। ভক্তিই একমাত্র কৃষ্ণাকর্ষণী, সুতরাং কৃষ্ণকৃপাক্রমে স্মরণদশায় চিন্তাগত মল ক্রমশঃ দূর হয়। (ভাঃ ১১।১৪।২৬)—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈর্বাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥ (১)

কৃষ্ণলীলা অর্থাৎ, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হইতে সেই অপ্রাকৃত বস্তু-সংস্পর্শবলে দ্রষ্টা আত্মা যে পরিমাণে শুদ্ধ হইতে থাকেন, সেই পরিমাণে সূক্ষ্মরূপ কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতস্বরূপ দৃষ্ট হইতে থাকে—চক্ষু যেরূপ অঞ্জন-সম্প্রযুক্ত হইয়া দৃশ্যবস্তু ভালরূপে দেখে, তদ্রূপ। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৩৮)—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

অর্থাৎ প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ, যে অচিন্ত্য-

(১) ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ভাবাপন-দশায় অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি উদিত হয়, তখন ভক্ত নিজসখী ও যূথেশ্বরীকে দর্শন পান। গোলোক-নাথ কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে পর্য্যন্ত তাঁহার লিঙ্গ ও স্থূলদেহ-বিধ্বংসরূপ সম্পত্তি-দশা না হয়, সে পর্য্যন্ত অনুক্ষণ অনুভব হয় না। ভাবাপন-দশায় জড়ের স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহের উপর শুদ্ধজীবের আধিপত্য জন্মে, কিন্তু কৃষ্ণ কৃপা পূর্ণ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার অবান্তর ফল এই যে, জীবের সহিত প্রাপঞ্চিক জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। ভাবাপন-দশার নাম 'স্বরূপসিদ্ধি' এবং সপত্তি-দশা হইলে 'বস্তুসিদ্ধি' হয়।

বিজয়। বস্তুসিদ্ধি হইলে কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, লীলা ও ধাম কিরূপ দেখা যায়?

গোস্বামী। ইহার উত্তর দিতে আমি অপারক। আমার যখন বস্তু-সিদ্ধি হইবে, তখনই তাহা দেখিব ও বলিব, আবার তোমার যখন সম্পত্তি-দশা হইবে, তখনই তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে—বুঝিতে পারার আর তখন আবশ্যক হইবে না; কেননা, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবে তদ্বিষয়ে আর তোমার জিজ্ঞাসা থাকিবে না। আবার দেখ, স্বরূপসিদ্ধ অর্থাৎ ভাবাপন-অবস্থায় ভক্ত যাহা দেখিতে পান, তাহা ব্যক্ত করিয়াও কোন ফল নাই, কেননা, ব্যক্ত করিলেও তাহা শ্রোতা অনুভব করিতে পারিবে না। শ্রীরূপ স্বরূপ-সিদ্ধ ব্যক্তিগণের লক্ষণসম্বন্ধে বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ, পূর্ব্ব ৩লঃ ২৯, ও ৪লঃ ১২ শ্লোক)—

জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ॥ (১)

---

(১) জাতভাব ভক্তে যদি বহির্দুরাচারের ন্যায় কোন প্রকার বৈগুণ্যও দেখা যায়,

ধন্যস্যায়ং নবং প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

*বিজয়। যদি এরূপ হয়, তবে শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি-গ্রন্থে গোলোকের বিষয়সকল কেন বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

গোস্বামী। স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শনসময়ে ব্রহ্মাদিদেবগণ কখন কখন দর্শনানুসারে স্তবাদিতে বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে সংক্ষেপ হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়। সে সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যে প্রকটলীলা উদিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া ভজন কর। তাহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্ঠাযুক্ত ভজনকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের স্ফূর্ত্তি হইবে। গোকুলে যাহা আছে, তাহাই গোলোকে আছে, কেননা, গোকুল ও গোলোক ভিন্ন তত্ত্ব নন। প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টৃদিগের চক্ষে যে সকল মায়া-প্রত্যায়িত ব্যাপার উদিত হয়, তাহা স্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে থাকে না। যে অধিকারে যেরূপ দর্শন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভজন কর—ইহাই কৃষ্ণের আজ্ঞা। আজ্ঞা পালন করিলে তিনি কৃপা করিয়া ক্রমশঃ নির্ম্মল দর্শন উদিত করাইবেন।

বিজয় এখন সমস্ত বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন। নিজের একাদশ ভাব কৃষ্ণলীলায় সুন্দররূপে সংযোগ করিয়া ধীরভাবে সমুদ্রের তীরে

তথাপি তাঁহাতে অসূয়া করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, কৃষ্ণেতর বিষয়ে অনাসক্তিহেতু তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন। যাঁহাদের চিত্তে এই নব প্রেম উন্মীলিত হন তাঁহার'ই ধন্য। তাঁহাদের ক্রিয়ামুদ্রা শাস্ত্রবিদ্‌গণেরও অতিশয় দুর্ব্বোধ্য। যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহাদিগেরই চিত্তে এই নবীন প্রেম উদিত হয় কিন্তু শাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট এই নবীন প্রেমের সুষ্ঠু পরিপাটী দুরবগাহ।

ভজনকুটীরে বসিয়া সদা প্রেমাস্বাদন করিতে লাগিলেন। ব্রজনাথের জননী ইত্যবসরে বিসূচিকা পীড়ায় ক্ষেত্রলাভ করিলেন। ব্রজনাথ ও তদীয় পিতামহী দেশে চলিয়া গেলেন। ব্রজনাথের নির্ম্মল হৃদয়ে সখ্য-প্রেম উদিত হইল। তিনি ভজনবলে শ্রীধামনবদ্বীপে জাহ্নবী-তীরে অনেক সুবৈষ্ণবের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিজয় গৃহস্থবেশ পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীমহা-প্রসাদ-মাধুকরীদ্বারা কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অষ্টপ্রহরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নিদ্রাসময়ে অল্প নিদ্রা, ভোজনের পর প্রসাদসেবন এবং জাগ্রতসময়ে যথাযথ কালোচিত সেবা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই হরিনামের মালা হাতে। কখন নৃত্য করেন, কখন কাঁদেন, কখন বা, সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া হাস্য করেন। তাঁহার ভজনমুদ্রা তিনি ব্যতীত আর কে বুঝিবে? এখন তাঁহার প্রকাশ্য নাম নিমাঞি দাস বাবাজী। তিনি গ্রাম্যকথা বলেন না এবং শ্রবণ করেন না। অত্যন্ত বিনীত, বিমলচরিত্র, ভজনে দৃঢ়। কেহ মহাপ্রসাদ আনিলে বা কৌপীন বহির্ব্বাস আনিলে আবশ্যকমত গ্রহণ করেন, তদতিরিক্ত গ্রহণ করেন না। হরিনামগ্রহণকালে চক্ষে দর দর ধারা, কণ্ঠে গদ্‌গদ বচন এবং শরীরে রোমাঞ্চ লক্ষিত হয়। অতি স্বল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ভজন সিদ্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার অপ্রকটলীলায় তাঁহাকে অধিকার দিলেন। ব্রহ্ম হরিদাসের ন্যায় তাঁহার ভজন-দেহ সমুদ্র বালুকার মধ্যে রহিল। হরিবল।

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি'।
ভকতিবিনোদ দীন বহু যত্ন করি'॥
বিরচিল জৈবধর্ম্ম গৌড়ীয়ভাষায়।
সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী-পূর্ণিমায়॥

চৈতন্যাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে।
গোদ্রুম-সুরভিকুঞ্জে জাহ্নবী-সমীপে॥
শ্রীকলিপাবন-গোরাপদে যাঁর আশ।
এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস॥
গৌরাঙ্গে যাঁহার না জন্মিল শ্রদ্ধা লেশ
এ গ্রন্থ পড়িতে তাঁরে শপথ বিশেষ॥
শুষ্ক মুক্তিবাদে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
শ্রদ্ধাবানে ব্রজলীলা শুদ্ধরূপে ভায়॥
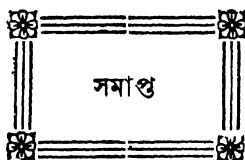
ফল-শ্রুতি

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥
ছলধর্ম্ম ছাড়ি' কর সত্যধর্ম্মে মতি।
চতুর্ব্বর্গ ত্যজি' ধর নিত্য প্রেমগতি॥
আমিত্ব মীমাংসা ভ্রমে নিজে জড়বুদ্ধি।
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে নহে চিত্ত শুদ্ধি॥

বিচিত্রতা হীন হলে নির্ব্বিশেষ হয়।
কাল সীমাতুল্য সেহ অপ্রাকৃত নয়॥
খণ্ড জ্ঞানে হেয় ধর্ম্ম আছে সুনিশ্চয়।
প্রাকৃত হইলে, কভু অপ্রাকৃতে নয়॥
জড়ে দ্বৈতজ্ঞান হেয় চিতে উপাদেয়।
কৃষ্ণভক্তি চিরদিন উপায় উপেয়।
জীব কভু জড় নয়, হরি কভু নয়।
হরি সহ জীবাচিন্ত্য-ভেদাভেদময়॥
দেহ কভু জীব নয়, ধরা ভোগ্য নয়।
দাস ভোগ্য জীব, কৃষ্ণ প্রভু ভোক্তা হয়॥
জৈবধর্ম্মে নাহি আছে দেহধর্ম্ম কথা।
নাহি আছে জীবজ্ঞানে মায়াবাদ-প্রথা॥
জীব-নিত্যধর্ম্ম—ভক্তি, তাহে জড় নাই।
শুদ্ধ জীব 'প্রেম' সেবাফলে পায় তাই॥
'জৈবধর্ম্ম' পাঠে সেই শুদ্ধভক্তি হয়।
জৈবধর্ম্ম' না পড়িলে কভু ভক্তি নয়॥
রূপানুগ অভিমান পাঠে দৃঢ় হয়।
জৈবধর্ম্ম বিমুখকে ধর্ম্মহীন কয়॥
যাবৎজীবন যেই পড়ে জৈবধর্ম্ম।
ভক্তিমান সেই জানে বৃথা জ্ঞান কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের অমল সেবা লভি সেই নয়।
প্রেমাসুখে [illegible]